ইওরোপের ইতিহাস

(১৭৪০—১৯১৯)

[ত্রৈবার্ষিক স্নাতক সংস্করণ]

ডক্টর কিরণচন্দ্র চৌধুরী,
এম. এ., এল. এল-বি., ডি. ফিল.

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট্,
কলিকাতা-১২
১৯৫০

প্রকাশক ঃ শ্রীদীনেশচন্দ্র বসু
মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

শ্রীঅজিতকুমার বসু
শক্তি প্রেস
২৭-৩ বি, হরি ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা—৬

শ্রীপ্রশান্তকুমার বসু
ডি পি প্রিন্টার্স
৫১ বি, সিকদার বাগান স্ট্রীট,
কলিকাতা—৪

শ্রীশুভঙ্কর বসু
জে. জি. প্রেস
৮০/৬, গ্রে স্ট্রীট
কলিকাতা—৬

ভূমিকা

বর্তমান বৎসর হইতে পশ্চিমবঙ্গের কলেজগুলিতে ত্রৈবার্ষিক স্নাতক পাঠ্যসূচী প্রবর্তিত হইয়াছে। ইতিহাসের পূর্ব পাঠ্যসূচীর দ্বিতীয় পত্র ইওরোপের ইতিহাস ১৪৫৩-১৮১৫ এবং তৃতীয় পত্র আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস ১৮১৫-১৯৩৯ হইতে কতক কতক অংশ বাদ দিয়া ত্রৈবার্ষিক স্নাতক পরীক্ষার ইতিহাসের দ্বিতীয় পত্রের পাঠ্যসূচী রচনা করা হইয়াছে। ইহাতে ১৭৪০ হইতে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইওরোপের ইতিহাস সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পূর্বের তৃতীয় পত্রের স্থলে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত পাঠ্যহিসাবে নির্ধারিত হইয়াছে। এই নূতন পাঠ্যসূচী অনুযায়ী ইতিহাসের দ্বিতীয় পত্রের জন্য ইওরোপের ইতিহাস, ১৭৪০-১৯১৯ পুস্তকখানি রচিত হইল। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইওরোপের ইতিহাস পঠন পাঠন শুরু করিবার যৌক্তিকতা সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। পূর্বেকার ইতিহাস জানা না থাকিলে আকস্মিকভাবে ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইওরোপের ইতিহাস পাঠের যে নানা অসুবিধা আছে একথা অস্বীকার করা যায় না। ইহা ভিন্ন ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দ ইওরোপীয় ইতিহাসের কোন যুগান্তকারী ঘটনার নির্দেশকও নহে। এইজন্য এই পুস্তকে প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রথমেই 'পূর্বকথা' শীর্ষক দিয়া পূর্ববর্তী প্রয়োজনীয় ইতিহাসের মোটামুটি আলোচনা করা হইয়াছে। ইহাতে ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইতিহাস পাঠের সুবিধা হইবে, আশা করি।

নূতন পাঠ্যসূচী নির্ধারণে বিলম্ব হওয়ার ফলে সময়ের সহিত একপ্রকার প্রতিযোগিতা করিয়াই এই পুস্তকখানি প্রকাশ করিতে হইয়াছে। আমার রচিত 'ইওরোপের ইতিহাস' (১৪৫৩-১৮১৫) ও 'আধুনিক পৃথিবী' (১৮১৫-১৯৩৯) হইতে অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ দিয়া এবং প্রয়োজনীয় কোন কোন অংশ সন্নিবিষ্ট করিয়া [illegible] প্রকাশিত [illegible]

সূচী

(CONTENTS)

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় — পৃষ্ঠাঙ্ক

বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক

বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক

সূচনা

(Introduction)

আজ মানুষ এ্যাটম্ আব হাইড্রোজেন বোমার যুগে পৌঁছিয়াছে, মহাশূন্যে মানুষ চলাচলেব উপায় আবিষ্কার করিয়াছে, চাঁদের দেশ আজ রূপকথার রাজ্য ছাড়িয়া বাস্তবে পরিণত হইয়াছে, তথাপি তাহাব সর্বগ্রাসী ক্ষুধা, তাহার অক্লান্ত অনুসন্ধিৎসার শেষ নাই। তাহার চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের লক্ষ্য কি? কোথায় তাব সীমা? সামান্য পশুর স্তব হইতে শুরু করিয়া নিজ বুদ্ধি ও অধ্যবসায়ের বলে সে কোন্ অমরত্বের সন্ধানে বা ধ্বংসের মুখে ছুটিয়া চলিয়াছে কে জানে! হয়ত কেহ জানে না, কিন্তু তাহাব অগ্রগতি থামিবাব নহে। স্রোতোধারার ন্যায়-ই ইহা সর্বজয়ী, গতিশীল ও অবিচ্ছেদ্য। মানবজাতির এই ক্রমবিকাশের ধারাই ইতিহাসের বিষয়বস্তু। নদীর স্রোত রুদ্ধ হইলে জল যেমন দুই কূল ছাপাইয়া আবার নিজ অগ্রগতির পথ খুঁজিয়া লইয়া থাকে সেইরূপ ইতিহাসের ধারাও বাধাপ্রাপ্ত হইলে সাময়িক-ভাবে বিচ্ছিন্ন বা বিক্ষিপ্ত হইতে পাবে বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজ অগ্রগতির পথ খুঁজিয়া লইবেই। এই অবিশ্রাম ও অপ্রতিহত গতিপথে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেই মানব-ইতিহাস বৈচিত্র্যময় হইয়া উঠিয়াছে।

মানব-ইতিহাসেব বৈচিত্র্য

মানবজাতির এই অগ্রগতির ইতিহাসকে সাধারণত প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক—এই তিন পর্যায়ে ভাগ করা হইয়া থাকে। মানবজাতির ক্রমোন্নতির ধারাকেই যদি ইতিহাস বলি, তবে এই ধারাকে বিচ্ছিন্ন করিব কিভাবে? একই স্রোতোধারার বিভিন্ন অংশকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করিলেও স্রোতোধারা যেমন একই থাকিয়া যায়, তেমনি আমাদের সুবিধা ও কতক কতক বৈশিষ্ট্যের তারতম্য হেতু ইতিহাসকে 'প্রাচীন', 'মধ্য', ও 'আধুনিক' যুগে ভাগ করিলেও ইতিহাসের ধারাবাহিকতা একই থাকিয়া যাইবে। ইতিহাসের সমগ্রতা, ধারাবাহিকতার প্রভাব ও প্রবণতা স্বীকার

মানব-ইতিহাসেব পর্যায় ভাগ: প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগ—ইতিহাসেব একই ধাবা

করিয়া লইয়াই আধুনিক তথা যে-কোন যুগের ইতিহাস পাঠ করিতে হইবে। প্রাচীন যুগকে ভিত্তি করিয়াই মধ্যযুগ এবং মধ্যযুগকে ভিত্তি করিয়া আধুনিক যুগ রচিত হইয়াছে। সুতরাং প্রাচীন, 'মধ্য' ও 'আধুনিক' যুগে ভাগ করিলেও মানব-ইতিহাসের অবিচ্ছিন্নতা ও সামগ্রিকতা বজায় থাকিবেই।

মানব-ইতিহাসের ধারা যে সব সময়েই একই গতি ও বৈশিষ্ট্য লইয়া চলিয়াছে, এমন নহে। কোন কোন পর্যায়ে বৈশিষ্ট্যের এমন কতকগুলি নূতনত্ব দেখা দিয়াছে, যাহার ফলে পূর্ববর্তী পর্যায় হইতে উহাকে পৃথক ভাবে বিচার করা প্রয়োজন হইয়াছে। এইজন্যই বৈশিষ্ট্যের তারতম্যের দিক হইতে বিচার করিয়া ইতিহাসকে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগে ভাগ করা হইয়া থাকে।

বৈশিষ্ট্যের তারতম্যের ফলে যুগের বিভাগ

তথাপি প্রাচীন যুগের কোন কোন বৈশিষ্ট্য যেমন মধ্যযুগের বহুদূর পর্যন্ত বিদ্যমান থাকিতে দেখা গিয়াছে, তেমনি মধ্যযুগীয় কতক কতক বৈশিষ্ট্য প্রাচীন যুগেই প্রকাশ পাইয়াছে। অনুরূপ মধ্যযুগের কোন কোন বৈশিষ্ট্য আধুনিক যুগে ও আধুনিক যুগের কোন কোন বৈশিষ্ট্য মধ্যযুগেও পরিলক্ষিত হয়। দিনের পর রাত্রি যেমন আকস্মিকভাবে আসে না—এই দুইয়ের মধ্যস্থলে দিন এবং রাত্রির সংমিশ্রণে যেমন গোধূলির সৃষ্টি হয় সেইরূপ প্রাচীন যুগ হইতে মধ্যযুগ ও মধ্যযুগ হইতে আধুনিক যুগের অন্তর্বর্তী এক-একটি গোধূলি বা যুগ-সন্ধিক্ষণের সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপ গোধূলি বা যুগ-সন্ধিক্ষণে প্রাচীন যুগ উহার বৈশিষ্ট্য হারাইয়া মধ্যযুগে এবং মধ্যযুগ আধুনিক যুগে রূপান্তরিত হইয়াছে। সুতরাং প্রাচীন, মধ্য বা আধুনিক যুগের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট বা দৃঢ় সীমারেখা টানা যেমন অসম্ভব তেমনি অযৌক্তিক।

নির্দিষ্ট যুগারেখার অযৌক্তিকতা

প্রাচীন, মধ্য বা আধুনিক যুগের ব্যবচ্ছেদের অযৌক্তিকতা

এই একই যুক্তিতে ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে ইতিহাসকে আকস্মিকভাবে ভাগ করিয়া লইয়া আলোচনা করা চলে না। যুগধারার বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া বিচার করিলেও ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দের কোন বিশেষ গুরুত্ব আছে একথাও বলা যায় না। বস্তুত ইউট্রেক্ট-এর শান্তিচুক্তির (১৭১৩ খ্রীঃ) ফলে ইওরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রে যে-সকল নূতন সমস্যা ও বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়াছিল ১৭৪০

খ্রীষ্টাব্দে সেগুলির কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে নাই। ঐতিহাসিক ওয়েকম্যান (Wakeman)-এর মতে সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইওরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রে যে-সকল সমস্যার উদ্ভব ঘটিয়াছিল সেগুলির যথাযথ সমাধান ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দের ইউট্রেক্ট-এর শান্তিচুক্তিতে করা হইয়াছিল। আর যে-গুলির সমাধান করা সম্ভব হয় নাই, সেগুলি ইওরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রে চিরবিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল। এজন্য তিনি ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে সপ্তদশ শতাব্দীর অবসানের তারিখ বলিয়া বিবেচনা করা সমীচীন মনে করেন। কিন্তু তাঁহার এই মন্তব্য কেবলমাত্র আংশিকভাবেই সত্য।

১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইতিহাসের কোন সীমারেখা টানিবার অযৌক্তিকতা

কারণ, সপ্তদশ শতাব্দীতে ফরাসীরাজ চতুর্দশ লুই-এর সহিত ইংলণ্ডের দ্বন্দ্বের মূল কারণ ছিল ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ইউট্রেক্ট এর সন্ধিতে অর্থাৎ স্পেনীয় উত্তরাধিকার যুদ্ধে এই প্রশ্নের মীমাংসা মাত্র আংশিক-ভাবেই হইয়াছিল। ইঙ্গ-ফরাসা ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক দ্বন্দ্বের শেষ এবং গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় তখনও অসমাপ্ত ছিল। সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের পর প্যারিসের সন্ধিতে (১৭৬৩ খ্রীঃ) এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিসমাপ্তি ঘটে। ইহা ভিন্ন, সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ (১৬৪০ খ্রীঃ) হইতে উত্তর-জার্মানির প্রধান শক্তি প্রাশিয়ার উন্নতির ইতিহাস ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে শেষ হওয়া দূরে থাকুক, ঐ বৎসর হইতেই প্রাশিয়া পূর্ববর্তী শতাব্দীর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা লইয়া ইওরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। সুতরাং ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে ইওরোপীয় ইতিহাসকে পৃথক্ করিয়া লইয়া আলোচনা করিতে গেলে যুগধারা ও ঐতিহাসিক যোগসূত্র ছিন্ন করা হইবে। এই কারণে পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে প্রত্যেক দেশের-ই পূর্ববর্তী ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া লইয়া ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ ও বৈশিষ্ট্যের সংযোগ রক্ষা করা হইয়াছে।

ইউট্রেক্ট-এর সন্ধির ফলে উদ্ভূত সমস্যা ও পরিস্থিতি ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে অপরিবর্তিত

ওয়েকম্যানের মতের আংশিক সত্যতা

১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দের ইওরোপ (Europe in 1740) ঃ ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যের দিক হইতে বিচার করিলে ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দ ইওরোপীয় ইতিহাসের কোন যুগান্তকারী ঘটনার নির্দেশক বা কোন নূতন ধারার সূচক

বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইউট্রেক্ট-এর শান্তিচুক্তি (Peace Treaty of Utrecht, 1713) ইওরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রে কতক কতক স্থান, উপনিবেশ ও দ্বীপের অধিকার সম্পর্কে কতক পরিবর্তন সাধন করিয়া ইওরোপীয় রাজনীতির শক্তি-সাম্য বজায় রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। ঐ একই উদ্দেশ্যে স্পেন ও ফ্রান্সের সিংহাসন একই ব্যক্তি কর্তৃক অধিকৃত হইবে না সেই নীতি অনুসরণ করা হইয়াছিল এবং ফরাসীরাজ চতুর্দশ লুই (Louis XIV)-এর পৌত্র ফিলিপ (Philip of Anjou)-কে পৃথক্‌ভাবে স্পেনের সিংহাসনের অধিকারী বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছিল।* এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইউট্রেক্ট-এর শান্তিচুক্তি পশ্চিম-ইওরোপীয় দেশগুলির মধ্যে ভারসাম্য বা শক্তি-সাম্য বজায় রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিল। উত্তর-ইওরোপের রাজনীতিক্ষেত্রে রাশিয়া ও সুইডেনের, সুইডেন ও প্রাশিয়ার, সুইডেন ও পোল্যাণ্ডের রাজনৈতিক বিবাদ-বিসম্বাদ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার সাময়িক অবসান ঘটাইয়া উত্তর-ইওরোপীয় রাজনৈতিকক্ষেত্রে শান্তি আনিয়াছিল ১৭২১ খ্রীষ্টাব্দের নিস্ট্যাট্-এর শান্তি-চুক্তি (Treaty of Nystadt, 1721)। যাহা হউক, ইউট্রেক্ট ও নিস্ট্যাট্-এর শান্তিচুক্তির পরবর্তী কালে উত্তর ও পশ্চিম ইওরোপীয় রাজনীতি ক্রমেই অবিচ্ছেদ্য হইয়া পড়ে। দীর্ঘকালের তন্দ্রামুক্ত রাশিয়াও পশ্চিম-ইওরোপের রাজনীতিক্ষেত্রের অন্যতম শক্তি হিসাবে নিজ আসন অধিকার করিয়া লইতে সক্ষম হয়।

১৭৪০ খ্রীঃ কোন যুগান্তকারী ঘটনা-নির্দেশক নহে

ইউট্রেক্ট ও নিস্ট্যাট্-এর শান্তিচুক্তি দ্বারা পশ্চিম ও উত্তর ইওরোপের শান্তি স্থাপন

পরবর্তী কালে উত্তর ও পশ্চিম ইওরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রের অবিচ্ছেদ্যতা

১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর-জার্মানির সর্বাধিক শক্তিশালী দেশ প্রাশিয়ার সিংহাসনে দ্বিতীয় ফ্রেডারিক বা মহান ফ্রেডারিক (Frederick II, the Great) আরোহণ করিলে প্রাশিয়া অস্ট্রিয়ার রাজ্যাংশ অধিকার করিতে অগ্রসর হয়। ঐ বৎসরই (১৭৪০) অস্ট্রিয়ার রাজা ষষ্ঠ চার্লসের মৃত্যু ঘটিলে

* "The most destructive flame of war which is to be extinguished by this peace arose chiefly from hence, that the security and liberties of Europe could by no means bear the union of the kingdoms of France and Spain under one and the same king." (Art. VI, Treaty of Utrecht, April 11, 1713)—Schuman, *International Politics*, p. 71.

তাঁহার অনভিজ্ঞা, অল্পবয়স্কা কন্যা ম্যারিয়া থেরেসা (Maria Theresa) অস্ট্রিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করিলে দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের সুযোগও উপস্থিত হইয়াছিল। ফ্রেডারিক কর্তৃক অস্ট্রিয়ার রাজ্যাংশ সাইলেশিয়া আক্রমণ ইউট্রেক্ট-এর শান্তিচুক্তির পর ইওরোপে যে শান্তি বিরাজিত ছিল উহা নাশ করিয়া ইওরোপে এক বিরাট যুদ্ধের সূচনা করে। এই যুদ্ধ অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত যুদ্ধ (War of Austrian Succession , 1740) নামে পরিচিত। এই যুদ্ধে যোগদান করিয়া ফ্রান্স ইউট্রেক্ট-এর সন্ধির শর্তাদি ভঙ্গ ও শক্তি সঞ্চয় করিয়া লইবে এই আশঙ্কার বশবর্তী হইয়া ইংলণ্ডও যুদ্ধে যোগদান করিতে বাধ্য হয়। ফলে, অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধ অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার যুদ্ধে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বেও রূপান্তরিত হয়। সেই সূত্রে ভারতের কর্ণাট অঞ্চলে ইঙ্গ-ফরাসী বণিকদের মধ্যে এক তীব্র ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। এই দ্বন্দ্ব এবং অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার দ্বন্দ্ব ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে 'এই-লা-স্যাপ্‌ল্' (Aix-la-Chapelle)-এর শান্তিচুক্তি দ্বারা সাময়িকভাবে বন্ধ হয়। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের শুরু হয় এবং দীর্ঘ সাত বৎসর যুদ্ধের পর ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসের শান্তিচুক্তিতে অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া এবং ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের পরস্পর দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি ঘটে। এই শান্তিচুক্তির ফলে প্রাশিয়া যেমন অস্ট্রিয়ার নিকট হইতে সাইলেশিয়া নামক স্থানটি অধিকার করে, ইংলণ্ডও তেমনি আমেরিকা ও ভারতবর্ষে ফরাসী ঔপনিবেশিক বিস্তার-নীতির অবসান ঘটাইয়া নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হইয়া উঠে। ইঙ্গ-ফরাসী ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক দ্বন্দ্বেরও পরিসমাপ্তি ঘটে। সুতরাং ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দ এক দীর্ঘকাল স্থায়ী ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক দ্বন্দ্বের সূচনার তারিখ হিসাবে উল্লেখযোগ্য।

১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে ইওরোপীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতি

১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে ইউট্রেক্ট-এর সন্ধি দ্বারা স্থাপিত শান্তি নাশ করিয়া দীর্ঘকাল স্থায়ী ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক দ্বন্দ্বের সূচনা

১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়ার সিংহাসনে দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের আরোহণের সময় হইতে জার্মানির রাজনৈতিক নেতৃত্ব লইয়া প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে যে তীব্র দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয় পরবর্তী শতাব্দী অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে প্রাশিয়ার অধীনে সমগ্র জার্মানির ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং জার্মানির

নেতৃত্ব হইতে অস্ট্রিয়ার অপসারণে এই দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি ঘটে। আভ্যন্তরীণ-ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের প্রজাহিতৈষণা ও জনকল্যাণকর কার্যাবলী প্রাশিয়াকে এক উন্নত, শক্তিশালী দেশে পরিণত করে। প্রাক্-ফরাসী-বিপ্লব যুগের প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচারের সূচনা দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের সিংহাসনারোহণের সময় (১৭৪০) হইতেই ধরা হইয়া থাকে। দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের আমলে ইওরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রে প্রাশিয়ার মর্যাদা সর্বজনস্বীকৃত হয়।

প্রাশিয়া

দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের শাসন-ব্যবস্থা পূর্ণমাত্রায় স্বৈরাচারী ছিল বটে, কিন্তু তাঁহার প্রজাহিতৈষণা এবং প্রজাবর্গের প্রতি তাঁহার পিতৃ-সুলভ দায়িত্ববোধ ইওরোপের ইতিহাসে 'প্রজা-হিতৈষী স্বৈরাচার' (Benevolent Despotism) নামক এক নূতন রাজনৈতিক ধারার সূত্রপাত করিয়াছিল।

প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচার

অস্ট্রিয়ার ইতিহাসে ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে ম্যারিয়া থেরেসার সিংহাসনে আরোহণ এক উত্তরাধিকার যুদ্ধের সূচনা করিয়া অস্ট্রিয়ার আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রীয় নীতির দুর্বলতার সূত্রপাত করে। অবশ্য রাণী ম্যারিয়া থেরেসার প্রজাহিতৈষী শাসনাধীনে অস্ট্রিয়ার আভ্যন্তরীণ কতক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। কিন্তু পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে প্রাশিয়ার রাজা ফ্রেডারিকের কূটচাল ও রণকৌশলের সহিত অস্ট্রিয়া কোনক্রমেই আঁটিয়া উঠিতে সক্ষম হয় নাই। প্রাশিয়ার রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডারিক জার্মানির উপর অস্ট্রিয়ার একক প্রাধান্য ও নেতৃত্বের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠেন।

অস্ট্রিয়া

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে এক দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়। ফরাসীরাজ পঞ্চদশ লুই ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া কার্ডিন্যাল ফ্লিউরি (Fleury)-কে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। কার্ডিন্যাল ফ্লিউরির দূরদর্শিতা ও দক্ষতা অল্পকালের মধ্যেই ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ পুনরুজ্জীবনে পরিলক্ষিত হইল। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক ও অনভিজ্ঞ মন্ত্রিগণ পঞ্চদশ লুই-এর উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইলে কার্ডিন্যাল ফ্লিউরির ক্ষমতা হ্রাস পাইল। ফ্রান্স অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধে যোগদান করিয়া ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দের এই-লা-শ্যাপ্‌ল্‌-এর সন্ধি দ্বারা কোন

ফ্রান্স

কিছুই লাভ করিতে সমর্থ হইল না। উপরন্তু পঞ্চদশ লুই ক্রমেই বিলাস ও ব্যভিচারে নিমজ্জিত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। ফলে, ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র নীতির ইতিহাসে এক চরম দুর্বলতার সূচনা হইল।

অধ্যবসায়, কর্মদক্ষতা ও বুদ্ধিবলে জাতি কিভাবে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতে পারে তাহার দৃষ্টান্ত সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের ওলন্দাজ ইতিহাস আলোচনা করিলে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। ইওরোপীয় জাতিগুলির মধ্যে ওলন্দাজগণ-ই ছিল সর্বাধিক উদ্যোগী ও কর্মঠ। বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক শক্তি হিসাবে হল্যাণ্ড সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইওরোপের অন্যতম

হল্যাণ্ড

শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু উদ্যোগ কর্মক্ষমতা, অধ্যবসায় প্রভৃতি গুণের অধিকারী হইলেও ওলন্দাজগণ তাহাদের সমৃদ্ধি দীর্ঘকাল স্থায়ী করিতে সমর্থ হইল না। শাসন-ব্যবস্থার দুর্বলতা, ইংলণ্ডের ন্যায় শক্তিশালী দেশের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ফ্রান্সের শত্রুতা প্রভৃতির ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীতে হল্যাণ্ড পূর্ব-সমৃদ্ধি হারাইয়া অতিশয় দুর্বল দেশে পরিণত হইল। ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিকক্ষেত্র হইতে হল্যাণ্ডের অপসারণের ফলে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক দ্বন্দ্ব সরাসরিভাবে দেখা দিল।

ইউট্রেক্ট-এর সন্ধির দ্বারা ফরাসীরাজ চতুর্দশ লুই-এর পুত্র ফিলিপ 'পঞ্চম ফিলিপ' নামে স্পেনীয় সিংহাসনের উত্তরাধিকারী স্বীকৃত হইলেন। সেই সময়ে মন্ত্রী কার্ডিন্যাল এল্‌বেরোণী (Alberoni) ও রিপার্ডার (Ripperda) দক্ষতার ফলে স্পেনের জাতীয় জীবন বহুলাংশে পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিল। পঞ্চম ফিলিপের পুত্র তৃতীয় চার্লসের রাজত্বকালে

স্পেন

(১৭৫৯-৮৮) স্পেনের আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থা, জনসাধারণের অবস্থা এবং ঔপনিবেশিক শাসন-ব্যবস্থা প্রভৃতির উন্নয়ন সাধিত হইয়াছিল। সুতরাং অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে স্পেন সপ্তদশ শতাব্দীর পতনোন্মুখতা হইতে নিজ শক্তি ও সামর্থ্য কতক পরিমাণে ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন পঞ্চম ফিলিপের রাজত্বকালে (১৭১৩-১৭৫৯) স্পেন পোল্যাণ্ডের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধে (War of Polish Succession, 1733-38) যোগদান করিয়া সিসিলি, ন্যাপ্‌লস্‌ ও পার্মা—এই তিনটি স্থান অস্ট্রিয়ার নিকট হইতে অধিকার করে। স্পেনরাজের প্রথম পুত্র চার্লসকে সিসিলি ও ন্যাপ্‌লস্‌ ও অপর পুত্রকে পার্মার সিংহাসনে স্থাপন করা হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে (১৭২৫ খ্রীঃ) রাশিয়ার জার (Czar) পিটার রাশিয়াকে দীর্ঘকালের তন্দ্রা হইতে জাগাইয়া তুলিয়া ইওরোপের অন্যতম প্রধান শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পরবর্তী জারিণা অর্থাৎ রাণী প্রথম ক্যাথারিণ (১৭২৫-২৭), দ্বিতীয় পিটার (১৭২৭-৩০), জারিণা এ্যানি (১৭৩০-৪০) ও এলিজাবেথ (১৭৪০-৬২) ও তৃতীয় পিটার (১৭৬২)-এর আমলে রাশিয়ার ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটে নাই। এই সকল জার ও জারিণা যেমন ছিলেন অকর্মণ্য তেমনি ছিলেন বিলাসী। সুতরাং অষ্টাদশ শতাব্দীর ঠিক মধ্যভাগে রাশিয়া এক উন্নতির যুগের পর পুনরায় অবনতির পথে ধাবিত হইতেছিল। কিন্তু ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় ক্যাথারিণ সিংহাসনে আরোহণ করিলে রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রক্ষেত্রে পুনরায় সমৃদ্ধি, শক্তি, প্রতিপত্তি ও মর্যাদার যুগ ফিরিয়া আসিল। রাশিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আবার ইওরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হইল।

রাশিয়া

ইংলণ্ডের ইতিহাসে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (১৭৪০) এক শান্তির যুগ চলিতেছিল। রবার্ট ওয়ালপোলের শান্তিবাদী নীতির ফলে ইংলণ্ড আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রক্ষেত্রে সর্বপ্রকার গোলযোগ এড়াইয়া চলিতেছিল। তাঁহার মন্ত্রিত্বকালে ইংলণ্ড যে আর্থিক সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল উহার ফলেই কয়েক বৎসর পর সপ্তবর্ষব্যাপী (১৭৫৬-৬৩) যুদ্ধে পিট্, আর্ল অব্ চ্যাথাম্ (Pitt the Elder, Earl of Chatham) ইংলণ্ডকে জয়যুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ালপোলের মন্ত্রিত্ব ত্যাগের পর হইতেই ইংলণ্ড ইওরোপের অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বে এবং পরে ফ্রান্সের সহিত বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইতে থাকে।

ইংলণ্ড

একদা সমৃদ্ধ পোল্যাণ্ড অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে উহার পূর্বেকার বাণিজ্যিক প্রাধান্য হারাইয়া ক্রমেই রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক দিক দিয়া হীনবল হইয়া পড়িতেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পোল্যাণ্ডের সিংহাসনের উত্তরাধিকার লইয়া এক যুদ্ধের সৃষ্টি হয়। এই যুদ্ধে ইওরোপীয় শক্তিবর্গ—রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স প্রভৃতি অংশ গ্রহণ করে। শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় অগাস্টাসের পুত্র তৃতীয় অগাস্টাসেরই সিংহাসন অধিকার স্বীকৃত হয়। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর

পোল্যাণ্ড

(১৭৬৩) পোল্যাণ্ডের উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব পুনরায় শুরু হয়। এইভাবে শেষ পর্যন্ত পোল্যাণ্ডের অস্তিত্ব লোপ পায়।

সুইডেন

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে উত্তর-ইওরোপের রাজনীতিক্ষেত্রে যে প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি সুইডেন অর্জন করিয়াছিল এবং ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ওয়েস্ট্-ফেলিয়ার শান্তিচুক্তি (Treaty of Westphalia, 1648) দ্বারা উত্তর-জার্মানির সীমান্তে ও ওডার নদীর মোহনায় ব্রিমেন, ভার্দেন ও পশ্চিম-পোমেরেনিয়া লাভের ফলে দুর্বল জার্মানির উপর প্রাধান্য বিস্তারের যে সুযোগ পাইয়াছিল সেই সব কিছুই অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে হারাইয়া সুইডেন নিজেই এক দুর্বল দেশে পরিণত হইয়াছিল। ১৭২১ খ্রীষ্টাব্দে নিস্ট্যাট্-এর সন্ধির ফলে সুইডেন বাল্টিক্ সাগরের উপর প্রাধান্য হারাইয়াছিল। ফলে, উত্তর-ইওরোপের প্রাধান্য সুইডেনের হস্ত হইতে রাশিয়ার নিকট হস্তান্তরিত হইয়াছিল।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (১৭৪০) ইওরোপীয় দেশসমূহের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা লাভ করা যাইবে। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে প্রত্যেক দেশের ইতিহাস বর্ণনাকালে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হইবে।

উনবিংশ শতাব্দীর বৈশিষ্ট্য (Characteristics of the 19th Century) : ঐতিহাসিক বিবর্তনের পর্যায়-ভাগের দিক হইতে বিচার করিলে নেপোলিয়নের পতনে (১৮১৫) অষ্টাদশ শতাব্দীর পরিসমাপ্তি এবং ভিয়েনা সম্মেলন হইতে উনবিংশ শতাব্দীর সূচনা হইয়াছে বলিয়া ধরিতে হইবে। ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়নের যুগ ছিল অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীর যুগ-সন্ধি কাল।

নেপোলিয়নের পতনে অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাপ্তি : ভিয়েনা সম্মেলনে উনবিংশ শতাব্দীর সূচনা

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম বৈশিষ্ট্য হইল আন্তর্জাতিক সমবায়ের মাধ্যমে ইওরোপে শান্তি বজায় রাখিবার চেষ্টা। ইওরোপীয় রাজনীতিকে যুগ্মভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া ইওরোপের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের ও নিরবচ্ছিন্ন শান্তি বজায় রাখিবার যে-চেষ্টা ভিয়েনা সম্মেলনে সমবেত প্রতিনিধিবর্গ করিতে-ছিলেন, তাহার মধ্য দিয়া এক অভিনব আন্তর্জাতিক পরীক্ষা চলিতেছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর বৈশিষ্ট্য : (১) আন্তর্জাতিক সমবায়ের মাধ্যমে ইওরোপের শান্তি-রক্ষার চেষ্টা

ভিয়েনা সম্মেলনের প্রতিনিধিবর্গ মৌখিক আদর্শবাদিতার সহিত তাঁহাদের কার্যের কোন সামঞ্জস্য রাখেন নাই। 'নৈতিক ও সামাজিক পুনরুজ্জীবন', 'ন্যায় ও সততার ভিত্তিতে ইওরোপের পুনর্বণ্টন' প্রভৃতি উচ্চাদর্শের পশ্চাতে অপরের সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবার নীচ স্বার্থপরতার পরিচয় তাঁহারা দিয়াছিলেন সন্দেহ নাই, তথাপি ভিয়েনা সম্মেলনের মধ্যে পরবর্তী কালের আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান ও শান্তিরক্ষার উপায়ের ইঙ্গিত রহিয়াছিল।

(২) দুইটি পরস্পর-বিরোধী ধারা: প্রতিক্রিয়াশীলতা ও উদার নীতি প্রতিক্রিয়া-প্রসূত ন্যায্য-অধিকার ও শক্তি-সাম্য নীতি

উনবিংশ শতাব্দীর ইওরোপে দুইটি পরস্পর-বিরোধী ধারা দেখিতে পাওয়া যায়। ফরাসী-বিপ্লবের সর্বগ্রাসী শক্তির প্রভাবে ইওরোপীয় শাসকসমাজে যে ভীতি ও অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যায় 'ন্যায্য-অধিকার' (Legitimacy), 'শক্তি-সাম্য' (Balance of Power) প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল নীতি এবং ইওরোপীয় কন্সার্ট (Concert of Europe)-এর উদার নীতিবিরোধী কার্যকলাপে। ধর্মের ক্ষেত্রেও অনুরূপ রক্ষণশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন, বিপ্লব-প্রসূত অবাস্তব উদারনৈতিক আদর্শবাদের—যেমন রুশোর প্রাকৃতিক রাষ্ট্রের ধারণা—পরিবর্তে তখন জনকল্যাণকর রাষ্ট্র স্থাপনের ইচ্ছা দেখিতে পাওয়া

উদার নীতি আদর্শ-বাদের স্থলে বাস্তব জনকল্যাণকর রাষ্ট্র স্থাপনের ধারণা

যায়। 'সর্বাধিক সংখ্যক লোকের সর্বাধিক কল্যাণসাধন' (Greatest good to the greatest number) তখন হইতে রাষ্ট্রের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচিত হয়।* আদর্শবাদিতার স্থলে রাষ্ট্রে উপযোগিতা (Utility) রাষ্ট্রগঠনের এবং রাষ্ট্র-কর্তব্যের মূলনীতি হইয়া দাঁড়ায়।

গণতান্ত্রিক ধারণা: মধ্যবিত্তের অধিকার সীমাবদ্ধ

আধুনিক গণতন্ত্রের ধারণা ফরাসী-বিপ্লব হইতেই জন্মলাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে এই গণতান্ত্রিকতা 'জনগণের শাসনাধিকার' বুঝায় নাই: অভিজাত সম্প্রদায়ের পরিবর্তে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের শাসনাধিকার লাভ—এইটুকু গণতান্ত্রিক উদারতা ঐ সময়ে পরিলক্ষিত হয়। অর্থনৈতিক

* "The dreams of the 'State of Nature' and the 'Rights of Man' gave place to gospel of utilitarianism, with its doctrine of the 'greatest happiness to the greatest number' as the supreme object of the state." *Modern Europe, 1815-1899*, Phillips, P. 4.

ক্ষমতার উপর ঐ যুগের শাসনাধিকার নির্ভরশীল ছিল। ফরাসী বিপ্লবের ফলে সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন সাধিত হইলেও অর্থনৈতিকক্ষেত্রে সাধারণ শ্রেণীর কোনপ্রকার উন্নতি ঘটে নাই।* ফলে, অর্থশালী মধ্যবিত্ত সমাজ শাসন-ব্যবস্থায় স্থানলাভ করিলেও সাধারণশ্রেণীর লোক শাসনকার্যে কোন অংশ লাভে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সমাজতান্ত্রিক মতবাদ প্রচার লাভ করিলে এবং অপরদিকে শিল্প ও বিজ্ঞানের প্রসারহেতু মূলধনী সমাজের শ্রমিকশোষণ বৃদ্ধি পাইলে সাধারণ সমাজ অর্থাৎ 'প্রোলিটারিয়াট' (Pıoletariat) শ্রেণী জন্ম ও বিত্তের ভিত্তিতে বিশেষ অধিকার ভোগের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন শুরু করে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রোলিটারিয়াট শ্রেণীর আন্দোলন

উনবিংশ শতাব্দীর অপর বৈশিষ্ট্য হইল জাতীয়তাবাদের প্রাধান্য। ফরাসীবিপ্লব হইতেই আধুনিক জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দী তথা পূর্বেকার জাতীয়তার ধারণা হইতে ইহা ছিল সম্পূর্ণ পৃথক্। পূর্বে রাজার প্রতি আনুগত্য, এমন কি, রাজার জন্য নিজ দেশ ও দেশবাসীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা জাতীয়তার প্রকাশ বলিয়া ধরা হইত। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে পূর্বেকার ধারণা সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়। রাজার স্বার্থই দেশের স্বার্থ এবং এই দুইয়ের স্বার্থের মধ্যেই জনগণের স্বার্থ নিহিত—এইরূপ ধারণা জন্মিবার ফলে জনগণের স্বার্থ ও দেশের স্বার্থের সহিত রাজার স্বার্থ সমধর্মী হইয়া পড়ে। এই নূতন জাতীয়তাবাদ উনবিংশ শতাব্দীতে এক বিপ্লবাত্মক শক্তিতে পরিণত হইয়াছিল। সমগ্র ইওরোপে এই নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদের ব্যাপক প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। ইতালির ঐক্য, জার্মানির ঐক্য, বলকান দেশগুলির স্বাধীনতা, গ্রীস, বেলজিয়াম, নরওয়ে প্রভৃতি দেশের স্বাধীনতা-লাভ এই জাতীয়তাবাদেরই বিজয়স্বরূপ।

জাতীয়তাবাদের প্রাধান্য

জাতি ও দেশের স্বার্থের সহিত শাসকের স্বার্থ সমধর্মী

জাতীয়তার প্রসার

বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক বিস্তারের জন্যও উনবিংশ শতাব্দী বিশেষভাবে

* "The principle of 'government by the people, for the people'—it had derived from the Revolution ; but in practice this had come to mean no more than the claim of capital to share in political privileges hitherto monopolised by birth." *Ibid*, p. 4.

উল্লেখযোগ্য। এই শতাব্দীর মধ্যভাগে চীন, জাপান, ইওরোপীয় দেশগুলির নিকট উন্মুক্ত হয়। এই যুগেই আফ্রিকার অভ্যন্তরদেশে বিভিন্ন ইওরোপীয় রাষ্ট্রের আধিপত্য স্থাপিত হয়।*

বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক বিস্তৃতি

বিংশ শতাব্দীর বৈশিষ্ট্য (**Characteristics of the 20th Century**) : বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক বৎসর পর্যন্ত ঊনবিংশ শতাব্দীর উগ্র জাতীয়তাবোধের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। প্রধানত, উগ্র এবং সংগ্রামশীল জাতীয়তাবোধ হইতেই প্রথম মহাযুদ্ধের সৃষ্টি হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বলকান সমস্যা সমাধানের অসম্পূর্ণতার জন্যও এই যুদ্ধ ঘটিয়াছিল।

উগ্র জাতীয়তাবোধ

দ্বিতীয়ত, বিজ্ঞান ও শিল্পের অভাবনীয় উন্নতি মানুষের জীবনযাত্রা-পদ্ধতির এক বিরাট পরিবর্তন আনয়ন করিয়াছে। পারিবারিক জীবন হইতে আরম্ভ করিয়া জাতীয় জীবনের প্রতি স্তরে এই উন্নতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

বিজ্ঞান ও শিল্পের উন্নতি

তৃতীয়ত, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের (Welfare State) ধারণার উৎপত্তি বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার, রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক জীবন, সাধারণ শ্রেণীর রাজনৈতিক চেতনা এবং আত্মমর্যাদায় স্থাপিত হওয়ার দাবি, বর্তমান শতাব্দীর প্রধান বৈশিষ্ট্য।

গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের উৎপত্তি

চতুর্থত, ঔপনিবেশিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে এশিয়া ও আফ্রিকার জাগরণ ও সাফল্যলাভ এক নূতন পৃথিবী রচনা করিতে চলিয়াছে।

ঔপনিবেশিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে এশিয়া ও আফ্রিকার জাগরণ

পঞ্চমত, নূতন চীনের জন্ম, স্বাধীন ভারতের আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার, স্বাধীন মিশরের আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠা, আফ্রিকাবাসীর জাগরণ, রাশিয়া ও আমেরিকার নেতৃত্বে আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে পরস্পর-বিরোধী রাষ্ট্র-জোটের সৃষ্টি হইবার ফলে পরস্পর-বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার

নূতন চীন ; স্বাধীন ভারত ; স্বাধীন মিশর ; বিরোধী রাষ্ট্র-জোট : ঠাণ্ডা লড়াই (Cold War)

* "One of the principal features of the nineteenth century has been the Europeanisation of the world". *A History of Modern Times*, D. M. Ketelbey, p. 459.

ফল 'ঠাণ্ডা লড়াই' (Cold War) অর্থাৎ প্রকৃত যুদ্ধ না থাকিলেও যুদ্ধের চাপের সৃষ্টি হইয়াছে। বর্তমান শতাব্দীর অতি আধুনিক কালের বৈশিষ্ট্য হিসাবে এই সকলের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

আন্তর্জাতিকতার প্রসার : লীগ-অব্-ন্যাশনস : ইউনাইটেড্ ন্যাশনস

ষষ্ঠত, বিংশ শতাব্দীতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হইয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) পর লীগ-অব্-ন্যাশনস্ এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের (১৯৩৯-৪৫) পর হইতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বা ইউনাইটেড্ ন্যাশনস্ অর্গানাই-জেশন (UNO)-এর মাধ্যমে বিনাযুদ্ধে আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধান করিবার চেষ্টা চলিতেছে। এ্যাটম ও হাইড্রোজেন বোমার আন্তর্জাতিক ও জনকল্যাণমূলক নিয়ন্ত্রণের এবং পৃথিবীর ক্ষুদ্র-বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সহাবস্থানের উপরই বিংশ শতাব্দীর তথা পৃথিবীর জনসমাজের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে, বলা বাহুল্য।

প্রথম অধ্যায়

ফ্রান্সের ইতিহাস, ১৭৪০–১৭৮৯

(History of France, 1740-1789)

পূর্বকথা (Retrospect) : সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইউট্রেক্ট-এর শান্তিচুক্তি (১৭১৩) স্বাক্ষরিত হওয়া পর্যন্ত দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দীরও অধিককাল ফ্রান্স ইওরোপীয় রাজনীতি-ক্ষেত্রের শ্রেষ্ঠ শক্তি হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই

ইওরোপীয় ইতিহাসে চতুর্দশ লুই-এর যুগ —'Age of Louis XIV'

দীর্ঘকাল ইওরোপীয় ইতিহাসে ফরাসীরাজ চতুর্দশ লুই-এর নামানুসারে 'চতুর্দশ লুই-এর যুগ' (Age of Louis XIV) নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বস্তুত চতুর্দশ লুই-এর পররাষ্ট্রনীতি ইওরোপীয় রাজনীতি-ক্ষেত্রের ভারসাম্য এমনভাবে বিনাশ করিতে চাহিয়াছিল যে, সেই যুগে ফ্রান্সের ইতিহাসের সহিত ইওরোপীয় অপরাপর দেশসমূহের ইতিহাস, বিশেষত পররাষ্ট্রীয় ইতিহাস সম্পূর্ণভাবে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার রাজত্বকালে ইওরোপের ইতিহাস প্রধানত ফ্রান্সের ইতিহাসে পরিণত

হইয়াছিল। ঐ যুগের রাজশক্তির বাহ্যাড়ম্বর প্রদর্শনে চতুর্দশ লুই ছিলেন প্রধান। অপর কোন রাজা ব্যক্তিত্বের প্রাধান্য ও প্রভাব, রাজকীয় মর্যাদা ও আড়ম্বরপ্রিয়তায় তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না। লর্ড এ্যাকটনের (Lord Acton) মতে, "আধুনিক যুগে যে-সকল ব্যক্তি সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মর্যাদা, যোগ্যতা ও কর্ম-কুশলতায় চতুর্দশ লুই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ।"* ফরাসী দার্শনিক মণ্টেস্ক বা মণ্টেস্ক্ (Montesquieu) চতুর্দশ লুই-এর চরিত্র, গুণ ও রাজকীয় মর্যাদায় আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে 'La Grand Monarque' বা 'মহান্ রাজা' নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। বস্তুত, চতুর্দশ লুই রাজতন্ত্রকে এক শিল্প-কলায় (art) পরিণত করিয়াছিলেন।† রাজনীতি, ধর্ম, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি —এককথায় জাতীয় জীবনের প্রতিটি দিক্ রাজার ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে এই-ভাবে প্রতিফলিত হইতে আর কোথাও দেখা যায় নাই। চতুর্দশ লুই-এর আমলে কেবলমাত্র ব্যক্তিত্বের প্রাধান্য ও রাজকীয় বাহ্যাড়ম্বরই ইওরোপে ফরাসী রাজতন্ত্রের মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছিল এমন নহে, চতুর্দশ লুই-এর রাজ-সভা ছিল সমসাময়িক ফরাসী শিল্পী ও সাহিত্যিকদের দ্বারা অলঙ্কৃত। তাঁহার রাজসভার সাংস্কৃতিক প্রভাবও ইওরোপের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।††

মহান্ রাজা—La Grand Monarque

চতুর্দশ লুই-এর ভার্সাই-এর রাজসভা

রাজশক্তি ও রাজকীয় মর্যাদাকে সমসাময়িক শিল্প ও সাহিত্যের উৎকর্ষের সহিত জড়িত করিয়া রাজতন্ত্রের মর্যাদা বৃদ্ধি করিবার দূরদর্শিতা একমাত্র চতুর্দশ লুই-এরই ছিল। রাজতন্ত্রের মর্যাদা সম্পর্কে তাঁহার ধারণা ছিল বিচিত্র। সমসাময়িক

* 'Louis XIV was by far the ablest man who was born in modern times on the steps of a throne'. Acton : *Lectures on Modern History*, p. 234.

† "Royalty to him was more than a system : It was an art."

Riker, p. 87.

"More perhaps than any other monarch in modern history, Louis believed that kingship is a highly specialised occupation."—Ogg. p. 283.

†† "From the court of Louis flowed out influence far more potent than those which followed the feet of his soldiers or the coaches of his diplomatists." Wakeman : *Ascendancy of France*, p. 192.

সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের সহিত তিনি রাজতন্ত্রকে জড়িত করিয়াছিলেন। রেসিন (Recine), কর্ণেইল (Corneille), মোলিয়ারি (Moliere), বোয়ালো (Boileau), বস্‌ওয়ে (Bossuet) প্রভৃতি সাহিত্যসেবিগণ ফরাসী সাংস্কৃতিক জীবনকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন। চতুর্দশ লুই তাঁহার রাজসভায় এই সকল সাহিত্য-শিল্পীদিগকে সাদরে স্থান দিয়া নিজ রাজসভার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ভার্সাই (Versailles) শহরে অবস্থিত চতুর্দশ লুই-এর রাজসভা সেই যুগে সমগ্র ইওরোপের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। রাজকীয় মর্যাদা বৃদ্ধিকল্পে স্থাপিত হইলেও ভার্সাইয়ের সভার সাংস্কৃতিক প্রভাব ইওরোপের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

রাজসভার সাংস্কৃতিক প্রভাব

চতুর্দশ লুই ছিলেন স্বৈরাচারে বিশ্বাসী। তাঁহার স্বৈরাচার ছিল সর্বগ্রাসী। আভ্যন্তরীণক্ষেত্রে রাজনীতি, সমাজ, ধর্ম, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি—সর্বত্রই তাঁহার এই স্বৈরাচারী ক্ষমতা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি তাঁহার সুদীর্ঘ রাজত্বকালে ফরাসী রাষ্ট্র ও ফরাসী জাতির উপর এক সর্বময় কর্তৃত্ব করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই সর্বাত্মক কর্তৃত্ব জাতীয় জীবনের প্রতিটি ধারার উৎসস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। ফরাসী জাতি ও রাষ্ট্র চতুর্দশ লুই-এর ব্যক্তিত্বে অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তিনি সদম্ভে বলিয়াছিলেন—'রাষ্ট্র ? আমি-ই রাষ্ট্র' (L'etat ? L'etat c'est moi)। লর্ড এ্যাক্‌টনের মতে চতুর্দশ লুই স্বয়ং এই উক্তি করেন নাই। তথাপি চতুর্দশ লুই যে তাঁহার সর্বাত্মক স্বৈরাচারের দ্বারা এই উক্তির তাৎপর্য সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত করিয়াছিলেন, ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

লুই-এর সর্বাত্মক প্রাধান্য—'রাষ্ট্র ? আমি-ই রাষ্ট্র' (L'etat ? L'etat c'est moi)

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, চতুর্দশ লুই-এর কোন উদ্ভাবনী-শক্তি ছিল না। তিনি পর-নির্ধারিত পন্থার অনুসরণে ছিলেন অত্যধিক পারদর্শী। বস্তুত, তাঁহার রাজত্বকালে অনুসৃত ফরাসী আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রীয় নীতির মূল উদ্ভাবক ছিলেন বুর্‌বোঁ বংশের প্রতিষ্ঠাতা চতুর্থ হেন্‌রী (১৫৮৯-১৬১০)। চতুর্থ হেন্‌রীর পরিকল্পিত পন্থা অনুসরণ করিয়া পরবর্তী ফরাসীরাজ ত্রয়োদশ লুই-এর মন্ত্রী রিশ্‌ল্যু (Richelieu) ও চতুর্দশ লুই-এর নাবালকত্ব কালে মন্ত্রী ম্যাজারিন (Mazarin) আভ্যন্তরীণক্ষেত্রে রাজতন্ত্রকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতায়

স্থাপন ও পররাষ্ট্রক্ষেত্রে ফরাসী রাজ্যসীমাকে সুবিন্যস্ত করিয়া ইওরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রে ফ্রান্সের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছিলেন। ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করিয়া চতুর্দশ লুই রাষ্ট্র ও ধর্মাধিষ্ঠান (চার্চ) উভয়ের উপর-ই নিজের ক্ষমতা নিরঙ্কুশ দেখিতে পাইলেন। পররাষ্ট্রক্ষেত্রে তদানীন্তন ইওরোপের সর্বাধিক শক্তিশালী দেশ স্পেন ও অস্ট্রিয়া তখন ফ্রান্সের নিকট পরাভূত, ফরাসী রাজ্যসীমা প্রায় সম্পূর্ণভাবে সুবিন্যস্ত ও সুসংহত। অস্ট্রিয়া ও স্পেনের রাজবংশ—হ্যাবস্‌বার্গ বা হ্যাপস্‌বার্গ (Habsburg or Hapsburg) পরিবারদ্বয় ইওরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রের প্রাধান্য ফ্রান্সের নিকট পরিত্যাগ করিয়া এবং ফরাসী রাজ্যসীমার অভ্যন্তরে ও সন্নিকটে বহু স্থান ফ্রান্সের নিকট হস্তান্তরিত করিয়া দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। স্টুয়ার্ট বংশের সহিত ব্রিটিশ পার্লামেন্টের দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি তখনও ঘটে নাই। ক্রমওয়েলের শাসনতান্ত্রিক প্রচেষ্টা ক্রমে ইংলণ্ডের সিংহাসনে রাজতন্ত্রের পুনঃস্থাপনের পথ-ই পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিল। এমতাবস্থায় ইওরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রে কার্যকরীভাবে অংশগ্রহণের অবকাশ ইংলণ্ডের ছিল না। সমসাময়িক ইওরোপের এরূপ দুর্বলতার সুযোগ চতুর্দশ লুই হারাইতে চাহিলেন না। সামরিক শক্তির দিক্ দিয়াও ফ্রান্স তখন অপরিসীম শক্তিশালী। কণ্ডি (Conde) ও টুরেন (Turrene) ছিলেন তদানীন্তন ইওরোপের শ্রেষ্ঠ সেনাপতি, ভোবন (Vauban) ছিলেন শ্রেষ্ঠ দুর্গ-নির্মাতা, লুভোয়া (Louvois) ছিলেন শ্রেষ্ঠ সমর-কৌশল-শিক্ষক এবং লিয়ন (Leoine) ছিলেন সুদক্ষ পররাষ্ট্রনীতিক। তদুপরি স্বভাবত মর্যাদালোভী ফরাসী সেনাবাহিনী ছিল দুর্ধর্ষ এবং রাজাদেশে প্রাণদানে প্রস্তুত। এইরূপ সামরিক শক্তি-সামর্থ্য স্বভাবতই চতুর্দশ লুইকে সমগ্র ইওরোপের উপর ফরাসী প্রতিপত্তি স্থাপনে এবং ইওরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রে ফরাসীরাজ অর্থাৎ নিজেকে একক-অধিনায়ক (Dictator) হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে বদ্ধপরিকর করিয়া তুলিল। তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনের

চতুর্দশ লুই-এর আমলে ফরাসী প্রাধান্য-প্রতিপত্তির পশ্চাতে চতুর্থ হেনরী, রিশ্‌ল্যু ও ম্যাজারিনের দান

সমসামযিক ইও-রোপের দুর্বলতা

চতুর্দশ লুই-এর রাজ-কর্মচারিবৃন্দের শ্রেষ্ঠত্ব

আভ্যন্তরীণ ও পর-রাষ্ট্রক্ষেত্রে একক-অধিনায়কত্বের আকাঙ্ক্ষা

একমাত্র অন্তরায় ছিল অর্থাভাব। শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াই চতুর্দশ লুই কল্‌বেয়ার (Colbert)* নামে জনৈক সুদক্ষ ব্যক্তিকে দেশের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের ভার দিলেন। কল্‌বেয়ার তাঁহার অসাধারণ কর্মদক্ষতা, দূরদর্শিতা ও রাজস্বনীতি সম্পর্কে জ্ঞানের সাহায্যে অল্পকালের মধ্যে বাৎসরিক ৩২ মিলিয়ন অর্থাৎ তিন কোটি কুড়ি লক্ষ লিভ্‌রি রাজস্ব ঘাট্‌তিকে ৩০ মিলিয়ন অর্থাৎ তিন কোটি লিভ্‌রি উদ্‌বৃত্তে পরিণত করিলেন। কৃষি, ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতির উন্নয়ন, পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি-সাধন, রাস্তাঘাট নির্মাণ, খাল খনন প্রভৃতির মাধ্যমে এই উন্নতি তিনি সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রধান ত্রুটি ছিল এই যে, তিনি শিল্প, কৃষি প্রভৃতিকে অত্যধিক পরিমাণে রাষ্ট্র-সাহায্যের উপর নির্ভরশীল করিয়া তুলিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে রাষ্ট্র-সাহায্য হ্রাস পাইবার সঙ্গে সঙ্গে এইগুলির অবনতি ঘটিয়াছিল। যাহা হউক, কল্‌বেয়ার-এর অর্থনৈতিক সংস্কার ফরাসীরাজ চতুর্দশ লুই-এর রাজকোষ অর্থে পূর্ণ করিয়া দিয়াছিল।

কল্‌বেয়ার-এর অর্থনৈতিক সংস্কার

এই আর্থিক স্বচ্ছলতা চতুর্দশ লুই-এর মনে ফরাসী রাজকোষ অফুরন্ত এরূপ ধারণার সৃষ্টি করিয়াছিল। এই ধারণা স্বভাবতই লুই-এর মনে ফরাসী রাজ্যসীমা বিস্তার করিবার এবং ফ্রান্সকে ইওরোপের রাজনীতিক্ষেত্রে একক প্রাধান্য দান ও নিয়ন্তার আসনে স্থাপন করিবার এক অদম্য স্পৃহার সৃষ্টি করিয়াছিল। বস্তুত, কল্‌বেয়ার-এর সাহায্য ভিন্ন চতুর্দশ লুই ইওরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রে প্রাধান্য অর্জন করিতে সক্ষম হইতেন না।†

রাজকোষের পরিপূর্ণতা—চতুর্দশ লুই-এর আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি

চতুর্দশ লুই-এর উদ্দেশ্য ছিল রাইন নদীর পশ্চিম-তীরস্থ সকল স্থান অধিকার করিয়া রাইন নদীকে ফ্রান্সের পূর্বসীমায় পরিণত করা এবং উত্তর-পূর্বদিকে নেদারল্যাণ্ড অধিকার করিয়া শেল্ট্‌ (Scheldt) নদীর মোহনা পর্যন্ত অগ্রসর হওয়া। কারণ প্রাকৃতিক সীমারেখা-লাভের মধ্য দিয়া লুই-এর

লুই-এর সমস্যা: রাইন ও শেল্ট্‌ নদী পর্যন্ত সীমাবিস্তার

* Colbert—উচ্চারণ 'কল্‌বেয়ার'।

† "For without Colbert, Louis XIV of whome we know would have been impossible." Sacret : *Bourbon & Vasa*, p. 191.

হ্যাবস্‌বার্গ পরিবারের ক্ষমতা-হ্রাস এবং ইওরোপে একচ্ছত্র আধিপত্য-স্থাপন সম্ভব ছিল। উপরন্তু তখন কল্‌বেয়ার-এর অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের ফলে ফরাসী রাজকোষও পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। স্বভাবতই চতুর্দশ লুই বিনা বাধায় যুদ্ধনীতি অবলম্বন করিলেন। পররাষ্ট্রনীতির একই সূত্র ধরিয়া তিনি ক্রমান্বয়ে চারিটি যুদ্ধে অবতীর্ণ হন : (১) ডিভল্যুশনের যুদ্ধ (১৬৬৭-৬৮), (২) হল্যাণ্ডের সহিত যুদ্ধ (১৬৭২-৭৮), (৩) অগ্‌সবার্গ সংঘের সহিত যুদ্ধ (১৬৮৬-৯৭), (৪) স্পেনীয় উত্তরাধিকারের যুদ্ধ (১৭০১-১৩)।

যুদ্ধনীতি : চারিটি যুদ্ধে অবতীর্ণ

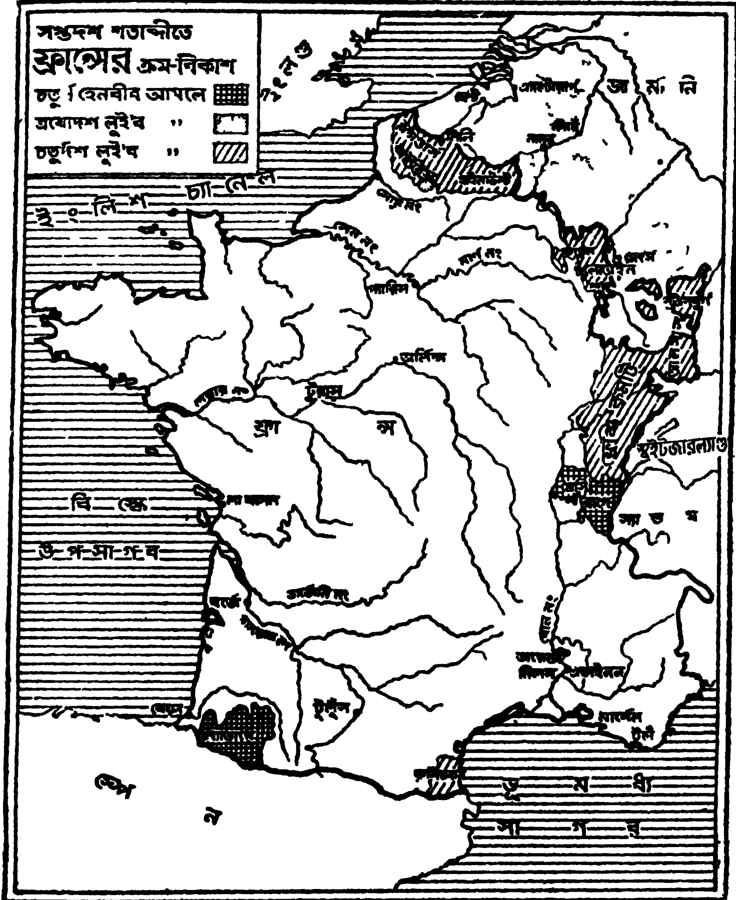
১। ডিভল্যুশনের যুদ্ধ (**War of Devolution**) : পিরেনীজের সন্ধির (Peace of Pyrenees, 1659) শর্তানুযায়ী চতুর্দশ লুই-এর সহিত স্পেনরাজ চতুর্থ ফিলিপের কন্যা ম্যারিয়া থেরেসার বিবাহ হইয়াছিল। এই বিবাহে যে যৌতুক দিবার কথা ছিল তাহা শেষ পর্যন্ত দেওয়া হয় নাই।

১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে চতুর্থ ফিলিপ-এর মৃত্যু ঘটিলে তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় চার্লস্ স্পেনের সিংহাসন লাভ করেন। দ্বিতীয় চার্লস্ ছিলেন ফিলিপের দ্বিতীয়া পত্নীর সন্তান। লুই-এর স্ত্রী ম্যারিয়া থেরেসা ছিলেন চতুর্থ ফিলিপ-এর প্রথমা পত্নীর সন্তান। এই সূত্রে চতুর্দশ লুই উত্তরাধিকার বা ডিভল্যুশন আইন অনুসারে স্পেনীয় নেদারল্যাণ্ডের দেশগুলি দাবি করেন। ডিভল্যুশন্ আইন অনুসারে দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র-সন্তান অপেক্ষাও প্রথম পক্ষের কন্যাসন্তানের দাবি ছিল অগ্রগণ্য। নেদারল্যাণ্ডের ব্রাবান্ট্, হেইনল্ট্ ও গিল্ডারল্যাণ্ড প্রভৃতি কয়েকটি স্থানে এই আইন প্রচলিত ছিল। কিন্তু কেবলমাত্র ব্যক্তিগত সম্পত্তির ক্ষেত্রেই এই আইন প্রয়োগ করা হইত। লুই তাঁহার পত্নী ম্যারিয়া থেরেসার পক্ষে সমগ্র নেদারল্যাণ্ড দাবি করিলেন। বস্তুত, নেদারল্যাণ্ডের কোন স্থানই চতুর্থ ফিলিপ-এর ব্যক্তিগত সম্পত্তির অংশ ছিল না। স্পেন লুই-এর দাবি অগ্রাহ্য করিলে লুই স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন (১৬৬৭)। অল্পকালের মধ্যে লুই-এর সুদক্ষ সেনাপতিগণ টুরনে, সার্লেরয়, ফ্রেঞ্চিকম্‌টি প্রভৃতি স্থান দখল করিল। লুই-এর শক্তিবৃদ্ধির ফলে ইওরোপীয় রাজনীতির শক্তি-সাম্য বিনষ্ট হইবে এই ভয় হওয়ার ফলে হল্যাণ্ড, ইংলণ্ড ও সুইডেন লুই-এর

চতুর্দশ লুই-এর দাবি

বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হইয়া ত্রি-শক্তি চুক্তি করিল। পরিস্থিতি বিবেচনায় চতুর্দশ লুই যুদ্ধ অবসানে স্বীকৃত হইলেন। ১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দে এই-লা-স্যাপ্‌ল (Aix-la-Chapelle)-এর সন্ধি দ্বারা

ত্রি-শক্তি চুক্তি সম্পাদন



লুই ফ্রেঞ্চিকম্‌টি নামক স্থানটি ফিরাইয়া দিলেন এবং টুরনে, লিলি, সার্লেরয়, বিঞ্চ্‌, আথ্‌, বার্গেস্‌, ফার্নেস্‌, দোওয়াই, কোর্টারাই, ওডেনার্ড প্রভৃতি দশটি শহর লাভ করিলেন। এই যুদ্ধের দ্বারা লুই-এর রাজ্য-বিস্তার নীতি কতক পরিমাণে

এই-লা-স্যাপ্‌ল্‌-এর সন্ধি (১৬৬৮)

সাফল্যলাভ করিল বটে, কিন্তু ইওরোপীয় শক্তিগুলির হস্তক্ষেপের ফলে তিনি আশানুরূপ ফললাভ করিতে সক্ষম হইলেন না। তিনি দেখিলেন যে, হল্যাণ্ডের তৎপরতার ফলেই ত্রি-শক্তি চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার আশানুরূপ সাফল্যের প্রধান অন্তরায় ছিল হল্যাণ্ড। সেজন্য হল্যাণ্ডকে সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্য তিনি প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

২। **হল্যাণ্ডের সহিত যুদ্ধ (Dutch War)**ঃ হল্যাণ্ডের সহিত যুদ্ধের পরোক্ষ কারণ ছিল ফ্রান্সের বিরুদ্ধে হল্যাণ্ডের ত্রি-শক্তি চুক্তি (Triple Alliance) সম্পাদনে অগ্রণী হওয়া। হল্যাণ্ডের প্রতি চতুর্দশ লুই-এর বিদ্বেষের অপরাপর কারণও ছিল। হল্যাণ্ড ছিল প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মাবলম্বী, ফ্রান্স ছিল ক্যাথলিক। হল্যাণ্ড ছিল প্রজাতান্ত্রিক। স্বৈরাচারী ফরাসীরাজ চতুর্দশ-লুই-এর নিকট প্রজাতন্ত্র স্বভাবতই ঘৃণার বস্তু ছিল। ইহা ভিন্ন কল্‌বেয়ার-এর সংরক্ষণ নীতি হল্যাণ্ডের সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কল্‌বেয়ার আমদানি বন্ধ করিয়া রপ্তানি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। রপ্তানির মাল ফরাসী জাহাজে করিয়া প্রেরণ করা হইত। ইহার ফলে হল্যাণ্ডের সমুদ্রপথে বাণিজ্যিক মাল-বহন-ব্যবসায়ের ক্ষতি সাধিত হইত। ইওরোপের বিভিন্ন দেশের মাল বহন করিয়া তখন হল্যাণ্ডের অর্থাগম হইত। কল্‌বেয়ার-এর বাণিজ্য নীতি হল্যাণ্ডের মাল-বহন-ব্যবসায়ে ক্ষতিসাধন করিয়া ফ্রান্স ও হল্যাণ্ডের মধ্যে বিদ্বেষের সৃষ্টি করিয়াছিল। সুতরাং ধর্মগত, স্বার্থগত ও রাজনৈতিক কারণে এই দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়া গেল।

হল্যাণ্ডের সহিত যুদ্ধের কারণ

ধর্মগত, স্বার্থগত ও রাজনীতিগত কারণ

সমগ্র ইওরোপ লুই-এর অপ্রতিহত অগ্রগতিতে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। অস্ট্রিয়া, স্পেন, ব্র্যাণ্ডেনবার্গ, লোরেন, ডেনমার্ক ও জার্মানির রাজগণ চতুর্দশ লুই-এর বিরুদ্ধে এক শক্তি-সমবায়ে যোগদান করিলেন। অবশেষে দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিয়া অবসন্নতা ও অর্থাভাবহেতু চতুর্দশ লুই সন্ধি স্থাপনে রাজী হইলেন। ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দে নাইমুইজেনের (Nimwegen or Nymegen) সন্ধির দ্বারা ফ্রান্স ফ্রেঞ্চিকমৃটি এবং কয়েকটি দুর্গ স্পেনের নিকট হইতে পাইল; মেইস্ট্রিক্ট হল্যাণ্ডকে ফিরাইয়া দিল এবং ফিলিপস্‌বার্গের পরিবর্তে অস্ট্রিয়ার নিকট

নাইমুইজেনের সন্ধি (১৬৭৯)

হইতে ফ্রেইবার্গ লাভ করিল। সুতরাং এই যুদ্ধের ফলে লুই কয়েকটি স্থান পাইলেও হল্যাণ্ডের এতটুকু স্থানও দখল করিতে পারিলেন না। তাঁহার প্রধান শত্রুই এই যুদ্ধে কোনপ্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হইল না।

৩। রি-ইউনিয়ন-নীতি ও অগ্‌স্‌বার্গের শক্তি-সমবায়ের সহিত যুদ্ধ (**Re-union Policy and the War of the League of Augsburg**)ঃ নাইমুইজেনের সন্ধি দ্বারা আপাত-দৃষ্টিতে শান্তি স্থাপিত হইলেও ইহার ফলে প্রকৃত শান্তি আসিল না। পরবর্তী দশ বৎসর কাল কোনপ্রকার যুদ্ধবিগ্রহে যোগদান না করিলেও ঐ সময়ে লুই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। দুইবার যুদ্ধ করিয়া তিনি দেখিলেন যে, শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতির চাপে তাঁহাকে সন্ধি স্থাপনে বাধ্য হইতে হইয়াছে। সুতরাং এখন তিনি বিনা যুদ্ধে নিজ শক্তি ও রাজ্য বৃদ্ধি করিতে চাহিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি এখন হইতে ফন্দিবাজী ও কূট-কৌশলের আশ্রয় লইলেন। ওয়েস্টফেলিয়া, এই-লা-স্যাপ্‌ল্‌ ও নাইমুইজেনের সন্ধির দ্বারা ফ্রান্স যে-সকল স্থান লাভ করিয়াছিল, সামন্ত-প্রথা অনুসারে ঐ সকল স্থানের আনুগত্যাধীনে আরও বহু শহর ও স্থান ছিল। লুই এখন বহুদিনবিস্মৃত সামন্ত-আইন ও অধিকারের ভিত্তিতে অন্যান্য আরও স্থান দখল করা যায় কিনা সেই পথ খুঁজিতে লাগিলেন। এইজন্য তিনি 'চেম্বারস্‌ অব রি-ইউনিয়ন' (Chambers of Re-union) নামে চারিটি তদন্তসভা স্থাপন করিলেন। টুরনে, মেৎস, ব্রাইসাক্‌ ও বেসান্‌কন্‌ এই চারিটি স্থানে রি-ইউনিয়ন তদন্তসভার অধিবেশন বসিল। আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলির শর্তাদির নানাপ্রকার স্বার্থপূর্ণ বিশ্লেষণ দ্বারা তাঁহারা ল্যাটারবুর্গ, জার্মারশিম, সারব্রুকেন, জুইব্রুকেন, মণ্টেব্লেয়ার্ড, ক্যাসেইল ও ষ্ট্রাস্‌বার্গ প্রভৃতি কুড়িটি শহর ফ্রান্সের প্রাপ্য বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে লুই-এর সৈন্যগণ এই সকল স্থান দখল করিয়া লইল।

নাইমুইজেনের সন্ধির পরবর্তী দশ বৎসর: যুদ্ধের প্রস্তুতি: কূটনীতি ও ফন্দিবাজী

রি-ইউনিয়ন চেম্বার: টুরনে, মেৎস, ব্রাইসাক্‌ ও বেসান্‌কন্‌

ল্যাটবার্বুর্গ, জার্মারশিম, সারব্রুকেন, জুই-ব্রুকেন, মণ্টেব্লেয়ার্ড, ক্যাসেইল, ষ্ট্রাসবার্গ প্রভৃতি স্থান অধিকৃত

লুই-এর রি-ইউনিয়ন-নীতি সমগ্র ইওরোপে এক দারুণ ঘৃণা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি করিল। ইওরোপীয় শক্তিগুলি অগ্‌সবার্গের শক্তি-সমবায় (League

of Augsburg) নামে এক শক্তিসংঘ স্থাপন করিল। হল্যাণ্ডের রাষ্ট্ররক্ষক উইলিয়াম ছিলেন এই শক্তি-সমবায়ের প্রধান উদ্যোক্তা। ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই হল্যাণ্ড, স্পেন, অস্ট্রিয়া, সুইডেন, স্যাক্সনি, বেভেরিয়া প্রভৃতি নানাদেশ এই শক্তি-সমবায়ে যোগদান করিল। ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দের গৌরবময় বিপ্লবের ফলে ইংলণ্ডের সিংহাসন দ্বিতীয় জেম্‌সের জামাতা অরেঞ্জ পরিবারের উইলিয়াম (হল্যাণ্ডের রাষ্ট্র-রক্ষক) ও তাঁহাব রাণী মেরীর অধীনে আসিল। ফলে, ইংলণ্ডও শক্তি-সমবায়ে যোগদান করিল। ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘকাল যুদ্ধ চলিবার পর উভযপক্ষ যখন শ্রান্ত, তখন স্পেনীয় উত্তরাধিকার-সমস্যা আসন্নপ্রায় হইলে লুই রাইসুইক-এব সন্ধির দ্বারা অগ্‌সবার্গের যুদ্ধের অবসান ঘটাইলেন। এই সন্ধির (১৬৯৭) ফলে একমাত্র স্ট্রাসবার্গ ভিন্ন রি-ইউনিয়ন-নীতি দ্বারা প্রাপ্ত অপরাপর সকল স্থানই লুইকে ত্যাগ করিতে হইল। এই সন্ধিতে স্থির হইল যে, (১) ফরাসী আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য হল্যাণ্ড স্পেনীয় নেদার-ল্যাণ্ডে একসারি দুর্গ তৈয়ার করিতে পারিবে ; (২) ইহা ভিন্ন লুই হল্যাণ্ডের সহিত এক বাণিজ্যচুক্তিতে আবদ্ধ হইলেন ; (৩) প্যালাটিনেটের উপর তিনি তাঁহার দাবি ত্যাগ করিলেন ; (৪) লোরেন নামক স্থানটি সেখানকার ডিউককে ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হইলেন ; (৫) সর্বোপরি ইংলণ্ডের সিংহাসনে উইলিয়ামের দাবি স্বীকার কবিয়া লইলেন। রাইসুইক্-এর সন্ধির ফলে চতুর্দশ লুই কোন স্থান হারাইলেন না বটে, এমন কি আলসেস্‌ও তাঁহার অধিকারেই রহিয়া গেল, তথাপি এই সন্ধির ফলে তাঁহার রাজনৈতিক প্রাধান্য ব্যাহত হইল এবং তাঁহার পররাজ্য হরণের নীতি, ইওরোপীয় রাজনীতিতে তাঁহার অপ্রতিহত ক্ষমতা ও মর্যাদা বহুল পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইল।

অগ্‌সবার্গের শক্তি-সমবায়

রাইসুইক্-এর সন্ধি (১৬৯৭)

স্ট্রাস্‌বার্গ ভিন্ন অপর সকল স্থান ত্যাগ

লুই-এর পতনের প্রথম পদক্ষেপ

৪। **স্পেনীয় উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত যুদ্ধ (War of Spanish Succession) ঃ** রাইসুইক্-এর সন্ধি স্থাপনের পূর্বেই স্পেনীয় উত্তরাধিকার সমস্যা আসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। স্পেন-রাজ দ্বিতীয় চার্লস জন্মাবধিই ছিলেন স্বাস্থ্যহীন। তাঁহার কোন সন্তানাদি ছিল না। তাঁহার

মৃত্যুর আশঙ্কা যতই বাড়িতেছিল তাঁহার উত্তরাধিকার-সমস্যা ততই আসন্ন হইতেছিল। দ্বিতীয় চার্লসের মৃত্যুর পূর্বেই ইওরোপের রাজনৈতিক মহলে এক গভীর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। দ্বিতীয় চার্লসের মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকার লইয়া ইওরোপে এক ভীষণ যুদ্ধের সৃষ্টি হইবে এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহ রহিল না।

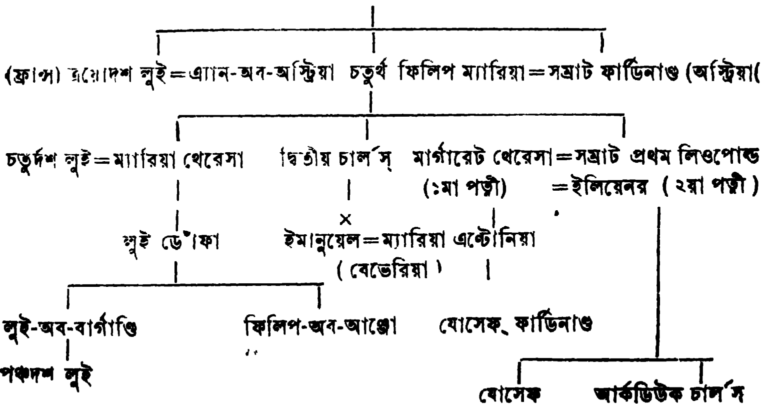
স্পেন-রাজ দ্বিতীয় চার্লস সন্তানহীন—মৃত্যুশয্যায় শায়িত: ইওরোপের রাজনীতি-ক্ষেত্রে চাঞ্চল্য

স্পেনীয় সিংহাসনের দাবিদারগণ

(১) চতুর্দশ লুই-এর পৌত্র ডিউক-অব-আঞ্জো, (২) লিওপোল্ডের পুত্র আর্ক ডিউক চার্লস এবং (৩) ম্যারিয়া এন্টোনিয়ার পুত্র যোসেফ্ ফার্ডিনাণ্ড—এই তিনজন ছিলেন স্পেনের সিংহাসনের দাবিদার।*

চতুর্দশ লুই বুঝিতে পারিলেন যে, সামুদ্রিক ও ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি স্পেনের উত্তরাধিকার ফ্রান্সের অধীনে আসিতে দিবে না। এই কারণে তিনি স্পেনীয় উত্তরাধিকার সমস্যা ইংলণ্ডের রাজা উইলিয়ামের সহিত পরামর্শক্রমে সমাধান করিতে চাহিলেন। ফলে, ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে এক বণ্টন-চুক্তি দ্বারা সংশ্লিষ্ট দেশগুলির মধ্যে স্পেনীয় সাম্রাজ্য ভাগ করিয়া লইবার ব্যবস্থা হইল। এই বণ্টন-চুক্তি অনুসারে বেভেরিয়ার যুবরাজ যোসেফ্ ফার্ডিনাণ্ডকে স্পেনীয় সাম্রাজ্যের স্পেন, স্পেনীয় নেদারল্যাণ্ডস্ ও স্পেনীয় আমেরিকাস্থ উপনিবেশগুলি দেওয়া হইল। অবশিষ্টাংশ অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে ভাগ করিবার ব্যবস্থা করা হইল।

প্রথম স্পেনীয় সাম্রাজ্য বণ্টন-চুক্তি (১৬৯৮)



স্পেন-রাজ দ্বিতীয় চার্লস্ তখনও জীবিত। তাঁহার মৃত্যুর পূর্বেই স্পেনীয় সাম্রাজ্য বণ্টনে ইওরোপীয় রাজগণের তৎপরতায় তিনি অত্যধিক মর্মাহত হইলেন। তিনি একটি 'উইল' (will) বা দানপত্র সম্পাদন করিয়া সমগ্র স্পেনীয় সাম্রাজ্য বেভেরিয়ার যুবরাজ যোসেফ্ ফার্ডিনাণ্ডকে দান করিলেন। কিন্তু যোসেফ্ ফার্ডিনাণ্ডের আকস্মিক মৃত্যুতে এই উইল বাতিল হইয়া গেল। লুই, উইলিয়াম প্রভৃতি পুনরায় মিলিত হইয়া এক দ্বিতীয় বণ্টন-চুক্তি সম্পাদন করিলেন (১৬৯৯)। ইহার শর্তানুসারে অস্ট্রিয়ার যুবরাজ আর্ক ডিউক চার্লস্‌কে প্রথম বণ্টন-চুক্তিতে যোসেফ ফার্ডিনাণ্ডের যে সকল স্থান পাইবার কথা ছিল তাহা দেওয়া হইল, অবশিষ্ট অংশ ফ্রান্স পাইবে স্থির হইল। কিন্তু এবার দ্বিতীয় চার্লস্ তাঁহার দ্বিতীয় 'উইল' সম্পাদন করিয়া সমগ্র স্পেনীয় সাম্রাজ্য ফরাসীরাজ চতুর্দশ লুই-এর পৌত্র ফিলিপকে ও তাঁহার অনিচ্ছায় অপর পৌত্রকে দান করিলেন। লুই-এর পৌত্রদের কেহ 'উইল' গ্রহণ না করিলে সমগ্র স্পেনীয় সাম্রাজ্য অস্ট্রিয়ার সম্রাট প্রথম লিওপোল্ডের পুত্র আর্ক ডিউক চার্লস্ পাইবেন এই শর্তও উইলে সন্নিবিষ্ট হইল।

দ্বিতীয় চার্লসের প্রথম উইল

দ্বিতীয় বণ্টন-চুক্তি (১৬৯৯)

চার্লসের দ্বিতীয় উইল

চার্লসের দ্বিতীয় 'উইল' লুই-এর সম্মুখে এক গুরুতর সমস্যার উদ্ভব করিল। তিনি যদি এই উইল গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে আইনত সমগ্র স্পেনীয় সম্পত্তি আর্ক ডিউক চার্লসের উপর ন্যস্ত হইবে। ঐরূপ অবস্থায় আর্ক ডিউক চার্লস্ যদি দ্বিতীয় বণ্টন-চুক্তি অগ্রাহ্য করেন, তাহা হইলে লুইকে যুদ্ধ করিয়া নিজ অংশ আদায় করিতে হইবে। অপরদিকে দ্বিতীয় 'উইল' গ্রহণ করিলে, তাঁহাকে ইওরোপের শক্তিবর্গের বিশেষত অস্ট্রিয়ার বিরাগভাজন হইতে হইবে এবং এই ব্যাপার লইয়া যুদ্ধ করিতে হইবে। কিন্তু সেইরূপ পরিস্থিতিতে স্পেনবাসী তাঁহার পশ্চাতে থাকিবে অর্থাৎ স্পেনের ধনবল ও লোকবল লুই-এর পক্ষে থাকিবে। সুতরাং যুদ্ধ যখন উভয় ক্ষেত্রেই করিতে হইতে পারে, তখন সমগ্র স্পেনীয় সাম্রাজ্য গ্রহণ করিয়া—অর্থাৎ চার্লসের দ্বিতীয় 'উইল' গ্রহণ করিয়া যুদ্ধ করাই বুদ্ধিমানের কাজ হইবে। এই বিবেচনা করিয়া লুই চার্লসের দ্বিতীয় 'উইল' গ্রহণ করিলেন। দ্বিতীয় বণ্টন-

লুই-এর সমস্যা

লুই-এর দ্বিতীয় উইল গ্রহণ

চুক্তি তাহাতে প্রত্যাখ্যাত হইল, কিন্তু সেইজন্য চতুর্দশ লুই-এর মনে এতটুকু দ্বিধা জাগিল না। তিনি প্রথমেই ঘোষণা করিলেন যে, (১) তাঁহার পৌত্র স্পেনের সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন তথাপি ফ্রান্সের সিংহাসনের উপরেও তাঁহার দাবি সম্পূর্ণভাবে স্বীকৃত হইবে। ইহার সরাসরি ফল হইল এই যে, ইওরোপীয় শক্তিগুলি ফ্রান্স ও স্পেনের যুগ্মশক্তি ইওরোপের শক্তি-সাম্য বিনষ্ট করিবার উদ্যোগ করিতে অগ্রসর হইতেছে—এইরূপ মনে করিল। (২) রাইসুইক্-এর সন্ধির শর্তানুসারে হল্যাণ্ড স্পেনীয় নেদারল্যাণ্ডে একসারি দুর্গ স্থাপনের যে অধিকার পাইয়াছিল তিনি তাহা নাকচ করিলেন (১৭০১) এবং সেই সকল দুর্গ হইতে ওলন্দাজ সৈন্যদের বিতাড়িত করিয়া সেইস্থানে ফরাসী সৈন্য মোতায়েন করিলেন। (৩) তিনি ইংরাজ ও ওলন্দাজ বাণিজ্য-পোত স্পেনীয় আমেরিকাস্থ উপনিবেশগুলিতে প্রবেশ করিতে পারিবে না বলিয়া ঘোষণা করিলেন। (৪) অস্ট্রিয়ার সম্রাটের সহিত কোনপ্রকার আপস-মীমাংসার আলাপ-আলোচনা করিতে তিনি অস্বীকৃত হইলেন। (৫) তিনি অরেঞ্জ পরিবারের উইলিয়ামকে ইংলণ্ডের রাজা বলিয়া স্বীকার করিলেন না, উপরন্তু দ্বিতীয় জেম্‌সের পুত্রকে ইংলণ্ডের সিংহাসনে প্রকৃত দাবিদার বলিয়া মানিয়া লইলেন।

স্পেন ও ফ্রান্সের সিংহাসন একত্রিত হইবার সম্ভাবনা

রাইসুইক্-এর সন্ধির শর্তভঙ্গ, ওলন্দাজ ও ইংরেজগণ আমেরিকাস্থ বাণিজ্য হইতে বঞ্চিত

অস্ট্রিয়ার সহিত আলোচনায় অস্বীকৃতি

জেম্‌সের পুত্রের দাবি স্বীকার

চতুর্দশ লুই-এর ঐরূপ উদ্ধত ও একদেশদর্শী কার্যকলাপের ফলে ইওরোপের দেশগুলির মধ্যে ভীতি ও সন্দেহ জাগিল। ইংলণ্ড, প্রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, হল্যাণ্ড প্রভৃতি শক্তিবর্গ মহান শক্তি-সমবায় (Grand Alliance) নামে এক শক্তিসংঘ গঠন করিয়া লুই-এর ঔদ্ধত্যের প্রত্যুত্তর দিতে প্রস্তুত হইল। এই শক্তি-সমবায় গঠনেও উইলিয়াম ছিলেন প্রথম উদ্যোক্তা।

মহান্ শক্তি-সমবায় (Grand Alliance)

১৭০১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ত্রয়োদশ বৎসর ধরিয়া এই যুদ্ধ চলিল। ইতালি, নেদারল্যাণ্ড, স্পেন এবং সমুদ্রবক্ষে লুইকে শক্তি-সমবায়ের বিরুদ্ধে যুঝিতে হইয়াছিল।

১৭০১-১৭১৩ পর্যন্ত যুদ্ধ

স্পেনীয় উত্তরাধিকারের যুদ্ধ যখন ফরাসী শক্তির প্রতিকূলভাবে চলিতেছিল তখন ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট যোসেফ (আর্ক ডিউক চার্লসের ভ্রাতা) মৃত্যুমুখে পতিত হন। আর্ক ডিউক চার্লস্ ষষ্ঠ চার্লস্ উপাধি ধারণ করিয়া সম্রাট-পদ অধিকার করেন। ইহাতে রাজনৈতিক পরিস্থিতির এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে। পূর্বে আর্ক ডিউক চার্লস্‌কে স্পেনের সিংহাসনে বসাইবার যে আগ্রহ ছিল, সেই আগ্রহ স্বভাবতই তখন আর কাহারও রহিল না। কারণ, ফ্রান্সকে স্পেনের সিংহাসন অধিকার করিতে দিলে ইওরোপীয় শক্তি-সাম্য নষ্ট হওয়ার যে আশঙ্কা ছিল এখন সম্রাট ষষ্ঠ চার্লসকে স্পেনের সিংহাসন অধিকার করিতে দিলে অনুরূপ ফল ঘটিবে। ইহা ভিন্ন ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভার পরিবর্তন ঘটিলে ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড ফ্রান্সের সহিত এক গোপন চুক্তি সম্পাদন করিয়া যুদ্ধ ত্যাগ করিল। ইহা ছাড়া, উভয়পক্ষের শ্রান্তিও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছিল। এই সকল কারণে ইউট্রেক্ট-এর সন্ধির দ্বারা স্পেনীয় উত্তরাধিকার যুদ্ধের অবসান ঘটিল (১৭১৩)।

যুদ্ধ অবসানের কারণ: (১) আর্ক ডিউক চার্লসের সম্রাট-পদ লাভ (২) শক্তি-সাম্য নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা (৩) ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভার পরিবর্তন (৪) উভয়পক্ষের শান্তি

ইউট্রেক্ট-এর সন্ধির শর্তাবলী, ১৭১৩ (**Terms of the Treaty of Utrecht**)ঃ স্পেনীয় উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত যুদ্ধ ইউট্রেক্ট-এর সন্ধিতে সমাপ্তি লাভ করে। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে ১৭১১-১২ খ্রীষ্টাব্দে ইউট্রেক্ট-এর সন্ধি এবং পরে অস্ট্রিয়ার সম্রাট ফ্রান্স ও অপরাপর শক্তিবর্গের মধ্যে র‍্যাস্টেডেট্ ও ব্যাডেনের সন্ধি—এই তিনটি সন্ধির শর্তাদি একত্রে ইউট্রেক্ট-এর সন্ধি নামে পরিচিত। এই সন্ধিদ্বারা নিম্নলিখিত শর্তগুলি ইওরোপীয় শক্তিবর্গ মানিয়া লয়।

ইউট্রেক্ট-এর সন্ধি—ইউট্রেক্ট, র‍্যাস্টেডেট্ ও ব্যাডেনের সন্ধির সমষ্টি মাত্র

(১) লুই-এর পৌত্র ফিলিপ-অফ আঞ্জোকে স্পেনের রাজা বলিয়া স্বীকার করা হয়। কিন্তু স্পেন ও ফ্রান্সের উভয় সিংহাসন একই ব্যক্তির অধীনে রাখা হইবে না। এই শর্ত ফ্রান্সকে মানিয়া লইতে হয়। (২) অস্ট্রিয়াকে সার্ডিনিয়া, ন্যাপ্‌লস্, মিলান বা নেদারল্যাণ্ড ফিরাইয়া দেওয়া হয়, কিন্তু

শর্ত: স্পেন, অস্ট্রিয়া

ওলন্দাজদিগকে ফ্রান্সের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য নেদারল্যাণ্ডে কয়েকটি দুর্গ স্থাপনের অধিকার দেওয়া হয়। (৩) ফ্রান্সকে আল্‌সেস্ ও স্ট্রাস্‌বার্গ অধিকার করিতে দেওয়া হয়, কিন্তু রাইন নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত ফ্রেইবার্গ, কেহ্‌ল ও ব্রাইসাক অস্ট্রিয়াকে ফিরাইয়া দিতে হয়। (৪) ইংলণ্ড এই সুযোগে জিব্রাল্টার, মিনর্‌কা, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড, হাডসন উপসাগরীয় অঞ্চল, কিটস্, অ্যাকেডিয়া ইত্যাদি স্থান লাভ করে। কয়েকটি শর্তাধীনে স্পেনের আমেরিকাস্থ উপনিবেশে বাণিজ্য করিবার অধিকারও ইংলণ্ড প্রাপ্ত হয়। ইংলণ্ডের সিংহাসনে হ্যানোভার পরিবারের অধিকার স্বীকৃত হয়। (৫) বেভেরিয়ার ইলেক্টর ও কল্‌ন-এর ইলেক্টর নিজ নিজ রাজ্য ফিরিয়া পান। (৬) প্রাশিয়ার ইলেক্টরকে 'রাজা' উপাধি দেওয়া হয়। ইহা ভিন্ন গিল্ডারল্যাণ্ডের একাংশ প্রাশিয়াকে দেওয়া হয়। (৭) স্যাভয়ের ডিউককে নিজ দেশ স্যাভয় ও নিস্ ফিরাইয়া দেওয়া হয় এবং সিসিলি ও মিলানের একাংশ দেওয়া হয়।

ফ্রান্স

ইংলণ্ড

বেভেরিয়া, প্রাশিয়া, স্যাভয়,

ফলাফল (Results) : (১) ইউট্রেক্ট-এর সন্ধি সপ্তদশ শতাব্দীর ইওরোপীয় ইতিহাসের পরিসমাপ্তি ঘটাইল। (২) ফ্রান্সের রাজ্যগ্রাসনীতি প্রতিহত হইল, শক্তি-সাম্য নীতির জয় হইল। (৩) মূল নীতির দিক দিয়া বিবেচনা করিলে ইউট্রেক্ট-এর সন্ধিকে ওয়েস্টফেলিয়ার সন্ধির পরিপূরক বলা যাইতে পারে। এই সন্ধি দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, ইওরোপীয় শক্তিবর্গ সম্মিলিতভাবে অপরের সম্পত্তি যথেচ্ছভাবে বণ্টন করিতে পারে। এইরূপ বণ্টনকার্যে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট অধিবাসীদের মতামত গ্রহণের কোন প্রয়োজনই নাই। (৪) ইংলণ্ডের ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক প্রাধান্যের পথ এই সন্ধির ফলে সহজ হইল। (৫) ইওরোপের শক্তি-সাম্য নীতির সাফল্য এই সন্ধিতে-প্রমাণিত হইল। কোন শক্তি অত্যধিক ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিলে ইওরোপীয় শক্তি-সমবায় সেই শক্তিকে

(১) সপ্তদশ শতাব্দীর পরিসমাপ্তি,

(২) ফ্রান্সের শক্তি প্রতিহত,

(৩) ওয়েস্টফেলিয়া সন্ধির পরিপূরক,

(৪) ইংলণ্ডের বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক প্রাধান্য,

(৫) ইওরোপের শক্তি-সাম্য বজায়,

(৬) ফ্রান্সের ক্ষতি,

দমন করিতে পারিবে ইহা ফ্রান্সের দৃষ্টান্ত হইতে প্রমাণিত হইল।
(৬) ফ্রান্সের অর্থবল ও লোকবল যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষয়প্রাপ্ত হইল।

সমালোচনা (Criticism): ইউট্রেক্ট-এর সন্ধির কঠোর সমালোচনা করা হইয়াছে। ইওরোপের ইতিহাসে একমাত্র ভিয়েনার শান্তিচুক্তি (১৮১৫) ভিন্ন অপর কোন আন্তর্জাতিক সন্ধির এইরূপ বিরুদ্ধ সমালোচনা করা হয় নাই।* ঐতিহাসিক ওয়েক্‌ম্যানের মতে এই সন্ধির শর্তাদি ক্ষুদ্র স্বার্থের দৃষ্টিতে বা বিভিন্ন দেশের স্বার্থের দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে অনেকক্ষেত্রে-ই সমর্থনযোগ্য নহে বলিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক। প্রথমত, ১৭১১-১৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড ফ্রান্সের সহিত চুক্তিবদ্ধ হয়। অপরাপর শক্তিবর্গকে ইংলণ্ড এই ব্যাপারে অবহিত না করিয়াই নিজ স্বার্থসিদ্ধি হওয়া মাত্রই যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে।

ইংলণ্ডের স্বার্থপরতা

এইরূপ আচরণ হীনতম মনোবৃত্তির পরিচায়ক সন্দেহ নাই। ইহা ভবিষ্যতে ইংলণ্ডের সততায় অবিশ্বাসের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। দ্বিতীয়ত, ইংলণ্ডের প্ররোচনায়-ই স্পেন-সাম্রাজ্যাধীন সেভেনয় ও ক্যাটালান উপজাতিগুলি স্পেনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল। তাহাদের নিরাপত্তাবিধানের কোন শর্ত না রাখিয়া তাহাদিগকে স্পেন-রাজ পঞ্চম ফিলিপের দয়ার উপর ছাড়িয়া দেওয়া ইংলণ্ডের পক্ষে নীচ স্বার্থপরতার কার্য হইয়াছিল।

সেভেনয় ও ক্যাটালান-দের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা

তৃতীয়ত, অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্য-রক্ষা স্পেনীয় উত্তরাধিকার যুদ্ধের প্রধান উদ্দেশ্যের অন্যতম ছিল, কিন্তু ইউট্রেক্ট-এর সন্ধিতে আল্‌সেস্‌-এর উপর ফ্রান্সের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া অস্ট্রিয়ার প্রতি অবিচার করা হইয়াছিল। মহান্‌-শক্তি-সমবায়ের প্রধান উদ্দেশ্যই তাহাতে ব্যাহত হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

অস্ট্রিয়ার প্রতি অবিচার

চতুর্থত, ইওরোপীয় রাজনীতির দিক হইতে বিবেচনা করিলেও এই সন্ধির ত্রুটি পরিলক্ষিত হইবে। পরের সম্পত্তি ইচ্ছামত বণ্টন করিবার যে অবাধ অধিকার ইওরোপীয় রাজনীতিজ্ঞগণ এই সন্ধিতে দর্শাইয়াছিলেন, উহার বিষময় ফল সমগ্র অষ্টাদশ শতাব্দীতে পরিস্ফুট

* "The Peace of Utrecht has been denounced perhaps with greater fervour than any of the great settlements of European affairs, except the Treaty of Vienna in 1815." Wakeman, p. 367.

হইয়া উঠিয়াছিল। এই সন্ধির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াই পরবর্তী কালে পোল্যাণ্ড-ব্যবচ্ছেদ, তুরস্ক সাম্রাজ্য বিভাগ, সাইলেশিয়া আক্রমণ প্রভৃতি হীন স্বার্থপরতা সংঘটিত হইয়াছিল। ইউট্রেক্ট-এর সন্ধি ইওরোপীয় কূটনৈতিক ইতিহাসকে নীতিজ্ঞান-হীনতা এবং নীচ স্বার্থপরতা-দোষে দুষ্ট করিয়াছিল। সংশ্লিষ্ট অধিবাসিবৃন্দের মতামত গ্রহণ না করিয়া দেশ-বণ্টন করায় ইওরোপীয় রাজনীতি হীন স্বার্থপর নীতিতে পরিণত হইয়াছিল। পঞ্চমত, ইতালি এবং নেদারল্যাণ্ডে অস্ট্রিয়ার অধিকার স্বীকার করিয়া, অস্ট্রিয়ার অংশ ফ্রান্সকে দান করিয়া পরবর্তী কালে নানাবিধ জটিলতার সৃষ্টি করা হইয়াছিল।

স্বার্থপরতার হীন দৃষ্টান্ত

ভবিষ্যৎ জটিলতার সৃষ্টি

কিন্তু ইউট্রেক্ট-এর চুক্তির সপক্ষেও যথেষ্ট বলিবার আছে। সমগ্র ইওরোপের দিক হইতে বিচার করিলে এই সন্ধি ওয়েস্টফেলিয়ার সন্ধির ন্যায় ইতিহাসের ইঙ্গিত মানিয়া লইয়াছিল, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। ওয়েস্টফেলিয়ার সন্ধির পরবর্তী অর্ধ-শতাব্দী ধরিয়া রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাতে যে নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল ইউট্রেক্ট-এর সন্ধি তাহা স্বীকার করিয়া লইয়া পরবর্তী কালের রাজনৈতিক কাঠামোর গোড়াপত্তন করিয়াছিল।*

সমগ্র ইওরোপ উপকৃত

(১) ইউট্রেক্ট-এর সন্ধি ফ্রান্সকে ইওরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। ফরাসী রাজশক্তি, সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ, ফরাসী জাতির অধ্যবসায় ও কর্মদক্ষতা ফ্রান্সকে ইওরোপে যে প্রাধান্য দান করিয়াছিল তাহা স্বীকার না করিয়া কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদন করা রাজনৈতিক নিবুর্দ্ধিতার পরিচায়ক হইত। ইহা ভিন্ন ঐরূপ চুক্তি বেশীদিন স্থায়ীও হইত না। এইদিক দিয়া ইউট্রেক্ট-এর সন্ধিতে আমরা রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির পরিচয় পাই। নেদারল্যাণ্ড ও ইতালিতে অস্ট্রিয়াকে প্রাধান্য দান করিয়া এবং স্যাভয়ের ডিউককে সিসিলি ও মিলানের একাংশ দান করিয়া ফরাসী বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত ফ্রান্সের শক্তিকে প্রতিহত রাখা সম্ভব হইয়াছিল।

ফ্রান্স সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি বলিয়া স্বীকৃত

*"..the Peace of Utrecht like its predecessor, the Peace of Westphalia, mainly registered and sanctioned accomplished facts." Wakeman, p. 363.

(২) এই সন্ধিতে ইংলণ্ডের বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছিল। বস্তুত, ইংলণ্ডই ছিল একমাত্র দেশ যে এই সন্ধির ফলে প্রাপ্ত বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক সুযোগ-সুবিধার সদ্ব্যবহার করিবার শক্তি রাখিত। ঐ সময় হইতেই ইংলণ্ড ফরাসী উপনিবেশগুলি একে একে গ্রাস করিতে শুরু করে। ইউট্রেক্ট-এর সন্ধির ফলে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক প্রাধান্য লইয়া দ্বন্দ্বের প্রথম পর্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছিল।

ইংলণ্ড প্রধান ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক শক্তি বলিয়া স্বীকৃত

(৩) ওয়েস্টফেলিয়ার সন্ধি (১৬৪৮) হোলি রোমান সাম্রাজ্যের পতন কতক অংশে মানিয়া লইয়াছিল। ইউট্রেক্ট-এর সন্ধি সেই সত্যকেই সম্পূর্ণভাবে মানিয়া লইল। জার্মানির অসংখ্য স্বাধীন রাজ্যগুলির উপর অস্ট্রিয়ার যে সামান্য আধিপত্যটুকু ছিল, তাহা অস্বীকৃত হওয়ায় জার্মানি রাজনৈতিক দিক দিয়া সম্পূর্ণভাবে ঐক্যহীন হইল। রাইন অঞ্চলের তথা জার্মানির নিরাপত্তা রক্ষার ভার এখন আর অস্ট্রিয়ার উপর রাখা চলিল না। এই কারণে প্রাশিয়ার ইলেক্টরকে 'রাজা' উপাধি দিয়া প্রাশিয়া রাষ্ট্রের মর্যাদা বৃদ্ধি করা হইল এবং রাইন অঞ্চল তথা জার্মানিকে ফ্রান্সের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার দায়িত্ব দেওয়া হইল। এইভাবে অস্ট্রিয়ার পতন এবং প্রাশিয়ার উত্থান স্বীকার করিয়া ইতিহাসের ইঙ্গিত মানিয়া লওয়া হইল।

হোলি রোমান সাম্রাজ্যের পতন: ইওরোপীয় রাজনীতি-ক্ষেত্রে প্রাশিয়ার মর্যাদা স্বীকৃত

(৪) ইউট্রেক্ট-এর সন্ধির গুরুত্ব অন্যান্য দিক দিয়াও বিবেচনা করিতে হইবে। এই সন্ধি ইওরোপের রাজনীতিক্ষেত্রে শক্তি-সাম্য ফিরাইয়া আনিয়াছিল। ফ্রান্সের শক্তিবৃদ্ধিতে ইওরোপীয় রাজনীতি-ক্ষেত্রে যে ভীতি ও সন্দেহের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা এই সন্ধির ফলে দূর হইয়াছিল। হল্যাণ্ডকে নেদারল্যাণ্ডে দুর্গ-নির্মাণের অধিকার দান করিয়া, ইংলণ্ডের বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক প্রাধান্য স্বীকার করিয়া এবং প্রাশিয়া ও স্যাভয়কে শক্তিশালী করিয়া ফ্রান্সকে চতুর্দিকে পরিবেষ্টনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

শক্তি-সাম্য পুনঃস্থাপন

(৫) এই সন্ধি সপ্তদশ শতাব্দীর পরিসমাপ্তি ঘটাইয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর সূচনা করিয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর বৈশিষ্ট্য ছিল বুর্বোঁ-

হ্যাবস্‌বার্গ দ্বন্দ্ব। রাইন নদী অঞ্চল ও নেদারল্যাণ্ড ছিল সেই দ্বন্দ্বের প্রধান ক্ষেত্র। ইউট্রেক্ট-এর সন্ধি সেই দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাইয়া সেইস্থানে প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া, রাশিয়া ও সুইডেন, রাশিয়া ও তুরস্ক, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স, প্রাশিয়া ও ফ্রান্স, এই সকল রাজ্যের মধ্যে নূতন নূতন দ্বন্দ্বের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিল। রাইন ও নেদারল্যাণ্ডের স্থলে তখন বাল্টিক ও কৃষ্ণসাগর, দানিউব প্রভৃতি অঞ্চলে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হইল। রাইন অঞ্চলে বুর্‌বোঁ-হ্যাবস্‌বার্গ দ্বন্দ্বের পরিবর্তে প্রাশিয়ার হোহেন্‌জলার্ন পরিবার ও ফ্রান্সের বুর্‌বোঁ পরিবারের দ্বন্দ্ব শুরু হইল। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক প্রাধান্য-সংক্রান্ত দ্বন্দ্বের এখন শেষ পর্যায় শুরু হইল। এই সকল দিক দিয়া ইউট্রেক্ট-এর সন্ধি ইওরোপের ইতিহাসের এক বিরাট অধ্যায় সমাপ্ত করিয়া এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছিল।

হ্যাবস্‌বার্গ-বুর্‌বোঁ দ্বন্দ্বের স্থলে নূতন দ্বন্দ্বের সৃষ্টি

এক অধ্যায়ের সমাপ্তি: অপর অধ্যায়ের সূচনা

ইউট্রেক্ট-এর সন্ধির অল্পকালের মধ্যেই (১৭১৫) চতুর্দশ লুই-এর মৃত্যু ঘটে। তাঁহার নাবালক পৌত্র পঞ্চদশ লুই ফ্রান্সের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ঐ সময় হইতেই চতুর্দশ লুই-এর আমলের অদূরদর্শিতার ফল ফ্রান্সের ইতিহাসে প্রকাশ পাইতে থাকে।

ইউট্রেক্ট-এর সন্ধিতে ইংলণ্ডের লাভ (Gains of England by the Treaty of Utrecht): স্পেনীয় উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত যুদ্ধে স্পেনের সিংহাসন দখলের প্রশ্ন অপেক্ষা স্পেনীয় উপনিবেশ ও বাণিজ্য কে অধিকার করিবে সেই প্রশ্নই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। ইংলণ্ডের ন্যায় বাণিজ্যপ্রধান দেশের পক্ষে ঐ যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব ছিল না। বস্তুত, স্পেনীয় উত্তরাধিকারের যুদ্ধে ইংলণ্ডই ছিল ফ্রান্সের প্রধান শত্রু।

ইংলণ্ডের স্বার্থ

ইউট্রেক্ট-এর সন্ধির ফলে ফ্রান্স স্পেন লাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু ইহা অপেক্ষা মূল্যবান লাভ হইয়াছিল ইংলণ্ডের। (১) ইংলণ্ড ফ্রান্সকে স্পেনের সিংহাসন ফরাসী সিংহাসনের সহিত যুক্ত হইবে না, এই প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য করে। ইহার ফলে ফ্রান্সের পক্ষে স্পেনীয় আমেরিকাস্থ উপনিবেশ ও বাণিজ্য লাভ করিয়া ইংলণ্ড অপেক্ষা ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক দেশ হিসাবে

ফরাসী বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক প্রাধান্যের পথ রুদ্ধ

পরিণত হওয়ার পথ রুদ্ধ হইয়াছিল। (২) ইংলণ্ডের সিংহাসনে হ্যানোভার বংশের দাবি চতুর্দশ লুই কর্তৃক স্বীকৃত হয়। স্বৈরাচারী ফরাসীরাজ লুই-এর পক্ষে ইংরেজ জাতির ইচ্ছামত রাজা পরিবর্তন করিবার গণতান্ত্রিক নীতি মানিয়া লওয়া ইংরেজ রাজনীতির জয় বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। (৩) অন্যান্য লাভগুলিকে তিন পর্যায়ে ভাগ করা যাইতে পারে : (ক) সামরিক, (খ) ঔপনিবেশিক ও (গ) বাণিজ্যিক।

স্বৈরাচারী লুই-এর ইংরেজ গণতন্ত্রের শক্তি স্বীকার, তিন প্রকারের লাভ :

(ক) সামরিক (**Military**) : (১) ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স ইংলণ্ড হইতে ডানকার্ক বন্দর কিনিয়া লইয়াছিল। তাহার পর হইতে এই বন্দর ফ্রান্সের একটি প্রধান সামরিক পোতাশ্রয়ে পরিণত হয়। এই বন্দর সামরিক-ভাবে সুরক্ষিত করা হইয়াছিল। লুই ইউট্রেক্ট-এর সন্ধির শর্তানুসারে এই বন্দরের দুর্গ ভাঙ্গিয়া দিতে বাধ্য হন। (২) ইহা ভিন্ন উত্তর সাগর (North Sea) হইতে নামুর পর্যন্ত এক সারি ওলন্দাজ দুর্গনির্মাণের অধিকার হল্যাণ্ডকে দান করিবার ফলে হল্যাণ্ড, ফ্ল্যাণ্ডার্স প্রভৃতি স্থান ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ আক্রমণের আশঙ্কা হইতে রক্ষা পাইল। ইহা ছাড়া, প্রয়োজনবোধে ইংরেজ সৈন্য এই সকল ওলন্দাজ দুর্গ-রক্ষায় নিয়োজিত হইতে পারিবে ইহাও স্বীকৃত হইল। ভবিষ্যতে ফ্রান্সের শক্তি প্রতিহত করিবার পক্ষে ইহা অত্যন্ত সহায়ক ছিল সন্দেহ নাই। (৩) লুই-এর পৌত্র পঞ্চম ফিলিপের নিকট হইতে জিব্রাল্টার ও মিনর্কা লাভ করিবার ফলে ভূমধ্যসাগরের উপর ইংরেজ প্রভুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল। স্যাভয়কে সিসিলি এবং অস্ট্রিয়াকে সার্ডিনিয়া দেওয়ার ফলে ভূমধ্যসাগরের আরও দুইটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপে মিত্রশক্তির প্রাধান্য স্থাপিত হইল। ইহাও ভবিষ্যৎ ইতিহাসে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বে ইংলণ্ডের সামুদ্রিক ও সামরিক শক্তিবৃদ্ধির সহায়ক হইয়াছিল।

(১) সম্ভাব্য ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বে ইংলণ্ডের সামরিক সুবিধা

(খ) ঔপনিবেশিক (**Colonial**) : ইংলণ্ড নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড, হাড্‌সন উপসাগরীয় অঞ্চল এবং নোভাস্কশিয়া লাভ করিবার ফলে আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরেও প্রাধান্য লাভ করিল এবং আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরেরও উপকূলরেখার উপর আধিপত্য-বিস্তারে সমর্থ হইল। এই সকল সুযোগলাভের পর হইতেই ইংলণ্ড

(২) উপনিবেশ বিস্তারের সুযোগ

আমেরিকায় ফরাসী উপনিবেশ গ্রাস করিবার নীতি ও কানাডা পরিবেষ্টন করিয়া রাখিবার নীতি অনুসরণ করে।

(গ) বাণিজ্যিক (**Commercial**) : স্পেনের আমেরিকাস্থ উপনিবেশে দাস-ব্যবসায়ের একচেটিয়া অধিকার একমাত্র ইংলণ্ড ত্রিশ বৎসরের জন্য লাভ করিল। এই চুক্তির (Assiento) ফলে ইংলণ্ড প্রভূত পরিমাণে অর্থ লাভ করিতে লাগিল। ইহা ভিন্ন কতকগুলি শর্তাধীনে দক্ষিণ-আমেরিকায় ব্যবসায় করিবার অধিকারও ইংলণ্ডকে দেওয়া হইল। এইভাবে ইংরেজগণ তাহাদের স্বার্থ নিজ ইচ্ছা ও পরিকল্পনা অনুযায়ী বাড়াইবার সুযোগ লাভ করিল।

(৩) বাণিজ্যিক স্বার্থ বৃদ্ধির সুযোগ

ইউট্রেক্ট-এর সন্ধি ও ফ্রান্স (**Treaty of Utrecht and France**) : ইংলণ্ডের সুযোগ-সুবিধার তুলনায় ফরাসী স্বার্থ ছিল অত্যন্ত নগণ্য। বরঞ্চ ইংলণ্ড যে পরিমাণে স্বার্থসিদ্ধি করিয়াছিল ফ্রান্সের ঠিক সেই পরিমাণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হইয়াছিল। (১) ফ্রান্স এই যুদ্ধের ফলে অর্থবল ও লোকবলের দিক দিয়া অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। চতুর্থ হেন্‌রী, রিশল্যু ও ম্যাজারিণের আমলে ফরাসী প্রাধান্যের যে অগ্রগতি অপ্রতিহতভাবে চলিয়াছিল, তাহা ইউট্রেক্ট-এর সন্ধির ফলে সম্পূর্ণভাবে রুদ্ধ হইয়া গেল। (২) পূর্বদিকে রাইন নদী তখনও ফ্রান্সের সীমা হিসাবে রহিয়া গেল, কিন্তু রাইনের পূর্বতীরের স্থানগুলি—ফ্রেইবার্গ, কেহ্‌ল, ব্রাইসাক্—অস্ট্রিয়াকে ফিরাইয়া দেওয়ার ফলে ফ্রান্স তখন হইতে আত্মরক্ষামূলক নীতি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। আক্রমণাত্মক যুদ্ধের জন্য রাইন নদী অঞ্চল ফ্রান্সের পক্ষে পূর্বের ন্যায় আর সুবিধাজনক রহিল না। (৩) ওলন্দাজগণকে এক সারি দুর্গ তৈয়ার করিবার অধিকার দেওয়ায় নেদারল্যাণ্ড-অঞ্চলে ফ্রান্সের শক্তি প্রতিহত হইল। (৪) আল্পস্ পর্বতের দিকে স্যাভয়ের ডিউককে নিস্ ও স্যাভয় ফিরাইয়া দিবার ফলে সেদিক দিয়াও ফ্রান্সের এক বিরুদ্ধশক্তির সৃষ্টি হইল। ইহা ভিন্ন প্রাশিয়াকে রাজতন্ত্রে পরিণত করিয়া ফরাসী আক্রমণ হইতে জার্মানি রক্ষার ভার প্রাশিয়ার উপর দেওয়া হইল। এইভাবে ফ্রান্স চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত হইল। (৫) যুদ্ধের ফলে

ফ্রান্সের ক্ষতি

আত্মরক্ষামূলক নীতি

নেদারল্যাণ্ড-অঞ্চলে ফরাসী-শক্তি প্রতিহত

আল্পস্ ও জার্মানির দিকে ফ্রান্সের বিস্তৃতি রুদ্ধ

ফ্রান্স শ্রান্ত এবং দুর্বল হইয়া পড়িল। নেপোলিয়নের উত্থানের পূর্বে ফ্রান্স আর শক্তিশালী হইয়া উঠিতে পারে নাই।

ফ্রান্সের শ্রান্তি

ইউট্রেক্ট-এর সন্ধি ও অস্ট্রিয়া (Treaty of Utrecht and Austria) : ইউট্রেক্ট-এর সন্ধি অস্ট্রিয়ার পতন স্বীকার করিয়া লইয়াছিল সন্দেহ নাই, তথাপি অস্ট্রিয়াকে সার্ডিনিয়া, ন্যাপ্‌লস্‌, নেদারল্যাণ্ড প্রভৃতি দান করিয়া ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ শক্তিবৃদ্ধির পথে বাধার সৃষ্টি করা হইয়াছিল। দুর্বল অস্ট্রিয়ার পক্ষে দূরবর্তী সার্ডিনিয়া, ন্যাপ্‌লস্‌, নেদারল্যাণ্ড সম্পূর্ণভাবে শাসনাধীন রাখা অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। প্রাশিয়াকে রাজতান্ত্রিক দেশ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া জার্মানিতে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য খর্ব করা হইয়াছিল। ফলে, প্রাশিয়া ক্রমে অস্ট্রিয়াকে জার্মানির নেতৃত্ব হইতে অপসারিত করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

অস্ট্রিয়ার পতন স্বীকৃত
জার্মানির প্রাধান্য প্রাশিয়ার হস্তে ন্যস্ত

ইউট্রেক্ট-এর সন্ধি ও হল্যাণ্ড (Treaty of Utrecht and Holland) : হল্যাণ্ড বার বার ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া অত্যন্ত হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল। ইউট্রেক্ট-এর সন্ধির ফলে হল্যাণ্ড স্পেনে বাণিজ্য করিবার অধিকার এবং ফরাসী শক্তির বিরুদ্ধে আত্ম-রক্ষার উদ্দেশ্যে নেদারল্যাণ্ডে এক সারি দুর্গ নির্মাণের অধিকার লাভ করিয়াছিল। দীর্ঘকাল যাবৎ চতুর্দশ লুই-এর পতন ঘটাইতে সর্বাপেক্ষা অধিক সাহায্য করিয়া হল্যাণ্ড ইংলণ্ডের স্বার্থবৃদ্ধি করিয়াছিল মাত্র।

হল্যাণ্ডের লাভ সাহায্যের তুলনায় নগণ্য

পঞ্চদশ লুই, ১৭১৫-৭৪ (Louis XV) : চতুর্দশ লুই-এর মৃত্যুর পর তাঁহার প্রপৌত্র পঞ্চদশ লুই ফরাসী সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার বয়স তখন মাত্র চারি বৎসর। তাঁহার নাবালকত্ব-কালে তাঁহার খুল্লতাত অর্লিয়েন্সের ডিউক (Duke of Orleans) রাজ-প্রতিনিধিত্ব করেন। চতুর্দশ লুই তাঁহার মৃত্যুর পর পঞ্চদশ লুই-এর নাবালকত্বে কিভাবে ফ্রান্সের শাসন-কার্যাদি পরিচালিত হইবে সেই সম্পর্কে নির্দেশ তাঁহার উইলে দিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর এই উইলের শর্তাদি কার্যকরী না করিয়া অর্লিয়েন্সের ডিউক ফিলিপ পঞ্চদশ

পঞ্চদশ লুই-এর নাবালকত্বে ফিলিপ ডিউক অব অর্লিয়েন্সের রাজপ্রতিনিধিত্ব গ্রহণ

লুই-এর প্রতিনিধি হিসাবে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে শুরু করিলেন। ইনি ছিলেন চতুর্দশ লুই-এর ভ্রাতুষ্পুত্র। কবরস্থ অবস্থায়ও চতুর্দশ লুই যে ফরাসী শাসন চালাইতে চাহিয়াছিলেন, সেই চেষ্টা এইভাবে ব্যাহত হইল।

চতুর্দশ লুই-এর সুদীর্ঘ রাজত্বকালে তাঁহার যুদ্ধনীতির অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে ফরাসী রাজকোষ যেমন শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল, কল্‌বেয়ার-এর অর্থনৈতিক সংস্কারকার্যের সুফলও তেমনি বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ক্রম-

অর্থ নৈতিক দুর্বলতা

বর্ধমান সরকারী ঋণগ্রস্ততা, জনসাধারণের আর্থিক দুর্দশা, রাজকর্মচারিবর্গের কর্তব্যকার্যে অবহেলা ও দুর্নীতি-পরায়ণতা প্রভৃতি ছিল সেই সময়কার ফরাসী দেশের আভ্যন্তরীণ অব্যবস্থার পরিচায়ক। সেই সময়ে জন ল' (John Law) নামে জনৈক স্কটল্যাণ্ডবাসী

জন ল'-এর অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনা

অর্থনীতিক ফরাসী রাষ্ট্রের আর্থিক উন্নয়নের ভার গ্রহণ করিলেন। তিনি রাজপ্রতিনিধি ডিউক অব অর্লিয়েন্সের নিকটে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক উন্নতির এক পরিকল্পনা পেশ করিলেন। উত্তর-আমেরিকাস্থ ফরাসী ঔপনিবেশিক সম্পত্তি রিজার্ভ (Reserve) হিসাবে রাখিয়া নোট ছাপাইবার ব্যবস্থা করা-ই ছিল তাঁহার পরিকল্পনার মূলকথা। নোটের রিজার্ভ হিসাবে তিনি সোনা বা রূপার আমানত (Bullion reserve) না রাখিয়া উত্তর-আমেরিকাস্থ সম্পত্তি আমানত রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন। এই সকল সম্পত্তি 'কোম্পানী অব দি ওয়েষ্ট' (Company of the West) নামে একটি প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্বাধীন ছিল। এই কোম্পানীর ঔপনিবেশিক সম্পত্তির উপর নোট চালু করা হইলে স্বভাবতই উহার শেয়ার লইয়া রীতিমত ফাটকা বাজার শুরু হইল। ফলে, শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থার সৃষ্টি হইল যে, ঐ কোম্পানির সম্পত্তির উপর

জন ল'-এর বিফলতা

ভিত্তি করিয়া প্রচলিত নোট-এর কোন মর্যাদা রহিল না। নোটের মূল্য সঙ্গে সঙ্গে এমনভাবে নামিয়া গেল যে, জন ল'-এর পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হইয়া গেল। জন ল' ফরাসী দেশ ত্যাগ করিয়া গেলেন, ফরাসী রাজকোষ পূর্ববৎ-ই অর্থশূন্য অবস্থায় রহিল।*

রাজপ্রতিনিধি ডিউক অব অর্লিয়েন্সের আমলে আভ্যন্তরীণ উন্নতি সাধন সম্ভব হয় নাই। উপরন্তু সেই সময়ে ফরাসী সমাজ-জীবনে ব্যাপক উচ্ছৃঙ্খলতা

* **Vide : A. J. Grant :** ***A History of Europe,*** **p. 645.**

ও অনৈতিকতা দেখা দিয়াছিল। রাজপ্রতিনিধি স্বয়ং সমসাময়িক ব্যভিচার ও দুর্নীতির ঊর্ধ্বে ছিলেন না। ব্যক্তিগত কার্যক্ষমতার দিক্ দিয়া অবশ্য তিনি মন্দ ছিলেন না, এমন কি তাঁহার আমলে ইওরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রে ফ্রান্সের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ ছিল। ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজপ্রতিনিধি ডিউক অব অর্লিয়েন্স মৃত্যুমুখে পতিত হইলে পঞ্চদশ লুই স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করিলেন। অল্পকালের মধ্যেই তিনি কার্ডিন্যাল ফ্লিউরি (Cardinal Fleury)-কে তাঁহার প্রধানমন্ত্রী (Chief Minister) নিযুক্ত করিলেন। কার্ডিন্যাল ফ্লিউরির বিচক্ষণ ও সতর্ক শাসননীতির ফলে ফ্রান্স কিছুকাল প্রকৃত শান্তি ও সমৃদ্ধি ভোগ করিল। তিনি যখন ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন তখন তিনি ছিলেন অতি বৃদ্ধ। পঞ্চদশ লুই-এর তিনি ছিলেন শিক্ষক। যাহা হউক, তাঁহার চেষ্টায় ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সর্বাঙ্গীণ পুনরুজ্জীবন ও পররাষ্ট্রক্ষেত্রে মর্যাদা ও রাজ্যবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল। তাঁহার আমলে ফরাসী বহির্বাণিজ্য পূর্বাপেক্ষা চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। শাসনকার্যে অমিতব্যয়িতা দূর করিয়া এবং রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া কার্ডিন্যাল ফ্লিউরি ফরাসী শাসন-ব্যবস্থাকে দৃঢ় করিয়া তুলিয়াছিলেন এবং দেশবাসীর মনে সরকারের প্রতি আস্থা ফিরাইয়া আনিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।*

পঞ্চদশ লুই-এর ব্যক্তিগত শাসন: কার্ডিন্যাল ফ্লিউরির প্রধানমন্ত্রিত্ব

আভ্যন্তরীণ পুনরুজ্জীবন, শান্তি ও সমৃদ্ধি

পররাষ্ট্রক্ষেত্রে কার্ডিন্যাল ফ্লিউরি ছিলেন শান্তি-নীতির পক্ষপাতী। তিনি ইংলণ্ডের সহিত মিত্রতার পক্ষপাতী ছিলেন। ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী রবার্ট ওয়ালপোলের (Robert Walpole, 1721-42) সহিত তাঁহার মিত্রতা ও মতৈক্য ফ্রান্স ও ইংলণ্ড উভয় দেশের পক্ষেই শুভ হইয়াছিল এবং ইওরোপেও শান্তি বজায় রাখা সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার মন্ত্রিত্বকালের শেষ দিকে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক এবং যুদ্ধনীতির সমর্থক ফরাসী মন্ত্রী শভেলিন্ (Chauvelin), ভিলার্স (Villars) প্রভৃতির প্রভাবে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে পোল্যাণ্ডের উত্তরাধিকার যুদ্ধে (War of Polish Succession) যোগদান করিতে হইয়াছিল। এই যুদ্ধে ফ্রান্সের যোগদানের প্রধান উদ্দেশ্য

পররাষ্ট্রক্ষেত্রে শান্তি-নীতি—ইংলণ্ডের সহিত সদ্ভাব

*Ibid, also vide : Riker, A Short History of Modern Europe, pp. 100-101.

ছিল পোল্যাণ্ডের নির্বাসিত রাজা স্ট্যানিস্‌লস্ লেক্‌জিন্‌স্কিকে (Stanislas Leczinski) পোল্যাণ্ডের সিংহাসনে পুনঃস্থাপন করা। কারণ পঞ্চদশ লুই ছিলেন স্ট্যানিস্‌লস্-এর জামাতা। ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে পোল্যাণ্ডের রাজা দ্বিতীয় অগাস্টাসের মৃত্যু হইলে ফ্রান্স, সার্ডিনিয়া, স্পেন প্রভৃতি দেশ স্ট্যানিস্‌লস্-এর পক্ষ অবলম্বন করিল আর রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া, দ্বিতীয় অগাস্টাসের পুত্র তৃতীয় অগাস্টাসের পক্ষ লইল। কার্ডিন্যাল ফ্লিউরি সুইডেনকে এবং বিশেষভাবে তুর্কী সুলতানকে স্বপক্ষে টানিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তুর্কী সুলতানের এবিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বিলম্ব ঘটিতেছে দেখিয়া কার্ডিন্যাল ফ্লিউরি স্ট্যানিস্‌লস্‌কে সিংহাসনে স্থাপন করিবার ব্যাপারে রাশিয়ার সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে আলাপ-আলোচনা চালাইলেন। এই আলাপ আলোচনায় দীর্ঘকাল ব্যয়িত হইল। ইতিমধ্যে পোল্যাণ্ডে অভিজাতগণের সভা—ডায়েট (Diet) স্ট্যানিস্‌লস্‌কে রাজা নির্বাচন করা সত্ত্বেও অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার যুগ্ম চেষ্টায় তৃতীয় অগাস্টাস্ পোল্যাণ্ডের সিংহাসনে সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত হইলেন। ফ্লিউরির নীতি পোল্যাণ্ডে অকার্যকর হইলেও রাইন অঞ্চলে তাঁহার অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হইল। তিনি অস্ট্রিয়ার সম্রাট ষষ্ঠ চার্লস-এর সহিত সন্ধি স্বাক্ষর করিয়া লোরেন নামক স্থানটি ফরাসী অধিকারভুক্ত করিলেন।

পোল্যাণ্ডের উত্তরাধিকার যুদ্ধে ফ্রান্সের অংশ গ্রহণ—শভেলিন ও ভির্সাই-এর প্রভাব

ফ্লিউরি'র আংশিক সাফল্য—লোরেন ফরাসী অধিকারভুক্ত

পরবর্তী কালে অপরাপর অল্পবয়স্ক মন্ত্রিগণ পঞ্চদশ লুইকে প্রভাবিত করিলে কার্ডিন্যাল ফ্লিউরি'র শান্তিমূলক পররাষ্ট্র-নীতি সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত হয়। ফলে, অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধে (১৭৪১-'৪৮) যোগদান করিয়া ফ্রান্সের কোনপ্রকার লাভ হইল না। ইহা ভিন্ন সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে (১৭৫৬-'৬৩) ফ্রান্স ইংলণ্ডের হস্তে পরাজিত হইয়া নিজ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য হারাইল। অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধ ও সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে ফরাসী পরাজয় ইওরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রে যেমন ফরাসী মর্যাদা হ্রাস করিল তেমনি ফ্রান্সের অভ্যন্তরে ফরাসী রাজতন্ত্রের প্রতি ফরাসী জাতির শ্রদ্ধা লোপ করিল। (অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধ ও সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের বিশদ আলোচনা অন্যত্র করা হইয়াছে।)

ফ্লিউরি'র নীতি পরিত্যক্ত: অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার ও সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে ফ্রান্সের ক্ষতি

জীবনের প্রথম দিকে পঞ্চদশ লুই সামরিক কৌশল ও সামরিক উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রদর্শন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অল্পকালের মধ্যে তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্র অনৈতিকতার প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া পড়িলে আভ্যন্তরীণ অথবা পররাষ্ট্র-নীতি কোন বিষয়েই তিনি আর মনোযোগ দিবার অবকাশ পাইলেন না। ম্যাডাম ডি পম্পাডোর (Madame de Pompadour) নামক এক মহিলার প্রভাবে পঞ্চদশ লুই শাসনকার্য ও শাসন-নীতির প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া উঠিলেন। উচ্ছৃঙ্খল আমোদ-প্রমোদ, ব্যভিচার ও আড়ম্বরপ্রিয়তার ফলে রাষ্ট্রভাণ্ডারে যাহা কিছু সামান্য অর্থাগম হইত তাহা ব্যয়িত হইতে লাগিল। এইভাবে জাতীয় রাজস্বের যেমন অপচয় ঘটিতে থাকিল রাজতন্ত্রের মর্যাদাও তেমনি ধূলায় লুণ্ঠিত হইতে লাগিল।* চতুর্দশ লুই-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া পঞ্চদশ লুই ভার্সাই নামক স্থানে রাজসভার ঔজ্জ্বল্য বর্ধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু চতুর্দশ লুই-এর চরিত্রের সদ্‌গুণ তাঁহার চরিত্রে না থাকায় সে সভা চতুর্দশ লুই-এর সভার ছায়ামাত্রে পর্যবসিত হইয়াছিল।†

পঞ্চদশ লুই-এর উচ্ছৃঙ্খলতা ও আড়ম্বরপ্রিয়তা

পঞ্চদশ লুই-এর দুর্বলতার সুযোগ লইয়া অকর্মণ্য, স্বার্থান্বেষী অভিজাত ব্যক্তিগণ রাজসভায় স্থানলাভ করিয়াছিলেন। সমসাময়িক ফরাসী দার্শনিক মন্টেস্কু (Montesquieu) তাঁহার 'দি স্পিরিট অব্ দি লজ' (The Spirit of the Laws) নামক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, রাজতন্ত্র অকর্মণ্য, নীচ ও ঘৃণ্য ব্যক্তিবর্গকে যখন সম্মানিত করে এবং শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে নিজ হস্তে কেন্দ্রীভূত করিতে সচেষ্ট হয় তখন ইহার পতন অনিবার্য হইয়া উঠে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি ফ্রান্সে পঞ্চদশ লুই-এর রাজত্বকালের উল্লেখ করিয়াছেন।†† চতুর্দশ লুই-এর আমলে শাসনব্যবস্থার ভিত্তি দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া পঞ্চদশ লুই-এর অকর্মণ্যতা সত্ত্বেও উহা মোটামুটিভাবে

স্বার্থান্বেষী অভিজাত সম্প্রদায় কর্তৃক রাজশক্তি আচ্ছন্ন

---

* Riker: pp. 101-102.

† *Ibid* "His court was a faint replica of that of Louis XIV". p. 101.

†† "Monarchies perish when the dishonourable and the base are honoured. ..When, in short the kingdom is in the condition of France under Louis XV." Vide, *The Cambridge Modern History*, Vol. VIII, p. 19.

চলিতেছিল, কিন্তু সেই কাঠামো অদূব ভবিষ্যতেই যে ভাঙ্গিয়া পড়িবে সেই সম্পর্কে দূবদর্শী ব্যক্তিমাত্রেবই কোন সন্দেহ ছিল না। তিনি নিজেও তাহা উপলব্ধি কবিয়াছিলেন। তিনি সেইজন্য বলিযাছিলেন— "After me the Deluge".

'After me the Deluge'

চতুর্দশ লুই-এব আমলে যুদ্ধের ফলেই বাজকোষ নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল। পঞ্চদশ লুই-এব অর্থাভাব তাঁহাব নিজ অপরিণামদর্শী অমিতব্যযিতাব ফলে আবও বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এইভাবে বাজনৈতিক দুর্বলতাব সঙ্গে অর্থনৈতিক দুর্বলতা ক্রমেই চবমে পৌঁছিতেছিল।

অর্থনৈতিক দুবলতা

পঞ্চদশ লুই-এব বাজত্বকালে পববাষ্ট্রক্ষেত্রে ফবাসী পরাজয়, আমেবিকা ও ভাবতবর্ষে ঔপনিবেশিক প্রাধান্য লোপ, আভ্যন্তবীণক্ষেত্রে অর্থাভাব ও অব্যবস্থা ফবাসী জাতিব চক্ষে ফবাসী বাজতন্ত্রেব মর্যাদা বহুল পবিমাণে হ্রাস কবিযাছিল। ফলে, ক্রমেই বাজতন্ত্রেব বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ, বাজ-কার্য-কলাপেব সমালোচনা ও বিবোধিতা শুরু হইল। জেনসেনিস্ট (Jansenist)* নামক এক উগ্র ক্যাথলিক সম্প্রদায় ফ্রান্সে গডিয়া উঠিলে চতুর্দশ লুই উহা কঠোর হস্তে দমন কবিয়া নিজেব ধর্মনৈতিক ঐক্য বজায় বাখিবাব নীতি কার্যকবী কবিতে চাহিযাছিলেন। কিন্তু জেনসেনিস্টগণকে সম্পূর্ণভাবে দমন করা সম্ভব হয় নাই। পঞ্চদশ লুই-এব আমলে জেন্সেনিস্টগণ পুনবায় সংঘবদ্ধ হইয়া উঠিল। তাহাদেব উপব পঞ্চদশ লুইও অত্যাচাব শুরু কবিলেন। কিন্তু সেই সময়ে প্যাবিস পার্লামেণ্ট (Parlement of Paris) জেন্সেনিস্টগণেব পক্ষে দণ্ডায়মান হইল। ইহা ভিন্ন ফ্রান্সেব জেসুইট্ সম্প্রদায় বাজতন্ত্রেব অন্ধ সমর্থক ছিল এবং তাহাদেব সংঘেব সর্বোচ্চ কর্মকর্তা পদে প্রায়ই একজন বিদেশী নিযুক্ত হইতেন। এই সকল কারণে পার্লামেণ্ট অব্ প্যারিস জেসুইট্ সম্প্রদায়েব বিরোধিতা শুরু করিল। পঞ্চদশ লুই প্রথমে জেসুইট্দের সমর্থনের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাধ্য হইয়া সাময়িকভাবে জেসুইট্ সংঘ ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন।

জেন্সেনিস্টদেব বিবোধিতা

প্যাবিস পার্লামেণ্টেব বিবোধিতা

জেসুইট্ সংঘেব সাময়িক দমন

* Followers of Cornellius Jansen.

ইহার পর পার্লামেন্ট অব প্যারিস কর স্থাপন প্রভৃতি বিষয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অনুরূপ ক্ষমতা দাবি করিতে লাগিল। দু' বেরি (Du Berri) নামে একজন মহিলা পঞ্চদশ লুই-এর উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। দু' বেরি পার্লামেন্ট অব্ প্যারিসের কার্যকলাপ ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কার্যকলাপের অনুরূপ এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্ট যেমন প্রথম চার্লসের শিরশ্ছেদ করিয়াছিল সেইরূপ পার্লামেন্ট অব্ প্যারিসও পঞ্চদশ লুই-এর শিরশ্ছেদ করিবে সেই ভীতি প্রদর্শন করিয়া পঞ্চদশ লুইকে পার্লামেন্ট অব্ প্যারিসের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন। ফলে, পঞ্চদশ লুই পার্লামেন্টের সদস্য-গণকে গ্রেপ্তার করাইলেন এবং অনেককে তিনি নির্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। পার্লামেন্ট অব্ প্যারিস ভাঙ্গিয়া দিয়া তিনি উহার স্থলে একটি সর্বোচ্চ বিচারালয় স্থাপন করিলেন।

পার্লামেন্ট অব্ প্যারিস কর্তৃক কর স্থাপনের ক্ষমতা দাবি

পার্লামেন্ট অব্ প্যারিসের বিলোপ সাধন

পঞ্চদশ লুই-এর শাসনের শেষদিকে ফ্রান্সে ফরাসী বিপ্লবের পূর্ব-ছায়া পতিত হইয়াছিল। ফরাসী জাতি বিপ্লবের জন্য সর্বতো-ভাবে প্রস্তুত না হইলেও সেই সময়ে বিপ্লবের পটভূমিকা যে প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এমতাবস্থায় ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্চদশ লুই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

বিপ্লবের পটভূমিকা রচিত : পঞ্চদশ লুই-এর মৃত্যু, ১৭৭৪

ষোড়শ লুই (১৭৭৪-৯৩) (Louis XVI) : পঞ্চদশ লুই-এর মৃত্যুর পর তাঁহার পৌত্র ষোড়শ লুই যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন ফরাসী জাতির মনে আশা হইয়াছিল যে, হয়ত তিনি তাঁহার পিতামহের রাজ্যশাসনের অকর্মণ্যতার অবসান ঘটাইতে পারিবেন। ষোড়শ লুই-এর বয়স তখন মাত্র কুড়ি বৎসর।

জনসাধারণের আশা

ব্যক্তিগত চরিত্রের দিক দিয়া তিনি পঞ্চদশ লুই-এর বিপরীত ছিলেন। তিনি ছিলেন অমায়িক, প্রজাহিতাকাঙ্ক্ষী ও দেশাত্ম-বোধসম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি দয়াপরায়ণ ও উদারচেতা ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মানসিক দুর্বলতা ও আত্ম-প্রত্যয়ের অভাব তাঁহাকে পঞ্চদশ লুই-এর ন্যায়ই অকর্মণ্য করিয়া তুলিয়াছিল। ফ্রান্সের শাসনকার্যে তখন একজন দূরদর্শী, সুদক্ষ, আত্ম-

চরিত্র : দয়ালু, উদারচেতা, কিন্তু আত্মপ্রত্যয়হীন, দুর্বল

প্রত্যয়সম্পন্ন ব্যক্তির বিশেষ প্রয়োজন ছিল। একদিকে যেমন প্রয়োজন ছিল ব্যাপক শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সাধন, অপরদিকে তেমনি প্রয়োজন ছিল অর্থনৈতিক কাঠামোর পুনর্গঠন। উপরন্তু এই উভয় কার্যের জন্যই আবার প্রয়োজন ছিল অভিজাত সম্প্রদায়কে দমন করা। রাজনৈতিকক্ষেত্রে অভিজাত সম্প্রদায়কে দমন করিয়া রাজশক্তির পুনরুজ্জীবন করা সম্ভব ছিল। অর্থনৈতিকক্ষেত্রেও অভিজাত সম্প্রদায়কে উপযুক্ত করদানে বাধ্য করা-ই রাজার আর্থিক নিরাপত্তাবিধানের একমাত্র উপায় ছিল। কিন্তু এই দুইয়ের যে-কোন কাজে হস্তক্ষেপ করিলেই অভিজাত সম্প্রদায় যে রাজশক্তির ঘোরতর বিরোধী হইয়া উঠিবে সেই সম্পর্কেও কোন সন্দেহ ছিল না।

সমস্যা: অভিজাত সম্প্রদায় দমন ও অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন

যাহা হউক, ষোড়শ লুই টুর্গো (Turgot) নামে একজন অভিজ্ঞ অর্থনীতিবিদকে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক অব্যবস্থা দূর করিবার কার্যে নিযুক্ত করিলেন। ষোড়শ লুই তাঁহাকে যে সর্বপ্রকারে সহায্য করিবেন এই প্রতিশ্রুতিও দিলেন।

টুর্গো'র নিয়োগ

টুর্গো (Turgot)-এর অর্থনৈতিক সংস্কার (Economic Reforms of Turgot): টুর্গো ফ্রান্সের এক দরিদ্র ও ক্ষুদ্র প্রদেশের ইন্‌টেণ্ডেণ্ট হিসাবে কার্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু আধুনিক অর্থনৈতিক নীতি অনুসরণ করিয়া তিনি ঐ প্রদেশটিকে সমৃদ্ধশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন। শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীনতাদানের পক্ষপাতী ছিলেন। এইজন্য তিনি তাঁহার অধীন প্রদেশের আভ্যন্তরীণ শুল্ক স্থাপন-নীতি এবং অপরাপর অনিষ্টকর নিয়ম-কানুন উঠাইয়া দিয়া ব্যবসায় ও শিল্পের উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। তিনি সমসাময়িক অর্থনীতিবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। সুতরাং ষোড়শ লুই অর্থনৈতিক সংস্কারের ভার টুর্গো'র উপর ন্যস্ত করিয়া বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছিলেন সেবিষয়ে সন্দেহ নাই।

টুর্গো'র অর্থনৈতিক জ্ঞান ও সাফল্য

সমসাময়িক অর্থনীতিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ

টুর্গো যখন রাজস্ব-বিভাগের ভার গ্রহণ করিলেন তখন ফরাসী সরকার একমাত্র ঋণের উপর নির্ভর করিয়া চলিতেছিলেন। আয় অপেক্ষা ব্যয় ছিল বহুগুণে বেশি। এইরূপ আয়-ব্যয়ের পার্থক্যের অবশ্যম্ভাবী ফল ছিল দেশের

এবং জনসাধারণের পক্ষে সর্বনাশাত্মক। এইরূপ দুরবস্থা হইতে দেশকে রক্ষা করা নিতান্ত সহজ কার্য ছিল না। অর্থনৈতিক শাসনভার গ্রহণ করিয়া টুর্গো ফরাসীরাজ ষোড়শ লুই-এর নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলেন উহাতেই তাঁহার অর্থনৈতিক সংস্কারের মূল সূত্রগুলির বিশদ ব্যাখ্যা সন্নিবিষ্ট ছিল।*

টুর্গোর সম্মুখের সমস্যা: রাষ্ট্র ঋণে জর্জরিত, আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশি

অর্থাভাব দূর করা (No bankruptcy), নূতন কোন কর স্থাপন না করা (No new taxes), ঋণ গ্রহণ না করা (No loans)---এই তিনটি ছিল তাঁহার অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন পরিকল্পনার মূল নীতি। রাজস্ব বিভাগের কম্প্ট্রোলার-জেনারেল (Comptroller-General)-এর পদ গ্রহণ করিয়া টুর্গো এই তিনটি নীতির অনুসরণ করিয়া চলিলেন। এই তিনটি নীতি অনুসরণ করিয়াই তিনি তখনকার অর্থনৈতিক দুরবস্থা হইতে দেশকে উদ্ধার করিতে চাহিয়াছিলেন। এই তিনটি নীতিকে কার্যকরী করিবার জন্য তিনি সরকারী ব্যয় সংক্ষেপ করিলেন এবং দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিবিধান করিয়া জনগণের করদানের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে চাহিয়াছিলেন। জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার উন্নতিকল্পে তিনি কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য উৎসাহিত করিলেন।

তাঁহার তিনটি নীতি ১) সরকারের অর্থাভাব দূর করা (২) নূতন কর স্থাপন না করা, (৩) ঋণ গ্রহণ না করা

কার্যাদি: ব্যয়-সংক্ষেপ, অর্থনৈতিক উন্নতি, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য উৎসাহিত

ম্যালেশার্বে (Malesherbes) নামে তদানীন্তন ফ্রান্সের জনৈক স্বনামধন্য ব্যক্তিকে টুর্গো তাঁহার সহকারী মন্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ম্যালেশার্বে তাঁহার উদারতা, পরধর্ম-সহিষ্ণুতা ও ন্যায়পরায়ণতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার চরিত্রের দৃঢ়তা ও সৎপ্রবৃত্তি ফরাসী শাসনব্যবস্থাকে অধিকতর শক্তিদান করিয়াছিল। কিন্তু টুর্গো'র পদচ্যুতির অব্যবহিত পূর্বেই তিনি পদত্যাগ করিয়াছিলেন।

ম্যালেশার্বে

---

* "In a very able letter addressed to the King on taking office Turgot explained the principles on which he should feel bound to act. They were: *No bankruptcy, no new taxes, no loans." The Cambridge Modern History*, Vol. VIII, p. 84.

* For the letter itself vide Robinson's: *Readings in European History*, Vol. II, pp. 386-388.

অল্পকালের মধ্যে টুর্গো প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইলেন। সরকারী অর্থের অপচয় বন্ধ করিয়া এবং একান্ত প্রয়োজনীয় কর্মচারিপদ ভিন্ন অপরাপর অপ্রযোজনীয় পদগুলি উঠাইয়া দিয়া তিনি ফরাসী রাষ্ট্রকে উন্নতির পথে পরিচালিত করিলেন। কিন্তু এই সব করিতে গিয়া তিনি স্বভাবতই যে সকল অভিজাত ব্যক্তি নানাপ্রকার আর্থিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিত বা কোন কাজ না করিয়া সরকারী বৃত্তি ভোগ করিত তাহাদেব স্বার্থহানি করিলেন। ফলে, এই সম্প্রদায়ের লোকেরা টুর্গো'র শত্রুতাসাধন করিতে লাগিল। খাদ্যদ্রব্যের চলাচলের উপর নানাপ্রকার শুল্ক ও বিধি-নিষেধ থাকায় দেশের জনসাধারণের দুর্দশার অন্ত ছিল না। বিশেষত, কৃষকগণের ইহাতে অত্যন্ত ক্ষতি হইতেছিল। টুর্গো এই সকল আইন-কানুন উঠাইয়া দিয়া শস্যাদির চলাচল ও ব্যবসার সুবিধা বৃদ্ধি করিলেন। তিনি তাঁহার কার্যকালের শেষের দিকে ফরাসী মদের ব্যবসায় ব্যাপারেও অবাধ বাণিজ্য-নীতি চালু করিয়াছিলেন। ব্যবসায়ীদের সংঘ এবং অপরাপর একচেটিয়া কারবারের জন্য ব্যবসায়ীরা যে-সকল সংঘ স্থাপন করিয়াছিল তাহা তিনি ভাঙিয়া দিলেন। এই সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার ফলে দালালগণ, ব্যবসায়-সংঘের সভ্যাদি ও যাহারা ফাট্‌কা বাজারে লাভবান হওয়ার চেষ্টা করিত তাহারা টুর্গো'র বিরোধী হইয়া উঠিল।

অর্থসঞ্চয়

অভিজাতবর্গের বিশেষ সুযোগ, বৃত্তি ইত্যাদি লোপ

অবাধ বাণিজ্য-নীতি: আন্তঃপ্রাদেশিক শুল্ক বাতিল

একচেটিয়া ব্যবসায় সংঘ নিষিদ্ধকরণ

টুর্গো ফ্রান্সের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের (Local Self-Government—municipalities etc.) পুনর্গঠন করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার বন্ধু ডুপোঁ (Dupont)-এর সাহায্য লইয়া একটি আইনের খসড়া রচনা করিয়াছিলেন। ইহা অবশ্য শেষ পর্যন্ত আর আইনে পরিণত হয় নাই, তথাপি এই খসড়া হইতে টুর্গো গণতান্ত্রিক নীতির উপর ভিত্তি করিয়া স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা পুনর্গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে পারা যায়। ইহা হইতে তাঁহার রাজনৈতিক নীতিরও ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

তাঁহার রাজনৈতিক মতবাদ

টুর্গো কৃষকদের নিকট হইতে 'কর্ভি' (Corvee) নামক জবরদস্তিমূলক

শ্রম-গ্রহণ নীতি নাকচ করিয়া প্রত্যেককেই কাজের বদলে অর্থ দানের নীতি প্রবর্তন করিলেন। অভিজাত ও সাধারণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলকেই ন্যায্য করদানে তিনি বাধ্য করিলেন। পূর্বেকার অব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া যাহারা লাভবান্ হইতেছিল তাহাদের সুযোগ-সুবিধা এইভাবে বন্ধ হইল। পার্লামেণ্ট অব্ প্যারিসও ইহার বিরোধিতা করিতে দ্বিধা করিল না। স্বভাবতই ইহা টুর্গো'র শত্রুতে পরিণত হইল এবং টুর্গো'র পদচ্যুতি দাবি করিল। টুর্গো তাঁহার সংস্কার-নীতির বিরুদ্ধে যে তীব্র প্রতিবাদের সৃষ্টি হইবে তাহা প্রথম হইতেই আশঙ্কা করিয়াছিলেন।* ষোড়শ লুই-এর নিকট প্রদত্ত তাঁহার পত্রে সেকথারও উল্লেখ ছিল। কিন্তু টুর্গো ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সৎ ব্যক্তি। যতদিন কার্যে বহাল থাকিবেন ততদিন তিনি এইরূপ প্রতিবাদের বিরুদ্ধেই নিজ নীতি কার্যকরী করিয়া তুলিবেন স্থির করিয়াই সংস্কারকার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে শেষ রক্ষা হইল না। পার্লামেণ্ট অব্ প্যারিস পঞ্চদশ লুই-এর আমলে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। টুর্গো উহাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কিন্তু পার্লামেণ্ট অব্ প্যারিস টুর্গো'র কৃষিজাত ফসলের অবাধ বাণিজ্য-নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিল। অবশ্য টুর্গো পার্লামেণ্টের বিরোধিতা কঠোর হস্তে দমন করিতে সমর্থ হইলেন। কিন্তু অভিজাত ও বণিক-সম্প্রদায়ের অনেকেই ছিল ষোড়শ লুই-এর রাণী মেরী এ্যাণ্টোয়নেট্-এর অনুগ্রহভাজন। তাহারা রাণীর মাধ্যমে ষোড়শ লুই-এর উপর চাপ দিলে লুই টুর্গোকে পদচ্যুত করিলেন।

কর্ভি (Corvee) বাতিল :

সকল সম্প্রদায়ের ন্যায্য করদানে বাধ্যতা

টুর্গো'র বিরুদ্ধে বিরোধিতা ও পদচ্যুতি

(১) টুর্গো অস্ট্রিয়ার রাজা দ্বিতীয় যোসেফের ন্যায় একই সঙ্গে বহুবিধ সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। ইহাই ছিল তাঁহার দূরদর্শিতার অভাবের ফল। একসঙ্গে অত্যধিক পরিমাণ সংস্কার-কার্যে হস্তক্ষেপ এবং প্রত্যেকটি সংস্কার নিখুঁতভাবে করিবার আগ্রহ

বিফলতার কারণ :

---

* "And this people, for whom I shall sacrifice, myself are so easily deceived that perhaps I shall encounter their hatred by the very measure I take to defend them against exactions." "I foresee that I shall be alone in fighting against abuse of every kind, against the power of those who profit by these abuses....I shall have to struggle against persons who are most dear to you." *Ibid*, pp. 387-88.

তাঁহার সংস্কার-নীতির বিফলতা আনিয়াছিল। দুর্নীতি, অসদাচরণ প্রভৃতির প্রতি মানুষের স্বাভাবিক আকর্ষণের কথা স্মরণ না রাখিয়া প্রতি পদে সূক্ষ্ম সমতার নীতি চালু করিতে গিয়া তিনি অনেকেরই বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। তদুপরি তাঁহার ভাষাও ছিল অত্যধিক রূঢ, এমন কি অমার্জিত। এই সকল কারণে তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্বেষভাব সহজেই উপজাত হইয়াছিল। তথাপি ইহা অনস্বীকার্য যে, ফ্রান্সের আর্থিক অবস্থা বিবেচনায় টুর্গো'র পক্ষে তখন দীর্ঘমেয়াদী সংস্কার-নীতি গ্রহণ করাও সম্ভব ছিল না। (২) টুর্গো'র পরধর্ম-সহিষ্ণুতার নীতি ক্যাথলিক চার্চের তীব্র বিরোধিতার সৃষ্টি করিয়াছিল। (৩) টুর্গো'র সংস্কার-নীতি ফরাসী অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রায় সকলের মনেই এক গভীর আশংকা ও উদ্বেগের সৃষ্টি করিয়াছিল, কারণ সরকারী রাজস্বের অপচয় বন্ধ হইলে তাহাদের সুযোগ-সুবিধা স্বভাবতই বন্ধ হইয়া যাইবে। এজন্য ফ্রান্সের এক বিরাট সংখ্যক অভিজাত ব্যক্তি টুর্গো'র বিরোধিতা শুরু করিয়াছিল। (৪) প্রধানতঃ টুর্গো'র অনুরোধে ইংলণ্ডস্থ ফরাসী রাষ্ট্রদূত কম্‌টি ডি গাইনকে (Comte de Guines) প্রত্যাবর্তনের আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। ইনি ছিলেন ষোড়শ লুই-এর রাণী মেরী এ্যান্টোয়নেট্‌-এর প্রিয়পাত্র। স্বভাবতই রাণী টুর্গোর উপর ক্রুদ্ধ হইয়া রাজার নিকট তাঁহার পদচ্যুতি দাবি করিলেন। (৫) টুর্গো ষোড়শ লুইকে স্টেট্‌স্ জেনারেল (States General or Estates General) নামক জাতীয় সভা আহ্বান করিবার পরামর্শ না দিয়া ভুল করিয়াছিলেন। ফ্রান্সের জাতীয় সভা আহ্বান করিয়া ফরাসী জাতির প্রতিনিধিবর্গের সাহায্য-সহায়তা লইয়া যদি তিনি সংস্কারগুলি কার্যকরী করিতেন তাহা হইলে হয়ত ফ্রান্সের পরবর্তী কালের ইতিহাস অন্যরূপ হইত। (৬) ষোড়শ লুই-এর দুর্বলতাই টুর্গো'র বিফলতার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল। তিনি নিজ রাণী মেরী এ্যান্টোয়নেট্‌-এর সর্বনাশাত্মক প্রভাব হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিতে পারেন নাই। ইহাই ছিল তাঁহার অব্যবস্থিতচিত্ততা ও দুর্বলতার কারণ। টুর্গোকে বিদায় দিবার সময়ে ষোড়শ লুই তাঁহার প্রতি ব্যক্তিগত সমবেদনা জানাইলে টুর্গো জবাব দিয়াছিলেন: "ভুলিবেন না, এইরূপ দুর্বলতাই ইংলণ্ডের রাজা প্রথম চার্লসের শিরশ্ছেদের কারণ

অধিক সংখ্যক সংস্কারে একই সঙ্গে হস্তক্ষেপ, রাজার দুর্বলতা টুর্গো'র বিফলতার প্রকৃত কারণ

টুর্গো'র ভবিষ্যৎ বাণী

হইয়াছিল।"* ষোড়শ লুই-এর ক্ষেত্রে এই ভবিষ্যৎ বাণী সম্পূর্ণ সত্য হইয়াছিল। টুর্গো'র পদচ্যুতির কথা শুনিয়া ফরাসী দার্শনিক ভল্টেয়ার বলিয়াছিলেন: "টুর্গো'র পতনে আমি আমার সম্মুখে কেবল মৃত্যুর ইঙ্গিত দেখিতে পাইতেছি।"† মেরী এ্যান্টোয়নেট্ তাঁহার মাতা অস্ট্রিয়ার রাণী ম্যারিয়া থেরেসাকে ম্যালেশার্বে ও টুর্গো'র পদত্যাগ ও পদচ্যুতির সংবাদ জানাইলে উহার উত্তরে ম্যারিয়া থেরেসা ইহাকে একটি দুঃসংবাদ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন এবং নিজ কন্যাকে সংযতভাবে চলিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। সেই পত্রে ম্যালেশার্বে ও টুর্গো'র জনপ্রিয়তার উল্লেখ পাওয়া যায়।††

নেকার (Necker): ষোড়শ লুই টুর্গোকে পদচ্যুত করিয়া নেকার (Monsieur Necker) নামে জেনেভাবাসী জনৈক প্রোটেস্টান্ট ধর্মাবলম্বী অপর একজন অর্থনীতিবিদকে রাজস্ব বিভাগের ভার দিলেন। ব্যবসায়সুলভ দূরদর্শিতা, মিতব্যয়িতা, অক্লান্ত-শ্রমের ক্ষমতা, উদারতা, ন্যায়পরায়ণতা প্রভৃতি গুণ নেকারের চরিত্রে ছিল। সমসাময়িক মানবতা (Humanism) তাঁহার চরিত্রকে প্রভাবিত করিয়াছিল। তাঁহার মতামত ও কার্যনীতি সর্বদাই সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। তথাপি তিনি অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন একথা বলা চলে না। প্রয়োজনবোধে অপ্রিয় সত্য বলিবার সৎসাহসও তাঁহার ছিল না। ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা, আত্মগৌরববোধ ও অহমিকা তাঁহার চরিত্রের সদ্‌গুণগুলির সহিত অদ্ভুতভাবে মিশ্রিত ছিল। দূরদৃষ্টি বা অর্থনৈতিক জ্ঞানের দিক্ দিয়া নেকার টুর্গো'র সহিত তুলনার যোগ্য ছিলেন না বটে, কিন্তু

মঁসিয়ে নেকার, টুর্গো'র ন্যায় নেকারের ক্ষমতার অভাব

* "Do not forget, Sire, that weakness costs Charles I his head." Quoted by Riker, p. 278, also vide *Camb. Modern History*, Vol. VIII, p. 88.

† "I am as one dashed to the ground. Never can we console ourselves for having seen the golden age down and perish. My eyes see only death in front of me now that the Monsieur Turgot is gone." Voltaire. Quoted by Riker, p. 268, also *Camb. Modern History*, Vol. VIII, p. 25.

†† "I am very glad that you had nothing to do with the dismissal of the two ministers who enjoy a high reputation with the public at large and was in my opinion only erred in attempting to do too much at once." *Maria Theresa.* Vide Robinson, *Readings in European History*, Vol. II, 368.

অর্থনৈতিক সংস্কারক হিসাবে তিনি যথেষ্ট ক্ষমতাবান ছিলেন সন্দেহ নাই।

মিতব্যয়িতা ও অপ্রয়োজনীয় কর্মচারিপদ বিলোপ, পেন্‌শন্, বৃত্তি হ্রাস ও অপবাপব সংস্কার

টুর্গো'র পদচ্যুতিতে ফ্রান্সের কৃষক ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে যে হতাশা দেখা দিয়াছিল নেকার-এর নিয়োগে তাহা অনেকটা দূর হইয়াছিল। সে সময়ে ফরাসী সরকারের বাৎসরিক আয় অপেক্ষা মোট ২৪ মিলিয়ন লিভ্রি (Livres) অধিক ব্যয় হইত। তদুপরি ক্রমবর্ধমান সরকারী ব্যয় ও যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থান নেকারের দায়িত্ব ও সমস্যা বহুগুণে জটিল করিয়াছিল। নেকার টুর্গো'র মিতব্যয়িতা ও অপ্রয়োজনীয় রাজকর্মচারিপদ উঠাইয়া দেওয়ার নীতি অনুসরণ করিয়া চলিলেন। রাজসভার ব্যয় হ্রাস করিয়া, পেন্‌শন্ ইত্যাদি কমাইয়া দিয়া এবং রাজপরিবারের ব্যয় হ্রাস করিয়া নেকার অর্থ-সঞ্চয়ের পথ বাহির করিলেন। এই সকল ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রাণী স্বয়ং এবং অপরাপর যাঁহাদের স্বার্থে আঘাত পড়িল তাঁহারা সকলেই অসন্তুষ্ট হইলেন। এমন সময়ে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হইলে ফরাসী সরকার ঔপনিবেশিকদিগকে অর্থসাহায্য দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। নেকার ব্যধ্য হইয়াই জাতীয় ঋণ বৃদ্ধি করিয়া প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করিতে লাগিলেন।

আমেবিকাব স্বাধীনতা যুদ্ধে অর্থসাহায্য

সকল সম্প্রদাযেব উপর কর স্থাপন, পদচ্যুতি ও পুনর্নিয়োগ: দ্বিতীয়বার পদচ্যুতি

যুদ্ধের খরচ সংকুলানের জন্য সকল শ্রেণীর নিকট হইতে উচ্চহারে কর আদায় করায় অভিজাত সম্প্রদায় অসন্তুষ্ট হইল। রাণী মেরী এ্যান্টোয়্নেটকে ধরিয়া তাহারা নেকারকে পদচ্যুত করিল। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তাঁহাকে পুনরায় ঐ পদে বহাল করা হইল। কিন্তু বিপ্লব আরম্ভ হওয়ার অল্পকাল পরেই (সেপ্টেম্বর, ১৭৯০) তাঁহাকে পুনরায় পদচ্যুত করা হয়।

ফ্রান্সের রাজস্ব ও কর আদায় ব্যবস্থা ছিল অভিনব। কয়েকজন ব্যক্তির উপর কর ও রাজস্ব আদায়ের ভার দেওয়া হইত। তাহারা আদায়িকৃত অর্থের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সরকারকে দিয়া উদ্বৃত্ত অর্থ নিজেরা রাখিত। ইহাদের Farmers-General বলা হইত। নেকার এইডস্ (Aides) ও আরও কয়েকটি কর আদায়ের ভার সরাসরি সরকারের হস্তে অর্পণ করিলেন। ইহা ভিন্ন Farmers-General -এর সংখ্যা হ্রাস করিলেন এবং

যাহাদের এই কাজে নিযুক্ত রাখিলেন তাহাদের নিকট হইতে অধিকতর পরিমাণ অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা করিলেন।

নেকারের পদচ্যুতি এবং দ্বিতীয়বার নিয়োগের মধ্যবর্তী কালে অর্থসচিব হইলেন ক্যালোন (Calone)। ক্যালোন প্রথমে ঋণগ্রহণ করিয়া রাজসভার অমিতব্যয়িতা বজায় রাখিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু শীঘ্রই তিনি বুঝিলেন যে, এই পন্থায় সর্বনাশ অনিবার্য। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, দেশকে রক্ষা করিবার একমাত্র পন্থা হইল অভিজাত সম্প্রদায়ের উপর কর স্থাপন করা।

ক্যালোন কর্তৃক প্রথম অমিতব্যয়িতার নীতি অনুসরণ

এই উদ্দেশ্যে নেকার ষোড়শ লুইকে স্টেট্স্-জেনারেল আহ্বানের পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু অভিজাত সম্প্রদায়ের সহায়তায় অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করিবেন মনে করিয়া ষোড়শ লুই কাউন্সিল অব্ নোটেবল্স্ (Council of Notables) আহ্বান করিলেন (১৭৮৭)। যাহা হউক, ক্যালোন কাউন্সিল অব নোটেবল্স্-এর সম্মুখে তিনটি প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। এই তিনটি প্রস্তাবে তিনি সকলের উপরেই সম্পত্তি কর স্থাপন, টেইলির পরিমাণ হ্রাস এবং শুল্ক-প্রথা উঠাইয়া দিয়া এক প্রদেশ হইতে অপর প্রদেশে মাল আমদানি-রপ্তানির পথ উন্মুক্ত করিতে চাহিলেন। কিন্তু এই সভার যাহারা সকলের উপরেই সমভাবে সম্পত্তি কর স্থাপন করিয়া অভিজাত ও সাধারণ শ্রেণীর পার্থক্য দূর করিবার পক্ষপাতী ছিল না, তাহারা ক্যালোন-এর বিরোধিতা করিতে লাগিল। তখন লুই ক্যালোনকে পদচ্যুত করিয়া অভিজাত সম্প্রদায়ের সন্তুষ্টি বিধান করিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত 'কাউন্সিল অব্ নোটেবল্স্' আসন্ন অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কোন সমাধান করিতে পারিল না দেখিয়া লুই উহার অধিবেশন ভাঙ্গিয়া দিলেন. কিন্তু এই সভায়ই আসন্ন ফরাসী বিপ্লবের সূত্রপাত হইল। মার্কুইস অব্ ল্যাফায়েট (Marquis of Lafayette) সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি সকলের সম্মুখেই ফরাসী জাতীয় সভা স্টেট্স্-জেনারেল আহ্বান করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন।

সকলের উপর কর-স্থাপন—একমাত্র পথ কাউন্সিল অব্ নোটেবল্স (১৭৮৭)

ক্যালোন-এর প্রস্তাব

ক্যালোন-এর পদচ্যুতি

ল্যাফায়েট কর্তৃক স্টেট্স্-জেনারেল আহ্বানের প্রস্তাব

ক্রমে স্টেট্স্-জেনারেল-এর অধিবেশনের দাবি ব্যাপক হইয়া উঠিলে এবং সরকারের আর্থিক দুরবস্থা চরমে পৌঁছিলে ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ৫ই জুলাই, ষোড়শ লুই স্টেট্স্-জেনারেল-এর অধিবেশন আহ্বান করিবার আদেশ জারী করিলেন। জাতীয় সভার অধিবেশন আহ্বান করিবার সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী বিপ্লবের পথ উন্মুক্ত হইল। [স্টেট্স্-জেনারেল-এর অধিবেশন হইতে (১৭৮৯) আরম্ভ করিয়া ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত ষোড়শ লুই-এর কার্যকলাপের ইতিহাস ফরাসী বিপ্লব অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।]

স্টেট্স্-জেনারেল আহ্বানের ঘোষণা (৫ই জুলাই, ১৭৮৮): বিপ্লবের পথ উন্মুক্ত

স্টেট্স্-জেনারেল আহ্বানের যৌক্তিকতা (**Justification of summoning the States General**): ষোড়শ লুই অনন্যোপায় হইয়া জনপ্রতিনিধি সভা স্টেট্স্-জেনারেল-এর অধিবেশন আহ্বান করিয়াছিলেন। তাঁহার এই সিদ্ধান্ত কতদূর বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হইয়াছিল সেই বিষয়ে কোন সরাসরি উত্তর দেওয়া সম্ভব নহে, কারণ এই সভা আহ্বান করা-না-করায় তাঁহার কোন মতামত বা বিবেচনার অবকাশ ছিল না। হতাশ হইয়া এবং একমাত্র পরিস্থিতির চাপে তিনি এই পন্থা অনুসরণে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহার পশ্চাতে তাঁহার কোন সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ইচ্ছা ছিল না বলিয়াই স্টেট্স্-জেনারেল-এর অধিবেশন আহ্বানের ব্যাপারে লুই-এর বুদ্ধি বা নির্বুদ্ধিতার প্রশ্ন উঠিতে পারে না। তিনি কেবলমাত্র উপস্থিত পরিস্থিতি স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। এই সভার অধিবেশন তিনি যদি আহ্বান না করিতেন তাহা হইলে কি অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারিত অথবা স্টেট্স্-জেনারেল আহ্বান করা ভিন্ন তাঁহার কোন বিকল্প পন্থা ছিল কিনা, সেইদিক দিয়া সমগ্র বিষয়টি বিবেচনা করা বাঞ্ছনীয় হইবে।

অনন্যোপায় হইয়া স্টেট্স্-জেনারেল আহ্বান

ইহার পশ্চাতে স্থির বিবেচনা বা চিন্তার অভাব, পরিস্থিতির চাপ, বিকল্প পন্থা সম্বন্ধে অজ্ঞতা

স্টেট্স্-জেনারেল-এর অধিবেশন আহ্বান না করিয়া শাসনব্যবস্থা চালু রাখার একমাত্র উপায় ছিল দূরদর্শী, ব্যাপক সংস্কার-নীতি গ্রহণ করা। ষোড়শ লুই ছিলেন দুর্বলচেতা, আত্ম-প্রত্যয়হীন শাসক। সংস্কারের একান্ত প্রয়োজন স্বীকার করিলেও তাহা কিভাবে কার্যকরী করা যাইতে পারে

দূরদর্শী ও ব্যাপক সংস্কার—একমাত্র বিকল্প পন্থা

সেবিষয়ে তাঁহার কোন ধারণা বা দৃঢ়তা ছিল না। টুর্গো ও নেকারের পদচ্যুতিতে তাঁহার দুর্বলতার পরিচয় পাওয়া যায়। নিজ রাণী ম্যারি এ্যান্টোয়নেট্-এর প্রভাব কাটাইয়া উঠিবার ক্ষমতা বা রাজনৈতিক দূরদর্শিতা তাঁহার ছিল না। সংস্কারের দ্বারা বিপ্লবের সম্ভাবনা এবং প্রয়োজন দূর করিবার মত মানসিক বল ও দূরদর্শিতা তাঁহার ছিল না বলিয়াই ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে এক শোচনীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল।

লুই-এর দুর্বলতাহেতু তাহা গ্রহণের অসম্ভাব্যতা

দেশের পরিস্থিতি : শাসনব্যবস্থা অচল, রাজকোষ অর্থশূন্য, বিচার-ব্যবস্থা পঙ্গু, ব্যক্তিস্বাধীনতা বিলুপ্ত

রাজশক্তি শাসন-পরিচালনায় অক্ষম এবং বিচার-ব্যবস্থা ও কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিল; অভিজাত সম্প্রদায় রাজশক্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল, ব্যক্তিস্বাধীনতা বলিয়া কিছুই তখন ছিল না। রাজকোষ তখন কপর্দকশূন্য। অপরদিকে ফরাসী জাতি তখন মণ্টেস্কুর ক্ষমতা-বিভাজন নীতি (Separation of Powers), এ্যাডাম্ স্মিথের স্বাতন্ত্র্যবাদ, রুশোর জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রভৃতি নূতন নূতন রাজনৈতিক ধারণায় উদ্বুদ্ধ। ইংলণ্ডের নিয়ম-তান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সাফল্য, আমেরিকার স্বাধীনতা অর্জন ইত্যাদির প্রভাবে ফরাসী জাতি নিজ অধিকার সম্পর্কে তখন যথেষ্ট সচেতন। এইরূপ পরিস্থিতিতে একাধিকবার চেষ্টা করিয়াও ষোড়শ লুই যখন নিজ দুর্বলতা-হেতু সংস্কার কার্যে বিফল হইলেন তখন জাতীয় সভা স্টেট্‌স্-জেনারেল-এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা ভিন্ন তাঁহার আর কোন পন্থাই রহিল না। সুতরাং বিকল্প পন্থার দিক্ হইতে বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, লুই তাহা অনুসরণে অক্ষম ছিলেন। স্টেট্‌স্-জেনারেল-এর অধিবেশন আহ্বান করার মধ্যেই আমরা সেই অক্ষমতার স্বীকৃতি দেখিতে পাই। স্টেট্‌স্-জেনারেল আহ্বান করিবার দাবি উত্থাপিত হইলে লুই-এর তাহা না মানিয়া উপায় ছিল না। কিন্তু কেবলমাত্র পরিস্থিতির চাপে স্টেট্‌স-জেনারেল আহূত হইলেও ইহার মধ্যে ভবিষ্যতে রাজতন্ত্রকে বাঁচাইবার উপায় ছিল, সেবিষয়ে সন্দেহ নাই। লুই যদি স্টেট্‌স্-জেনারেল আহ্বান না করিতেন তাহা হইলে

জনসাধারণ ক্ষমতা-বিভাজন নীতি, স্বাতন্ত্র্য-বাদ, জনসাধারণের সার্বভৌমত্ব, ইংলণ্ড ও আমেরিকার শাসন-তান্ত্রিক সাফল্যে প্রভাবিত

লুই-এর অক্ষমতা : স্টেট্‌স্-জেনারেল-এর আহ্বান উহার স্বীকৃতি

বিপ্লব প্রথম হইতেই উগ্র আকার ধারণ করিত এবং তাহাতে ফরাসী রাজতন্ত্রকে রক্ষা করিবার কোন অবকাশ-ই থাকিত না। কিন্তু এই সভা আহ্বান করায় অন্ততঃ এইটুকু সুবিধা হইয়াছিল যে, ফরাসী রাজতন্ত্র জাতির প্রতিনিধিদের সহিত মিলিতভাবে এবং জাতির নিয়ন্ত্রণাধীনে আত্মরক্ষা করিবার একটি উপায় দেখিতে পাইয়াছিল। রাজার অদূরদর্শিতায় সেই পন্থার সুযোগ গ্রহণ করা হয় নাই বটে, কিন্তু স্টেট্স্-জেনারেল-এর আহ্বানের ফলে এই সুযোগ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। এখানেই ছিল স্টেট্স্-জেনারেল আহ্বানের সার্থকতা। লুই এই সকল যুক্তি দ্বারা যে প্রভাবিত হন নাই, তাহা তাঁহার পরবর্তী আচরণেই বুঝিতে পারা যায়। তথাপি ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে স্টেট্স্-জেনারেল-এর অধিবেশন আহ্বানের ফলে লুই-এর সম্মুখে রাজতন্ত্র রক্ষা করিবার যে পথ উন্মুক্ত হইয়াছিল তাহার মধ্যেই ইহার যৌক্তিকতা খুঁজিতে হইবে। দুর্ভাগ্যবশত ষোড়শ লুই তাঁহার নির্বুদ্ধিতা, একদেশদর্শিতা এবং পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝিবার অক্ষমতার ফলে এই সুযোগ স্বেচ্ছায় হারাইয়াছিলেন। ফরাসী রাজশক্তি যে শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষমতা হারাইয়াছিল, তিনি তাহা উপলব্ধি করেন নাই। ফলে, তিনি নিজ দুর্বলতা ও অপরিণামদর্শিতাহেতু পরিস্থিতি অনুযায়ী কার্য করিতে পারেন নাই।

স্টেট্স্-জেনারেল-এর আহ্বানে রাজতন্ত্র রক্ষার পথ উন্মুক্ত

রাজতন্ত্র রক্ষার সুযোগ উপস্থিত হইলেও লুই-এর তাহা গ্রহণে অক্ষমতা

দ্বিতীয় অধ্যায়

ব্র্যাণ্ডেনবার্গ-প্রাশিয়ার উত্থান

(Rise of Brandenburg-Prussia)

পূর্বকথা (Retrospect) : ইওরোপের ইতিহাসে ব্র্যাণ্ডেনবার্গ প্রাশিয়ার উত্থান এক বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনা। প্রাশিয়ার হোহেনজলার্ণ (Hohenzollern) পরিবার প্রথমে হোলি রোমান সম্রাটের অধীনে উত্তর-জার্মানির

এক অতি ক্ষুদ্র স্থানীয় শাসক-পরিবার ছিল। হোলি রোমান সাম্রাজ্যের সীমারক্ষার কার্যে হোহেন্‌জলার্ণ পরিবার যথেষ্ট সাহায্য দান করে।

হোহেন্‌জলার্ণ পরিবারের ক্রমোন্নতি

এইজন্য সন্তুষ্ট হইয়া সম্রাট সিগিস্‌মাণ্ড ১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্র্যাণ্ডেনবার্গ নামক সীমান্তবর্তী রাজ্যটি হোহেন্‌জলার্ণ পরিবারকে দান করেন। ইহা ভিন্ন তিনি হোহেন্‌জলার্ণ পরিবারকে ইলেক্টর (Elector) উপাধিতে ভূষিত করেন। 'ইলেক্টর' হওয়ার অর্থ ছিল, হোলি রোমান সম্রাট নির্বাচনে অংশ গ্রহণ কারবার ক্ষমতা লাভ করা। পরবর্তী দুই শতাব্দী ধরিয়া হোহেন্‌জলার্ণ বংশ নিজেদের ক্ষমতা ও রাজ্য বাড়াইয়া চলিল। ১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্র্যাণ্ডেনবার্গ প্রাশিয়া নামক দেশটি দখল করে।

ব্র্যাণ্ডেনবার্গ-প্রাশিয়ার একত্রীকরণ: যুগান্তকারী ঘটনা (১৬১৮)

ব্র্যাণ্ডেনবার্গ-প্রাশিয়ার একত্রীকরণ হোহেন্‌জলার্ণ পরিবারের ভাগ্যে এক বিরাট পরিবর্তন আনিল। প্রাশিয়ার অভিজাতশ্রেণী যুদ্ধবিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিল। তাহাদের সাহায্যে প্রাশিয়ার রাজ্যসীমা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ত্রিশ বর্ষব্যাপী যুদ্ধে প্রোটেস্টাণ্ট দেশ হিসাবে প্রাশিয়ার অর্থাৎ ব্র্যাণ্ডেনবার্গ প্রাশিয়ার ইলেক্টর ক্যাথলিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এই যুদ্ধে প্রাশিয়ার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার চরম অবনতি ঘটে। ঐ সময়ে প্রাশিয়ার ইলেক্টর ছিলেন জর্জ উইলিয়াম। ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রেডারিক উইলিয়াম, 'দি গ্রেট ইলেক্টর' শাসন-ভার প্রাপ্ত হন। গ্রেট ইলেক্টর-এর রাজ্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে ব্র্যাণ্ডেনবার্গ-প্রাশিয়ার পুনরুজ্জীবন ও উত্থানের ইতিহাস শুরু হয়।

ফ্রেডারিক উইলিয়াম, দি গ্রেট ইলেক্টর, ১৬৪০-৮৮ (Frederick William, the Great Elector): তাঁহার সমস্যা (His Problems):

(His Problems): ফ্রেডারিক উইলিয়াম, দি গ্রেট ইলেক্টর, যখন শাসন-ভার গ্রহণ করেন তখন তাঁহার সম্মুখীন সমস্যাগুলি ছিল যেমন ব্যাপক

সমস্যা: (১) অর্থনৈতিক কাঠামো বিধ্বস্ত, (২) রাজ্যাংশগুলি বিক্ষিপ্ত, (৩) সাংস্কৃতিকক্ষেত্রে অনুন্নত

তেমনি জটিল। (১) ত্রিশ বর্ষব্যাপী যুদ্ধের ফলে প্রাশিয়ার অর্থনৈতিক কাঠামো তখন একেবারে বিধ্বস্ত। ব্র্যাণ্ডেন-বার্গ-প্রাশিয়া রাজ্যের বিভিন্ন অংশগুলি ছিল অসংহত এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। প্রত্যেক অংশেরই শাসনব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ পৃথক, প্রত্যেকটিতেই একটি স্থানীয় সভা (Diet) ও স্থানীয়

কর্মচারিবৃন্দ ছিল। তিনটি অংশই ছিল একই ইলেক্টর-এর অধীনে—ইহাই ছিল এই তিন অংশের রাজনৈতিক ঐক্যের একমাত্র পরিচয়। (৩) এই তিন অংশের জনসাধারণই সাংস্কৃতিক দিক দিয়া অত্যন্ত অনুন্নত ছিল। (৪) উত্তর-ইওরোপে ঐ সময়ে সুইডেন ছিল সর্বপ্রধান শক্তি। ওডার নদীর মোহনা সুইডেনের অধীনে থাকায় প্রাশিয়ার সমুদ্রে পৌঁছিবার পথ রুদ্ধ ছিল।

(৪) সমুদ্রে পৌঁছিবার পথ রুদ্ধ

এইরূপ নানাবিধ জটিল সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার মত শক্তি ও বুদ্ধি গ্রেট ইলেক্টর-এর ছিল। তিনি প্রাশিয়ার সর্বাঙ্গীণ উন্নতিবিধানে আত্মনিয়োগ করিলেন।

গ্রেট ইলেক্টর-এর উদ্দেশ্য ও কার্য (**The Great Elector's Aims : His Works**) : উদ্দেশ্য (**Aims**) : আভ্যন্তরীণক্ষেত্রে গ্রেট ইলেক্টর-এর উদ্দেশ্য ছিল : (১) প্রাশিয়ার বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত রাজ্যাংশগুলিকে একত্রিত করা, (২) শক্তিশালী সেনাবাহিনী ও সুদক্ষ আমলা শ্রেণীর সাহায্যে নিজ ক্ষমতাকে সর্বাত্মক করিয়া তোলা, (৩) সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবন এবং অর্থনৈতিক কাঠামো কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে স্থাপন করা। পররাষ্ট্র বিষয়ে তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল : (৪) প্রাশিয়ার জন্য ইওরোপের রাজনীতিক্ষেত্রে শক্তি সঞ্চয় এবং মর্যাদাপূর্ণ স্থান অর্জন করা।

উদ্দেশ্য : আভ্যন্তরীণ (১) প্রাশিয়ার ঐক্য, (২) একক প্রাধান্য স্থাপন, (৩) অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন; পররাষ্ট্রীয়—(৪) ইওরোপে প্রাশিয়ার মর্যাদা বৃদ্ধি

আভ্যন্তরীণ কার্য : (ক) শাসনব্যবস্থার ঐক্যসাধনের জন্য দি গ্রেট ইলেক্টর, ফ্রেডারিক উইলিয়াম স্থানীয় সভাগুলির ক্ষমতা বিলোপ করিলেন। তিনি 'কাউন্সিল অব স্টেট্' (Council of State ; রাষ্ট্রসভা) নামে একটি কেন্দ্রীয় সভা স্থাপন করেন। এই সভা তাঁহার নির্দেশানুযায়ী কাজ করিত। রাষ্ট্রের যাবতীয় কার্যাদি এই সভার সাহায্যে সম্পন্ন হইত। (খ) রাষ্ট্রের যাবতীয় রাজস্বের আয়-ব্যয় তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে স্থাপন করিলেন। স্থানীয় শাসকদের এবিষয়ে কোন ক্ষমতা রহিল না। (গ) তিনি রাজসেবার ভিত্তিতে মধ্যবিত্ত শ্রেণী হইতে এক নূতন অভিজাত সম্প্রদায় গঠন করিলেন। পূর্বেকার সামন্ত ও অভিজাত শ্রেণীর ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে

স্থানীয় সভার ক্ষমতা বিলোপ : কেন্দ্রীয় সভা স্থাপন

রাষ্ট্রের আয়-ব্যয় কেন্দ্রের দায়িত্বাধীনে স্থাপন

নূতন অভিজাত শ্রেণী গঠন

হ্রাসপ্রাপ্ত হইল। (ঘ) ত্রিশ বর্ষব্যাপী যুদ্ধের ফলে দেশে যে ব্যাপক অর্থনৈতিক অব্যবস্থা এবং অবনতি ঘটিয়াছিল তাহা হইতে দেশ ও জাতিকে মুক্ত করিবার জন্য তিনি কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্য ইত্যাদির উৎসাহ দান করেন। আফ্রিকা উপকূলের দেশগুলির সহিত বাণিজ্যের জন্য তিনি একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। তিনিও সমসাময়িক ভ্রান্ত অর্থনৈতিক নীতি—মার্কেণ্টাইলবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি আমদানির উপর উচ্চহারে শুল্ক স্থাপন করিয়া শিল্পোন্নতি ও রপ্তানির উৎসাহ দান করেন। (ঙ) তিনি অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য উন্নত ধরনের পরিবহণ-ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। রাস্তাঘাট ও খাল-নালা ইত্যাদি প্রস্তুত করাইয়া তিনি দেশের বিভিন্ন অংশের মধ্যে জল ও স্থলপথে বাণিজ্য চলাচলের ব্যবস্থা করেন। তাঁহার আমলে যে সকল খাল খনন করা হইয়াছিল সেগুলির মধ্যে 'ফ্রেডারিক উইলিয়াম খাল' (Frederick William Canal) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই খাল ওডার ও এলব্ নদীর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করিয়াছিল। (চ) ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুই নাণ্ট্সের এডিক্ট্ (Edict of Nantes) নাকচ করিয়া ফরাসী হুগেনো অর্থাৎ প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মাবলম্বীদের ধর্মাচরণের স্বাধীনতা হরণ করিলে বহুসংখ্যক হুগেনো ফ্রান্স ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। গ্রেট ইলেক্টর এই সকল হুগেনোকে সাদরে নিজ দেশে গ্রহণ করেন। হুগেনোদের শিল্পজ্ঞান ও শিল্পপ্রচেষ্টায় প্রাশিয়ার শিল্পোন্নতির সূত্রপাত হয়। (ছ) অস্থায়ী সেনাবাহিনীর স্থলে তিনি আধুনিক পদ্ধতিতে স্থায়ী সেনাবাহিনী গঠন করেন। তিনি ত্রিশ হাজার সৈনিকের এক সেনাবাহিনী গঠন করিয়া প্রাশিয়ার শক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি করেন। তাঁহার সেনাবাহিনী ছিল যেমন সুদক্ষ তেমনি দুর্ধর্ষ। প্রাশিয়ার অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন ও রাজনৈতিক শক্তিবৃদ্ধির মূলে গ্রেট ইলেক্টর-এর দান অবিস্মরণীয়। ভবিষ্যৎ ইতিহাসে প্রাশিয়ার সামরিক শক্তির গোড়াপত্তন তিনিই করিয়া গিয়াছিলেন। (জ) সামরিক ও বেসামরিক বিভাগকে পৃথক করিয়া তিনি শাসনকার্যের সুবিধা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নতি : মার্কেণ্টাইলবাদে বিশ্বাস

পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নয়ন

ফরাসী হুগেনোদের সাদরে গ্রহণ

স্থায়ী সেনাবাহিনী গঠন

বেসামরিক ও সামরিক বিভাগের পৃথকীকরণ

পররাষ্ট্র বিষয়ে গ্রেট ইলেক্টর যুদ্ধ-বিগ্রহের পক্ষপাতী ছিলেন না। কূটনীতি ও চালাকির দ্বারা স্বার্থসিদ্ধি করাই ছিল তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু প্রয়োজনবোধে তিনি যুদ্ধ করিতেও পশ্চাৎপদ্ ছিলেন না। (১) ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ওয়েস্টফেলিয়ার সন্ধিতে তিনি তাঁহার কূট-নৈতিক ক্ষমতাবলে হল্-বারস্টেট্, কেমিন, মিনৃডেন, ম্যাগৃডেবার্গ ও পূর্ব-পোমেরেনিয়া লাভ করিতে সমর্থ হন। এই সকল স্থান প্রাপ্তির ফলে প্রাশিয়ার রাজ্যসীমা যথেষ্ট বিস্তারলাভ করে। ইহা ভিন্ন ক্লাভস্, মার্ক ও র‍্যাভেন্স্বার্গ নামক স্থানগুলি প্রাশিয়া দখল করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয়। এই তিনটি স্থান আইনত প্রাশিয়ারই ছিল, কিন্তু এযাবৎ সেগুলির উপর প্রাশিয়ার দখল ছিল না।

ওয়েস্টফলিয়ার সন্ধির ফলে লাভ

(২) সুইডেন ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে যুদ্ধের সুযোগ লইয়া গ্রেট ইলেক্টর নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য কখনও এপক্ষে কখনও বা অপর পক্ষে যোগদান করেন। এইভাবে শেষ পর্যন্ত তিনি পোল্যাণ্ডের রাজার নিকট হইতে পূর্ব-প্রাশিয়া (East Prussia) নামক স্থানটির সার্বভৌমত্ব আদায় করিলেন। পূর্ব-প্রাশিয়া পোল্যাণ্ডের আনুগত্যাধীনে ছিল। ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে 'ওলিভা' নামক সন্ধি (Treaty of Oliva) দ্বারা পূর্ব-প্রাশিয়া সম্পূর্ণভাবে প্রাশিয়ার রাজ্যাংশে পরিণত হইল।

পোল্যাণ্ডের আনুগত্য হইতে পূর্ব-প্রাশিয়ার মুক্তি

(৩) ফরাসীরাজ চতুর্দশ লুই ওলন্দাজগণের বিরুদ্ধে যখন যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন তখন সুইডেন ফ্রান্সের মিত্রশক্তি হিসাবে প্রাশিয়া আক্রমণ করিল। একাদশ চার্লস্ তখন সুইডেনের রাজা। ফারবেলিন* (Fehrbellin)-এর যুদ্ধে (১৬৭৫) গ্রেট ইলেক্টর-এর হস্তে একাদশ চার্লস্ সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইলেন। এই যুদ্ধে জয়লাভ প্রাশিয়ার ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা। এই যুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে সেডানের যুদ্ধে ফ্রান্সকে পরাজিত করিয়া সমগ্র জার্মানির ঐক্যবদ্ধ হওয়া এক বিচিত্র ইতিহাস।

ফারবেলিনের যুদ্ধ (১৬৭৫)

ফারবেলিনের যুদ্ধের ফলাফল

ফারবেলিনের যুদ্ধে উত্তর-ইওরোপের শ্রেষ্ঠ শক্তি সুইডেনকে পরাজিত

*_Fehrbellin_ "is the first great victory of the power of Brandenburg-Prussia, the first step in the ladder which has led to the Sadowa and Sedan." Wakeman, _p. 297._

করিয়া গ্রেট ইলেক্টর ইওরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রে এক বিস্ময়ের সৃষ্টি করিলেন"। সেই সময় হইতে প্রাশিয়ার মর্যাদা পূর্বাপেক্ষা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল।

গ্রেট ইলেক্টর-এর কৃতিত্ব (Estimate of the Great Elector): আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রক্ষেত্রে ফ্রেডারিক উইলিয়াম, দি গ্রেট ইলেক্টর প্রাশিয়ার উত্থানের গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন। শাসনব্যবস্থাকে কেন্দ্রীভূত করিয়া তিনি প্রাশিয়ার বিক্ষিপ্ত রাজ্যাংশ-গুলিকে সুসংহত করিয়াছিলেন এবং এক দুর্ধর্ষ সেনা-বাহিনী গঠন করিয়া ইওরোপে প্রাশিয়ার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন অর্থনৈতিক উন্নতিবিধানের জন্যও তিনি বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। আভ্যন্তরীণ উন্নতিবিধান করিয়া এবং ফারবেলিনের যুদ্ধে সুইডেনকে পরাজিত করিয়া তিনি প্রাশিয়াকে ইওরোপের রাজনীতিক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব প্রতিপত্তি ও সম্মানের অধিকারী করেন। তাঁহার রাজত্বকাল প্রাশিয়া তথা জার্মানির ইতিহাসের এক স্মরণীয় যুগ।

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক উন্নতিবিধান

প্রথম ফ্রেডারিক, ১৬৮৮-১৭১৩ (Frederick I): গ্রেট ইলেক্টর-এর মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র প্রথম ফ্রেডারিক প্রাশিয়ার ইলেক্টর-পদ লাভ করেন। তিনি তাঁহার পিতা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি ছিলেন মর্যাদা ও আড়ম্বর-প্রিয়। তাঁহার আমলে প্রাশিয়ার কোন আভ্যন্তরীণ নীতি ছিল না বলিলেই চলে। নিজ মর্যাদা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তিনি সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করেন। অধিক সংখ্যক সৈন্যের নেতা হিসাবে মর্যাদা লাভ করাই ছিল তাঁহার সমসাময়িক সংস্কারের একমাত্র উদ্দেশ্য। তিনি অবশ্য বিজ্ঞানেরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় "বিজ্ঞান একাডেমি" নামে একটি পরিষদ স্থাপিত হইয়াছিল।

চরিত্র

কার্যাদি

তথাপি হোহেন্‌জলার্ণ পরিবারসুলভ বিচক্ষণতা যে তাঁহার চরিত্রে ছিল না এমন নহে। স্পেনীয় উত্তরাধিকার যুদ্ধে তিনি অস্ট্রিয়ার পক্ষে যোগদান করিয়া অস্ট্রিয়ার সম্রাটের নিকট হইতে 'রাজা' উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইউট্রেক্ট-এর সন্ধি দ্বারা তাঁহার এই উপাধি ইওরোপীয় শক্তিবর্গ কর্তৃক স্বীকৃত হয়। ঐ সময় হইতে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে জার্মানিকে রক্ষা করিবার দায়িত্ব

'রাজা' উপাধি লাভ (১৭১৩)

ক্রমেই প্রাশিয়ার উপর ন্যস্ত হয়। প্রথম ফ্রেডারিক রাজসম্মান লাভ করিয়া ইওরোপে প্রাশিয়ার সম্মান বৃদ্ধি করেন।

প্রথম ফ্রেডারিক উইলিয়াম, ১৭১৩-১৭৪০ (Frederick William I): প্রথম ফ্রেডারিকের পর তাঁহার পুত্র প্রথম ফ্রেডারিক উইলিয়াম প্রাশিয়ার রাজা হইলেন। তিনি অমার্জিতরুচিসম্পন্ন কঠোর শাসক ছিলেন। তাঁহার কোন দূরদৃষ্টি বা অন্তর্দৃষ্টি ছিল না। কেবলমাত্র সামরিক বিভাগের উন্নতিবিধান করিয়া প্রাশিয়াকে ইওরোপের এক অপরাজেয় শক্তিতে পরিণত করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। ইহার অধিক নূতন কোন কিছু উদ্ভাবন করিবার মত মানসিক শক্তি তাঁহার ছিল না বলিলেই চলে। তিনি প্রাশিয়ার রাজপদকে সামরিক নেতার পদে পর্যবসিত করিতে চাহিয়াছিলেন।

চরিত্র: কঠোর শাসক, অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদৃষ্টির অভাব

শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, চারুশিল্প ইত্যাদির প্রতি তাঁহার অপরিসীম ঘৃণা ছিল। তাঁহার পুত্র ফ্রেডারিকের সাহিত্য, দর্শন ও সঙ্গীত-প্রীতি তাঁহাকে অত্যন্ত মর্মাহত করিয়াছিল। তিনি পুত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশ হইয়া তাঁহার প্রতি কঠোর ব্যবহার শুরু করেন। পিতার ব্যবহারে অতিষ্ঠ হইয়া ফ্রেডারিক দেশত্যাগ করিতে গিয়া ধৃত হন। রাজকর্মচারীদের অনুরোধে পুত্রের প্রাণরক্ষা পাইল, কিন্তু তাহাতে তাঁহার পুত্রের মন বাঁচিল না। তাঁহাকে দিবারাত্র সামরিক ও বেসামরিক শিক্ষা গ্রহণে বাধ্য করা হইল। ফ্রেডারিক উইলিয়াম ছিলেন কঠোর প্রকৃতির, শিষ্টাচারবিহীন নিষ্ঠুর শাসক। তাঁহার ভয়ে রাজকর্মচারিগণ সর্বদাই ভীত-সন্ত্রস্ত থাকিতেন। তাঁহার আদেশ পালনে বিলম্ব করিবার ক্ষমতা কাহারও ছিল না। এইরূপ একটি কাহিনী আছে যে, তাঁহার আদেশ মত এক ব্যক্তিকে ফাঁসি দিতে গিয়া তাহাকে না পাইয়া অপর এক নির্দোষ ব্যক্তিকে ফাঁসি দেওয়া হইয়াছিল, কারণ রাজ-আজ্ঞা পালনে বিলম্ব করিবার অবকাশ ছিল না।

রাজপদ সামরিক নেতৃপদে পর্যবসিত, শিক্ষা, সাহিত্য ও শিল্পের প্রতি ঘৃণা, পুত্রের শিক্ষা বিষয়ে কঠোরতা

প্রথম ফ্রেডারিকের উদ্দেশ্য ছিল (১) প্রচুর পরিমাণে অর্থ সঞ্চয় করা, (২) সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করা এবং (৩) রাজশক্তিকে সর্বময় করিয়া তোলা।

উদ্দেশ্য: অর্থসঞ্চয়, সৈন্যসংখ্যা ও রাজক্ষমতা বৃদ্ধি

আভ্যন্তরীণ নীতি (Internal Policy) : তিনি শাসনব্যবস্থাকে কেন্দ্রীভূত করেন এবং শাসন-সংক্রান্ত সকল বিষয়েই তাঁহার আধিপত্য স্থাপিত হয়। তিনি "জেনারেল ডাইরেক্টরী" (General Directory) নামে একটি কেন্দ্রীয় সভা গঠন করেন। এই সভা তাঁহার নির্দেশাধীনে থাকিয়া রাজস্ব-বিভাগের পরিচালনা এবং রাজকর্মচারীদের কার্যাদি পরিদর্শন করিত।

শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত : জেনারেল ডাইরেক্টরী

দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিকল্পে তিনি কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের উৎসাহ দান করেন। 'মার্কেন্টাইল নীতি' (Mercantilism) অনুসরণ করিয়া তিনি আমদানির উপর শুল্ক স্থাপন করেন এবং রপ্তানি-বাণিজ্য উৎসাহিত করেন।

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য উৎসাহিত : মার্কেন্টাইল নীতি অনুসৃত

উচ্চশিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার ঘৃণা থাকিলেও তিনি বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ও অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। প্রাশিয়ার সেনাবিভাগের উন্নতিই হইল তাঁহার সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় কাজ। তিনি ক্ষুদ্র প্রাশিয়া রাজ্যের সৈন্যসংখ্যা ৩৮ হাজার হইতে ৮৪ হাজারে (কাহারো কাহারো মতে ৮০ হাজার) বর্ধিত করেন। তিনি পিতৃসুলভ শুভেচ্ছা লইয়া প্রাশিয়া ও প্রাশিয়াবাসীদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য সর্বদিকেই নজর রাখিতেন। তিনি সমগ্র রাজ্যটিকে একটি স্কুল বলিয়া মনে করিতেন এবং উৎসাহী শিক্ষকের ন্যায় অলস ও অকর্মণ্য প্রজাদিগকে নির্দয়ভাবে বেত্রাঘাত করিতেন ও তাহাদিগকে সেনাবাহিনীতে যোগদানে বাধ্য করিতেন।* তিনি 'পোটস্‌ডাম গার্ডস্‌ অব্‌ জায়েন্টস্‌' (Potsdam Guards of Giants) নামে ছয় ফুট উচ্চ সৈনিকদের একটি বাহিনী গঠন করেন। বেশি বেতনের লোভ দেখাইয়া দেশ ও বিদেশ হইতে ছয় ফুট উচ্চ

প্রাথমিক শিক্ষা ও অর্থকরী বিদ্যার উৎসাহ দান

সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি

পোটস্‌ডাম গার্ডস্‌ অব্‌ জায়েন্টস্‌

* "He treated his kingdom as a school room and like a zealous schoolmaster, flogged his naughty subjects unmercifully. If he met an idler in the streets, he would belabour him with his cane and probably put him in the army." Hayes : *A Political and Social History of Europe*, p. 351.

সৈনিক তিনি সংগ্রহ করিতেন। অন্যান্য বিষয়ে কৃপণতার চূড়ান্ত করিলেও পোটস্ডাম বাহিনীর জন্য তিনি মুক্তহস্তে অর্থ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত ছিলেন না।

পররাষ্ট্রনীতি (Foreign Policy) : পররাষ্ট্র বিষয়ে ফ্রেডারিক নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বনের পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু সুইডেনের বিরুদ্ধে তিনি একবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। পোল্টাভার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সুইডেনের রাজা দ্বাদশ চার্লস্ দুর্বল হইয়া পড়িলে সেই সুযোগে তিনি তাঁহাকে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তিনি ওডার নদীর মোহনায় পোমেরেনিয়ার একাংশ, ডান্‌জিগ্ ও স্ট্যাটিন লাভ করেন। নিস্ট্যাডাটের সন্ধিতে এই সকল স্থানের উপর তাঁহার অধিকার স্বীকৃত হয়। ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রেডারিক হ্যানোভার লীগে যোগদান করেন। কিন্তু অস্ট্রিয়ার সম্রাট তাঁহাকে জুলিক ও বার্গ নামক স্থান দুইটি দান করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া তাঁহাকে এই লীগ ত্যাগ করিতে রাজী করাইয়াছিলেন এবং "প্রাগ্‌ম্যাটিক স্যাংশন"* (Pragmatic Sanction) নামে চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করাইয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই প্রতিশ্রুতি পূরণ না করায় প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি হইয়াছিল।

নিরপেক্ষ নীতির পক্ষপাতী

সুইডেনের সহিত যুদ্ধ : পোমেরেনিয়ার অংশ, ডান্‌জিগ্ ও স্ট্যাটিন দখল

হ্যানোভার লীগে যোগদান : জুলিক ও বার্গ দানের প্রতিশ্রুতিতে লীগ ত্যাগ

প্রথম ফ্রেডারিক উইলিয়ামের দান (Contributions of Frederick William I) : প্রথম ফ্রেডারিকের আমলে ইওরোপীয় রাজনীতিতে প্রাশিয়া বিশেষ অংশ গ্রহণ করে নাই, কিন্তু ভবিষ্যৎ ইতিহাসে প্রাশিয়ার শক্তিবৃদ্ধিতে প্রথম ফ্রেডারিকের দান ছিল অপরিসীম। তিনি শাসনব্যবস্থাকে কেন্দ্রীভূত করিয়া এবং অর্থের অপচয় বন্ধ করিয়া শাসনব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। তাঁহার আমল হইতেই প্রাশিয়ার সুদক্ষ আমলা-শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছিল। সামরিক শক্তিবৃদ্ধি করিয়া পরবর্তী কালে প্রাশিয়াকে ইওরোপে সর্বশ্রেষ্ঠ সামরিক রাষ্ট্রে পরিণত করিবার ব্যবস্থা তিনি করিয়া গিয়াছিলেন।

শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত : অর্থের অপচয় বন্ধ, সুদক্ষ আমলা-শ্রেণীর সৃষ্টি, দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনী গঠন

* "প্রাগ্‌ম্যাটিক স্যাংশন" (Pragmatic Sanction) সম্পর্কে ব্যাখ্যা ফ্রেডারিক দি গ্রেটের পররাষ্ট্র-নীতিতে দ্রষ্টব্য।

তাঁহার দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনী তাঁহার পুত্র ফ্রেডারিক দি গ্রেটের হস্তে এক অমোঘ অস্ত্রের ন্যায় কার্যকরী হইয়া উঠিয়াছিল। পোমেরেনিয়ার একাংশ, ডান্‌জিগ্ ও স্ট্যাটিন দখল করিয়া তিনি ওডার নদীর মোহনায় আধিপত্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সর্বোপরি তিনি তাঁহার পুত্র ফ্রেডারিকের সামরিক ও বেসামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাকে সমসাময়িক রাজগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী করিয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছিলেন।

ওডার নদীর মোহনা দখল
পুত্রের শিক্ষাব্যবস্থা

প্রথম ফ্রেডারিক উইলিয়ামের মৃত্যুর পর তাঁহার সুযোগ্য পুত্র দ্বিতীয় ফ্রেডারিক সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি ইতিহাসে 'ফ্রেডারিক দি গ্রেট' নামে পরিচিত।

দ্বিতীয় ফ্রেডারিক (দি গ্রেট), ১৭৪০-৮৬ (Frederick II, the Great): ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের সিংহাসন লাভ ইওরোপের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ঐ বৎসরই অস্ট্রিয়ার সম্রাট ষষ্ঠ চার্লসের মৃত্যু হইলে তাঁহার কন্যা ম্যারিয়া থেরেসা অস্ট্রিয়ার সিংহাসন লাভ করেন। ফ্রেডারিক ছিলেন সুদক্ষ শাসক, তাঁহার রাজনৈতিক ও সামরিক পারদর্শিতা ছিল অতুলনীয়। অপরদিকে ম্যারিয়া থেরেসা ছিলেন সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা, অল্পবয়স্কা রাণী। ফ্রেডারিক তাঁহার পিতার অধীনে সামরিক ও বেসামরিক বিভাগের যাবতীয় কার্যকলাপের অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া প্রাশিয়ার দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনী ও সুদক্ষ আমলা-শ্রেণীর অটুট আনুগত্যসহ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ম্যারিয়া থেরেসা যেমন নিজে ছিলেন অনভিজ্ঞা, তাঁহার সাম্রাজ্য ছিল তেমনি বিচ্ছিন্ন, তাঁহার সেনাবাহিনী ছিল অকর্মণ্য এবং শাসনব্যবস্থা ছিল অসংবদ্ধ। সুতরাং জার্মানির উপর প্রাশিয়ার প্রাধান্য বিস্তারের পক্ষে ইহা ছিল এক সুবর্ণ সুযোগ।

অস্ট্রিয়ার দুর্বলতা
প্রাশিয়ার সুবর্ণ সুযোগ

ফ্রেডারিকের শিক্ষা ও চরিত্র (Frederick's Education and Character): বাল্যকালে ফ্রেডারিক সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্পকলার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহার পিতা ফ্রেডারিক উইলিয়াম সাহিত্য ও শিল্পচর্চা পুরুষোচিত কাজ বলিয়া মনে করিতেন না। তিনি পুত্রের এই সকল 'দুর্বলতা'

ব্র্যাণ্ডেনবার্গ-প্রাশিয়ার ক্রম-বিকাশ

দূর করিবার জন্য তাঁহাকে কঠোর শাসনাধীনে রাখিয়াছিলেন। বালক-ফ্রেডারিক পিতার নিষ্ঠুর শাসন হইতে মুক্তিলাভের জন্য দেশত্যাগ করিতে গিয়া ধরা পড়িলেন। পিতা তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে চাহিলে রাজকর্মচারীদের অনুরোধে তাঁহার প্রাণ বাঁচিল সত্য, কিন্তু তাঁহার মন বাঁচিল না। পিতার আদেশে তাঁহাকে সামরিক ও বেসামরিক উভয় বিভাগেই সর্বনিম্ন স্তর হইতে কাজ শিক্ষা করিয়া সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত উঠিতে হইল। ফলে, ফ্রেডারিক সামরিক ও বেসামরিক শাসন-সংক্রান্ত যাবতীয় অভিজ্ঞতা অর্জন করিলেন। এইরূপ কার্যকরী শিক্ষা লাভ করিয়া অপর কোন রাজা সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ।

বাল্যশিক্ষা: সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্পকলার প্রতি অনুরাগ

পিতার কঠোর শাসন

সামরিক ও বেসামরিক অভিজ্ঞতা অর্জন

দ্বিতীয় ফ্রেডারিককে তাঁহার পিতা কিরূপ কঠোর শাসনাধীনে রাখিয়াছিলেন এবং পুত্রের শিক্ষা সম্পর্কে তিনি কি ধারণা পোষণ করিতেন তাহা তাঁহার নির্দেশসম্বলিত পত্র হইতে ও দ্বিতীয় ফ্রেডারিক ও তাঁহার পিতার পত্রালাপের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। ফ্রেডারিক উইলিয়ামের মতে বালক ফ্রেডারিক যদি ল্যাটিন ভাষা, অঙ্কশাস্ত্র, ফরাসী ও জার্মান ভাষা, কৃষি-বিদ্যা, গোলন্দাজ সৈনিকের উপযুক্ত শিক্ষা, আইন, আন্তর্জাতিক আইন, ভূগোল, ইতিহাস প্রভৃতিতে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং ধর্মের উপর আস্থা রাখেন তাহা হইলেই রাজপদের জন্য তিনি উপযুক্ত হইয়া উঠিতে পারিবেন।*

ফ্রেডারিকেব শিক্ষা সম্পর্কে তাঁহাব পিতাব নির্দেশ

* "As, for the Latin language, he is to learn it....his tutors shall see it that he acquires a terse and elegant style in writing French as well as German. Arithmetic, mathematics, artillery, and agriculture he must be taught thoroughly, ancient history only superficially but that of our own time and last one hundred and fifty years as accurately as possible." "My son and all his attendants shall say their prayers on their knees both morning and evening .. He shall be kept away from operas, comedies and other worldly amusements, and as far as possible, be given a distaste for them."—Frederick William's Instructions for the education of his son Frederick II (The Great)—vide Robinson: *Readings in European History*, Vol. II: pp. 319-20.

সমসাময়িক দার্শনিক গ্রন্থাদি, সঙ্গীত, কলা প্রভৃতির প্রতি অনুরাগ কোন যুবরাজের পক্ষে শুধু অনুচিত-ই নহে, সর্বনাশাত্মকও বটে, একথা তিনি মনে করিতেন। পিতার নিকট লিখিত একখানা পত্রে দ্বিতীয় ফ্রেডারিক তাঁহার পিতার কঠোর ব্যবহারের কথা উল্লেখ করিয়া পিতার নিকট দয়া ও মার্জনা ভিক্ষা করিয়াছিলেন এবং তিনি বহু চেষ্টা করিয়াও জ্ঞানত পিতার নিকট কোন অপরাধ করিয়াছেন এরূপ কোন কিছু তাঁহার কার্যকলাপে পান নাই একথাও জানাইয়াছিলেন।* বস্তুত, দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের সঙ্গীত, কলা, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতির প্রতি অনুরাগকে-ই ফ্রেডারিক উইলিয়াম ক্ষমার্হ বলিয়া মনে করিতেন না, কারণ এগুলিকে তিনি পুরুষোচিত অনুরাগ বলিয়া বিবেচনা করিতেন না। †

পিতার কঠোরতার বিরুদ্ধে ফ্রেডারিকের অভিযোগ

যাহা হউক, পিতার কঠোর শাসনের ফলে ফ্রেডারিকের চরিত্রের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলি বিকাশের সুযোগ পাইল না। ফলে তাঁহার আচরণ অত্যন্ত রূঢ় হইয়া উঠিল। †† ফ্রেডারিক ন্যায়-অন্যায় জ্ঞানহীন এক কঠোর স্বৈরাচারী শাসক-এ পরিণত হইলেন। কপটতা, কূটনীতি ও সুবিধাবাদ তাঁহার

চরিত্র: স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বিনষ্ট

* "I beg my dear papa that he will be kindly disposed toward me, I do assure him that after long examination of my conscience I do not find the slightest thing with which to reproach myself..I hereby beg most humbly for forgiveness and hope that my dear papa will give over the fearful hate which has appeared so plainly in his whole behaviour and to which I cannot accustom myself. I have always thought hitherto that I had a kind father, but now I see the contrary." Frederick to his father; *Ibid*, p. 321.

† "A bad obstinate boy who does not love his father;..Moreover you know very well that I cannot stand an effiminate fellow who has no manly tastes, who cannot ride or shoot (to his shame be it said) is untidy about his person, and wears his hair curled like a fool instead of cutting it; and that I have condemned all these things a thousand times, and yet there is no sign of improvement." Frederick's reply to his son's letter. *Ibid*. p. 322.

†† "When he came to the throne in 1740, he was a man without any softness of any kind. His heart was of steel; his mind was that of the cynic who only sees the frailties of humanity and does not scruple to make use of them." Riker, p. 112.

জীবনের প্রধান নীতিতে পরিণত হইল। অপরের অধিকার ক্ষুণ্ণ করা বা অপরের সম্পত্তি অপহরণে তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। তিনি বলিতেন, "অপরের সম্পত্তি দখল করা অনুচিত নহে, যদি তাহা পুনরায় ফিরাইয়া দিতে না হয়।"* নিজ দেশ ও দেশবাসীর স্বার্থের সম্মুখে তিনি ন্যায় বা নীতির ধার ধারিতেন না। তাঁহার হৃদয় ছিল লৌহ-কঠিন, তাঁহার মন ছিল একদেশদর্শী এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে পর-দোষ-গ্রাহী। শাসনক্ষমতা, দূরদর্শিতা, সমর-কুশলতা, সাহস ও বিপদের সম্মুখে অবিচলিত থাকিবার ক্ষমতা তাঁহাকে অষ্টাদশ শতাব্দী ইওরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং শক্তিশালী রাজার আসনে স্থাপন করিয়াছিল।† সাহিত্য, দর্শন, শিল্পকলার প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল অপরিসীম। তিনি লক্, মণ্টেস্কু, টুর্গো, ভল্‌টেয়ার, বেক্কাবিয়া ও এ্যাডাম্ স্মিথ্ প্রভৃতি সমসাময়িক দার্শনিক, সাহিত্যিক ও অর্থ-নীতিবিদ্‌গণের রচনা দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। ব্যক্তি-চরিত্র বুঝিবার মত অন্তর্দৃষ্টি তাঁহার ছিল, প্রকৃত গুণের আদরও যে তিনি না করিতেন এমন নহে। তিনি ব্যঙ্গাত্মক কবিতা লেখায় বিশেষ আনন্দ পাইতেন। সমসাময়িক রাণীদের—যথা, রাশিয়ার ক্যাথারিণ, অস্ট্রিয়ার ম্যারিয়া থেরেসা সম্পর্কে তিনি নানাপ্রকার বিদ্রূপাত্মক কবিতা লিখিয়া তাঁহাদের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন।

ন্যায়-অন্যায় জ্ঞানহীন শাসক : সুবিধাবাদী নীতি

লৌহ-কঠিন হৃদয় কিন্তু দার্শনিকের প্রভাবে প্রভাবিত

অন্তর্দৃষ্টি ও গুণগ্রাহিতা

কবিত্ব-শক্তি

দার্শনিক পুস্তকাদি পাঠ, সাহিত্য ও সঙ্গীতানুরাগ এবং গভীর চিন্তা প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে শাসনকার্যের সর্ববিষয়ে কড়া দৃষ্টি এবং পররাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদি নানাবিধ পরস্পর-বিরোধী কার্যকলাপ করিবার অসাধারণ ক্ষমতা ফ্রেডারিকের চরিত্রে দেখা যায়।

বিপরীতমুখী গুণের অপূর্ব সমাবেশ

তিনি ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার নিজের রচনাবলীও ফরাসী ভাষায় লেখা হইয়াছিল। সমসাময়িক জার্মান সাহিত্য সম্পর্কে তিনি তেমন উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন না। জার্মান

* "Take whatever you can if you are not obliged to give back."

† Vide Hassall : *The Balance of Power*, p. 135.

সাহিত্যসেবী লেসিং (Lessing), গ্যেটে (Geothe), শিলার (Schiller) সেই সময়ে তাঁহাদের রচনা দ্বারা জার্মান সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া তোলা সত্ত্বেও ফ্রেডারিক জার্মান সাহিত্য বিশেষভাবে নাট্য সাহিত্য সম্বন্ধে তেমন উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন না। তিনি জার্মানিতে হোমার, ভার্জিল, অ্যানাক্রিয়ন, হোরেস্, ডেমোস্থিনিস্, সিসেরো, লিভি ও থুকিডিডিস্-এর ন্যায় কবি, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, বাগ্মী প্রভৃতির মতো ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি দেখিতে পান না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন।* সেই সময়ে শেক্সপিয়ার রচিত নাটক জার্মানিতে অভিনীত হইত। ফ্রেডারিক এই সকল নাটককে 'জঘন্য প্রহসন' বলিয়া অভিহিত করিতেন, কারণ এগুলিতে অ্যারিস্টটল্ প্রদত্ত নাটকরচনার রীতি অনুসৃত হয় নাই এবং সেগুলি একমাত্র 'কানাডার অসভ্য আদিবাসীদের সম্মুখে অভিনীত হইবার উপযোগী' বলিয়া তিনি মনে করিতেন।† গ্যেটে (Geothe) রচিত নাটককেও তিনি ইংরাজী নাটকের জঘন্য অনুকরণ বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু ফ্রেডারিকের অভিমত গ্রহণযোগ্য না হইলেও তাঁহার সাহিত্যানুরাগ এবং সাহিত্য সম্পর্কে তাঁহার নিজস্ব ধারণার সুস্পষ্ট পরিচয় ইহাতে পাওয়া যায়।

সমসাময়িক জার্মান সাহিত্য সম্পর্কে ফ্রেডারিকের অভিমত

তাঁহার উদ্দেশ্য ও নীতি (His Aims and Policy) : ফ্রেডারিকের আভ্যন্তরীণ নীতির উদ্দেশ্য ছিল প্রজার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধন করা। স্বীয় একক অধিনায়কত্বের অধীনে তিনি প্রজাবর্গের স্বার্থ বৃদ্ধি করিয়া 'প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচার' (Benevolent Despotism) স্থাপনে সচেষ্ট ছিলেন।

উদ্দেশ্য : আভ্যন্তরীণ প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচার

* "I have been trying to unearth our Homers, our Virgils, our Anacreons, our Horaces, our Demosthenes, our Cicero, our Thucydides, our Livys, but I find nothing." *Ibid*, pp. 326-27.

† "There you will see presented the abominable plays of Shakespeare translated into our language, and the whole audience transported with delight by these absurd farces, fit only for the savages of Canada. I speak of them thus because they sin against every rule of the drama. These rules are not arbitrary : Aristotle in his *Poetics* prescribes the unity of time, of place, and of action as the only possible means of making tragedy interesting." Frederick the Great on German literature, *Ibid*, pp. 326-27.

পররাষ্ট্রক্ষেত্রে তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল জার্মানি হইতে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য বিলোপ করিয়া সেই স্থলে প্রাশিয়ার প্রাধান্য স্থাপন করা। প্রাশিয়ার রাজ্যসীমাকে দৃঢ় ও সুসংবদ্ধ করিয়া ইওরোপে প্রাশিয়ার মর্যাদা বৃদ্ধি করাই ছিল তাঁহার পররাষ্ট্র-নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য।

উদ্দেশ্য : পররাষ্ট্রীয়—জার্মানিতে অস্ট্রিয়ার স্থলে প্রাশিয়ার প্রাধান্য, রাজ্যসীমা সুসংবদ্ধ, ইওরোপে মর্যাদা বৃদ্ধি

আভ্যন্তরীণ নীতি (Internal Policy) : আভ্যন্তরীণক্ষেত্রে তাঁহার নীতি ছিল প্রজাহিতৈষী সংস্কার সাধন করিয়া প্রজাবর্গের সেবা করা। তিনি নিজেকে স্বীয় রাষ্ট্রের প্রধান সেবক (First Servant of the State) বলিয়া মনে করিতেন। শাসন-কার্যের প্রত্যেক স্তরেই তাঁহার ব্যক্তিগত কার্যক্ষমতা ও প্রাধান্য প্রতিফলিত হইত। প্রত্যেক বিভাগের কাজই তাঁহার নির্দেশানুসারে চলিত। শাসন-ব্যাপারে তিনি একক প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি সর্বদাই জনকল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখিতেন। সমসাময়িক রাজগণের মধ্যে তিনিই জনগণের স্বার্থবৃদ্ধির সর্বাধিক চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাজকীয় ঐশ্বর্যের আড়ম্বর তাঁহারই ছিল সর্বাপেক্ষা কম।

রাষ্ট্রের প্রধান সেবক

শাসনকার্যে নিজ ক্ষমতা প্রতিফলিত, জনকল্যাণসাধন

তিনি ব্যবসায়-বাণিজ্যে উৎসাহ দান করিতেন। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় প্রাশিয়ার লৌহ, রেশম ও পশম শিল্প উন্নতিলাভ করিয়াছিল। কৃষি ও অন্যান্য শিল্পের উন্নতিও তাঁহার চেষ্টায় সাধিত হইয়াছিল। ধর্মপালনের স্বাধীনতা ও সংবাদপত্র প্রকাশনের এবং স্বমত ব্যক্ত করিবার স্বাধীনতা দান করিয়া তিনি তাঁহার মানসিক উৎকর্ষের পরিচয় দিয়াছিলেন। চলাচল ও পরিবহণের সুবিধার জন্য রাস্তাঘাট ও খাল তিনি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তিনি কয়েকটি খাল খনন করাইয়া ভিস্‌টুলা ও এল্‌ব নদীর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেন। কৃষকগণকে সরকারী ঋণদান করিয়া কৃষির উন্নতিরও চেষ্টা তিনি করিয়াছিলেন। শিক্ষার প্রতিও তাঁহার স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল। তিনি প্রজাবর্গের শিক্ষার জন্য বহু বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি মুদ্রানীতি এবং আইন-কানুনের সংস্কার সাধন করেন।

কৃষি, লৌহ, রেশম, পশম প্রভৃতি শিল্পের উন্নতি ; ধর্মপালন ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দান

চলাচল ও পরিবহণ : রাস্তা ও খাল নির্মাণ

বিদ্যালয় স্থাপন

দোষী ব্যক্তির নিকট হইতে স্বীকারোক্তি আদায় করিবার জন্য বর্বরোচিত নির্যাতনের প্রথা তিনি উঠাইয়া দিয়াছিলেন। এইভাবে জাতীয় জীবনের প্রতিক্ষেত্রেই তিনি এক ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করেন।

আইন সংস্কার

পররাষ্ট্র-নীতি (Foreign Policy) ঃ সিংহাসনে আরোহণ করিবার অল্পকালের মধ্যেই ফ্রেডারিক তাঁহার পররাষ্ট্র-নীতির উদ্দেশ্য সফল করিবার সুযোগ পাইলেন। ঐ বৎসরই ম্যারিয়া থেরেসা অস্ট্রিয়ার সিংহাসন লাভ করেন। ম্যারিয়া থেরেসার পিতা সম্রাট ষষ্ঠ চার্লসের কোন পুত্র-সন্তান ছিল না। এই কারণে মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব হইতেই তিনি তাঁহার কন্যা ম্যারিয়া থেরেসাকে অস্ট্রিয়ার সিংহাসনের উত্তরাধিকারিণী বলিয়া ঘোষণা করিতে চাহিলেন। "স্যালিক আইন" (Salic Law) অনুসারে অস্ট্রিয়ার সিংহাসনে কোন স্ত্রীলোকের অধিকার ছিল না। ষষ্ঠ চার্লস্ এই আইনগত দোষ কাটাইবার উদ্দেশ্যে "প্র্যাগ্‌ম্যাটিক স্যাংশন" (Pragmatic Sanction) নামে এক চুক্তিপত্র ইওরোপের রাজগণ কর্তৃক স্বাক্ষর করাইয়া তাঁহার কন্যা ম্যারিয়া থেরেসাকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারিণী বলিয়া ঘোষণা করেন। অবশ্য ম্যারিয়া থেরেসা পবিত্র রোমান সম্রাটপদ লাভ করিতে পারিবেন না ইহাও স্থির হয়। জুলিক ও বার্গ নামক স্থান দুইটি প্রাশিয়াকে দেওয়া হইবে এই প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে ফ্রেডারিকের পিতা এই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন (১৭২৬), কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই স্থান দুইটি প্রাশিয়াকে দেওয়া হয় নাই।

পররাষ্ট্র-নীতির উদ্দেশ্য সিদ্ধির সুযোগ

প্র্যাগ্‌ম্যাটিক স্যাংশন

ম্যারিয়া থেরেসা অস্ট্রিয়ার সিংহাসনে বসিলে ফ্রেডারিক তাঁহাকে অস্ট্রিয়ার রাণী বলিয়া স্বীকার করিলেন না। জুলিক ও বার্গ নামক স্থান দুইটি না দেওয়ায় পিতৃ-স্বাক্ষরিত 'প্র্যাগ্‌ম্যাটিক স্যাংশন' তিনি মানিতে বাধ্য নহেন, এই যুক্তি দেখাইলেন।

ফ্রেডারিক কর্তৃক ম্যারিয়া থেরেসার সিংহাসনলাভ অস্বীকৃত

অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধ (War of Austrian Succession) ঃ প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার দ্বন্দ্বের প্রধান বিষয়বস্তু ছিল সাইলেশিয়া অধিকার। বহু প্রাচীন এক পারিবারিক উত্তরাধিকারের অজুহাতে সাইলেশিয়ার উপর দাবি জানাইয়া ফ্রেডারিক ম্যারিয়া থেরেসাকে এক চরমপত্র পাঠাইলেন। এই পত্রে জানান হইল যে,

ফ্রেডারিকের অজুহাত

(১) ম্যারিয়া থেরেসা সাইলেশিয়ার উপর ফ্রেডারিকের অধিকার মানিয়া লইলে ফ্রেডারিক অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্য রক্ষার্থে সর্বদা সাহায্য করিবেন ; (২) আর এই দাবি অস্বীকৃত হইলে ফ্রেডারিক যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধ্য হইবেন। ম্যারিয়া থেরেসা এই চরমপত্র ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করিলে ১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

চরমপত্র

ম্যারিয়া থেরেসার দুর্বলতার সুযোগ লইয়া ফ্রেডারিক সাইলেশিয়া আক্রমণ করিলেন। এক বৎসরের মধ্যেই ফ্রেডারিক প্রায় সমগ্র সাইলেশিয়া দখল করিয়া লইলেন। সাইলেশিয়ার রাজধানী ব্রেস্‌ল' (Breslau) তাঁহার অধীনে আসিল। কেবলমাত্র মিসি ও ব্রিগ্ নামক দুইটি শহর তখনও অপরাজিত রহিল ব্রিগ্ নামক স্থানের নিকট মল্‌উইজ (Mollwitz)-এর যুদ্ধে ফ্রেডারিক জয়লাভ করিলেন। প্রাশিয়ার জয়লাভে উৎসাহিত হইয়া স্যাক্সনি, বেভেরিয়া, স্পেন, সার্ডিনিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন ইওরোপীয় শক্তি অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্য আক্রমণ করিল। ফ্রান্স ও বেভেরিয়া ফ্রেডারিকের সহিত এক মিত্রতা চুক্তি স্বাক্ষর করিল। এই চুক্তিতে স্থির হইল যে, প্রাশিয়া কর্তৃক সাইলেশিয়া দখল ফ্রান্স ও বেভেরিয়া মানিয়া লইবে, কিন্তু ফ্রেডারিক বেভেরিয়ার ইলেক্টরকে অস্ট্রিয়ার সম্রাট পদ লাভে সাহায্য করিবেন এবং রাইন অঞ্চলের দাবি ত্যাগ করিবেন। ফ্রান্স ও বেভেরিয়া প্রাশিয়ার পক্ষে যোগদান করিলে ফ্রেডারিকের সামরিক পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটিল। তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। অল্পকাল যুদ্ধের পর চতুর্দিকে আক্রান্ত অস্ট্রিয়া ফ্রেডারিকের সহিত এক চুক্তি* দ্বারা সাইলেশিয়ার উপর ফ্রেডারিকের অধিকার স্বীকার করিয়া লইল। ফলে প্রাশিয়া যুদ্ধ ত্যাগ করিল কিন্তু অপরাপর শক্তির সহিত অস্ট্রিয়ার যুদ্ধ চলিল। কিছুকাল পরে অস্ট্রিয়া যুদ্ধে জয়লাভ করিতে আরম্ভ করিলে ফ্রেডারিক ভীত হইলেন। তিনি এই আশঙ্কা

সাইলেশিয়ার প্রথম যুদ্ধ

মল্‌উইজের যুদ্ধ : প্রাশিয়ার জয়লাভ

ইওরোপীয় শক্তিবর্গ— ফ্রান্স, স্পেন, বেভেরিয়া প্রভৃতির যুদ্ধে যোগদান

প্রাশিয়াকে সাইলেশিয়া দান

* ক্লিন্ স্নেলেন্‌ডর্ফ চুক্তি (Klein Schnellendorf Agreement)।

করিলেন যে, যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করিলে অস্ট্রিয়া হয়ত সাইলেশিয়া দখল করিতে অগ্রসর হইবে। সেইজন্য ফ্রেডারিক পুনরায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। জাস্‌ল' (Czaslau)-এর যুদ্ধে অস্ট্রিয়া ফ্রেডারিকের হস্তে পরাজিত হইল এবং ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রেস্‌ল' (Breslau)-এর সন্ধি দ্বারা গ্ল্যাংস্‌ ও সাইলেশিয়ার উপর প্রাশিয়ার অধিকার স্বীকৃত হইল। ফ্রেডারিক অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। ব্রেস্‌ল-এর সন্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাইলেশিয়ার প্রথম যুদ্ধের অবসান ঘটিল।

ব্রেস্‌ল-এর সন্ধি (১৭৪৩) সাইলেশিয়ার উপর প্রাশিয়ার অধিকার স্বীকৃত

ব্রেস্‌ল-এর সন্ধির ফলে ফ্রেডারিক যুদ্ধ ত্যাগ করিলে অস্ট্রিয়া অন্যান্য শক্তির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইল এবং যুদ্ধের গতি অস্ট্রিয়ার অনুকূলে পরিবর্তিত হইল। ঐ সময়ে ইংলণ্ডের মন্ত্রি-সভার পরিবর্তন ঘটিলে ওয়ালপোলের স্থলে কার্টেরেট (Carteret) মন্ত্রিসভা গঠন করিলেন। তিনি হ্যানোভার বংশীয় রাজা দ্বিতীয় জর্জের জার্মান প্রীতির পক্ষপাতী ছিলেন। জার্মানির হ্যানোভার নামক স্থান ছিল ইংলণ্ডের হ্যানোভার বংশের জন্মস্থান। স্বভাবতই জার্মানিতে ফরাসী প্রাধান্য বিস্তৃত হউক ইহা দ্বিতীয় জর্জের অভিপ্রেত ছিল না। ইহা ভিন্ন ইউট্রেক্ট-এর সন্ধির শর্তাদি ফ্রান্স ভঙ্গ করিয়া অগ্রসর হইবে, এই ভয়ও তাঁহার ছিল। এই সব কারণে ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড অস্ট্রিয়ার পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করিল। প্রথম বৎসর ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে কোন যুদ্ধ ঘোষিত হইল না। কিন্তু ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল এবং ডেটিঞ্জেনের (Detingen) যুদ্ধে ফরাসী সৈন্যকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিল; ইহা 'দ্বিতীয় সাইলেশিয়ার যুদ্ধ' নামে পরিচিত। এই সময় হইতে অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধ, ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব এবং অস্ট্রিয়া-প্রাশিয়ার দ্বন্দ্ব—এই দুই প্রধান দ্বন্দ্বে পরিণত হইল।

ইংলণ্ডের যুদ্ধে যোগদান

ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব

দ্বিতীয় সাইলেশিয়ার যুদ্ধ: ডেটিঞ্জেনের যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয়

ইতিমধ্যে বেভেরিয়ার শাসক চার্লসের মৃত্যু হইলে বেভেরিয়া অস্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধ মিটাইয়া লইল।* অস্ট্রিয়া স্যাক্সনি ও পোল্যাণ্ডের সহিত মিত্রতা-চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া

পোল্যাণ্ড ও স্যাক্সনির সহিত অস্ট্রিয়ার মিত্রতা স্থাপন

* ফুসেন (Fushen)-এর সন্ধি (১৭৪৫)

প্রাশিয়াকে দুই দিক হইতে আক্রমণ করিল এবং রাশিয়াও ঐ সময়ে অস্ট্রিয়ার পক্ষ অবলম্বন করিল। সাইলেশিয়া পুনর্দখলের জন্য অস্ট্রিয়ার সৈন্য অগ্রসর হইয়া হোহেন্‌ফ্রিড্‌বার্গের (Hohenfriedberg) যুদ্ধে পরাজিত হইল। ফ্রেডারিক অস্ট্রিয়ার সৈন্যের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া বোহেমিয়ার সোহর (Sohr)-এর যুদ্ধে পুনরায় তাহাদিগকে পরাজিত করিলেন। ইহার পর ড্রেসডেনের (Dresden) সন্ধি দ্বারা অস্ট্রিয়া পুনরায় সাইলেশিয়ার উপর প্রাশিয়ার অধিকার স্বীকার করিল। ইতিমধ্যে ম্যারিয়া থেরেসার স্বামী প্রথম ফ্রান্সিস্ পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট পদে নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ড্রেসডেনের সন্ধি দ্বারা ফ্রেডারিক তাঁহার নির্বাচনও মানিয়া লইলেন।

অস্ট্রিয়ার সাইলেশিয়া আক্রমণ ও পরাজয়

ড্রেসডেনের সন্ধি দ্বারা সাইলেশিয়ার উপর প্রাশিয়ার অধিকার স্বীকৃত

ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের যুদ্ধ তখনও চলিতে লাগিল। অল্পকালের মধ্যেই এই-লা-স্যাপেলের (Aix-la-chapelle) সন্ধি দ্বারা এই যুদ্ধের অবসান ঘটিল (১৭৪৮)।

এই-লা-স্যাপেলের সন্ধি (১৭৪৮)

এই-লা-স্যাপেলের সন্ধি, ১৭৪৮ (Peace of Aix-la-chapelle): এই সন্ধির শর্তানুসারে,

(১) গ্ল্যাৎস্ ও সাইলেশিয়ার উপর প্রাশিয়ার অধিকার স্বীকৃত হইল।

(২) ফ্রান্স ম্যারিয়া থেরেসার স্বামী ফ্রান্সিস্‌কে পবিত্র রোমান সম্রাট এবং দ্বিতীয় জর্জকে ইংলণ্ডের রাজা বলিয়া মানিয়া লইল। ইহা ভিন্ন নেদারল্যাণ্ডে হল্যাণ্ডের সীমান্ত রক্ষার জন্য ইউট্রেক্ট-এর সন্ধি (১৭১৩) দ্বারা যে সকল দুর্গ স্থাপিত হইয়াছিল সেগুলির যে কয়টি ফ্রান্স ইতিমধ্যে জয় করিয়াছিল তাহা ফিরাইয়া দিতে হইল। ডানকার্ক বন্দরের রক্ষা-প্রাচীর ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল। ইহা ভিন্ন স্টুয়ার্ট বংশধরকে ফ্রান্স হইতে বিতাড়িত করিতে হইল। ভারতবর্ষে মাদ্রাজ ইংরেজদের ফিরাইয়া দেওয়া হইল। (৩) স্পেন ফ্রান্সিস্‌কে সম্রাট বলিয়া মানিয়া লইল এবং ইংলণ্ডকে স্পেনীয় আমেরিকায় বাণিজ্যের সুযোগ দিতে স্বীকৃত হইল। (৪) সার্ডিনিয়ার চার্লস্ ইমান্যুয়েল লোম্বার্ডি, স্যাভয় ও নিস্ লাভ করিলেন। কিন্তু তিনি ফিনেইল নামক স্থানটি ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

শর্তাবলী

সমালোচনা (Criticism) : (১) এই-লা-স্যাপেলের সন্ধি কোন পক্ষকেই সন্তুষ্ট করিতে পারিল না। ফলে, অল্পকালের মধ্যেই সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের প্রয়োজন হইল। (২) ম্যারিয়া থেরেসা ইংলণ্ডের অনুরোধে প্রাশিয়ার নিকট সাইলেশিয়া ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন বটে, কিন্তু তিনি এই ক্ষতি সহজ মনে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। সাইলেশিয়া পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি পুনরায় প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। (৩) ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে দ্বন্দ্বের পশ্চাতে বাণিজ্যিক, ঔপনিবেশিক ও সামুদ্রিক প্রাধান্যের প্রশ্ন জড়িত ছিল, কিন্তু এই-লা-স্যাপেলের সন্ধি এই দ্বন্দ্বের কোন সন্তোষজনক সমাধান করিতে পারে নাই। এই দুই দেশের মধ্যে এবিষয়ের মীমাংসার জন্য পুনরায় যুদ্ধের প্রয়োজন হইয়াছিল। (৪) প্রাশিয়া ইওরোপের অন্যতম প্রধান শক্তিতে পরিণত হইল। (৫) রাশিয়া অস্ট্রিয়ার পক্ষে সাইলেশিয়ার দ্বিতীয় যুদ্ধে যোগদান করিয়া এবং এই-লা-স্যাপেলের সন্ধি স্থাপনে অংশ গ্রহণ করিতে দাবি করিয়া ভবিষ্যতে ইওরোপের রাজনীতিতে রুশ-শক্তির প্রভাববৃদ্ধির স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়াছিল। (৬) ফ্রান্স এই যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত ও অপমানিত হইয়াছিল এবং ফ্রান্সকে কেবল কয়েকটি স্থান ফিরাইয়া দিতে হইয়াছিল এমন নহে, ফ্রান্সের বাণিজ্য এবং নৌবাহিনীও বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। (৭) এই-লা-স্যাপেলের সন্ধি রাজনৈতিক মীমাংসা হিসাবে সম্পূর্ণ বিফল হইয়াছিল। বিগত বহু বৎসরের যুদ্ধ বিফলতায় পর্যবসিত হওয়ায় ইওরোপ পুনরায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ এই-লা-স্যাপেলের সন্ধির ব্যর্থতার ফলেই সংঘটিত হইয়াছিল। এই কারণে এই-লা-স্যাপেলের সন্ধিকে সাময়িক যুদ্ধবিরতি (Truce) ভিন্ন আর কিছুই বলা চলে না।*

সকল পক্ষের অসন্তোষ

ম্যারিয়া থেরেসা ফ্রেডারিকের নিকট সাইলেসিয়া ত্যাগ করিতে বাধ্য : পুনরুদ্ধারের চেষ্টা

ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের দ্বন্দ্ব অমীমাংসিত

প্রাশিয়া ইওরোপের অন্যতম প্রধান শক্তি

ইওরোপের রাজনীতিতে রাশিয়ার প্রবেশ, ফ্রান্স ক্ষতিগ্রস্ত ও অপমানিত

সাইলেশিয়ার যুদ্ধে রক্তপাত ব্যর্থ

---

* "The peace of Aix-la-chapelle was merely a truce." Hassall : *Balance of Power*, p. 207.

ফ্রেডারিক ও সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ বা সাইলেশিয়ার তৃতীয় যুদ্ধ (Frederick and the Seven Years' War or The Third Silesian War): ম্যারিয়া থেরেসা সাইলেশিয়ার উদ্ধারের নূতন পন্থা উদ্ভাবনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মন্ত্রী কৌনিজ (Kaunitz)-এর পরামর্শে তিনি ফ্রান্সের বুর্‌বোঁ পরিবারের সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইতে রাজী হইলেন। ঐ সময়ে ইংলণ্ড ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অসমাপ্ত দ্বন্দ্বের মীমাংসার জন্য যুদ্ধের প্রস্তুতি চালাইতেছিল। কৌনিজ যখন বুর্‌বোঁ-হ্যাবস্‌বার্গ পরিবারের দুইশত বৎসরেরও অধিক কালের বিবাদ মিটাইয়া মিত্রতা স্থাপনের চেষ্টা করিতেছিলেন তখন ইংলণ্ড ও প্রাশিয়ার মধ্যে এক মিত্রতা-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধি দ্বারা ফ্রেডারিক নিজ শক্তি বৃদ্ধি করেন। সাইলেশিয়ার উপর অধিকার বজায় রাখাই ছিল তাঁহার এই মিত্রতা-চুক্তিতে যোগদানের একমাত্র কারণ। এই চুক্তি 'ওয়েস্টমিনস্টারের চুক্তি' (Convention of Westminster) নামে পরিচিত। অপর দিকে অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে ভার্সাই-এর সন্ধি স্থাপিত হইল। এইভাবে দীর্ঘকাল রাজনৈতিক পরিস্থিতির এক আমূল পরিবর্তন ঘটিল। ইহা 'কূটনৈতিক বিপ্লব' (Diplomatic Revolution) নামে পরিচিত।* কূটনৈতিক বিপ্লবের ফলস্বরূপ সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ শুরু হইল (১৭৫৬)। এই যুদ্ধে ফ্রেডারিক ইংলণ্ড হইতে প্রচুর অর্থ সাহায্য পাইলেন এবং ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইলেন।

কৌনিজ-এর পরামর্শ

ওয়েস্টমিনস্টারের চুক্তি

কূটনৈতিক বিপ্লব

প্যারিসের সন্ধি ও হিউবার্টস্‌বার্গের সন্ধি (Treaty of Hubertsburg) দ্বারা এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিল (১৭৬৩)। অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে হিউবার্টস্‌বার্গের সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল। ম্যারিয়া থেরেসা ফ্রেডারিকের নিকট সাইলেশিয়া ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। ফ্রেডারিক যুদ্ধের সময়ে স্যাক্সনি দখল করিয়াছিলেন তাহা তিনি ফিরাইয়া দিলেন। এই যুদ্ধের ফলে প্রাশিয়া জার্মানির নেতৃত্ব লাভ করিল।

হিউবার্টস্‌বার্গের সন্ধি: ফ্রেডারিকের সাইলেশিয়া অধিকার স্বীকৃত

* কূটনৈতিক বিপ্লবের বিশদ আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

ফ্রেডারিক ও পোল্যাণ্ড-ব্যবচ্ছেদ (**Frederick and the Partition of Poland**): ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে পোল্যাণ্ডের রাজা তৃতীয় অগাস্টাসের মৃত্যু হইলে পোল্যাণ্ডের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে পোল্যাণ্ডের কতক স্থান নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইল। ফ্রেডারিক নিজ রাজ্যকে সংহত করিবার উদ্দেশ্যে নিজ প্রয়োজনীয় স্থান—পশ্চিম-প্রাশিয়া দখল করিলেন। পশ্চিম-প্রাশিয়া নামক স্থানটি ব্র্যাণ্ডেনবার্গ ও পূর্ব-প্রাশিয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। পোল্যাণ্ড হইতে এই অংশটি দখল করিবার ফলে ব্র্যাণ্ডেনবার্গ-প্রাশিয়ার রাজ্য অনেকটা সুবিন্যস্ত হইল। ইহা ভিন্ন সেই স্থানের ২৫ হাজার সৈন্যও তাঁহার অধীনে আসিল।

পোল্যাণ্ড-ব্যবচ্ছেদ (১৭৭২): প্রাশিয়া কর্তৃক পশ্চিম-প্রাশিয়া দখল

ফ্রেডারিক ও অস্ট্রিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় যোসেফ্ (**Frederick and Joseph II of Austria**): পোল্যাণ্ড-ব্যবচ্ছেদের পর ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে বেভেরিয়ার ইলেক্টর-এর মৃত্যু ঘটিলে দ্বিতীয় যোসেফ্ বেভেরিয়া দখল করিতে অগ্রসর হইলেন। বেভেরিয়া অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যভুক্ত হইলে অস্ট্রিয়ার শক্তি ও সাম্রাজ্যের সংহতি বৃদ্ধি পাইবে, ইহা ফ্রেডারিক দি গ্রেটের অভিপ্রেত ছিল না। জার্মান রাজ্য দখল করিয়া অস্ট্রিয়ার শক্তি-বৃদ্ধিতে বাধা দিবার জন্য তিনি সসৈন্যে বোহেমিয়া নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। দুই বৎসর ধরিয়া দুই পক্ষে যুদ্ধ চলিল। অবশেষে (১৭৭৯) রাশিয়ার মধ্যস্থতায় টেশেন (Teschen)-এর সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল। অস্ট্রিয়া বেভেরিয়া দখল করিবার অভিপ্রায় ত্যাগ করিয়া সৈন্য অপসারণ করিল।

অস্ট্রিয়া কর্তৃক বেভেরিয়া দখলে ফ্রেডারিকের বাধাদান

টেশেন-এর সন্ধি (১৭৭৯)

এদিকে অস্ট্রিয়া যাহাতে ভবিষ্যতে বেভেরিয়া দখল করিতে না পারে সেইজন্য ফ্রেডারিক হ্যানোভার, স্যাক্সনি ও মেইন্‌জ প্রভৃতি জার্মান রাজ্যের সহিত 'ফার্স্টেনবাণ্ড্' (Furstenbund) নামে এক শক্তি-সমবায় স্থাপন করেন (১৭৮৫)।

ফার্স্টেনবাণ্ড্ নামক শক্তি-সমবায় স্থাপন (১৭৮৫)

দ্বিতীয় যোসেফ্ যুদ্ধের দ্বারা বেভেরিয়া দখল করা অসম্ভব বুঝিতে পারিয়া নেদারল্যাণ্ডের পরিবর্তে বেভেরিয়া দখল করিতে চাহিলেন।

তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল বেভেরিয়ার ইলেক্টরকে "রাজা" উপাধি দান করিয়া নেদারল্যাণ্ডে স্থাপন করা এবং উহার বিনিময়ে বেভেরিয়া দখল করা। কিন্তু ফ্রেডারিক কর্তৃক গঠিত ফার্ষ্টেনবাণ্ড নামক শক্তি-সমবায়ের বিরোধিতায় তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইল। ইহাই হইল ফ্রেডারিক দি গ্রেটের সর্বশেষ কূটনৈতিক সাফল্য। ঐ বৎসরই ফ্রেডারিকের মৃত্যু ঘটে (১৭৮৬)।

ফার্ষ্টেনবাণ্ড কর্তৃক দ্বিতীয় যোসেফের নেদারল্যাণ্ডের পরিবর্তে বেভেরিয়া দখলের পরিকল্পনা ব্যর্থকরণ (১৭৮৬), ফ্রেডারিকের মৃত্যু (১৭৮৬)

ফ্রেডারিক দি গ্রেটের কৃতিত্ব বিচার (**Estimate of Frederick the Great**)ঃ প্রাশিয়ার অগ্রগতির ইতিহাসে ফেডারিক দি গ্রেটের দান ছিল অপরিসীম। আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র-নীতির সাফল্যের দ্বারা তিনি প্রাশিয়াকে ইওরোপের এক শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করিয়া গিয়াছিলেন।

আভ্যন্তরীণ: কেন্দ্রীভূত জনহিতৈষী একক অধিনায়কত্ব

আভ্যন্তরীণক্ষেত্রে ফ্রেডারিক রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতাই নিজ হস্তে কেন্দ্রীভূত করিয়াছিলেন এবং প্রাশিয়ার সামরিক বাহিনীর প্রসার সাধন করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহার একক প্রাধান্যের পশ্চাতে জনহিতৈষণা বিদ্যমান ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইওরোপে যে জ্ঞান-দীপ্ত প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা দেখা দিয়াছিল, উহার অন্যতম উদ্‌গাতা ছিলেন ফ্রেডারিক দি গ্রেট। তাঁহার শাসনকালের গুরুত্ব সম্পর্কে ইহা উল্লেখযোগ্য।

তিনি কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি যাহা কিছু জাতীয় সমৃদ্ধির সহায়ক—সেগুলির উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। রাস্তা-ঘাট, খাল প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া তিনি প্রাশিয়ার অর্থ-নৈতিক উন্নতি সাধন করেন। ইহা ভিন্ন কৃষকদের ঋণদান, আইনকানুন সংস্কার, বিচার-ব্যবস্থার উন্নয়ন, স্কুল স্থাপন ইত্যাদি নানাবিধ জনকল্যাণকর কার্যও তিনি করিয়াছিলেন। আসামীদের অপরাধ নির্ণয়ে কোনপ্রকার দৈহিক অত্যাচার করা তিনি নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। বার্লিনের বিজ্ঞান আকাদমি (Berlin Academy of Sciences) পুনঃস্থাপন করিয়া ও উহার পুনরুজ্জীবন সাধন করিয়া তিনি জার্মানিতে বিজ্ঞানের উন্নতির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য, আইন-কানুন, শিক্ষা প্রভৃতির উন্নতি সাধন

ফ্রেডারিক রাজপদকে ব্যক্তিগত সুখভোগের স্থল বলিয়া মনে করিতেন না। তিনি নিজেকে দেশ এবং দেশবাসীর 'প্রধান সেবক' (First Servant) বলিয়া মনে করিতেন। তিনি ধর্মপালনের এবং সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা দান করিয়া তাঁহার মানসিক উৎকর্ষের পরিচয় দিয়াছিলেন। সমসাময়িক প্রজাহিতৈষী ও শিল্পানুরাগী রাজগণের মধ্যে ফ্রেডারিক সর্বাপেক্ষা জ্ঞানদীপ্ত ও প্রজারঞ্জক ছিলেন।* ধর্মের দ্বারা তিনি তাঁহার রাজনৈতিক বিচার-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন হইতে দেন নাই। ধর্ম-ব্যাপারে তিনি চরম সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিতেন। তাঁহার কর্মক্ষমতা, দৃঢ়সংকল্প, দূরদৃষ্টি এবং অন্তর্দৃষ্টি তাঁহাকে তদানীন্তন ইওরোপীয় রাজগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান দান করিয়াছিল।† অবশ্য তাঁহার চরিত্র একেবারে ত্রুটিহীন ছিল না। স্বার্থপরতা, অপরের অধিকারের প্রতি অবহেলা, ন্যায় ও আন্তর্জাতিক আইন-কানুনের প্রতি অশ্রদ্ধা তাঁহার চরিত্রের গুণাবলীকে আংশিকভাবে ক্ষুণ্ণ করিয়াছিল। তথাপি ইহা অনস্বীকার্য যে, তাঁহার মূলনীতিই ছিল দেশ ও দেশবাসীর স্বার্থ বৃদ্ধি করা। সেইদিক দিয়া তিনি সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই।

ধর্মপালন ও সংবাদ-পত্রেব স্বাধীনতা দান

সমসাময়িক ইওরোপের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানদীপ্ত শাসক

স্বার্থপরতা, ন্যায এবং অপরেব অধি-কাবেব প্রতি অমর্যাদা

সাফল্য

পররাষ্ট্রক্ষেত্রেই তিনি তাঁহার শক্তি ও রাজনীতিজ্ঞানের চরম পরিচয় দিয়াছিলেন। (১) তিনি সাইলেশিয়া দখল করিয়া প্রাশিয়ার রাজ্যকে সুসংবদ্ধ করেন। এই স্থানটি দখল করিবার ফলে প্রাশিয়ার রাজধানী হইতে অস্ট্রিয়ার সীমারেখার দূরত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ফলে যুদ্ধ-বিগ্রহের কালে রাজধানীর নিরাপত্তা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। (২) তিনি পোল্যাণ্ড-ব্যবচ্ছেদে

পররাষ্ট্রীয: সাইলেশিযা দখল: পশ্চিম-প্রাশিযা লাভ

* "In that age of enlightened despotism the most enlightened despot was Frederick II." Acton, p. 303. Also vide Hayes: *Modern Europe to 1870*, p. 419-20.

† "He stands, pre-eminent among the great rulers of the century." Hassall, p. 380.

"The Prince, is to the nation he governs what the head is to the man. It is his duty to see, think, and act for the whole community, that he may procure it every advantage of which it is capable." Hayes, p. 419.

যোগদান করিয়া পশ্চিম-প্রাশিয়া নামক স্থানটি লাভ করেন। ইহার ফলে প্রাশিয়ার বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত রাজ্যাংশ সংহতি লাভ করে। (৩) পর পর বহু যুদ্ধে প্রাশিয়ার সামরিক প্রাধান্যের পরিচয় দিয়া তিনি ইওরোপের রাজনীতিক্ষেত্রে প্রাশিয়াকে শ্রেষ্ঠ শক্তিগুলির অন্যতম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ফলে, ইওরোপে প্রাশিয়া অস্ট্রিয়ার সমমর্যাদার অধিকারী হইয়াছিল। ইওরোপীয় রাজনীতিতে প্রাশিয়ার মতামত উপযুক্ত মর্যাদালাভে সমর্থ হইয়াছিল।* (৪) ফ্রেডারিকের পররাষ্ট্রনীতির সাফল্যের জন্য উপযুক্ত সামরিক শক্তির প্রয়োজন ছিল। তিনি প্রাশিয়ার সৈন্যসংখ্যা ৮৪ হাজার হইতে দেড় লক্ষে বর্ধিত করেন। প্রয়োজনবোধে আরও পঞ্চাশ হাজার সৈন্য অনায়াসে যোগাড় করিবার ব্যবস্থাও তিনি রাখিয়াছিলেন। এইভাবে আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র-ক্ষেত্রে ফ্রেডারিক প্রাশিয়ার ইতিহাসে এক যুগান্তর আনয়ন করেন।

প্রাশিয়া ইওরোপের শ্রেষ্ঠ শক্তিগুলির অন্যতম

সামরিক প্রাধান্য ও প্রস্তুতি

সমালোচনা (Criticism): ফ্রেডারিকের রাজনৈতিক কার্যকলাপ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রচনা করিয়াছে সন্দেহ নাই, তথাপি সেগুলি একেবারে ত্রুটিশূন্য ছিল না। প্রথমত, কোন-কোন ঐতিহাসিকের মতে সাইলেশিয়া জয় করিবার ও দখলে রাখিবার জন্য তিনি যে অর্থবল ও লোকবল ক্ষয় করিয়াছিলেন এবং সর্বোপরি ইহা জয় করিতে গিয়া ইওরোপীয় শক্তিবর্গের যে ঘৃণা তিনি অর্জন করিয়াছিলেন তাহার তুলনায় সাইলেশিয়া-বিজয় মোটেই লাভজনক হয় নাই।

ফ্রেডারিকের কার্যকলাপ ত্রুটিপূর্ণ

সাইলেশিয়া জয়ের জন্য ধনক্ষয় ও লোকক্ষয় এবং অপরের ঘৃণা অর্জন অযৌক্তিক

দ্বিতীয়ত, ক্রমাগত যুদ্ধ পরিচালনার জন্য তিনি যে বিশাল সামরিক বাহিনী গঠন ও পোষণ করিয়াছিলেন তাহা প্রাশিয়ার ন্যায় ক্ষুদ্র দেশের আর্থিক সঙ্গতি ও লোকবলের অনুপাতে অনেক বেশী ছিল। এই সেনাবাহিনীর ব্যয়ভার প্রাশিয়ার জনসাধারণের উপর এক অসহনীয় বোঝা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ফ্রান্সের বিপ্লবী নেতা মিরাবো

* "The Prussian state no less than the Prussian army had cast a spell over the mind of Europe." Riker, p. 116.

(Mirabeau) প্রাশিয়ার জনসংখ্যার তুলনায় সৈন্যসংখ্যার বিশালতা সম্পর্কে বলিয়াছিলেন, "প্রাশিয়ার জনসংখ্যার একটি সেনাবাহিনী আছে না বলিয়া প্রাশিয়ার সেনাবাহিনীর একটি জনসংখ্যা আছে, এইরূপ বলাই ঠিক হইবে।"* ইহা ভিন্ন এই বিশাল সৈন্যসংখ্যার কঠোর শৃঙ্খলা ও সামরিক শিক্ষা সমগ্র জনসাধারণের মানসিক বৃত্তির উপর এক বিরাট বোঝাস্বরূপ ছিল। প্রাশিয়ার সেনাবাহিনীর অনেকেই ছিল বিদেশী। এই সকল ভিন্ন-দেশীয় সৈন্য স্বভাবতই প্রাশিয়ার জাতীয় স্বার্থের প্রতি তেমন শ্রদ্ধাবান ছিল না।

অসহনীয় সামরিক ব্যয়ভার, জনসাধারণের মানসিক বৃত্তির উপর সামরিক প্রভাব, বিদেশী সৈন্য জাতীয় স্বার্থে উদাসীন

তৃতীয়ত, ফ্রেডারিক নিজেকে রাষ্ট্রের 'প্রধান সেবক' (First Servant) বলিয়া মনে করিতেন সত্য, কিন্তু তিনি ছিলেন স্বৈরাচারী শাসক। শাসন-কার্যের যাবতীয় ক্ষমতা নিজ হাতে কেন্দ্রীভূত করিয়া রাজকর্মচারিগণের দায়িত্বজ্ঞান বৃদ্ধি, কর্মপ্রচেষ্টা বা উদ্যম বৃদ্ধির চেষ্টা তিনি করেন নাই। পরবর্তী কালে তাঁহার শাসনব্যবস্থা ও সামরিক বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার মত কোন লোক তিনি সৃষ্টি করিয়া যান নাই।

শাসনব্যবস্থা অত্যধিক কেন্দ্রীভূত হওয়ায় দায়িত্বশীল কর্মচারীর অভাব

চতুর্থত, শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক দিয়া ফ্রেডারিক নিজে যথেষ্ট উৎকর্ষ-লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সামাজিক অন্যায়-অবিচার বা শ্রেণীগত বিদ্বেষ দূর করিবার কোন চেষ্টাই তিনি করেন নাই। কৃষকদের অবস্থার উন্নতিসাধনের প্রয়োজনও তিনি উপলব্ধি করেন নাই। পঞ্চমত, ফ্রেডারিক ফরাসী বিপ্লবের পূর্বেই বিপ্লব-প্রসূত কার্যাবলীর অনেক কিছুই নিজ দেশে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই তিনি পূর্বেকার প্রচলিত অবস্থার আমূল পরিবর্তন করেন নাই। এবিষয়ে তিনি কোন সৃজনী-শক্তির পরিচয়ও দেন নাই। তিনি তাঁহার স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার ভিত্তি সুদৃঢ় রাখিতেই সর্বদা তৎপর ছিলেন।

সামাজিক উন্নতি অবহেলিত

সৃজনীশক্তির অভাব

তথাপি ইহা একবাক্যে স্বীকৃত যে, ফ্রেডারিক সমসাময়িক ইওরোপের

* "Prussia is not a people that has an army but an army that has a people." Mirabeau, Quoted by Riker, p. 117.

সর্বাপেক্ষা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও প্রভাবশালী রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায়ই প্রাশিয়া জার্মানিতে অস্ট্রিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছিল এবং ইওরোপে প্রাশিয়া এক মর্যাদাপূর্ণ আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিল।

প্রাশিয়া ইওরোপে মর্যাদাপূর্ণ আসনে অধিষ্ঠিত

ইওরোপের ইতিহাসে ফ্রেডারিকের রাজত্বকালের এক বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। প্রথমত, ফ্রেডারিক সাইলেশিয়ার যুদ্ধে বার বার অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করিয়া এবং সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে এককভাবে ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়ার যুগ্ম শক্তিকে পরাজিত করিয়া ইওরোপে প্রাশিয়ার সামরিক প্রাধান্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। সামরিক শক্তির দিক দিয়া প্রাশিয়া মধ্য-ইওরোপের শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হইয়াছিল। দ্বিতীয়ত, জার্মানির নেতৃত্ব লইয়া অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে এক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইয়া ভবিষ্যতে জার্মানির উপর অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য নাশের ইঙ্গিত তিনি রাখিয়া গিয়াছিলেন। তৃতীয়ত, ইওরোপীয় শক্তিবর্গের দৃষ্টিতে প্রাশিয়া অস্ট্রিয়ার সমপর্যায়ভুক্ত হইয়াছিল। ক্ষুদ্র প্রাশিয়া রাজ্যের পক্ষে ইহা এক অভূতপূর্ব সাফল্য সন্দেহ নাই। চতুর্থত, ইওরোপের রাজনীতিক্ষেত্রে প্রাশিয়ার মতামতের গুরুত্ব এখন আর উপেক্ষা করিবার উপায় ছিল না। পঞ্চমত, অষ্টাদশ শতাব্দীর ইওরোপীয় রাজনৈতিক বিবর্তনে ফ্রেডারিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রাশিয়ার উত্থান মধ্য-ইওরোপের রাজনৈতিক পরিস্থিতির এক আমূল পরিবর্তন সাধন করিয়াছিল। কূটনৈতিক বিপ্লব ইহার প্রমাণ বলা যাইতে পারে।

ফ্রেডারিকের রাজত্বকালের গুরুত্ব: সামরিক প্রাধান্য

জার্মানির নেতৃত্ব

অস্ট্রিয়ার সমপর্যায়ভুক্ত

ইওরোপীয় রাজনীতিতে মতামত প্রকাশের অধিকার

মধ্য-ইওরোপের রাজনৈতিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন

দ্বিতীয় ফ্রেডারিক উইলিয়াম (১৭৮৬—১৭৯৭) (Frederick William II): দ্বিতীয় ফ্রেডারিক দি গ্রেটের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বিতীয় ফ্রেডারিক উইলিয়াম প্রাশিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার চরিত্রে প্রোটেস্টান্ট ধর্ম-প্রবণতা ও ব্যভিচারের এক অতি অদ্ভুত সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। পূর্বগামী রাজগণের চেষ্টায় গঠিত সমর-

হল্যাণ্ডে ফরাসী প্রভাব প্রতিহত, তুরস্কের বিরুদ্ধে অস্ট্রিয়ার অগ্রগতি রোধ

বাহিনীর সদ্ব্যবহার তিনি করিতে পারেন নাই। অবৈধ আমোদ-প্রমোদে তিনি রাজকোষের অর্থ অপচয় করিতে দ্বিধাবোধ করিতেন না। তিনি হল্যাণ্ডে ফরাসী প্রভাব বিস্তারের বিরোধিতা করেন (১৭৮৭)। ইহার কয়েক বৎসর পর (১৭৯০) তিনি তুরস্ক সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অস্ট্রিয়ার অগ্রগতি প্রতিহত করেন। কিন্তু ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে আগস্ট মাসে তিনি অস্ট্রিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় লিওপোল্ডের সহিত যুগ্মভাবে 'পিল্‌নিজ-এর ঘোষণাপত্র' (Declaration of Pillnitz) জারি করিয়া 'বিপ্লবী ফ্রান্সে শান্তি ফিরাইয়া আনা ও ফরাসী রাজতন্ত্রকে পুনরায় সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত করা ইওরোপীয় রাজতান্ত্রিক দেশগুলির দায়িত্ব' একথা জানাইয়াছিলেন। বস্তুত, সেই সময়ে ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার মত সামরিক প্রস্তুতি প্রাশিয়া বা অস্ট্রিয়ার ছিল না। বিপ্লবী ফ্রান্স অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার এই ভীতি প্রদর্শনে ভয় পাইল না। ফ্রান্স অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়াব বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলে ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার যুগ্ম-বাহিনী প্রাশিয়ার ডিউক অব ব্রান্‌স্‌উইক-এর নেতৃত্বে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইল। যুদ্ধের প্রথম দিকে ফ্রান্সের সেনাবাহিনীর পরাজয় ঘটিতে লাগিল। ডিউক অব্ ব্রান্‌স্‌উইক ফরাসী সীমান্তে উপস্থিত হইয়া ঘোষণা করিলেন যে, প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার যুগ্ম-বাহিনী ফ্রান্সে প্রবেশ করিয়া ফরাসী রাজতন্ত্রকে পুনঃস্থাপিত করিবে। রাজা ও রাণীর নিরাপত্তা বিপন্ন হইলে প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার সেনাবাহিনী উহার যথাযোগ্য শাস্তি বিধান করিতে ক্রুটি করিবে না। ইহা ব্রান্‌স্‌উইক্ ম্যানিফেস্টো (Brunswick Manifesto) নামে পরিচিত। এইভাবে দ্বিতীয় ফ্রেডারিক উইলিয়াম ক্রমেই বিপ্লবী ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধে জড়িত হইয়া পড়িতে লাগিলেন।

পিল্‌নিজের ঘোষণাপত্র (১৭৯১)

ব্রান্‌স্‌উইক্ ম্যানিফেস্টো (Brunswick Manifesto)

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় এবং ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় পোল্যাণ্ড-ব্যবচ্ছেদে তিনি অংশ গ্রহণ করেন এবং প্রাশিয়ার রাজ্যসীমা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। তাঁহার রাজত্বকালের শেষ কয়েক বৎসর ফরাসী বিপ্লব-প্রসূত যুদ্ধে ব্যয়িত হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর তৃতীয় ফ্রেডারিক উইলিয়াম প্রাশিয়ার সিংহাসন লাভ করেন।

পোল্যাণ্ড-ব্যবচ্ছেদে অংশ গ্রহণ, ফরাসী বিপ্লবের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ

তৃতীয় ফ্রেডারিক উইলিয়াম (১৭৯৭-১৮৪০) (Frederick William III) : তৃতীয় ফ্রেডারিক উইলিয়াম ছিলেন দুর্বল, অব্যবস্থিতচিত্ত ব্যক্তি। জার্মান জাতির প্রতিবাদ উপেক্ষা করিয়া তিনি নেপোলিয়নের নিকট হইতে হ্যানোভার নামক স্থানটি প্রাপ্তির আশায় নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে নিরপেক্ষতার নীতি অবলম্বন করেন। সেই সময়ে দক্ষিণ-জার্মানির বেভেরিয়া ও উর্টেমবার্গ রাজ্য দুইটি পৃথকভাবে নেপোলিয়নের সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইল। অল্পকালের মধ্যেই ফরাসী সৈন্য দক্ষিণ-জার্মানি অধিকার করিয়া লইলে তৃতীয় উইলিয়াম শত চেষ্টা করিয়াও ফরাসী সৈন্য অপসারণের কোন ব্যবস্থা করিতে পারিলেন না। তদুপরি নেপোলিয়নের নিকট হইতে হ্যানোভার নামক স্থানটি পাইবার আশাও তাঁহার বিফল হইল। এদিকে প্রাশিয়ার জনসাধারণ ও রাণী লুইসী (Louise) তৃতীয় ফ্রেডারিক উইলিয়ামকে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার জন্য চাপ দিতে আরম্ভ করিলে তিনি বাধ্য হইয়া নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন (১৮০৬)। কিন্তু জেনা (Jena) ও অস্টারডাট্ (Austerdadt)-এর যুদ্ধে প্রাশিয়ার সেনাবাহিনী নেপোলিয়নের হস্তে কেবল পরাজিত হইল এমন নহে, দ্বিতীয় ফ্রেডারিক (দি গ্রেট)-এর আমলে প্রাশিয়ার যে সামরিক শক্তি ও মর্যাদার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হইল। নেপোলিয়ন সগৌরবে বার্লিনে প্রবেশ করিয়া জার্মানির অধিকাংশ স্থান অধিকার করিয়া লইলেন। পরবৎসর নেপোলিয়ন রাশিয়াকে ফ্রিড্ল্যাণ্ড (Friedland)-এর যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিলে ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে টিল্‌জিট্-এর সন্ধি দ্বারা রাশিয়া ও প্রাশিয়ার সহিত নেপোলিয়নের যুদ্ধের অবসান ঘটিল। প্রাশিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পোল্যাণ্ডের যে সকল স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছিল তাহা প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হইল। নেপোলিয়ন সেই স্থানটুকু লইয়া 'গ্র্যাণ্ড ডাচি অব ওয়ারসো' (Grand Duchy of Warsaw) গঠন করিলেন। পরবর্তী কয়েক বৎসরের

চরিত্র

নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে নিরপেক্ষতার নীতি

নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা (১৮০৬)

প্রাশিয়ার শোচনীয় পরাজয়—নেপোলিয়ন কর্তৃক বার্লিন ও জার্মানির অধিকাংশ অধিকৃত

নেপোলিয়নের সহিত সন্ধি

মধ্যে প্রাশিয়ার জনসাধারণ ক্রমেই নেপোলিয়নের হস্তে প্রাশিয়ার পরাজয় ও টিলজিট্ (Tilsit)-এর সন্ধি দ্বারা পোল্যাণ্ডের অংশ ত্যাগে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। এইরূপ জাতীয় অপমান ও ক্ষতির জন্য আভ্যন্তরীণ, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা বহুলাংশে দায়ী একথাও তদানীন্তন প্রাশিয়ার দূরদর্শী নেতৃবর্গ প্রকাশ্যে বলিতে কুণ্ঠাবোধ করিলেন না। তৃতীয় ফ্রেডারিক এই সকল নেতার নির্দেশানুযায়ী ১৮০৭ হইতে ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কতক আভ্যন্তরীণ সংস্কার সাধন করিলেন। প্রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ পুনরুজ্জীবনের কার্যে ব্যারণ ফম্ স্টাইন (Baron Vom Stein), ফিক্‌টি, আনট্, হার্ডেনবার্গ, হুসার, বোহ্‌মার প্রভৃতির উল্লেখযোগ্য দান রহিয়াছে।

প্রাশিয়া নেপোলিয়নের তাঁবেদার রাজ্যে পরিণত

স্টাইন, হার্ডেনবার্গ, ফিক্‌টি, হুসার, বোহ্‌মার প্রভৃতির অবদান

এই সময়ে জার্মানিতে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে তীব্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দেখা দিলে ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে তৃতীয় ফ্রেডারিক উইলিয়াম রাশিয়ার সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইয়া নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। এই যুদ্ধ ইতিহাসে 'জার্মানির মুক্তি যুদ্ধ' (War of German Liberation) নামে খ্যাত। তখন রাশিয়া, স্পেন, অস্ট্রিয়া ও ইংলণ্ড নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল। লিপ্‌জিগ্-এর যুদ্ধে অস্ট্রিয়া, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের সৈন্যের সহিত প্রাশিয়ার সৈন্যও যুদ্ধজয়ের গৌরব অর্জন করিয়াছিল। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াটারলুর যুদ্ধেও জার্মান সেনাবাহিনী নেপোলিয়ন-বিজেতার গৌরব অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। অবশেষে নেপোলিয়নের পতনের পর ভিয়েনা সম্মেলনে (১৮১৫) জার্মানি সুইডিস্ পোমেরেনিয়া (Swedish Pomerania) এবং স্যাক্সনির একাংশ প্রাপ্ত হয়। তৃতীয় ফ্রেডারিক উইলিয়ামের আমলে প্রাশিয়ার রাজ্যসীমা আরও বিস্তৃত হয়। ইহা ভিন্ন ভিয়েনা কংগ্রেসে গঠিত কনসার্ট অব্ ইওরোপ (Concert of Europe) নামক ইওরোপীয় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি 'চতুঃশক্তি মৈত্রী'র (Quadruple Alliance)

জার্মানির মুক্তি যুদ্ধ (১৮১৩)

লিপ্‌জিগ্ ও ওয়াটারলুর যুদ্ধ

ভিয়েনা কংগ্রেস—প্রাশিয়ার রাজ্যসীমার বিস্তার লাভ

তৃতীয় ফ্রেডারিক উইলিয়াম ও কনসার্ট অব্ ইওরোপ

অন্যতম প্রধান সদস্য ছিল প্রাশিয়া। এই সূত্রে নেপোলিয়নোত্তর ইওরোপে জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক প্রভাব দমনে ফ্রেডারিকও সচেষ্ট ছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থা স্থাপনের পক্ষপাতী হইলেও তৃতীয় ফ্রেডারিক ছিলেন দুর্বলচিত্ত ব্যক্তি। ফলে, তিনি অস্ট্রিয়ার পররাষ্ট্র-সচিব মেটারনিক্-এর উপর রাজনৈতিক বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রাশিয়ার অভ্যন্তরে জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক প্রকাশকে তিনি মেটারনিক্-এর সহায়তায় দমন করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। প্রাশিয়ার তথা জার্মানির অভ্যন্তরে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের প্রসার রোধ করিবার উদ্দেশ্যে মেটারনিক্-এর প্ররোচনায় 'কার্লস্-বাড্ ডিক্রী' (Carlsbad Decree) নামে এক দমনমূলক ব্যবস্থা চালু করিয়া তিনি প্রাশিয়ার সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিলোপ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অধ্যাপকদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ফরাসী বিপ্লবের পরবর্তী কালে তৃতীয় ফ্রেডারিক উইলিয়ামের শাসন-নীতি যেমন ছিল স্বৈরাচারী তেমনি ছিল দমনমূলক। অবশ্য ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ শুল্ক-প্রথা তুলিয়া দিয়াছিলেন এবং ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জোল্ভারেন্ (Zollverein) নামক এক শুল্ক-সঙ্ঘ স্থাপন করিয়া জার্মানির অপরাপর রাজ্যগুলির মধ্যে অবাধ-বাণিজ্য চলাচলের ব্যবস্থা করিয়া পরবর্তী কালে প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানির ঐক্যসাধনের পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়াম প্রাশিয়ার রাজা হন।*

কার্লস্‌বাড ডিক্রি

প্রাশিয়ার নেতৃত্বে 'জোল্‌ভারেন' শুল্ক-সঙ্ঘ স্থাপন

* Vide Hayes: *Modern Europe to 1870*, pp. 545, 546, 558, 564, 569, 586, 588, 593, 602, 608, 661-62.

Riker: *A Short History of Modern Europe*, pp. 355, 365, 368, 382.

তৃতীয় অধ্যায়

কূটনৈতিক বিপ্লব ও সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ

(Diplomatic Revolution & Seven Years' War)

কূটনৈতিক বিপ্লব (Diplomatic Revolution) : ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ইওরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে। অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্স তাহাদের দুইশত বৎসরের বিবাদ ভুলিয়া গিয়া এক মিত্রতা-চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। অস্ট্রিয়া সামুদ্রিক শক্তিবর্গের সহিত বহুকাল অনুসৃত মিত্রতার নীতি ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। ইংলণ্ড ফ্রান্সের সহিত সামুদ্রিক, বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক প্রাধান্য-সংক্রান্ত দ্বন্দ্বের শেষ মীমাংসার জন্য প্রাশিয়ার সহিত মিত্রতায় আবদ্ধ হইয়া যুদ্ধের প্রস্তুতি পূর্ণোদ্যমে চালাইল। ইওরোপীয় শক্তিগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধের এই বিরাট পরিবর্তনকে 'কূটনৈতিক বিপ্লব' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্স : ইংলণ্ড ও প্রাশিয়া মিত্রতা চুক্তিতে আবদ্ধ

কূটনৈতিক বিপ্লবের পূর্বে ইওরোপীয় শক্তিবর্গ প্রধানত দুইটি দলে বিভক্ত ছিল। ইংলণ্ড, অস্ট্রিয়া, রাশিয়া, পোর্তুগাল সাধারণত একপক্ষে থাকিত, অপরপক্ষে থাকিত ফ্রান্স, প্রাশিয়া স্পেন, ডেনমার্ক, পোল্যাণ্ড, তুরস্ক ও সুইডেন। এই রাজনৈতিক সম্বন্ধের আমূল পরিবর্তন ঘটিল ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের কূটনৈতিক বিপ্লবে। ইংলণ্ড ও প্রাশিয়ার মধ্যে ওয়েস্টমিনস্টারের মিত্রতা-চুক্তি (Convention of Westminster) সম্পাদিত হইল এবং অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে ভার্সাই-এর চুক্তি (Treaty of Versailles) সম্পাদিত হইল।

কূটনৈতিক বিপ্লবের পূর্বে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের বিভিন্ন দল; ওয়েস্টমিনস্টার ও ভার্সাই-এর মিত্রতা চুক্তি

কারণ (Causes) : ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের কূটনৈতিক বিপ্লব আকস্মিকভাবে সংঘটিত হয় নাই। ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ আট বৎসর ধরিয়া এই বিপ্লবের জন্য প্রস্তুতি চলিতেছিল।

(১) ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে এই-লা-স্যাপেলের সন্ধি কোন পক্ষকেই সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। প্রাশিয়া সাইলেশিয়া দখল করিলেও ইহার নিরাপত্তা সম্বন্ধে তখনও ফ্রেডারিক নিশ্চিত ছিলেন না। কারণ, অস্ট্রিয়া ইংলণ্ডের জোরজবরদস্তিতে সাইলেশিয়া

এই-লা-স্যাপেলের সন্ধির ত্রুটি

ফ্রেডারিককে দিতে রাজী হইলেও রাণী ম্যারিয়া থেরেসা সাইলেশিয়ার ন্যায় সম্পদশালী ও বর্ধিষ্ণু প্রদেশ হারাইবার দুঃখ ভুলিতে পারিতেছিলেন না। সাইলেশিয়া পুনরুদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যে ম্যারিয়া থেরেসা যে কোন সময় উহা আক্রমণ করিতে পারেন ফ্রেডারিকের এই আশঙ্কা ছিল। ইহা ভিন্ন, সাইলেশিয়ার দ্বিতীয় যুদ্ধে ইংলণ্ডের ব্যবহারে এবং সর্বোপরি সাইলেশিয়া ত্যাগ করিয়া ফ্রেডারিকের সহিত মিটমাট করিবার জন্য ইংলণ্ডের জোরজবরদস্তিতে ম্যারিয়া থেরেসা অত্যন্ত রুষ্ট হইয়াছিলেন। অপরদিকে সাইলেশিয়ার যুদ্ধের ফলে ফ্রান্সের কোন লাভ হয় নাই। ইংলণ্ডের অবস্থাও হইয়াছিল তদ্রূপ। ইংলণ্ডকে বিজিত স্থানগুলি এই-লা-স্যাপেলের সন্ধিতে ফিরাইয়া দিতে হইয়াছিল। সর্বোপরি ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে বাণিজ্যিক এবং ঔপনিবেশিক প্রাধান্যের দ্বন্দ্বের কোন মীমাংসাই এই-লা-স্যাপেলের সন্ধিতে হয় নাই। আমেরিকা এবং ভারতবর্ষে ইঙ্গ-ফরাসী ঔপনিবেশিক দ্বন্দ্ব তখনও চলিতেছিল। এই দ্বন্দ্ব যে-কোন মুহূর্তে যুদ্ধের আকার ধারণ করিতে পারে—এরূপ পরিস্থিতির তখন উদ্ভব হইয়াছিল।

অস্ট্রিয়ার রাণী ম্যারিয়া থেরেসার সাইলেশিয়া হারাইবার ক্ষোভ

ফ্রান্স ক্ষতিগ্রস্ত

ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক দ্বন্দ্ব অমীমাংসিত

(২) সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রাশিয়ার উত্থান এবং শক্তিসঞ্চয় ইওরোপের রাজনীতিতে এক বিরাট পরিবর্তন আনিয়াছিল। জার্মানির নেতৃত্ব ক্রমেই প্রাশিয়ার হস্তে চলিয়া যাইতেছিল। প্রাশিয়ার উত্থানে ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়া—উভয় দেশেরই ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল।

প্রাশিয়ার উত্থানে ইওরোপীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে ভীতির সঞ্চার

(৩) কূটনৈতিক বিপ্লবের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল ম্যারিয়া থেরেসার সাইলেশিয়া পুনরুদ্ধারের সংকল্প। ম্যারিয়া থেরেসা তাঁহার মন্ত্রীদিগকে অস্ট্রিয়ার পররাষ্ট্র-নীতি পরিবর্তন করিবার প্রয়োজন বিনা সেই সম্পর্কে তাঁহাদের মতামত জানাইতে বলিলেন। প্রাচীনপন্থী মন্ত্রিগণ সামুদ্রিক শক্তির সহিত অস্ট্রিয়ার মিত্রতা রক্ষা করিয়া চলা-ই যুক্তিযুক্ত বলিয়া জানাইলেন। কিন্তু মন্ত্রী কৌনিজ (Kaunitz) এক নূতন নীতির প্রস্তাব করিলেন। তিনি যুক্তি দেখাইলেন যে, অস্ট্রিয়ার সর্বপ্রধান শত্রু হইল প্রাশিয়া।

প্রত্যক্ষ কারণ: ম্যারিয়া থেরেসার সাইলেশিয়া দখলের দৃঢ়সংকল্প

কৌনিজের যুক্তি

(১) প্রাশিয়ার উত্থানে ইওরোপের রাজনৈতিক পরিবর্তন
(২) পূর্বেকার কূটনৈতিক সম্বন্ধ ত্যাগের যুক্তি
(৩) ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার মধ্যে দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা

প্রাশিয়ার উত্থানে ইওরোপের রাজনীতির এক বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সুতরাং পূর্বেকার কূটনৈতিক সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া নূতন সম্বন্ধ স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন। এদিকে ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার মধ্যে কোন প্রকাশ্য শত্রুতা না থাকিলেও সাইলেশিয়ার যুদ্ধে ফ্রেডারিক একাধিকবার ফ্রান্সকে না জানাইয়া যুদ্ধ ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া উভয় দেশের মধ্যে তেমন সদ্ভাব ছিল না। ইহা ভিন্ন রাইন অঞ্চল লইয়া প্রাশিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে অদূর ভবিষ্যতে দ্বন্দ্ব শুরু হইবার সম্ভাবনাও ছিল। এই সকল যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া কৌনিজ দূরবর্তী সামুদ্রিক শক্তি ইংলণ্ডের মিত্রতা ত্যাগ করিয়া অস্ট্রিয়ার পক্ষে ফ্রান্সের মিত্রতা গ্রহণ করা-ই যুক্তিযুক্ত এই মত প্রদান করিলেন। কারণ, সাইলেশিয়া পুনরুদ্ধারের যুদ্ধে ইংলণ্ডের কোন সরাসরি স্বার্থ জড়িত নহে, সুতরাং কেবলমাত্র মিত্রশক্তি অস্ট্রিয়ার সাহায্যকল্পে ইংলণ্ড এইরূপ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিতে রাজী হইবে না। ইহা ভিন্ন, প্রাশিয়ার রাজা ফ্রেডারিক ইংলণ্ডে যথেষ্ট জনপ্রিয়, এই যুক্তিও কৌনিজ দেখাইলেন।

(৪) ইংলণ্ড নিজ স্বার্থ ছাড়া অস্ট্রিয়াকে সাহায্য করিতে অসম্মত
(৫) ইংলণ্ডের ফ্রেডারিক প্রীতি

ম্যারিয়া থেরেসার কৌনিজের পরামর্শ গ্রহণ

ম্যারিয়া থেরেসার নিকটে কৌনিজের পরামর্শ অত্যন্ত মনোগ্রাহী হইল, কারণ, তিনি সাইলেশিয়া পুনরুদ্ধার করিতে দৃঢ়সংকল্প ছিলেন। অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের মিত্রতার সম্ভাবনা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার জন্য কৌনিজ নিজেই ফ্রান্সে গমন করিলেন। ফ্রান্সেও কৌনিজের যুক্তি মনোগ্রাহী হইল, কারণ, ইংলণ্ডের সহিত বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক দ্বন্দ্ব যে অনিবার্য ইহা ফ্রান্সও উপলব্ধি করিয়াছিল। তথাপি দুই শতাব্দীর অধিককাল অনুসৃত পন্থা আকস্মিকভাবে ত্যাগ করিতে ফ্রান্স দ্বিধাবোধ করিতেছিল।

ফ্রান্স দ্বিধাগ্রস্ত

ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধে দুর্বল অস্ট্রিয়ার মিত্রতা মূল্যহীন

এদিকে ইংলণ্ডের পক্ষে ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থের জন্য ফ্রান্সকে পরাজিত করা একান্ত প্রয়োজন ছিল। এজন্য অস্ট্রিয়ার ন্যায় দুর্বল দেশের মিত্রতা

সামরিক দিক দিয়া ততটা সুবিধা হইবে না বিবেচনা করিয়া ইংলণ্ড ইওরোপে একটি শক্তিশালী দেশের সহিত মিত্রতার প্রয়োজন উপলব্ধি করিল। জার্মানির হ্যানোভার নামক রাজ্যটি ছিল ইংলণ্ডের হ্যানোভার বংশীয় রাজগণের মাতৃভূমি। ইহার নিরাপত্তা বিধান করা এবং ভারতবর্ষ ও আমেরিকায় ফরাসী ঔপনিবেশিক শক্তি নাশ করাই ছিল ইংলণ্ডের অভিপ্রায়। সেইজন্য ইংলণ্ডের পররাষ্ট্র মন্ত্রী পিট্ (Pitt the Elder) ফ্রান্সের সামরিক শক্তি যাহাতে ইওরোপ মহাদেশের মধ্যেই যুদ্ধে লিপ্ত থাকে সেই ব্যবস্থা করিতে চাহিয়াছিলেন। এইরূপ করিতে পারিলে ফ্রান্সের পক্ষে আমেরিকা বা ভারতবর্ষে সামরিক সাহায্য প্রেরণের অসুবিধা হইবে এবং সেই সুযোগে ইংলণ্ড ফরাসী শক্তিকে পরাজিত করিতে সক্ষম হইবে। এই সকল যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া ইংলণ্ড ও প্রাশিয়ার মধ্যে ওয়েস্টমিন্‌স্টারের মিত্রতা-চুক্তি (Convention of Westminster) স্বাক্ষরিত হইল।

হ্যানোভার রক্ষার প্রয়োজন

ইওরোপে ফরাসী শক্তিকে যুদ্ধে লিপ্ত রাখিয়া আমেরিকা ও ভারতবর্ষে জয়লাভের নীতি; ইংলণ্ড ও প্রাশিয়ার মধ্যে ওয়েস্টমিন্‌স্টারের চুক্তি (১৭৫৬)

ওয়েস্টমিন্‌স্টারের সন্ধি স্বাক্ষরিত হওয়ার সংবাদ ফ্রান্সে পৌঁছিলেই ফ্রান্স কালক্ষেপ না করিয়া অস্ট্রিয়ার সহিত ভার্সাই-এর মিত্রতা-চুক্তি স্বাক্ষর করিল। এইভাবে ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে পূর্বেকার কূটনৈতিক সম্বন্ধ ছিন্ন হইল এবং এক নূতন সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। ইহাই কূটনৈতিক বিপ্লব বলিয়া পরিচিত।

অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে ভার্সাই-এর চুক্তি (১৭৫৬)

কূটনৈতিক বিপ্লবের সমালোচনা (Criticism)ঃ কূটনৈতিক বিপ্লবের ফলে কোন্ দেশ কতদূর লাভবান হইয়াছিল তাহা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ইংলণ্ড প্রাশিয়ার সহিত মিত্রতাবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছিল। কারণ, ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রাশিয়াকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়া আমেরিকা ও ভারতবর্ষে ফরাসী সাহায্য প্রেরণের পথ বন্ধ করা সম্ভব হইয়াছিল। অধিকন্তু দুর্বল অস্ট্রিয়া অপেক্ষা উদীয়মান শক্তি প্রাশিয়ার মিত্রতা ইংলণ্ডের অধিকারভুক্ত হ্যানোভার রাজ্য রক্ষা করার পক্ষে অধিকতর সহায়ক ছিল।

ইংলণ্ডের কূটনৈতিক চালের পরিচায়ক

প্রাশিয়ার দিক দিয়াও ইংলণ্ডের মৈত্রী কাম্য ছিল, কারণ অস্ট্রিয়ার আক্রমণ হইতে সাইলেশিয়া রক্ষা এবং ফরাসী আক্রমণ হইতে রাইন অঞ্চল নিরাপদ রাখার পক্ষে ইংরেজ-সাহায্য প্রাশিয়ার সহায়ক ছিল।

প্রাশিয়ার পক্ষে ইংলণ্ডের মৈত্রীর যৌক্তিকতা

ফ্রান্সের মিত্রতা গ্রহণের পশ্চাতে অস্ট্রিয়ার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সাইলেশিয়া অধিকার। নিজ স্বার্থ জড়িত না থাকিলে কেবলমাত্র অস্ট্রিয়ার জন্য সাইলেশিয়া উদ্ধারের যুদ্ধে ইংলণ্ডের লিপ্ত হওয়ার আশা কম ছিল। ইহা ভিন্ন প্রাশিয়ার রাজা ফ্রেডারিক ইংরেজ জাতির আস্থাভাজন ছিলেন। সুতরাং ইংলণ্ডের পরিবর্তে ইওরোপ মহাদেশে অবস্থিত নিকটবর্তী দেশ ফ্রান্সের সহিত মিত্রতা স্থাপন অস্ট্রিয়ার পক্ষে কূটনৈতিক বিচক্ষণতার কাজ হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

অস্ট্রিয়ার পক্ষে ফরাসী মিত্রতা কূটনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচায়ক

কূটনৈতিক বিপ্লবের সংশ্লিষ্ট দেশগুলির মধ্যে ফ্রান্সই সর্বাধিক নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়াছিল। ফ্রান্সের পক্ষে দুই শতাধিক বৎসরের বুরবেঁা-হ্যাবস্‌বার্গ দ্বন্দ্ব ভুলিয়া গিয়া অস্ট্রিয়ার সাহায্যে অগ্রসর হওয়া বিবেচনাহীনতার কাজ হইয়াছিল। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে ফ্রান্সের পক্ষে অস্ট্রিয়ার সহিত মিত্রতা-স্থাপন আত্মরক্ষার জন্য নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। তাঁহাদের মতে প্রাশিয়ার উত্থানে ইওরোপীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতির এক বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। ইহার ফলে রাইন অঞ্চলে ফরাসী প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে এবং ইংলণ্ডের সামুদ্রিক, বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক দ্বন্দ্বের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে হইলে অস্ট্রিয়ার মিত্রতা ভিন্ন ফ্রান্সের কোন উপায়ান্তর ছিল না। সুতরাং তাঁহারা বলেন যে, আপাতদৃষ্টিতে অস্ট্রিয়ার সহিত ফ্রান্সের মিত্রতা-স্থাপন বিবেচনাহীনতার পরিচায়ক মনে হইলেও একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, ফ্রান্সের আত্মরক্ষার্থ উহার একান্ত প্রয়োজন ছিল।

ফ্রান্সের নির্বুদ্ধিতা

কাহারো কাহারো মতে অস্ট্রিয়ার সহিত মিত্রতা আত্মরক্ষার্থ প্রয়োজন ছিল

রাইন অঞ্চলে প্রাধান্য এবং সামুদ্রিক ও বাণিজ্যিক প্রাধান্যের জন্য অস্ট্রিয়ার সহিত মিত্রতা একান্ত প্রয়োজন ছিল

হেন্‌রী মার্টিন প্রমুখ অনেকের মতে ফ্রান্সের পক্ষে অস্ট্রিয়ার সহিত মিত্রতা-

চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া অদূরদর্শিতা ও হীন বুদ্ধির পরিচায়ক।* ইঁহারা বলেন যে, (১) অস্ট্রিয়াকে মিত্র হিসাবে গ্রহণ করিয়া ফ্রান্সের শক্তি কোনভাবেই বৃদ্ধি পায় নাই। অস্ট্রিয়া ছিল অতি দুর্বল দেশ, অস্ট্রিয়ার আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা যেমন ছিল পশ্চাদ্‌পদ তেমনি অকর্মণ্য। প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে আত্ম-রক্ষা করিবার সামরিক শক্তি অস্ট্রিয়ার ছিল না।

হেনরী মার্টিন প্রভৃতির মতে মূর্খতা ও অদূর-দর্শিতার পরিচায়ক

(২) ইহা ভিন্ন অস্ট্রিয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সাইলেশিয়া উদ্ধার করা। সেইজন্য ইওরোপীয় মহাদেশে যুদ্ধ সৃষ্টি করা ছিল অস্ট্রিয়ার প্রয়োজন। অথচ, ফ্রান্স তখন আমেরিকা এবং ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। সেই কারণে ইওরোপ মহাদেশে শান্তি বজায় রাখিয়া আমেরিকা ও ভারতবর্ষে সৈন্য ও অর্থ সাহায্য প্রেরণ করা ছিল ফ্রান্সের আত্মরক্ষার একমাত্র উপায়। কিন্তু ফ্রান্স অস্ট্রিয়ার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া অস্ট্রিয়ার স্বার্থের জন্য সাই-লেশিয়া অধিকারের দ্বন্দ্বে নিজেকে লিপ্ত করিয়াছিল। সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয়ের ইহাই ছিল প্রধান কারণ।† (৩) তদুপরি লর্ড এ্যাক্টনের মতে ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়া ও ইংলণ্ডের মধ্যে ওয়েস্টমিন্‌স্টারের মৈত্রী চুক্তি (Convention of Westminster) ফ্রান্স তথা কোন পক্ষেরই ভীতি বা ক্ষতির কারণ ছিল না।†† তখন প্রাশিয়া ফ্রান্সের বা অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-প্রস্তুতি পূর্ণোদ্যমে শুরু করে নাই। ঐ বৎসরই গ্রীষ্মকালে প্রাশিয়ার পোস্ট অফিস মারফৎ প্রেরিত অস্ট্রিয়া

দুর্বল অস্ট্রিয়ার মিত্রতা ফ্রান্সের পক্ষে মূল্যহীন

অস্ট্রিয়ার পক্ষে ইওরোপে যুদ্ধের এবং ফ্রান্সের ছিল শান্তির প্রয়োজন

ফ্রান্সের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ

* "France" says Henri Martin "committed an act of madness of imbecile treason against herself, the like of which hardly exists in history." Hassall, p. 242.

† পিট্ আর্ল-অব্-চ্যাথামের যুদ্ধনীতি ছিল ফ্রান্সকে ইওরোপে আত্মরক্ষায় লিপ্ত রাখিয়া আমেরিকা ও ভারতবর্ষে ফরাসী শক্তিকে পরাজিত করা। তিনি বলিতেন: **"We shall win Canada on the banks of the Elbe."**

†† "He (Frederick the Great) concluded a very harmless convention at Westminster in January 1756: but he was not arming at a time when the scheme of Kaunitz was about to be completed. It was midsummer before he knew the danger that threatened him. Certain despatches which were opened as they passed through the Prussian post office, others which were stolen, revealed the whole plot." Vide Lord Acton: *Lectures on Modern History*, p. 294.

ও ফ্রান্সের পত্রাদি এবং অপরাপর যে সকল সংবাদ প্রাশিয়ার দূতগণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা হইতে প্রাশিয়ার রাজা ফ্রেডারিক অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্স এবং সেই সঙ্গে রাশিয়ার যোগাযোগের সকল তথ্য জানিতে সমর্থ হন। এমতাবস্থায় ওয়েস্টমিনস্টারের মৈত্রী-চুক্তি স্বাক্ষর করা ভিন্ন তাঁহার কোন উপায়ান্তর ছিল না। ওয়েস্টমিন্‌স্টারের মৈত্রী-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সের পক্ষে প্রাশিয়ার সহিত মৈত্রী-চুক্তি ছিন্ন করিয়া অস্ট্রিয়ার সহিত ভার্সাই-এর মিত্রতা-চুক্তি স্বাক্ষর করা অযৌক্তিক হইয়াছিল; কারণ, ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে এই মিত্রতা-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাশিয়া ফ্রান্সকে শত্রু দেশ হিসাবে বিবেচনা করিতে বাধ্য হইয়াছিল। প্রাশিয়ার সহিত মৈত্রী যথাসম্ভব রক্ষা করিয়া চলাই ছিল ফ্রান্সের স্বার্থের দিক দিয়া কাম্য। নিরপেক্ষ বিচারে ফ্রান্স অস্ট্রিয়ার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া নিজ স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিয়াছিল এই কথা বলিতেই হইবে। কারণ, সেই সময়কার পরিস্থিতিতে ফ্রান্সের পক্ষে আমেরিকায় ফরাসী উপনিবেশ রক্ষা, ভারতবর্ষে ফরাসী স্বার্থ রক্ষা এবং সমুদ্রবক্ষে ইংরেজদের প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ করিবার চেষ্টা করা ছিল একান্ত প্রয়োজন। এই তিন ক্ষেত্রে ফরাসী সরকার শক্তি নিয়োগ করা যে প্রয়োজন পঞ্চদশ লুই-এর অকর্মণ্য কর্মচারিবৃন্দ বা পঞ্চদশ লুই স্বয়ং তাহা উপলব্ধি করেন নাই। ফলে, ভার্সাই-এর চুক্তি স্বাক্ষর করিবার সঙ্গে সঙ্গে যে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ শুরু হইল তাহাতে ফ্রান্স অস্ট্রিয়ার পক্ষে সাইলেশিয়া পুনরুদ্ধার, প্রাশিয়াকে পরাজিত করিয়া ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে ভাগ করিয়া লওয়া এবং ইংলণ্ডের পক্ষে আমেরিকা ও ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের সহজেই জয়লাভের পরোক্ষ সাহায্য করিয়াছিল বলা যাইতে পারে। কারণ প্রাশিয়ার সহিত ইওরোপীয় মহাদেশে যুদ্ধে লিপ্ত থাকিবার ফলে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যথাশক্তি যুদ্ধ করিবার সুযোগ ফ্রান্সের স্বভাবতই ছিল না। এই কারণে হ্যাসাল (Hassal) বলিয়াছেন যে, সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে ফ্রান্স ইংলণ্ড ও অস্ট্রিয়ার স্বার্থ-বৃদ্ধি করিয়াছিল।*

ফ্রান্সের পক্ষে প্রাশিয়ার মিত্রতা রক্ষা করিয়া চলিবার যৌক্তিকতা

ফ্রান্সের অদূরদর্শিতা

* "But the feeble Government of Louis XV failed to see that France ought to have concentrated her strength upon the struggle in India and America and on the sea, and that in plunging into a continental war for the recovery of Silesia and partition of Prussia, she was playing the game of England and Austria". Hassal: *Balance of Power*, P. 242.

সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ, ১৭৫৬-৬৩ (Seven Years' War, 1756-63) কারণ (Causes) : কূটনৈতিক বিপ্লবের ফলে সপ্তবর্ষ-ব্যাপী যুদ্ধের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হইল। ঐ যুদ্ধের কারণ ঐ বিপ্লবের কারণের মধ্যে নিহিত ছিল। প্রধানত তিনটি ভিন্ন ভিন্ন দ্বন্দ্বের ফলে এই যুদ্ধের সৃষ্টি হয়।

(১) ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক দ্বন্দ্ব এই দুই দেশের সাম্রাজ্য-বিস্তারের প্রতিযোগিতার ফলেই সৃষ্টি হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই দ্বন্দ্ব গুরুতর আকার ধারণ করে। আমেরিকা এবং ভারতবর্ষে ইংরেজ ও ফরাসী ঔপ-নিবেশিকগণের মধ্যে তিক্ততা দিন দিনই বাড়িতে থাকে।

আমেরিকায় ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব

আমেরিকায় ইংলণ্ডের অধিকৃত স্থানগুলি যাহাতে পশ্চিম দিকে আরও বিস্তার লাভ না করে সেই কারণে ফ্রান্স কানাডা এবং লুইসিয়ানার মধ্যবর্তী স্থানে কতকগুলি দুর্গ নির্মাণ করিতে শুরু করে। ফ্রান্স কর্তৃক ইংরেজদের উপনিবেশ-বিস্তারের পথ বন্ধ করিবার চেষ্টায় বাধা দেওয়া ইংলণ্ডের বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক স্বার্থের দিক দিয়া প্রয়োজন ছিল। এই ব্যাপারে ভারতবর্ষেও ইংরেজ এবং ফরাসীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। ভারতবর্ষে দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে ফরাসী গবর্ণর ডুপ্লে ইংরেজ অধিকার বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। রবার্ট ক্লাইভের সমর-দক্ষতা এই পরিস্থিতি হইতে ইংরেজ স্বার্থ রক্ষা করে। ইওরোপ মহাদেশে ইংরেজ রাজবংশের সম্পত্তি হ্যানোভারের নিরাপত্তা রক্ষার প্রয়োজন ছিল। এই সকল কারণে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে রেষারেষি দিন দিনই বাড়িয়া চলিয়াছিল।

ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব

হ্যানোভারের নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা

(২) এই-লা-স্যাপেলের সন্ধি আপাতদৃষ্টিতে অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধের অবসান ঘটাইয়াছিল, কিন্তু উহা তখনকার রাজনৈতিক সমস্যাগুলির কোন সন্তোষজনক সমাধানই করিতে সক্ষম হয় নাই। প্রথম হইতেই ম্যারিয়া থেরেসা এই সন্ধিকে নিছক সাময়িক যুদ্ধবিরতি বলিয়া ধরিয়া লইলেন এবং প্রাশিয়ার হাত হইতে সাইলেশিয়া উদ্ধারের জন্য কৃতসংকল্প হইলেন। এই কারণে ম্যারিয়া থেরেসা দুই শত বৎসরাধিক বুরবোঁ-হ্যাবসবার্গ দ্বন্দ্ব মিটাইয়া ফ্রান্সের সহিত মিত্রতা-চুক্তি সম্পাদন করিলেন।

এই-লা-স্যাপেলের সন্ধির ব্যর্থতা : ম্যারিয়া থেরেসার সাইলেশিয়া উদ্ধারের দৃঢ়সংকল্প

(৩) ইওরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রে এক শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে প্রাশিয়ার উত্থান ইওরোপের শক্তি-সাম্য বিনষ্ট করিয়া এক নূতন সমস্যার উদ্ভব করিয়াছিল। ফ্রান্সের সীমান্তে প্রাশিয়ার ন্যায় শক্তিশালী রাজ্যের উত্থান ফ্রান্সের নিরাপত্তার দিক দিয়া মোটেই কাম্য ছিল না। ইহা ভিন্ন অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধে ফ্রেডারিকের স্বার্থপরতা ফ্রান্সের বিরক্তির কারণ হইয়াছিল। এই যুদ্ধে ফ্রেডারিক একাধিকবার নিজ স্বাথসিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মিত্রশক্তির মতামতের অপেক্ষা না রাখিয়াই অস্ট্রিয়ার সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়াছিলেন। এই সকল কারণে ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার মধ্যে সদ্ভাব ছিল না।

প্রাশিয়া ও ফ্রান্সের দ্বন্দ্ব

অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার দ্বন্দ্ব, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের দ্বন্দ্ব, প্রাশিয়া ও ফ্রান্সের দ্বন্দ্ব—এই তিন দ্বন্দ্বের ফলেই সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের সৃষ্টি হইয়াছিল।*

তিন দ্বন্দ্ব

(৪) উপরি-উক্ত কারণগুলিই ছিল সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের মূল এবং প্রধান কারণ। এই সকল কারণ ভিন্ন অপরাপর ক্ষুদ্র কারণও ছিল। রাশিয়ার রাণী এলিজাবেথ ইউক্রেনের পরিবর্তে পূর্ব-প্রাশিয়া দখল করিতে চাহিয়াছিলেন। এই সূত্রে রাশিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। ফ্রেডারিক এলিজাবেথ সম্পর্কে ব্যঙ্গ কবিতা লিখিতেন বলিয়াও এই দুইয়ের মধ্যে ব্যক্তিগত বিরোধ ছিল।

ইউক্রেনের পরিবর্তে রাশিয়ার পূর্ব-প্রাশিয়া দখলের অভিলাষ

সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে তিনটি প্রশ্নের মীমাংসা হইতে চলিয়াছিল, যথা: (১) অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে কোন্ শক্তি জার্মানিতে শ্রেষ্ঠ শক্তি বলিয়া বিবেচিত হইবে। (২) ঔপনিবেশিক, সামুদ্রিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে কোন্ শক্তি প্রধান বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং (৩) প্রাশিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে কোন্ শক্তি সামরিক শক্তিতে প্রাধান্য লাভ করিবে?

তিনটি প্রশ্নের মীমাংসার জন্য সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ সংঘটিত: (১) জার্মানীতে অস্ট্রিয়া বা প্রাশিয়া প্রধান? (২) সামুদ্রিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ইংলণ্ড বা ফ্রান্স প্রধান? (৩) সামরিক শক্তি হিসাবে ফ্রান্স বা প্রাশিয়া প্রধান?

* "The situation which was to produce the Seven Years' War was compound of three rivalries." Guedalla, p. 45.

যুদ্ধের প্রধান প্রধান ঘটনা (Chief Events of the War): ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রেডারিক স্যাক্সনি আক্রমণ করিলে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ শুরু হইল। অল্পকালের মধ্যেই ফ্রান্স অস্ট্রিয়া, রাশিয়া, সুইডেন, স্যাক্সনি ও পোল্যাণ্ড ইংলণ্ড ও প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। এই যুদ্ধ ইওরোপ, আমেরিকা ও ভারতবর্ষ—এই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে শুরু হইল।

ইওরোপ, আমেরিকা ও ভারতবর্ষ—তিনটি রণক্ষেত্র

ইংলণ্ডের তৎকালীন যুদ্ধমন্ত্রী ছিলেন পিট্ আর্ল অব চ্যাথাম্। তাঁহার সুদক্ষ পরিচালনায় ইংলণ্ড ফ্রান্সের সহিত জীবন-মরণ দ্বন্দ্বে জয়ী হইতে সক্ষম হইয়াছিল। তাঁহার সেনাপতি নির্বাচন ক্ষমতা, তাঁহার প্রেরণা যোগাইবার শক্তি ইংলণ্ডকে বিশাল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের অধিকারী করিয়াছিল।

পিট্-এর সুদক্ষ সমর পরিচালনা

ইওরোপের যুদ্ধক্ষেত্র (European Theatre of War): চতুর্দিকে শত্রুপবিবেষ্টিত হইয়াও ফ্রেডারিক স্যাক্সনি আক্রমণ কবেন। ইহাব একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল শত্রুপক্ষকে যুদ্ধের প্রস্তুতির সময় না দেওয়া। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ড্রেসডেন দখল করিতে সমর্থ হইলেন। দ্রুতগতিতে শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করিয়া জয়লাভ করিবাব অভিপ্রায়ে তিনি পরবৎসর স্যাক্সনি হইতে বোহেমিয়া আক্রমণ করিলেন (১৭৫৭), কিন্তু কোলিন (Kollin)-এর যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার হস্তে পরাজিত হইয়া স্যাক্সনি হইতে সৈন্য অপসারণে বাধ্য হইলেন। এমন সময় রাশিয়া পূর্ব-প্রাশিয়া আক্রমণ করিল। সুইডেনের সৈন্য পোমেরেনিয়া নামক স্থানে উপস্থিত হইল। ইহা ভিন্ন ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়ার এক যুগ্মবাহিনী জার্মানিতে প্রবেশ করিল। রস্ব্যাক্ (Rossback)-এর যুদ্ধে ফ্রেডারিক ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়ার যুগ্মবাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিলেন। ইহা ভিন্ন লিউথেন (Leuthen)-এর যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার এক সামরিক বাহিনীকে পরাজিত করিয়া তিনি অস্ট্রিয়ার সামরিক অধিকার হইতে সাইলেশিয়া উদ্ধার করিলেন।

প্রাশিয়া শত্রু দ্বাবা পবিবেষ্টিত

কোলিন-এব যুদ্ধ: প্রাশিয়াব পবাজয়

রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও ফরাসী বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত

রস্ব্যাক ও লিউথেন-এর যুদ্ধে ফ্রেডাবিকেব জয়লাভ

উত্তর-জার্মানিতে হ্যানোভারের ইংরেজ সৈন্য হ্যাসেনবেক (Hastenbek)-এর যুদ্ধে ফরাসী বাহিনীর হস্তে পরাজিত হইয়া ক্লোস্টার-সেভেন (Kolster-Seven)-এর চুক্তি দ্বারা যুদ্ধ-বিরতির প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হইল।

ফরাসী হস্তে ইংলণ্ডের পরাজয়: ক্লোস্টার-সেভেন-এর সন্ধি

এদিকে রুশসৈন্য পূর্ব-প্রাশিয়া হইতে ক্রমে ব্র্যাণ্ডেনবার্গের দিকে অগ্রসর হইলে ফ্রেডারিক তাহাদিগকে জর্নডর্ফ্ (Zorndorf)-এর যুদ্ধে পরাজিত করিলেন। কিন্তু ঐ বৎসরই (১৭৫৮) তিনি হচ্‌কার্চ (Hochkirch) নামক স্থানে আকস্মিকভাবে অস্ট্রিয়ার হস্তে পরাজিত হইলেন। ইহার সামান্যকাল পরেই (১৭৫৯) রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার এক যুগ্ম-বাহিনীর হস্তে কানারসডর্ফ্ নামক স্থানে ফ্রেডারিক পুনরায় পরাজিত হইলেন। ইতিমধ্যে ফ্রেডারিকের প্রিয় ভগিনীও মারা গিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্য তাঁহাকে চতুর্দিক হইতে আক্রমণ করিতেছে মনে করিয়া ফ্রেডারিক হতাশ হইয়া পড়িলেন, এমন কি তিনি আত্মহত্যা করিবার কথাও চিন্তা করিতে লাগিলেন। এদিকে অস্ট্রিয়া স্যাক্সনি দখল করিয়া লইয়াছে এবং বার্লিন রুশবাহিনীর আক্রমণের আশঙ্কায় ভীত। একমাত্র হ্যানোভার অঞ্চলে প্রাশিয়া ও ইংলণ্ডের সেনাবাহিনী ফরাসী সৈন্যকে ক্রেফেল্ড (Crefeld) এবং মিনডেন (Minden)-এর যুদ্ধে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার যুগ্মবাহিনী বার্লিন দখল করিল। পরাজয়, শ্রান্তি, হতাশা ও সামরিক দুর্বলতায় ফ্রেডারিকের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল। তাঁহার বিশাল সেনাবাহিনীর মধ্যে মাত্র ৬০ হাজার সৈন্য তখন অবশিষ্ট রহিল।

জর্নডর্ফ্-এর যুদ্ধ: প্রাশিয়ার জয়লাভ

হচ্‌কার্চ এবং কানারসডর্ফ্-এর যুদ্ধ: প্রাশিয়ার পরাজয় ফ্রেডারিকের চরম বিপর্যয়

ক্রেফেল্ড ও মিনডেন-এর যুদ্ধ: ইংরেজ পক্ষের জয়লাভ

রুশ সৈন্যের বার্লিন দখল (১৭৬০)

প্রাশিয়ার এই সংকট মুহূর্তে রাশিয়ার রাণী এলিজাবেথের মৃত্যু ঘটিল। পরবর্তী জার তৃতীয় পিটার ছিলেন ফ্রেডারিকের গুণমুগ্ধ। তিনি সিংহাসন লাভ করিয়াই প্রাশিয়ার সহিত যুদ্ধ মিটাইয়া ফেলিলেন। ফ্রান্স ও স্পেনের মধ্যেও ঐ সময়ে পারিবারিক চুক্তি (Family Compact) নামে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

তৃতীয় পিটারের ফ্রেডারিক প্রীতি

এই সকল কারণে ফ্রেডারিকের সামরিক অবস্থার এক বিরাট পরিবর্তন ঘটিল। তিনি সাইলেশিয়া হইতে অস্ট্রিয়ার সেনাবাহিনীকে বহিষ্কৃত করিতে অগ্রসর হইলেন। বার্কার্সডর্ফ্ (Burkersdorf)-এর যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার পরাজয়ে ইওরোপ মহাদেশে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিল।

বার্কার্সডরফ্-এর যুদ্ধ: প্রাশিয়ার জয়লাভ

ইওরোপ মহাদেশে যখন উপরি-উক্ত স্থল-যুদ্ধ চলিতেছিল তখন ইংরেজ ও ফরাসী শক্তির মধ্যে একাধিক নৌযুদ্ধ ঘটে। ইংরেজ নৌবাহিনী ফরাসী উপকূল আক্রমণ করিতে গিয়া দুইবার পরাজিত হয়। ইহাতে উৎসাহিত হইয়া ফরাসী নৌবাহিনী ডানকার্ক (Dunkirk) বন্দর হইতে ইংলণ্ড আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ল্যাগোস (Lagos) এবং কুইবেরণ (Quiberon) উপসাগরে দুইটি ফরাসী নৌবহর সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হইলে ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে ইংলণ্ডের সামুদ্রিক প্রাধান্য স্থাপিত হইল।

ল্যাগোস ও কুইবেরণ-এর জলযুদ্ধ: ফ্রান্সের পরাজয়

আমেরিকার যুদ্ধক্ষেত্র (American Theatre of War): ইওরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ শুরু হইবার পূর্বেই আমেরিকায় ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। প্রথমে যুদ্ধের গতি ফরাসীদের সপক্ষে থাকিলেও শেষ পর্যন্ত কুইবেক (Quebec) ও মন্ট্রীল্ (Montreal)-এর যুদ্ধে পরাজয়ের পর কানাডায় ফরাসী প্রাধান্য বিলুপ্ত হয়।

কুইবেক ও মন্ট্রীল-এর যুদ্ধ: ফ্রান্সের পরাজয়

ভারতীয় যুদ্ধক্ষেত্র (Indian Theatre of War): ইওরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের অজুহাতে ভারতের বাংলাদেশে ইংরেজ ও ফরাসীগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। ইংরেজগণ দুর্গ নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিলে বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌলা তাহাদিগকে দুর্গ প্রস্তুত করিতে নিষেধ করিলেন। ইংরেজগণ তাঁহার আদেশ অমান্য করিলে ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় ইংরেজদের ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গটি দখল করিলেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই ক্লাইভ ও ওয়াট্‌সন এই দুর্গটি পুনরুদ্ধার করিলেন। ইহার পর ক্লাইভ চন্দননগরের ফরাসী কুঠি জয় করিলেন। এদিকে ক্লাইভ সিরাজ-

ইংরেজ কর্তৃক চন্দননগর দখল

দ্দৌলার কর্মচারিগণকে এক ষড়যন্ত্রে প্ররোচিত করিয়া ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে তাঁহাকে পরাজিত ও মসনদচ্যুত করিলেন। তখন হইতে বাংলাদেশে ইংরেজ প্রাধান্য স্থাপিত হইল। পরবৎসর বন্দিবাস (Wandiwash)-এর যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি আয়ার কূট ফরাসী সেনাধ্যক্ষ লালীকে পরাজিত করিলেন। ইহার ফলে পণ্ডিচেরি ভিন্ন সমগ্র কর্ণাট প্রদেশ ইংরেজ অধিকারে আসিল। অল্পকালের মধ্যে পণ্ডিচেরির ফরাসী সৈন্যও ইংরেজদের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলে দক্ষিণ-ভারতে ইংরেজ শক্তি অপ্রতিহত হইয়া উঠিল, ফলে ফরাসী শক্তির ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন চিরতরে বিলুপ্ত হইল।

পলাশীর যুদ্ধ (১৭৫৭): বাংলাদেশে ইংরেজ প্রাধান্য

বন্দিবাস-এর যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয়, পণ্ডিচেরির পতন: দক্ষিণ ভারতে ইংরেজ প্রাধান্য স্থাপিত

ইওরোপ, আমেরিকা ও ভারতবর্ষ—এই তিন যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত হইয়া ফ্রান্স ইংলণ্ডের সহিত সন্ধিস্থাপনে বাধ্য হইল। অস্ট্রিয়া অপর দিকে সাইলেশিয়া পুনরুদ্ধার করা অসম্ভব মনে করিয়া প্রাশিয়ার সহিত শান্তিস্থাপনে স্বীকৃত হইল। যুদ্ধের শ্রান্তি, রাশিয়ার যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ ও প্রাশিয়ার সহিত মিত্রতাস্থাপন এবং ইংলণ্ডের শান্তিস্থাপনে সম্মতি সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের অবসান ঘটাইল। দুইটি সন্ধি দ্বারা এই যুদ্ধের অবসান হইল: (১) ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও স্পেনের মধ্যে স্বাক্ষরিত হইল প্যারিস-এর সন্ধি (১৭৬৩)। (২) হিউবার্টস্‌বার্গ-এর সন্ধি (১৭৬৩) দ্বারা প্রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও স্যাক্সনির মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইল। এই দুই সন্ধি একত্রিতভাবে প্যারিসের সন্ধি (Peace of Paris, 1763) নামে পরিচিত।

ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের শান্তিস্থাপনের ইচ্ছা: অস্ট্রিয়ার সাইলেশিয়া বিজয়ের আশা ব্যর্থ

প্যারিসের সন্ধি: ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও স্পেন
হিউবার্টসবার্গের সন্ধি: প্রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও স্যাক্সনি

(১) প্যারিসের সন্ধি, ১৭৬৩ (Peace of Paris): স্পেন (Spain):

স্পেন ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধে ফরাসী পক্ষ অবলম্বন করিয়া যে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়াছিল, তাহারই শাস্তিস্বরূপ তাহাকে হণ্ডুরাসের দুর্গগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইল। (২) নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডে স্পেনের মৎস্য ধরিবার অধিকার

স্পেনের নিকট হইতে ইংলণ্ডের লাভ

নাকচ করা হইল। (৩) যুদ্ধকালে অধিকৃত কিউবা ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ইংলণ্ড স্পেনকে ফিরাইয়া দিল বটে, কিন্তু তাহার বদলে ইংলণ্ড ফ্লোরিডা উপদ্বীপটি আদায় করিয়া লইল।

ফ্রান্সের নিকট হইতে ইংলণ্ডের লাভ

ফ্রান্স (France): ফ্রান্স ইংলণ্ডকে কানাডা, নোভাস্কশিয়া, কেপ-ব্রিটন দ্বীপ, গ্রেনেডা, গ্রেনেডাইনস্, টোবাগো, ডোমিনিকা ও সেন্ট্ ভিন্সেন্ট দিতে বাধ্য হইল। ইহা ভিন্ন লুইসিয়ানা নামক স্থানটি স্পেনকে দিতে হইল।

ভারতবর্ষের ফরাসী স্থানগুলি প্রত্যর্পণ

ভারতবর্ষে ফরাসীরা তাহাদের পূর্বেকার স্থানগুলি—চন্দননগর, পণ্ডিচেরি, কারিকল, মাহে ও ইয়ানন ফিরিয়া পাইল বটে, কিন্তু এগুলি ভবিষ্যতে কেবলমাত্র বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হইবে এই স্বীকৃতি ফ্রান্সকে দিতে হইল।

ইংলণ্ডের মিনর্কা ও সেনিগাল লাভ

ইওরোপে ইংলণ্ড মিনর্কা ফিরিয়া পাইল। আফ্রিকা মহাদেশে ইংলণ্ড সেনিগাল নামক স্থানটির অধিকার লাভ করিল। এই-ভাবে ইংলণ্ড সকল মহাদেশেই জয়ী হইয়া এক অপ্রতিহত বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক শক্তিতে পরিণত হইল।

প্রাশিয়া, স্যাক্সনি ও অস্ট্রিয়ার পরস্পর স্থান প্রত্যর্পণ

হিউবার্টস্‌বার্গের সন্ধি, ১৭৬৩ (Peace of Hubertsburg): প্রাশিয়া, স্যাক্সনি এবং অস্ট্রিয়ার মধ্যে যুদ্ধকালে অধিকৃত স্থানগুলি পরস্পর পরস্পরকে ফিরাইয়া দিল। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে এই সকল রাষ্ট্রের যে পরিস্থিতি ছিল তাহা পুনরায় ফিরিয়া আসিল।

সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের ফলাফল (Results of the Seven Years' War): (১) সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে ইংলণ্ড প্রত্যেক যুদ্ধক্ষেত্রেই জয়ী হইয়াছিল। ইংলণ্ড এই যুদ্ধের ফলে আমেরিকার যে সকল স্থান লাভ করিয়াছিল তাহাতে পশ্চিম দিকে মিসিসিপি নদী ইংলণ্ডের উপনিবেশগুলির সীমারেখায় পরিণত হইল এবং উত্তর আমেরিকার পূর্ব-উপকূল ইংরেজদের অধীনে আসিল। ভারতবর্ষে ফরাসী শক্তির সাম্রাজ্য স্থাপনের আশা চিরতরে বিনষ্ট হইল এবং ইংলণ্ডের ভারতীয় সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত হইল।

আমেরিকায় ইংলণ্ডের প্রাধান্য

ভারতবর্ষে ইংরেজ শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত

ইংলণ্ড পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঔপনিবেশিক ও সামুদ্রিক দেশে পরিণত

(২) সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের ফলে ইংলণ্ড পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঔপনিবেশিক ও সামুদ্রিক শক্তিতে পরিণত হইল। ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে এবিষয়ে প্রাধান্যের প্রশ্নও ইংরেজদের সপক্ষে মীমাংসিত হইল।

জার্মানির নেতৃত্বে প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া সমমর্যাদাসম্পন্ন

(৩) অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে কোন্‌টি মধ্য-ইওরোপের শ্রেষ্ঠ শক্তি, সেই প্রশ্নের মীমাংসা হইল প্রাশিয়ার সপক্ষে। এই যুদ্ধের ফলে প্রাশিয়া জার্মানির নেতৃত্বের দিক দিয়া অস্ট্রিয়ার সমপর্যায়ভুক্ত ও সমমর্যাদাসম্পন্ন হইল। জার্মানির উপর প্রাধান্য ও নেতৃত্বের ব্যাপারে অস্ট্রিয়া আর এককভাবে ক্ষমতা ভোগ করিবার সুযোগ পাইল না। প্রাশিয়াও অস্ট্রিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিল।

প্রাশিয়া ও ফ্রান্সের দ্বন্দ্বে প্রাশিয়া জয়যুক্ত: ফ্রান্সের দুর্বলতা

(৪) প্রাশিয়া এবং ফ্রান্সের সামরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রাশিয়াই জয়যুক্ত হইল। ঔপনিবেশিক বাণিজ্য, ইওরোপ মহাদেশে সামরিক প্রাধান্য, সকল দিক দিয়াই ফ্রান্সের অবনতি ঘটিল। সাময়িকভাবে ফ্রান্স ইওরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রে পূর্বেকার মর্যাদা হারাইল। ফ্রান্সের নৌবাহিনী বিধ্বস্ত হইল এবং অর্থ-নৈতিক অবস্থাও শোচনীয় হইয়া উঠিল।

সমালোচনা (Criticism): সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে ইংলণ্ড সর্বত্রই বিজয়ী হইয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু এই বিজয়-গৌরবের পশ্চাতে ভবিষ্যৎ ক্ষতির বীজও নিহিত ছিল। প্রথমত, সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে কানাডা হইতে ফরাসী শক্তি বিতাড়িত হওয়ার ফলে আমেরিকার ঔপনিবেশিকগণের স্বাধীনতা-স্পৃহা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাহাদের আর ইংরেজ সহায়তার প্রয়োজন নাই, এই অনুভূতি তাহাদিগকে স্বাধীনতালাভে উৎসাহিত করিয়াছিল। সুতরাং সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ-বিজয়ের মধ্য দিয়াই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হইতে আমেরিকা বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবার পথ পরিষ্কার হইয়াছিল।

আমেরিকার ঔপনিবেশিকদের স্বাধীনতা-স্পৃহা

ইংলণ্ড মিত্রহীন

দ্বিতীয়ত, ইংলণ্ড ফ্রেডারিককে ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দের প্রতিশ্রুত অর্থসাহায্য না দিয়া বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল সন্দেহ নাই। ইহা ভিন্ন প্রাশিয়া যখন চতুর্দিকে শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল তখন বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও ইংলণ্ড ফ্রেডারিকের সাহায্যে বাল্টিক

অঞ্চলে নৌবাহিনী প্রেরণ করে নাই। ফলস্বরূপ প্যারিসের সন্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রাশিয়ার সহিত ইংলণ্ডের মিত্রতা বিনষ্ট হয়। এমতাবস্থায় ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক ছিল। এইরূপ মিত্রতা স্থাপন করিয়া ফ্রান্স ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলে ইংরেজদের পরাজয় ঘটিত, ইহা নিশ্চিত। ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার মধ্যে এইরূপ মিত্রতা স্থাপিত হয় নাই সত্য, তথাপি এরূপ সম্ভাবনা সৃষ্টি করিয়া ইংলণ্ড অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিল।

ইংলণ্ডের অদূরদর্শিতা

সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয়ের কারণ (Causes of the French Failure in the Seven Years' War) : সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয়ের নানাবিধ কারণ ছিল। প্রথমত, কূটনৈতিক বিপ্লবে যোগদান করিয়া ফ্রান্স ইওরোপ মহাদেশের যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, অথচ ফরাসী স্বার্থের দিক দিয়া বিচার করিলে ইওরোপে শান্তিরক্ষা করিয়া আমেরিকা এবং ভারতবর্ষে সাহায্য প্রেরণ করা ছিল ফ্রান্সের একমাত্র প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, ইংলণ্ড চতুর্দিকে সমুদ্রবেষ্টিত থাকায় ইংলণ্ডের সহিত যুদ্ধজয়ের প্রধান উপাদান ছিল শক্তিশালী নৌবহর, অথচ ইংলণ্ডের তুলনায় ফ্রান্সের নৌবহর যেমন ছিল দুর্বল তেমনি ছিল অকার্যকর। তৃতীয়ত, সমুদ্রবক্ষে ইংরেজগণ ছিল দুর্ধর্ষ ও দুঃসাহসিক। ফরাসী নাবিকগণের মধ্যে সেই দুঃসাহসিকতা বা সমুদ্র-প্রবণতা ছিল না। চতুর্থত, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে যে শিল্পবিপ্লব ঘটিয়াছিল তাহার ফলে ইংরেজ বণিক ও নাবিকদের মধ্যে নূতন দেশ ও নূতন বাজারের সুযোগ গ্রহণের স্পৃহা জাগিয়াছিল। কাঁচামাল আমদানি ও তৈয়ারী মাল রপ্তানি করা ছিল ইংরেজদের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু এইরূপ স্বার্থের প্রেরণা ফরাসীদের মধ্যে ছিল না। পঞ্চমত, ইংরেজদের ঔপনিবেশিক নীতি ছিল ইংরেজ জাতির সহায়তার উপর নির্ভরশীল। ইংরেজ বণিকগণই উপনিবেশ বিস্তারে অগ্রণী ছিল। কিন্তু ফরাসী উপনিবেশগুলি স্বৈরাচারী সরকারের একক সাহায্যে গড়িয়া উঠিয়াছিল।

ফ্রান্স ইওরোপীয় যুদ্ধে লিপ্ত : উপনিবেশ রক্ষার্থে সাহায্য প্রেরণের অক্ষমতা

শক্তিশালী নৌবহরের অভাব

ফরাসী নাবিকগণ ইংরেজদের ন্যায় দুঃসাহসিক ও সমুদ্র-প্রবণ নহে

শিল্পবিপ্লবের প্রেরণা—ইংলণ্ডে ঔপনিবেশিক উৎসাহ

ইংরেজ উপনিবেশ জাতির সহায়তায় গঠিত : ফরাসী উপনিবেশ সরকারের একক সহায়তায় গঠিত

ফরাসী জাতির ব্যাপক সহায়তার উপর তাহা নির্ভরশীল ছিল না। সুতরাং উপনিবেশগুলি রক্ষা করা ফরাসী জাতির দায়িত্ব বলিয়া বিবেচিত হয় নাই ; ইহা ছিল একমাত্র ফরাসী সরকারের দায়িত্ব। কিন্তু ইংরেজদের ক্ষেত্রে তাহা ছিল ঠিক বিপরীত। ষষ্ঠত, পিট্ আর্ল অব চ্যাথামের ন্যায় সুযোগ্য সমর-পরিচালক ফরাসী দেশে ছিল না। যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত কর্মচারী নির্বাচনের ক্ষমতা তাঁহার ছিল অসাধারণ। ইহা ভিন্ন তিনি ফ্রেডারিককে অর্থসাহায্য দান করিয়া ফরাসী শক্তিকে ইওরোপে যুদ্ধে লিপ্ত রাখিয়াছিলেন। "এল্‌ব নদীর তীরে আমরা কানাডা জয় করিব"—এই ছিল তাঁহার যুদ্ধ-নীতির মূলসূত্র। তাঁহার পারদর্শিতা ও দূরদৃষ্টি ইংরেজদের বিজয়লাভে সাহায্য করিয়াছিল। ফ্রান্সে এইরূপ কোন সুযোগ্য ব্যক্তি তখন ছিলেন না। সপ্তমত, ফরাসীদের পরাজয়ের অপর কারণ ছিল তাহাদের সামরিক শক্তি, নৌবাহিনী ও অর্থের অভাব। পর্যাপ্ত নৌবাহিনী বা সামরিক শক্তি দ্বারা উপনিবেশ রক্ষা করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তদুপরি সংকট-মুহূর্তে ফরাসী রাষ্ট্র-পরিচালকগণের ভ্রান্তিমূলক কার্যকলাপ ইংরেজদের সুযোগ-বৃদ্ধি করিয়াছিল। ভারতবর্ষ হইতে ডুপ্লেকে প্রত্যাবর্তনের আদেশ ইহার দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

পিটের সুদক্ষ সমর পরিচালনা

ফরাসী শক্তি ও অর্থের অভাব, ফরাসীদের ভুল

চতুর্থ অধ্যায়

অস্ট্রিয়ার ইতিহাস

(History of Austria)

[**পূর্ব-কথা (Retrospect) :** অস্ট্রিয়ার সম্রাট ষষ্ঠ চার্লস্ (১৭১১-৪০) তাঁহার রাজত্বকালে অধিকাংশ সময়ই নিজ কন্যা ম্যারিয়া থেরেসার উত্তরাধিকারের নিরাপত্তাসাধনে ব্যয় করিয়াছিলেন। 'প্র্যাগম্যাটিক স্যাংশন' (Pragmatic Sanction) দ্বারা ইওরোপীয় শক্তিবর্গের নিকট হইতে তিনি ম্যারিয়া থেরেসার উত্তরাধিকার সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই কার্যে ব্যস্ত থাকায় দেশের আভ্যন্তরীণ শক্তিবৃদ্ধির দিকে তিনি স্বভাবতই

মনোযোগ দিতে পারেন নাই। ইহার ফলে তাঁহার মৃত্যুকালে (১৭৪০) অস্ট্রিয়ার রাজনৈতিক সংহতি, সামরিক শক্তি বা অর্থনৈতিক বল—কোন কিছুই তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না। এই দুর্বলতার সুযোগ প্রাশিয়ার রাজা ফ্রেডারিক দি গ্রেট গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'প্র্যাগম্যাটিক স্যাংশন' সত্ত্বেও অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার লইয়া এক ইওরোপীয় যুদ্ধের সৃষ্টি হইয়াছিল।]

ষষ্ঠ চার্লসের মৃত্যু-কালে অস্ট্রিয়ার দুর্বলতা

ম্যারিয়া থেরেসা, ১৭৪০-৮০ (Maria Theresa): ষষ্ঠ চার্লসের মৃত্যুর পর তাঁহার অল্পবয়স্কা, অনভিজ্ঞা কন্যা ম্যারিয়া থেরেসা অস্ট্রিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। 'প্র্যাগম্যাটিক স্যাংশন' ইওরোপীয় রাজগণ এই শর্তে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন যে, ম্যারিয়া থেরেসা পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের (Holy Roman Empire) সম্রাজ্ঞী পদপ্রার্থী হইবেন না। সুতরাং ম্যারিয়া থেরেসা অস্ট্রিয়ার রাণী হিসাবেই সিংহাসন লাভ করিলেন।*

প্র্যাগম্যাটিক স্যাংশন দ্বারা ক্ষমতালাভ, কিন্তু পবিত্র রোমান সম্রাজ্ঞী পদবী লাভে বঞ্চিত

ম্যারিয়া থেরেসা ছিলেন যেমন অসামান্যা রূপবতী মহিলা, তাঁহার ব্যবহারও ছিল তেমনি সুন্দর। তাঁহার অকপটতা, ধর্মপরায়ণতা ও সর্বোপরি তাঁহার দেশপ্রেম সমসাময়িক রাজগণের মধ্যে তাঁহাকে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। তাঁহার সাহস ছিল পুরুষোচিত, কার্যক্ষমতা ছিল অপরিসীম ও কর্তব্যনিষ্ঠা ছিল অনন্যসাধারণ। তাঁহার অমায়িকতা এবং চরিত্রের মাধুর্য সকলেরই চিত্তাকর্ষণ করিত।

চরিত্র

সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই ম্যারিয়া থেরেসা তাঁহার স্বামী প্রথম ফ্রান্সিস্‌কে তাঁহার যুগ্ম-শাসক হিসাবে নিযুক্ত করিলেন। প্রথম ফ্রান্সিস্† ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দে পবিত্র রোমান সম্রাট নির্বাচিত হন। ম্যারিয়া থেরেসা তাঁহার পিতার আমলের সকল মন্ত্রীকেই কাজে

প্রথম ফ্রান্সিস্ যুগ্ম-শাসক

---

* সম্রাট ষষ্ঠ চার্লস্ (১৭১১-৪০)
|
ম্যারিয়া থেরেসা (অস্ট্রিয়ার রাণী) = প্রথম ফ্রান্সিস্ (পবিত্র রোমান সম্রাট)
(১৭৪০-৮০) (১৭৪৪-৬৫) †
|
দ্বিতীয় যোসেফ (পবিত্র রোমান সম্রাট) (অস্ট্রিয়ার রাজা)
(১৭৬৫-৯০) (১৭৮০-৯০)

† ১৭৪০-৪৫ পর্যন্ত বেভেরিয়ার ইলেক্টর সপ্তম চার্লস্ সম্রাট-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

বহাল রাখিলেন। কিন্তু সিংহাসনলাভের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে এক দারুণ উত্তরাধিকার-যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইল। প্রাশিয়া ও ফ্রান্স হইতেই অস্ট্রিয়ার বিপদ আসিল। ফলে ফ্রেডারিক তাঁহার পিতা-প্রদত্ত 'প্র্যাগম্যাটিক স্যাংশন' রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি অগ্রাহ্য করিয়া ম্যারিয়া থেরেসাকে অস্ট্রিয়ার রাণী হিসাবে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন। ফ্রেডারিক পুরাতন নথিপত্র হইতে অস্ট্রিয়ার অন্যতম বর্ধিষ্ণু প্রদেশ সাইলেশিয়ার উপর উত্তরাধিকার দাবি করিলেন এবং এই দাবি স্বীকৃত হইলে তিনি ম্যারিয়া থেরেসাকে সর্বতোভাবে সাহায্য দান করিবেন নতুবা তিনি অস্ট্রিয়ার সিংহাসনের উপর ম্যারিয়া থেরেসার দাবি স্বীকার করিবেন না বলিয়া জানাইলেন। ম্যারিয়া থেরেসা এই দাবি স্বভাবতই অস্বীকার করিলেন। ফ্রেডারিকও সঙ্গে সঙ্গে সাইলেশিয়ায় সৈন্য প্রেরণ করিলেন। ফ্রেড়ারিকের প্রাথমিক সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া ফ্রান্সও 'প্র্যাগম্যাটিক স্যাংশন' অগ্রাহ্য করিল। এই সূত্রে সাইলেশিয়ার যুদ্ধ শুরু হইল। দুইবার এই যুদ্ধ হইল। এই-লা-স্যাপেলের সন্ধিতে অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার-যুদ্ধ বা সাইলেশিয়ার যুদ্ধ সমাপ্ত হইল।

সাইলেশিযাব যুদ্ধ

ম্যারিয়া থেরেসা সাইলেশিয়া হারাইলেন, কিন্তু তিনি উহা পুনরুদ্ধারের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। কৌনিজের পরামর্শে তিনি ফ্রান্সের সহিত দুই শতাব্দীর দ্বন্দ্ব মিটাইয়া ফেলিয়া মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। ইহা কূটনৈতিক বিপ্লব (Diplomatic Revolution) নামে পরিচিত। সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে (এই যুদ্ধ সাইলেশিয়ার তৃতীয় যুদ্ধ নামেও পরিচিত) সাইলেশিয়া পুনরুদ্ধারের শেষ চেষ্টা করিয়াও তিনি অকৃতকার্য হইলেন। প্যারিসের সন্ধি দ্বারা (১৭৬৩) পুনরায় তাঁহাকে সাইলেশিয়ার অধিকার ত্যাগ করিতে হইল।

কূটনৈতিক বিপ্লব

প্যারিসের সন্ধি : সাইলেশিয়া ত্যাগ

১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে পোল্যাণ্ডের প্রথম ব্যবচ্ছেদে ম্যারিয়া থেরেসা অংশ গ্রহণ করেন। নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি পুত্র যোসেফ ও মন্ত্রী কৌনিজের পরামর্শে পোল্যাণ্ড-ব্যবচ্ছেদে অংশ-গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার ফলে তিনি রেডরাশিয়ার অধিকাংশ, গ্যালিশিয়া, পোডোলিয়ার একাংশ, স্যাণ্ডোমির ও ক্র্যাকো অধিকার করেন।

পোল্যাণ্ডের প্রথম ব্যবচ্ছেদে অংশ-গ্রহণ

ম্যারিয়া থেরেসার আভ্যন্তরীণ সংস্কার (Internal Reforms of Maria Theresa) : সিংহাসনে আরোহণ করিবার

অব্যবহিত পরেই উত্তরাধিকার-যুদ্ধে সাইলেশিয়া হারাইয়া ম্যারিয়া থেরেসা আভ্যন্তরীণ সংস্কার-সাধনে মনোযোগ দিলেন। সাইলেশিয়া পুনরুদ্ধারকল্পে আভ্যন্তরীণ শক্তিবৃদ্ধির প্রয়োজন তিনি উপলব্ধি করিলেন। ঐ সময় অভিজাত সম্প্রদায়ের ক্ষমতা ছিল অপ্রতিহত। শাসনকার্যের সব কিছুই দিন দিন কতিপয় শক্তিশালী অভিজাত ব্যক্তির হস্তে কেন্দ্রীভূত হইতে চলিয়াছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের শক্তি ছিল দুর্বল। বিভিন্ন প্রদেশের স্বার্থ ছিল বিভিন্ন প্রকারের এবং সেগুলি প্রায়ই ছিল পরস্পর-বিরোধী। অভিজাত সম্প্রদায় ছিল স্বার্থপর ও দুর্নীতিপরায়ণ। সামরিক পদ্ধতি ছিল পুরাতনপন্থী। রাজস্ব আদায়ে দেখা দিয়াছিল দুর্নীতি। এই সকল বিবিধ সমস্যা সমাধানের জন্য ম্যারিয়া থেরেসা মনোযোগী হইলেন। প্রিন্স জর্জ অব হগ্‌উইজ্ (Haugwitz) ও রুডল্‌ফ চোটেক্ (Rudolf Chotek) নামে দুইজন মন্ত্রীর উপর তিনি আভ্যন্তরীণ সংস্কারের ভার অর্পণ করিলেন এবং নিজে তাঁহাদের সংস্কারকার্যে উৎসাহ দান করিতে লাগিলেন।

আভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধির প্রয়োজন

ম্যারিয়া থেরেসার আভ্যন্তরীণ সমস্যা

শাসনব্যবস্থাকে কার্যকরী ও কেন্দ্রীভূত করিবার জন্য তিনি একটি কাউন্সিল্-অব্-স্টেট (Council of State) স্থাপন করিলেন। এই কাউন্সিলের উপর তিনি চারিটি বিভাগের কার্য-পরিচালনা এবং পরিদর্শনের ভার দিলেন। এই চারিটি বিভাগ ছিল : কার্যনির্বাহক, রাজস্ব, সামরিক এবং বিচার বিভাগ। প্রাদেশিক গবর্ণর কার্যনির্বাহক এবং রাজস্ব বিভাগের নির্দেশমত প্রাদেশিক শাসন চালাইতেন। সুবিচারের জন্য প্রত্যেক শহর এবং অভিজাতগণের জমিদারিতে অবস্থিত বিচারালয় হইতে প্রাদেশিক বিচারালয়ে আপীল করিবার সুযোগ দেওয়া হইল। আবার প্রাদেশিক বিচারালয় হইতে প্রাদেশিক আপীল আদালতে আপীলের ব্যবস্থা হইল। সর্বোপরি কেন্দ্রীয় হাইকোর্টে বিচারপ্রার্থী হওয়া যাইত। এইভাবে শাসন ও বিচার-ব্যবস্থাকে পূর্বাপেক্ষা বহুগুণে কার্যদক্ষ এবং সংহতিসম্পন্ন করা হইল। নিজ জমিদারির অভ্যন্তরেও অভিজাত ব্যক্তিদের ক্ষমতা পূর্বাপেক্ষা কমাইয়া দেওয়া হইল। কোন কোন ক্ষেত্রে অভিজাতদের সকল ক্ষমতা কাড়িয়া লওয়া

কেন্দ্রীভূত শাসন-ব্যবস্থা স্থাপন : কাউন্সিল-অব-স্টেট : ইহার চারি বিভাগ— কার্যনির্বাহক, রাজস্ব, সামরিক ও বিচার

বিচার-ব্যবস্থা সুবিন্যস্ত, অভিজাত শ্রেণীর ক্ষমতা হ্রাস

হইল। রাজ্যের সর্বত্র কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য পূর্ণ মাত্রায় স্থাপিত হইল। কৃষকদিগকে অভিজাত শ্রেণীর অত্যাচার এবং শোষণ হইতে রক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। অভিজাত শ্রেণী এতকাল ধরিয়া যে-সকল কর এড়াইয়া চলিয়াছিল তাহা এখন হইতে কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করা হইতে লাগিল। অভিজাত শ্রেণীর ক্ষমতাহ্রাস এবং কৃষকদের সংরক্ষণ স্বভাবতই কৃষির উন্নয়নের সহায়ক হইল।

কৃষকদের সংরক্ষণ

শিক্ষা, শিল্প ও বাণিজ্য ব্যাপারেও ম্যারিয়া থেরেসার আমলে ব্যাপক সংস্কার কার্যকরী করা হইল। ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসার বা অধ্যাপক নিযুক্ত করার দায়িত্ব এখন হইতে ম্যারিয়া থেরেসা নিজ-হস্তে গ্রহণ করিলেন। ঐ সময় হইতেই শিক্ষা-বিভাগ ক্রমে সম্পূর্ণভাবে সরকারের দায়িত্বাধীনে আসিল। জাহাজ-নির্মাণ, রাস্তা, খাল ইত্যাদি নির্মাণ এবং বিভিন্ন ধরণের শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উৎসাহ দেওয়া হইল। আন্তঃপ্রাদেশিক ব্যবসায়-বাণিজ্য যাহাতে অবাধে চলিতে পারে সেইজন্য মাল-চলাচলের উপর শুল্ক উঠাইয়া দেওয়া হইল। ভূমধ্যসাগর ও আড্রিয়াটিক অঞ্চলের দেশগুলিতে অস্ট্রিয়ার 'কন্‌সাল' (Consul) নিযুক্ত করা হইল। ইহা ভিন্ন ডাক বিভাগের উন্নতিও ঐ সময়ে হইয়াছিল। আর্থিক উন্নতিবিধানের জন্য আয়কর স্থাপন করা হইল। ক্রমবর্ধমান নীতিতে পোল ট্যাক্স (Poll tax) নামে একটি মাথাপিছু কর স্থাপন করা হইল। আয় বৃদ্ধি এবং ব্যয় হ্রাস করিবার সকল ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হইল।

শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য, জাহাজ-নির্মাণ উৎসাহিত: আন্তঃপ্রাদেশিক শুল্ক বিলোপ

ডাক বিভাগের উন্নতি: আয়কর স্থাপন

পররাষ্ট্র-নীতি (Foreign Policy): ম্যারিয়া থেরেসার পররাষ্ট্র-নীতির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সাইলেশিয়া পুনরুদ্ধার করা। এইজন্য প্রয়োজন ছিল এক সুগঠিত, সুশিক্ষিত ও শক্তিশালী সেনাবাহিনীর। ম্যারিয়া থেরেসা সেই কারণে প্রাশিয়ার সেনাবাহিনীর আদর্শ অনুযায়ী এক অতি শক্তিশালী ও সমরকুশল সেনাবাহিনী গঠন করিলেন। সৈন্যদের শিক্ষার জন্য একাধিক সামরিক স্কুল স্থাপিত হইল। কয়েক বৎসরের মধ্যে অস্ট্রিয়ার সেনাবাহিনী এক লক্ষ হইতে প্রায় দুই লক্ষে পরিণত হইল।

সামরিক শক্তি বৃদ্ধি: প্রাশিয়ার আদর্শে সামরিক শিক্ষা

ম্যারিয়া থেরেসা শাসনব্যবস্থা নিজহস্তে কেন্দ্রীভূত করিয়া স্বৈরতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই, তথাপি তাঁহার সংস্কার-নীতির পশ্চাতে জনকল্যাণের ইচ্ছাও ছিল। সমসাময়িক ইওরোপের প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচারী শাসকদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। পরবর্তী রাজা দ্বিতীয় যোসেফের সংস্কারের পথ-প্রদর্শক ছিলেন ম্যারিয়া থেরেসা। তাঁহার মৃত্যুর (১৭৮০) পূর্বেই তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় যোসেফ্ পবিত্র রোমান সম্রাটপদে নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ম্যারিয়া থেরেসার মৃত্যুর পর তিনি অস্ট্রিয়ার সিংহাসনও লাভ করিলেন।

শাসনব্যবস্থা স্বৈরাচারী হইলেও জনকল্যাণকামী: দ্বিতীয় যোসেফের পথ-প্রদর্শক

দ্বিতীয় যোসেফ্, ১৭৬৫-৯০ (Joseph II): দ্বিতীয় যোসেফ্ তাঁহার পিতা পবিত্র রোমান সম্রাট প্রথম ফ্রান্সিসের মৃত্যুর পর (১৭৬৫) সম্রাটপদে নির্বাচিত হন। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মাতা ম্যারিযা থেরেসার মৃত্যু হইলে তিনি অস্ট্রিয়ার সম্পূর্ণ শাসনভার প্রাপ্ত হন। ১৭৬৫-১৭৮০ পর্যন্ত তিনি তাঁহার মাতার সহিত যুগ্ম-শাসক ছিলেন।

পবিত্র রোমান সম্রাট (১৭৬৫), অস্ট্রিয়ার রাজা (১৭৮০)

দ্বিতীয় যোসেফের চরিত্র ছিল দোষ-গুণের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ। তিনি অব্যবস্থিতচিত্ত, অস্থিরমতি ও আদর্শবাদী ছিলেন। তিনি সমসাময়িক ফরাসী দার্শনিকদের প্রভাবে প্রভাবিত ছিলেন। যুক্তিবাদ (Rationalism) সম্পর্কে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। অস্ট্রিয়ার জাতীয় জীবনের প্রতিক্ষেত্রেই তিনি এক উচ্চ আদর্শ অনুযায়ী সংস্কার সাধনের পক্ষপাতী ছিলেন। দেশ ও দেশবাসীর প্রকৃত সেবা এবং উন্নতি-বিধান করাই ছিল তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত। সমসাময়িক ইওরোপের রাজগণের মধ্যে জ্ঞানের দিক দিয়া তিনিই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহার আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র-নীতি গভীর রাজনীতিজ্ঞানের পরিচায়ক ছিল সন্দেহ নাই, তথাপি তাঁহার স্থৈর্য ও ধৈর্যের অভাব, তাঁহার অসাধ্যসাধনের প্রয়াস পদে পদে তাঁহার বিফলতা আনয়ন করিয়াছিল।

চরিত্র: দোষ-গুণের অপূর্ব সংমিশ্রণ

দার্শনিক প্রভাব: উচ্চ আদর্শ—প্রকৃত জনসেবক; স্থৈর্য ও ধৈর্যের অভাব

তাঁহার উদ্দেশ্য ও নীতি (His Aims & Policy):

আভ্যন্তরীণ (Internal): আভ্যন্তরীণক্ষেত্রে যোসেফের উদ্দেশ্য ছিল (১) শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত করা এবং অস্ট্রিয়ার অসংবদ্ধ রাজ্যাংশগুলির সর্বত্র একই ধরণের শাসনব্যবস্থা চালু করা। (২) অস্ট্রিয়ার বিভিন্ন জাতিকে একই জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করা ও সকলের জন্য একই প্রকার বিচারব্যবস্থা চালু করা। (৩) সমাজের বিভিন্ন স্তরের পার্থক্য দূর করিয়া দেশবাসীকে এক শ্রেণীভুক্ত করা এবং আইন ও বিচারের দৃষ্টিতে সকলের সমান অধিকার স্থাপন করা। (৪) অন্যান্য যে-সকল সংস্কারের প্রয়োজন তাহা সম্পন্ন করিয়া দেশকে আধুনিক রূপ দান করা এবং (৫) স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার অধীনে গণতান্ত্রিক সাম্য স্থাপন করা।

আভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্যে: (১) শাসনতান্ত্রিক ঐক্য, (২) জাতীয় ঐক্য, (৩) সামাজিক সাম্য, (৪) দেশ ও দেশবাসীকে আধুনিকভাবে গঠন, (৫) স্বৈরাচারী শাসনাধীনে গণতান্ত্রিক সাম্য স্থাপন

আভ্যন্তরীণ সংস্কার (Internal Reforms): (১) শাসনব্যবস্থাকে কেন্দ্রীভূত করিবার উদ্দেশ্যে যোসেফ্ অস্ট্রীয় সাম্রাজ্যের হাঙ্গেরী, নেদারল্যাণ্ড এবং লোম্বার্ডি প্রভৃতি বিভিন্ন অংশের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার কাড়িয়া লইলেন। সমগ্র দেশটিকে ১৩টি "গবর্ণমেণ্ট" বা প্রদেশে ভাগ করিয়া প্রত্যেকটি এক একজন সামরিক কর্মচারীর অধীনে স্থাপন করিলেন। প্রত্যেক প্রদেশকে জেলা অথবা কাউন্টিতে এবং প্রত্যেক জেলাকে টাউনশিপে ভাগ করা হইল।

সংস্কার: বিভিন্ন অংশের স্বায়ত্তশাসন হ্রাস, ১৩টি প্রদেশ, জেলা, টাউনশিপ

সুপ্রীম কোর্ট: ছয়টি আপীল আদালত

(২) বিচারব্যবস্থার উন্নতির জন্য তিনি ভিয়েনা নগরীতে একটি সুপ্রীম কোর্ট স্থাপন করেন এবং ইহার নীচে আরও ছয়টি আপীল আদালত স্থাপন করেন। এই ছয়টি আপীল আদালত দেশের নিম্নস্তরের আদালত হইতে আপীল শুনিত এবং চূড়ান্ত আপীল শুনিত সুপ্রীম কোর্ট। বিচারকার্যের সুবিধার জন্য ফৌজদারী এবং দেওয়ানী আইনবিধির পরিবর্তন ও পরিবর্ধন তিনি করেন। (৩) দেশের সর্বত্র শাসনব্যবস্থায় সাম্য আনয়নের জন্য জার্মান ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। (৪) বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইল। (৫) চার্চের উপর নিজ

আইনবিধির পরিবর্তন, শাসনব্যবস্থায় সমতা

বাধ্যতামূলক সামরিক ও প্রাথমিক শিক্ষা

প্রাধান্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে তিনি ঘোষণা করিলেন যে, তাঁহার বিনা অনুমতিতে পোপের আদেশ অস্ট্রিয়ার কোন চার্চে জারি করা চলিবে না। তিনি নিজে বিশপ নিযুক্ত করিবার অধিকার গ্রহণ করিলেন এবং চার্চকে কুসংস্কারমুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে চার্চে কোন প্রতিকৃতি বা প্রতীক রাখা নিষিদ্ধ করিলেন। (৬) ধর্ম-সহিষ্ণুতার আইন (Toleration Edict) পাস করিয়া তিনি ধর্মপালনের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দান করিলেন। প্রোটেস্টাণ্টদিগকে চার্চ, স্কুল ইত্যাদি স্থাপনের অধিকার তিনি দিয়াছিলেন। (৭) সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীকে একই পর্যায়ভুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি সার্ফ প্রথার (Serfdom) উচ্ছেদ সাধন করিলেন এবং অভিজাত এবং সাধারণ লোকের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই, এই কথা ঘোষণা করিলেন।

পোপের ক্ষমতা-হ্রাস : চার্চকে কুসংস্কারমুক্ত করা

ধর্মসহিষ্ণুতা

সার্ফ প্রথার উচ্ছেদ : সামাজিক সাম্য

(৮) রাস্তাঘাটের সংস্কার সাধন করিয়া এবং নূতন রাস্তা প্রস্তুত করিয়া তিনি আভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ের সুযোগ বৃদ্ধি করিলেন। যোসেফ্ ছিলেন 'মার্কেণ্টাইলবাদে' (Mercantilism) বিশ্বাসী, সেইহেতু তিনি আমদানি শুল্ক স্থাপন করিয়া রপ্তানি উৎসাহিত করিলেন। (৯) পূর্বে কৃষকদিগকে সরকারী রাস্তা, পুল ইত্যাদি প্রস্তুত করিবার জন্য বেগার খাটিতে হইত। যোসেফ্ এই শ্রমদান (Corvee) প্রথা উঠাইয়া দিয়া তাহার বদলে অর্থ দেওয়ার নিয়ম প্রবর্তন করিলেন।

রাস্তাঘাটের সংস্কার : মার্কেণ্টাইল নীতি

বেগার শ্রম বন্ধ : অর্থদানের প্রথা

সমালোচনা (Criticism) : আভ্যন্তরীণ সংস্কার-কার্যে যোসেফ সম্পূর্ণভাবে বিফল হইলেন। তিনি একই সঙ্গে ব্যাপক সংস্কার-কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়া কোনটিতেই সাফল্যলাভে সমর্থ হন নাই। তাঁহার শাসনতান্ত্রিক সংস্কার চিরাচরিত প্রথার আকস্মিক পরিবর্তন সাধন করিয়া হাঙ্গেরী, নেদারল্যাণ্ড প্রভৃতি স্থানে এক দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি করিল। তাঁহার সামাজিক পরিবর্তনের উদারতা বুঝিবার মত শক্তি সাধারণ লোকের ছিল না। সার্ফগণকে অভিজাত সম্প্রদায়ের একই পর্যায়ে স্থাপন করায় তাহারা এই পরিবর্তনের পশ্চাতে কোন দুরভিসন্ধি লুক্কায়িত রহিয়াছে মনে করিল। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ও সামরিক-

সংস্কার-কার্য বিফল : শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনে বিভিন্ন অংশে বিক্ষোভ

সামাজিক সাম্য দুরভিসন্ধিমূলক বলিয়া ধারণা সৃষ্টি

শিক্ষা আধুনিক রাষ্ট্র মাত্রেরই গ্রহণযোগ্য সন্দেহ নাই, কিন্তু সমসাময়িক পরিস্থিতিতে এগুলি অযথা অত্যাচার বলিয়া বিবেচিত হইল। কৃষকগণ তাহাদের সন্তানদের বাধ্যতামূলকভাবে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা অথবা সামরিক শিক্ষার জন্য প্রেরণ করা অপেক্ষা কৃষিকার্যে নিয়োগ করা অধিক লাভজনক বলিয়া মনে করিত।

বাধ্যতামূলক সামরিক ও প্রাথমিক শিক্ষা বিরক্তিকর

ধর্মাধিষ্ঠানের কুসংস্কার দূর করিতে গিয়া যোসেফ্ ধর্মভীরু ব্যক্তিমাত্রেরই ঘৃণা এবং সন্দেহের উদ্রেক করিয়াছিলেন। যোসেফ্ বাস্তব জীবন হইতে তাঁহার সংস্কার-নীতি গ্রহণ না করিয়া সমসাময়িক দার্শনিক মতবাদ হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বাজভাব গ্রহণ করিয়াই ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, তিনি দর্শনশাস্ত্র অনুযায়ী তাঁহার শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করিবেন।* কিন্তু সংস্কার গ্রহণের জন্য জনগণের যে মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল। সেদিকে তিনি মনোযোগ দেন নাই।

ধর্মসংস্কার : ধর্মভীরু শ্রেণীর ঘৃণা ও সন্দেহের উদ্রেক

বাস্তবতাবর্জিত সংস্কার-নীতি

যোসেফের আভ্যন্তরীণ সংস্কারের অধিকাংশই ছিল গভীর দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার পরিচায়ক। কিন্তু জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও স্থানীয় বৈশিষ্ট্য ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়াই তিনি তাঁহার ব্যাপক সংস্কার-কার্যে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন।†

ইতিহাস, ঐতিহ্য ও স্থানীয় বৈশিষ্ট্য উপেক্ষিত

পররাষ্ট্র-নীতি (Foreign Policy) : যোসেফের পররাষ্ট্র-নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল (১) অস্ট্রিয়ার বিক্ষিপ্ত রাজ্যাংশগুলির একত্রীকরণ এবং (২) জার্মানির উপর অস্ট্রিয়ার হ্যাবসবার্গ পরিবারের প্রাধান্য পুনঃস্থাপন করা। এই উদ্দেশ্য কার্যকরী করিতে হইলে (ক) সাইলেশিয়া পুনরুদ্ধার এবং প্রাশিয়ার হোহেনজলার্ন পরিবারের শক্তি নাশ করা প্রয়োজন ছিল। ইহা ভিন্ন (খ) অস্ট্রিয়ার সীমা তিনি পূর্বদিকে কৃষ্ণসাগর

পররাষ্ট্রীয়-নীতির উদ্দেশ্য : (১) রাজ্যের সংহতি, (২) জার্মানির উপর আধিপত্য স্থাপন, (৩) সাইলেশিয়া উদ্ধার, (৪) প্রাশিয়ার শক্তিনাশ

* "I have made philosophy the legislator of my empire; her logical principles shall transform Austria"—Joseph, quoted by Hayes, *Modern Europe to 1870*, p 421, also vide Hayes: *Political & Cultural History of Modern Europe*, p. 445.

† "Regardless of prejudice, regardless of tradition, regardless of every consideration of political expediency, he rushed ahead on the path of reform." *Ibid* p. 446.

এবং দক্ষিণে আড্রিয়াটিক সাগর পর্যন্ত বিস্তার করিতে চাহিয়াছিলেন। এজন্য অস্ট্রিয়ার দক্ষিণ ও পূর্ব সীমান্তবর্তী স্থানসমূহ—ভেনিস, ডালমেশিয়া, ওয়ালাচিয়া, বোস্‌নিয়া, হারজেগোভিনা প্রভৃতি দখল করা প্রয়োজন ছিল। (গ) দূরবর্তী নেদারল্যাণ্ড রক্ষা করা কঠিন বিবেচনা করিয়া তিনি নেদারল্যাণ্ডের পরিবর্তে বেভেরিয়া দখল করিবার ইচ্ছা পোষণ করিতেন।

(৫) দক্ষিণ ও পূর্বে রাজ্য বিস্তৃতি,
(৬) নেদারল্যাণ্ডের পরিবর্তে বেভেরিয়া দখল, রুশমৈত্রী নীতি

যোসেফের পররাষ্ট্র-নীতির প্রধান অন্তরায় ছিল প্রাশিয়া ও ফ্রান্স। সেইহেতু যোসেফ রাশিয়ার সহিত মিত্রতা স্থাপনের নীতি গ্রহণ করিলেন।

১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে যখন প্রথম পোল্যাণ্ড ব্যবচ্ছেদ হইয়াছিল, তখন ম্যারিয়া থেরেসা এই ব্যবচ্ছেদে যোগদানের পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু যোসেফ্‌ বুঝিয়াছিলেন যে, অস্ট্রিয়া যোগদান না করিলেও প্রাশিয়া ও রাশিয়া নিজেদের মধ্যে পোল্যাণ্ড ভাগ করিয়া লইবে। এইজন্য তিনি তাঁহার মাতাকে এই ব্যবচ্ছেদে যোগদান করিয়া সাইলেশিয়া হারাইবার ক্ষতিপূরণ করিয়া লইতে পরামর্শ দিয়াছিলেন।

পোল্যাণ্ড ব্যবচ্ছেদে অনিচ্ছাসত্ত্বেও অংশ গ্রহণ

ম্যারিয়া থেরেসা ছিলেন ফরাসী মিত্রতার পক্ষপাতী। যোসেফ্‌ সেই নীতির পরিবর্তন করিলেন। ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে বেভেরিয়ার ইলেক্টর ম্যাক্সি-মিলিয়নের মৃত্যুর পর অস্ট্রিয়া বেভেরিয়া দখল করিতে চাহিলে ফ্রেডারিক তাহাতে বাধা দিলেন। ঐ সময়ে ফ্রান্স হইতে অস্ট্রিয়া কোন সাহায্য পায় নাই। যোসেফ্‌কে বেভেরিয়ার এক ক্ষুদ্র অংশ পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইয়াছিল।

বেভেরিয়া অধিকারের চেষ্টা ব্যর্থ (১৭৭৭)

এই কারণে যোসেফ্‌ ফরাসী মিত্রতা ত্যাগ করিয়া নিজ পররাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার সহিত এক মিত্রতাচুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। এই চুক্তি অনুসারে যোসেফ্‌ তুরস্ক সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে রাশিয়ার অগ্রগতিতে বাধা দিবেন না এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। এই চুক্তির সুযোগ লইয়া অল্পকালের মধ্যেই রাশিয়ার রাণী ক্যাথারিণ ক্রিমিয়া দখল করেন। যোসেফের উদ্দেশ্য ছিল নেদার-ল্যাণ্ডের পরিবর্তে বেভেরিয়া দখল ব্যাপারে রাশিয়ার সহায়তা লাভ করা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যোসেফের পক্ষে বেভেরিয়া দখল করা সম্ভব হয় নাই।

রাশিয়ার সহিত মিত্রতা

রাশিয়া কর্তৃক ক্রিমিয়া দখল

রাইসুইক-এর সন্ধি (১৬৯৭) দ্বারা অস্ট্রিয়ান নেদারল্যাণ্ডে হল্যাণ্ডকে এক সারি দুর্গ তৈয়ার করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। ইউট্রেক্ট-এর সন্ধি দ্বারাও ঐই শর্ত মানিয়া লওয়া হইয়াছিল। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে হল্যাণ্ড ও ইংলণ্ডের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হইলে যোসেফ্ এই সুযোগে রাইসুইক ও ইউট্রেক্ট-এব সন্ধির এই শর্তটি ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিলেন। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মেইস্ট্রিক্ট্ দখল করিলেন এবং শেল্ট্ নদীতে অস্ট্রিয়ার জাহাজ চালনার দাবি করিলেন। ইংলণ্ডের সহিত যুদ্ধ এবং অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে দুর্বলতাহেতু হল্যাণ্ড যোসেফের অগ্রগতিতে বাধা দিতে পারিল না। কিন্তু ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি যোসেফের এই আক্রমণ-নীতি পছন্দ করিল না। ইতিমধ্যে রাশিয়াব মনোভাবেরও কতক পবিবর্তন ঘটিয়াছিল। ক্যাথারিণ যোসেফ্‌কে সাহায্য না দিয়া শান্তিস্থাপন করিতে উপদেশ দান করেন। অনন্যোপায় হইয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও যোসেফ্ ফ্রান্সেব মধ্যস্থতায় রাজী হইলেন। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে ফন্টেইনব্লো নামক সন্ধিদ্বাবা যোসেফ্ মেইস্ট্রিক্ট্ ও উহার পার্শ্ববর্তী দেশের উপর দাবি ত্যাগ করিলেন। শেল্ট্ নদীর একাংশের উপর তাঁহার অধিকার স্বীকৃত হইল। নেদারল্যাণ্ডে হল্যাণ্ড কর্তৃক নির্মিত দুর্গগুলির কয়েকটি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল এবং কয়েকটি যোসেফ্‌কে অধিকার করিতে দেওয়া হইল।

নেদারল্যাণ্ডে হল্যাণ্ডের দুর্গনাশেব চেষ্টা, শেল্ট্ নদীতে জাহাজ চালনাব দাবি, মেইস্ট্রিক্ট্ দখল

ফবাসী মধ্যস্থতায় শান্তি-স্থাপন ফন্টেইনব্লো-এব সন্ধি

যোসেফেব দাবি আংশিকভাবে স্বীকৃত

১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে যোসেফ্ দূরবর্তী নেদারল্যাণ্ডের পরিবর্তে নিকটবর্তী বেভেরিয়া দখল করিয়া অস্ট্রিয়ার রাজ্যাংশগুলিকে সংঘবদ্ধ করিতে সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু প্রাশিয়ার ফ্রেডারিক দি গ্রেট 'ফার্স্টেনবাণ্ড' (Furstenbund) নামে জার্মান রাজগণের এক সমবায় গঠন করিয়া যোসেফ্‌কে বাধা দান করিলেন। ফলে, যোসেফ্‌কে বেভেরিয়া দখলের চেষ্টা ত্যাগ করিতে হইল (১৭৮৬)।

নেদারল্যাণ্ডেব পবিবর্তে বেভেরিয়া দখলেব চেষ্টা: 'ফার্স্টেনবাণ্ড' কর্তৃক বাধাদান (১৭৮৬)

সমালোচনা (Criticism): যোসেফের পররাষ্ট্র-নীতির মূলসূত্র ছিল রাশিয়ার সহিত মিত্রতা স্থাপন করা। কারণ তিনি জানিতেন যে, তাঁহার পররাষ্ট্র-নীতির সাফল্যের প্রধান অন্তরায় ছিল

ভ্রান্ত পররাষ্ট্র-নীতি

প্রাশিয়া ও ফ্রান্স। কিন্তু যোসেফ্ উপলব্ধি করেন নাই যে, রাশিয়ার সম্প্রসারণে বাধা দান করাই ছিল অস্ট্রিয়ার স্বার্থসিদ্ধির পথ। কারণ, দানিউব অঞ্চলে রাশিয়ার অধিকার বিস্তৃতি অস্ট্রিয়ার বক্ষে অস্ত্রাঘাত স্বরূপ ছিল। সাইলেশিয়া হারাইবার দুঃখ ভুলিয়া গিয়া প্রাশিয়ার সহিত যুগ্মভাবে রাশিয়ার পশ্চিম-ইওরোপের দিকে অগ্রগতি প্রতিহত করিবার মধ্যেই অস্ট্রিয়ার প্রকৃত স্বার্থ নিহিত ছিল। কিন্তু যোসেফ্ তাহা উপলব্ধি করেন নাই। যোসেফের মৃত্যুর পর অস্ট্রিয়া রাশিয়াকে বাধা দেওয়ার নীতি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। যোসেফ্ তুরস্কের বিরুদ্ধে রাশিয়ার অগ্রগতিতে বাধা না-দিবার প্রতিশ্রুতি দান করিয়া, উপরন্তু অস্ট্রিয়া তুরস্কের সীমান্তে সৈন্য মোতায়েন করিয়া রাশিয়া কর্তৃক ক্রিমিয়া-গ্রাসের সাহায্য করিয়াছিলেন।

রাশিয়াকে বাধা না দেওয়ার ত্রুটি

নেদারল্যাণ্ডের পরিবর্তে বেভেরিয়া অধিকার করিয়া অস্ট্রিয়াকে সুদৃঢ় করিবার নীতির পশ্চাতে যোসেফের দূরদর্শিতা এবং গভীর দেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। অস্ট্রিয়ার স্বার্থ ছিল তাঁহার একমাত্র কাম্য। কিন্তু ফ্রেডারিকের চক্রান্তের ফলে তাঁহাকে বেভেরিয়া-দখল নীতি ত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

বেভেরিয়া অধিকার পরিকল্পনা, দূরদর্শিতা ও গভীর দেশপ্রেমের পরিচায়ক

যোসেফের বিফলতার কারণ (**Causes of Joseph II's failure**): আদর্শ ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়া বিচার করিলে দ্বিতীয় যোসেফ্‌কে ইওরোপের শ্রেষ্ঠ রাজগণের অন্যতম বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, সন্দেহ নাই। তাঁহার প্রজাহিতৈষণা ও দেশপ্রেম তাঁহাকে এক শ্রদ্ধার আসন দান করিয়াছে। তিনি যে-সকল সংস্কার সাধন করিতে চাহিয়াছিলেন, আধুনিক রাষ্ট্রমাত্রেই তাহা বর্তমানে গৃহীত হইয়াছে। এদিক হইতে বিচার করিলে তাঁহাকে সমসাময়িক ইওরোপের শ্রেষ্ঠ দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞ (statesman *par excellence*) বলা উচিত।* কিন্তু মোট সাফল্যের দিক দিয়া বিচার করিলে তাঁহাকে সমসাময়িক ইওরোপে

উচ্চ আদর্শ: সমসাময়িক জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও দূরদর্শী

বিফলতা

---

* "Joseph II was the statesman *par exellence* of the age of reason." Riker, p. 122.

সর্বাধিক বিফল সংস্কারক বলিতে হয়। তাঁহার এই বিফলতার কারণ তাঁহার নিজ চরিত্রে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে খুঁজিতে হইবে।

বিফলতার কারণ: (১) সংস্কার-নীতি বাস্তবতা-বর্জিত

প্রথমত, যোসেফ্ ছিলেন বাস্তবজ্ঞানহীন আদর্শবাদী। তিনি তাঁহার সংস্কার-নীতি বাস্তব জীবন হইতে গ্রহণ না করিয়া সমসাময়িক দার্শনিক তথ্য হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই কারণে বাস্তবতার আঘাতে তাঁহার আদর্শবাদী সংস্কার-নীতি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছিল। দ্বিতীয়ত, সংস্কার গ্রহণের জন্য যে মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল তিনি দেশবাসীকে সেই দিক দিয়া প্রস্তুত না করিয়াই সংস্কার-কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। স্বৈরাচারী রাজার নিকট হইতে অযাচিত-ভাবে উন্নতিমূলক সংস্কার সাধারণ লোক সহজ মনে গ্রহণ করিতে পারে নাই। যে সকল লোকের উপকারার্থে তিনি সংস্কার-কার্য গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহারাই এই সকল সংস্কারের মূল্য বুঝিতে পারে নাই।

(২) জনসাধারণের মানসিক প্রস্তুতির অভাব

(৩) বহুবিধ সংস্কারে একই সঙ্গে হস্তক্ষেপ

তৃতীয়ত, একই সঙ্গে নানাবিধ সংস্কার-কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়া তিনি শেষ অবধি কোন বিষয়েই সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি একই সঙ্গে নানা প্রকার সংস্কার সাধনের চেষ্টা করিয়া যে অসাধ্য সাধন করিতে চাহিয়াছিলেন তাহা কোন ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব ছিল না।* চতুর্থত, সংস্কারের ধারণার দিক দিয়া দ্বিতীয় যোসেফ্ ছিলেন সমসাময়িক লোক অপেক্ষা বহু অগ্রবর্তী। তাঁহার চিন্তাধারা অত্যন্ত বেশী প্রগতিশীল ছিল, এই কারণে তাঁহার সংস্কার সময়োপযোগী হয় নাই। পঞ্চমত, প্রজাহিতৈষী বা জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী রাজগণের (Enlightened Despots) প্রতি জন-সাধারণের শ্রদ্ধা ছিল না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জন-সাধারণ কোন অংশ গ্রহণ করিতে পারিত না, রাজাই ছিলেন সর্বময় কর্তা। এইরূপ অবস্থায় স্বৈরাচারী রাজার আদেশে সংস্কার-কার্য জনসাধারণের সহায়তা বা সহানুভূতি লাভ করিতে পারে নাই। তিনি দেশের ঐতিহ্য, ইতিহাস বা রাজনীতির

(৪) চিন্তাধারা অত্যধিক প্রগতিশীল

(৫) স্বৈরাচারে জন-সাধারণের অবিশ্বাস

(৬) দেশের ঐতিহ্য, ইতিহাস প্রভৃতির উপেক্ষা

* "He undertook tasks beyond human strength." Hassall, p. 357.

দাবি স্বীকার করেন নাই। ষষ্ঠত, তিনি কোন্ কাজের পর কোন্ কাজ করা উচিত তাহা জানিতেন না। তিনি প্রথম পদক্ষেপের পূর্বেই পরবর্তী পদক্ষেপ করিতেন।* মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় যোসেফ্ তাঁহার সংস্কার যে সম্পূর্ণভাবে বিফল হইয়াছে তাহা উপলব্ধি করিয়া সকল সংস্কার নাকচ করিয়া দিতে আদেশ দিলেন। তিনি নিজেই নিজের সমাধির উপর এই কথাগুলি লিখিয়া রাখিতে বলিয়া গিয়াছিলেন: "Here lies the men who never succeeded in any thing that he attempted."† এই কারণে তাঁহাকে ইওরোপের সর্বাপেক্ষা 'ভাগ্যবিড়ম্বিত রাজা' বলা হয়। তাঁহার নানাবিধ সংস্কারের মধ্যে একমাত্র সার্ফ প্রথার উচ্ছেদ অস্ট্রিয়ার কোন কোন অংশে স্থায়ী হইয়াছিল।

(৭) কোন্ কাজ কখন করা উচিত, এই জ্ঞানের অভাব

সংস্কার বাতিল

নিজেই নিজের সমাধিলিপি রচনা

পররাষ্ট্র-নীতিতেও দ্বিতীয় যোসেফ্ সাফল্য লাভ করিতে সক্ষম হন নাই। ইহার কারণ হইল ফ্রেডারিকের কূটনৈতিক ক্ষমতা। ইহা ভিন্ন রুশমৈত্রীর ভ্রান্ত নীতি অনুসরণের ফলেও তাঁহার পররাষ্ট্র-নীতি বিফল হইয়াছিল। প্রাশিয়ার সহিত মিত্রতা স্থাপনের প্রয়োজন তিনি উপলব্ধি করেন নাই। ফ্রান্সের বিরোধিতাও তাঁহার সাফল্যের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তিনি নিজে সুদক্ষ রাজনীতিক ছিলেন না। এই সুযোগ সমসাময়িক শক্তিবর্গ পূর্ণভাবেই গ্রহণ করিয়াছিল।

ফ্রেডারিকের নিকট কূটচালে পরাজয়

ফ্রান্সের বিরোধিতা, সুদক্ষ রাজনীতি-জ্ঞানের অভাব

* "He never took the first step before he had taken the second." Quoted by Riker, p. 122.

† "Vide Riker, p. 122, also vide Hayes : *Modern Europe to 1870*, p. 423.

পঞ্চম অধ্যায়

পোল্যাণ্ড ঃ পোল্যাণ্ড-ব্যবচ্ছেদ

(Poland : Its Partition)

[**পূর্বকথা ঃ পোল্যাণ্ডের পরিস্থিতি (Condition of Poland) ঃ** তুরস্ক, স্পেন প্রভৃতি অন্যান্য দেশের ন্যায় পোল্যাণ্ডও এককালে খুব শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ দেশ ছিল। কিন্তু আধুনিক যুগের অল্পকালের মধ্যেই তুরস্ক বা স্পেনের ন্যায় পোল্যাণ্ডেরও পতন শুরু হয়। মধ্যযুগে পোল্যাণ্ডের সাম্রাজ্য বাল্টিক হইতে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পোল্যাণ্ডে বহু বীর যোদ্ধাও জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। আইনত পোল্যাণ্ডের রাজপদ ছিল নির্বাচনমূলক। তথাপি চতুর্দশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত জাগেলো রাজবংশ পুরুষানু-ক্রমেই সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে জাগেলো বংশ নির্মূল হইলে পোল্যাণ্ডের রাজপদ লইয়া নানাপ্রকার গোলযোগের সূত্রপাত হয়। বিদেশী রাজগণের মধ্যে অনেকেই অসদুপায়ে নিজ মনোনীত প্রার্থীকে পোল্যাণ্ডের সিংহাসনে স্থাপনের নানাপ্রকার চেষ্টা করিতেন। দেশের অভিজাত সম্প্রদায় ছিল যেমন অকর্মণ্য তেমনি স্বার্থান্বেষী। তাঁহারা বিদেশী রাজগণের নিকট অর্থ-সাহায্য গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের মনোনীত প্রার্থীদের সপক্ষে নির্বাচন প্রভাবিত করিবার চেষ্টা করিতে দ্বিধাবোধ করিতেন না।

মধ্যযুগে পোল্যাণ্ড শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ দেশ

নির্বাচনমূলক রাজপদ ঃ ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে জাগেলো বংশ নির্মূল হইলে পোল্যাণ্ডের পতন শুরু

বিদেশী শক্তি কর্তৃক পোল্যাণ্ডের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ

সরকারের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া স্বার্থান্ধ অভিজাত সম্প্রদায় তাহাদের স্বার্থবৃদ্ধিতে মনোযোগী ছিল। কৃষক-সমাজ তাহাদের অধীনে ক্রীতদাসে পরিণত হইয়াছিল। একমাত্র ডান্‌জিগ্‌ নামক শহরে মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু অভিজাত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুঝিবার মত শক্তি তাহাদের ছিল না। শাসন-

স্বার্থান্ধ অভিজাত সম্প্রদায়

ব্যবস্থা অভিজাত শ্রেণীর দুর্নীতি ও অবাধ্যতার ফলে একেবারে পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁহাদের ক্ষমতা ছিল অপ্রতিহত। ডায়েট (Diet) নামে এক কেন্দ্রীয় সভায় তাঁহারাই সদস্য নির্বাচিত হইতেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে 'লিবেরাম ভিটো' (Liberum Veto) নামে এক অতি অদ্ভুত ক্ষমতা তাঁহারা প্রত্যেকেই লাভ করেন। এই ক্ষমতাবলে যে-কোন অভিজাত ব্যক্তি যে-কোন আইনের প্রস্তাব নাকচ করিয়া দিতে পারিতেন। স্বভাবতই কোন আইন পোল্যাণ্ডের ডায়েটে পাস করা সহজ হইত না। ইহা ভিন্ন যে-কোন একজন সদস্য ইচ্ছা করিলে ডায়েটের অধিবেশন ভাঙ্গিয়া দিতে বা ডায়েট কর্তৃক গৃহীত যে-কোন আইন নাকচ করিয়া দিতে পারিতেন।

সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অভিজাতদের অপ্রতিহত ক্ষমতা : 'লিবেরাম ভিটো'—ডায়েট ভাঙ্গিয়া দিবার ও যে-কোন আইন নাকচ করিবার ক্ষমতা

রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মনৈতিক অনৈক্যও বিদ্যমান ছিল। অনেকে পোল্যাণ্ডের জাতীয় চার্চের ক্যাথলিক ধর্ম না মানিয়া গ্রীক ক্যাথলিক ধর্মমত অথবা ল্যুথারবাদ মানিয়া চলিত।

ধর্মনৈতিক অনৈক্য

পোল্যাণ্ডের কোন প্রাকৃতিক সীমারেখা ছিল না বলিলেই চলে। একমাত্র অস্ট্রিয়া ও পোল্যাণ্ডের মধ্যবর্তী কার্পাথিয়ান পর্বতশ্রেণী ভিন্ন অপর কোন দিকে পোল্যাণ্ডের রাজ্যসীমা সংরক্ষিত ছিল না। এইরূপ অবস্থায় প্রয়োজন ছিল ব্যাপক পুনরুজ্জীবন ও সংস্কার-কার্য গ্রহণ। কিন্তু পোল্যাণ্ড তাহা করিতে সক্ষম হইল না।

প্রাকৃতিক সীমারেখার অভাব

ব্যাপক পুনরুজ্জীবন ও সংস্কারের প্রয়োজন অনুপলব্ধ—ফলে পতন

আভ্যন্তরীণ অব্যবস্থাহেতু দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থা চরমে পৌঁছিল। ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্প সব কিছুই নষ্ট হইতে চলিল। জাতীয় জীবনের প্রতি স্তরে এক গভীর এবং ব্যাপক হতাশা দেখা দিল।

অর্থনৈতিক দুর্বলতা

ঐ সময়ে পোল্যাণ্ডের রাজ্যসীমায় প্রাশিয়া ও রাশিয়ার ন্যায় শক্তিশালী দেশের উত্থান পোল্যাণ্ডের পতনের পথ আরও সহজ করিয়া দিল। অবশেষে পার্শ্ববর্তী দেশ অস্ট্রিয়া, রাশিয়া এবং প্রাশিয়া পোল্যাণ্ড রাজ্যটি নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইলে পোল্যাণ্ডের ভাগ্য-বিপর্যয় সম্পূর্ণ হইল।]

রাশিয়া ও প্রাশিয়ার উত্থান : পোল্যাণ্ড ব্যবচ্ছেদ

পোল্যাণ্ডের রাজগণ (Kings of Poland) : পোল্যাণ্ড ও সুইডেনের ভ্যাসা (Vasa) পরিবারদ্বয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম হইতে এক উত্তরাধিকার-দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। পোল্যাণ্ডের রাজা তৃতীয় সিগিস্মাণ্ড (১৫৮৭-১৬৩১) সুইডেনের রাজা নবম চার্লসের সিংহাসনে অধিকার মানিলেন না। তিনি নিজেকে ঐ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তিনি মাস্কোভি রাজ্যের সিংহাসন অধিকার করিবার চেষ্টাও করিতে লাগিলেন। এইভাবে তিনি আভ্যন্তরীণ শাসনকার্যে মনোযোগ না দিয়া অযথা শক্তিক্ষয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। সুইডেনের সহিত যুদ্ধে তাঁহাকে আল্ট্মার্ক (Altmark)-এর সন্ধির দ্বারা লিভোনিয়া হারাইতে হইল। এইভাবে সিগিস্মাণ্ড তাঁহার শত্রুদেশ সুইডেনের শক্তিবৃদ্ধির পথ উন্মুক্ত করিলেন।

তৃতীয় সিগিস্মাণ্ড (১৫৮৭-১৬৩১)

ত্রিশবর্ষব্যাপী যুদ্ধে সিগিস্মাণ্ড অস্ট্রিয়ার পক্ষে যোগদান করেন। কিন্তু পোল্যাণ্ডের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও অর্থাভাবহেতু তিনি কোনপ্রকার উল্লেখ-যোগ্য কাজ করিতে সমর্থ হইলেন না। তুরস্ক কর্তৃক খোক্জিম (Khoczim) আক্রান্ত হইলে তিনি তুর্কী শক্তিকে পরাজিত করিয়া তুরস্কের সুলতানকে খোক্জিমের সন্ধি-স্থাপনে বাধ্য করেন। ইহা দ্বারা মোল্ডাভিয়া নামক স্থানটি তুরস্ক ও পোল্যাণ্ডের মধ্যবর্তী দেশ (barrier) হিসাবে বিবেচিত হয়।

ত্রিশবর্ষব্যাপী যুদ্ধে যোগদান

তৃতীয় সিগিস্মাণ্ডের পুত্র ল্যাডিস্লাস্ (Ladislas) সিংহাসনে আরোহণ (১৬৩১-১৬৪৮) করিয়াই রাশিয়ার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। রাশিয়ার মাস্কোভি রাজ্যের সিংহাসন অধিকার করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। কিন্তু তিনি মস্কো নগরী পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া রাশিয়ার জার-এর সহিত ভিয়াস্মা'র চুক্তিতে মাস্কোভির সিংহাসনের উপর দাবি ত্যাগ করেন। রাশিয়ার জারও পোল্যাণ্ডের বাল্টিক অঞ্চলের স্থানগুলি, শ্বেত রাশিয়া বা হোয়াইট রাশিয়া এবং সার্বিয়া দখলের ইচ্ছা ত্যাগ করেন।

ল্যাডিস্লাস (১৬৩১-১৬৪৮)
রাশিয়া আক্রমণ : ভিয়াস্মা'র চুক্তি

ল্যাডিস্লাস্ কলাশিল্প ও স্থাপত্যশিল্পের অনুরাগী ছিলেন। তিনি তাঁহার প্রজাবর্গকে পশ্চিম-ইওরোপের সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে গড়িয়া তুলিবার

চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাস্তাঘাট, পুল ইত্যাদির উন্নতিসাধন করিয়া তিনি পোল্যাণ্ডের রাজধানী ওয়ারসো (Warsaw)-কে প্রকৃত রাজধানীর মর্যাদা দান করিয়াছিলেন। ধর্মবিষয়ে তিনি ছিলেন উদারপন্থী। তিনি পরধর্মসহিষ্ণুতার নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ওয়েস্টফেলিয়ার সন্ধিতে যোগদান করিবার পূর্বমুহূর্তে তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় এই সন্ধি দ্বারা পোল্যাণ্ডের কোন উপকার সাধিত হয় নাই।

আভ্যন্তরীণ উন্নতি

ল্যাডিস্লাস্-এর মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা জন পঞ্চম ক্যাসিমির (Casimir V) পোল্যাণ্ডের সিংহাসন লাভ করিলেন। তিনি ছিলেন তৃতীয় সিগিস্মাণ্ডের কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি নিজেকে সুইডেনের সিংহাসনের দাবিদার বলিয়া ঘোষণা করিলেন। জন ক্যাসিমিরের রাজত্বকাল পোল্যাণ্ডের ইতিহাসের এক দুর্যোগপূর্ণ অধ্যায়। রাশিয়া, তাতার, কোসাক্ ও সুইডেন ঐ সময়ে পোল্যাণ্ড আক্রমণ করে। কিন্তু এই সকল বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী শত্রুদের মধ্যে পরস্পর বিবাদ থাকায় পোল্যাণ্ড অনেকটা রক্ষা পায়। সুইডেনের রাজা দশম চার্লস্ পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিলে ক্যাসিমির সাইলেশিয়ায় পলাইয়া গেলেন। সুইডেনের সৈন্যবাহিনী দুই বৎসর পোল্যাণ্ডের রাজধানী দখল করিয়া রাখিল। কিন্তু রাশিয়া কর্তৃক সুইডেনের বাল্টিক উপকূলস্থ স্থানগুলি আক্রান্ত হইলে দশম চার্লস্ ক্যাসিমিরকে নিজ রাজ্য ফিরাইয়া দিলেন (১৬৫৭)। রাশিয়া ও সুইডেনের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হইলে পোল্যাণ্ড রক্ষা পাইল।

পঞ্চম ক্যাসিমির (১৬৪৮-১৬৬৮), পোল্যাণ্ডের দুর্যোগপূর্ণ কাল

সুইডেন কর্তৃক ওয়ারসো দখল (১৬৫৫)

সুইডেন কর্তৃক ওয়ারসো ত্যাগ (১৬৫৭)

বিদেশী আক্রমণ হইতে সাময়িকভাবে রক্ষা পাইলেও পোল্যাণ্ডে শান্তি স্থাপিত হইল না। স্বার্থান্বেষী অভিজাত সম্প্রদায় নিজেদের মধ্যে এক অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিল। সুযোগ পাইয়া অস্ট্রিয়া ও ব্র্যাণ্ডেনবার্গ পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দে জন ক্যাসিমির এন্ড্রু-সোভো'র সন্ধি দ্বারা কতক স্থান ত্যাগ করিয়া শান্তি স্থাপন করিলেন। পরবৎসর তিনি পোল্যাণ্ডের সিংহাসন স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিয়া প্যারিসে চলিয়া গেলেন।

পোল্যাণ্ডের অন্তর্দ্বন্দ্ব: বিদেশী আক্রমণ

ক্যাসিমির-এর সিংহাসন ত্যাগ

পঞ্চম ক্যাসিমির-এর পর সিংহাসনের অধিকার লইয়া এক গোলযোগ দেখা দিল। অবশেষে মাইকেল উইজ্‌নোইয়েস্কি (Michael Wisnowieske) রাজা নির্বাচিত হইলেন। তাঁহার আমলে তুর্কীশক্তির পুনরুত্থান ঘটে। তুর্কীসৈন্য পোল্যাণ্ড আক্রমণে অগ্রসর হয়। মাইকেল এক গোপন চুক্তি* দ্বারা তুরস্কের সুলতানকে ইউক্রেন ও কোডোলিয়া দান করেন এবং বাৎসরিক করদানে প্রতিশ্রুত হন। এই গোপন চুক্তির কথা প্রকাশ পাইলে দেশে এক দারুণ ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। পোল সৈন্যাধ্যক্ষ জন সোবিয়েস্কি পরবৎসর তুর্কীবাহিনীকে বেসারাবিয়ার খোকৃজিম্ নামক স্থানে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করেন। ঐ বৎসরই পোলগণ তাঁহাকে পোল্যাণ্ডের রাজপদে নির্বাচন করে।

উইজ্‌নোইয়েস্কি (১৬৬৯-১৬৭৩), তুর্কী আক্রমণ : গোপন চুক্তি খোকৃজিমের যুদ্ধ : তুর্কী শক্তির পরাজয় : সোবিয়েস্কির রাজপদে নির্বাচন (১৬৭৩)

জন সোবিয়েস্কি, ১৬৭৩-১৬৯৬ (John Sobieski) : পোল্যাণ্ডের ইতিহাসের এক সংকট মুহূর্তে জন সোবিয়েস্কি সিংহাসনে আরোহণ করেন। পূর্বে তিনি ছিলেন পোল্যাণ্ডের সামরিক বাহিনীর অধিনায়ক। তাঁহার সিংহাসনলাভ পোল্যাণ্ড তথা ইওরোপের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তুর্কীশক্তিকে প্রতিহত করিয়া জন সোবিয়েস্কি খ্রীষ্টানধর্ম ও সভ্যতা রক্ষা করিয়াছিলেন।

সোবিয়েস্কির সিংহাসন লাভ এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

সোবিয়েস্কির রাজনৈতিক জীবনের প্রথম দিকে নানাবিধ নীতিবিরুদ্ধ কার্যকলাপের পরিচয় পাওয়া যায়। যৌবনে তিনি নিজ দেশের বিরুদ্ধে সুইডেনের পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। পরে অবশ্য তিনি অত্যন্ত গোঁড়া ক্যাথলিক ও দেশপ্রেমিকে পরিণত হন।

তাঁহার প্রথম জীবনের নীতিবিরুদ্ধ কার্যকলাপ

তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের সব কিছুই ছিল অনন্যসাধারণ। তাঁহার দেহ ছিল অত্যধিক স্থূল, কিন্তু তাঁহার বুদ্ধি ছিল অত্যন্ত সূক্ষ্ম, তাঁহার শিক্ষা,

* Treaty of Buczacs (1672).

সংস্কৃতি, কর্মক্ষমতা ও মনের উদারতা ছিল অসাধারণ।* তাঁহার চরিত্র নানাগুণে ভূষিত ছিল। কোন এক ব্যক্তির চরিত্রে এইরূপ বিভিন্ন গুণের সমাবেশ দেখা যায় না। সামরিক দক্ষতার সহিত সাহিত্যানুরাগ, ন্যায়বিচারের কঠোরতার সহিত দয়া, পরধর্মসহিষ্ণুতা, আশ্রিতের প্রতি অনুকম্পা তাঁহার চরিত্রকে এক অপূর্ব সৌন্দর্যে ভূষিত করিয়াছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি ছিলেন দুর্ধর্ষ, তাঁহার নেতৃত্ব যেমন ছিল প্রেরণাদায়ক তেমনি বীরত্বব্যঞ্জক। তাঁহার চরিত্রে নীচতা বা কপটতার স্থান ছিল না।'

তাঁহার চরিত্র: শিক্ষা-সংস্কৃতি, উদারতা, পরধর্মসহিষ্ণুতা—অভূতপূর্ব চরিত্র

তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইওরোপ হইতে তুর্কীদের উচ্ছেদসাধন। এই উদ্দেশ্যসাধনেই তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইয়াছিল' তাঁহার উদ্দেশ্য তিনি নিজেই প্রকাশ করিয়াছিলেন: "অসভ্য তুর্কীদের বিজয়ের প্রত্যুত্তর আমাদের বিজয়ের দ্বারা দিতে হইবে, এবং যুদ্ধের পর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া, যে সীমা অতিক্রম করিয়া তাহারা ইওরোপে প্রবেশ করিয়াছে সেই সীমার বাহিরে তাহাদিগকে নিক্ষেপ করিতে হইবে।" †

তাঁহার উদ্দেশ্য: ইওরোপ হইতে তুর্কী-শক্তি বিতাড়ন

রাজ্যাভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে না হইতেই তিনি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তুর্কীশক্তি পরাজিত হইয়া জুরাওনো (Zurawno)-র সন্ধি দ্বারা ক্যামিয়েনেক দুর্গ ভিন্ন সমগ্র পোডোলিয়া ও ইউক্রেন ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হইল। জন সোবিয়েস্কির পূর্ববর্তী রাজা মাইকেল কর্তৃক বাৎসরিক কর দেওয়ার প্রতিশ্রুতি নাকচ করা হইল। জেরুজালেমের পবিত্র স্থানগুলি খ্রীষ্টানদের তত্ত্বাবধানে দেওয়া হইল।

জুরাওনো'র সন্ধি (১৬৭৬)

---

* "John Sobieski combined qualities rarely found together in one man" Ogg, p. 488.

"Everything about him was on a big scale—the vast corpulence of his body, the range of his culture, his energy in action, his immunity from petty jealousy and intrigue and the rich and abounding geniality of his temperament." Fisher : *A History of Europe*, p. 732.

† "To give the barbarian conquest for conquest to pursue him from victory to victory over ~~the very frontiers that belched him~~ upon Europe." Quoted by Fisher, p 733.

জন সোবিয়েস্কির তুর্কীশক্তিকে ইওরোপ মহাদেশ হইতে নির্মূল করিবার সংকল্প তেমন কার্যকরী হইল না। সমসাময়িক ইওরোপীয় শক্তিবর্গের পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদের ফলে যুগ্মভাবে তুর্কীশক্তি দমনে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইল না। ফরাসীরাজ চতুর্দশ লুই কূটকৌশলে পোল্যাণ্ডকে নিরস্ত্র করিলেন। কারণ, তাঁহার স্বার্থের দিক দিয়া পোল্যাণ্ডকে নিরপেক্ষ এবং নিরস্ত্র রাখা প্রয়োজন ছিল। ইহা ভিন্ন ফ্রান্স তুর্কীশক্তির সহিত মিত্রতাপাশে আবদ্ধ ছিল।

সোবিয়েস্কির উদ্দেশ্য অসম্পূর্ণ : ফরাসী কূটকৌশল

১৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কীর উজির কারা মুস্তাফা হাঙ্গেরী দখল করেন এবং ক্রমে অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনার প্রবেশপথের সম্মুখে সসৈন্যে উপস্থিত হন। অস্ট্রিয়ার সম্রাট এই নিদারুণ সংকটে ইওরোপের খ্রীষ্টান দেশগুলির নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। আশানুরূপ না হইলেও নানাস্থান হইতে স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী অস্ট্রিয়া রক্ষার জন্য অগ্রসর হইল। সর্বাধিক সাহায্য আসিল জন সোবিয়েস্কির নিকট হইতে। তিনি স্বয়ং সসৈন্যে ভিয়েনার প্রবেশপথে তুর্কী সৈন্যবাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিলেন। এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া জন সোবিয়েস্কি কেবলমাত্র ভিয়েনা-ই রক্ষা করেন নাই, ইওরোপে খ্রীষ্টান সভ্যতা ও ধর্ম এই যুদ্ধজয়ের ফলেই রক্ষা পাইয়াছিল। কিন্তু জন সোবিয়েস্কি তাঁহার কার্যের উপযুক্ত মর্যাদা পাইলেন না। যুদ্ধজয়ের পর ভিয়েনা নগরীতে প্রবেশ করিলে তিনি দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার অভ্যর্থনা অত্যন্ত গতানুগতিক ও প্রাণহীন। তাঁহার কার্যের তুলনায় কোন কৃতজ্ঞতার প্রকাশও তিনি সেখানে দেখিলেন না।* ফ্রান্স সোবিয়েস্কির বিজয়-গৌরবকে খর্ব করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার কৃতিত্ব অপেক্ষা অপরাপর কারণের জন্যই যুদ্ধে জয়লাভ সম্ভব হইয়াছে, এইরূপ প্রচারকার্য চালাইল।

কারা মুস্তাফা কর্তৃক ভিয়েনা আক্রান্ত

ইওরোপীয় শক্তিবর্গের সাহায্যদান : সোবিয়েস্কির সাহায্য সর্বাপেক্ষা অধিক : তুর্কীশক্তির পরাজয়

ভিয়েনায় সোবিয়েস্কির উপযুক্ত মর্যাদার অভাব

* "Here are we on the Danube" wrote Sobieski, "like the Israelites on the Euphrates, lamenting the loss of our horses and the ingratitude of those whom we have saved." Quoted by Ogg, p. 496.

ইওরোপীয় শক্তিবর্গ, বিশেষত, অস্ট্রিয়ার উদাসীনতার ফলে সোবিয়েস্কি তুর্কীশক্তি-বিতাড়নে অগ্রসর হইতে পারিলেন না। তথাপি ঐ বৎসরই (১৬৮৩) তিনি পার্কানি (Parkany)-র যুদ্ধে পুনরায় তুর্কীশক্তিকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিলেন।

ইওরোপীয় বিশেষত অস্ট্রিয়ার উদাসীনতা

১৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দে পোপ একাদশ ইনোসেন্টের (Innocent XI) চেষ্টায় 'হোলি লীগ' (Holy League) বা 'পবিত্র সমবায়' নামে ইওরোপীয় খ্রীষ্টান দেশগুলির একটি সংঘ স্থাপিত হইল। এই শক্তি-সমবায়ের উদ্দেশ্য ছিল তুর্কীশক্তিকে ইওরোপের খ্রীষ্টান অংশ হইতে বিতাড়িত করা। আভ্যন্তরীণ সমস্যায় বিব্রত থাকায় জন সোবিয়েস্কি এই হোলি লীগে যোগদান করিতে পারিলেন না। তথাপি খ্রীষ্টানদের সমবেত আক্রমণের সম্মুখে তুর্কী-শক্তি আত্মরক্ষা করিতে পারিল না। কার্লোভিজের সন্ধি (১৭৯৯) দ্বারা তুরস্ক দানিউব অঞ্চল ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। এই সন্ধি স্থাপনের কয়েক বৎসর পূর্বেই সোবি-য়েস্কির মৃত্যু হইয়াছিল, তথাপি তুর্কীশক্তির এই পশ্চাদপসরণের প্রধান কৃতিত্ব জন সোবিয়েস্কিরই প্রাপ্য। তিনি তুর্কীশক্তিকে ইওরোপ হইতে বহিষ্কারের সংকল্প গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভিয়েনার প্রবেশপথে কারা মুস্তাফাকে পরাজিত করিয়া (১৬৮৩) তিনি তুর্কীশক্তির উপরে যে আঘাত হানিয়াছিলেন তাহার ফলেই কার্লোভিজের (Carlowitz) সন্ধি সম্ভব হইয়াছিল।

পোপ একাদশ ইনোসেন্ট কর্তৃক 'হোলি লীগ' স্থাপন

কার্লোভিজের সন্ধি, ১৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দের সোবিয়েস্কির বিজয়ের পরোক্ষ ফল

আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে জন সোবিয়েস্কির সমস্যা ছিল যেমন জটিলতাপূর্ণ তেমনি বিভিন্ন ধরণের। তুর্কী আক্রমণের ভয় দূর হওয়াতে দেশের অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে ষড়যন্ত্র, হিংসা, নীচ স্বার্থপরতা ব্যাপকভাবে দেখা দিয়াছিল। জন সোবিয়েস্কি তথাপি আভ্যন্তরীণ পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দানিউব ও কৃষ্ণসাগরের পথে বাণিজ্য বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে তিনি হল্যাণ্ডের সহিত এক বাণিজ্য-চুক্তি স্বাক্ষর করিলেন। দেশের শিল্প ও ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে তিনি নানাপ্রকার উৎসাহ দান করিলেন। ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কিয়েভ ও স্মলেন্স্‌-এর উপর পোল্যাণ্ডের দাবি ত্যাগ করিবার বিনিময়ে

সোবিয়েস্কির সমস্যা: অভিজাত সম্প্রদায়ের হীন স্বার্থপরতা

পোল্যাণ্ডের পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা: হল্যাণ্ডের সহিত বাণিজ্য-চুক্তি, রাশিয়া ও পোল্যাণ্ডের সীমা-রেখা নির্ধারণ, শিল্পের উৎসাহ দান

রাশিয়ার নিকট হইতে প্রভূত পরিমাণ অর্থ আদায় করিলেন। ফলে, নিপার নদী রাশিয়া এবং পোল্যাণ্ডের সীমারেখা বলিয়া বিবেচিত হইল। জীবনের শেষ দিকে তিনি নিজ পুত্রদের মধ্যে একজনকে পোল্যাণ্ডের রাজপদে নির্বাচিত করাইয়া যাইবেন মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু পোল্যাণ্ডের অভিজাতগণ তখন ইওরোপের অন্যান্য দেশে রাজগণের নিকট উৎকোচ গ্রহণ করিয়া বিদেশী স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্রে পরিণত হওয়ায় তাঁহার সেই আশা ব্যর্থ হয়। হতাশ হইয়া সোবিয়েস্কি মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বে সাহিত্য ও বিজ্ঞানচর্চায় মনোনিবেশ করেন। ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

হতাশা : সাহিত্য ও বিজ্ঞানচর্চা : মৃত্যু (১৬৯৬)

জন সোবিয়েস্কির শাসনকালের গুরুত্ব (Importance of the reign of John Sobieski) : (১) সোবিয়েস্কি পোল্যাণ্ডের জাতীয় জীবনের সংকট মুহূর্তে শাসনভার গ্রহণ করিয়া সাময়িকভাবে পোল্যাণ্ডের শক্তিকে দৃঢ় করিয়াছিলেন। (২) তিনি তুর্কীশক্তির গ্রাস হইতে পোল্যাণ্ড এবং পোল্যাণ্ড অধিকৃত স্থান রক্ষা করিয়াছিলেন। (৩) তুর্কী আক্রমণ হইতে ইওরোপের খ্রীষ্টান দেশগুলির স্বাধীনতা, ধর্ম ও সংস্কৃতি তাঁহারই চেষ্টায় রক্ষা পাইয়াছিল। তিনি ১৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ভিয়েনার প্রবেশপথে তুর্কী সেনাবাহিনীকে পরাজিত করিয়া ইতিহাসে অমর হইয়া আছেন।

গুরুত্ব :
(১) পোল্যাণ্ড শক্তিকে দৃঢ়করণ,
(২) তুর্কীশক্তি হইতে পোল্যাণ্ড রক্ষা,
(৩) ইওরোপের স্বাধীনতা, ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষা

জন সোবিয়েস্কির মৃত্যুর পর স্যাক্সনির দ্বিতীয় অগাস্টাস্ (Augustus) পোল্যাণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি সুইডেনের বিরুদ্ধে ডেনমার্ক ও রাশিয়ার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। এইজন্য সুইডেনের রাজা দ্বাদশ চার্লস্ পোল্যাণ্ড ও স্যাক্সনি আক্রমণ করিয়া যথেচ্ছ অত্যাচার করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় অগাস্টাসকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া দ্বাদশ চার্লস্ তাঁহার মনোনীত-প্রার্থী স্ট্যানিস্‌ল্যাস লেক্‌জিন্‌স্কিকে (Stanislaus Leczinski) পোল্যাণ্ডের সিংহাসনে স্থাপন করেন। কিন্তু দ্বাদশ চার্লস্ রাশিয়ার বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়ার উদ্দেশ্যে পোল্যাণ্ড ত্যাগ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই (১৭০৭) দ্বিতীয় অগাস্টাস্ স্ট্যানিস্‌ল্যাসকে পদচ্যুত করিয়া নিজ সিংহাসন দখল করেন।

দ্বিতীয় অগাস্টাসের রাজত্বকাল (১৬৯৬-১৭৩৩)

পোল্যাণ্ডের উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত যুদ্ধ,* ১৭৩৩-৩৮ (War of Polish Succession) : দ্বিতীয় অগাস্টাসের মৃত্যুর পর পোল্যাণ্ডের সিংহাসনের অধিকার লইয়া এক উত্তরাধিকার-যুদ্ধ শুরু হইল। এই যুদ্ধ পোল্যাণ্ডের উত্তরাধিকার-যুদ্ধ (War of Polish Succession) নামে পরিচিত। ফরাসীরাজ পঞ্চদশ লুই ছিলেন স্ট্যানিস্‌ল্যাসের জামাতা। স্বভাবতই ফ্রান্স তাঁহাকে পোল্যাণ্ডের সিংহাসনে স্থাপন করিতে সচেষ্ট হইল। পোল্যাণ্ডের অধিবাসীরা স্যাক্সনির রাজবংশ হইতে তাহাদের রাজা নির্বাচনের পক্ষপাতী ছিল না। ফলে পোল্যাণ্ডের সিংহাসনে স্ট্যানিস্‌ল্যাসকে স্থাপন করা ফ্রান্সের পক্ষে স্বভাবতই সহজ ছিল। কিন্তু রাশিয়া, অস্ট্রিয়ার নিশ্চিত বিরোধিতা এবং প্রাশিয়ার সম্ভাব্য বিরোধিতার সম্মুখে স্ট্যানিস্‌ল্যাসকে পোল্যাণ্ডের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত রাখা-ই ছিল ফ্রান্সের প্রধান সমস্যা। স্ট্যানিস্‌ল্যাস নিজেও জানিতেন যে, পোল্যাণ্ডবাসীরা তাঁহাকে সিংহাসনে নির্বাচন করিবে বটে কিন্তু তাঁহাকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত রাখিবার চেষ্টা করিবে না।† যাহা হউক পোল্যাণ্ডবাসীরা স্ট্যানিস্‌ল্যাসকে (স্ট্যানিস্‌ল্যাস লেক্‌জিন্‌স্কি, যিনি দ্বাদশ চার্লস্ কর্তৃক একবার পোল্যাণ্ডের সিংহাসনে স্থাপিত হইয়াছিলেন) রাজপদে নির্বাচন করিতে স্বীকৃত হইল। এদিকে ফ্রান্স স্ট্যানিস্‌ল্যাসকে সাহায্যদানে প্রতিশ্রুত হইল। অপরদিকে অস্ট্রিয়া ও রাশিয়া স্যাক্সনির দ্বিতীয় অগাস্টাসের পুত্র তৃতীয় অগাস্টাসকে সাহায্যদানে প্রতিশ্রুত হইল। এইভাবে পোল্যাণ্ডের রাজা নির্বাচনের সূত্রে এক ইওরোপীয় যুদ্ধ আসন্ন হইয়া উঠিল। কার্ডিন্যাল ফ্লিউরী ব্যক্তিগতভাবে যুদ্ধের পক্ষপাতী ছিলেন না বটে, কিন্তু শভেলিন, ভিলার্স প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক মন্ত্রিবর্গের চাপে এবং স্ট্যানিস্‌ল্যাসকে পোল্যাণ্ডের সিংহাসনে স্থাপন করিবার জন্য পঞ্চদশ লুই ও তাঁহার রাণীর ব্যস্ততার ফলে স্বভাবতই কার্ডিন্যাল ফ্লিউরী যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে স্বীকৃত

পোল্যাণ্ডের উত্তরাধিকার-যুদ্ধ, স্ট্যানিস্‌ল্যাস্ লেক্‌জিন্‌স্কি ও তৃতীয় অগাস্টাস সিংহাসনপ্রার্থী

* পোল্যাণ্ডের রাজপদ ছিল নির্বাচনমূলক। এইজন্য কেহ কেহ এই যুদ্ধকে 'উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত যুদ্ধ' না বলিয়া 'নির্বাচন-সংক্রান্ত যুদ্ধ' (War of Polish Election) নামে অভিহিত করিয়াছেন। Vide Hayes : *Modern Europe to 1870*, p. 280.

† 'The Poles will nominate but will not support me.' Vide Hassall : *Balance of Power*, p. 92.

হইলেন। ফ্রান্স সঙ্গে সঙ্গে স্পেন ও সার্ডিনিয়ার সমর্থন লাভে সচেষ্ট হইল। ঐ বৎসরই (১৭৩৩) পোল্যাণ্ডবাসীরা স্ট্যানিস্‌ল্যাসকে পোল্যাণ্ডের সিংহাসনে নির্বাচন করিলে পোল্যাণ্ডের উত্তরাধিকার-যুদ্ধ শুরু হইল। রাশিয়া ও স্যাক্সনির সৈন্যবাহিনী পোল্যাণ্ডের রাজধানী ওয়ারসো অবরোধ করিল। অস্ট্রিয়ার সৈন্যবাহিনী সাহায্যদানের জন্য সাইলেশিয়ার সীমান্তে প্রস্তুত রহিল। স্ট্যানিস্‌ল্যাস পরাজিত হইয়া ডানজিগ্‌ শহরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তিনি ফরাসী দেশ হইতে প্রতিশ্রুত সাহায্য পাইলেন না। মাত্র ষোল হাজার ফরাসী সৈন্য তাঁহার সাহায্যার্থে আসিল। ডানজিগ্‌ শহরটি শেষ পর্যন্ত রুশবাহিনীর হস্তে আত্মসমর্পণ করিল। স্ট্যানিস্‌ল্যাস প্রাশিয়ারাজ্যে পলায়ন করিলেন। তৃতীয় অগাস্টাস্ (Augustus III) কর্তৃক পোল্যাণ্ডের সিংহাসন অধিকৃত হইল। অস্ট্রিয়ার সম্রাট ষষ্ঠ চার্লস্ তাঁহার সাহায্যের বিনিময়ে তৃতীয় অগাস্টাস্ কর্তৃক 'প্রাগম্যাটিক্ স্যাংশন' স্বাক্ষর করাইয়া লইলেন।

তৃতীয় অগাস্টাস বিজয়ী এবং রাজা বলিয়া স্বীকৃত

অপরাপর রণাঙ্গনে তখন এই উত্তরাধিকার-যুদ্ধ পূর্ণোদ্যমেই চলিতেছিল। দূরদর্শী কার্ডিন্যাল ফ্লিউরী যে যে রণক্ষেত্রে ফ্রান্সের জয়ী হইবার আশা ছিল সেই সকল রণক্ষেত্রে ফরাসী সৈন্য প্রেরণ করিলেন। ইতালি ও রাইন অঞ্চলে ফ্রান্স অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। স্পেন ও সার্ডিনিয়া ফ্রান্সের সাহায্যে অগ্রসর হইল। যুদ্ধের প্রথম দিকে ইতালি ও রাইন অঞ্চলে ফরাসী সৈন্য জয়লাভ করিতে লাগিল। কিন্তু সার্ডিনিয়ার রাজা চার্লস্ ইমান্যুয়েল স্পেনীয় ও ফরাসী বুর্‌বোঁ শক্তি কর্তৃক দুই দিক হইতে অবরুদ্ধ থাকিবার বিপদ বুঝিতে পারিয়া স্পেন ও ফ্রান্সের মিত্রতায় শিথিলতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। এমন কি তিনি স্পেনীয়দের নিজ সৈন্য সাহায্য দিতে অস্বীকৃত হইলেন ও গোপনে অস্ট্রিয়ার সহিত সন্ধি স্থাপনের জন্য আলাপ-আলোচনা চালাইলেন। এই পরিস্থিতিতে কার্ডিন্যাল ফ্লিউরী অস্ট্রিয়ার সম্রাটের সহিত ভিয়েনার সন্ধি দ্বারা (এই অক্টোবর, ১৭৩৮) যুদ্ধ মিটাইয়া লইলেন। পোল্যাণ্ডের সিংহাসনে স্ট্যানিস্‌ল্যাস-এর দাবি ত্যাগ করিতে হইল কিন্তু বার (Bar) নামক ডাচি (Duchy) তাঁহাকে দেওয়া

যুদ্ধের গতি

ভিয়েনার সন্ধি, ১৭৩৮

হইল। ভবিষ্যতে লোরেনও তিনি পাইবেন সেই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল। অস্ট্রিয়া পার্মা, পিয়াকেঞ্জা ও মিলানীজ পাইল। টাস্কেনির ডিউক ডন কার্লো (Don Carlos) টাস্কেনির পরিবর্তে ন্যাপ্‌ল্‌স্ ও সিসিলি লাভ করিলেন। লোরেন-এর ডিউককে টাস্কেনি দেওয়া হইল। সার্ডিনিয়ার রাজা চার্লস্‌ ইমান্যুয়েল নোভারা ও টোরটোনা পাইলেন। ফ্রান্স অস্ট্রিয়ার সম্রাট ষষ্ঠ চার্লসের কন্যা ম্যারিয়া থেরেসার সিংহাসন অধিকার স্বীকার করিয়া 'প্র্যাগ্‌ম্যাটিক্ স্যাংশন' (Pragmatic Sanction) নামক স্বীকৃতিপত্রে স্বাক্ষর করিল। আর স্ট্যানিস্‌ল্যাসের মৃত্যুর পর বার ও লোরেন—এই দুইটি ডাচি (Duchy) অস্ট্রিয়া অধিকার করিবে স্থির হইল।

পোল্যাণ্ডের উত্তরাধিকার-যুদ্ধের গুরুত্ব (**Importance of the War of Polish Succession**): (১) পোল্যাণ্ডের উত্তরাধিকার যুদ্ধে অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার মৈত্রীর গুরুত্ব ইওরোপীয় রাজনীতিতে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। অস্ট্রিয়া ও রাশিয়া পোল্যাণ্ডে তাহাদের নীতি কার্যকরী করিতে সমর্থ হইল—তাহাদের মনোনীত প্রার্থী তৃতীয় অগাস্টাস্‌ পোল্যাণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার মৈত্রীর গুরুত্ব

(২) রাইন অঞ্চলে রাশিয়ার সৈন্যের সর্বপ্রথম উপস্থিতি ইওরোপীয় রাজ্যগুলির দৃষ্টিতে রুশ মৈত্রীর গুরুত্ব পরিস্ফুট করিয়া তুলিল। বস্তুত, ইওরোপের অভ্যন্তরে রাশিয়ার অগ্রগতি ফ্রান্সকে শান্তি স্থাপনে বাধ্য করিয়াছিল।

রাইন অঞ্চলে রাশিয়ার অগ্রগতি

(৩) পোল্যাণ্ডের উত্তরাধিকার যুদ্ধে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের অংশগ্রহণ অদূর ভবিষ্যতে পোল্যাণ্ডের ব্যবচ্ছেদের ইঙ্গিত দিয়াছিল। ইহা ভিন্ন প্রাশিয়া ও রাশিয়ার ক্রমবর্ধমান শক্তিরও ইঙ্গিত ইহা হইতে পাওয়া গিয়াছিল।

পোল্যাণ্ড-ব্যবচ্ছেদের ইঙ্গিত

(৪) অস্ট্রিয়ার সম্রাট ষষ্ঠ চার্লস্‌ তাঁহার কন্যা ম্যারিয়া থেরেসার উত্তরাধিকার যাহাতে ইওরোপীয় শক্তিবর্গ কর্তৃক সমর্থিত হয় সেইজন্য 'প্র্যাগ্‌ম্যাটিক স্যাংশন' (Pragmatic Sanction) নামে একটি স্বীকৃতি-পত্র ইওরোপীয় শক্তিবর্গ কর্তৃক স্বাক্ষর করাইয়া লইতে সমর্থ হইলেন। (৫) এই যুদ্ধের পর হইতে অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার পরস্পর শত্রুতার সূত্রপাত হইল, কারণ ক্রমবর্ধমান

ষষ্ঠ চার্লস্‌ কর্তৃক প্র্যাগ্‌ম্যাটিক স্যাংশনের সমর্থনলাভ

প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার দ্বন্দ্বের সূচনা

প্রাশিয়া রাষ্ট্র অষ্ট্রিয়ার হ্যাবস্‌বার্গ রাষ্ট্রের ভীতির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল।* (৬) ন্যাপ্‌লস্‌ ও সিসিলির সংযুক্তি, সার্ডিনিয়ার শক্তিবৃদ্ধি প্রভৃতি ইতালিতে পোল্যাণ্ডের উত্তরাধিকার-দ্বন্দ্বের ফলাফলের গুরুত্ব হিসাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে।

ইতালির উপর প্রভাব

পোল্যাণ্ড-ব্যবচ্ছেদের কারণ (**Causes of the Partition of Poland**): পোল্যাণ্ড-ব্যবচ্ছেদের কারণ সম্পর্কে আলোচনা করিতে গেলে সর্বপ্রথমই পোল্যাণ্ডের শাসনতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির উল্লেখ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। একদা বিশাল শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ পোল্যাণ্ড রাজ্যের ভাগ্যবিপর্যয়ের প্রধান কারণ ছিল ইহার আভ্যন্তরীণ অবস্থা।† (১) নির্বাচনমূলক রাজপদ পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির রাজগণকে পোল্যাণ্ডের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ দান করিয়াছিল। তাঁহারা নিজেদের মনোনীত প্রার্থী পোল্যাণ্ডের সিংহাসনে স্থাপনের চেষ্টা করিতেন। (২) স্বার্থপর অভিজাত সম্প্রদায় 'লিবেরাম ভিটো' (Liberum Veto) নামক শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া 'ডায়েট' (Diet) নামক অভিজাত সভার অধিবেশন বন্ধ, আইন নাকচ বা আইনের প্রস্তাব বাতিল করিতে পারিত। নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিদেশীদের নিকট হইতে ঘুষ লইয়া দেশের ক্ষতি করিতে তাহারা কুণ্ঠাবোধ করিত না। (৩) মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কোন অস্তিত্ব না থাকায় অভিজাত শ্রেণী অপ্রতিহতভাবে নিজ ক্ষমতা প্রয়োগ করিত। কৃষক সমাজ সার্ফ বা ভূমিদাস হইতে ক্রীতদাসের পর্যায়ে নামিয়া গিয়াছিল। (৪) পরিস্থিতি অনুযায়ী চলিবার মত অধ্যবসায়, শক্তি বা মনোবৃত্তি পোলগণের ছিল না। তাহারা ছিল যেমন আবেগপূর্ণ তেমনি দৃঢ়সংকল্পহীন। (৫) ধর্মনৈতিক বিভেদ

আভ্যন্তরীণ অব্যবস্থা:

নির্বাচনমূলক রাজতন্ত্র

স্বার্থপর অভিজাত সম্প্রদায়: 'লিবেরাম ভিটো'

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভাব: কৃষক শ্রেণী ক্রীতদাসের পর্যায়ভুক্ত

অধ্যবসায় ও কর্মনিষ্ঠার অভাব

ধর্মনৈতিক বিভেদ, প্রাকৃতিক সীমা-রেখার অভাব

---

* "The Polish Succession War, while justifying their apprehensions forms a definite epoch in the history of the growth of that rivalry". Hassall, p 107

Also vide Hayes : *Modern Europe to 1870*, pp 280ff

Guedalla : *The Partition of Europe*, pp. 26, 81

† 'পোল্যাণ্ডের পরিস্থিতি' দ্রষ্টব্য ; ১১২ পৃষ্ঠা।

সামাজিক ও রাজনৈতিক অব্যবস্থাকে আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছিল। (৬) প্রাকৃতিক সীমারেখার অভাবহেতু বিদেশী আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করা পোল্যাণ্ডের পক্ষে সম্ভব ছিল না। (৭) আভ্যন্তরীণ অব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ পোল্যাণ্ডের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। উত্তর-ইওরোপে সুইডেনের উত্থান পোল্যাণ্ডের বাণিজ্যিক প্রাধান্য নষ্ট করিয়াছিল। (৮) জন সোবিয়েস্কি তুর্কী আক্রমণ হইতে পোল্যাণ্ডকে রক্ষা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ষড়যন্ত্র ও স্বার্থপরতার জন্য আভ্যন্তরীণ পুনরুজ্জীবন করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। ইহা ভিন্ন দ্বিতীয় অগাস্টাসের মৃত্যুর পরে যে উত্তরাধিকার-যুদ্ধ দেখা দিয়াছিল তাহার ফলে পোল্যাণ্ডের দুর্বলতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। (৯) পোল্যাণ্ড যখন এইভাবে দিন দিন দুর্বল হইতে লাগিল, তখন প্রাশিয়া ও রাশিয়ার উত্থান পোল্যাণ্ডের পতনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিল।

অর্থনৈতিক দুরবস্থা

উত্তরাধিকার-যুদ্ধ

প্রাশিয়া ও রাশিয়ার উত্থান

পোল্যাণ্ডের আভ্যন্তরীণ অব্যবস্থা যখন চরমে পৌঁছিয়াছে তখন ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় অগাস্টাসের মৃত্যু ঘটিলে স্বভাবতই পরবর্তী রাজা নির্বাচন লইয়া অভিজাত শ্রেণী, প্রাশিয়া, রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্স প্রভৃতি শক্তিগুলির মধ্যে এক দারুণ তৎপরতা শুরু হইল। এই সকল দেশ মাত্রেই একজন করিয়া মনোনীত প্রার্থী পোল্যাণ্ডের স্বার্থপর অভিজাত সম্প্রদায়ের সহায়তায় পোল্যাণ্ডের সিংহাসনে বসাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। অবশেষে প্রাশিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে এক গোপন চুক্তিতে প্রাশিয়া রুশ-মনোনীত প্রার্থীকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইল। ইহা ভিন্ন এই দুই দেশই নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য পোল্যাণ্ডকে দুর্বল এবং বিশৃঙ্খলাপূর্ণ রাখিতে প্রতিশ্রুত হইল। রাশিয়ার মনোনীত প্রার্থী স্ট্যানিসল্যাস পানিয়াটোস্কি (Stanislaus Poniatowski) পোল্যাণ্ডের সিংহাসনে নির্বাচিত হইলেন।

তৃতীয় অগাস্টাসের মৃত্যু: উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত গোলযোগ

রাশিয়া ও প্রাশিয়ার গোপন ষড়যন্ত্র: রুশ-প্রার্থী স্ট্যানিসল্যাস পনিয়াটোস্কি নির্বাচিত

অল্পকালের মধ্যেই স্ট্যানিস্ল্যাস পনিয়াটোস্কি পোল-শাসনতন্ত্রের পরিবর্তনসাধনে সচেষ্ট হইলেন। তিনি অভিজাত শ্রেণীর 'লিবেরাম্ ভিটো'

(Liberum Veto) ক্ষমতা নাকচ করিয়া পোল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থাকে কার্যকরী করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রাশিয়া ও রাশিয়ার বিরোধিতায় তিনি কোন সংস্কার নীতি গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না। উপরন্তু প্রাশিয়ার রাজা ফ্রেডারিক পোল্যাণ্ডের ডিসিডেন্ট্‌দিগকে (অর্থাৎ যাহারা পোল্যাণ্ডের ক্যাথলিক চার্চের অধীন ছিল না) ক্যাথলিকদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করিলেন। ফলে, পোল্যাণ্ডে এক অন্তর্যুদ্ধ দেখা দিল। এই অন্তর্যুদ্ধের সুযোগ লইয়া ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়া, রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া এক চুক্তি দ্বারা পোল্যাণ্ডের কতক অংশ নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইল। ইহা পোল্যাণ্ড-ব্যবচ্ছেদের প্রথম চুক্তি নামে পরিচিত।

শাসনতন্ত্র সংস্কারের চেষ্টা ব্যাহত

ফ্রেডারিক কর্তৃক পোল্যাণ্ডে অন্তর্যুদ্ধের সৃষ্টি

পোল্যাণ্ড-ব্যবচ্ছেদের প্রশ্ন ইহার পূর্বে আরও বহুবার উত্থাপিত হইয়াছিল। ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট দ্বিতীয় ম্যাক্সিমিলিয়ান সর্বপ্রথম পোল্যাণ্ড-ব্যবচ্ছেদের প্রশ্ন উত্থাপন করেন। ইহার প্রায় এক শতাব্দী পরে সুইডেনের রাজা দশম চার্লস্ পুনরায় এই প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তিনি ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়ার গ্রেট ইলেক্টরের সহিত ম্যারিয়ানবার্গ চুক্তি নামক এক গোপন চুক্তি দ্বারা ব্র্যাণ্ডেনবার্গ ও সুইডেনের মধ্যে পোল্যাণ্ড ভাগ করিয়া লওয়ার এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। রাশিয়ার পিটার দি গ্রেটও পোল্যাণ্ড-ব্যবচ্ছেদের কথা ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় ঐ সকল পরিকল্পনা কার্যকরী হইয়া উঠে নাই। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রেডারিকের উদ্যোগে ক্যাথারিণ ও ম্যারিয়া থেরেসা পোল্যাণ্ড-ব্যবচ্ছেদের চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। অস্ট্রিয়ার রাণী ম্যারিয়া থেরেসা প্রথমে এই ব্যবচ্ছেদ-চুক্তির বিরোধিতা করিলেও শেষ পর্যন্ত নিজ পুত্র দ্বিতীয় জোসেফ ও মন্ত্রী কৌনিজের পরামর্শে তাহাতে যোগদান করেন।*

পোল্যাণ্ড-ব্যবচ্ছেদের পূর্ব-পরিকল্পনা : সম্রাট ম্যাক্সিমিলিয়ান কর্তৃক (১৫৭৩), সুইডেনের দশম চার্লস কর্তৃক (১৬৫৬), রাশিয়ার পিটার কর্তৃক

প্রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও রাশিয়া কর্তৃক পোল্যাণ্ড বণ্টন (১৭৭২)

* "Her conscience forbade her to pillage a friendly neighbour : 'Let us rather be held weaklings than knaves' she said..................'after much pressure from Joseph and Kaunitz and with many tears, Maria Theresa gave in And the more she wept over Poland, the more she actually took, and she got in the end the best piece" Riker, p 165

প্রথম ব্যবচ্ছেদ, ১৭৭২ (**First Partition**): প্রথম ব্যবচ্ছেদ চুক্তি দ্বারা প্রাশিয়া—ডানৎজিগ্ ও থর্ণ ভিন্ন পশ্চিম-প্রাশিয়া এবং গ্রেট পোল্যাণ্ডের একাংশ লাভ করিল। অস্ট্রিয়া—রেড রাশিয়ার অধিকাংশ, গ্যালিসিয়া, পোডোলিয়ার একাংশ, স্যাণ্ডোমির এবং ক্র্যাকো দখল করিল। রাশিয়া—হোয়াইট রাশিয়া এবং ডুইনা ও নিপার নদীর মধ্যবর্তী স্থানসমূহ পাইল।*

বিভিন্ন দেশের লাভ

এই ব্যবচ্ছেদের ফলে পোল্যাণ্ড এক-তৃতীয়াংশ রাজ্য ও প্রায় অর্ধেক অধিবাসী হারাইল, আর সর্বাধিক লাভবান হইল প্রাশিয়া। পশ্চিম-প্রাশিয়া দখল করায় ব্র্যাণ্ডেনবার্গ ও পূর্ব-প্রাশিয়ার রাজ্যাংশ দুইটি ঐক্য লাভ করিল।

পোল্যাণ্ডের এক-তৃতীয়াংশ রাজ্য ও অর্ধেক অধিবাসীরা শত্রু কবলিত: প্রাশিয়া সর্বাধিক লাভবান

দ্বিতীয় ব্যবচ্ছেদ, ১৭৯৩ (**Second Partition**): ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় রুশ-তুর্কী যুদ্ধ আরম্ভ হইলে পোল্যাণ্ড পুনরায় বিদেশী প্রভাব হইতে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করিল। ইতিমধ্যে ফ্রেডারিক দি গ্রেটেরও মৃত্যু হইয়াছিল। এই সুযোগে পোল্যাণ্ডের শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সাধন করা হইল। কিন্তু ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে রুশ-তুর্কী যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্যাথারিণ সসৈন্যে পোল্যাণ্ডে উপস্থিত হইলেন। পোল্যাণ্ডের জাতীয় নেতা ও সংস্কার-পন্থীদিগকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়া তিনি পোল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থা করিলেন। দ্বিতীয় ব্যবচ্ছেদ-চুক্তি অনুসারে রাশিয়া—পূর্ব-পোল্যাণ্ড, লিটল রাশিয়া, পোডোলিয়ার অবশিষ্টাংশ এবং মিন্স্ক্ দখল করিল; প্রাশিয়া—ডান্‌জিগ, থর্ণ, পোজেন, নেজেন ও কেলিস্ক্ লাভ করিল; অস্ট্রিয়া—দূরবর্তী নেদার-ল্যাণ্ডের পরিবর্তে বেভেরিয়া দখল করিবার জন্য প্রাশিয়া ও রাশিয়ার সমর্থন পাইবে, এই প্রতিশ্রুতি পাইল।

পোল্যাণ্ডের শাসন-তান্ত্রিক সংস্কার চেষ্টা: রাশিয়ার বাধাদান

দ্বিতীয় ব্যবচ্ছেদের শর্ত (১৭৯৩)

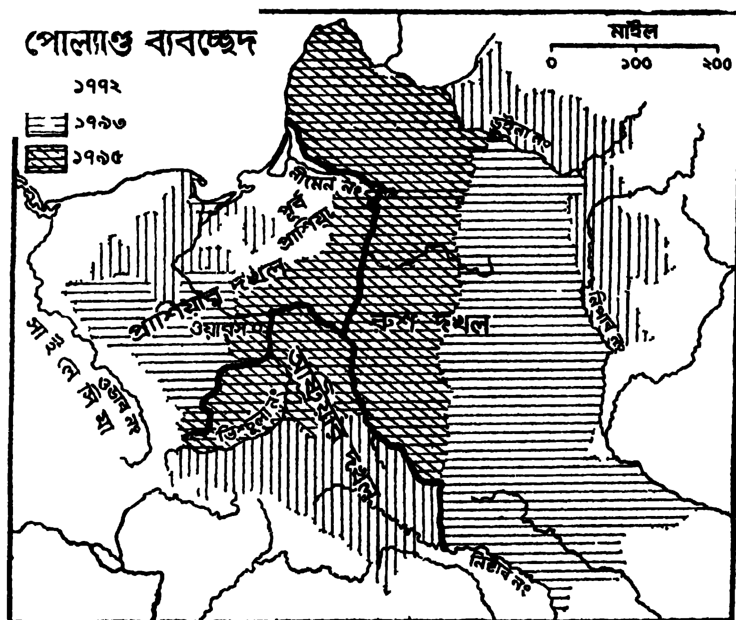
তৃতীয় ব্যবচ্ছেদ, ১৭৯৫ (**Third Partition**): পোল্যাণ্ডের যেটুকু স্থান তখনও পোল্যাণ্ড নামে পরিচিত ছিল উহার স্বাধীনতার জন্য

* Hassall's *Balance of Power*, p. 319.

কোসিয়োস্কো (Kosiusco) নামে একজন দেশপ্রেমিক পোলগণকে এক গভীর জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করিলেন। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে পোল্যাণ্ডে কোসিয়োস্কোর নেতৃত্বে এক বিদ্রোহ দেখা দিল। রাশিয়ার সৈন্য দ্রুত পোল্যাণ্ডে উপস্থিত হইয়া এই বিদ্রোহ দমন করিল। পোল্যাণ্ডকে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে তৃতীয় ব্যবচ্ছেদ-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। এই চুক্তি দ্বারা রাশিয়া—গ্যালিসিয়া এবং ডুইনা নদীর মধ্যবর্তী স্থানসমূহ লাভ করিল।

কোসিয়োস্কোর বিদ্রোহ পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতার শেষ চেষ্টা

তৃতীয় ব্যবচ্ছেদের শর্ত (১৭৯৫)



প্রাশিয়া—পোল্যাণ্ডের রাজধানী ওয়ারসো এবং পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহ দখল করিল। অস্ট্রিয়া—ক্র্যাকো ও গ্যালিসিয়ার যে সকল অংশ প্রথম ব্যবচ্ছেদের সময় পায় নাই সেই সকল স্থান দখল করিল। ফলে পোল্যাণ্ডের আর কোন অস্তিত্বই রহিল না। এমন কি ইওরোপের তদানীন্তন মানচিত্র হইতে স্বাধীন পোল্যাণ্ড রাজ্যটি সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হইল।

ইওরোপের মানচিত্র হইতে পোল্যাণ্ড বিলুপ্ত

পোল্যাণ্ড-ব্যবচ্ছেদের ফলাফল ও সমালোচনা

(Results and Criticism of the Partition of Poland)ঃ

পোল্যাণ্ড-ব্যবচ্ছেদের ফলে স্বাধীন পোল্যাণ্ড রাষ্ট্রের অস্তিত্ব লোপ পাইল।

পোল্যাণ্ডের ভাগ্য-বিপর্যয় পোলগণের নীচ স্বার্থপরতার উপযুক্ত শাস্তি

কেহ কেহ মনে করেন যে, পোল্যাণ্ডের ভাগ্য-বিপর্যয়ে পোলগণের স্বার্থপরতা ও দেশের আভ্যন্তরীণ অব্যবস্থার উপযুক্ত শাস্তিই হইয়াছিল। পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলির পক্ষে পোল্যাণ্ডের আভ্যন্তরীণ দুর্নীতি ও অরাজকতা সম্পর্কে উদাসীন থাকা সম্ভব ছিল না। পোল্যাণ্ডের বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা বিদেশী-শক্তিগুলিকে পোল্যাণ্ডের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপে প্ররোচিত করিয়াছিল; কিন্তু নিরপেক্ষ বিচারে এই মত গ্রহণ করা যায় না।

পোল্যাণ্ডের পতনের মূলে প্রতিবেশী শক্তিগুলির স্বার্থপরতা এবং তদানীন্তন রাজনৈতিক পরিস্থিতি ভিন্ন পোল্যাণ্ডবাসীদের দায়িত্ব যে বহুগুণ

অরাজকতা—ব্যবচ্ছেদের মূল কারণ

বেশী ছিল সেই সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই। অভিজাত শ্রেণীর নীচ স্বার্থপরতা ও কৃষক সমাজের উদাসীনতা এই ভাগ্য-বিপর্যয়ের মূল কারণ ছিল তাহা স্বীকার করিলেও পোল্যাণ্ড-ব্যবচ্ছেদ-

সংশ্লিষ্ট দেশগুলির পক্ষে রাজনৈতিক অপরাধ

সংশ্লিষ্ট দেশগুলির পক্ষে এক অমার্জনীয় রাজনৈতিক অপরাধ বলিয়া মানিতে হইবে।* ইহা ছিল সমসাময়িক রাজনৈতিক নীতিহীনতার প্রকৃষ্ট প্রমাণস্বরূপ।

নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য রাশিয়া, প্রাশিয়া এবং অস্ট্রিয়ার ন্যায় শক্তিশালী

ইওরোপীয় কূটনীতির লজ্জাজনক ও নিষ্ফল কার্য

রাষ্ট্রগুলির পক্ষে দুর্বল, অথচ স্বাধীন রাজ্য পোল্যাণ্ডকে আত্মসাৎ করা কোন যুক্তিতেই সমর্থন করা যায় না। ঐতিহাসিক গিডেলার মতে পোল্যাণ্ড-ব্যবচ্ছেদ "ইওরোপীয় কূটনীতির এক অতিশয় লজ্জাজনক এবং নিষ্ফল কার্য" ভিন্ন অপর কিছু নহে।†

---

* "Her fall was in no small measure brought about by her own shortcomings...None the less the First Partition of Poland remains a vast 'national crime' and a striking illustration of the political temper of the times." Hassall, p. 320.

† Its destruction was the most shameless and barren act of European diplomacy". Guedalla, *Partition of Europe*, pp. 123-124.

পোল্যাণ্ড-ব্যবচ্ছেদ যে অত্যন্ত লজ্জাজনক কাজ হইয়াছিল সেই বিষয়ে দ্বিমত নাই। (১) রাশিয়া, প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া স্বাধীন একটি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিলোপ করিয়া নীচ স্বার্থপরতা এবং নীতিজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়াছিল সন্দেহ নাই। (২) তাহারা একটি দুর্বল রাষ্ট্রের জনসমাজের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা উপেক্ষা করিয়া কেবলমাত্র পশুবলের সাহায্যে দেশটিকে আত্মসাৎ করিয়া আন্তর্জাতিক, নৈতিক এবং মানবতার দাবি অগ্রাহ্য করিয়াছিল। (৩) পোল্যাণ্ড-রাজ্যটিকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সর্বদা বিশৃঙ্খল ও অরাজকতাপূর্ণ রাখিবার যে গোপন শর্ত রাশিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে স্থিরীকৃত হইয়াছিল তাহা কোন নীতিতেই সমর্থনযোগ্য নহে।

লজ্জাজনক কারণ : (১) স্বাধীন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব-বিলোপ (২) পশুবলের জয়—নৈতিক, আন্তর্জাতিক ও মানবতার দাবি অবহেলিত (৩) নীচ স্বার্থপরতা

কূটনৈতিক সাফল্যের দিক হইতে বিচার করিলেও পোল্যাণ্ড-ব্যবচ্ছেদ সমর্থনযোগ্য নহে। (১) ইহা সংশ্লিষ্ট শক্তিগুলির রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার পরিচায়ক। পোল্যাণ্ডের ন্যায় একটি মধ্যবর্তী নিরপেক্ষ রাষ্ট্র (Buffer State) রক্ষা করা প্রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার স্বার্থের দিক দিয়া একান্ত প্রয়োজন ছিল। পোল্যাণ্ড-ব্যবচ্ছেদের ফলে এই তিন রাষ্ট্রের সীমারেখা পরস্পরের সহিত মিলিত হওয়ায় নানাপ্রকার সীমান্ত-সমস্যার উদ্ভব ঘটিয়াছিল। (২) রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার নিজ নিজ স্বার্থের দিক হইতে বিচার করিলেও পোল্যাণ্ড-ব্যবচ্ছেদ রাজনৈতিক নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। (ক) রাশিয়া পোল্যাণ্ডের ন্যায়ই স্লাভ্ জাতি-অধ্যুষিত দেশ। স্ট্যানিস্ল্যাস পনিয়াটোস্কি পোল্যাণ্ডের সিংহাসনে স্থাপিত হইলে পর ক্যাথারিণ পরোক্ষভাবে সমগ্র পোল্যাণ্ডের উপরই আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইতেন সন্দেহ নাই। কিন্তু পোল্যাণ্ড-ব্যবচ্ছেদে রাজী হইয়া তিনি নিজ শত্রুদেশ প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার শক্তিবৃদ্ধির সাহায্য করিয়াছিলেন। পোল্যাণ্ডকে তাঁবেদার রাজ্যহিসাবে রক্ষা করা রাশিয়ার প্রকৃত স্বার্থের দিক দিয়া প্রয়োজন ছিল। ক্যাথারিণের দূরদর্শী মন্ত্রী প্যানিন

কূটনৈতিক নিষ্ফলতা : কারণ—(১) রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা (২) সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের স্বার্থ-বিরোধী (ক) রাশিয়ার ভুল— শত্রুপক্ষ প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার শক্তিবৃদ্ধি

এই মত পোষণ করিতেন। (খ) অস্ট্রিয়ার পক্ষে রাশিয়ার রাজ্যসীমা বিস্তৃত হইতে দেওয়া নিজ স্বার্থের পরিপন্থী ছিল; অস্ট্রিয়া পোল্যাণ্ড-ব্যবচ্ছেদে রাজী হইয়া রাশিয়ার রাজ্যবৃদ্ধির সাহায্যই করিয়াছিল। (গ) প্রাশিয়াই ছিল একমাত্র দেশ যাহার পক্ষে পোল্যাণ্ড-ব্যবচ্ছেদে যোগদান করা অত্যন্ত লাভজনক হইয়াছিল। কিন্তু প্রাশিয়ার পক্ষেও রাশিয়ার রাজ্যসীমা বিস্তৃত হইতে দেওয়া উচিত হয় নাই।

(খ) অস্ট্রিয়া কর্তৃক রাশিয়ার রাজ্য-বিস্তৃতিতে সাহায্য

(গ) রাশিয়ার পক্ষে লাভজনক

(৩) ইওরোপের ইতিহাসে পোল্যাণ্ড-ব্যবচ্ছেদ এক রাজনৈতিক দুর্নীতির দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিল। অপর রাষ্ট্রের স্বাধীনতা হরণ করিয়া রাজ্যবৃদ্ধির যে দৃষ্টান্ত প্রাশিয়া, অস্ট্রিয়া এবং রাশিয়া স্থাপন করিয়াছিল উহার চরম পরিণতি নেপোলিয়ন বোনাপার্টির সমগ্র ইওরোপ-গ্রাসে দেখিতে পাওয়া যায়।

(৩) রাজনৈতিক দুর্নীতির দৃষ্টান্ত স্থাপন: নেপোলিয়ন কর্তৃক অনুসৃত

(৪) পোলগণ ছিল দুর্ধর্ষ প্রকৃতির। তাহারা রাশিয়া, প্রাশিয়া, অস্ট্রিয়া—কোন দেশের প্রভুত্বই সহজ মনে গ্রহণ করিল না। সুযোগ পাইলেই তাহারা বিদ্রোহ করিত। এইজন্য পোল্যাণ্ড-গ্রাসকারী শক্তিগুলিকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল।

(৪) পোলগণের আনুগত্যের অভাব

(৫) পরবর্তী ইতিহাসে (প্রথম মহাযুদ্ধের পর ১৯১৯) স্বাধীন পোল্যাণ্ডের পুনর্গঠন এবং পূর্বে নেপোলিয়ন বোনাপার্টি কর্তৃক ওয়ারসোর গ্র্যাণ্ড ডাচি (Grand Duchy of Warsaw) গঠন হইতেই রাশিয়া, প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার পোল্যাণ্ড-ব্যবচ্ছেদ নীতি যে ভ্রান্তিমূলক ছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ইতিহাসের বিচারে এই ভ্রান্তিমূলক অদূরদর্শী ব্যবচ্ছেদ স্থায়ী হয় নাই।

(৫) ইতিহাসের বিচার: পোল্যাণ্ড পুনর্গঠিত

———

ষষ্ঠ অধ্যায়

রাশিয়ার উত্থান ও ক্রমবিকাশ

(Rise & Expansion of Russia)

[পূর্বকথা (**Retrospect**) ঃ অতি প্রাচীনকাল হইতেই স্থলপথে এশিয়া ও ইওরোপের যোগাযোগ ছিল রাশিয়ার মধ্য দিয়া। এই সূত্রে স্বভাবতই রাশিয়ার বিশাল সমতলভূমি বিভিন্ন জাতি কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। এই সকল জাতিকে মোটামুটিভাবে বাল্টিক অঞ্চলের (১) ফিন্, (২) লেট্ বা লেট্‌ভিয়ান, (৩) লিথুয়ানিয়ান এবং (৪) অভ্যন্তর বিভাগের স্লাভ—এই চারিটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। স্লাভগণ আবার তিন ভাগে বিভক্ত ঃ (১) দক্ষিণ স্লাভ, যেমন স্লোভেনস্, সার্বো ক্রোট ও বুলগারিয়ান ; (২) পশ্চিম স্লাভ, যেমন চেক্, স্লোভাক্ ও পোল ; (৩) পূর্ব স্লাভ বা রাশিয়ান। পূর্ব স্লাভ বা রাশিয়ানদের সংখ্যা ছিল সর্বাধিক। এই পূর্ব স্লাভ বা রাশিয়ানদের নাম হইতেই দেশের নামকরণ হইয়াছে।]

বিভিন্ন জাতি : ফিন্, লেট্, লিথুয়ানিয়ান, স্লাভ বা রাশিয়ান

রাশিয়া ইওরোপের সপত্নী-সন্তান (step-child) স্বরূপ। ভৌগোলিক পরিবেশ, সংস্কৃতি ও সভ্যতার দিক হইতে বিচার করিলে রাশিয়াকে ইওরোপীয় শক্তি না বলিয়া এশীয় শক্তি-ই বলা উচিত। কিন্তু রাশিয়া নিজ ক্ষমতাবলে ইওরোপের রাজনীতিতে এক গুরুত্ব ও মর্যাদাপূর্ণ স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে।

রাশিয়া—এশীয় বা ইওরোপীয় শক্তি ?

আধুনিক যুগের প্রারম্ভে রাশিয়া বিভিন্ন খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এগুলির মধ্যে রাশিয়ার মধ্যস্থলে অবস্থিত মাস্কোভি রাজ্যই ছিল সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও সুসংবদ্ধ। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতেই মাস্কোভি রাজ্যের রাজধানীর উল্লেখ ইতিহাসে পাওয়া যায়। মাস্কোভি রাজ্যের রাজগণের চেষ্টাতেই কালক্রমে রাশিয়ার অন্যান্য অংশ ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে।

আধুনিক যুগের প্রারম্ভে মাস্কোভি রাজ্যের প্রাধান্য

আইভান (৩য়) দি গ্রেট, ১৪৬২-১৫০৫ (Ivan the Great) ঃ যে সকল রাজার অক্লান্ত চেষ্টায় বিশাল রুশ রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে আইভান দি গ্রেটের নাম সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৪৬২ খ্রীষ্টাব্দে মাস্কোভির সিংহাসনে আরোহণ করেন। মাস্কোভি

রাজ্য তাতারের খান (Khan)-এর প্রাধান্য মানিয়া চলিত এবং খানকে বাৎসরিক কর দিত।

আইভান মাস্কোভি ছিলেন রাজপরিবারের সুযোগ্য সন্তান। তিনি ছিলেন যেমন ক্ষমতাবান্ তেমনি দুর্ধর্ষ। শত্রুর প্রতি তিনি ছিলেন কঠোর, এমন কি নৃশংস। মাস্কোভি রাজ্যের আভ্যন্তরীণ এবং পররাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধানে আইভান ছিলেন অদ্বিতীয়, অবশ্য মাস্কোভি পরিবারসুলভ দুঃসাহসিকতা তাঁহার চরিত্রে ছিল না।

চরিত্র

আইভানের পররাষ্ট্রীয় সমস্যা (Ivan's Problems of Foreign Policy): (১) মাস্কোভি রাজ্যের উত্তরে নভ্‌গোরোড (Novgorod) নগর-রাষ্ট্র লিথুয়ানিয়ার সহিত যোগ দিয়া আইভানের বিরোধিতা করিতেছিল। পূর্বে এই নগর-রাষ্ট্রটি ছিল মাস্কোভি রাজ্যের তাঁবেদার কিন্তু মাস্কোভি রাজ্যের শক্তিবৃদ্ধিতে ভীত হইযা নভ্‌গোরোড লিথুয়ানিয়ার সহিত যুক্ত হইল। (২) লিথুয়ানিয়া ও মাস্কোভির মধ্যবর্তী স্থানটি প্রকৃত কোন্ দেশের অধীন তাহা লইয়াও বিরোধ ছিল। (৩) ইহা ভিন্ন পূর্ব এবং দক্ষিণ দিক হইতে তাতারগণ ঘন ঘন আক্রমণ চালাইতেছিল। ঐ সময়ে তাতারের শাসনকর্তা 'খান'-এর শক্তি কমিয়া যাওয়ায় তাতার রাজ্য বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। উত্তর-পূর্বে কাজান নামক স্থানের প্রাদেশিক শাসনকর্তা স্বাধীন হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং দক্ষিণে অস্ট্রাখান ও ক্রিমিয়ার শাসনকর্তাগণও স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। তাতারগণ খুব বেশী শক্তিশালী ছিল না বটে তথাপি তাহারা মাস্কোভি আক্রমণ করিতে সর্বদাই ব্যগ্র ছিল। (৪) ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কীদের হাতে কনস্টান্টিনোপলের পতন হইলে ঐ স্থানের খ্রীষ্টধর্মাধিষ্ঠান ও খ্রীষ্টানদের ধর্মরক্ষার ভার পড়িল মাস্কোভি রাজ্যের উপর। এই দায়িত্ব আইভানকে স্বভাবতই গ্রহণ করিতে হইল। (৫) ইহা ভিন্ন তাতারের খানের আনুগত্য ত্যাগ এবং তাঁহাকে বাৎসরিক কর দেওয়া বন্ধ করাও আইভানের উদ্দেশ্য ছিল।

সমস্যা: (১) নভ্‌গোরোড ও লিথুয়ানিয়ার যুগ্ম শত্রুতা, (২) মাস্কোভি ও লিথুয়ানিয়ার মধ্যবর্তী স্থানের সমস্যা, (৩) তাতার আক্রমণ, (৪) কনস্টান্টিনোপলের খ্রীষ্টধর্ম রক্ষা, (৫) তাতারের খানের আনুগত্য হইতে মুক্তি

নিজ মর্যাদা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আইভান বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের শেষ

শেষ বাইজান্টাইন সম্রাটের কন্যাকে বিবাহ

সম্রাটের কন্যাকে ১৪৭২ খ্রীষ্টাব্দে বিবাহ করেন। ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কন্‌স্টান্‌টিনোপলের পতনের সঙ্গে সঙ্গে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও সেখানকার শেষ সম্রাটের মর্যাদা তখন একেবারে লোপ পায় নাই। আইভান তাতারের খানকে বাৎসরিক করদান বন্ধ করিলে তাতারগণ আইভানের দেশ আক্রমণ

তাতারের খান হইতে স্বাধীনতা লাভ

করিল (১৪৮০), কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া এক পক্ষ অপর পক্ষের সৈন্যসমাবেশ দেখিয়া উভয় পক্ষই ভয়ে পলায়ন করিল। এই সময় হইতেই তাতারের খান মাস্কোভির পূর্ণ স্বাধীনতা মানিয়া লইলেন।

সুজদাল, নভ্‌গোরোড প্রভৃতি জয়

অন্যান্য রাজ্যের প্রতি আইভান তাঁহার পূর্বপুরুষ-অনুসৃত যুদ্ধনীতি গ্রহণ করিলেন। সুজদাল ও ইহার নিকটবর্তী ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি তিনি দখল করিলেন। নভ্‌গোরোড নগর-রাষ্ট্রও শেষ পর্যন্ত মাস্কোভির অন্তর্ভুক্ত হইল। নভ্‌গোরোড দখল করার ফলে মাস্কোভির পক্ষে পশ্চিম-ইওরোপের সহিত বাণিজ্যিক যোগাযোগ

ডেনমার্কের সহিত মিত্রতা স্থাপন

পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সহিত যোগাযোগ স্থাপন

স্থাপন করা সম্ভব হইল। ইহা ভিন্ন তিনি অপরাপর দেশের সহিত মিত্রতা স্থাপনেরও পক্ষপাতী ছিলেন। মাস্কোভির বিরুদ্ধে লিথুয়ানিয়া যখন সুইডেনের সহায়তা লাভ করে তখন আইভান ডেনমার্কের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হন। ইহা ভিন্ন তিনি পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সহিতও যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছিলেন।

সমাজে দুই শ্রেণী : (১) বোয়ার (২) ভূমিদাস

আভ্যন্তরীণ কার্যকলাপ (Internal Activities) : মাস্কোভি তথা অপরাপর রুশ রাজ্যের সামাজিক কাঠামো পশ্চিম-ইওরোপের সামন্ত-প্রথার অনুরূপ ছিল। (১) সমাজের উর্ধ্বতন শ্রেণী ছিল বোয়ার (Boyars) নামে পরিচিত। তাহারা রাজার সৈনিকের কাজ করিত এবং পশ্চিম-ইওরোপের ভূম্যধিকারী-

রাজসেবার ভিত্তিতে অভিজাত শ্রেণী গঠন

দের ন্যায় জমিও ভোগ করিত। (২) সমাজের অপর শ্রেণী ছিল ভূমিদাস। ইহারা জমিদারদের—অর্থাৎ বোয়ারদের জমিতে বাস করিত, তাহাদের জমি চাষ করিত এবং প্রয়োজনবোধে জমিদারদের আদেশমত যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইত। আইভান বোয়ারদের উপর সম্পূর্ণ-

ভাবে নির্ভরশীল না হওয়ার উদ্দেশ্যে রাজসেবার ভিত্তিতে এক অভিজাত শ্রেণী গঠন করিলেন। তাহারাও তাহাদেব কাজের জন্য জমি ভোগ করিত।

আইভানের কৃতিত্ব (Estimate of Ivan) ঃ আইভানের শাসনব্যবস্থা সমসাময়িক পশ্চিম-ইওরোপীয় শাসনব্যবস্থার ন্যায় উন্নত ধরণের ছিল না বটে, কিন্তু মাস্কোভি রাজ্যেব প্রয়োজন মিটাইবার মত শাসনদক্ষতা তাঁহার ছিল। আইভান বাশিয়ার ঐক্যস্থাপনের প্রথম পথপ্রদর্শক হিসাবে রুশ ইতিহাসে স্মরণীয়। পরিস্থিতি বিবেচনায় কর্তব্য সম্পাদনে তিনি কোন শক্তিশালী শাসক অপেক্ষা কম ছিলেন না। তিনি মাস্কোভি বাজ্যেব পূর্ণ স্বাধীনতা আনিয়াছিলেন। বাইজান্টাইন সম্রাটেব কন্যাকে বিবাহ কবিয়া সেই সাম্রাজ্যের আইনত অধিকার তিনি তাঁহাব উত্তবাধিকারীদেব দিয়া গিয়াছিলেন। তিনি "রাশিয়ানদেব জাব" (Czar of all the Russians) উপাধি ধাবণ কবিয়াছিলেন। তিনিই ছিলেন ভবিষ্যৎ ইতিহাসের রাশিয়ার উত্থানের পথপ্রদশক।

শাসনব্যবস্থা আধুনিক না হইলেও সুদক্ষ

বাশিয়াব ঐক্যেব পথপ্রদর্শক

মাস্কোভিব স্বাধীনতা অর্জন

বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যেব উত্তবাধিকাব-দান

তৃতীয় ব্যাসিল, ১৫০৫-১৫৩৩ (Basil III) ঃ আইভানের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র তৃতীয় ব্যাসিল জার (Czar)-পদ লাভ করিলেন। জারপদের মর্যাদা সম্পর্কে তাঁহাব ধাবণা পূর্বেকার জারগণ অপেক্ষা অনেক উচ্চ ছিল বটে, কিন্তু শাসনকার্যে তিনি তেমন পারদর্শী ছিলেন না। শাসনব্যাপাবে তিনি ছিলেন অত্যধিক স্বৈরাচাবী। তিনি তাঁহার পিতৃ-আরব্ধ ঐক্যনীতি অনুসরণ করিয়া আরও কয়েকটি স্থান অধিকার করেন। কিন্তু তাঁহার রাজত্বকালে বোয়াবগণ একবার বিদ্রোহী হইয়া উঠে। মস্কো শহরে বহুসংখ্যক বোয়ার আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। এই সকল বোয়ার মিলিতভাবে 'ডুমা' (Duma) নামে একটি সভায় উপস্থিত হইয়া রাজাকে অর্থাৎ জারকে শাসনকার্যে পরামর্শ দান করিত। ব্যাসিল ডুমার মতামত অগ্রাহ্য করিয়া বিদ্রোহী বোয়ারদের কঠোর শাস্তি দিলেন। কিন্তু ব্যাসিলের মৃত্যুর পর তাঁহার নবমবর্ষীয় পুত্র চতুর্থ আইভান যখন সিংহাসন লাভ করিলেন তখন বোয়ারগণ এই শাস্তির প্রতিশোধ গ্রহণ করিল।

জাব-মর্যাদা সম্পর্কে উচ্চ ধাবণা : কর্মদক্ষতাব অভাব

বোয়ার বিদ্রোহ

চতুর্থ আইভান, ১৫৩৩-১৫৮৪ (Ivan IV, the Terrible) : মাত্র নয় বৎসর বয়সে চতুর্থ আইভান রাশিয়ার জার-পদ লাভ করেন। তাঁহার নাবালকত্বে বোয়ারগণ অরাজকতার চূড়ান্ত করিল। তাহাদের স্বার্থপরতা নব-উত্থিত রুশ রাজ্যের ভিত্তি শিথিল করিতে লাগিল। ষোল বৎসর বয়সে চতুর্থ আইভান শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। শাসনভার গ্রহণ করিয়াই তিনি বোয়ারদের মধ্যে যাহারা তাঁহার নাবালকত্বের সুযোগ লইয়া যথেচ্ছ অত্যাচার ও স্বার্থসিদ্ধি করিয়াছিল তাহাদিগকে জীবন্ত অবস্থায় কুকুর দ্বারা ছিন্নভিন্ন করাইলেন। তাঁহার অত্যাচারের ভয়ে বোয়ারগণ শান্ত হইল। তাঁহার নাম হইল 'আইভান দি টেরিব্‌ল্' (the Terrible)।

নাবালকত্ব : বোয়ারদের যথেচ্ছাচার

বোয়ারদের দমন

প্রথম জীবনে তিনি বংশোচিত মর্যাদা ও ক্ষমতা দেখাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু শেষ জীবনে তিনি কতকটা অব্যবস্থিতচিত্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

চরিত্র

পররাষ্ট্রক্ষেত্রে চতুর্থ আইভানের দান রাশিয়ার ইতিহাসে স্মরণীয়। (১) তিনি লিভোনিয়ার সামন্তগণকে পরাজিত করিয়া নার্ভা নামক বন্দরটির নিরাপত্তা বিধান করেন। নভ্‌গোরোডের বাণিজ্য-বন্দর ছিল নার্ভা। সুইডেন এই বন্দরটিতে গোলযোগ বাধাইতে লিভোনিয়া-বাসীদের প্ররোচিত করিয়াছিল। আইভান লিভোনিয়ার সামন্তগণকে দমন করিয়া মস্কো নগরীর তথা রাশিয়ার ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষা করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুইডেন ও পোল্যাণ্ডের বিরোধিতায় তাঁহাকে এই বন্দরটি হারাইতে হইয়াছিল।

পররাষ্ট্রনীতি : নার্ভা বন্দর হস্তচ্যুত

(২) আইভান পারস্য দেশের সহিত বাণিজ্যিক যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেন। এই সূত্রে ক্রিমিয়া নামক স্থানটি দখল করিবার সকল চেষ্টা তাঁহার ব্যর্থ হয়। (৩) কিন্তু তিনি তাতারের খানদের অধীন অস্ট্রাখান এবং কাজান দখল করিয়া পূর্বাঞ্চলের দেশগুলির দিকে অগ্রসর হওয়ার পথ সহজ করেন। পশ্চিম-ইওরোপীয় দেশগুলির সহিতও তিনি ঘনিষ্ঠতর যোগাযোগ স্থাপন করেন। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির

পারস্যের সহিত বাণিজ্যের চেষ্টা

অস্ট্রাখান ও কাজান অধিকার

জন্য তিনি পশ্চিম-ইওরোপের দেশগুলি হইতে শিল্পীদের আহ্বান করিয়া-আনেন। (৪) তিনি রাশিয়ার উত্তরের অংশটি দখল করিয়া সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং শ্বেত সাগরের তীরে আর্চেঞ্জেল নামে একটি বন্দর স্থাপন করেন।

রাশিয়ার উত্তর-অঞ্চল জয়: আর্চেঞ্জেল বন্দর স্থাপন

আভ্যন্তরীণ শাসনকার্যে চতুর্থ আইভান কৃতকার্য হন নাই। তিনি বোয়ারদের ক্ষমতা হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের জমিদারী বাজেয়াপ্ত করেন। বোয়ারদের সভা ডুমার বদলে তিনি তাঁহার অনুগত ব্যক্তিদের লইয়া একটি সভা গঠন করেন। এই সকল নূতন অনুগত কর্মচারী জারের সাহায্যপুষ্ট হইয়া কৃষকদের শোষণ করিতে আরম্ভ করে। ঐ সময়ে (১৫৭১) তাতারগণ রাশিয়া আক্রমণ করে। কৃষকদের অর্থনৈতিক শোষণ এবং তাতার আক্রমণের ফলে গ্রামাঞ্চলের বহু স্থান জনশূন্য হইয়া পড়ে। আইভান চার্চের সহিতও সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন নাই এবং রাশিয়ার চার্চের অধিকর্তা মেট্রোপলিটনের সহিত তাঁহার বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় তাঁহাকে তিনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। নভ্‌গোরোডের প্রজাদের মধ্যে তাঁহার প্রতি বিরুদ্ধভাব দেখিয়া তিনি সেখানকার কয়েক সহস্র প্রজার প্রাণনাশ করেন।

বোয়ারদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত

ডুমার স্থলে নূতন সভা গঠন

তাতার আক্রমণ ও রাজকর্মচারীদের কৃষক শোষণ, চার্চের সহিত অসদ্ভাব

অরাজকতার যুগ (Age of Anarchy) : চতুর্থ আইভানের মৃত্যুর পরবর্তী অর্ধ শতাব্দী রাশিয়ার ইতিহাস চরম অরাজকতার যুগ বলিয়া বিবেচিত হয়। ভূস্বামীদের স্ব স্ব প্রাধান্য, বৈদেশিক আক্রমণ, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবনতি—এই যুগের বৈশিষ্ট্য ছিল। সিংহাসনের উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত গোলযোগের সুযোগে কোসাক্ জাতি রাশিয়ার অভ্যন্তরে লুঠতরাজ করিতে শুরু করিয়াছিল। তাহারা যখন যাহাকে খুশী সাহায্য করিয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করিত। এইরূপ অরাজকতার সুযোগে পোল্যাণ্ডবাসীরা রাশিয়া দখল করিল। এই জাতীয় অপমান রুশজাতির মনে দারুণ আঘাত করে। ফলে, তাহারা সমবেতভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া স্বদেশের স্বাধীনতা

ব্যাপক অরাজকতা

পোল্যাণ্ড কর্তৃক রাশিয়া অধিকৃত, রাশিয়ার স্বাধীনতা লাভ ও রোমানফ্ বংশের প্রতিষ্ঠা

ফিরাইয়া আনে। স্বাধীনতা লাভের পর রাশিয়ার সকল শ্রেণীর এক প্রতিনিধি সভা—জেমস্‌কি সবোর (Zemski Sobor) আহ্বান করা হইল। এই সকল প্রতিনিধি এক প্রাচীন বোয়ার পরিবারের মাইকেল রোমানফ্‌ নামে এক ক্ষমতাশালী ব্যক্তিকে জার-পদে অভিষিক্ত করিলেন (১৬১৩)। রোমানফ্‌ রাজগণের সিংহাসন লাভের সময় হইতেই আধুনিক রাশিয়ার অগ্রগতির ইতিহাস শুরু হইল।

মাইকেল রোমানফ্‌ ১৬১৩-১৬৪৫ (Michael Romanoff): মাইকেল রোমানফ্‌ সকল শ্রেণীর লোকেরই সমর্থন লাভ করিয়া সিংহাসন গ্রহণ করিলেন। ঐ সময়ে বোয়ার সামন্তগণ দীর্ঘকালের অরাজকতার ফলে, নানাপ্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। তাহারা এখন জারের আধিপত্য মানিয়া চলিতে স্বভাবতই কোন আপত্তি করিল না। মাইকেল রোমানফ্‌ সামন্তদের মধ্য হইতেই তাঁহার শাসনকার্যের প্রয়োজনীয় কর্মচারী নিযুক্ত করিলেন। এই সকল রাজকর্মচারী বাঁধাধরা নিয়মকানুনের অধীনে কাজ করিয়া ক্রমেই জারের বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠিলেন।

শান্তিস্থাপনের সুযোগ : বোয়ারদের দুর্বলতা

অতঃপর মাইকেল রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ পুনরুজ্জীবনের কার্যে বিশেষভাবে মনোযোগ দিলেন। রাজশক্তিকে সুদৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে তিনি ভাড়াটিয়া বিদেশী সৈন্য নিয়োগ করিলেন। এই-ভাবে আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হইল।

আভ্যন্তরীণ পুনরুজ্জীবন

পূর্ববর্তী কালের অরাজকতার সুযোগ লইয়া সুইডেন ও পোল্যাণ্ড রাশিয়ার উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে শুরু করিয়াছিল। পোল্যাণ্ডের সৈন্য রাশিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া রাশিয়ার আধিপত্য লাভ করিয়াছিল। মাইকেল সুইডেন ও পোল্যাণ্ডকে কতক স্থান ছাড়িয়া দিয়া রাশিয়ার স্বাধীনতা অর্জন করিলেন এবং সুইডেন ও পোল্যাণ্ডের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন (১৬১৭)। ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিয়া অকৃতকার্য হন এবং ১৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ১৬১৭ খ্রীষ্টাব্দের চুক্তি পুনরায় স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আলেক্সিস্‌ রাশিয়ার জার-পদ লাভ করিলেন।

রাশিয়ার স্বাধীনতা অর্জন

আলেক্সিস্‌, ১৬৪৫-১৬৭৬ (Alexis): আলেক্সিস্‌ পিতার

আরদ্ধকার্য সম্পাদনে মনোযোগী হইলেন। তাঁহার আমলেও বোয়ার সামন্তগণ কোনরূপ বিদ্রোহ করিল না। তিনি কোসাক্‌দের বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন করিয়া "হোয়াইট্ রাশিয়া", "লিট্‌ল রাশিয়া"র (White Russia, Little Russia) অধিকাংশ এবং কিয়েভ দখল করেন। এই সকল স্থান অধিকার করার ফলে সমগ্র রাশিয়া ঐক্যবদ্ধ হইল।

রাশিয়া ঐক্যবদ্ধ

আলেক্সিস্‌ও ইওরোপীয় প্রভাবে রাশিয়াকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করেন। তিনি বিদেশীদিগকে রাশিয়ায় ব্যবসায়-বাণিজ্য স্থাপনের জন্য আমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন। তিনি পশ্চিম-ইওরোপ হইতে কাপড়, আসবাবপত্র এবং কারুশিল্পের বহু দ্রব্য আমদানি করেন। এই দিক দিয়া তিনি পিটারের পথপ্রদর্শক ছিলেন।* আলেক্সিসের মৃত্যুর পর তাঁহার অকর্মণ্য প্রথম পুত্র দ্বিতীয় থিয়োডোর ছয় বৎসর (১৬৭৬-৮২) রাজত্ব করেন।

ইওরোপীয় প্রভাবে রাশিয়া গঠন

পিটার দি গ্রেট্, ১৬৮২-১৭১৫ (Peter the Great): থিয়োডোরের পর পিটার জার-পদ লাভ করিলেন। কিন্তু প্রথম সাত বৎসর তাঁহাকে নিজ ভগিনী সোফিয়ার কর্তৃত্বাধীনে থাকিতে হইয়াছিল। তাঁহার আমলেই রাশিয়া মধ্যযুগীয় তন্দ্রা কাটাইয়া আধুনিক যুগের ইওরোপীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করে।

রাশিয়ার মধ্যযুগীয় তন্দ্রা দূরীভূত

পিটারের সিংহাসন লাভের কালে রাশিয়ার অবস্থা (Condition of Russia at Peter's accession): পিটার যখন রাশিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন তখন ভৌগোলিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মনৈতিক এবং রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রেই রাশিয়া ছিল পশ্চাদ্‌পদ। ইওরোপের দেশগুলির সহিত কোন দিক দিয়াই রাশিয়া তখন তুলনার যোগ্য ছিল না।

ইওরোপের দেশগুলির অপেক্ষা পশ্চাদ্‌পদ

ভৌগোলিক অবস্থান (Geographical Situation): আর্কটিক সাগর হইতে কাস্পিয়ান সাগর এবং ওবি উপসাগর হইতে কিয়েভ্ পর্যন্ত বিশাল ভূখণ্ড লইয়া তখন রুশ রাজ্য বিস্তৃত ছিল। পশ্চিম দিকে 'লিট্‌ল (little) রাশিয়া'র একাংশ

বিশাল দেশ

* "On the whole this Czar (Alexis) was a worthy predecessor of his son (Peter)" Riker, p. 140.

তখন পোলদের অধিকারে ছিল। এই স্থানের পোলগণ সুইডেনের সহিত যোগ দিয়া রাশিয়ার বাল্টিক সমুদ্রে প্রবেশপথ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। দক্ষিণে তুরস্ক সাম্রাজ্যের অনুগত ক্রিমিয়ার খান কৃষ্ণসাগরে রাশিয়ার প্রবেশপথ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। শ্বেতসাগর তীরে অবস্থিত আর্চেঞ্জেল বন্দর ভিন্ন অপর কোন পথে রাশিয়ার পক্ষে সমুদ্রে পৌঁছান সম্ভব ছিল না। কিন্তু এই সাগর বৎসরে নয় মাস বরফে ঢাকা থাকিত। এইভাবে ইওরোপ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে রাশিয়া সভ্যতার দিক দিয়া ইওরোপ হইতে অনেক পশ্চাতে ছিল।

সমুদ্রপথ রুদ্ধপ্রায়

সামাজিক অবস্থা (Social Condition) ঃ রুশসমাজ অভিজাত ও ভূমিদাস—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় নামে কোন সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব সেখানে ছিল না। অভিজাত শ্রেণী ভূসম্পত্তি এবং রাজকর্মচারিপদের ছিল একমাত্র অধিকারী। ভূমিদাস বা কৃষক শ্রেণী 'মির' নামক গ্রাম্য সমিতির অধীনে অত্যন্ত হীন জীবন যাপন করিত। সভ্যতা বা সংস্কৃতির দিক দিয়া উভয় শ্রেণীই সমভাবে পশ্চাদ্‌পদ ছিল। ইওরোপীয় সভ্যতার 'সর্বকনিষ্ঠ সন্তান'* ছিল রাশিয়া।

সমাজ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত : অভিজাত শ্রেণী ও কৃষক : মির

অর্থনৈতিক অবস্থা (Economic Condition) ঃ ইওরোপের সহিত যোগাযোগ না থাকার ফলে রাশিয়ার ব্যবসায়-বাণিজ্য বলিতে কিছুই ছিল না। খাদ্যদ্রব্যের অভাব না থাকিলেও অর্থের প্রাচুর্য কাহারো ছিল না। ইহা ভিন্ন বোয়ারদের বিদ্রোহ ও আনুগত্য-হীনতার জন্য দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা পূর্ববর্তী বহু বৎসরের মধ্যে কোন সময়েই শান্তিপূর্ণ ছিল না। জার আলেক্সিসের আমলেই সর্বপ্রথম বৈদেশিক বাণিজ্য এবং বৈদেশিক সভ্যতা-সংস্কৃতি অনুকরণের চেষ্টা দেখা যায়।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পশ্চাদ্‌পদতা

রাজনৈতিক অবস্থা (Political Condition) ঃ শাসনব্যবস্থা ছিল স্বৈরাচারী। ডুমা (Duma) নামক অভিজাত সভা জারকে মন্ত্রণাদানের কাজ করিত। এই সভার মতামতের মূল্য দেওয়া-না-দেওয়া ছিল জারের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। জেমস্‌কি সবোর (Zemski Sobor) নামে সর্বশ্রেণীর

জার স্বৈরাচারী ; অভিজাত সভা—ডুমা সাধারণ সভা—জেমস্‌কি সবোর

* "The last born child of European civilization."

প্রতিনিধি লইয়া একটি সাধারণ সভাও ছিল। এই সাধারণ সভা কর্তৃক ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দে মাইকেল রোমানফ্ জার-পদে মনোনীত হইয়াছিলেন।

ভায়োভোড্

ভায়োভোড্ (Viovode) নামে এক শ্রেণীর কর্মচারী কেন্দ্রীয় শাসনের সহিত 'মির' বা গ্রাম্য সমিতির যোগাযোগ রক্ষা করিত। মির সাধারণতঃ পুলিশ ও বিচারের কাজ করিত। ভায়োভোড্গণ মিরের সকল কাজের তত্ত্বাবধান করিত।

ধর্মনৈতিক অবস্থা (Religious Condition) : রাশিয়ার ধর্মাধিষ্ঠান ছিল গ্রীকপন্থী। বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য হইতে যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারলাভ করিয়াছিল তাহা গ্রীক-খ্রীষ্টান ধর্ম নামে পরিচিত। রাশিয়ার চার্চের সর্বোচ্চ যাজককে পেট্রিয়ার্ক (Patriarch) বলা হইত। পেট্রিয়ার্ক ছিলেন জারের প্রাধান্যমুক্ত। সুতরাং পেট্রিয়ার্ক রাজক্ষমতার একপ্রকার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বলা যাইতে পারে।

পিটারের উদ্দেশ্য ও নীতি (Peter's Aims and Policy) : পিটার যখন রাশিয়ার জার-পদ লাভ করেন তখন রুশ জাতি ছিল অর্ধ-অসভ্য ইওরোপীয় সভ্যতার প্রভাব হইতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন। সামাজিক, অর্থ-

অগ্রগতিহীন পবিবেষ্টিত দেশ

নৈতিক বা সাংস্কৃতিক—কোন ক্ষেত্রেই তাহারা ইওরোপীয় জাতির সহিত তুলনীয় ছিল না। সর্বদিক দিয়া রুশ জাতি ছিল অনগ্রসর। বরফাবৃত শ্বেতসাগর ভিন্ন বাল্টিক বা কৃষ্ণসাগরের পথে পশ্চিম-ইওরোপের সহিত রাশিয়ার কোন যোগাযোগ তখন ছিল না।

এমতাবস্থায় পিটারের দায়িত্ব ও কার্যভার যে লঘু ছিল না, তাহা বলা

উদ্দেশ্য : (১) রাশিয়াকে ইওরোপীয় শক্তিতে পরিণত করার ভীতি : কৃষ্ণসাগর ও বাল্টিক সাগরপথে যোগাযোগ স্থাপন, বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ, সুইডেন ও তুরস্কের সহিত দ্বন্দ্ব

বাহুল্য। পিটার এই অবস্থার পরিবর্তন সাধন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। (১) প্রথমত, তিনি রাশিয়াকে ইওরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রে এক মর্যাদাপূর্ণ শক্তিতে পরিণত করিতে চাহিলেন। এই উদ্দেশ্য সফল করিতে (ক) বাল্টিক অথবা কৃষ্ণসাগরে এবং সম্ভব হইলে উভয় সাগরে প্রবেশপথের প্রয়োজন ছিল। (খ) এই দুই সাগরের পথ ধরিয়া পশ্চিম-ইওরোপের সহিত বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপন করিবারও প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ঐ সময়ে বাল্টিক সাগরের তীরবর্তী স্থানসমূহ ছিল সুইডেনের অধীনে

এবং কৃষ্ণসাগর ছিল তুরস্ক সাম্রাজ্যভুক্ত। (গ) ঐ দুই সাগরপথে অগ্রসর হওয়ার অর্থ-ই ছিল সুইডেন ও তুরস্কের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া—এই কথা পিটার স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। (২) দ্বিতীয়ত, আভ্যন্তরীণক্ষেত্রে তিনি নিজ ক্ষমতাকে সর্বাত্মক করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। (ক) এই উদ্দেশ্য সফল করিতে সৈন্যশক্তি বৃদ্ধি, অরাজকতার সৃষ্টিকারী সবকিছুর দমন এবং শাসনব্যবস্থা সুদৃঢ় ও সুবিন্যস্ত করা প্রয়োজন ছিল। (খ) পেট্রিয়ার্ক নামক প্রধান ধর্মযাজকের স্বাধীন ক্ষমতা হ্রাস করিয়া ধর্মাধিষ্ঠানের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করাও তাঁহার পক্ষে প্রয়োজন ছিল। এই সকল উদ্দেশ্য সাধনের উপযুক্ত নীতি গ্রহণ করিয়া পিটার রাষ্ট্রকার্যে আত্মনিয়োগ করিলেন।

উদ্দেশ্য : (২) নিজ শক্তিকে সর্বময়করণ ; নীতি : অরাজকতা দূরীকরণ, শক্তিবৃদ্ধি, পেট্রিয়ার্ক দমন

আভ্যন্তরীণ কার্যাবলী (Internal Activities) : পিটার প্রথম সাত বৎসর নিজ ভগিনী সোফিয়ার কর্তৃত্বাধীন ছিলেন। ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শাসনকার্যের সম্পূর্ণ ক্ষমতা লাভ করেন। কয়েক বৎসর পর (১৬৯৭) ইওরোপের বিভিন্ন দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য তিনি ছদ্মবেশে দেশ ভ্রমণে বাহির হন। তিনি ইংলণ্ড প্রভৃতি নানা দেশের নৌ-নির্মাণ পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। এই ভ্রমণের ফলে রাশিয়া এবং রুশসমাজ ইওরোপের অন্যান্য দেশ হইতে যে কত পশ্চাদ্‌পদ তাহা তিনি স্পষ্টভাবেই বুঝিয়াছিলেন। সুতরাং দেশে ফিরিয়াই তিনি সংস্কারকার্যে মন দিলেন।

ছদ্মবেশে বিদেশ-ভ্রমণ (১৬৯৭)

সংস্কার কার্যাদি (Reform Measures) : (১) রাজশক্তি বৃদ্ধি এবং ইওরোপীয় দেশগুলির সৈন্যের সম্মুখীন হওয়ার মত উপযুক্ত শক্তিসঞ্চয়ের জন্য পিটার এক স্থায়ী বেতনভোগী সেনাবাহিনী গঠন করিলেন। তিনি অভিজাত শ্রেণীকে আলস্য ত্যাগ করিয়া সামরিক সাহায্য দানে বাধ্য করিলেন। স্ট্রেল্‌জি (Streltsi) নামে সেনাবাহিনী বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে তিনি তাহাদিগকে বর্বরোচিত কঠোরতার সহিত দমন করিলেন। তিনি সামরিক ও বাণিজ্যিক প্রয়োজনে এক নৌ-বাহিনীও গঠন করিলেন। (২) জারের শক্তিকে সর্বাত্মক করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে তিনি শাসনতন্ত্রের সংস্কার সাধন করিলেন। তিনি

রাজশক্তি বৃদ্ধি : স্ট্রেল্‌জি দমন, স্থায়ী সেনাবাহিনী গঠন

ডুমা (Duma) নামক অভিজাত সভা এবং জেমস্‌কি সবোর (Zemski Sobor) নামক সাধারণ সভা বাতিল করিয়া দিলেন। এগুলির পরিবর্তে তিনি নিজ মনোনীত নয় জন সদস্য লইয়া সিনেট (Senate) নামে এক রাজকীয় সভা গঠন করিলেন। শাসনকার্যকে তিনি দশটি ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকটিকেই সিনেটের অধীনে স্থাপন করিলেন। সমগ্র দেশকে তিনি ৭২টি বিভাগে ভাগ করেন এবং প্রত্যেকটিতে একজন করিয়া গবর্ণর ও একটি করিয়া ক্ষুদ্র সহায়ক সভা নিযুক্ত করেন। শহর এলাকায় তিনি একটি করিয়া পৌরসভা স্থাপন করেন ও এই সকল সভা সেন্ট্‌ পিটার্সবার্গে অবস্থিত একজন উচ্চপদস্থ ম্যাজিস্ট্রেটের তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত করেন। প্রত্যেকটি গ্রামকে 'গ্রাম্য মির' (Village Community)-এর অধীনে স্থাপন করা হয়। এইভাবে গ্রাম হইতে কেন্দ্রীয় শাসন পর্যন্ত প্রতি স্তরই জারের কর্তৃত্বাধীনে সুসংবদ্ধ হয়। (৩) পিটার সমসাময়িক ভ্রান্ত মার্কেন্টাইলবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহার অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ছিল ইওরোপীয় দেশের অনুকরণ মাত্র। আমদানি কমাইয়া রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য তিনি উৎসাহ দান করেন। বিদেশী শিল্প-উৎপাদকদের তিনি নানাপ্রকার সুযোগ-সুবিধার প্রতিশ্রুতি দিয়া রাশিয়ায় কারখানা ইত্যাদি স্থাপনের জন্য আহ্বান করেন। রুশ শিল্পকারগণকে উন্নত ধরণের উৎপাদন-প্রণালী শিক্ষা দিবার ব্যবস্থাও তিনি করিয়াছিলেন।

ডুমা ও জেমস্‌কি সবোর বিলোপ, সিনেট গঠন

দেশ ৭২টি বিভাগে বিভক্ত

গ্রাম্য মির

মার্কেন্টাইল মতবাদে বিশ্বাস

বিদেশী শিল্পকার আমন্ত্রণ

(২) পিটার রুশ চার্চের প্রধান যাজক পেট্রিয়ার্কের স্বাধীনতা স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের পরিপন্থী বিবেচনা করিয়া পেট্রিয়ার্কপদ লোপ করেন এবং সেই স্থলে পবিত্র ধর্মসভা (Holy Synod) নামে একটি নিজ মনোনীত ব্যক্তিদের সভার উপর চার্চের পরিচালনার ভার ন্যস্ত করেন। এই সভার সদস্যগণকে প্রায়ই সামরিক নেতাদের মধ্য হইতে লওয়া হইত, ধর্মের সহিত ইহাদের কোন সম্বন্ধ থাকিত না; সুতরাং রুশ চার্চ একটি সরকারী বিভাগে পরিণত হইয়াছিল। (৫) রুশ জাতিকে পশ্চিম ইওরোপীয় আচার-

হোলি সিনড বা পবিত্র ধর্মসভা : চার্চ সরকারী বিভাগে পরিণত

ব্যবহার, সভ্যতা ও সংস্কৃতি শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে তিনি ইওরোপীয় পোশাক-পরিচ্ছদ, নৃত্যগীত ইত্যাদির প্রবর্তন করেন। তিনি দাড়ি কামান, সিগারেট খাওয়া প্রভৃতি বাধ্যতামূলক করেন, এমন কি দাড়ি রাখার উপর কর স্থাপন করেন। প্রাচীন মস্কো নগরী তাঁহার আধুনিক ধরণের কার্যকলাপের কেন্দ্র হিসাবে উপযুক্ত হইবে না মনে করিয়া তিনি সেণ্ট পিটার্সবার্গে এক নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি একটি বিজ্ঞান পরিষদ (Academy of Sciences), কতকগুলি প্রাথমিক ও শিল্পশিক্ষার স্কুল স্থাপন করেন। রুশ বর্ণমালার উন্নতি তাঁহার আমলেই হইয়াছিল।

পশ্চিম-ইওরোপীয় আচার-ব্যবহার প্রবর্তন

সেণ্ট্ পিটার্সবার্গে নূতন রাজধানী স্থাপন

পররাষ্ট্র-নীতি (Foreign Policy): রুশরাষ্ট্রকে ইওরোপীয় রাজনীতিতে মর্যাদাপূর্ণ স্থানদানের জন্য পিটার কৃষ্ণসাগর ও বাল্টিক সাগরের পথে ইওরোপের সহিত যোগাযোগ স্থাপনে বদ্ধপরিকর হইলেন। ঐ সময়ে একমাত্র শ্বেতসাগর ভিন্ন অন্য কোন জলপথ রাশিয়ার নিকট উন্মুক্ত ছিল না,, অথচ ঐ সাগর বৎসরে নয় মাস বরফাবৃত থাকিত। এইজন্য তিনি বাল্টিক ও কৃষ্ণসাগরের পথে ইওরোপের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন। এই কারণে তিনি "উষ্ণ-জলনীতি" (Warm-water Policy) গ্রহণ করেন। শ্বেতসাগর অপেক্ষা বাল্টিক ও কৃষ্ণসাগরের জল উষ্ণতর সন্দেহ নাই এবং এইজন্যই তিনি তাঁহার নীতির ঐরূপ নামকরণ করিয়াছিলেন। তিনি নিজে বলিতেন যে, তিনি "পশ্চিমদিকে জানালা" (window to the west) উন্মুক্ত করিতে চাহেন।

'উষ্ণ-জল নীতি' বা 'পশ্চিমদিকে জানালা খোলা'র নীতি

পিটার তুরস্ক সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া কৃষ্ণসাগর উপকূলের আজফ (Azoff or Azov) নামক বন্দরটি দখল করেন (১৬৯৬)। কিন্তু একমাত্র এই বন্দরটি দখল করায় তাঁহার কোন উপকার হইল না, কারণ বস্‌ফোরাস্ (Bosphorus) ও দার্দানেলিস্ (Dardanelles) প্রণালীর উপর তুরস্কের প্রাধান্য ছিল বলিয়া রুশদের পক্ষে ঐ পথে ভূমধ্যসাগরে পৌঁছান সম্ভব ছিল না। কিন্তু ইহার অল্পকালের মধ্যেই (১৬৯৭) সুইডেনের সিংহাসনে পঞ্চদশ বর্ষীয় রাজা দ্বাদশ চার্লস্ আরোহণ করিলে পিটার বাল্টিক অঞ্চলে প্রাধান্য বিস্তারের সুযোগ

আজফ্ বন্দর দখল (১৬৯৬)

পাইলেন। তিনি ডেনমার্ক ও পোল্যাণ্ডের সহিত সম্মিলিত হইয়া সুইডেনের সাম্রাজ্য ভাগ করিয়া লইতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু দ্বাদশ চার্লসের হস্তে নার্ভার যুদ্ধে (১৭০০) সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইলেন। তাঁহার সেনাবাহিনী সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হইল। কিন্তু দ্বাদশ চার্লসের অদূরদর্শিতার সুযোগে তিনি পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করিয়া বাল্টিক উপকূলে উপস্থিত হইলেন। দ্বাদশ চার্লস্ তখন পোল্যাণ্ড ও স্যাক্সনি দমনে কালক্ষেপ করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে পিটার কেরেলিয়া ও ইংরিয়া নামক বাল্টিক বন্দর দুইটি দখল করেন। ১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বাদশ চার্লস্ পিটারের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তিনি মস্কো নগরী আক্রমণ করিতে গিয়া অকৃতকার্য হইলেন। ফিরিবার পথে পোল্টাভা (Pultava or Poltava)-এর যুদ্ধে পিটারের হস্তে দ্বাদশ চার্লস্ সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইলেন। এই যুদ্ধই প্রকৃতপক্ষে সুইডেনের বাল্টিক-প্রাধান্য বিনষ্ট করিয়া সুইডেনের স্থলে রাশিয়ার প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিল। পোল্টাভার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া দ্বাদশ চার্লস্ তুরস্কে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি তুর্কী সুলতানকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্ররোচিত করিলে পিটার পরিস্থিতির বিবেচনায় অর্থাৎ একই সঙ্গে সুইডেন ও তুরস্কের সহিত যুদ্ধ করা সমীচীন হইবে না মনে করিয়া প্রুথ্ (Treaty of Pruth)-এর সন্ধি (১৭১১) দ্বারা আজফ্ বন্দরটি ফিরাইয়া দিলেন এবং তুর্কী সুলতানকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিরস্ত করিলেন।

নার্ভার যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয় (১৭০০)

পোল্টাভার যুদ্ধে পিটারের জয়লাভ: সুইডেনের প্রাধান্য-নাশ—রুশ প্রাধান্য স্থাপন (১৭০৯)

প্রুথের সন্ধি: তুরস্ককে আজফ্ প্রত্যর্পণ (১৭১১)

ইহার পরও দ্বাদশ চার্লসের সহিত পিটারের যুদ্ধ চলিল। তিনি ফিন্‌ল্যাণ্ড দখল করিলেন। দ্বাদশ চার্লসের মৃত্যুর পর নিস্ট্যাট্ (Nystadt)-এর সন্ধি দ্বারা (১৭২১) পিটার সুইডেনের নিকট হইতে এস্থোনিয়া, কেরেলিয়া, লিভোনিয়া, ইংরিয়া প্রভৃতি পাইলেন, তাঁহাকে অবশ্য ফিন্‌ল্যাণ্ড ত্যাগ করিতে হইল। এই সন্ধি উত্তর-ইওরোপে সুইডেনের প্রাধান্য বিনষ্ট করিয়া রাশিয়ার প্রাধান্য স্থাপন করিল। নার্ভার যুদ্ধে যে প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া গিয়াছিল তাহারই আইনগত স্বীকৃতি নিস্ট্যাটের সন্ধিতে দেখিতে পাওয়া যায়।

নিস্ট্যাটের সন্ধি (১৭২১): উত্তর-ইওরোপে রুশ-প্রাধান্য স্বীকৃত

পিটারের চরিত্র ও কৃতিত্ব (Character and Estimate of Peter) : পিটারের চরিত্রে পরস্পর-বিরোধী বৈশিষ্ট্যের এক অভূতপূর্ব সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায়। অকপট সরলতা ও সহৃদয়তার সঙ্গে সঙ্গে নৃশংসতা ও বর্বরতাও তাঁহার চরিত্রে সমপরিমাণে বিদ্যমান ছিল।* বন্ধুর প্রতি অটল আনুগত্যের সঙ্গে সঙ্গে শত্রুর প্রতি অমানুষিক নিষ্ঠুরতাও তাঁহার চরিত্রে দেখা যায়। তিনি নিজ পুত্র আলেক্সিসকে তাঁহার সম্মুখে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিবার আদেশ দিতে কুণ্ঠিত হন নাই এবং স্ট্রেল্‌জি বিদ্রোহ দমনে তিনি লোমহর্ষণকারী নৃশংসতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শত শত বিদ্রোহীকে জীবন্ত অবস্থায় আগুনে পোড়াইয়া হত্যা করিতে তিনি দ্বিধাবোধ করেন নাই, তথাপি ইহা অনস্বীকার্য যে, তিনি সমসাময়িক অপরাপর রাজগণের ন্যায় সহৃদয়তার অন্তরালে কপটতা গোপন করিতে জানিতেন না। তিনি 'অর্ধ-অসভ্য' ছিলেন—ইহা হয়ত সত্য, কিন্তু তাঁহার বর্বরতার সহিত প্রতিভাও মিশ্রিত ছিল। 'তিনি ছিলেন প্রতিভাবান্ বর্বর।'† সভ্যতাসুলভ ধৃষ্টতা বা কপটতা তাঁহার চরিত্রে ছিল না। উগ্র হইলেও তিনি ছিলেন অকপট, ক্ষণক্রোধী অথচ মহৎ।†† "সিংহ শাবকের ন্যায় তিনি ভয়ঙ্কর হইলেও মর্যাদাপূর্ণ ছিলেন।" এক কথায় বলিতে গেলে বলিষ্ঠ দেহে তিনি বলিষ্ঠ মনের অধিকারী ছিলেন।

সরলতা ও সহৃদয়তার সহিত নৃশংসতা ও বর্বরতা

প্রতিভাবান্ বর্বর

ভয়ঙ্কর অথচ মর্যাদাপূর্ণ

পিটারের আভ্যন্তরীণ বা পররাষ্ট্র-নীতি কোনটাই সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন ছিল না। (১) তিনি স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থাকে সর্বাত্মক করিয়া ভবিষ্যতে অত্যাচারী শাসনের ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন। (২) তাঁহার পশ্চিম-ইওরোপীয় আচার-ব্যবহার, সভ্যতা ও সংস্কৃতি রুশজাতির মধ্যে বিস্তার করিবার পন্থা বাস্তবতা-

সমালোচনা : (১) অত্যাচারী শাসনের গোড়াপত্তন

* "Sunny, jovial and open-hearted under ordinary circumstances, in the presence of opposition, when his blood was up he became a fiend incarnate. No savage could be more cruel, no criminal more lustful and drunken." Wakeman, p. 303.

† "He was a barbarian of genius."

†† "Rough, honest and quick-tempered, he moved through society like a lion cub among pet dogs, dangerous but noble." Wakeman, p. 303.

বর্জিত ছিল। দেশের ঐতিহ্য, প্রাকৃতিক পরিস্থিতি ইত্যাদি বিবেচনা না করিয়া কেবলমাত্র স্বৈরাচারী শাসকের আদেশে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সম্ভব নহে, এই কথা পিটার উপলব্ধি করেন নাই। ফলে, তাঁহার এ সকল সংস্কার জাতীয় জীবনকে স্পর্শ করে নাই; কেবলমাত্র সভাসদ্‌গণের মধ্যেই ইহা সীমাবদ্ধ ছিল। (৩) পিটার রুশ রাষ্ট্রের দিকেই অধিক মনোযোগ দিয়াছিলেন, রুশদের প্রতি নহে। সমাজের নিম্নস্তরের কৃষক শ্রেণীর দুঃখ-দুর্দশা দূর করিবার কোন চেষ্টাই তিনি করেন নাই। (৪) তাঁহার পররাষ্ট্র-নীতি রাশিয়াকে ভবিষ্যৎ ইতিহাসে দীর্ঘকালের জন্য অবিরাম যুদ্ধে লিপ্ত করিয়া রাখিয়াছিল। 'পূর্বাঞ্চলের সমস্যা' (Eastern Question) নামক ইওরোপীয় রাজনীতির এক জটিল সমস্যা তাঁহার অনুসৃত পররাষ্ট্র-নীতি হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল। (৫) তাঁহার শিক্ষা-বিস্তারের চেষ্টা সম্পূর্ণ বিফলতায় পর্যবসিত হইয়াছিল।

(২) ইওরোপীয় সংস্কৃতি বিস্তার-নীতির বিফলতা

(৩) কৃষকদের স্বার্থ অবহেলিত

(৪) পূর্বাঞ্চলের সমস্যার পথ পরিষ্কার

(৫) শিক্ষানীতি বিফল

তথাপি নিরপেক্ষ বিচারে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহার কার্যের অপগুণ তাঁহার মোট সাফল্যের তুলনায় নগণ্য ছিল। (১) তিনি রাশিয়াকে মধ্যযুগীয় তন্দ্রা হইতে জাগাইয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। একমাত্র তাঁহার চেষ্টায়ই রাশিয়া দীর্ঘকালের অলসতা ও অপরিচিতি কাটাইয়া ইওরোপের রাজনীতিতে এক মর্যাদাপূর্ণ স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিল।* আধুনিক রাশিয়ার ভিত্তি স্থাপয়িতা হিসাবে পিটার রাশিয়া তথা ইওরোপের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। (২) তাঁহার শাসন-ব্যবস্থা স্বৈরাচারী ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনিই প্রথম এমন এক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া গিয়াছিলেন যাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল। (৩) অর্থনৈতিক দিক দিয়াও তাঁহার দান নেহাৎ কম ছিল না। শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের উৎসাহদান, কারখানা স্থাপন, বিদেশী শিল্প-

সাফল্য:
(১) রাশিয়ার জাগরণ ও ইওরোপে মর্যাদাপূর্ণ স্থান গ্রহণ

(২) স্থায়ী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন

* "In a single reign, by the action of one man, Russia passed from lethargy and obscurity to a dominant position among the nations." Lord Acton: *Lectures on Modern History*, p. 227.

উৎপাদকগণকে আমন্ত্রণ ইত্যাদি নানা উপায়ে তিনি রাশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নতি বিধান করিয়াছিলেন। ইহা ভুলিলে চলিবে না যে, তিনি যখন রাজত্ব কবিতেন তখন 'রাষ্ট্র জনসাধারণের জন্য, জনসাধারণ রাষ্ট্রের জন্য নহে'—এইরূপ ধারণা জন্মায় নাই। রাষ্ট্রের গৌরব ও উন্নতিই তখন একমাত্র কাম্য ছিল। (৪) পিটার শক্তিশালী সামরিক বাহিনী ও নৌবহর গঠন করিয়া সামরিক ও বাণিজ্যিক শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তাঁহার কার্যকলাপে রুশজাতি এক নবজীবন লাভ করিয়াছিল সন্দেহ নাই।

(৩) অর্থনৈতিক উন্নতি

(৪) সামরিক বাহিনী ও নৌবহর গঠন

(৫) পররাষ্ট্র-নীতির দিক দিয়া ভবিষ্যৎকালে রাশিয়া কোন্ পথে চলিবে সেই ইঙ্গিত তিনিই দিয়া গিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে ক্যাথারিণ তাঁহারই অনুসৃত নীতি গ্রহণ করিয়া চলিয়াছিলেন। পিটার রাশিয়াকে আধুনিককালের এক শক্তিশালী ইওরোপীয় রাষ্ট্রে পরিণত করিয়া গিয়াছিলেন।

(৫) ভবিষ্যৎ পররাষ্ট্র-নীতির ইঙ্গিত

[পিটারের মৃত্যুর পর (১৭২৫) হইতে দ্বিতীয় ক্যাথারিণের সিংহাসন লাভ (১৭৬২) পর্যন্ত কয়েক বৎসরের মধ্যে প্রথম ক্যাথারিণ (১৭২৫-১৭২৭), দ্বিতীয় পিটার (১৭২৭-৩০), অ্যানা (১৭৩০-৪০), ষষ্ঠ আইভান (১৭৪০-৪১), এলিজাবেথ (১৭৪১-৬২) ও তৃতীয় পিটার (১৭৬২) প্রভৃতি কয়েকজন রাজা ও রাণী রাশিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।* ইঁহাদের কাহারও রাজ্যশাসনের যোগ্যতা ছিল না। ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় ক্যাথারিণ, তাঁহার অকর্মণ্য স্বামী তৃতীয় পিটারকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া শাসনক্ষমতা নিজ হস্তে গ্রহণ করিলে পিটারের রাজত্বকালে আরব্ধ কার্যের সূত্র পুনরায় গৃহীত হইল।]

রাণী (জারিণা) এলিজাবেথ, ১৭৪১-৬২ (Czarina Elizabeth) : ষষ্ঠ আইভানের মৃত্যুর পর এলিজাবেথ রাশিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। প্রাশিয়ার রাজা ফ্রেডারিক-দি-গ্রেটের উপর তিনি ব্যক্তিগত কারণে অত্যন্ত বিরূপ ছিলেন। ফ্রেডারিক এলিজাবেথ, অস্ট্রিয়ার রাণী ম্যারিয়া থেরেসা ও ফ্রান্সের ম্যাডাম ডি পম্পাডোর-এর নামে ব্যঙ্গাত্মক কবিতা

অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের সহিত মৈত্রী

* বংশ-পরিচয় দ্রষ্টব্য (পরিশিষ্ট)।

লিখিতেন। এজন্য জারিণা এলিজাবেথ-এর আমলে রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে এক মৈত্রী স্বভাবতই স্থাপিত হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাশিয়া প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া ফ্রেডারিকের সামরিক পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে জারিণা এলিজাবেথ-এর মৃত্যু ফ্রেডারিককে নিশ্চিত পরাজয় হইতে রক্ষা করিল।

সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে যোগদান

তৃতীয় পিটার, ১৭৬২ (Peter III) : জারিণা এলিজাবেথ-এর মৃত্যুর পর তাঁহার ভগিনী অ্যানার পুত্র এবং প্রথম পিটারের দৌহিত্র তৃতীয় পিটার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি ছিলেন প্রাশিয়ার রাজা ফ্রেডারিক-দি-গ্রেটের গুণমুগ্ধ। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তিনি সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে ফ্রেডারিকের বিরোধিতা ত্যাগ করিতে আদেশ দিলেন এবং রাশিয়ার সেনা-বাহিনীকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অপসারিত করিলেন। আকস্মিকভাবে ফ্রেডারিকের সামরিক পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটিল। শেষ পর্যন্ত ফ্রেডারিকের জয়লাভের অন্যতম প্রধান কারণ-ই হইল তৃতীয় পিটারের রুশ সৈন্যাপসারণ। অল্পকালের মধ্যেই তৃতীয় পিটার তাঁহার অকর্মণ্যতার এমন প্রমাণ দিলেন যে, তাঁহার রাণী ক্যাথারিণ ও রাজসভার কতিপয় অভিজাত মিলিয়া তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিলেন।

সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ হইতে সৈন্যাপসারণ

অকর্মণ্যতা ও সিংহাসনচ্যুতি

দ্বিতীয় ক্যাথারিণ, ১৭৬২-১৭৯৬ (Catherine II, the Great) : ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাথারিণ নিজ স্বামী জার তৃতীয় পিটারকে সভাসদ্‌গণের সাহায্যে পদচ্যুত করিয়া নিজে শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি উত্তর-জার্মানির এক ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজকন্যা ছিলেন। ব্র্যাণ্ডেনবার্গ-প্রাশিয়ার রাজা ফ্রেডারিক-দি-গ্রেট রাশিয়ার উপর অস্ট্রিয়ার প্রভাব খর্ব করিবার জন্য এই বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।* জাতিতে জার্মান হইলেও ক্যাথারিণ

স্বামীকে পদচ্যুত করিয়া শাসনভার গ্রহণ (১৭৬২)

* "By birth she was not even a Russian, but a Princess of the Protestant Germany whom dynastic consideration made the wife or heir to the Russian crown." "The marriage was arranged by Frederick the Great in order to minimise Austrian influence at Petrogard." Hayes : *Political & Social History of Europe*, p. 380.

রাশিয়ায় আসিবার পর রুশ ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি সব দিক দিয়াই রুশদেশীয় মহিলায় পরিণত হইলেন। রাশিয়ার জাতীয় জীবনের আদর্শ তিনি রুশদের অপেক্ষা অধিকতর নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সহিত অনুসরণ করিয়া চলিতে লাগিলেন।

জাতিতে জার্মান, কিন্তু প্রকৃত রুশ মহিলায় পরিণত

ক্যাথারিণের ব্যক্তিগত চরিত্র ছিল নৈতিকতা-বর্জিত। বিবেক বা ন্যায়-পরায়ণতা বলিয়া তাঁহার কিছুই ছিল না। কিন্তু আশ্রিতের প্রতি দয়া, বিদ্বান্ ও বিদ্যার প্রতি তিনি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। পিটার সুদক্ষ শাসক ছিলেন, কিন্তু তিনি শিক্ষা বা চিন্তার ধার ধারিতেন না। ক্যাথারিণ শাসনকার্য, শিক্ষা ও চিন্তা এই তিন বিষয়েই সমভাবে পারদর্শিনী ছিলেন।* শাসনকার্যে কোনরকম মানসিক দুর্বলতা তিনি কখনও দেখান নাই। যখন যেরূপ কঠোর হওয়া প্রয়োজন তখন সেইরূপ ব্যবহার করিতে তিনি দ্বিধাবোধ করেন নাই। তিনি রাশিয়াকে এমনভাবে ভালবাসিতে পারিয়াছিলেন যে, রুশদের অপেক্ষাও তাঁহার দেশপ্রেম বহুগুণে বেশি ছিল।† রাশিয়া ও রুশজাতির মঙ্গলসাধনই ছিল তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও আদর্শ।

চরিত্র : নীতিজ্ঞান-হীনতা কিন্তু বিদ্যা ও বিদ্বানের প্রতি শ্রদ্ধা

প্রয়োজনবোধে কঠোর

প্রকৃত দেশপ্রেমিকা

ক্যাথারিণ অষ্টাদশ শতাব্দীর দার্শনিক ভাবধারায় প্রভাবিত ছিলেন। প্রাশিয়ার রাজা ফ্রেডারিক-দি-গ্রেটের ন্যায় তিনিও ফরাসী দার্শনিক ভল্‌টেয়ার, ডেনিস্ ডিডেরো প্রভৃতির সহিত পত্রালাপ করিতেন। তিনি নিজেও একজন সাহিত্য-সেবিকা ছিলেন। তিনি তাঁহার একখানি জীবনস্মৃতি ও বহুবিধ দার্শনিক তথ্যপূর্ণ রচনা রাখিয়া গিয়াছেন। এই সকল হইতে তাঁহার মানসিক উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়।

সাহিত্য-সেবিকা : ফরাসী দার্শনিকদের সহিত পত্রালাপ

* "While Peter had worked but read little and never thought, Catherine did all three." Riker, p. 153.

† "She established a reputation of quick wit and lofty patriotism." Hayes : *Modern Europe to 1870*, p. 323.

ক্যাথারিণ অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও বিদুষী রাণী ছিলেন সেবিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি শাসন-সংক্রান্ত বিষয়ে কোন উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দেন নাই। এইজন্য বলা হয় যে, "পিটার তাঁহার নিজের যুগ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, আর ক্যাথারিণ তাঁহার যুগের প্রভাবে সৃষ্ট হইয়াছিলেন।"

উদ্ভাবনী শক্তির অভাব

ক্যাথারিণের উদ্দেশ্য ও নীতি (Aims and Policy of Catherine II) : আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রীয় বিষয়ে ক্যাথারিণ ছিলেন পিটারের সুযোগ্যা শিষ্যা। পিটারের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই তিনি (১) নিজ ক্ষমতাকে সর্বাত্মক করিতে চাহিয়াছিলেন। (২) ইহা ভিন্ন পশ্চিম-ইওরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি রুশজাতির মধ্যে যাহাতে বিস্তারলাভ করিতে পারে তাঁহার সেই চেষ্টার অন্ত ছিল না। পররাষ্ট্র বিষয়ে (১) তিনি পিটারের প্রদর্শিত পথ ধরিয়া চলিয়াছিলেন। পিটার বাল্টিক ও কৃষ্ণসাগরের পথে পশ্চিম-ইওরোপের সহিত যোগাযোগ স্থাপনে ইচ্ছুক ছিলেন। পিটার বাল্টিক সাগর উপকূলে রাশিয়ার আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণসাগরের তীরে তাঁহার সকল চেষ্টা বিফল হইয়াছিল। ক্যাথারিণ পিটারের সেই অসমাপ্ত কার্য সমাপ্ত করিতে চাহিলেন। (২) ইহা ভিন্ন তিনি রাশিয়ার পক্ষে রাজ্যবিস্তার নীতিও গ্রহণ করিলেন।

আভ্যন্তরীণ নীতির উদ্দেশ্য : (১) রাজশক্তি বৃদ্ধি, (২) পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার বিস্তৃতি

পররাষ্ট্র-নীতির উদ্দেশ্য : (১) কৃষ্ণ-সাগর-পথ উন্মুক্তকরণ, (২) রাজ্যবিস্তার

আভ্যন্তরীণ কার্যকলাপ (Internal Activities) : ক্যাথারিণ পিটারের ইঙ্গিত অনুসরণ করিয়া নিজ শক্তি বৃদ্ধি করিলেন। (১) তিনি সমগ্র দেশটিকে ৪৪টি প্রদেশে ভাগ করিলেন। এই সকল প্রদেশকে আবার জেলায় ভাগ করা হইল। এই সকল বিভিন্ন অংশের শাসনকার্য তিনি তাঁহার নিজ কর্তৃত্বাধীনে রাখিলেন। (২) শাসন-কার্য পরিচালনায় তিনি অভিজাত শ্রেণীর সহায়তা গ্রহণ করিলেন। কিন্তু রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা তাঁহার হাতেই রহিল। (৩) দেশের আইন-কানুন একত্রে সন্নিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিবার এবং প্রয়োজনবোধে সেগুলি পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের জন্য ক্যাথারিণ একটি

সংস্কার : (১) দেশ ৪৪টি প্রদেশে ও প্রদেশ জেলায় বিভক্ত

(২) অভিজাত শ্রেণীর সহায়তা—নিজ সর্বাত্মক প্রাধান্য

বিশেষজ্ঞ সমিতি স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁহার এই চেষ্টা সফল হয় নাই। (৪) তিনি চার্চের সম্পত্তি রাষ্ট্রের অধীনে লইয়া আসেন। ইহার ফলে রুশ ধর্মাধিষ্ঠান একটি সরকারী বিভাগে পরিণত হয়। (৫) তিনি ফরাসী দার্শনিকদের সহিত কেবলমাত্র পত্রালাপ করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, তিনি "এন্‌সাইক্লোপিডিয়া"র (Encyclopaedia) আদি প্রণেতা ফরাসী দার্শনিক ও লেখক ডেনিস ডিডেরোকে (Denis Diderot) তাঁহার সভায় সাদরে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সেণ্ট পিটার্সবার্গ তাঁহার সময়ে সাহিত্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতির এক কেন্দ্রস্থলে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহার আমলে রাশিয়ায় বহু স্কুল স্থাপিত হয়। তিনি ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতির চেষ্টা করেন। ইহা ভিন্ন সর্বসাধারণের উপকারার্থে তিনি হাসপাতাল স্থাপনের ব্যবস্থা করেন।

(৩) আইন-কানুন লিপিবদ্ধ করা: বিফলতা

(৪) চার্চ সরকারী বিভাগে পরিণত

(৫) সেণ্ট পিটার্সবার্গ শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থলে পরিণত

পররাষ্ট্র-নীতি (Foreign Policy): পররাষ্ট্র বিষয়েও ক্যাথারিণ পিটারের ইঙ্গিত অনুসারে চলিয়াছিলেন। তিনি পশ্চিম-ইওরোপের রাজনীতিতে রাশিয়াকে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিলেন। তিনি কৃষ্ণসাগরতীরে রাশিয়ার আধিপত্য বিস্তার করিয়া পশ্চিম-ইওরোপের সহিত যোগাযোগের নূতন পথ উন্মুক্ত করিতে চাহিলেন। ঐ সময়ে রাশিয়ার নিকটবর্তী দুইটি দেশ—তুরস্ক ও পোল্যাণ্ড তাঁহাকে সেই সুযোগ দান করিল।

তুরস্ক ও পোল্যাণ্ড কর্তৃক সুযোগদান

(১) ক্যাথারিণ প্রাশিয়ার রাজা ফ্রেডারিক-দি-গ্রেটের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না।* সিংহাসন লাভ করিয়াই ক্যাথারিণ প্রাশিয়ার সহিত পূর্বেকার মিত্রতা-চুক্তি নাকচ করিলেন। অবশ্য তিনি প্রাশিয়ার সহিত কোন প্রকাশ্যদ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইলেন না, কিন্তু পোল্যাণ্ড-ব্যবচ্ছেদের সময় হইতে রাশিয়া ও প্রাশিয়ার মৈত্রী পুনরায় দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত হইল। বস্তুত, সেই সময় হইতে প্রাশিয়ার সহিত মিত্রতা বজায় রাখিয়া চলা দ্বিতীয় ক্যাথারিণের পররাষ্ট্র-নীতির অন্যতম মূল সূত্রে পরিণত হইল। এই মিত্রতার সুযোগ

প্রাশিয়ার সহিত পূর্বের চুক্তি নাকচ—সাময়িক মৈত্রী—মৈত্রী নাশ

* ফ্রেডারিক সমসাময়িক রাণীদের—রাশিয়ার এলিজাবেথ, দ্বিতীয় ক্যাথারিণ, অস্ট্রিয়ার ম্যারিয়া থেরেসা ও ফ্রান্সের ম্যাডাম ডি পম্পাডোর সম্পর্কে ব্যঙ্গ কবিতা লিখিতেন।

লইয়াই প্রাশিয়া ক্যাথারিণকে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে ইংলণ্ডের সাহায্যার্থে অবতীর্ণ হইতে বাধা দিতে সমর্থ হইয়াছিল। ইহার কারণ ছিল এই যে, সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে ইংলণ্ড প্রাশিয়ার সাহায্য লাভের জন্য যে অর্থ সাহায্য দিতে প্রস্তুত হইয়াছিল সেই প্রতিশ্রুত অর্থ দেয় নাই এবং প্রাশিয়ার সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়াও চলে নাই। কিন্তু তুরস্কের সহিত রাশিয়ার যুদ্ধ শুরু হইলে ফ্রেডারিক রাশিয়াকে কোনপ্রকার সাহায্য দিতে রাজী হইলেন না। ভবিষ্যতে অস্ট্রিয়া অথবা রাশিয়ার সহিত যুদ্ধে প্রাশিয়া তুরস্কের সাহায্যলাভে সমর্থ হইবে, এই আশায় ফ্রেডারিক রুশ-তুর্কী বিবাদে অংশ গ্রহণ করিলেন না। ফলে রুশ-প্রাশিয়া মৈত্রী বিনষ্ট হইল।

(২) দ্বিতীয় ক্যাথারিণ নিকটবর্তী রাজ্য পোল্যাণ্ডের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া সেখানে নিজ প্রাধান্য বিস্তারে মনোযোগী হইলেন। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে পোল্যাণ্ডের রাজা তৃতীয় অগাস্টাসের মৃত্যু ঘটিলে তিনি প্রাশিয়ার সহায়তায় নিজ মনোনীত প্রার্থী স্টেনিস্‌ল্যাস পনিয়াটোস্কি (Stanislaus Poniatowski)-কে তথাকার সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। এইভাবে তিনি পোল্যাণ্ডের উপর রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইলেন। পোল্যাণ্ডের আভ্যন্তরীণ অব্যবস্থার সুযোগ লইয়া ক্রমে পোল্যাণ্ড আত্মসাৎ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি প্রাশিয়ার রাজা ফ্রেডারিকের সহিত এক গোপন-চুক্তি সম্পাদন করেন। এই চুক্তির মর্ম ছিল পোল্যাণ্ডকে চিরকাল দুর্বল রাখা। প্রাশিয়ার রাজা ফ্রেডারিক যখন পোল্যাণ্ড ব্যবচ্ছেদের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন তখন ক্যাথারিণ তাহাতে সম্মত হইয়া ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে পোল্যাণ্ডের প্রথম ব্যবচ্ছেদের দ্বারা ডুইনা নদী হইতে নীপার নদীর মধ্যবর্তী সকল স্থান দখল করিলেন।

পোল্যাণ্ডের সিংহাসনে নিজ মনোনীত প্রার্থী স্থাপন

প্যোল্যাণ্ডের প্রথম ব্যবচ্ছেদ (১৭৭২) দ্বারা ডুইনা হইতে নীপার পর্যন্ত স্থান দখল

(৩) পোল্যাণ্ডে রুশ-প্রাধান্যের বিস্তৃতি তুর্কীশক্তির ঈর্ষা ও ভীতির সঞ্চার করিল। কারণ, পোল্যাণ্ডের নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহ ঐ সময়ে তুরস্ক সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। ইহা ভিন্ন ফ্রান্স রাশিয়ার অগ্রগতি সহজমনে গ্রহণ করিতে পারিতেছিল না। ফ্রান্সের প্ররোচনায় তুরস্ক রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল (১৭৬৮)। কিন্তু দুর্বল তুর্কীশক্তি বেশিদিন রাশিয়ার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ

রুশ-তুর্কী যুদ্ধ (১৭৬৮-১৭৭৪)

না হইয়া ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে কুসুক কেইনারজি (Kutchuk Kainardji)-র সন্ধি স্থাপনে বাধ্য হইল। এই সন্ধির শর্তানুসারে (ক) রাশিয়া কৃষ্ণসাগরের উত্তর উপকূলে আজফ্ বন্দর লাভ করিল। (খ) ইহা ভিন্ন, বস্‌ফোরাস্ ও দার্দানেলিস্ প্রণালী দিয়া ভূমধ্যসাগরে বাণিজ্য-জাহাজ প্রেরণের অধিকার লাভ করিল। (গ) কৃষ্ণসাগরের উত্তর অঞ্চলের সকল স্থানের উপরই রাশিয়ার প্রাধান্য স্থাপিত হইল। (ঘ) তুরস্ক সাম্রাজ্যের অধীন সকল গ্রীক চার্চের স্বার্থরক্ষার অধিকারও রাশিয়া লাভ করিল। এই শর্তটির সুযোগ গ্রহণ করিয়া পরবর্তী কালে রাশিয়া তুরস্ক সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ভবিষ্যতে ক্রিমিয়া দখল করিবার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে এবং পূর্বাঞ্চলের সমস্যার সূত্রপাত হিসাবে এই সন্ধির যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল।

কুসুক কেইনারজির সন্ধি (১৭৭৪): ইহার গুরুত্ব

(৪) কুসুক কেইনারজির সন্ধিতে সাফল্যলাভ করিয়া ক্যাথারিণের তুরস্কের দিকে রাজ্য-বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাইল। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় যোসেফের সহিত এক মিত্রতা-চুক্তি স্বাক্ষর করেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, দানিউব অঞ্চলে রাশিয়ার বিস্তৃতি অস্ট্রিয়া সহ্য করিবে না। এইজন্য ক্যাথারিণ দ্বিতীয় যোসেফ্‌কে কূটনৈতিক চালের দ্বারা রুশ-অস্ট্রিয়ার মিত্রতা-চুক্তি স্বাক্ষরে উৎসাহিত করিলেন। এই চুক্তির শর্তানুসারে যোসেফ্ তুরস্ক সাম্রাজ্যের দিকে রাশিয়ার অগ্রগতিতে বাধা দিবেন না এই কথা স্থির হইল। এই সুযোগ লইয়া ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাথারিণ ক্রিমিয়া (Crimea) দখল করিয়া লইলেন। ক্রিমিয়া দখল করিবার ফলে তুরস্ক সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপলের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হইল। দুর্বল তুরস্ক রাশিয়া কর্তৃক ক্রিমিয়া-অধিকার মানিয়া লইতে বাধ্য হইল।

কুসুক কেইনারজির সন্ধির ফলে ক্যাথারিণের রাজ্য-লিপ্সা বৃদ্ধি

অস্ট্রিয়ার দ্বিতীয় যোসেফ্ ও ক্যাথারিণের মিত্রতা (১৭৮১): ক্রিমিয়া দখল (১৭৮৩)

(৫) ঐ সময়ে দ্বিতীয় যোসেফ্ ও দ্বিতীয় ক্যাথারিণ তুরস্ক সাম্রাজ্য নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইবার গোপন পরামর্শ করিলেন। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্কের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় যুদ্ধ শুরু হইল। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় যোসেফের মৃত্যু ঘটিলে দ্বিতীয় লিওপোল্ড অস্ট্রিয়ার সম্রাট হইলেন। রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার

স্বার্থান্বেষী যুদ্ধনীতি রোধ করিবার উদ্দেশ্যে ইংলণ্ড, প্রাশিয়া ও হল্যাণ্ড এই যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিবে বলিয়া ভীতি প্রদর্শন করিলে অস্ট্রিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় লিওপোল্ড ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্কের সহিত যুদ্ধ মিটাইয়া ফেলিলেন। ক্যাথারিণ একাকী আরও দুই বৎসর যুদ্ধ চালাইয়া ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে জ্যাসি (Jassy)-র সন্ধি দ্বারা যুদ্ধের অবসান ঘটাইলেন। এই সন্ধির ফলে রাশিয়া কৃষ্ণসাগরের তীরে ওচাকভ্ (Ochakov) নামে একটি বন্দর প্রাপ্ত হইল। নিষ্টার নামক নদী রাশিয়া ও তুরস্কের সীমা হিসাবে স্বীকৃত হইল।

দ্বিতীয় রুশ-তুরস্ক যুদ্ধ (১৭৮৭-'৯২), জ্যাসি-র সন্ধি (১৭৯২): রাশিয়ার ওচাকভ্ বন্দর লাভ, নিষ্টার নদী রুশ-তুরস্কের সীমা নির্ধারিত

১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী বিপ্লব শুরু হইল। ক্যাথারিণ ছিলেন বিপ্লবের বিরোধী। রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া বিপ্লব-প্রসূত যুদ্ধে যোগদান করিলে সেই সুযোগে পোল্যাণ্ড আত্মসাৎ করা-ই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। কিন্তু কার্যত তাঁহাকে অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার সহিত মিলিতভাবেই পোল্যাণ্ড ব্যবচ্ছেদ করিতে হইল। রুশ-তুর্কী দ্বিতীয় যুদ্ধের সুযোগে পোল্যাণ্ডবাসীরা তাহাদের শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু ক্যাথারিণ ইহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে জ্যাসি-র সন্ধিতে দ্বিতীয় রুশ-তুর্কী যুদ্ধ শেষ হইলে তিনি পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিলেন এবং সংস্কারপন্থীদের যথাযথ শাস্তি দান করিয়া ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে পোল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থা করিলেন। এই বার রাশিয়া 'লিট্‌ল রাশিয়া', পূর্ব-পোল্যাণ্ড ও মিন্‌স্ক্ দখল করিল। পোল্যাণ্ডের যে অংশটুকু তখনও অবশিষ্ট ছিল সেখানে এক বিদ্রোহ দেখা দিলে ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাথারিণ তাহা কঠোর হস্তে দমন করেন এবং ঐ বৎসর-ই তৃতীয় এবং শেষবার পোল্যাণ্ড ব্যবচ্ছেদ করা হয়। এইবার রাশিয়া গ্যালিশিয়া ও ডুইনার মধ্যবর্তী সকল স্থান লাভ করিল। এইভাবে রাশিয়ার রাজ্য বিস্তার করিয়া ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাথারিণ মৃত্যুমুখে পতিত হন।

পোল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ব্যবচ্ছেদ: রাশিয়ার লাভ: লিট্‌ল রাশিয়া, পূর্ব-পোল্যাণ্ড ও মিন্‌স্ক্ (১৭৯৩)

তৃতীয় ব্যবচ্ছেদ: রাশিয়ার লাভ: গ্যালিশিয়া ও ডুইনার মধ্যবর্তী সকল স্থান লাভ (১৭৯৫)

ক্যাথারিণের কৃতিত্ব বিচার (Estimate of Catherine II): জার্মানির এক অজ্ঞাত রাজবংশের কন্যা ক্যাথারিণ রাজনৈতিক কারণে

রাশিয়ার জারের পত্নী হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি নিজ ক্ষমতাবলে রাশিয়ার ইতিহাসের স্মরণীয় অধ্যায় রচনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার আভ্যন্তরীণ সংস্কার রুশ শাসনব্যবস্থাকে সুদৃঢ় ও সুবিন্যস্ত করিয়াছিল। শিক্ষার উন্নতি, জনস্বাস্থ্যের উন্নতি, ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার ইত্যাদি সকল দিক্ দিয়াই তাঁহার শাসন প্রজাহিতৈষী ছিল। অবশ্য তিনি কৃষকদের সাহায্যের জন্য কিছুই করেন নাই। অভিজাত শ্রেণীর সহায়তায় শাসনকার্য পরিচালনার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপই সমাজের নিম্নস্তরের উন্নতিসাধন করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। বিদ্যার প্রতি তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল বটে, কিন্তু জনসাধারণের জন্য স্কুল স্থাপনের পশ্চাতে জনসাধারণকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার ইচ্ছা অপেক্ষা বহির্জগতে খ্যাতি অর্জনের আকাঙ্ক্ষাই ছিল তাঁহার বেশি।* ফরাসী বিপ্লব আরম্ভ হইলে তাঁহার শাসনব্যবস্থা অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল হইয়া উঠিয়াছিল। তথাপি ইহা অনস্বীকার্য যে, ক্যাথারিণ রাশিয়ার প্রভূত উন্নতিসাধন করিয়া গিয়াছিলেন।

শক্তিশালী শাসনব্যবস্থা

প্রজাহিতৈষী, কিন্তু কৃষকদের কোন উন্নতি করেন নাই

স্কুল স্থাপনে আত্মমর্যাদা বৃদ্ধির ইচ্ছাই বলবতী

রাশিয়ার প্রভূত উন্নতিসাধন

পররাষ্ট্রক্ষেত্রে পিটারের আরব্ধ "উষ্ণ-জল নীতি" বা "পশ্চিমদিকে জানালা খুলিবার নীতি" অনুসরণ করিয়া তিনি কৃষ্ণসাগরের পথে ভূমধ্যসাগরে প্রবেশ করিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন। তিনি আজফ্, ইউক্রেইন ও ক্রিমিয়া অধিকার করিয়া রাশিয়ার রাজ্য ও শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। পিটার রাশিয়াকে শক্তিশালী করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ক্যাথারিণ রাশিয়ার শক্তি ইওরোপে অনুভূত করাইয়াছিলেন।

পিটার কর্তৃক আরব্ধ নীতির অনুসরণ

ক্যাথারিণের পররাষ্ট্র-নীতির বিরুদ্ধে বলা যায় যে, তিনি তুরস্ক গ্রাস করিবার নীতি অনুসরণ করিয়া "পূর্বাঞ্চলের" জটিল সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ক্যাথারিণের বহু পূর্ব হইতেই ইওরোপীয় শক্তিবর্গ ইওরোপ মহাদেশ হইতে তুর্কী শক্তির অধিকার দূর করিতে বদ্ধপরিকর ছিল। পিটার-দি-গ্রেট-এর

পূর্বাঞ্চলের সমস্যার সৃষ্টি

* "My dear prince, do not complain that the Russians have no desire for instruction ; if I institute schools, it is not for us,—it is for Europe where we must keep our position in public opinion. But the day when our peasants shall wish to become enlightened, both you and I will lose our places."—Catherine to Governor of Moscow, *Ibid*, p. 324.

আমলে তুরস্ক সাম্রাজ্য গ্রাস করিয়া রুশ অধিকার প্রসার-নীতি অনুসৃত হইয়াছিল। তথাপি দ্বিতীয় ক্যাথারিণের আমলেই প্রকৃতপক্ষে পূর্বাঞ্চলের সমস্যার (Eastern or the Near Eastern Question) উদ্ভব ঘটিয়াছিল বলা যাইতে পারে।* স্লাভ জাতি কর্তৃক সাম্রাজ্য ও শক্তি নাশের এবং কনস্টান্টিনোপল অধিকারেব ধারাবাহিক ও বদ্ধপরিকর চেষ্টা ক্যাথারিণের আমল হইতেই শুরু হয়। ইহার ফলে ফ্রান্স, ইংলণ্ড, অস্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইতে চলিলে পূর্বাঞ্চলের সমস্যা ক্রমেই জটিল হইয়া উঠিতে থাকে।

পোল্যাণ্ড গ্রাসনীতি ত্রুটিপূর্ণ

ইহা ভিন্ন পোল্যাণ্ডের উপর যখন রুশ প্রাধান্য ও প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান, তখন তিনি পোল্যাণ্ড-ব্যবচ্ছেদে রাজী হইয়া রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যবর্তী একটি নিরপেক্ষ দেশ (Buffer State) বিনষ্ট করিয়াছিলেন। ইহাতে ভবিষ্যতে নানাপ্রকার জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু মোট লাভের দিক দিয়া বিচার

ইওবোপীয বাজ-নীতিতে রাশিযার প্রতিষ্ঠা

করিলে তিনি রাশিয়ার সীমা ও শক্তি বৃদ্ধি করিয়া ইওবোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রে রাশিয়াকে আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র-নীতিতেও তিনি ছিলেন পিটারের সুযোগ্যা অনুগামিনী।

পরবর্তী জারগণ (Later Czars): ক্যাথারিণের মৃত্যুর (১৭৯৬) পর তাঁহার পুত্র প্রথম পল রাশিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি

জার প্রথম পল (১৭৯৯-১৮০১)

নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে যে দ্বিতীয় শক্তি-সমবায় গঠন করা হইয়াছিল তাহাতে যোগদান করেন। কিন্তু জুরিকের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনি শক্তি-সমবায় পরিত্যাগ করেন এবং নেপোলিয়নের সহিত মিত্রতা স্থাপন

জার প্রথম আলেক-জাণ্ডার (১৮০১-২৫)

করেন। ঐ সময়ে নেপোলিয়ন ও প্রথম পলের মধ্যে ইংরেজ-অধীন ভারতবর্ষ আক্রমণের এক পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছিল। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম পল আততায়ীর হস্তে নিহত হন এবং প্রথম আলেকজাণ্ডার জার-পদ লাভ করেন। ইনি নেপোলিয়নের পরাজয়ের অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

---

* "To Catherine II belongs the credit of having definitely opened the Eastern Question in its modern form." Hassall, p. 367.

সপ্তম অধ্যায়

স্পেনের পুনরুজ্জীবন

(Revival of Spain)

ইউট্রেক্ট-এর সন্ধির পরবর্তী কালে ইওরোপ (Europe after the Treaty of Utrecht) : চতুর্দশ লুই-এর আমলে ফ্রান্সের উত্থানের ফলে যে সকল সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছিল, ইউট্রেক্ট-এর সন্ধি তাহার সমাধান করিয়া ইওরোপের শক্তিসাম্য পুনঃস্থাপন করিয়াছিল। এই সন্ধি দ্বারা সর্বাধিক লাভবান হইয়াছিল ইংলণ্ড। এই সন্ধি ফ্রান্সকে ইওরোপের শ্রেষ্ঠ শক্তি বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল। সুতরাং ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের পক্ষে ইউট্রেক্ট-এর সন্ধির শর্তগুলি রক্ষা করা প্রয়োজন ছিল। অপর দিকে অস্ট্রিয়া, নেদারল্যাণ্ড ও ইতালির কতক অংশ লাভ করিয়া বিশাল স্পেনীয় সাম্রাজ্য পাইবার আশা ত্যাগ করিবার দুঃখ ভুলিতে পারিতেছিল না। অপরদিকে স্পেনবাসী ও চতুর্দশ লুই-এর পৌত্র পঞ্চম ফিলিপ স্পেনীয় সাম্রাজ্যের ব্যবচ্ছেদ সহজ মনে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ইহা ভিন্ন পঞ্চম ফিলিপের ইচ্ছা ছিল ফ্রান্সেরও সিংহাসন লাভ করা। সুতরাং ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের দিক হইতে ইউট্রেক্ট-এর সন্ধির শর্তগুলি রক্ষা করা যেমন প্রয়োজন ছিল, স্পেন ও অস্ট্রিয়ার পক্ষে সেগুলি নষ্ট করাই ছিল তেমনি প্রয়োজন।

ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সন্ধির শর্তরক্ষার প্রয়োজন : স্পেন ও অস্ট্রিয়ার শর্তভঙ্গের প্রয়োজন

এদিকে চতুর্দশ লুই-এর মৃত্যুর পর তাঁহার নাবালক পৌত্র পঞ্চদশ লুই ফ্রান্সের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তাঁহার নাবালকত্বে অর্লিয়েন্সের ডিউক রাজ-প্রতিনিধির কাজ গ্রহণ করিলেন। পঞ্চদশ লুই ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল, স্বাস্থ্যহীন বালক। তাঁহার বাঁচিয়া থাকার আশা নাই মনে করিয়া অর্লিয়েন্সের ডিউক ভবিষ্যতে ফরাসী সিংহাসন লাভের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেন। অপর দিকে স্পেনরাজ পঞ্চম ফিলিপ ইউট্রেক্ট-এর সন্ধি উপেক্ষা করিয়া ফরাসী সিংহাসনে আরোহণের আশা পোষণ করিতেন।

ডিউক অব্ অর্লিয়েন্স ও পঞ্চম ফিলিপের ফরাসী সিংহাসন লাভের আশা

এমতাবস্থায় ফ্রান্স স্বভাবতই ইউট্রেক্ট-এর সন্ধির শর্তগুলি রক্ষার ব্যাপারে অধিকতর মনোযোগী হইল। ইংলণ্ডে তখন হ্যানোভার বংশের প্রথম জর্জ রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার ভয় ছিল যদি বা হ্যানোভার হস্তচ্যুত হইয়া যায়। ইহা ভিন্ন তাঁহার সমস্যা ছিল স্টুয়ার্ট রাজবংশের সপক্ষে ইংলণ্ডে যে দল সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা হইতে হ্যানোভার বংশের দাবী রক্ষা করা। সুতরাং ইংলণ্ড ও ফ্রান্স নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষার্থে মিত্রতা স্থাপনে প্রস্তুত হইল; ইংলণ্ডে তখন স্ট্যানহোপ মন্ত্রিত্ব করিতেছিলেন। ফরাসী পররাষ্ট্র মন্ত্রী দুবো (Dubois) ও স্ট্যানহোপ হল্যাণ্ডকে তাঁহাদের পক্ষে টানিলেন। হল্যাণ্ড ইউট্রেক্ট-এর সন্ধি দ্বারা নেদারল্যাণ্ডে এক সারি দুর্গ স্থাপনের অধিকার পাইয়াছিল। অস্ট্রিয়ার উদ্দেশ্য ছিল এই সকল দুর্গ ভাঙ্গিয়া ফেলা এবং শেল্ট্ নদীতে অস্ট্রিয়ার জাহাজ চলাচলের অধিকার আদায় করা। এই ভয়ে ভীত হল্যাণ্ড স্বভাবতই ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সহিত যোগ দিতে রাজী হইল। ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ডের মধ্যে এক মিত্রতা-চুক্তি (Triple Alliance) স্থাপিত হইল। অপর দিকে অস্ট্রিয়া ও স্পেনের মধ্যে ইতালি ও নেদারল্যাণ্ড অধিকার-সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব তখন আসন্নপ্রায়। ফলে, ইওরোপের রাজনীতিক্ষেত্রে তখন এক যুদ্ধের ছায়া পতিত হইয়াছিল। ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডের আভ্যন্তরীণ অবস্থাও তখন শান্তিপূর্ণ ছিল না। সুতরাং ইওরোপের শান্তি বজায় রাখা ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রীয় স্বার্থের দিক দিয়া প্রয়োজন ছিল।

ইঙ্গ-ফরাসী মৈত্রীর প্রস্তুতি

ত্রয়ীশক্তি সমবায় চুক্তি (Triple Alliance,)

স্পেনের পুনরুজ্জীবন (Revival of Spain) : ইওরোপের রাজনৈতিক পরিস্থিতি যখন এইরূপ, তখন স্পেনের এক ব্যাপক পুনরুজ্জীবন শুরু হয়। এই পুনরুজ্জীবনের কার্য কার্ডিন্যাল আল্‌বেরোণী (Alberoni) নামে একজন বিদেশী মন্ত্রী কর্তৃক আরব্ধ হয়। ইনি ছিলেন পঞ্চম ফিলিপের দ্বিতীয় পক্ষের রাণী এলিজাবেথ ফার্নেসির স্বদেশবাসী। উভয়েরই মাতৃভূমি ছিল ইতালির পার্মা নামক প্রদেশে।

আল্‌বেরোণী (Alberoni) : আল্‌বেরোণী ছিলেন জনৈক উদ্যান-রক্ষকের পুত্র, কিন্তু তাঁহার রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও কর্মক্ষমতা ছিল অসাধারণ।

স্পেন সরকার তাঁহাকে আভ্যন্তরীণ সংস্কার-সাধনের পূর্ণ সুযোগ দান করেন।

স্পেনের আভ্যন্তরীণ পুনরুজ্জীবন

আল্‌বেরোণী প্রথমেই রাজস্ব বিভাগের সংস্কার কার্যে হস্তক্ষেপ করিলেন। অপ্রয়োজনীয় রাজকর্মচারিপদ উঠাইয়া দিয়া, রাজস্ব আদায়ের উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া তিনি স্পেন-সরকারের আর্থিক অবস্থার উন্নতি বিধান করিলেন। কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্য উৎসাহিত করিয়া তিনি এক অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের সৃষ্টি করিলেন এবং নৌবাহিনী ও সেনা-বাহিনীর পুনর্গঠন করিয়া স্পেন-রাষ্ট্রের শক্তি বৃদ্ধি করিলেন। আল্‌বেরোণী স্পেনকে এক সামুদ্রিক ও বাণিজ্যিক শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। সামরিক শক্তি হিসাবে স্পেনকে প্রতিষ্ঠিত করা অপেক্ষা অর্থনৈতিক শক্তিসঞ্চয় এবং সামুদ্রিক ও বাণিজ্যিক প্রাধান্য স্থাপন করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। এইজন্য তিনি স্পেনের প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগাইয়া স্পেনের বাণিজ্যবৃদ্ধির চেষ্টা করেন।

তাঁহার উদ্দেশ্য: অর্থ-নৈতিক শক্তিসঞ্চয়, সামুদ্রিক ও বাণিজ্যিক প্রাধান্য স্থাপন

আল্‌বেরোণী মনে করিতেন যে, সপ্তদশ শতাব্দীতে স্পেনের পতনের মূলে ছিল স্পেনের শাসনব্যবস্থার ত্রুটি এবং শাসনব্যবস্থায় অভিজাতশ্রেণীর প্রাধান্য। সুতরাং তিনি অভিজাত সম্প্রদায় পরিচালিত মুষ্টিমেয়তন্ত্রের পক্ষপাতী ছিলেন না। আভ্যন্তরীণ উন্নয়ন কার্যের সঙ্গে সঙ্গে উপনিবেশ স্থাপন, বাণিজ্য-বিস্তার, নৌবহর-গঠন ইত্যাদিতে তিনি মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার মন্ত্রিত্বকালে স্পেন দ্রুত পদক্ষেপে উন্নতির পথে ধাবিত হইয়াছিল।

অভিজাতশ্রেণীর প্রাধান্য অস্বীকৃত

উপনিবেশ স্থাপন, বাণিজ্য-বিস্তার, নৌবহর-গঠন

কেবলমাত্র আভ্যন্তরীণ নীতিতে-ই নহে, পররাষ্ট্র-নীতির দিক দিয়াও আল্‌বেরোণী তাঁহার দূরদর্শিতার পরিচয় দান করিয়াছিলেন। কিন্তু পঞ্চম ফিলিপ ও তাঁহার রাণী এলিজাবেথ ফার্নেসির পরামর্শমত চলিতে গিয়া তাঁহার পররাষ্ট্র-নীতি তেমন কার্যকরী হইতে পারে নাই।

দূরদর্শী পররাষ্ট্র-নীতি: পঞ্চম ফিলিপ ও এলিজাবেথ ফার্নেসির বাধা দান

আল্‌বেরোণী বুঝিয়াছিলেন যে, ফ্রান্সের সহিত সদ্ভাব রাখিয়া চলা স্পেনের পররাষ্ট্রীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য একান্ত প্রয়োজন। পঞ্চম ফিলিপের ফরাসী

সিংহাসনের উপর লোভ থাকায় ফ্রান্সের সহিত মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হওয়া সম্ভব হইবে না, ইহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি ডিউক অব অর্লিয়েন্সের সহিত প্রকাশ্য বিরোধের পক্ষপাতী ছিলেন না। সেইজন্য তিনি অস্ট্রিয়া কর্তৃক ইতালির উপর প্রাধান্য-বিস্তার প্রতিহত করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ইহার অপর কারণও ছিল। এলিজাবেথ ফার্নেসি ছিলেন পঞ্চম ফিলিপের দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী। প্রথম পক্ষের পত্নীর পুত্রসন্তান থাকায় এলিজাবেথ-এর পুত্র ডন্ কার্লোস্ (Don Carlos) স্পেনের সিংহাসন পাইবেন না বুঝিতে পারিয়া তিনি ইতালির পার্মা ও পিয়াকেঞ্জা নামক স্থান দুইটি এবং ইউট্রেক্ট-এর সন্ধি দ্বারা স্পেন যে-সকল স্থান হারাইয়াছিল তাহা নিজ পুত্রের জন্য দখল করিতে মনস্থ করিলেন। পার্মা ছিল তাঁহার পিতৃদেশ। সেখানে এবং পিয়াকেঞ্জায় তখন তাঁহার নিঃসন্তান ভ্রাতা রাজত্ব করিতেছিলেন। সুতরাং এই দুইটি স্থানের উত্তরাধিকার তাঁহার পুত্র ডন্ কার্লোসের পক্ষে প্রাপ্তির সম্ভাবনাও ছিল।

তাঁহার ব্যক্তিগত নীতি ছিল ফ্রান্সের সহিত মৈত্রী স্থাপন

এলিজাবেথ ফার্নেসির আকাঙ্ক্ষা

পুত্রের পক্ষে পার্মা ও পিয়াকেঞ্জা লাভের সম্ভাবনা

আল্‌বেরোণী খুব সতর্কতা অবলম্বন করিয়া চলিতেছিলেন। তিনি ইংলণ্ডকে স্পেনীয় আমেরিকায় বাণিজ্য করিবার অধিকার দান করিয়া ইংলণ্ডের সহিত সদ্ভাব রাখিয়া চলিলেন। কিন্তু তাঁহার নীতি দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না, কারণ, মিলান নামক স্থানে একজন স্পেনীয় রাজকর্মচারী অস্ট্রিয়ার সরকার কর্তৃক ধৃত হইলে আল্‌বেরোণী অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধ্য হইলেন। স্পেনীয় নৌবহর সহজেই সার্ডিনিয়া দখল করিয়া সিসিলি অবরোধ করিল। স্পেনের এই আক্রমণ প্রতিহত করিয়া ইউট্রেক্ট-এর সন্ধির শর্ত রক্ষার জন্য ত্রিশক্তি—ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও হল্যাণ্ড স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। প্যাসারো অন্তরীপের (Cape Passero) নিকট এক বৃটিশ নৌ-বাহিনীর হস্তে স্পেনীয় নৌবহর পরাজিত হইল। ইহা ভিন্ন স্কটল্যাণ্ডে স্টুয়ার্ট বংশের সপক্ষে যে বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল তাহার

অনিচ্ছাসত্ত্বেও অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

ত্রিশক্তি সমবায়ের বিরোধিতা

প্যাসারোর যুদ্ধ: স্পেন পরাজিত

চতুঃশক্তি সমবায়

সাহায্যার্থে প্রেরিত স্পেনীয় বাহিনী বিস্কে উপসাগরে এক প্রবল তুফানে বিধ্বস্ত হইল। অস্ট্রিয়া নিজ শক্তি বৃদ্ধির জন্য ত্রিশক্তি সমবায়ে যোগদান করিলে ত্রিশক্তি সমবায় চতুঃশক্তি সমবায়ে পরিণত হইল।

আল্‌বেরোণী এই সঙ্কট মুহূর্তে কূটকৌশলের দ্বারা সুইডেনরাজ দ্বাদশ চার্লস্ ও রাশিয়ার জার পিটারের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন। কিন্তু কোনরূপ সাহায্য লাভের পূর্বেই দ্বাদশ চার্লসের মৃত্যু হইলে তাঁহার সকল আশা ব্যর্থ হইল। পরিস্থিতি বিবেচনায় পঞ্চম ফিলিপ চতুঃশক্তি সমবায়ের সহিত যুদ্ধ মিটাইয়া ফেলিলেন। এই মীমাংসার শর্তানুসারে পঞ্চম ফিলিপ আল্‌বেরোণীকে পদচ্যুত করিতে বাধ্য হইলেন (১৭১৯)। এইভাবে স্পেন কর্তৃক ইউট্রেক্ট-এর সন্ধির পরিবর্তনের চেষ্টা বিফল হইল।

আল্‌বেরোণীর কূট-কৌশল ব্যর্থ, যুদ্ধের অবসান (১৭১৯), আল্‌বেরোণীর পদচ্যুতি

আপাতদৃষ্টিতে আল্‌বেরোণীর পররাষ্ট্র-নীতি বিফল হইলেও প্রকৃত বিচারে তাহা বলা যায় না। তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই পরবর্তী স্পেনীয় মন্ত্রিগণ চলিয়াছিলেন। ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ডন্ ফিলিপের পার্মা ও পিয়াকেঞ্জা লাভ এবং অপর পুত্র ডন্ কার্লোসের সিসিলি ও ন্যাপ্‌লস্ লাভের মধ্যে আল্‌বেরোণীর পররাষ্ট্রনীতির সাফল্য পরিলক্ষিত হয়।* ইহা ভিন্ন আভ্যন্তরীণক্ষেত্রে স্পেনের পুনরুজ্জীবন আল্‌বেরোণীর চেষ্টায়ই সম্ভব হইয়াছিল।

তাঁহার সাফল্য

রিপার্ডা (Ripperda): আল্‌বেরোণীর পতনের পর রিপার্ডা নামে একজন ওলন্দাজ স্পেনের রাষ্ট্রপরিচালনার ভারপ্রাপ্ত হন। রিপার্ডা জাতিতে ছিলেন স্পেনীয়। তাঁহার জন্ম হইয়াছিল হল্যাণ্ডে। রিপার্ডা অস্ট্রিয়ার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া স্পেনের পররাষ্ট্র-নীতির উদ্দেশ্য সফল করিতে চাহিয়াছিলেন। ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অস্ট্রিয়ার সম্রাট ষষ্ঠ চার্লসের সহিত এক মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তি অনুসারে ষষ্ঠ চার্লস্ স্পেনের সিংহাসন, ন্যাপ্‌লস্, সিসিলি, মিলান ও নেদারল্যাণ্ডের উপর দাবি ত্যাগ করেন। পার্মা ও পিয়াকেঞ্জার উপর এলিজাবেথ ফার্নেসির পুত্রের দাবি স্বীকৃত হয়। ইহার

রিপার্ডার নীতি: স্পেন-অস্ট্রিয়া মৈত্রী

*Vide Hassall, p. 57.

পরিবর্তে স্পেন 'প্র্যাগ্‌ম্যাটিক স্যাংশন' রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হয়। সম্রাট ষষ্ঠ চার্লস্ জিব্রাল্টার ও মিনর্‌কা স্পেনকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য ইংলণ্ডকে অনুরোধ করিতে রাজী হন। ইহা ভিন্ন, এক বাণিজ্যচুক্তি দ্বারা স্পেন ষষ্ঠ চার্লসের ওস্টেণ্ড্ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি (East India Company at Ostend)-কে স্পেনীয় সাম্রাজ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্য করিবার অধিকার দান করিতে রাজী হইল। এক গোপন চুক্তি দ্বারা ষষ্ঠ চার্লস্ প্রয়োজন হইলে সামরিক সাহায্য দিয়া স্পেনকে জিব্রাল্টার ও মিনর্‌কা জয়ে সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। স্পেনের দুই রাজকুমারের সহিত অস্ট্রিয়ার রাজ-কুমারীদ্বয়ের বিবাহের প্রস্তাবও মোটামুটিভাবে স্থির হইল।

১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রিয়ার সহিত মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষরিত

দ্বিতীয় ও তৃতীয় চুক্তি

স্পেনের পররাষ্ট্র-নীতির আকস্মিক এই পরিবর্তনে সমগ্র ইওরোপ সচকিত হইল। ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড, প্রাশিয়া, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ 'লীগ্-অব-হ্যানোভার' নামে এক শক্তিসংঘ স্থাপন করিল। অপরদিকে সম্রাট ষষ্ঠ চার্লস্ রাশিয়ার রাণী দ্বিতীয় ক্যাথারিণ ও দক্ষিণ-জার্মানির রাজগণের অনেককে নিজের পক্ষভুক্ত করিলেন। ইওরোপ পুনরায় এক ব্যাপক যুদ্ধের সম্মুখীন হইল।

লীগ্-অব-হ্যানোভার

কিন্তু পরবৎসরই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটিল। অস্ট্রিয়ার রাষ্ট্রদূত স্পেনে উপস্থিত হইয়া যখন স্পেনের যুদ্ধ-প্রস্তুতির বিষয় অবগত হইতে চাহিলেন তখন জানা গেল যুদ্ধ পরিচালনার উপযুক্ত অর্থ স্পেনের নাই। ইহা ভিন্ন ষষ্ঠ চার্লস্ স্পেন রাজকুমারদের সহিত অস্ট্রিয়ার রাজকুমারীদের বিবাহে আর তেমন আগ্রহান্বিত ছিলেন না, কারণ জার্মানির প্রজারা এই বিবাহে অসম্মত ছিল। পরিস্থিতির এইরূপ পরিবর্তনে রিপার্ডা পদচ্যুত হইলেন (১৭২৬)। তিনি ইংলণ্ডে পলাইয়া গিয়া প্রাণে বাঁচিলেন। সেখান হইতে পরে মরক্কোয় গিয়া তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে সেখানেই প্রাণত্যাগ করেন।

স্পেনের অর্থাভাব, অস্ট্রিয়ার স্পেনীয় বিবাহে অসম্মতি, রিপার্ডা পদচ্যুত

ডন যোসেফ্ প্যাটিনো (Don Joseph Patino): রিপার্ডার পতনের পর ডন্ যোসেফ্ প্যাটিনো স্পেনের মন্ত্রী হইলেন। তিনি রিপার্ডার অনুসৃত নীতি গ্রহণ করিলেন। তিনি জিব্রাল্টার দখল করিবার

উদ্দেশ্যে এক নৌবাহিনী প্রেরণ করিলেন। ইওরোপে পুনরায় এক যুদ্ধের আবহাওয়া সৃষ্টি হইল। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া সকল দেশই সামরিক প্রস্তুতিতে মাতিয়া উঠিল। কিন্তু ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী ওয়ালপোলের শান্তি রক্ষার নীতি এবং স্পেন ও অস্ট্রিয়ার ক্রমবর্ধমান বিভেদ যুদ্ধের আশঙ্কা দূর করিল। অস্ট্রিয়ার সম্রাট নিজ কন্যা ম্যারিয়া থেরেসার উত্তরাধিকারের নিরাপত্তার জন্য 'প্র্যাগ্‌ম্যাটিক স্যাংশনে' ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের স্বাক্ষর গ্রহণ করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি স্পেনের সহিত মিত্রতা ত্যাগ করিলেন। এদিকে স্পেনের পঞ্চম ফিলিপ ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাফল্য লাভের আশা নাই দেখিয়া ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে প্যাড্রো'র চুক্তি দ্বারা যুদ্ধ মিটাইয়া ফেলিলেন। পরবৎসর জিব্রাল্টার ও মিনর্‌কার উপর দাবি ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সহিত স্পেনের এক সামরিক চুক্তি সম্পন্ন হইল। হল্যাণ্ডও এই চুক্তিতে যোগদান করিল। এই চুক্তি সেভাইল (Seville)-এর চুক্তি নামে পরিচিত। এই চুক্তি দ্বারা ওস্টেণ্ড্ কোম্পানির বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা নাকচ করা হইল।

জিব্রাল্টার আক্রমণ

ওয়ালপোলের শান্তি-রক্ষার নীতি ও অস্ট্রিয়ার শৈথিল্যের ফলে যুদ্ধের আশঙ্কা নাশ

অস্ট্রিয়া কর্তৃক স্পেনের মিত্রতা ত্যাগ

প্যাড্রো'র সন্ধি (১৭২৮)

অস্ট্রিয়ার সম্রাট ষষ্ঠ চার্লস্ ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সহায়তা লাভের জন্য যখন উদ্‌গ্রীব, তখন তাঁহার শত্রুশক্তি স্পেনের সহিত ইংলণ্ড ও ফ্রান্স সেভাইল-এর চুক্তি স্বাক্ষর করায় তিনি মর্মাহত হইলেন। তিনি ইতালির পার্মা, পিয়াকেঞ্জা প্রভৃতি স্থানের উপর স্পেনের উত্তরাধিকার বিনষ্ট করিবার জন্য পার্মার ডিউকের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তথায় সৈন্য প্রেরণ করিলেন। এলিজাবেথ ফার্নেসি প্রভৃত অর্থ দ্বারা ষষ্ঠ চার্লস্‌কে নিরস্ত করিলেন। ভিয়েনার সন্ধি (১৭৩১) দ্বারা ইংলণ্ড প্র্যাগ্‌ম্যাটিক স্যাংশন স্বীকার করিয়া লইল এবং চার্লস্ ওস্টেণ্ড্ কোম্পানি ভাঙ্গিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সহায়তায় এবং অস্ট্রিয়ার সম্রাটের সম্মতিক্রমে ডন্ কার্লোস্ পার্মা ও পিয়াকেঞ্জা দখল করিলেন। টাস্কেনির ডিউকও ডন্ কার্লোস্‌কে তাঁহার উত্তরাধিকারী করিলেন। ইওরোপে পুনরায় শান্তি ফিরিয়া আসিল।

অস্ট্রিয়ার আশা ব্যর্থ, অস্ট্রিয়ার পার্মা আক্রমণ: অর্থের দ্বারা ষষ্ঠ চার্লস্‌কে বশীভূত

পার্মা ও পিয়াকেঞ্জার ডন্ কার্লোসের উত্তরাধিকার স্বীকৃত

অষ্টম অধ্যায়

পূর্বাঞ্চলের বা নিকট-প্রাচ্যের সমস্যা

(The Eastern or Near Eastern Questions)

[পূর্ব-কথা (Retrospect) : ১৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ভিয়েনার প্রবেশপথে জন সোবিয়েস্কির হস্তে তুর্কী বাহিনীর পরাজয় পূর্ব-ইওরোপের রাজনৈতিক অবস্থার এক বিরাট এবং গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করে। ঐ সময় হইতেই তুরস্ক আক্রমণাত্মক নীতি পরিত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষার নীতি গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। তুরস্কের এই দুর্বলতাহেতু ইওরোপের পূর্বাঞ্চলে অথবা 'নিকট-প্রাচ্যে' (Near East) যে সমস্যা দেখা দেয়, তাহাই 'পূর্বাঞ্চলের সমস্যা' (Eastern Question) নামে অভিহিত। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া এই সমস্যা ইওরোপের রাজনীতিজ্ঞদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছে। পূর্বাঞ্চলের সমস্যা বা প্রশ্নটি হইল : 'তুরস্কের কি ব্যবস্থা করা হইবে ?'* ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়া তুরস্কের গুরুত্ব ছিল যথেষ্ট। স্বভাবতই তুরস্ক সাম্রাজ্যের অংশ দখল করা প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির স্বার্থের দিক হইতে অত্যন্ত কাম্য ছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ তুরস্কের দুর্বলতা যখন ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে সেই সময়ে ইওরোপে কয়েকটি শক্তির উত্থান ঘটিতেছিল। উদীয়মান শক্তিগুলি তাহাদের প্রাকৃতিক রাজ্যসীমা (Scientific or natural frontiers) লাভের জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলে দুর্বল তুরস্ক স্বভাবতই তাহাদের অগ্রগতি প্রতিহত করিতে সমর্থ হইল না।

১৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দে জন সোবিয়েস্কির হস্তে পরাজয় : তুর্কী শক্তির দুর্বলতা : পূর্বাঞ্চলের সমস্যার উদ্ভব

পূর্বাঞ্চলের সমস্যা : "তুরস্কের কি ব্যবস্থা করা হইবে ?"

প্রতিবেশী শক্তির উত্থান

১৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দে পরাজয়ের পর হইতে তুরস্ক সাম্রাজ্যকে আত্মরক্ষার্থ যুঝিতে হইল। পোপের নেতৃত্বে ইওরোপ হইতে তুর্কী শক্তি বিতাড়নের জন্য এক হোলি লীগ (Holy League) গঠিত হইল। অস্ট্রিয়া, ভেনিস, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি এই লীগে যোগদান করিয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। কার্লোভিজ (১৬৯৯) ও প্যাসারোভিজের (১৭১৮) সন্ধি দ্বারা তুরস্ক

পবিত্র বা হোলি লীগ

কার্লোভিজ ও প্যাসারোভিজের সন্ধি

* "Roughly speaking the Eastern Question was : what was to become of Turkey ?" Riker, p. 161.

সাম্রাজ্যের কতক অংশ ইওরোপের বিভিন্ন দেশ কর্তৃক অধিকৃত হইল। ফলে তুরস্ক সাম্রাজ্যের দুর্বলতা চরমে পৌঁছিল। ইতিমধ্যে ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া কৃষ্ণসাগরের তীরবর্তী তুরস্ক বন্দর 'আজফ্' দখল করিয়া লইয়াছিল। এইভাবে দুর্বলীকৃত তুরস্ক সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ ইতিহাসই পূর্বাঞ্চলের সমস্যার বিষয়-বস্তুতে পরিণত হইল।

রাশিয়া কর্তৃক আজফ্ দখল (১৬৯৬)

এই সমস্যার দুইটি বিশেষ কারণ হইল : (১) তুরস্ক সাম্রাজ্যের দুর্বলতা; (২) রাশিয়া কর্তৃক তুরস্ক সাম্রাজ্য গ্রাসের চেষ্টা। বিশাল তুরস্ক সাম্রাজ্য বলকান অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কৃষ্ণ-সাগর ছিল তুরস্কের হ্রদের ন্যায়। এই বিশাল সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগ উদীয়মান রুশ শক্তি গ্রহণ করিতে বিলম্ব করিল না। রাশিয়ার উদ্দেশ্য ছিল কৃষ্ণসাগরের তীরে আধিপত্য স্থাপন করিয়া কৃষ্ণসাগরের জলপথে দার্দানেলিস প্রণালী দিয়া ভূমধ্যসাগরে প্রবেশ করা। এই কারণে রাশিয়া তুরস্ক সাম্রাজ্যের অংশ অধিকারে অগ্রসর হইল। এই দুইটি মূল কারণ ভিন্ন (৩) তুরস্ক সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে বলকান দেশ-গুলির স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা এই সমস্যাকে জটিলতর করিল। (৪) বল্কান দেশগুলি ছিল গ্রীক্-ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী, অথচ তুর্কী জাতি ছিল মুসলমান। এই ধর্মনৈতিক বিভেদও পূর্বাঞ্চলের সমস্যার জটিলতা বৃদ্ধি করিল। (৫) তুরস্ক সরকারের প্রগতিহীনতা এবং অত্যাচারী শাসন তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত প্রগতিপন্থী জনসমাজের ঘৃণার সৃষ্টি করিল। সুতরাং আভ্যন্তরীণ, বহিরাগত, রাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কারণে পূর্বাঞ্চলের সমস্যা দিন দিনই এক অতিশয় জটিল সমস্যায় পরিণত হইল। লর্ড মোর্‌লে পূর্বাঞ্চলের সমস্যাকে "পরস্পর-বিরোধী জাতি, ধর্ম ও স্বার্থের কারণে জটিল, পরিবর্তনশীল এক দুর্দান্ত সমস্যা" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।*]

সমস্যার বিশেষ কারণ (১) তুরস্কের দুর্বলতা, (২) রাশিয়া কর্তৃক তুরস্ক সাম্রাজ্য গ্রাসের চেষ্টা

আনুষঙ্গিক কারণ (৩) বলকান দেশগুলির স্বাধীনতা-স্পৃহা

(৪) ধর্মনৈতিক বিভেদ, (৫) প্রগতিহীন তুরস্ক সরকার ও লর্ড মোর্‌লে'র সংজ্ঞা

* "A shifting intractable and interwoven tangle of conflicting interests rival peoples and antagonistic faiths."— Lord Morley.

দুর্বল তুরস্ক সাম্রাজ্যের দিকে রাশিয়ার অগ্রগতি দিন দিনই পূর্বাঞ্চলের সমস্যাকে ইওরোপের সর্বাপেক্ষা কঠিন সমস্যায় পরিণত করিতে লাগিল। প্রুথের সন্ধির (১৭১১) দ্বারা পিটার আজফ্ বন্দর তুরস্ককে ফিরাইয়া দিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু রুশ-তুর্কী সম্বন্ধের যে ইঙ্গিত তিনি রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহা পরবর্তী কালে তাঁহাব সুযোগ্যা উত্তর-সাধিকা দ্বিতীয় ক্যাথারিণ সম্পূর্ণ-ভাবে কার্যকরী করিয়া তোলেন। ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় পিটার তুরস্ক সাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়া আজফ্ বন্দর দখল কবেন। ইহা ভিন্ন ওচাকভ্ নামক বন্দরটিও রুশ দখলে আসে। ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সেব মধ্যস্থতায় কন্‌স্টান্‌টিনোপলের সন্ধি দ্বারা এই যুদ্ধের অবসান হয়। এই সন্ধির শর্তানুযায়ী রাশিয়া বিজিত স্থানগুলি তুবস্ককে ফিরাইয়া দেয়।

১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে পিটারেব আজফ্ ত্যাগ

দ্বিতীয পিটাবেব আজফ্ ও ওচাকভ্ দখল: কন্‌স্টান্‌টিনোপলেব সন্ধি (১৭৩৯)

ক্যাথারিণের আমলে প্রথম রুশ-তুর্কী যুদ্ধের ফলে কুসুক কেইনারজি (Kutchuk Kainardji)-র যে সন্ধি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল তাহা দ্বারা রাশিয়া তুরস্কের নিকট হইতে আজফ্ ও উহার নিকটবর্তী স্থানসমূহ লাভ করে। কৃষ্ণসাগরের উত্তর তীরবর্তী সমগ্র অঞ্চলে রাশিয়ার প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। রাশিয়ার জাহাজ বস্‌ফোরাস্ ও দার্দানেলিস্ প্রণালী দিয়া ভূমধ্যসাগরে পৌঁছিবার অধিকার স্বীকৃত. হয়। ইহা ভিন্ন তুরস্ক সাম্রাজ্যের গ্রীক-ক্যাথলিক চার্চগুলির উপর অভিভাবকত্বের ভার রাশিয়াকে দেওয়া হয়। এই শেষোক্ত শর্তটির উপর নির্ভর করিয়া পরবর্তী কালে রাশিয়া তুরস্কের উপর নানাপ্রকার দাবি উত্থাপিত করিয়াছিল। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া ক্রিমিয়া দখল করে। ইহার ফলে কন্‌স্টান্‌টিনো-পলের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথ রাশিয়ার নিকট উন্মুক্ত হইয়াছিল, অপরদিকে তুরস্কের নিরাপত্তা অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। অস্ট্রিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় যোসেফের অদূরদর্শিতার ফলেই ক্যাথারিণ ক্রিমিয়া দখল করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ক্যাথারিণ দ্বিতীয় রুশ-তুর্কী যুদ্ধের দ্বারা ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্ককে জ্যাসি'র সন্ধি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করেন। ঐ সন্ধির ফলে

কুসুক কেইনারজি'র সন্ধি (১৭৭৪)

তুবস্কেব উপর রুশ প্রভাব

১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ক্রিমিয়া দখল, জ্যাসি'র সন্ধি (১৭৯২), ওচাকভ্ দখল

রাশিয়া ওচাকভ্ নামক বন্দরটি লাভ করে। এইভাবে ক্রমেই রাশিয়া তুরস্ক সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ গ্রাস করিয়া চলিল। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে বুকারেস্ট (Bucharest)-এর সন্ধি দ্বারা রাশিয়া তুরস্ক হইতে বেসারাবিয়া লাভ করিল। ইহার ফলে রাশিয়ার দক্ষিণ সীমারেখা প্রুথ নদী পর্যন্ত বিস্তৃত হইল। নেপোলিয়নের পতনের পর ভিয়েনার সন্ধির শর্তানুসারে বেসারাবিয়ার উপর রাশিয়ার অধিকার স্বীকৃত হইল।

বুকারেস্ট-এর সন্ধি বেসারাবিয়া দখল (১৮১২), ভিয়েনার কংগ্রেস (১৮১৫): রাশিয়ার বেসারাবিয়া দখল স্বীকৃত

ক্রমেই রাশিয়া তুরস্কের দিকে অগ্রসর হওয়ায় ইওরোপীয় শক্তিবর্গের মধ্যে, বিশেষতঃ ইংলণ্ডের ভীতির সঞ্চার হইল। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়া—এই তিনটি দেশেরই স্বার্থ রুশ অগ্রগতিতে ক্ষুন্ন হইতে চলিয়াছিল। ইংলণ্ডের ভয় ছিল পাছে রাশিয়া ক্রমে ভারতবর্ষে পৌঁছিবার পথ দখল করিয়া বসে। রাশিয়ার তুরস্ক সাম্রাজ্য দখল ইংলণ্ডের এশিয়াস্থ ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থের দিক দিয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় ছিল না। এই কারণে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ড রাশিয়ার বিরুদ্ধে তুর্কী শক্তিকে সুদৃঢ় করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল।

ইংলণ্ডের স্বার্থহানির আশঙ্কা: এশিয়ার উপনিবেশ ও বাণিজ্যরক্ষা

অস্ট্রিয়ার অর্থনৈতিক জীবন দানিউব নদীর আধিপত্যের উপর নির্ভরশীল ছিল। দানিউব নদীর মোহনা পর্যন্ত রাশিয়ার অধিকার বিস্তৃত হইলে অস্ট্রিয়ার ভাগ্যবিপর্যয় ঘটিবে বিবেচনা করিয়া অস্ট্রিয়াও তুরস্কের বিরুদ্ধে রাশিয়ার বিস্তৃতি প্রতিহত করিতে সচেষ্ট হইল। তুরস্ক সাম্রাজ্যে ফ্রান্সের স্বার্থও নানাভাবে জড়িত ছিল। ফরাসী দেশ ও তুরস্কের মধ্যে বাণিজ্যিক যোগাযোগ বহুকাল ধরিয়াই চলিতেছিল। ইহা ভিন্ন ফ্রান্স তুরস্ক সাম্রাজ্যে অবস্থিত ল্যাটিন চার্চগুলির অভিভাবকত্ব করিত। এমতাবস্থায় রাশিয়া কর্তৃক তুরস্ক সাম্রাজ্য বিজয় ফ্রান্সের স্বার্থবিরোধী ছিল। নেপোলিয়ন বোনাপার্টির মস্কো অভিযানের ব্যর্থতার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার ইচ্ছাও পরবর্তী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের ছিল। এই সকল বিভিন্ন স্বার্থের খাতিরে ইংলণ্ড, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স এবং অন্যান্য কয়েকটি দেশ তুরস্কের দিকে রাশিয়ার অগ্রগতি প্রতিহত করিতে অগ্রসর হইল। রাশিয়াকে বাধা দেওয়ার নেতৃত্ব গ্রহণ করিল ইংলণ্ড।

অস্ট্রিয়ার স্বার্থহানির আশঙ্কা: দানিউবের নিরাপত্তা

ফরাসী স্বার্থ: বাণিজ্যিক ও ধর্ম-নৈতিক; মস্কো অভিযানের ব্যর্থতার প্রতিশোধ

নবম অধ্যায়

ইংলণ্ড ও আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধ ঃ শিল্প-বিপ্লব

(England & War of American Independence : Industrial Revolution)

[পূর্বকথা (**Retrospect**) : তৃতীয় উইলিয়ামের মৃত্যুর (১৭০২) পর দ্বিতীয় জেম্‌সের কন্যা এ্যান ইংলণ্ডের সিংহাসনে বসিলেন। ইনি ছিলেন স্টুয়ার্ট বংশের শেষ রাণী। এ্যানের পর স্টুয়ার্ট বংশের আর কেহ ইংলণ্ডে রাজত্ব করেন নাই। ইংলণ্ডের পরবর্তী রাজগণ ছিলেন হ্যানোভার বংশীয়।

রাণী এ্যান, ১৭০২-১৭১৪ (Queen Anne) : রাণী এ্যানের রাজত্বকালে প্রধান ঘটনা হইল স্পেনীয় উত্তরাধিকার যুদ্ধে ইংলণ্ডের যোগদান এবং ইউট্রেক্ট-এর সন্ধির দ্বারা সামুদ্রিক ও ঔপনিবেশিক প্রাধান্য লাভ।

সামুদ্রিক ও ঔপনিবেশিক প্রাধান্য

এ্যানের রাজত্বকাল ইংরেজী সাহিত্যের উন্নতির জন্য সমধিক প্রসিদ্ধ। ডীন সুইফ্‌ট্ (Dean Swift) ছিলেন ঐ যুগের শক্তিশালী লেখক। গ্যালিভারের ভ্রমণকাহিনী (Gulliver's Travels) নামক পুস্তকের লেখক হিসাবে তিনি পৃথিবীর সর্বত্র পরিচিত হইলেও তিনি ছিলেন ঐ সময়ের অত্যন্ত ক্ষমতাশালী রাজনীতিজ্ঞ। তাঁহার Conduct of the Allies নামক পুস্তকখানি তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির এক অতিশয় বলিষ্ঠ সমালোচনা-গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হইতে থাকে। ডিউক অব্ মার্লবোরো (Duke of Marlborough)'র পদচ্যুতির পশ্চাতে এই সমালোচনা-গ্রন্থখানির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। রিচার্ড স্টীলি (Richard Steele) ছিলেন হুইগপন্থী রাজনৈতিক লেখক। তিনি ছিলেন 'ট্যাট্‌লার' (Tatler) এবং 'দি স্পেক্‌ট্যাটর' (The Spectator)* নামক সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠাতা। ইংরেজী গদ্য-সাহিত্যসেবী

সাহিত্যের উন্নতি : ডীন সুইফ্‌ট্

রিচার্ড স্টীলি

যোসেফ এ্যাডিসন

* ডীন সুইফ্‌ট্ ও রিচার্ড স্টীলি উভয়েই ছিলেন আয়ার্ল্যাণ্ডবাসী। 'দি স্পেক্‌ট্যাটর' নামক বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকাখানি ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়।

যোসেফ্ এ্যাডিসন স্পেক্‌ট্যাটর পত্রিকায় তাঁহার রচনা প্রকাশ করিতেন। ঐ যুগের অপর একজন স্বনামধন্য লেখক ছিলেন ড্যানিয়েল ডেফো (Daniel Defoe)। তাঁহার লিখিত 'রবিন্‌সন্ ক্রুসো' (Robinson Crusoe) ইংরেজী সাহিত্যে এক অমর অবদান।

ড্যানিয়েল ডেফো

প্রথম জর্জ, ১৭১৪—'২৭ (George I) : ব্যক্তিত্ব বা ক্ষমতার দিক দিয়া প্রথম জর্জ ছিলেন ইংলণ্ডের সিংহাসন লাভের অনুপযুক্ত। তিনি ছিলেন জার্মানির হ্যানোভার নামক স্থানের 'ইলেক্টর'। পারিবারিক সম্বন্ধ-সূত্রে তিনি ইংলণ্ডের সিংহাসন লাভ করেন। তিনি ইংরেজী মোটেই জানিতেন না। হ্যানোভার-রাজগণের (প্রথম ও দ্বিতীয় জর্জের) ইংরেজী ভাষা না জানায় শাসনতান্ত্রিক কতকগুলি মৌলিক নীতি ইংলণ্ডে গড়িয়া উঠিবার সুযোগ হইয়াছিল। প্রথম জর্জের রাজত্বকালে হুইগ দলের প্রাধান্য স্থাপিত হয়। হুইগ মন্ত্রিগণের মধ্যে রবার্ট ওয়ালপোলের নাম বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৭২১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে পরবর্তী রাজার রাজত্বকালের বহু বৎসর পর্যন্ত ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্রে ক্যাবিনেট প্রথার উদ্ভবে ওয়ালপোলের মূল্যবান দান রহিয়াছে।*

শাসনতান্ত্রিক নীতির উদ্ভব

রবার্ট ওয়ালপোল

প্রথম জর্জের আমলে জেকোবাইট (Jacobite)† বিদ্রোহ (১৭১৫) দেখা দিয়াছিল। কিন্তু উহা অতি সহজেই দমন করা সম্ভব হইয়াছিল। ১৭১৬ খ্রীষ্টাব্দে এক আইনের দ্বারা (Septennial Act) পার্লামেণ্টে প্রতি সাত বৎসরে একবার নির্বাচন করিবার নীতি গৃহীত হয়।††]

* ব্রিটিশ ক্যাবিনেট প্রথার 'Homogeneity, Parliamentary responsibility through the command of the confidence of the majority in the House of Commons' এবং প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব ও প্রাধান্য—ইত্যাদি নীতি ওয়ালপোলের সময় গৃহীত হয়।

† The name was derived from that of the Old Pretender (Stuart)—James, Latin Jacobus—hence Jacobite.

†† এই আইন ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের পার্লামেণ্টারী আইন পাস হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অপরিবর্তিত ছিল। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের আইন দ্বারা প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর পার্লামেন্ট নূতন করিয়া গঠনের নীতি প্রবর্তিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় জর্জ, ১৭২৭-১৭৬০ (George II): ওয়ালপোল দ্বিতীয় জর্জের আমলেও প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তিনি আভ্যন্তরীণ এবং পররাষ্ট্র-ক্ষেত্রে শান্তি স্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি ইংলণ্ডকে দক্ষিণ সমুদ্র-বুদ্‌বুদ্‌ বা 'সাউথ সি বাব্‌ল' (South Sea Bubble) নামে অর্থনৈতিক বিপর্যয় হইতে রক্ষা করেন। তাঁহার আমলে সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করিয়াই পিট্‌ সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে জয়যুক্ত হইতে পারিয়াছিলেন। হুইগ দলের প্রাধান্য, অর্থনৈতিক দৃঢ়তা, শাসনতান্ত্রিক নীতি প্রচলন ইত্যাদির জন্য ওয়ালপোলের মন্ত্রিত্বকাল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

'সাউথ সি বাব্‌ল'

দ্বিতীয় জর্জের রাজত্বকালের সর্বপ্রধান ঘটনা হইল সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ।* ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম পিট্‌-ডেভন্‌শায়ার মন্ত্রিত্ব গঠিত হয়। ইহার কয়েক মাসের মধ্যেই পুনরায় পিট্‌-নিউক্যাসল মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়। পিট্‌ (আর্ল অব চ্যাথাম্‌) ইংলণ্ডের পক্ষে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ পরিচালনা করেন। যুদ্ধের প্রথম দিকে ইংলণ্ডের পরাজয় হইতে থাকে, কিন্তু পিটের দূরদর্শী নীতি এবং উপযুক্ত সামরিক নেতা নির্বাচনের শক্তি অল্পকালের মধ্যেই যুদ্ধের গতি ফিরাইতে সমর্থ হয়।

সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ: পিট্‌ (আর্ল অব্‌ চ্যাথাম্‌)

সমরপরিচালক হিসাবে পিটের ক্ষমতার তুলনা হয় না। কেবলমাত্র সুদক্ষ সামরিক কর্মচারী নির্বাচনের ক্ষমতাই তাঁহার ছিল না, তিনি ফ্রান্সের সামরিক শক্তিকে ইওরোপে ব্যাপৃত রাখিয়া আমেরিকা এবং ভারতবর্ষে ফরাসী সাহায্য প্রেরণের পথ বন্ধ রাখিতেও সক্ষম হইয়াছিলেন। এল্‌ব নদীর তীরেই আমেরিকা বিজয়ের যুদ্ধের মীমাংসা করিবার উদ্দেশ্যে তিনি প্রাশিয়ার ফ্রেডারিক দি গ্রেটকে অর্থ-সাহায্য দিতে লাগিলেন। ফ্রেডারিকের সহায়তায় হ্যানোভার রক্ষা পাইল, ইহা ভিন্ন ফ্রান্সের সামরিক শক্তি ইওরোপ মহাদেশেই যুদ্ধে ব্যাপৃত রহিল। ফ্রান্স, কানাডা বা ভারতবর্ষে প্রয়োজনীয় সামরিক সাহায্য প্রেরণ করিতে পারিল না। স্বভাবতই ইংরেজদের পক্ষে কানাডা ও ভারতবর্ষে ফরাসী উপনিবেশগুলি জয় করা সহজ হইল।

সমরপরিচালক পিট্‌

এল্‌ব নদীর তীরে আমেরিকা বিজয়

প্রাশিয়াকে অর্থ-সাহায্য দান

---

* সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ এবং প্যারিসের সন্ধির বিশেষ আলোচনা ৯০—৯৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় জর্জ সিংহাসন লাভ করিলে তাঁহার সহিত পিট্-এর মতানৈক্য ঘটিল। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে পিট্ প্রধানমন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিলেন। সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে ইতিমধ্যেই ইংলণ্ডের জয়লাভ নিশ্চিত হইয়া গিয়াছিল। পিটের সমর পরিচালনার সুফল প্যারিসের সন্ধি (১৭৬৩) দ্বারা ইংলণ্ডের সামুদ্রিক, বাণিজ্যিক এবং ঔপনিবেশিক প্রাধান্য লাভের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

পিটের সহিত তৃতীয় জর্জের মতানৈক্য : পিটের পদত্যাগ, প্যারিসের সন্ধি

তৃতীয় জর্জ, ১৭৬০-১৮২০ (George III) : দ্বিতীয় জর্জের পর তাঁহার পৌত্র তৃতীয় জর্জ ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। পূর্ববর্তী পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিককাল যাবৎ যে হুইগ প্রাধান্য ইংলণ্ডে চলিতেছিল রাজা হইয়াই তাহা তিনি বিনাশ করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। বোলিংব্রোক লিখিত 'দেশ প্রেমিক রাজা' (Patriot King) নামক গ্রন্থে রাজতন্ত্রের যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছিল তৃতীয় জর্জ সেই ব্যাখ্যা অনুসারেই নিজের শাসনতন্ত্র গঠন করিলেন। বোলিংব্রোক হুইগ দল ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং তাহার পর এই গ্রন্থে তিনি হুইগ-বিরোধী নীতি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তৃতীয় জর্জ এই গ্রন্থের নীতি গ্রহণ করিয়া হুইগ বিতাড়নে সচেষ্ট হইলেন।

দেশ-প্রেমিক রাজা

তৃতীয় জর্জের মাতা ছিলেন অত্যন্ত সংকীর্ণমনা, স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্না কঠোর প্রকৃতির নারী। তিনি জর্জকে বাল্যকাল হইতেই রাজা হওয়ার* উপদেশ অবিরত দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। জর্জ রাজা হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু মাতার মনের সংকীর্ণতা, ধর্মান্ধতা ইত্যাদিও তাঁহার চরিত্রে প্রকাশ পাইয়াছিল।

মাতার প্রভাব

চরিত্রের দিক দিয়া বিচার করিলে তৃতীয় জর্জকে ইংলণ্ডের রাজপদের মর্যাদার উপযুক্ত মনে হয় না। তিনি রুচি এবং ব্যবহারে ইংরেজ ভদ্রব্যক্তিসুলভ মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু রাজকীয় মর্যাদা তাঁহার খুব কমই ছিল। তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্র ছিল নিষ্কলুষ। পত্নীর প্রতি আনুগত্য, পারিবারিক জীবনের আড়ম্বরহীনতা ও ধর্মভীরুতা তাঁহাকে ইংরেজ

রাজকীয় মর্যাদার অভাব : ভদ্রলোক জর্জ, কৃষক জর্জ

* "George, be a King"—was her constant advice.

জাতির প্রতীকরূপে পরিণত করিয়াছিল বটে, কিন্তু ইংরেজ জাতির রাজা হিসাবে নহে। তিনি 'ভদ্রলোক জর্জ', 'কৃষক জর্জ' নামে সাধারণ্যে পরিচিত ছিলেন।

অনমনীয়, একদেশদর্শী

তৃতীয় জর্জের চরিত্রেব ত্রুটিগুলি সমসাময়িক কোন রাজার চরিত্রে দেখা যায় না। তিনি যেমন ছিলেন অনমনীয়, তেমনি ছিলেন একদেশদর্শী। পার্লামেন্ট-সংক্রান্ত পরিবর্তন, ক্যাথলিক-দের ধর্মপালনের স্বাধীনতা, আমেরিকা ও আয়র্লণ্ডের বাণিজ্য-সংক্রান্ত বিধি-নিষেধের পরিবর্তন অথবা দাস-ব্যবসায় বর্জন—কোন কিছুতেই তিনি রাজী ছিলেন না। স্বৈরাচারী শাসন-ব্যবস্থা চালু করাই ছিল তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য। তিনি নিজে যেমন ছিলেন মধ্যবিত্ত ব্যক্তিসুলভ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি, তেমনি মন্ত্রণা ও বিশ্বস্ততার ব্যাপারেও তিনি মধ্যবিত্ত ব্যক্তিদেরই পছন্দ কবিতেন। বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ব্যক্তিদের প্রতি স্বভাবতই তিনি ছিলেন সন্দিগ্ধ।

মধ্যবিত্ত ব্যক্তিসুলভ ক্ষমতা

দীর্ঘ ষাট বৎসরেব রাজত্বকালে নানাবিধ পরিবর্তন

তাঁহার দীর্ঘ ষাট বৎসরের রাজত্বকালে ইংরেজ জাতীয় জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। সমাজ, রাজনীতি, সাহিত্য সকল দিকেই পূর্বেকার অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়া এক নূতনত্ব দেখা দিয়াছিল। ইংলণ্ডের ইতিহাসের এই বিরাট বিবর্তনের সময়ে দীর্ঘকাল ধরিয়া তৃতীয় জর্জ ইংলণ্ডের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই বিরাট পরিবর্তনের মধ্যে আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধ, ফরাসী বিপ্লব-প্রসূত যুদ্ধ, সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতির উন্নতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধ, ১৭৭৬ (War of American Independence) : আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধের পরোক্ষ কারণের মধ্যেই প্রত্যক্ষ কারণের বীজ নিহিত ছিল। ঔপনিবেশিকদের মধ্যে এক শ্রেণী বহুকাল পূর্ব হইতেই ইংরেজ প্রাধান্য স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিল না। স্টুয়ার্ট আমলে ধর্ম-সংক্রান্ত অত্যাচারের ফলে যে সকল ব্যক্তি ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া আমেরিকায় আসিতে বাধ্য হইয়াছিল তাহাদের বংশধরগণ বিশেষভাবে ইংলণ্ডের প্রভুত্বের বিরোধী ছিল।

দুই প্রকার কারণ : পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ; পরোক্ষ কারণেব মধ্যে প্রত্যক্ষ কারণের বীজ নিহিত

আমেরিকাবাসীর ইংরেজ-বিদ্বেষের একটি প্রধান কারণ ছিল ঐ সময়কার ইংলণ্ডের ঔপনিবেশিক নীতি। ইংলণ্ড, তথা অন্যান্য সকল দেশই তখন নিজ নিজ উপনিবেশগুলিকে স্বার্থসিদ্ধির স্থল বলিয়া মনে করিত। ঔপনিবেশিক বন্দরগুলিতে ব্যবসায়-বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার বজায় রাখা এবং কেবলমাত্র মাতৃভূমির সুবিধা-সুযোগের জন্য ঔপনিবেশিকদের অর্থনৈতিক জীবনকে পরিচালিত করা ছিল তখনকার ঔপনিবেশিক রীতি।

ইংলণ্ডের ঔপনিবেশিক নীতি: ঔপনিবেশিক বাণিজ্যের উপর একচেটিয়া অধিকার

(দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বকালে ন্যাভিগেশন আইন (Navigation Act of 1660) দ্বারা ইংলণ্ড নিয়ম করিয়াছিল যে, আমেরিকার ঔপনিবেশিকগণ ইংলণ্ড ভিন্ন অপর কোন দেশ হইতে তৈয়ারী সামগ্রী ক্রয় করিতে পারিবে না এবং কাঁচামাল ইংলণ্ড ভিন্ন অন্য কোন দেশে বিক্রয় করিতে পারিবে না। ঐ সকল আইন-কানুন থাকা সত্ত্বেও আমেরিকার ঔপনিবেশিকগণ অন্যান্য দেশের ঔপনিবেশিকদের অপেক্ষা ভালই ছিল। ঔপনিবেশিক নীতির বিরুদ্ধে সমালোচক অ্যাডাম্ স্মিথও স্বীকার করিয়াছিলেন যে, ইংরেজ ঔপনিবেশিকগণ যতটুকু সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতেছিল তাহা অপর কোন দেশের ঔপনিবেশিকগণ ভোগ করিত না। ইহা ভিন্ন ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দের ন্যাভিগেশন আইন সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী করা হইত না বলিয়া ঔপনিবেশিকগণ ফ্রান্স, স্পেন, স্পেনীয় উপনিবেশ,—যেখানেই সুযোগ পাইত সেখানেই গোপনে মাল রপ্তানি করিত এবং সেই সকল স্থান হইতে মাল আমদানি করিত।)

ন্যাভিগেশন আইন, ১৬৬০

ইংরেজ উপনিবেশগুলির অপরাপর দেশের উপনিবেশ অপেক্ষা অধিক সুযোগ ভোগ

গোপনে মাল আমদানি ও রপ্তানি

সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের ফলে কানাডা ফরাসী অধিকার হইতে ইংরেজ অধীনে আসিলে আমেরিকাস্থ ইংরেজ ঔপনিবেশিকদের বিরাট মানসিক পরিবর্তন ঘটিল। তাহারা এখন ফরাসীভীতি হইতে মুক্ত হইয়া ইংরেজ সরকারের আনুগত্য ছিন্ন করিতে বদ্ধপরিকর হইল।

সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের পর মানসিক পরিবর্তন: স্বাধীনতা-স্পৃহা

ঐতিহাসিক রাইকার-এর মতে ইংলণ্ড হইতে আমেরিকার দূরত্ব এবং

(ঔপনিবেশিকদের মনে জাতীয়তাবোধের উদ্রেক, আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের মূল কারণ ছিল। ইহা ভিন্ন ঔপনিবেশিকগণের ইংরেজ-সুলভ উদ্যম-উদ্দীপনা, নিজ-অধিকার সম্পর্কে চেতনা এবং বহুকাল যাবৎ স্বায়ত্তশাসনাধিকার ভোগ ইত্যাদিও তাহাদিগকে ইংরেজ প্রাধান্য অস্বীকার করিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল)

আমেরিকার দূরত্ব, জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধি

তৃতীয় জর্জের রাজত্ব লাভের সময় হইতে উপনিবেশগুলির উপর ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দের ন্যাভিগেশন আইনের বিধি-নিষেধ কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হইতে লাগিল। ইহার ফলে স্বভাবতই ঔপনিবেশিকদের ইংরেজ বিদ্বেষ আরও বৃদ্ধি পাইল।

১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দের ন্যাভিগেশন আইনের কঠোর প্রয়োগ

ইংলণ্ড ও উপনিবেশগুলির মধ্যে যখন এরূপ মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইয়াছে তখন ইংরেজ সরকার ঔপনিবেশিকদের উপর কর স্থাপনের চেষ্টা করিলে আমেরিকাস্থ উপনিবেশগুলি ও ইংলণ্ডের মধ্যে প্রকাশ্য দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইল।

কর স্থাপনের ফলে প্রকাশ্য দ্বন্দ্বের সৃষ্টি

১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ প্রধানমন্ত্রী গ্রেন্‌ভিল আমেরিকাস্থ উপনিবেশগুলির উপর ইংরেজ প্রাধান্য দৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে বাণিজ্য-সংক্রান্ত বিধি-নিষেধগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কার্যকরী করিতে আদেশ দিলেন। ইহা ভিন্ন ভবিষ্যতে ফরাসী আক্রমণ হইতে আমেরিকা রক্ষার জন্য মোট ১০ হাজার সৈন্যের এক সামরিক বাহিনী মোতায়েন করিতে মনস্থ করিলেন। এই সৈন্য পোষণের খরচের অর্ধেক তিনি ঔপনিবেশিকদের উপর কর স্থাপন করিয়া আদায় করিতে চাহিলেন। সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে ইংরেজ সরকার আমেরিকা রক্ষার জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে জাতীয় ঋণের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এজন্য (গ্রেন্‌ভিল ঔপনিবেশিকদের উপর 'স্ট্যাম্প কর' (Stamp Duty) নামে এক কর স্থাপন করিলেন) (১৭৬৫)।

গ্রেন্‌ভিল : বাণিজ্য-সংক্রান্ত বিধি-নিষেধের কঠোর প্রয়োগ

সৈন্যের খরচের অর্ধেক আমেরিকা হইতে আদায় করিবার ইচ্ছা

সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ : ইংলণ্ডের জাতীয় ঋণ বৃদ্ধি

'স্ট্যাম্প কর' স্থাপন

(এই কর স্থাপিত হইলে আমেরিকায় এক দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি হইল। ঔপনিবেশিকগণের প্রতিবাদের মূল কথা হইল এই যে, ইংলণ্ডের পার্লামেন্টে তাহাদের কোন প্রতিনিধি নাই,

আমেরিকায় দারুণ বিক্ষোভ

সুতরাং তাহাদের প্রতিনিধিবিহীন পার্লামেন্ট কর্তৃক ধার্য কর তাহারা দিতে বাধ্য নহে (No taxation without representation)। স্ট্যাম্প কর ধার্য করার ফলে ঔপনিবেশিকগণের একতা ও জাতীয়তা-বোধ আরও বৃদ্ধি পাইল। তেরটি উপনিবেশের মধ্যে নয়টির প্রতিনিধিগণ স্ট্যাম্প এ্যাক্টের প্রতিবাদ করিবার জন্য নিউইয়র্কে সমবেত হইলেন (১৭৬৫)।

ঔপনিবেশিকদের একতা-বৃদ্ধি

ঔপনিবেশিকদের প্রতিবাদের এই তীব্রতা ইংলণ্ডের রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিল। তৃতীয় জর্জের সহিত মতভেদ হওয়ায় গ্রেন্‌ভিল পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। পরবর্তী প্রধান মন্ত্রী ছিলেন লর্ড রকিংহাম। রকিংহামের ঔপনিবেশিক নীতি বার্কের (Edmund Bruke) রাজনৈতিক মতের দ্বারা কতক পরিমাণে প্রভাবিত ছিল। রকিংহাম স্ট্যাম্প এ্যাক্ট বাতিল করিয়া দিলেন (১৭৬৬)। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এক 'ঘোষণার আইন' (Declaratory Act) পাস করিয়া জানাইয়া দিলেন যে, আমেরিকার উপর ইংরেজ পার্লামেন্টের কর স্থাপনের অধিকার রহিয়াছে। এই ঘোষণার মধ্যেই ইংলণ্ড ও আমেরিকার দ্বন্দ্বের কারণ রহিয়া গেল।

রকিংহাম মন্ত্রিসভা

স্ট্যাম্প আইন বাতিল : ঘোষণার আইন

পরবর্তী মন্ত্রিসভার রাজস্বমন্ত্রী টাউনশেণ্ড আমেরিকায় আনীত চা, চিনি, কাচ, কাগজ প্রভৃতির উপর কর স্থাপন করিলেন। এই কর স্থাপনের ফলে স্ট্যাম্প এ্যাক্ট পাস করায় যে আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল সেইরূপ তীব্র আন্দোলনের সৃষ্টি হইল। নানাস্থানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে মারামারি শুরু হইল। ম্যাশাচুসেট্‌-এর প্রধান শহর বোস্টনে চারি হাজার ইংরেজ সৈন্য মোতায়েন করা হইল।

টাউনশেণ্ড মন্ত্রিসভা কর্তৃক চা, কাচ, চিনি, কাগজের উপর কর স্থাপন

ঐ সময়কার ইংরেজ রাজনীতিকদের মধ্যে আমেরিকায় অনুসৃত ব্রিটিশ নীতি সম্পর্কে কোন ঐক্য ছিল না। অনেকে এই নীতির সমর্থন করিলেও পিট্, আর্ল অব চ্যাথাম্, বার্ক প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এই নীতির বিরুদ্ধে সমালোচনা করিলেন।*

ইংলণ্ডের আমেরিকা-নীতি সম্পর্কে মতানৈক্য

* "I rejoice that America has resisted."—Pitt, Earl of Chatham, Carter & Mears, p. 626.

বার্ক এই নীতি আইনসম্মত হইলেও যুক্তিযুক্ত নহে—এইরূপ মত প্রকাশ করিলেন।

লর্ড নর্থের মন্ত্রিসভা, বোস্টনে চায়ের বাক্স জলে নিক্ষেপ ম্যাশাচুসেট্‌-এর স্বায়ত্ত-শাসন বাতিল

১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড নর্থ মন্ত্রিত্ব লাভ করিয়া কেবলমাত্র চা ভিন্ন অপর সকল জিনিসের উপর হইতে কর উঠাইয়া লইলেন (১৭৭৩)। বোস্টন বন্দরে ইস্ট্‌ ইণ্ডিয়া কোম্পানির চা বোঝাই করা জাহাজ আসিয়া পৌঁছিলে কয়েকজন ঔপনিবেশিক রেড্‌ ইণ্ডিয়ানদের পোশাকে জাহাজে উঠিয়া চায়ের বাক্স জলে ফেলিয়া দিল। ব্রিটিশ সরকার ম্যাশাচুসেট্‌-এর স্বায়ত্তশাসন কাড়িয়া লইলেন এবং বোস্টনের বন্দর বন্ধ করিয়া দিলেন (১৭৭৪)।

ফিলাডেল্‌ফিয়ায় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন

এই বৎসরই সর্বপ্রথম আমেরিকার কংগ্রেস ফিলাডেল্‌ফিয়া নামক শহরে সম্মিলিত হইল (১৭৭৪)। তেরোটির মধ্যে বারোটি উপনিবেশের প্রতিনিধিগণ ঐ অধিবেশনে যোগদান করিলেন। কেবলমাত্র জর্জিয়া যোগদান করিল না। এই সভায় ইংলণ্ডের সহিত আমেরিকার বাণিজ্য বন্ধ করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করা হইল এবং ব্রিটিশ সরকারের নিকট উপনিবেশগুলির অভিযোগ দূর করিবার দাবি করিয়া প্রতিবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা করা হইল।

লেক্সিংটনে যুদ্ধ শুরু, ১৯শে এপ্রিল, ১৭৭৫

ইতিমধ্যে আমেরিকায় যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম সংগ্রহের কাজ পূর্ণোদ্যমে চলিল। এই সূত্রে বোস্টনে রক্ষিত ব্রিটিশ সৈন্য এবং ঔপনিবেশিক সৈন্যদের মধ্যে লেক্সিংটনে গুলি চলিল (১৯শে এপ্রিল, ১৭৭৫)। সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ম্যাশাচুসেট-এ বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

আমেরিকার ফিলা-ডেল্‌ফিয়া কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন, ১৭৭৫: শান্তির প্রস্তাব, ব্রিটিশ সরকারের দমন-নীতি: জর্জ ওয়াশিং-টনের নেতৃত্বে যুদ্ধ শুরু

১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে, ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড ও আমেরিকার পরস্পর যে সম্বন্ধ ছিল সেই অবস্থায় ফিরিয়া যাইবার প্রস্তাব তৃতীয় জর্জের নিকট প্রেরণ করা হইল। অবশ্য ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কর স্থাপনের দাবি এই প্রস্তাবে অস্বীকার করা হইল। প্রত্যুত্তরে ব্রিটিশ ক্যাবিনেট ও তৃতীয় জর্জ সামরিক শক্তি ব্যবহারের পন্থা গ্রহণ করিলে ঔপনিবেশিকগণ জর্জ ওয়াশিংটনকে তাহাদের নেতৃপদে বরণ করিয়া যুদ্ধ শুরু করিল।

প্রথমেই ব্রিটিশ লেক্সিংটনের যুদ্ধে পরাজিত হইল, কিন্তু বাংকার হিল (Bunker Hill)-এর যুদ্ধে স্যার উইলিয়াম হো (Sir William Howe) ঔপনিবেশিকগণকে পরাজিত করিলেন। তাহাদের কানাডা আক্রমণের চেষ্টাও প্রতিহত করা হইল। কিন্তু পর বৎসব (১৭৭৬) উইলিয়াম হো জর্জ ওয়াশিংটন কর্তৃক পরাজিত হইয়া ম্যাশাচুসেট্স্ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

স্যার উইলিয়াম হো'র পরাজয়

ফিলাডেল্ফিয়া শহরে তৃতীয় কংগ্রেস : স্বাধীনতা ঘোষণা ৪ঠা জুলাই, ১৭৭৬

ফিলাডেল্ফিয়া শহরে আমেরিকার কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশন বসিল। এই কংগ্রেস ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা করিল।*

এদিকে যুদ্ধ পূর্ণোদ্যমে চলিয়াছে। স্যার উইলিয়াম হো সাময়িকভাবে নিউইয়র্ক দখল করিলেন, কিন্তু ১৭৭৭ খ্রীস্টাব্দে স্যারাটোগা নামক স্থানে জেনারেল বার্গোয়েন ৩ হাজার ৫ শত সৈন্যসহ আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলে যুদ্ধ আমেরিকাবাসীদের অনুকূলে একপ্রকার মীমাংসিত হইয়া গেল। পর বৎসর ফ্রান্সও আমেরিকার পক্ষ অবলম্বন করিল। অল্পকালের মধ্যে স্পেন ফ্রান্সের পক্ষ গ্রহণ করিলে স্পেন ও ফ্রান্সের যুগ্ম নৌবহর ব্রিটিশ অধিকৃত জিব্রাল্টার ও মিনর্কা দখল করিতে চেষ্টা করিল। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে হল্যাণ্ডও ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ভূমধ্যসাগরে আধিপত্য বজায় রাখিতে গিয়া ইংলণ্ডকে আমেরিকা হারাইতে হইল। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে নিউইয়র্ক টাউনে ব্রিটিশ সেনাপতি কর্ণওয়ালিসেব আত্মসমর্পণের সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার ঔপনিবেশিকগণের জয়লাভ সম্পূর্ণ হইল।

স্যারাটোগা

ফ্রান্স ও স্পেনের ঔপনিবেশিকদের পক্ষ গ্রহণ

নিউইয়র্ক টাউনে কর্ণওয়ালিসেব আত্মসমর্পণ : যুদ্ধের অবসান

---

* *Declaration of Independence, July 14, 1776 :* "We hold these truths to be self-evident :—That all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights ; that among these are life, liberty, and pursuit of happiness ; that to secure these rights governments are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed ; that whenever any form of government becomes destructive of these ends, it is the right of the people to alter or to abolish it, and to institute new government, laying its foundations on such principles...as to them shall seem most likely to effect their safety and happiness."

ভার্সাই-এর সন্ধি (১ম), ১৭৮৩ (Treaty of Versailles) : (১) এই সন্ধি* দ্বারা ইংলণ্ড আমেরিকার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইল। স্বাধীনতা যুদ্ধে যাহারা ইংলণ্ডের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল তাহাদের সম্পত্তি ইতিপূর্বে বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছিল। এখন সকল ব্যক্তিকে তাহাদের সম্পত্তি ফিরাইয়া দেওয়া হইবে স্থির হইল।

আমেরিকার স্বাধীনতা স্বীকৃত

(২) কানাডা ও আমেরিকার মধ্যে সীমারেখা নির্ধারিত হইল। এখনও দুই দেশের মধ্যে ঐ সীমারেখাই বর্তমান আছে। (৩) স্পেন ইংলণ্ডের নিকট হইতে ফ্লরিডা ও মিনর্কা পুনরুদ্ধার করিল। ফ্রান্স ইংলণ্ড কর্তৃক পূর্বে অধিকৃত ফরাসী উপনিবেশ—টোবাগো, গরি, সেনিগাল ও সেণ্ট্ লুসিয়া পুনরায় অধিকার করিল।

কানাডা ও আমেরিকার সীমা নির্ধারণ, স্পেন ও ফ্রান্সের অধিকার পুনরুদ্ধার

ফলাফল (Results) : আমেরিকার স্বাধীনতা স্বীকৃত হওয়ার ফলে ইংরেজ জাতির ঔপনিবেশিক শাখা ইংলণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। ইংলণ্ড পূর্বেকার ঔপনিবেশিক নীতি (Old colonial policy) ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। মার্কেন্টাইল নীতি উপনিবেশের উপর প্রয়োগ করার ভুল ইংরেজগণ বুঝিতে পারিয়া ইংলণ্ড এক নূতন এবং অধিকতর উদার ঔপনিবেশিক নীতি (New colonial policy) অবলম্বন করিল।

(১) আমেরিকা বিচ্ছিন্ন, (২) পুরাতন ঔপনিবেশিক নীতির পরিবর্তন, (৩) নূতন উদার ঔপনিবেশিক নীতি গ্রহণ

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের ফলে পতনোন্মুখ হল্যাণ্ডের ভাগ্য-বিপর্যয়ের পথ উন্মুক্ত হইল। স্পেনের আমেরিকাস্থ উপনিবেশগুলিও ভবিষ্যতে ইংরেজ উপনিবেশগুলির ন্যায় স্বাধীন হইয়া পড়িল।

(৪) হল্যাণ্ডের বিপর্যয়; স্পেনের ক্ষতি

ফ্রান্স সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল, কিন্তু ইংলণ্ডের সর্বনাশ সাধন করিতে গিয়া ফ্রান্স নিজের সর্বনাশই ডাকিয়া আনিয়াছিল। এই যুদ্ধে যোগ দেওয়ার

(৫) ফ্রান্সের শক্তি ও অর্থ হ্রাস; ফরাসী বিপ্লব আসন্ন

* এই সন্ধি ভার্সাই-এর প্রথম সন্ধি নামে পরিচিত : ভার্সাই-এর দ্বিতীয় সন্ধি দ্বারা প্রথম মহাযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটিয়াছিল (১৯১৯)।

ফ্রান্সের রাজকোষ কপর্দকশূন্য হইয়া গিয়াছিল। ইহার ফলে ফরাসী বিপ্লব আরও আসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল।

ফ্রান্সের ল্যাফায়েট (Lafayette) প্রমুখ নেতৃবৃন্দ আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগদান করিয়া যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, দেশে ফিরিয়া গিয়া তাঁহারা সেই সকল অভিজ্ঞতা কাজে লাগাইলেন। কিভাবে বিপ্লব সৃষ্টি করিতে হয় সেই শিক্ষা ফরাসী বিপ্লব সংগঠনে তাঁহাদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিল। ফরাসী বিপ্লবীগণ আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হইয়া অত্যাচারী বুর্বোঁ শাসনের অবসান ঘটাইতে বদ্ধপরিকর হইল।

(৬) ল্যাফায়েট প্রমুখ নেতৃবৃন্দের অভিজ্ঞতা বিপ্লবের সহায়ক

আমেরিকাবাসীর সাফল্যের কারণ (Causes of the American Success) : বহুবিধ কারণে আমেরিকাবাসী তাহাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে সাফল্য লাভ করিয়াছিল। (১) ইংরেজগণের ভুল-ভ্রান্তি এবং সমুদ্র পরিচালনার অব্যবস্থার ফলে ঔপনিবেশিকগণের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। (২) সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে পরাজয়ের পর হইতে ফ্রান্স ইংলণ্ডের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ খুঁজিতেছিল। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে সেই সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে মনে করিয়া ফ্রান্স ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং আমেরিকাবাসীদের প্রভূত অর্থ সাহায্য প্রেরণ করে। স্পেনও ফ্রান্সের সহিত যুগ্মভাবে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করে। ফ্রান্সের অভিজাত শ্রেণীর অনেকে আমেরিকার সৈন্যসহ উপস্থিত হইয়া ঔপনিবেশিকদের পক্ষ অবলম্বন করে। ল্যাফায়েট-এর নাম এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। (৩) এই যুদ্ধ যখন চলিতেছিল তখন ইংলণ্ড নিরপেক্ষ দেশগুলির জাহাজে করিয়া ঔপনিবেশিকদের জন্য সামরিক দ্রব্যাদি বহন করা হইতেছে কিনা দেখিবার উদ্দেশ্যে ঐ সকল জাহাজ তল্লাস করিতে আরম্ভ করে। ইহাতে নিরপেক্ষ দেশগুলিও নিজেদের মধ্যে এক লীগ বা সঙ্ঘ স্থাপন করিয়া ব্রিটিশ জাহাজ কর্তৃক তাহাদের জাহাজ তল্লাসী নিবৃত্ত করিবার জন্য প্রস্তুত হয়। এইজন্যও ইংলণ্ডের অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছিল। (৪) জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্ব, তাঁহার সেনাপ-

ইংরেজের পক্ষে ভুল

ফ্রান্সের প্রতিশোধ

স্পেনের যুদ্ধে যোগদান

নিরপেক্ষ দেশগুলির 'লীগ গঠন'

জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্ব

বোধ, কর্মক্ষমতা ও উদ্যম ঔপনিবেশিকদের মনে এক গভীর প্রেরণার সৃষ্টি করিয়াছিল। (৫) ইংলণ্ড হইতে আমেরিকার দূরত্ব এবং সর্বোপরি ঔপনিবেশিকদের গভীর জাতীয়তাবোধ তাহাদিগকে জয়যুক্ত করিতে সাহায্য করিয়াছিল। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ ঔপনিবেশিকগণ ধনপ্রাণ তুচ্ছ করিয়া ব্রিটিশ শক্তির সহিত যুঝিয়া নিজেদের স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছিল।

আমেরিকার দূরত্ব ঔপনিবেশিকদের জাতীয়তাবোধ

শিল্প-বিপ্লব (Industrial Revolution) : অষ্টাদশ শতকের শেষ ও ঊনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে ইংলণ্ড এবং ক্রমে ইওরোপের অন্যান্য দেশে জীবনযাত্রা-প্রণালীর এক আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রাকৃতিক শক্তিকে কাজে লাগাইয়া মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির মধ্যে এই পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। মানুষের শ্রমের পরিবর্তে যান্ত্রিক শক্তির সাহায্যে সামগ্রী উৎপাদনের নূতন পদ্ধতিকে শিল্প-বিপ্লব বলা হয়। এই বিপ্লব দীর্ঘকালের চেষ্টার ফলে সম্ভব হইয়াছিল। যে সকল আবিষ্কারকের নাম ইতিহাসে পরিচিত তাঁহারা অনেকেই অজ্ঞাত ও অপরিচিত বহু ব্যক্তির প্রাথমিক গবেষণার উপর নির্ভর করিয়া সাফল্যলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

শিল্প-বিপ্লব বলিতে কি বোঝায়

দীর্ঘকালের চেষ্টার ফল

কারণ (Causes) : শিল্প-বিপ্লবের কারণ ছিল প্রধানত দুই প্রকারের; যথা—(১) উপনিবেশ ও সাম্রাজ্যের ক্রমবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। তৈয়ারী সামগ্রীর চাহিদাও সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায়। কাঁচামালেরও অভাব ছিল না। নূতন আবিষ্কৃত দেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে কাঁচামাল তখন ইংলণ্ডে আসিতেছিল। তৈয়ারী মালের চাহিদা দিন দিনই বাড়িয়া চলিলে একসঙ্গে বেশি মাল প্রস্তুতের প্রণালী আবিষ্কার করা একান্ত প্রয়োজন হইল। (২) বেশি মাল প্রস্তুত করিবার প্রয়োজনের তাগিদে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হইল। উৎপাদন-প্রণালী ও প[illegible]-ব্যবস্থার এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন সাধিত হইল।

ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের বিস্তার, কাঁচামালের প্রাচুর্য

বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কার

ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের প্রথম সূচনা হয়। অষ্টাদশ [illegible] র দ্বিতীয় ভাগে

বয়ন-শিল্পের এক আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। অল্প সময়ের মধ্যে অধিক সংখ্যক সূতা এবং অধিক পরিমাণে বস্ত্র প্রস্তুত করিবার উপযুক্ত যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হইল। বয়ন শিল্পের উন্নতি-সাধনে হারগ্রীভ্‌স্‌, কে, ক্রম্পটন, হুইট্‌নী, কার্টরাইট্‌, আর্করাইট্‌ প্রভৃতি আবিষ্কারকদের নাম উল্লেখযোগ্য।

বয়ন-শিল্প

জেম্‌স্‌ ওয়াট্‌ ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন। অল্প-কালের মধ্যেই বয়ন-শিল্প ও পরিবহণ-ব্যবস্থায় বাষ্প-শক্তি ব্যবহৃত হইতে লাগিল। রেলগাড়ী, ষ্টীমার, মুদ্রণ যন্ত্র ইত্যাদি বাষ্পের দ্বারা চালিত হইতে লাগিল।

বাষ্পীয় শক্তি

খনিতে কাজ করিবার জন্য সেফ্‌টি ল্যাম্প (Safety-lamp) আবিষ্কৃত হওয়ায় কয়লা-খনির কাজের সুবিধা হইল। কয়লার প্রাচুর্যের সঙ্গে সঙ্গেই লোহ-শিল্পের উন্নতি হইল। ব্লাষ্ট্‌ ফার্নেস্‌ (Blast Furnace) আবিষ্কৃত হইল। লোহার পাতে নির্মিত জাহাজ তৈয়ার করিবার চেষ্টা চলিল। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম লোহার পাতে প্রস্তুত জাহাজ জলে ভাসান হইল।

খনির কাজে সুবিধা, লোহা গলাইবার ব্লাষ্ট্‌ ফার্নেস

বৈদ্যুতিক শক্তি আবিষ্কৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাষ্পীয় শক্তির স্থলে বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার শুরু হইল। হুইট্‌ষ্টোন ও কুক্‌ টেলিগ্রাম ও প্রফেসর গ্রেহাম (আমেরিকায়) টেলিফোন আবিষ্কার করিলেন।

বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার : টেলিগ্রাম, টেলিফোন আবিষ্কার

ফলাফল (**Results**) : শিল্প-বিপ্লব পুরাতন উৎপাদন-প্রণালীর পরিবর্তন আনিল। বয়ন-শিল্প এই বিপ্লবের ফলে সর্বাধিক উপকৃত হইল। অল্পকালের মধ্যে অধিক পরিমাণে সামগ্রী উৎপাদন করা সম্ভব হওয়ার ফলে ইংলণ্ডের বৈদেশিক বাণিজ্য বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল। ফলে, ইংলণ্ড পৃথিবীর-কারখানা-গৃহে পরিণত হইল।

উৎপাদন-প্রণালীর আমূল পরিবর্তন, ইংলণ্ডের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার ইংলণ্ড—পৃথিবীর কারখানা-গৃহস্বরূপ

ব্যবসায়-বাণিজ্য বৃদ্ধির ফলে ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইল। ইওরোপের প্রত্যেক দেশই ইংলণ্ড হইতে নানাপ্রকার সামগ্রী ক্রয় করিত। এই কারণেই নেপোলিয়ন বোনাপার্টির 'কন্টিনেন্টাল প্রথা' (Continental

ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি : নেপোলিয়নের পতনের কারণ

System) কার্যকরী হয় নাই। শিল্প-বিপ্লব পরোক্ষভাবে নেপোলিয়নের পতনে সাহায্য করিয়াছিল।

পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতি : পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের সহিত যোগাযোগ

বাষ্প ও বৈদ্যুতিক শক্তি আবিষ্কারের ফলে যন্ত্রপাতি শক্তি দ্বারা পরিচালিত হইতে লাগিল। ইহা ভিন্ন, পরিবহণ ব্যবস্থারও পরিবর্তন ঘটিল। রেলগাড়ী, ষ্টীমার, ষ্টীম বোট ইত্যাদি নানাপ্রকার যানবাহন পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিল। পরিবহণ-কার্য দ্রুত এবং স্বল্প ব্যয়-সাপেক্ষ হইল।

কারখানা প্রথা

শিল্প-বিপ্লবের প্রসার

শিল্প-বিপ্লবের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ফল হইল কারখানা প্রথার (Factory System) উদ্ভব। বড় বড় কারখানায় বৃহদায়তন শিল্প স্থাপিত হইল। শ্রম-বিভাজন (Division of Labour) প্রভৃতি অর্থনৈতিক নীতি কাজে লাগাইয়া উৎপাদন খরচ হ্রাস করা হইল। কুটির-শিল্প স্বভাবতই বৃহদায়তন শিল্পের প্রতিযোগিতায় টিকিল না। ইংলণ্ড হইতে ক্রমে শিল্প-বিপ্লব-প্রসূত নূতন উৎপাদন-প্রণালী ইতালি, অস্ট্রিয়া, জার্মানি এবং রাশিয়ায় বিস্তারলাভ করিল। শিল্প-বিপ্লবের প্রভাব ফ্রান্সে অবশ্য অনেক পরে বিস্তার-লাভ করিয়াছিল।

কারখানা প্রথা-জনিত ফলাফলকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক, এই তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে।

অর্থনৈতিক : সমগ্র পৃথিবীর একই অর্থনৈতিক সূত্রে গ্রথিত
সামাজিক : মূলধনী ও মজুর—এই দুই শ্রেণীর সৃষ্টি

(১) অর্থনৈতিক : উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়-বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইল এবং পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতির ফলে পৃথিবীর সকল অংশই একই অর্থনৈতিক সূত্রে গ্রথিত হইল। ইংলণ্ড এবং অপরাপর শিল্পপ্রধান দেশগুলির আর্থিক সমৃদ্ধি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। (২) সামাজিক : নূতন নূতন কারখানা স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন শহর গড়িয়া উঠিল। গ্রামাঞ্চল হইতে কৃষক ও মজুরগণ কারখানার কার্য গ্রহণ করিল। বহু গ্রাম জনশূন্য হইল। বিত্তশালী ব্যক্তিগণ সঞ্চিত অর্থ খাটাইয়া লাভবান হইতে লাগিল। শ্রমিকগণ দিন-মজুরের কাজ গ্রহণ করিল। ইহার ফলে সমাজের মূলধনী ও শ্রমিক বা ধনী ও

দরিদ্র এই দুই শ্রেণী গড়িয়া উঠিল। অর্থশালী ব্যক্তিদের মধ্যে বিলাসপ্রিয়তা দেখা দিল। (৩) রাজনৈতিক : অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন রাজনৈতিক জীবনেও পরিবর্তন আনিল। ক্রমে রাজনৈতিক ক্ষমতা মূলধনীদের হস্তে চলিয়া গেল।

রাজনৈতিক : চার্টিষ্ট্ আন্দোলন

শ্রমিকগণ তাহাদের অবস্থার উন্নতির জন্য আন্দোলন শুরু করিল। ইংলণ্ডে চার্টিষ্ট্ আন্দোলন (Chartist Movement) নামে শ্রমিকদের রাজনৈতিক অধিকার লাভের এক আন্দোলন সৃষ্টি হইয়াছিল। আওয়েন, ওকোনোর প্রভৃতি নেতাগণ এই আন্দোলন পরিচালনা করেন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের ফেব্রুয়ারি-বিদ্রোহে ফরাসী শ্রমিকগণ প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। শ্রমিকগণের ভোটাধিকার লাভ, ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী বিস্তার-নীতি, সমাজতন্ত্রবাদ ইত্যাদি সব কিছুই শিল্প-বিপ্লবের পরোক্ষ ফল বলা যাইতে পারে।

ফ্রান্সের ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ : সমাজতন্ত্রবাদের উৎপত্তি

দশম অধ্যায়

ফরাসী বিপ্লবের প্রারম্ভে ইওরোপ : জ্ঞানদীপ্তি

(Europe on the Eve of the French Revolution : Enlightenment)

রাজনৈতিক অবস্থা (Political condition) : ফরাসী বিপ্লবের পূর্বে যে রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ইওরোপে চালু ছিল তাহা Old Regime বা 'পূর্বতন শাসন-পদ্ধতি' নামে পরিচিত। সমগ্র ইওরোপ তখন ক্ষুদ্র-বৃহৎ-বহু সংখ্যক রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। একমাত্র ইংলণ্ড ব্যতীত অপরাপর সকল শক্তিশালী দেশমাত্রেই স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা চালু ছিল। রাষ্ট্র তখন জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র ছিল না। রাজবংশ-ই ছিল রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি। রাষ্ট্র ও জাতির পার্থক্য তখনও সুস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। সেইহেতু রাজবংশের শক্তি, মর্যাদা ও

পূর্বতন শাসন-পদ্ধতি (Old Regime)

প্রাধান্যের মধ্যে জাতি নিজ শক্তি, মর্যাদা ও প্রাধান্য প্রতিফলিত দেখিত। এই সকল রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা এমনভাবে গঠিত ছিল যে, রাজশক্তি জাতীয় জীবনের প্রতি স্তরেই অনুভূত হইত। এই সর্বাত্মক রাজশক্তির বিরোধিতা করিলে রাজার পুলিশবিভাগ বা সৈন্যবিভাগের হস্তে লাঞ্ছিত, এমন কি প্রাণ পর্যন্ত হারাইতে হইত। রাজশক্তি ছিল সামরিক শক্তির উপর নির্ভরশীল।

স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র

এইরূপ শাসনব্যবস্থার দক্ষতা স্বভাবতই রাজার ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করিত। চতুর্দশ লুই-এর ন্যায় শক্তিশালী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রাজার শাসনব্যবস্থা একমাত্র ব্যক্তিত্বের জোরেই চলিত। জনসাধারণ এইরূপ রাজার আদেশ পালন করিতে বা আনুগত্য স্বীকার করিতে সম্মানবোধ করিত। চতুর্দশ লুই-এর ন্যায় মর্যাদাশালী রাজার সেবায়ও জনসাধারণ আনন্দবোধ করিত।

রাজার ব্যক্তিত্বের উপর শাসনব্যবস্থা নির্ভরশীল

সংস্কার নীতি যে দেশেই গৃহীত হউক না কেন, প্রাক্তন শাসনব্যবস্থাকে দৃঢ় করাই ছিল সেই সংস্কারের উদ্দেশ্য, উহার আমূল পরিবর্তনের কোন প্রশ্নই ছিল না। কায়েমী স্বার্থের উপর কোনপ্রকার আঘাত না করিয়া অনুগত আমলা শ্রেণীর মাধ্যমে দেশের সর্বত্র নিজ শক্তি কার্যকরী করিতে পারিলেই তখনকার রাজগণ সন্তুষ্ট থাকিতেন।

প্রাক্তন ব্যবস্থা দৃঢ় করা, কায়েমী স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখা—সংস্কার নীতির উদ্দেশ্য

সামন্ত-প্রথার কাঠামো তখন বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু সামন্ত-প্রথাজনিত দোষ-ত্রুটির কতক কতক তখনও বিদ্যমান ছিল। এই সকল দোষ-ত্রুটি তখনও রাজশক্তি বা শাসনব্যবস্থার অসুবিধার সৃষ্টি যে একেবারে না করিতে পারিত এমন নহে।

সামন্ত-প্রথা বিধ্বস্ত কিন্তু উহার দোষ-ত্রুটি বিদ্যমান

প্রাদেশিক প্রতিনিধি সভা, কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি সভা ইত্যাদি কোন কোন দেশে ছিল বটে, কিন্তু এগুলির স্বাধীনভাবে কোন কাজ করিবার ক্ষমতা ছিল না। স্বৈরাচারী রাজগণ কর্তৃক এইসকল সভার কার্যাবলী পরিচালিত হইত। ফ্রান্সের স্টেট্‌স্-জেনারেল নামক কেন্দ্রীয় সভা ১৬১৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে লোপ পাইয়াছিল।

প্রতিনিধি সভার ক্ষমতাহীনতা

একমাত্র ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট তখন রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা নিজহস্তে গ্রহণ করিয়া রাজশক্তিকে পার্লামেণ্টের নিয়ন্ত্রাধীনে আনিয়াছিল।

বিচার-ব্যবস্থায় রাজার প্রাধান্য স্বীকৃত

বিচার-ব্যবস্থার উপর স্বৈরাচারী রাজগণের প্রাধান্য স্বীকৃত হইত। বিচারালয়গুলির বিচার ক্ষমতা সুনির্দিষ্ট ছিল না। অনেক ক্ষেত্রেই একাধিক বিচারালয় পরস্পর-বিরোধী বিচার ক্ষমতা দাবি করিত। রাজশক্তির বিরুদ্ধে সুবিচার পাওয়া

আইনের চক্ষে সমভাব অভাব

কল্পনাতীত ছিল, তবে ফ্রান্স প্রভৃতি স্বৈরাচারী দেশেও সাধারণ লোকের বিবাদ বিসম্বাদে ন্যায্য বিচার পাওয়া যাইত। সকলের ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য কোন আইন-বিধি তখনও গৃহীত হয় নাই।

পররাষ্ট্র-নীতিতে তখনকার রাজগণ নিজ নিজ রাষ্ট্রের স্বার্থ ভিন্ন অপর কিছুই দেখিতেন না, অপরের অধিকার স্বীকার অথবা অপরের প্রতি ন্যায্য

রাজ্যবিস্তার ও নিজ স্বার্থসিদ্ধি—পররাষ্ট্র-নীতির মূল উদ্দেশ্য

ব্যবহার তখন একপ্রকার অবিদিত ছিল। "অপরের সম্পত্তি যে দখল করিতে জানে, সে-ই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না"*—রাশিয়ার রাণী দ্বিতীয় ক্যাথারিণ এই মন্তব্য করিয়াছিলেন। প্রাশিয়ার রাজা ফ্রেডারিক দি গ্রেট বলিয়াছিলেন—"যাহা পার দখল কর, যদি তাহা ফিরাইয়া দিতে না হয়।"† এই সকল উক্তি হইতে তখনকার পররাষ্ট্র-নীতির মূলসূত্র কি ছিল তাহা ধারণা করা সম্ভব। রাজ্য-বিস্তার ও ইওরোপে প্রাধান্য স্থাপন করাই ছিল সেই সময়কার পররাষ্ট্র-নীতির মূল উদ্দেশ্য। দুর্বল প্রতিবেশীর রাজ্য গ্রাস করা তদানীন্তন রাজ-নীতিতে গর্হিত কার্য বলিয়া গণ্য হইত না। রাজবংশ ও জাতির সমর্থন এরূপ কার্যকলাপে সর্বত্রই পাওয়া যাইত।

সামাজিক অবস্থা (Social Condition): ফরাসী বিপ্লবের

সমাজ: প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সম্প্রদায়ে বিভক্ত

পূর্বেকার ইওরোপীয় সামাজিক ব্যবস্থার কাঠামো মধ্য-যুগের সামাজিক কাঠামোর অনুরূপ ছিল। অধিকাংশ দেশেই সমাজ প্রধানত তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল, যথা—যাজক সম্প্রদায়, অভিজাত সম্প্রদায় ও জনসাধারণ। যাজক শ্রেণী

* "He who gains, loses nothing."—Catherine II.

† "Take whatever you can, if you are not obliged to give back."—Frederick the Great.

ছিল সমাজের প্রথম সম্প্রদায় (First Estate), অভিজাতগণ ছিল দ্বিতীয় সম্প্রদায় (Second Estate) এবং অন্যান্য সকলে ছিল তৃতীয় সম্প্রদায় (Third Estate)। স্বার্থ ও মর্যাদার দিক্ দিয়া প্রথম দুই সম্প্রদায় সমপর্যায়ভুক্ত ছিল। তৃতীয় সম্প্রদায় প্রধানত মধ্যবিত্ত কৃষক ও শ্রমশিল্পীদের লইয়া গঠিত ছিল এবং মর্যাদায় তাহারা প্রথম দুই সম্প্রদায় অপেক্ষা বহু নিম্নে ছিল। বেভেরিয়া, অস্ট্রিয়া, পোল্যাণ্ড, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের কৃষকগণ ছিল ভূমিদাস। ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও সুইডেন ভিন্ন অপরাপর কোন দেশে মধ্যবিত্ত সমাজ বলিয়া তখনও কিছু গড়িয়া উঠে নাই। এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ব্যবসায়-বাণিজ্য দ্বারা যথেষ্ট অর্থোপার্জন করিত। বিদ্যাবুদ্ধিতে তাহারা প্রথম দুই সম্প্রদায় অপেক্ষা বহু উচ্চে ছিল। তৃতীয় সম্প্রদায় ও প্রথম দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র বিরুদ্ধ মনোভাব বিদ্যমান ছিল।

কৃষকগণ ভূমিদাসে পরিণত

ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও সুইডেনে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব

অর্থনৈতিক অবস্থা (**Economic Condition**): প্রত্যেক দেশের অর্থনীতি মার্কেন্টাইলবাদকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। উচ্চ হারে শুল্ক স্থাপন করিয়া আমদানি হ্রাস ও রপ্তানি উৎসাহিত করা হইত। রাজকর্মচারিপদ বিক্রয়, ভূসম্পত্তি ও আয়ের উপর কর, জবরদস্তিমূলক শ্রম-গ্রহণ ইত্যাদি রাষ্ট্রের আয়ের উৎস ছিল। ইহা ভিন্ন দেশের অভ্যন্তরেও বাণিজ্য-শুল্ক দেওয়ার পদ্ধতি ছিল। জনসাধারণের অধিকাংশের আয়ের একমাত্র পন্থা ছিল কৃষি। জনসাধারণের এক বিপুল অংশ ছিল তখন গ্রামবাসী। শহরের সংখ্যা এবং পরিধি ছিল খুবই কম। অল্পসংখ্যক শ্রমজীবীও তখন ছিল। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আয়ের পন্থা ছিল ব্যবসায়-বাণিজ্য। অভিজাত সম্প্রদায় ও যাজকগণ ভূ-সম্পত্তি হইতে উদ্ভূত আয়, রাজানুগ্রহ, রাজকর্মচারিপদ ক্রয় হইতে আয়, ধর্মকর ইত্যাদি নানাভাবে অর্থ অর্জন করিত।

মার্কেন্টাইলবাদ: শুল্কনীতি

সরকারের আয় ও প্রজাদের আয়ের পন্থা

জ্ঞানদীপ্তি (**Enlightenment**): অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইওরোপে যে ব্যাপক জ্ঞানদীপ্তি বা মানসিক উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল উহার চারিটি মূল সূত্র ছিল। জ্ঞানদীপ্তির অনুসরণকারী মাত্রেই এই চারিটি নীতিতে বিশ্বাসী

ছিলেন। যথা, প্রকৃতিবাদ (Naturalism), যুক্তিবাদ (Rationalism), আশাবাদ (Optimism) ও মানবতাবাদ (Humanitarianism)।

প্রাকৃতিক নিয়মের প্রাধান্য

প্রথমত, প্রাকৃতিক সবকিছুতেই অ-প্রাকৃত বা অতি-প্রাকৃতের উপর স্থান দেওয়া। অর্থাৎ Naturalism-কে Supernaturalism-এর উপরে ও বিজ্ঞানকে ধর্মের উপরে স্থান দেওয়া। কারণ, প্রাকৃতিক নিয়মেই সমগ্র পৃথিবী পরিচালিত হইয়া থাকে।

যুক্তিবাদ

দ্বিতীয়ত, সর্ববিষয়ে যুক্তিবাদকে (Rationalism) প্রাধান্য দান করা, এমন কি মানুষের জীবনযাত্রাকে যুক্তিসম্মতভাবে পরিচালিত করা।

জ্ঞানদীপ্তির মাধ্যমে অগ্রগতিতে বিশ্বাস

তৃতীয়ত, জ্ঞানদীপ্তির অনুসরণকারিগণ মানবজাতি যুক্তিবাদের মাধ্যমে ক্রমেই উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিতে সমর্থ হইবে, একথায় বিশ্বাস করিতেন।

মানবতা

চতুর্থত, জ্ঞানদীপ্তি মানুষমাত্রকেই প্রাকৃতিক অধিকার অর্থাৎ মানুষ কর্তৃক মানবসমাজে অধিকারের যে তারতম্য সৃষ্ট হইয়াছে তাহা দূর করিয়া প্রকৃত মানবতা ও সমতার ভিত্তিতে সামাজিক সুযোগ-সুবিধার অধিকারী করিবে।

সমালোচনার মনোবৃত্তি

উপরি-উক্ত চারিটি দার্শনিক ধারণার বশবর্তী হইয়া সেযুগে (অষ্টাদশ শতাব্দী) মানুষের যাবতীয় প্রতিষ্ঠানের—রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মনৈতিক, অর্থনৈতিক—বিরুদ্ধে সমালোচনা শুরু হয়। এই সমালোচনা ছিল ধ্বংসাত্মক এবং গঠনমূলক—উভয় প্রকারের। যাহা কিছু প্রাকৃতিক নিয়ম বা যুক্তিবাদের বিরোধী তাহারই ধ্বংসসাধন করিয়া এক নূতন সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সৃষ্টির মাধ্যমে মানবসমাজকে উন্নতির পথে আগাইয়া লইয়া যাওয়াই ছিল এই জ্ঞানদীপ্তির মুখ্য উদ্দেশ্য।

জ্ঞানদীপ্তির প্রসার (Spread of Enlightenment) :

নূতন চিন্তাধারা ও যুক্তিবাদ

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ইওরোপে এক অভূতপূর্ব জ্ঞানদীপ্তির বিকাশ ঘটে। রেনেসাঁস-প্রসূত অনুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গী ও সমালোচনার মনোবৃত্তি তখনও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণকে নূতন নূতন বিষয়ে চিন্তা করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল।

এই সমালোচনার মনোবৃত্তির সহিত দার্শনিক ধারণার সংমিশ্রণে এক নূতন মানসিক উৎকর্ষের সৃষ্টি হইয়াছিল। বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পকলা ইত্যাদি প্রতিক্ষেত্রেই গতানুগতিকতা ত্যাগ করিয়া যুক্তিবাদের প্রয়োগ শুরু হইয়াছিল। বাঁধাধরা নিয়ম-কানুন ও রীতি-নীতির বিরুদ্ধে এক ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল। ইওরোপের সর্বত্রই এক নূতন চিন্তাধারা প্রবাহিত হইতেছিল।

এই যুক্তিবাদ (Rationalism)-এর বিকাশ সাধনে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও অর্থনীতিকদের অবদান ছিল অপরিসীম। সপ্তদশ শতাব্দী হইতে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে গবেষণা শুরু হইয়াছিল তাহার ফলে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে নানাপ্রকার আবিষ্কারের মাধ্যমে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা, জীববিদ্যা সকল প্রকার বিজ্ঞানের এক অভূতপূর্ব উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। এই উৎকর্ষের পশ্চাতে সার আইজাক্ নিউটন (Sir Isaac Newton), এডমাণ্ড হেইলি (Edmund Halley), টোরিসেলি (Toricelli), অটো ফন্ গেরিক্ (Otto Von Guericke), রবার্ট বোয়েল (Robert Boyle), যোসেফ্ ব্ল্যাক (Joseph Black), হেনরী কেভেণ্ডিশ (Henry Cavendish), জেম্‌স্ হাটন (James Hutton), ম্যালপিঘি (Malpighi) প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকদের মৌলিক আবিষ্কার উল্লেখযোগ্য।

বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকগণ

বৈজ্ঞানিকদের যুক্তিবাদী অনুসন্ধিৎসা সমসাময়িক দার্শনিকদের মধ্যে যুক্তিবাদের ব্যাপকতর প্রয়োগের উৎসাহ বৃদ্ধি করিয়াছিল। ডেকার্টে (Rene Descartes), হব্‌স (Hobbes), লক্ (Locke), বারুচ্ স্পিনোজা (Baruch Spinoza), হিউম (Hume), ক্যান্ট (Kant) প্রভৃতির নাম এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

দার্শনিকগণ

বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণই কেবল জ্ঞানদীপ্ত হইয়াছিলেন মনে করিলে ভুল হইবে। অষ্টাদশ শতাব্দীর অভিজাতগণ, বর্ধিষ্ণু কৃষি-আশ্রয়ী ভদ্রসমাজ, অধ্যাপক, যাজক সম্প্রদায়, সাহিত্যিক, ব্যবসায়ী—সকলেই জ্ঞানদীপ্ত হইয়া উঠিতে আগ্রহান্বিত ছিলেন। এমন কি, স্বৈরাচারী রাজগণও জ্ঞানদীপ্ত হওয়া শ্লাঘার বিষয় বলিয়া মনে করিতেন। ফলে সাহিত্য, স্থাপত্য, চিত্রশিল্প, সঙ্গীত, ধর্ম, ইতিহাস, সমাজ,

জ্ঞানদীপ্তির প্রসার

রাজনীতি, অর্থনীতি, আইনশাস্ত্র, জাতীয়তাবাদ—সর্বক্ষেত্রে জ্ঞানদীপ্তির গভীর প্রভাব বিস্তার লাভ করিল। সাহিত্যের ক্ষেত্রে জ্ঞানদীপ্তির ফল পরিলক্ষিত হইল সেই যুগের ব্যঙ্গাত্মক ও রোমান্টিক রচনার মধ্যে। ধর্মের ক্ষেত্রে উহা পরধর্মসহিষ্ণুতা, মানবতা ও প্রাকৃতিক ধর্ম বা Deism প্রভৃতিতে প্রকাশিত হইল। যোহান সিবাস্টিয়ান ব্যাচ্ (Johan Sebastian Bach), মোজার্ট (Mozart) সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব উৎকর্ষ সাধন করিলেন। ভল্টেয়ার নাটক, ইতিহাস, প্রবন্ধ প্রভৃতি বহুমুখী রচনার দ্বারা ইওরোপে জ্ঞানদীপ্তির প্রসারে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিলেন। তিনি ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর ইরাসমাস।* বিভিন্ন সমাজ-বিদ্যার মধ্যে ইতিহাসের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা ও ঐতিহাসিক দলিল-ভিত্তিক বিবৃতির নীতি সেই সময়ে বিশেষভাবে ঐতিহাসিকদিগের রচনায় পরিলক্ষিত হয়। ইতালীয় অধ্যাপক ভিকো (Vico)-এর নাম এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিক হার্ডার (Herder) অবশ্য ইতিহাসের দার্শনিক ব্যাখ্যার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু সেই যুগের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ছিলেন এড্ওয়ার্ড গিবন্ (Edward Gibbon)। তাঁহার 'Decline and Fall of the Roman Empire' ইতিহাস সাহিত্যের এক অমর সৃষ্টি। আইনশাস্ত্রের প্রকৃত রূপ সম্পর্কে মন্টেস্ক্ (Montesquieu)-এর 'The Spirit of the Laws' ও বেক্কারিয়ার (Beccariar) 'On Crimes and Punishment' উল্লেখযোগ্য। রাজনীতি সম্পর্কে সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংরেজ কবি মিল্টনের প্রচারপত্র, হব্স এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে লক্, রুশো প্রভৃতির রচনা জ্ঞানদীপ্তির প্রসার সাধনে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। অর্থনীতিতে অ্যাডাম স্মিথের 'Wealth of Nations', চিরাচরিত অর্থনৈতিক ধারার পরিবর্তনের ইঙ্গিত দান করিয়াছিল। যুক্তিবাদের ও জ্ঞানদীপ্তির প্রসার ইওরোপের জনমতের (Public Opinion) সূচনা করিতে লাগিল।

সাহিত্য, স্থাপত্য, চিত্র, সঙ্গীত, ধর্ম, সমাজ, ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি—সর্বত্র জ্ঞানদীপ্তির প্রভাব

সিবাস্টিয়ান, মোজার্ট, ভল্টেয়ার, ভিকো, হার্ডার, গিবন্, মন্টেস্ক্, লক্, রুশো,

জনমতের সূচনা

*"......was as much the literary arbiter of Europe in the age of enlightenment as Erasmus had been in the age of Humanism." Hayes, p. 897.

চিন্তাজগতের এই নূতন প্রভাব জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী রাজগণকেও প্রভাবিত করিল। ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁহাদের জনকল্যাণের চেষ্টায়। এ-বিষয়ে প্রাশিয়ার রাজা ফ্রেডারিক (The Great), রাশিয়ার রাণী দ্বিতীয় ক্যাথারিণ, অস্ট্রিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় যোসেফ্, স্পেনের তৃতীয় চার্লস, পোর্তুগালের যোসেফ্, টাস্কেনির লিওপোল্ড ও সুইডেনের তৃতীয় গাস্টাভাসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এই প্রজাহিতৈষী রাজগণের সংস্কারের প্রতি জনসাধারণের কোন সহানুভূতি ছিল না। তাঁহাদের বিফলতাকে ফরাসী বিপ্লবের প্রয়োজনের স্বীকৃতি হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইওরোপের এইরূপ পরিস্থিতিতেই ফরাসী বিপ্লবের সূত্রপাত হইয়াছিল।

জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী রাজগণ

একাদশ অধ্যায়

প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচার

(Enlightened Despotism)

১/ জ্ঞানদীপ্ত ও প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচার (**Enlightened & Benevolent Despotism**) : অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইওরোপে যে জ্ঞানদীপ্তির বিকাশ ঘটিয়াছিল তাহা কেবল মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত মনীষীদের উপরই প্রভাব বিস্তার করে নাই, অভিজাত শ্রেণী, যাজক সম্প্রদায় এমন কি স্বৈরাচারী শাসকবর্গের উপরও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিল।

ফলে, ফরাসী বিপ্লবের পূর্ববর্তী যুগে ইওরোপে এক নূতন রাজনৈতিক ধারণার সৃষ্টি হয়। এই নূতন রাজনৈতিক ধারা বা মতবাদ অনুসারে "রাষ্ট্রই হইল রাজনৈতিক জীবনের সব কিছু, জাতি অর্থাৎ দেশের জনসমাজ কিছু নহে।"* রাষ্ট্ররক্ষা এবং রাষ্ট্রের জন্যই জাতি, জাতির জন্য রাষ্ট্র নহে। এইরূপ রাষ্ট্রে রাজা হইলেন সর্বাত্মক ক্ষমতার অধিকারী, কিন্তু তিনি তাঁহার ক্ষমতা

ফরাসী বিপ্লবের পূর্ববর্তী যুগের রাজনৈতিক ধারণা : 'রাষ্ট্রই সব-কিছুই, জাতি কিছুই নহে'

* "State is everything, nation nothing" Morse Stephens.

জনগণের উপকারার্থে ব্যবহার করিবেন। জনগণের উপকার সাধনই হইল তাঁহার সর্বাত্মক ক্ষমতার একমাত্র উদ্দেশ্য। রাজা বংশ-পরম্পরায় রাজ্যশাসন করিবেন; আইনত এবং কার্যত তাঁহার ক্ষমতা হইবে অসীম ও অপ্রতিহত, কিন্তু তিনি জাতির সমৃদ্ধির জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকিবেন।* প্রজাবর্গের হিতসাধন হইল তাঁহার রাজকার্যের চরম উদ্দেশ্য। এই মতবাদে বিশ্বাসী রাজগণ সমসাময়িক দার্শনিক চিন্তাধারার সহিত পরিচিত ছিলেন। তাঁহাদের অনেকেই তখনকার যুক্তিবাদে বিশ্বাস করিতেন। প্রজাহিতৈষী রাজগণের পূর্বে রাজতন্ত্রের শক্তি ছিল ধর্মের উপর নির্ভরশীল। রাজগণের ক্ষমতা তখন ছিল ভগবান-প্রদত্ত। কিন্তু এখন রাজগণের মধ্যে শাসনকার্য, সামাজিক বা অর্থনৈতিক কার্যকলাপ, যুক্তি দ্বারা পরিচালনার চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্ম, শিক্ষা, সাধারণ জীবন—সর্বত্রই নূতন যুক্তিসম্মত সংস্কারের প্রয়োজন প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচারী রাজগণ উপলব্ধি করিলেন। জাতীয় জীবনের প্রতিক্ষেত্রেই যুক্তি দ্বারা তাঁহারা পরিচালিত হইতে লাগিলেন, কিন্তু শাসনক্ষমতার অংশ জনসাধারণকে দেওয়ার যুক্তি দেখিতে পাইলেন না। প্রজাগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিতে পারিলেই তাহাদের উপর রাজত্ব করিবার নৈতিক দাবি করা যাইতে পারিবে, এই ছিল তাঁহাদের বিশ্বাস; জনসাধারণকে শাসনকার্যের অংশ দেওয়ার মধ্যে কোন যুক্তি আছে এই কথা তাঁহারা স্বীকার করিতেন না। প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচারী রাজগণের মধ্যে অনেকে সমসাময়িক দার্শনিকদের সহিত পত্রালাপ করিতেন; তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাদিও পড়িতেন।

বংশানুক্রমে রাজত্ব: জনকল্যাণ একমাত্র লক্ষ্য

যুক্তির দ্বারা পরিচালিত রাজতন্ত্র

জনসাধারণ কল্যাণকর শাসনাধীন, কিন্তু শাসনকার্যে অংশ-গ্রহণে বঞ্চিত

সমসাময়িক দার্শনিক-দের সহিত যোগাযোগ

অষ্টাদশ শতাব্দীর জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারীদের মধ্যে প্রাশিয়ার রাজা মহান ফ্রেডারিক (Frederick the Great) ছিলেন অন্যতম প্রধান। ফ্রেডারিক অল্প বয়স হইতেই বিজ্ঞান, দর্শন, ফরাসী সাহিত্য, চারু-শিল্প, সমালোচনাগ্রন্থ ইত্যাদির প্রতি অত্যধিক আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

* "Their Government would be for the people, but not by the people." Hayes, p. 419.

তিনি রাজার কর্তব্য সম্পর্কে এক নূতন ধারণার সৃষ্টি করিয়া প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচারের ধারণার সম্প্রসারণ সাধন করেন। তিনি নিজেকে রাষ্ট্রের 'প্রধান সেবক' বলিয়া অভিহিত করিতেন।* প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচার জনকল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধিরও সহায়তা করিয়াছিল।

ফ্রেডারিকের প্রজা-হিতৈষণা: রাষ্ট্রের 'প্রধান সেবক'

অস্ট্রিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় যোসেফ্ (Joseph II) ভল্‌টেয়ার ও রুশোর রচনার অনুরাগী ছিলেন। যুক্তিবাদ ও সংস্কার—এই দুই ছিল তাঁহার কর্মজীবনের মূল সূত্র। সমসাময়িক দার্শনিক প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া তিনি সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম, সর্বক্ষেত্রে এই বিপ্লবাত্মক সংস্কার সাধনে ব্রতী হইয়াছিলেন। একই সঙ্গে সর্বপ্রকার সংস্কার সাধনের চেষ্টায় তিনি মানুষের ক্ষমতার যে একটা সীমা আছে তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সেজন্য তাঁহার সংস্কার বিফলতায় পর্যবসিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি যে-সকল নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন তাহা পরবর্তী কালে সর্বত্র গৃহীত হইয়াছিল।

অস্ট্রিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় যোসেফ্

স্পেনের রাজা তৃতীয় চার্লস্ ছিলেন অপর একজন প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচারী রাজা। তিনি দেশের কৃষি, শিল্প ও পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করেন। স্পেন এবং স্পেনের আমেরিকাস্থ উপনিবেশসমূহের শাসনব্যবস্থাকে তিনি খুবই কার্যকরী করিয়া তোলেন।

স্পেনের তৃতীয় চার্লস্

পোর্তুগালের রাজা প্রথম যোসেফ্ নিজে একজন প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচারীই ছিলেন না, তিনি একজন দার্শনিকও ছিলেন। তিনি অভিজাত ও যাজক সম্প্রদায়ের নিকট হইতে অর্থ আদায় করিয়া মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক-কৃষক সম্প্রদায়ের স্বার্থ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

পোর্তুগালের প্রথম যোসেফ্

রাশিয়ার রাণী দ্বিতীয় ক্যাথারিণ ফরাসী দার্শনিক ভল্টেয়ারের সহিত পত্রালাপ করিতেন। 'বিশ্বকোষ' (Encyclopaedia) প্রণেতা ডেনিস্ ডিডেরো (Denis Diderot) ও অন্যান্য বহু বিদ্বান ব্যক্তিকে তিনি তাঁহার সভায় সাদরে আমন্ত্রণ

রাশিয়ার রাণী দ্বিতীয় ক্যাথারিণ

* "State is everything, nation i...olute master, but only the first servant

জানাইয়াছিলেন। বিদ্যালয় স্থাপন, সাহিত্যচর্চা ইত্যাদি দ্বারা তিনি তাঁহার মানসিক উৎকর্ষের পরিচয় দিয়াছিলেন।

রাশিয়া: ক্যাথারিণ, স্পেন: তৃতীয় চার্লস, পোর্তুগাল: প্রথম যোসেফ্, অস্ট্রিয়া: দ্বিতীয় যোসেফ্, প্রাশিয়া: ফ্রেডারিক দি গ্রেট, টাস্কেনি: লিওপোল্ড, সুইডেন: গাস্টাভাস

রাশিয়ার দ্বিতীয় ক্যাথারিণ, স্পেনের তৃতীয় চার্লস্, পোর্তুগালের প্রথম যোসেফ্, অস্ট্রিয়ার দ্বিতীয় যোসেফ্ ও প্রাশিয়ার ফ্রেডারিক দি গ্রেট ভিন্ন সুইডেনের তৃতীয় গাস্টাভাস ও টাস্কেনির লিওপোল্ড প্রভৃতিও প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচারী শাসক ছিলেন। ইঁহারা সকলেই জনস্বার্থ বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট করিয়া গিয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু জনসাধারণকে শাসনকার্যে অংশ দানের পক্ষপাতী তাঁহারা ছিলেন না। এই রাজগণ নিজেদের মানসিক উৎকর্ষ হেতু এবং এতকাল যাবৎ প্রজাদের উপকারার্থে কোন কিছুই করা হয় নাই বলিয়া অনুশোচনার ফলে স্বেচ্ছায় নিজ নিজ প্রজাদের মঙ্গলার্থে নানাপ্রকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারকার্য সম্পাদন করেন। এজন্য তাঁহাদের শাসন 'অনুতপ্ত রাজতন্ত্র' (Repentant Monarchy) নামেও পরিচিত।

অনুতপ্ত রাজতন্ত্র (Repentant Monarchy)

জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারের ত্রুটি (Defects of Enlightened Despotism): (১) প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচারের প্রধান ত্রুটি ছিল এই যে, স্বৈরাচারী রাজগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত সংস্কার জনগণ সহজ মনে গ্রহণ করিতে পারে নাই। কারণ, জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকগণ তাঁহাদের প্রজাবর্গের মতামতের ধার ধারিতেন না। নিজেদের ইচ্ছামত সংস্কার সাধন করিলেই প্রজাবর্গের উপকার হইবে এই ছিল তাঁহাদের ধারণা। যে শাসনব্যবস্থায় জনগণের স্থান ছিল না, যে শাসন এতকাল যাবৎ তাহাদের উপর অত্যাচার করিয়া আসিয়াছে, সেই শাসনব্যবস্থার অধীনে স্বেচ্ছায় সংস্কার অনুষ্ঠিত হইলে স্বভাবতই তাহাদের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হইত। এই সকল সংস্কারের পশ্চাতে কোনপ্রকার দুরভিসন্ধি থাকিতে পারে এইরূপ ধারণাও জনসাধারণের মনে জাগিত। এই কারণে প্রজাহিতৈষী বা জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচার কোন স্থায়ী সংস্কারসাধন করিতে সক্ষম হয় নাই। (২) ইহা সামন্ত-প্রথাজনিত নানাপ্রকার শাসনতান্ত্রিক, সামাজিক ও

জনসাধারণের সন্দেহ

স্থায়ী সংস্কারের অভাব

অর্থনৈতিক অসুবিধা ও অভিযোগ দূর করিয়া পুরাতন কাঠামোকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারে নাই। (৩) জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী রাজগণ-মাত্রেই তদানীন্তন রাজবংশের মর্যাদা বৃদ্ধির চেষ্টায় ইওরোপীয় রাজনীতিতে অধিকতর মনোযোগী ছিলেন। যুদ্ধ-বিগ্রহাদি ছিল রাজবংশের মর্যাদা বৃদ্ধির প্রধান উপায়। স্বভাবতই তাঁহারা তাঁহাদের সংস্কার নীতিকে সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী বা ফলপ্রসূ করিয়া তুলিতে পারেন নাই।

বৈদেশিক যুদ্ধনীতি আভ্যন্তরীণ সংস্কারের প্রতিকূল

(৪) সর্বশেষে, জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী রাজগণ যে সকল সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন তাহা প্রকৃতপক্ষে ফলপ্রসূ করিয়া তুলিতে দীর্ঘকালের চেষ্টার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু প্রায় সকল ক্ষেত্রেই জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকগণের উত্তরাধিকারিগণ সেই ব্যবস্থা অবলম্বনে ত্রুটি করিয়াছিলেন। স্বভাবতই জ্ঞানদীপ্ত বা প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচার এক সাময়িক রাজনৈতিক ধারণা বা মতবাদ হিসাবে প্রচলিত ছিল এবং মাত্র আংশিকভাবে কার্যকরী হইয়াছিল। জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারের বিফলতার মধ্যেই ফরাসী বিপ্লবের প্রয়োজন উপলব্ধি করা যাইতে পারে। প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচার সম্পূর্ণভাবে সাফল্যলাভ করিলে ফরাসী বিপ্লবের প্রয়োজন হয়ত দূর হইত।

উত্তরাধিকারিগণের ত্রুটি

সামন্ত-প্রথাজনিত দোষ-ত্রুটি দূর করিতে অসমর্থ : ফরাসী বিপ্লবের প্রয়োজন

শ্রেষ্ঠ জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী (The best Enlightened Despot) : অষ্টাদশ শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী ও প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচারী রাজা ছিলেন অস্ট্রিয়ার দ্বিতীয় যোসেফ্। তাঁহার ব্যক্তিগত গুণাবলী, তাঁহার প্রজাহিতৈষণা, জনকল্যাণার্থে তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টা তাঁহাকে শ্রদ্ধার আসনে স্থাপন করিয়াছে। অবশ্য তাঁহার বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার অভাব ও রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা তাঁহার বিফলতার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তথাপি আদর্শ কর্মচেষ্টা, জনকল্যাণের প্রকৃত ইচ্ছা—ইত্যাদির দিক দিয়া বিচার করিলে জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকদের মধ্যে দ্বিতীয় যোসেফ্‌কেই অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচারী রাজা বলিয়া গণ্য করা উচিত হইবে। কিন্তু স্বৈরাচারী রাজা কর্তৃক অনুষ্ঠিত সংস্কার জনসাধারণের মঙ্গল

অস্ট্রিয়ার যোসেফ্ শ্রেষ্ঠ জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী রাজা

কোন উৎসাহ বা উদ্দীপনা জাগাইতে পারে নাই বলিয়া তাঁহার সংস্কারের মূল্য কেহ বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু তাঁহার সংস্কারের অনেক কিছুই পরবর্তী কালে আধুনিক দেশমাত্রেই গৃহীত হইয়াছে।

দ্বাদশ অধ্যায়

ফরাসী বিপ্লব

(The French Revolution)

ইওরোপের ইতিহাসে ফরাসী বিপ্লবের যুগ (১৭৮৯-১৮১৫) এক অতি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনিয়াছিল। মানবসভ্যতার অগ্রগতির বর্তমান ধারণা এবং বর্তমান সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি ফরাসী বিপ্লবের মাধ্যমে রূপলাভ করিয়াছে। সর্বাত্মক রাজশক্তির স্থলে জনসাধারণের সার্বভৌমত্ব, রাষ্ট্র ও জাতির স্বার্থের পার্থক্য, জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের ধারণা—সব কিছুই ফরাসী বিপ্লব হইতে জন্মলাভ করিয়াছে। গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ, স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী প্রভৃতি ফরাসী বিপ্লবের মূল্যবান অবদান।

ফরাসী বিপ্লবের যুগ: গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন

ফরাসী বিপ্লবের কারণ (Causes of the French Revolution): এই যুগান্তকারী বিপ্লব কোন একটি বিশেষ কারণে অথবা কোন আকস্মিক ঘটনার ফলে সৃষ্ট হয় নাই। দীর্ঘকালের পুঞ্জীভূত [illegible] অভিযোগ ফরাসী বিপ্লবে রূপলাভ করিয়াছিল। ইহার গতি [illegible] ধারায় সীমাবদ্ধ ছিল না, প্লাবনের [illegible] এক দুর্জয় শক্তি লইয়া গতানুগতিকতার [illegible]রেখা লঙ্ঘন করিয়া এক বিরাট আলোড়নের [illegible]য়াছিল। ফরাসী বিপ্লবের কারণগুলি স্বভাবতই যেমন ছিল বিভিন্ন [illegible] তেমনি ব্যাপক।

ফরাসী বিপ্লবের বিভিন্ন ও ব্যাপক কারণ

রাজনৈতিক: বিপ্লবে[illegible] ফরাসী রাজতন্ত্রের দায়িত্ব (Political: Respons[illegible]y of the French Monarchy for the Revolution) [illegible]শক্তির দিক দিয়া বিচার করিলে সপ্তদশ

সপ্তদশ শতাব্দীতে ফ্রান্স —সমৃদ্ধিশালী স্বৈরাচারী অষ্টাদশ শতাব্দীতে পতনোন্মুখ রাষ্ট্র

শতাব্দীর ফ্রান্স ছিল রিশ্‌ল্যু, ম্যাজারিণ, কল্‌বেয়ার ও চতুর্দশ লুই-এর চেষ্টায় গঠিত এক সমৃদ্ধিশালী স্বৈরাচারী রাষ্ট্র। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্স ছিল অকর্মণ্য রাজা পঞ্চদশ লুই, রাজ-প্রতিনিধি ডিউক অব্‌ অর্লিয়েন্স, ম্যাডাম ডি' পম্পাডোর প্রভৃতির দ্বারা প্রভাবিত এক পতনোন্মুখ রাষ্ট্র।

রাজতন্ত্র স্বৈরাচারী ও ভগবান-প্রদত্ত রাজশক্তিতে বিশ্বাসী

ফরাসী রাজতন্ত্র ছিল স্বৈরাচারী, জনসাধারণের প্রতিনিধি সভা বা জনমতের স্থান উহাতে স্বভাবতই ছিল না। রাজা ভগবান-প্রদত্ত ক্ষমতার উপর নিজের স্বৈরাচারী শাসন নির্ভরশীল মনে করিতেন, মরণশীল মানবসমাজের নিকট তাঁহার জবাবদিহির কোন প্রশ্নই ছিল না। রাজার ব্যক্তিত্ব ও প্রকৃত শাসন-ক্ষমতার সহিত এইরূপ উচ্চ ধারণা যতদিন পর্যন্ত সামঞ্জস্য ছিল ততদিন পর্যন্ত রাজা নিরঙ্কুশ প্রাধান্য ভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী রাজগণের স্বৈরাচার-প্রীতি থাকিলেও শাসনক্ষমতা মোটেই ছিল না। চতুর্দশ লুই-এর পরবর্তী রাজগণের শাসনকার্যের অক্ষমতা তাঁহাদের স্বৈরাচারী নীতিকে নিছক অত্যাচারে পরিণত করিয়াছিল। ফরাসী স্বৈরাচার অন্তঃসারশূন্য আড়ম্বরমাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

চতুর্দশ লুই-এর পরবর্তী রাজগণের স্বৈরাচার-নীতি অত্যাচারে পরিণত

রাজশক্তির দুর্বলতার সুযোগে অভিজাত [illegible]য়ের প্রাধান্য

ইহা ভিন্ন অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে স্পেনীয় উত্তরাধিকার-যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয় এবং ইউট্রেক্ট-এর সন্ধি দ্বারা সামুদ্রিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি ফরাসী রাজতন্ত্রের আন্তর্জাতিক গৌরব বহুলাংশে ম্লান করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন সপ্তবর্ষ-ব্যাপী যু[illegible]য়ের ফলে ফ্রান্সের রাজতন্ত্রের মর্যাদা ফরাসী জাতির নিকট হ্রাস পাইয়াছিল। [illegible]ন্তর্জাতিক এবং সামরিক প্রাধান্যের মাধ্যমে সপ্তদশ [illegible]র মধ্যভাগ হইতে ফরাসী রাজতন্ত্র যে প্রাধান্য ও প্র[illegible] অর্জন করিয়াছিল তাহা অষ্টাদশ শতাব্দীর পরাজয়ে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া[illegible] রাজশক্তির দুর্বলতার সুযোগ লইয়া স্বার্থান্বেষী অভিজাত শ্রেণী পু[illegible] রাজসভায় প্রাধান্যলাভ এবং শাসনব্যবস্থা হস্তগত করিতে সমর্থ হইল [illegible]হাই-এর রাজসভা পূর্ব-গৌরব

সামরিক মর্যাদা ও প্রাধান্য হ্রাসপ্রাপ্ত

ও সুদক্ষ শাসন-ক্ষমতা হারাইয়া উচ্ছৃঙ্খলতা ও অমিতব্যয়িতার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হইল। দুর্বল রাজগণ রাজকর্মচারীদের স্ববশে রাখিতে সমর্থ হইলেন না। রাজকর্মচারিবর্গের শাসন-ক্ষমতা ও সরকারী বিভাগগুলির ক্ষমতার কোন সুস্পষ্ট বিভাজন ছিল না, ফলে একই কাজ একাধিক বিভাগ ও বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারিবৃন্দ করিত বলিয়া দারুণ বিশৃঙ্খলা ও অব্যবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশ দেশের সর্বত্র কার্যকরী হইত না। বিচারব্যবস্থার চূড়ান্ত অবনতি ঘটিল। বিচার যেমন হইল ব্যয়সাপেক্ষ তেমনি দুর্নীতি-গ্রস্ত। বংশানুক্রমে যাঁহারা বিচারকের পদ লাভ করিতেন তাঁহারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিতে ব্যস্ত থাকিতেন। ন্যায়-অন্যায়ের ধার না ধারিয়া জরিমানা ইত্যাদি শাস্তি দিয়া বিচারকগণ নিজেদের আয়ের পথ প্রশস্ত করিতেন।

কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বল, অমিতব্যয়ী ও দুর্নীতিগ্রস্ত

বিচারব্যবস্থা পঙ্গু: বিচারের নামে অবিচার

আইনের চক্ষে সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক সমমর্যাদা পাইত না। শাস্তি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অপরাধের অনুপাতে বহুগুণে কঠোর হইত। (রিশল্যু, ম্যাজারিণ প্রভৃতি সুদক্ষ শাসকদের আমলে অভিজাত সম্প্রদায় রাজশক্তির পদানত হইয়াছিল, কিন্তু রাজশক্তির দুর্বলতার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা নিজ ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করিল। রাজা তাহাদের ক্রীড়নকে পরিণত হইলেন।)

রাজা অভিজাতগণের ক্রীড়নকে পরিণত

রাজসভার যে-কোন সদস্য ব্যক্তিগত শত্রুকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে 'লেত্রি ডি কেশে' (Lettres de Cachet) নামক গ্রেপ্তারী পরওয়ানা রাজার দ্বারা স্বাক্ষর করাইয়া লইতে পারিত। বিনাবিচারে কারারুদ্ধ করা, হিংসা ও বিদ্বেষ চরিতার্থ করিবার জন্য যাহাকে খুশী আটক রাখা তখনকার নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া উঠিল। বাস্তিল দুর্গ এইরূপ নিরাপরাধ ব্যক্তিদের কারাগারে পরিণত হইল। রিশল্যু কর্তৃক নিযুক্ত ইন্-টেণ্ডেন্ট (Intendant) নামক কর্মচারীশ্রেণী এখন রাজস্ব-অপহারী 'স্বার্থলোলুপ নেকড়ে বাঘ' (ravening wolves)-এ পরিণত হইল।

ব্যক্তি-স্বাধীনতা লুপ্ত: Lettres de Cachet

ইন্টেণ্ডেন্টগণ 'স্বার্থ-লোলুপ নেকড়ে বাঘ'-এ পরিণত

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে একথা স্পষ্টভাবেই বুঝিতে পারা যায় যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ফরাসী রাজতন্ত্র ফরাসী জাতিকে শাসন

করিবার নৈতিক অধিকার (moral competence) সম্পূর্ণভাবে হারাইয়াছিল। সম্মুখীন সমস্যা সমাধানে পঞ্চদশ বা ষোড়শ লুই—কেহই সক্ষম ছিলেন না। ফলে, স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের যাবতীয় দোষ-ত্রুটি রাজশক্তি দুর্বল হইয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে প্রকট হইয়া উঠিল।

ফরাসী রাজতন্ত্রের শাসন-পরিচালনার নৈতিক অধিকার লোপ

চতুর্দশ লুই এর আমলের যুদ্ধনীতি, পঞ্চদশ লুই-এর অমিতব্যয়িতা, ষোড়শ লুই-এর অর্থনৈতিক সংস্কার কার্যকরী করিবার অক্ষমতা এবং সর্বশেষে, আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগদান ও অর্থ সাহায্য দানের ফলে ফরাসী রাজকোষ কপর্দকশূন্য এবং ফরাসী সরকার দারুণ ঋণভারে নত হইয়া পড়িল। ফরাসী রাজতন্ত্র স্বৈরাচারী ক্ষমতার মূল ভিত্তি—পরিপূর্ণ রাজকোষ হারাইয়া এবং ঋণগ্রস্ত হইয়া জাতির শরণাপন্ন হইতে বাধ্য হইল।

ফরাসী রাজকোষ কপর্দকশূন্য

সামাজিক (Social) : অপরাপর ইওরোপীয় দেশের ন্যায় ফ্রান্সের সমাজও প্রধানতঃ বিশেষ অধিকার-প্রাপ্ত (Privileged) ও অধিকারহীন (Non-privileged)—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। (১) অধিকার-প্রাপ্ত শ্রেণীর মধ্যে ছিল যাজক সম্প্রদায় ও অভিজাত সম্প্রদায়। যাজকগণকে প্রথম সম্প্রদায় (First Estate) ও অভিজাতগণকে দ্বিতীয় সম্প্রদায় (Second Estate) বলা হইত। (২) অধিকারহীন শ্রেণী, সমাজের তৃতীয় সম্প্রদায়ভুক্ত (Third Estate) সকল লোক লইয়া গঠিত ছিল। অর্থাৎ যাজক সম্প্রদায় ও অভিজাত সম্প্রদায় ভিন্ন, মধ্যবিত্ত, কৃষক, শ্রমশিল্পী ইত্যাদি অপর সকলেই তৃতীয় বা অধিকারহীন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল।

সমাজের দুই শ্রেণী—(১) অধিকার-প্রাপ্ত ও (২) অধিকারহীন
প্রথম শ্রেণী—যাজকগণ ও অভিজাতগণ,
দ্বিতীয় শ্রেণী—সাধারণ লোক

যাজক সম্প্রদায় উর্ধ্বতন যাজক ও অধস্তন যাজক এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। উর্ধ্বতন যাজকগণ ছিল যেমন বিত্তশালী তেমনি রাজানুগ্রহভোগী। অধস্তন যাজকগণ ছিল দরিদ্র এবং স্বভাবতই উর্ধ্বতন যাজক-সমাজে অপাংক্তেয়। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ ও ঘৃণা ক্রমেই বর্ধিত হইতেছিল।

যাজকগণের দুই ভাগ : উর্ধ্বতন—ধনী ও অধস্তন—দরিদ্র

সমাজের তৃতীয় বা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বুদ্ধি, বিদ্যা ও জাতীয়তাবোধে অন্যান্য শ্রেণী অপেক্ষা বহু উর্ধ্বে ছিল। এই সম্প্রদায়ের অনেকেরই অর্থবল অভিজাত সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের অপেক্ষা বেশি ছিল। স্বভাবতই তাহারা অভিজাত সম্প্রদায়ের একচেটিয়া রাজনৈতিক অধিকার, অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ সহজ মনে গ্রহণ করিত না। প্রথম ও দ্বিতীয় সম্প্রদায় সরকারী যাবতীয় কাজকর্ম, সম্মান, সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিত বটে, কিন্তু রাজস্ব দেওয়ার দায়িত্ব ছিল তৃতীয় সম্প্রদায়ের উপর। এই বৈষম্য মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে প্রথম দুই সম্প্রদায়ের বিরোধী করিয়া তুলিল। তাহারা রাজনৈতিক অধিকার, সম্মান—এক কথায়, উপরিস্থ দুই সম্প্রদায়ের সহিত রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমপর্যায়ভুক্ত হইতে বদ্ধপরিকর হইল। তাহারা অভিজাত সম্প্রদায়-প্রভাবিত রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী ছিল না, ব্যবসায়-বাণিজ্য ব্যাপারে তাহারা চাহিয়াছিল রাষ্ট্র-কর্তৃত্বের অবসান। সামাজিক মর্যাদা বংশগত না হইয়া প্রকৃত ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল হউক, এই ছিল তাহাদের ইচ্ছা।

তৃতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বিদ্যা, বুদ্ধি ও জাতীয়তাবোধে শ্রেষ্ঠ

রাজস্ব প্রদানের দায়িত্ব একমাত্র তৃতীয় সম্প্রদায়ের উপর ন্যস্ত

মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সামাজিক ও রাজনৈতিক মর্যাদা-লাভের স্পৃহা

সামাজিক বৈষম্য-প্রসূত বিদ্বেষ ফরাসী বিপ্লবের একটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ কারণ সন্দেহ নাই। নেপোলিয়ন বোনাপার্টি বলিয়াছিলেন, (সামাজিক) "অহমিকা-ই ছিল বিপ্লবের মূল কারণ, স্বাধীনতা ছিল অজুহাত মাত্র।"* ঐতিহাসিক রাইকারের মতে ফরাসী বিপ্লব মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সামাজিক সমতা লাভের আন্দোলনের ফলেই সৃষ্ট হইয়াছিল।

সামাজিক বৈষম্য বিপ্লবের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ

কিন্তু ফরাসী বিপ্লব কেবলমাত্র মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের দ্বারা সংঘটিত হইয়াছিল এই কথা বলিলে ভুল হইবে। এই বিপ্লবে সাধারণ লোক অর্থাৎ সমাজের সর্বনিম্ন স্তরের লোকেরাও সামাজিক ও

কৃষক ও শ্রমশিল্পীদের অংশ গ্রহণ

* "What made Revolution?" exclaimed Napoleon, "Vanity, Liberty was only the excuse." Quoted by Riker.

"The Revolution was an outcome of a struggle between classes, of a movement for social equality by the bourgeoisie." *Ibid*, p. 251.

অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে তাহাদের বহুদিনের পুঞ্জীভূত অভিযোগ প্রকাশ করিয়াছিল।*

অর্থনৈতিক (Economic) : ফরাসী বিপ্লবের পূর্বে ফ্রান্স "বিশেষ অধিকারের দেশ" (Country of privileges)-এ পরিণত হইয়াছিল। সামাজিক সুযোগ সুবিধা, অর্থনৈতিক দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি ইত্যাদি নানাপ্রকার বিশেষ অধিকার যাজক এবং অভিজাত সম্প্রদায় ভোগ করিত। তাহারা যে পরিমাণ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিত জনসাধারণ ও সরকারের স্বার্থ ঠিক সেই পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইত। সমাজের উপরিস্থ দুই সম্প্রদায় কর দিত না; উপরন্তু, তাহারা দেশের যাবতীয় সামরিক ও বেসামরিক চাকরি পাওয়ার একচেটিয়া অধিকারী ছিল। রাষ্ট্রের সমগ্র করভার স্বভাবতই নিম্নস্তরের লোকেদের—বিশেষতঃ কৃষকদের বহন করিতে হইত। ইহা ভিন্ন কৃষকদিগকে রাজপথ প্রস্তুত বা মেরামত করিবার জন্য বেগার খাটিতে হইত। কৃষি ও কৃষকদের সমস্যাই ছিল প্রধান ভিত্তি, ফরাসী 'ফিজিওক্র্যাট্স্' (Physiocrats)-গণ জমি ও খাজনা সরকারী আয়ের সর্ব প্রধান উৎস বলিয়া বিবেচনা করিতেন। এই কারণেই তাঁহারা মনে করিতেন যে, ভূমি-সংক্রান্ত সমস্যার মূল কথাই ছিল কৃষক ও ভূম্যধিকারীদের পরস্পর সম্পর্ক অর্থাৎ যাহারা ধন উৎপাদন করিত এবং যাহারা সেই ধন সঞ্চয় করিত: এই দুই শ্রেণী অর্থাৎ কৃষক ও ভূম্যধিকারীদের সম্পর্ক কিরূপ হইবে উহাই ছিল কৃষি সমস্যার মূল কথা।

যাজক ও অভিজাত শ্রেণীর অর্থনৈতিক দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি

উপরিস্থ দুই সম্প্রদায়ের কর ভার বহন না করিয়া সুযোগ-সুবিধা ভোগ: তৃতীয় সম্প্রদায়ের সমগ্র করভার বহন কিন্তু সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত

ঐ সময় ফ্রান্সে তিনটি প্রত্যক্ষ কর আদায় করা হইত; যথা 'টেইলি' (Taille), 'ক্যাপিটেশন' (Capitation) এবং 'ভিংটিয়েমে' (Vingtiemes)। টেইলি ছিল সম্পত্তির উপর ধার্য কর। যাজক সম্প্রদায় ও অভিজাত সম্প্রদায়কে ইহা হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইত। সুতরাং তৃতীয় সম্প্রদায়ের (Third Estate)

প্রত্যক্ষ কর: টেইলি, ক্যাপিটেশন ও ভিংটিয়েমে

* "The mass of the people in the majority, its lowest and most profound strata, marked by yoke and by exploitation, rose spontaneously and stamped on the course of the revolution the seal of their demands, their attempts to construct in their own manner a new society in place of the old one they were destroying" (Lenin), Essay : *The Working Class in the Revolution of 1789 by Etienne Fajon.*

উপর এই করভার ন্যস্ত ছিল। আয়কর ক্যাপিটেশন নামে পরিচিত ছিল। এই কর সকল সম্প্রদায়ের দেয় ছিল, কিন্তু যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায় মিথ্যা হিসাব দাখিল করিয়া এই কর এড়াইয়া যাইত। আয়করের মতই অপর একটি কর স্থাপন করা হইত ; ইহার নাম ছিল ভিংটিয়েমে। জমি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতির আয়ের উপর এই কর স্থাপন করা হইত। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ফ্রান্স তথা ইওরোপীয় দেশসমূহে সেই যুগে শিল্পপতি বা industrialist বলিতে যে শ্রেণীর লোকদের বুঝায় সেইরূপ শিল্পপতির সৃষ্টি না হইলেও শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতির যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। ইংলণ্ড অবশ্য এই বিষয়ে ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ।* কিন্তু ক্রমে ক্রমে

মোট আদায়ীকৃত কর-এর ৯৬ ভাগ তৃতীয় সম্প্রদায় কর্তৃক বহন

এই করটি কেবলমাত্র জমির আয়ের উপরই ধার্য করা হইতে থাকে। প্রত্যক্ষ করের প্রত্যেকটিই তৃতীয় সম্প্রদায় বিশেষতঃ কৃষকদেরই দিতে হইত। মোট আদায়ীকৃত করের শতকরা ৯৬ ভাগ সাধারণ বা তৃতীয় সম্প্রদায়কে (non-privileged Third Estate) বহন করিতে হইত।†

পরোক্ষ কর নানাভাবে আদায় করা হইত। দলিলপত্রের উপর কর, আন্তঃপ্রাদেশিক শুল্ক, বাণিজ্য শুল্ক ইত্যাদি ভিন্ন গেবেলা (Gabella) নামে

পরোক্ষ কর : গেবেলা, এইডস্, আন্তঃপ্রাদেশিক শুল্ক, কর আদায়ে অত্যাচার

লবণ কর এবং এইডস্ (Aides) নামে নানাবিধ নিত্য-ব্যবহার্য সামগ্রী—বিশেষতঃ মাদক দ্রব্যাদির উপর স্থাপিত এই কর ছিল প্রধান পরোক্ষ কর। এই সকল কর আদায়ের ভার সরকার এক শ্রেণীর মধ্যবর্তী কর আদায়কারীর হাতে দিয়াছিলেন। তাহারা সরকারকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে এক একটি স্থানের কর আদায়ের অধিকার পাইত। স্বভাবতই কর আদায়ে অত্যাচার লাগিয়াই থাকিত।

উপরি-উক্ত কর ভিন্ন চার্চ প্রত্যেক ব্যক্তির আয়ের এক-দশমাংশ (Tithes)

---

* E. J. Hobsbaurne : *The Age of Revolution*, p 37

† In 1784, the following was the proportion of payments :

	Livres
Clergy :	7,628
Nobility :	396
Third Estate :	180,615

Essays on the French Revolution : The Finance of the Revolution—by Jacques Solomon, p. 63.

ধর্মকর হিসাবে আদায় করিত। সামন্ত-প্রথা প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল বটে, তথাপি সামন্ত-প্রথা-জনিত কর আদায়ের রীতি তখনও চালু ছিল।

ধর্মকর—আয়ের এক-দশমাংশ

(ফরাসী জনসাধারণের অর্থনৈতিক দুর্দশা রাজতন্ত্রের আর্থিক দুর্বলতায় প্রতিফলিত হইল।) তদুপরি ভার্সাইয়ের রাজসভায় সমবেত স্বার্থান্বেষী অভিজাত ব্যক্তিবর্গের সহিত পঞ্চদশ লুই এক অতিশয় উচ্ছৃঙ্খল ও অমিতব্যয়ী জীবন-যাপনের ফলে রাজকোষ কপর্দকশূন্য হইয়া পড়িল। যাহা কিছু রাজস্ব আদায় হইত তাহা আমোদ-প্রমোদেই ব্যয়িত হইয়া যাইত। স্বভাবতই জনসাধারণের অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও রাজশক্তির আর্থিক অসচ্ছলতা ফরাসী বিপ্লবের অর্থনৈতিক কারণ তথা ফরাসী বিপ্লবের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কারণের সৃষ্টি করিয়াছিল।)

সমসাময়িক দার্শনিকদের প্রভাব (Influence oft he Contemporary Philosophers) : রেনেসাঁস-প্রসূত অনুসন্ধিৎসা ও সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গী অষ্টাদশ শতাব্দীতে পূর্ণমাত্রায় কার্যকরী ছিল। বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য—প্রতিক্ষেত্রেই অনুসন্ধানী মনোবৃত্তি লইয়া কার্যের ফলে 'যুক্তিবাদ' (Rationalism)-এর প্রভাব বৃদ্ধি পাইতে থাকে। স্বভাবতই ভগবান-প্রদত্ত রাজক্ষমতার মতবাদ, সমাজের প্রথম শ্রেণীর বিশেষ অধিকার ভোগ—ইত্যাদি সব কিছুই সমালোচিত হইতে লাগিল। (১) মন্টেস্কু (Montesquieu) 'দি পার্সিয়ান লেটার্স' (The Persian Letters) নামক গ্রন্থে পরিহাসচ্ছলে সমসাময়িক ফরাসী সমাজের দোষ-ত্রুটির উপর কটাক্ষপাত করেন। তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'দি স্পিরিট অব্ লজ' (The Spirit of Laws) গ্রন্থে তিনি ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রের কার্যনির্বাহক বিভাগ, আইন-প্রণয়ন বিভাগ ও বিচার বিভাগ—এই তিনটি বিভাগের পৃথকীকরণ দাবি করেন। মন্টেস্কুর রচনা রাজনৈতিক ও সামাজিক তর্ক-বিতর্কের এক ব্যাপক প্রেরণা যোগাইল। (২) ফিজিওক্র্যাটস্ (Physiocrats) নামক এক শ্রেণীর অর্থনীতিবিদ্ যুক্তির ভিত্তিতে অর্থনীতির নূতন ব্যাখ্যা করিলেন। কুয়েসনে (Quesnay) ছিলেন এই মত-

রেনেসাঁস-প্রসূত অনুসন্ধানী মনোবৃত্তি

মন্টেস্কু (১৬৮৯-১৭৫৫)

ফিজিওক্র্যাটস্—কুয়েসনে ১৬৯৪-১৭৭৪)

বাদের মূল প্রবর্তক। ফিজিওক্র্যাটগণ শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য ইত্যাদির ব্যাপারে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের বিরোধী ছিলেন। এ্যাডাম্ স্মিথ্ তাঁহার বিখ্যাত 'দি ওয়েল্থ্ অব নেশন্স' (The Wealth of Nations) গ্রন্থে রাষ্ট্র-কর্তৃত্ব ত্যাগ এবং অবাধ বাণিজ্যের সপক্ষে যুক্তি দেখাইলেন। (৩) ভল্টেয়ার (Voltaire) ছিলেন ঐ যুগের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য লেখক। তিনি নাটক, কাব্য, ইতিহাস, প্রবন্ধ ইত্যাদি নানাপ্রকার রচনায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি চার্চ-এর দুর্নীতি, যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায়ের সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতির অযৌক্তিকতা দর্শাইয়াছিলেন। (৪) ফরাসী বিপ্লবের পূর্ববর্তী কয়েক বৎসর ফ্রান্সে এক নূতন প্রেরণার সৃষ্টি করিয়াছিলেন রুশো (Jean Jacques Rousseau)। তাঁহার মূল বক্তব্য ছিল যে, "মানুষ স্বভাবত ভাল, সভ্যতাই তাহাকে নষ্ট করিয়াছে।" তাঁহার 'কনট্রাট্ সোশিয়েল' (Contrat Social) বিপ্লবের বন্যার সৃষ্টি করিয়াছিল।

এ্যাডাম্ স্মিথ্ (১৭২৩—১৭৯০)

ভল্টেয়ার (১৬৯৪—১৭৭৮)

রুশো (১৭১১-৭৮) Contrat Social

জনসাধারণের সার্বভৌমত্ব

তিনি মনে করিতেন যে, রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি জনসাধারণের হস্তে রহিয়াছে। রাজা জনসাধারণের মতানুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করিবেন, ইহাতে অন্যথা হইলে রাজাকে পদচ্যুত করিবার অধিকার জনসাধারণের রহিয়াছে। রুশো'র সামাজিক চুক্তির মতবাদ ফ্রান্স তথা ইওরোপের চিন্তাজগতে এক বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছিল। চায়ের দোকান হইতে আরম্ভ করিয়া ফ্রান্সের সর্বত্রই জনসাধারণের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে আলোচনা চলিল; বিপ্লব সৃষ্টিতে রুশো'র সামাজিক চুক্তির মতবাদ এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। (৫) ডেনিস্ ডিডেরো (Denis Diderot) ও ডি-এলেমবার্ট (D Alembert) এন্সাইক্লোপিডিয়া (Encyclopaedia) নামে একখানি বিশ্বকোষ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থ মানুষের একটি সংক্ষিপ্ত জ্ঞানভাণ্ডার-স্বরূপ ছিল। ইহাতে সমসাময়িক চার্চ ও রাষ্ট্রের যাবতীয় দুর্নীতির কঠোর সমালোচনা করা হইয়াছিল।

এন্সাইক্লোপেডিক্ (১৭৭৬)

ফরাসী দার্শনিকগণ তাঁহাদের রচনা দ্বারা যে কেবল ফ্রান্সের বিপ্লবের পথ সহজ করিয়া দিয়াছিলেন তাহাই নহে, সমগ্র ইওরোপে বিপ্লবের প্রভাব বিস্তারেও তাঁহাদের রচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। ফরাসী জনসমাজের দৃষ্টি রাষ্ট্র, সমাজ ও চার্চের দোষ-ত্রুটির প্রতি আকর্ষণ করিয়া

দার্শনিকদের প্রভাব

দার্শনিকগণ বিপ্লবের মানসিক প্রস্তুতির সাহায্য করিয়াছিলেন। [ফরাসী বিপ্লব ও দার্শনিকগণ শীর্ষে আলোচনা দ্রষ্টব্য।]

ইংলণ্ড ও আমেরিকায় বিপ্লবের প্রভাব (Influence of the English and the American Revolution) : বিপ্লবের জন্য যে মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল তাহা কেবলমাত্র দার্শনিকদের প্রভাব হইতেই সম্পন্ন হয় নাই ; আরও দুইটি ধারার প্রভাবও ইহার সাহায্য করিয়াছিল। এগুলি হইল ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ইংলণ্ডের গৌরবময় বিপ্লব ও ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ। ইংলণ্ডের এই বিপ্লবের সমসাময়িক ইংরেজ লেখক লক্ (Locke)-এর 'জনসাধারণের সার্বভৌমত্বের' মতবাদ পরবর্তী শতাব্দীতে ফরাসী দার্শনিকগণকে প্রভাবিত করিয়াছিল। আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ (১৭৭৬) একাধিকভাবে ফরাসী বিপ্লবে সাহায্য করিয়াছিল।

ইংলণ্ডের গৌরবময় বিপ্লব (১৬৮৮)

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রভাব

মানসিক প্রভাব ভিন্ন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দিক দিয়াও ইহার গুরুত্ব লক্ষ্য করা প্রয়োজন। ল্যাফায়েট প্রমুখ বহু ফরাসী অভিজাত ব্যক্তি সামরিক সাহায্যসহ আমেরিকায় উপস্থিত হইয়া বিপ্লব সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন ফরাসী সরকার আমেরিকার ঔপনিবেশিকগণকে অর্থসাহায্য দান করিয়া কপর্দকশূন্য হওয়ায় বিপ্লব আসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

ল্যাফায়েট প্রমুখ নেতাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, ফরাসী সরকারের কপর্দকশূন্যতা

প্রত্যক্ষ কারণ (Immediate cause) : অর্থাভাব হেতু ষোড়শ লুই যখন জাতীয় সভা স্টেট্স্-জেনারেল্-এর শরণাপন্ন হইলেন তখন ফরাসী জাতির মানসিক প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হইয়াছে। জাতীয় প্রতিনিধি সভা নিজ অধিকার গ্রহণে তখন বদ্ধপরিকর। রাজশক্তি স্বৈরাচারী শাসন পরিচালনায় অক্ষম, এই সত্য উপলব্ধির ফলেই জাতীয় সভার সংকল্প ও শক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ফলে, ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে স্টেট্স্-জেনারেল-এর অধিবেশন আহুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবের সূত্রপাত হইল।

ষোড়শ লুই জাতির শরণাপন্ন : স্টেট্স্-জেনারেল-এর অধিবেশন আহুত

সমালোচনা (Criticism) : ফরাসী বিপ্লবের বিভিন্ন কারণগুলির গুরুত্ব সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ এক মত নহেন। অধ্যাপক এফ. সি. মণ্টাগু*

* "The condition of the peasants was undoubtedly a prime cause of the Revolution." Prof F. C. Montague (*Camb. Modern History*, Vol. VIII, p. 61).

বলেন যে, কৃষকদের দুরবস্থাই ছিল ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম প্রধানকারণ।

মর্টাণ্ড, হল্যাণ্ড রোজ ও ফিশার

জে. হল্যাণ্ড রোজ-এর মতে ফরাসী দার্শনিকগণের রচনাদির ফলে যে এক নূতন জীবনের আশা ফরাসী জাতির মনে জাগিয়াছিল তাহাতেই বিপ্লবের সৃষ্টি হয়।* ঐতিহাসিক ফিশার বলেন : "ফরাসী রাজতন্ত্র সমাজের উর্ধ্বতন সম্প্রদায়ের বিশেষ অধিকার (Privileges)-সমস্যার সমাধান করিতে পারে নাই বলিয়াই বিপ্লব ঘটিয়াছিল। সামন্তপ্রথার দোষ-ত্রুটি অন্যান্য ইওরোপীয় দেশগুলির ন্যায় ফরাসী দেশের জাতীয় জীবনকে ভারা-ক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল; ফরাসী রাজশক্তি এই সকল দোষ-ত্রুটি দূর করিতে সক্ষম হয় নাই।† মর্স স্টিফেন্‌স্-এর মতে ফরাসী বিপ্লবের প্রধান কারণ ছিল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক—দার্শনিক বা সামাজিক নহে।‡ নেপোলিয়ন বলিয়াছিলেন যে, 'আত্মগরিমা', অর্থাৎ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সামাজিক সম্মান ও অধিকার বিষয়ে যাজক এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের সমপর্যায়ভুক্ত হওয়ার ইচ্ছাই বিপ্লবের প্রধান কারণ ছিল। দৃষ্টিভঙ্গীর বিভিন্নতার জন্যই বিভিন্ন মত প্রকাশিত হইয়াছে।

মর্স স্টিফেন্‌স্

নেপোলিয়ন

সাধারণতঃ, বিপ্লব-সৃষ্টিতে ফরাসী দার্শনিকদের প্রভাবের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়া থাকে। কিন্তু মর্স স্টিফেন্‌স্-এর মতে দার্শনিকগণ ফরাসী বিপ্লব সৃষ্টির ব্যাপারে ততটা প্রভাব বিস্তার করেন নাই, যতটা বিপ্লবের গতি এবং ইওরোপের অপরাপর দেশে বিপ্লবের প্রভাব বিস্তৃতিতে সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহারা বিপ্লবে কোন অংশ গ্রহণ করেন নাই; ইহা ভিন্ন তাঁহাদের রচনা ফরাসী জাতির অল্প-সংখ্যক লোকই তখন পাঠ করিবার সুযোগ পাইয়াছিল। কিন্তু তথাপি সমসাময়িক ফরাসী জনসাধারণের উপর দার্শনিকগণের মতবাদের প্রভাব যে

দার্শনিক কারণের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ

ফ্রান্স অপেক্ষা ইওরোপের অন্যান্য দেশ বিপ্লবের প্রভাব বিস্তৃতির সহায়ক

*"It was hope which made the Revolution.................." Holland Rose : *The Revolutionary and the Napoleonic Era, p, 26.*

† "The Revolution came because the monarchy was unable to solve the question of privilege, was not strong enough, in a word to overthrow the remains of feudalism which, in France as in most other continental countries cumbered the ground." Fisher : *A History of Europe*, p. 765,

‡ " The cau[illegible]f the movement were chiefly economical and political, not [illegible]losoph[illegible]ocial." Morse Stephens : *Revolutionary Europe*, p. 9.

অতি ব্যাপক এবং গভীর ছিল তাহা অস্বীকার করা যায় না। ফরাসী শাসন-ব্যবস্থা, সমাজ ও অর্থনৈতিক কাঠামোর যাবতীয় দোষ-ত্রুটির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া দার্শনিকগণ ফরাসী বিপ্লবের মানসিক প্রস্তুতি সাধন করিয়াছিলেন ইহা অনস্বীকার্য।

রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর দোষ-ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণে মানসিক প্রস্তুতি

কোন বিপ্লবই কোন একটি নির্দিষ্ট কারণে ঘটে না। ইহা কতকগুলি বিশেষ কারণের সমষ্টিগত ফল হিসাবেই সৃষ্টি হইয়া থাকে। কোনটিকে বাদ দিলেও বিপ্লব ঘটিত তাহা বলা সম্ভব নহে। প্রত্যেকটি কারণেরই এক একটি বিশেষ প্রভাব ছিল, সন্দেহ নাই। ঐতিহাসিক ফিশার-এর মন্তব্য এই যে, ফরাসী রাজতন্ত্র সামন্ত প্রথাজনিত বিশেষ অধিকার এবং অন্যান্য সমস্যার সমাধান করিতে পারে নাই বলিয়া বিপ্লব ঘটিয়াছিল—ইহা আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। কারণ, কেবলমাত্র শক্তিশালী রাজতন্ত্র থাকিলেই বিপ্লব ঘটিত না, ইহা বলা যুক্তিযুক্ত হইবে না। তখনকার লোকের মনে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের প্রতি ঘৃণা জন্মিয়াছিল। সুতরাং অপরাপর সমস্যা দূর করিতে পারিলেও স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন না ঘটিলে বিপ্লব এড়ান যাইত না।

কোন একটি মত গ্রহণযোগ্য নহে

ফিশার-এর মন্তব্য সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য নহে

ফরাসী বিপ্লবের কারণগুলি আলোচনা করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, বিভিন্ন কারণের গুরুত্বের পার্থক্য থাকিলেও সবগুলি কারণের সমষ্টিগত ফল হিসাবেই ফরাসী বিপ্লবের সৃষ্টি হইয়াছিল। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লব রাজনৈতিক, সামাজিক, দার্শনিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে ঘটিয়াছিল, তবে এই সকল কারণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল অর্থনৈতিক। প্রত্যেক বিপ্লবের পশ্চাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক কারণ থাকে; ফ্রান্সের বিপ্লবের অর্থনৈতিক কারণগুলি ছিল প্রত্যক্ষ এবং সর্বাধিক পীড়াদায়ক।

বিভিন্ন কারণের সমষ্টিগত ফলে বিপ্লবের সৃষ্টি

অর্থনৈতিক কারণ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ

বিপ্লব ফ্রান্সে প্রথম দেখা দিয়াছিল কেন (Why did the Revolution break out first in France?): ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে ইওরোপের বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক,

অর্থনৈতিক প্রভৃতি বিভিন্ন পরিস্থিতির আলোচনা করিলে আমরা সর্বত্রই মোটামুটি একই চিত্র দেখিতে পাই। এমতাবস্থায় বিপ্লব প্রথমে ফরাসী দেশে আরম্ভ হওয়ার কতকগুলি বিশেষ কারণ থাকা স্বাভাবিক। এই বিশেষ কারণগুলির জন্যই *'Ancien Regime'* বা *'Old Regime'* ফ্রান্সে প্রথম বিধ্বস্ত হইয়াছিল।

ইওরোপের সর্বত্র একই ধরনের রাজনৈতিক, সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থা : ফ্রান্সে বিপ্লব-সৃষ্টির বিশেষ কারণ :

প্রথমত, ফরাসী স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা অপরাপর দেশের রাজতন্ত্র অপেক্ষা অধিকতর হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল। ফরাসী রাজতন্ত্র দেশশাসনের নৈতিক অধিকার নিজ অকর্মণ্যতা হেতু হারাইয়াছিল। দ্বিতীয়ত, প্রাক্-বিপ্লবযুগের শাসন ব্যবস্থা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দোষ-ত্রুটির প্রতি ফরাসী জনসাধারণের যেরূপ সমালোচক দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল অপর দেশে তাহা হয় নাই। তৃতীয়ত, একমাত্র ফ্রান্সেই তখন শিক্ষিত, সচেতন জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ এক মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল। ইংলণ্ড এবং সুইডেন ভিন্ন অপর কোন দেশে তখন মধ্যবিত্ত সমাজের উৎপত্তি হয় নাই। ফরাসী মধ্যবিত্তসমাজ ফরাসী দার্শনিক ভল্টেয়র, মন্টেস্কু, ডেনিস্ ডিডেরো, রুশো প্রভৃতির মতবাদ দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল। শিক্ষা-দীক্ষায়, বুদ্ধি-বিবেচনা এমনকি অর্থবলে তাহাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট অভিজাত শ্রেণীর সামাজিক ও রাজনৈতিক সর্বাত্মক প্রাধান্য তাহার স্বভাবতই স্বীকার করিতে রাজী হইল না। তাহারা সামাজিক সমমর্যাদা স্থাপনের পক্ষপাতী ছিল। চতুর্থত, ফরাসী কৃষক-সম্প্রদায় তদানীন্তন ইওরোপের অপরাপর দেশের কৃষক অপেক্ষা নিজ অধিকার এবং মর্যাদা সম্পর্কে অধিকতর সচেতন ছিল। তাহাদের মধ্যে শোষণ, অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে এক স্বাভাবিক চেতনা জাগিয়াছিল। প্রতিবেশী জার্মান দেশের কৃষকদের অপেক্ষা তাহাদের স্বাধীনতা-স্পৃহা এবং অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার সাহস এবং ইচ্ছা ছিল বহুগুণে বেশি।* ফরাসী কৃষকগণ অপরাপর

ফরাসী রাজতন্ত্র অন্যান্য দেশ অপেক্ষা হীনবল

ফ্রান্সে দোষ-ত্রুটি সমালোচিত

শিক্ষিত সচেতন ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ মধ্যবিত্ত সমাজ

মধ্যবিত্ত সমাজের উপর দার্শনিকদের প্রভাব

ফরাসী কৃষক-সম্প্রদায় অপরাপর দেশের কৃষক অপেক্ষা অধিক সচেতন

* 'It was because the French peasant was more independent, more wealthy and better educated than the German serfs, that he resented the political and social privilege of his landlord and the payment of rent more than the serf objected to his bondage" Morse Stephens, p 8.

দেশের কৃষকদের অপেক্ষা হীন অবস্থায় ছিল না। উপরন্তু তাহারা ছিল অধিকতর বিত্তশালী, স্বাধীনচেতা এবং শিক্ষিত। তাহারা সমাজের অপরাপর শ্রেণীর সহিত সম-মর্যাদাভুক্ত হইতে সচেষ্ট হইয়াছিল।* পঞ্চমত, ফরাসী দার্শনিকগণের দান এবিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা তাঁহাদের রচনা দ্বারা ফরাসী জাতীয় জীবনের প্রতি স্তরের দোষ-ত্রুটি লোকচক্ষুর সম্মুখে ধরিয়াছিলেন এবং ভবিষ্যতে অধিকতর সহজ, সুন্দর এবং মর্যাদাপূর্ণ জীবনের এক আদর্শ তাহাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। রুশোর জনগণের সার্বভৌমত্বের মতবাদ ফরাসী জনগণের মধ্যে এক দারুণ উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়াছিল। ষষ্ঠত, আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিয়া লা ফায়েৎ প্রভৃতি ফরাসী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ দেশে ফিরিয়া আসিলে তাঁহাদের অভিজ্ঞতার সুযোগ ফরাসী জাতি গ্রহণ করিতে পারিয়াছিল এবং তাঁহারাই বিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। সর্বশেষে, ফরাসী রাজশক্তির আধিক দুর্বলতার অনুরূপ দুর্বলতা সমসাময়িক ইওরোপীয় অপর কোন দেশে ছিল না। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ১৭৫ বৎসর পরে স্টেট্স্ জেনারেল-এর অধিবেশন আহ্বান ফরাসী রাজতন্ত্রের অক্ষমতার স্বীকৃতি-স্বরূপ ছিল। অপরদিকে জনগণের অধিকার সচেতন, জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ প্রতিনিধিবর্গ ছিলেন পুরাতন কাঠামোর পরিবর্তে নূতন কাঠামো প্রস্তুতে বদ্ধপরিকর। স্বভাবতই স্টেট্স্-জেনারেল-এর অধিবেশন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবের সূত্রপাত হইল।

দার্শনিকদের সমালোচনার প্রভাব : নূতন জীবনের আশা

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে ল্যাফায়েৎ প্রমুখ নেতাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ও তাহার সুযোগ গ্রহণ

১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের স্টেট্স্-জেনারেল-এর অধিবেশন : বিপ্লবের সূত্রপাত

ফরাসী বিপ্লব ও দার্শনিকগণ (Philospohers & the French Revolution) : ফরাসী বিপ্লবে দার্শনিকদের অবদান সম্পর্কে

*"...in a society where personal freedom was general, landed property widely diffused, and every class aspiring to equality with the class above, evils which elsewhere might have been born in patience, were felt to be intolerable." *Camb Modern History*, Vol VIII, p 65.

For a description of the condition of the French people both in Paris and the Provinces Arthur Young's Travels may be read (Robinson : *Reading in European History*, Vol. II pp 376ff)

সমসাময়িক এবং পরবর্তী কালের ঐতিহাসিক ও রাজনীতিকদের মধ্যে মতানৈক্য রহিয়াছে। ফরাসী বিপ্লবের সূচনায় অংশগ্রহণকারী এবং তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক দৃষ্টিসম্পন্ন ফরাসী দার্শনিক জীন যোসেফ্ মুনিয়ার (Jean Joseph Mounier)-এর মতে ফরাসী বিপ্লবের মাধ্যমে পূর্বতন রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো বিধ্বস্ত করিবার ব্যাপারে ফরাসী দার্শনিকদের দান খুবই অকিঞ্চিৎকর। তিনি অবশ্য একথা স্বীকার করেন যে, দার্শনিকগণ তদানীন্তন রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ-জীবনের যাবতীয় ত্রুটির সমালোচনা করিয়াছিলেন এবং সংস্কারের প্রয়োজন সম্পর্কে দাবি উত্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের রচনায় যে আদর্শবাদের প্রচার করা হইয়াছিল উহা জনসাধারণ মোটেই গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করে নাই।

ফরাসী বিপ্লবে দার্শনিকগণের অবদান সম্পর্কে মতদ্বৈধ

যোসেফ মুনিয়ার-এর মত

আধুনিক ইতিহাস-সাহিত্যিক মর্স স্টিফেনস্ (Morse Stephens) বলেন যে, ফরাসী বিপ্লবে দার্শনিকদের অবদান সম্পর্কে এক অহেতুক উচ্চ ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। মর্স স্টিফেনস্ একথা স্বীকার করেন যে, ফরাসী দার্শনিকগণ তাঁহাদের রচনার মাধ্যমে ফ্রান্সের বাহিরে অর্থাৎ ইওরোপের অপরাপর দেশে ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব বিস্তারে সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের রচনা ফরাসী বিপ্লবের কোন প্রকৃত কারণ নহে। তাঁহার মতে ফরাসী বিপ্লবের কারণ ছিল প্রধানত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক—সামাজিক বা দার্শনিক নহে।

মর্স স্টিফেনস্-এর মত

যাহা হউক, ফরাসী বিপ্লবে দার্শনিকদের অবদান সম্পর্কে উপরি-উক্ত মতবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত মতবাদেরও অবকাশ ও যুক্তি আছে। ম্যালেট্ দু' প্যান (Mallet du pan) নামে জনৈক ফরাসী দার্শনিকের মতে ফরাসী দার্শনিকগণ তাঁহাদের রচনা দ্বারা চিরাচরিত রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তি সম্পর্কে জনসাধারণের মনে দ্বিধা ও সন্দেহের সৃষ্টি করিয়া ফরাসী দেশের চিন্তাজগতে এক বিপ্লবের ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। চিন্তাজগতের এই বিশৃঙ্খলা ও বিপ্লবের সূত্র ধরিয়াই রাজনৈতিক, সামাজিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বিপ্লবের সৃষ্টি হইয়াছিল। সুতরাং ম্যালেট্ দু'

ম্যালেট্ দু' প্যান-এর মত: দার্শনিকদের অবদান নেতিবাচক

প্যান-এর মতে দার্শনিকগণের অবদান ছিল নেতিবাচক অর্থাৎ negative। একথা অনস্বীকার্য যে, ফরাসী দার্শনিকদের রচনা, বিশেষত রুশো'র রচনা সমসাময়িক ফরাসী জনসাধারণের মনে এক উন্মাদনার সৃষ্টি করিয়াছিল। তাঁহার রচনা ফরাসী জনসাধারণ রাস্তায়, রেস্তোরাঁয় পড়িতে লাগিল। সর্বত্র রুশো'র জনসাধারণের সার্বভৌমত্ব-মতবাদের আলোচনা চলিল। রুশো ফরাসী জাতিকে জনসাধারণের সার্বভৌমত্ব এবং মানুষ ও মানুষের সমতার মতবাদে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিলেন। তিনি ফরাসী বিপ্লবের ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা এবং বিপ্লবের বাণীর প্রচারক হইয়া উঠিলেন।

হল্যাণ্ড রোজ (Holland Rose)-এর মতে ফরাসী দার্শনিকগণ ফরাসী জনসাধারণকে রাজশক্তি ও চিরাচরিত প্রথা বা ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার শিক্ষা দিয়াছিলেন। মানুষের মনে এক উন্নততর, অধিকতর সুখকর ও মুক্ত জীবনের আশার সৃষ্টি করিয়া ফরাসী দার্শনিকগণ বিপ্লবিগণকে সেই নূতন আশার পথে আগাইয়া লইয়া চলিয়াছিলেন।

হল্যাণ্ড রোজ-এর মত

একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, ফরাসী দার্শনিকগণ তাঁহাদের রচনায় নূতন কিছুই বলেন নাই। রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা প্রভৃতির ধারণা রুশো বা ডেনিস্ ডিডেরো-এর পূর্বেই প্রচারিত ছিল। ঐতিহাসিক উইলার্ট (Willert)-এর মতে জনসাধারণের সার্বভৌমত্বের মতবাদ রুশো না জন্মিলেও প্রচারিত হইত।* বস্তুত, ফরাসী দার্শনিকগণের রচনায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, মানুষ ও মানুষে সমতা, অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার অধিকার, সম্পত্তি ভোগদখল করিবার সমান অধিকার, জনসাধারণের সার্বভৌমত্ব প্রভৃতি যে সকল নীতি প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল সেই সকল নীতি অনেক পূর্বেই বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন লেখকের রচনায় প্রকাশিত হইয়াছিল। স্বনামধন্য ফরাসী দার্শনিক মন্‌টেইন (Montaigne) স্বয়ং একথা বলিয়াছেন যে, মানুষের যুক্তিবাদ (Human reason) প্রকৃত সত্য নিরূপণের উৎকৃষ্ট পন্থা নহে। কারণ যে-কোন বিষয়েই সম্পূর্ণ পরস্পর-বিরোধী অথচ অকাট্য যুক্তি দেখানও সম্ভব। সামাজিক বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যুক্তিবাদের প্রাধান্য

উইলার্ট-এর মত

মন্‌টেইন-এর মত

*Vide, The Cambridge Modern History, Vol VIII, p 2

দান করিলে সমাজে অরাজকতা দেখা দিবে একথা মনটেইন স্পষ্টভাবেই বলিয়া গিয়াছেন।*

এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠিবে যে, ফরাসী দার্শনিকগণের রচনার বহু পূর্বেই যখন তাঁহাদের মূল বক্তব্য সম্পর্কে ইওরোপবাসী অবহিত ছিল তখন ফরাসী বিপ্লবে ফরাসী দার্শনিকদের কি প্রভাব থাকিতে পারে? এই প্রশ্নের কোন সরাসরি জবাব দেওয়া সম্ভব নহে। প্রত্যেক দার্শনিকের চিন্তাধারা ফরাসী দেশের অভ্যন্তরে ও ইওরোপে কতদূর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেই এই প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাইতে পারে।

ফরাসী দার্শনিকগণের পূর্বেই তাঁহাদের প্রচারিত মতবাদের সহিত ফ্রান্স ও ইওরোপবাসীর পরিচিতি

একথা সত্য যে, ফরাসী দার্শনিকগণ ফরাসী বিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণে যেমন অগ্রসর হন নাই তেমনি ফরাসী বিপ্লবে তাঁহারা কোন প্রত্যক্ষ অংশও গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু দার্শনিকদের নিকট হইতে এইরূপ নেতৃত্ব বা কার্যে অংশগ্রহণ আশা করাও অনুচিত। কারণ, তাঁহাদের কার্যের প্রকৃত ক্ষেত্র হইল মানুষের ভাবজগতে নূতন চিন্তাধারার সৃষ্টি করা। ভল্‌টেয়ার (Voltaire) ছিলেন প্রাক্‌বিপ্লব যুগের এক বহুমুখী ও শক্তিশালী লেখক। ইংলণ্ডের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রতি ছিল তাঁহার অসীম শ্রদ্ধা। তিনি পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া ফরাসী রাজনৈতিক ও সামাজিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। ফরাসী যাজক ও অভিজাত শ্রেণীর 'বিশেষ অধিকারের'ও তিনি কঠোর সমালোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সমালোচনা প্রধানত ছিল ধ্বংসাত্মক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ধ্বংসাত্মক সমালোচনার মাধ্যমে ফরাসী বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে যে ব্যাপক পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছিল উহার জন্য তিনি জনসাধারণের মনকে প্রস্তুত করিয়া তুলিয়া-

দার্শনিকগণ বিপ্লবের নেতৃত্ব বা বিপ্লবের অংশ গ্রহণ করেন নাই—ভাবজগতের আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিলেন মাত্র

ভল্‌টেয়ার

ডেনিস ডিডেরো, ডি' এলেমবার্ট

* "Human reason cannot attain truth, and that every argument may be met by another equally cogent; the practical conclusion is that to make reason arbiter in social and political questions must lead to anarchy."—Montaigne ; *Ibid.*

ছিলেন।* ডেনিস্ ডিডেরো, ডি' এলেমবার্ট প্রভৃতির রচনার মাধ্যমেও এইরূপ প্রস্তুতিই ঘটিয়াছিল।

মন্টেস্কু অবশ্য গঠনমূলক সমালোচনার দ্বারা নূতন পথের সন্ধান দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি সমসাময়িক ফরাসী রাজতন্ত্রের স্বেচ্ছাচারের কঠোর সমালোচনা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র স্থাপনের এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা দানের প্রস্তাবও তাঁহার 'The Spirit of Laws' নামক গ্রন্থে করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের সাফল্য এবং আমেরিকার স্বাধীনতালাভের প্রভাবে প্রভাবিত ফরাসী জাতির মধ্যে মন্টেস্কুর নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রস্তাব এক উন্মাদনার সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু স্বেচ্ছাচারী ফরাসী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার মনোবৃত্তি সৃষ্টিতে রুশো'র দান ছিল সর্বাধিক। তাঁহার রচনায় কোন সম্পূর্ণ নূতন মতবাদ প্রচারিত হয় নাই। ইংরাজ রাজনীতিবিদ্ লক্ (Locke)-এর মতবাদকেই তিনি প্রসারিত করিয়া তাঁহার 'Contrat Social' গ্রন্থে জনসাধারণের সার্বভৌমত্ব মতবাদকে সর্বজন সমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। জনসাধারণের সার্বভৌমত্বের দাবি অস্বীকারকারী স্বেচ্ছাচারী ফরাসী রাজার রাজ্যশাসন করিবার কোন নৈতিক অধিকার নাই একথাই তিনি স্পষ্টভাবে সকলকে বুঝাইয়া বলিয়াছিলেন। তাঁহার জনসাধারণের সার্বভৌমত্বের মতবাদ ফরাসী বিপ্লবীদের মধ্যে এক নূতন চেতনার সৃষ্টি করিয়াছিল।

মন্টেস্কু

রুশো

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে একথা স্পষ্টভাবেই বুঝা যাইবে যে, ফরাসী দার্শনিকগণ স্বৈরাচারী সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার যাবতীয় অবাঞ্ছিত বাধা-নিষেধ, অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার নীতিগত অধিকার যে জনসাধারণের আছে তাহা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। এই অবদান প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে দাঁড়াইবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত করিয়াছিল। ফরাসী জাতির নিকট দার্শনিকগণের প্রচারিত মতবাদ ও নীতি ধর্মনীতির ন্যায়ই

দার্শনিকদের প্রকৃত অবদান—স্বৈরাচারী সমাজ ও শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার নৈতিক অধিকার সম্পর্কে ধারণার সৃষ্টি

* "By habituating Frenchmen to the destructive criticism of received institutions Voltaire reduced the shock of the Revolution when eventually it came."—*Ibid.*

পবিত্র ও পালনীয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল।* ফরাসী জাতি স্বৈরাচারী সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার অধীন থাকিবার দুঃখ-দুর্দশার কথা অন্তরে উপলব্ধি করিল। ফরাসী দার্শনিকগণ এই সকল বিষয়েই আলোকপাত করিয়া তাহাদের অন্তরের কথাই সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছিলেন এবং এই স্বৈরাচারী পদ্ধতির বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার নৈতিক অধিকার যে জনসাধারণের আছে তাহা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। ইহার মধ্যেই ফরাসী দার্শনিকদের প্রকৃত অবদান আমরা দেখিতে পাই। ইহা ভিন্ন সমগ্র ইওরোপে ফরাসী বিপ্লবের ধারা প্রবাহিত করিবার পন্থাও তাঁহারাই প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাদি সমগ্র ইওরোপের মানসিক ক্ষেত্রে এক নূতন চেতনার ও চিন্তার সৃষ্টি করিয়া ভবিষ্যতে ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব সমগ্র ইওরোপে বিস্তারলাভের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল। পি. এফ. উইলার্ট (P. F. Willert) বলেন : একথাও যদি স্বীকার করিয়া লওয়া হয় যে, দার্শনিকগণ বিপ্লব সৃষ্টি করেন নাই বা যে সকল মতবাদ তাঁহারা প্রচার করিয়াছিলেন তাহাতে কোন অভিনবত্ব ছিল না, তথাপি তাঁহারা জনসাধারণের অস্পষ্ট আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ধারণাকে সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়া এবং জনসাধারণের অসন্তোষের কারণগুলি আলোচনা করিয়া তাহাদের মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনা এবং উন্নততর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশার সৃষ্টি করিয়া বিপ্লবের পথ সহজ করিয়া দিয়াছিলেন।†

ইওরোপে বিপ্লবী আদর্শ বিস্তারের পথ প্রস্তুতকরণ

জনসাধারণের অস্পষ্ট আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ধারণাকে স্পষ্ট রূপদান

* "The great work done by the philosophers was the part they took in exciting this fervour"—*Idem.*

† "Even if we believe that the philosophers did not cause the Revolution nor originate the ideas which determined the form it was to take, we must allow that they precipitated it by giving a definite shape to vague aspirations, by clearing away the obstacles which restrained the rapidly rising flood of discontent by depriving those whose interests and position made them the defenders of the old order, of all faith in the righteousness of their cause and by inspiring the assailants with hope and enthusiasm." —P. F. Willert, Vide, *The Camb. Modern History,* Vol. VIII, p. 35.

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ফরাসী বিপ্লবের গতি

(Course of the French Revolution)

১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জুলাই তারিখে ষোড়শ লুই যখন ফ্রান্সের জাতীয় প্রতিনিধি সভার নির্বাচন ঘোষণা করিলেন তখন ফরাসী জাতি গণতান্ত্রিক নির্বাচন-ব্যবস্থা একপ্রকার ভুলিয়া গিয়াছে। ১৬১৪ খ্রীষ্টাব্দের পর ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ষ্টেট্‌স্-জেনারেল নির্বাচন হইতে চলিল। দীর্ঘ ১৭৪ বৎসরের অনভ্যাসবশত এই সভায় নির্বাচন সম্পর্কে কাহারো কোনপ্রকার ধারণাই ছিল না। পুরাতন কাগজপত্র হইতে তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া নির্বাচনব্যবস্থা স্থির করা হইল। স্বভাবতই তাহাতে নানাপ্রকার দোষ-ত্রুটি রহিয়া গেল। তথাপি ফরাসী জাতি অতিশয় শান্তিপূর্ণভাবে ও ধৈর্যসহকারে এই নূতন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া উত্তীর্ণ হইল। কোনপ্রকার উল্লেখযোগ্য গোলযোগ ব্যতিরেকে জাতীয় সভার নির্বাচন সম্পন্ন হইল।

ষ্টেট্‌স্-জেনারেল-এর সভা নির্বাচন ঘোষণা। (জুলাই, ৫, ১৭৮৮)

দীর্ঘকালের অনভ্যাস: শান্তিপূর্ণভাবে ও ধৈর্য সহকারে নির্বাচন সম্পন্ন

১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মে তারিখে ষ্টেট্‌স্ জেনারেল-এর সদস্যগণকে ষোড়শ লুই ভার্সাই-এর রাজসভায় সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলেন। এই তারিখে এই সভার আনুষ্ঠানিক অধিবেশন শুরু হইল। ষোড়শ লুই তাঁহার একজন মন্ত্রী ও কম্পট্রোলার অব্ ফিনান্স—নেকার প্রথম বক্তৃতায় ষ্টেট্‌স্-জেনারেল এর সমস্যা সম্পর্কে উল্লেখ করিলেন। এই সকল বক্তৃতার মূল উদ্দেশ্য ছিল সরকারের আর্থিক দুরবস্থা সম্পর্কে সদস্যগণকে অবহিত করা।

ষ্টেট্‌স্-জেনারেল-এর আনুষ্ঠানিক অধিবেশন (৫ই মে, ১৭৮৯)

ষ্টেট্‌স্ জেনারেল-এর মোট সদস্যসংখ্যা ছিল ১২১৪; প্রথম সম্প্রদায় অর্থাৎ যাজকদের সদস্যসংখ্যা ছিল ৩০৮, অভিজাত সম্প্রদায়ের ২৮৫ এবং জনসাধারণের অর্থাৎ তৃতীয় সম্প্রদায়ের ৬২১। কিন্তু এই সকল সদস্যের প্রত্যেকেরই একটি করিয়া ভোট ছিল না। সমগ্র প্রথম শ্রেণীর ১ ভোট, দ্বিতীয় শ্রেণীর ১ ভোট এবং তৃতীয় শ্রেণীর ১ ভোট—এইভাবে মোট তিনটি

প্রতিনিধি সংখ্যা: যাজক সম্প্রদায়: ৩০৮ অভিজাত সম্প্রদায়: ২৮৫ তৃতীয় সম্প্রদায়: ৬২১

মাত্র ভোট ছিল। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সমষ্টিগতভাবে একটি ভোট থাকার ফলে, তৃতীয় সম্প্রদায়ের মোট সদস্যসংখ্যা প্রথম এবং দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের মোট সংখ্যা অপেক্ষা বেশি হইয়াও কোন সুবিধা হইল না। কারণ, স্বার্থের খাতিরে প্রথম এবং দ্বিতীয় সম্প্রদায় সর্বদাই এক পক্ষে থাকিত। তাহাদের মোট ভোট হইত দুইটি, অপরদিকে সাধারণ প্রতিনিধিদের ভোট থাকিত মাত্র একটি। এই কারণে তৃতীয় সম্প্রদায়ের—অর্থাৎ জনসাধারণের প্রতিনিধিগণ, সদস্যগণের প্রত্যেকেরই একটি করিয়া ভোট দাবি করিলেন। কারণ মাথা-পিছু ভোটাধিকার দেওয়া হইলে তৃতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত হইবেন। তাঁহারা দাবি করিলেন যে, তিন সম্প্রদায়ের সদস্যগণ মিলিতভাবে একই জাতীয় সভা গঠন করিবেন এবং প্রত্যেকেরই একটি করিয়া ভোট থাকিবে। কিন্তু ষোড়শ লুই তাঁহাদের এই দাবি মানিতে রাজী হইলেন না। অভিজাত ও যাজক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণেরও ইহাতে সম্মত হইবার বিশেষ আপত্তি ছিল।

প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সমষ্টিগতভাবে একটি মাত্র ভোট

জনসাধারণের প্রতিনিধিবর্গ চিরকাল সংখ্যা লঘিষ্ঠ দল

একই সভা এবং প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট দাবি

কয়েকদিন অপেক্ষা করিয়াও যখন রাজার নিকট হইতে কোন সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া গেল না তখন (১৭ই জুন) স্টেটস্-জেনারেল-এর সাধারণ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ নিজেদের ফ্রান্সের জাতীয় সভা (National Assembly) বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তাঁহারা এক প্রস্তাবে বলিলেন যে, তাঁহারা ফরাসী জাতির শতকরা ৯৮ জনের নির্বাচিত প্রতিনিধি, সুতরাং তাঁহারাই জাতির প্রকৃত মুখপাত্র। এই সময় হইতে বিপ্লবের সূচনা হইল বলা যাইতে পারে।

জনসাধারণের প্রতিনিধিগণ কর্তৃক নিজেদের 'জাতীয় সভা' বলিয়া ঘোষণা

অভিজাত ও যাজক সম্প্রদায়ের প্ররোচনায় ষোড়শ লুই তৃতীয় সম্প্রদায়কে দমন করিতে চাহিলেন। তিনি স্টেট্স্-জেনারেল-এর অধিবেশন স্থগিত রাখিলেন। কিন্তু তৃতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণকে এ বিষয়ে কোন খবর জানান হইল না। ২০শে জুন তারিখে স্টেট্স্-জেনারেল-এর অধিবেশন বসিবার সময় তৃতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ আসিয়া দেখিলেন যে, সভাগৃহ বন্ধ রহিয়াছে এবং ইহার প্রবেশ-পথে সৈন্য মোতায়েন করা হইয়াছে। সুতরাং তাঁহারা

ষোড়শ লুই-এর দমন-নীতি

নিকটবর্তী টেনিস খেলার মাঠে (Tennis Court) সমবেত হইলেন এবং সকলে গভীর আন্তরিকতার সহিত শপথ গ্রহণ করিলেন যে, যতদিন পর্যন্ত তাঁহারা ফরাসী জাতির জন্য একটি শাসনতন্ত্র প্রস্তুত না করিতে পারিবেন এবং ফরাসী রাজতন্ত্রকে নিয়মতান্ত্রিক না করিতে পারিবেন ততদিন তাঁহারা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করিয়া চলিবেন। এই শপথ 'টেনিস্ কোর্ট ওথ্' (Tennis Court Oath) নামে বিখ্যাত।

টেনিস কোর্ট ওথ্ (Tennis Court Oath) জুন ২০,১৭৮৯

ষোড়শ লুই এক অধিবেশন আহ্বান করিয়া প্রতিনিধিগণকে চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী আলাদাভাবে ভোট দিতে হইবে এই কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। কিন্তু ইহার ফল হইল বিপরীত। রাজার বক্তৃতা শেষ হইলে পর অভিজাত ও যাজক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ সভাগৃহ ত্যাগ করিয়া গেলেন, কিন্তু সাধারণ সম্প্রদায়ের সদস্যগণ তখনও বসিয়া রহিলেন। রাজার সভাগৃহের পরিচালক তাঁহাদিগকে সভাকক্ষ ত্যাগ করিতে বলিলে মিরাবো (Mirabeau) নামক একজন প্রভাবশালী সাধারণ প্রতিনিধি উত্তর করিলেন : "আমরা জনসাধারণের প্রতিনিধি, আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাদিগকে এখান হইতে বাহির করিতে হইলে একমাত্র বলপ্রয়োগ ভিন্ন অপর কোন পন্থা নাই।"*

রাজা প্রতিনিধিবর্গকে চিরাচরিত প্রথা অনুসরণের কথা স্মরণ করাইলেন

মিরাবো'র ঘোষণা

পরিস্থিতি বিবেচনায় ষোড়শ লুই জনসাধারণের প্রতিনিধিবর্গের দাবি স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি তিন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণকে একত্রে একই সভায় বসিবার এবং প্রত্যেককেই একটি করিয়া ভোট দিবার আদেশ জারী করিলেন (২৬শে জুন, ১৭৮৯)। ষোড়শ লুই কর্তৃক সাধারণ প্রতিনিধিগণের দাবি স্বীকার করিয়া লওয়ার মধ্যে জনসাধারণের সর্বপ্রথম সাফল্য ঘটিল। এইভাবে বিপ্লবের গতি ক্রমেই সহজ ও অপ্রতিহত হইয়া উঠিল।

লুই কর্তৃক তিন সম্প্রদায়ের একত্রে অধিবেশন ও ব্যক্তিগত ভোট স্বীকৃত

জাতীয় সভার সদস্যগণ যখন রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে নিজেদের শক্তিবৃদ্ধিতে

* "Know you that nothing but bayonet will avail to disperse the Commoners of France."—Mirabeau. Quoted by Riker, p. 283.

ব্যস্ত তখন সভাগৃহের বাহিরেও বিপ্লবের প্রকাশ দেখা গেল। ঐ বৎসর অজন্মার ফলে কৃষকদের দারিদ্র্য চরমে পৌঁছিল। তাহারা গ্রাম ছাড়িয়া প্যারিস নগরীতে খাদ্যের সন্ধানে উপস্থিত হইল। প্যারিস নগরী বিপ্লবের আগুন জ্বালাইবার উপযুক্ত দাহ্য পদার্থে পরিপূর্ণ হইল। সরকারী ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও লুটপাট শুরু হইল। বিপ্লবের উন্মাদনা যেন সকলকে পাইয়া বসিল। সৈন্যদের মধ্যেও এই উন্মাদনার প্রভাব বিস্তৃত হইল। প্যারিস নগরীর সাধারণ সম্প্রদায়ের লোকেরা ইতিপূর্বেই শহরের শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা নিজেদের হস্তে গ্রহণ করিয়াছিল। সাধারণ সম্প্রদায় হইতে গঠিত একটি নাগরিক সেনাদল প্যারিস নগরীতে স্থাপনের জন্য তাহারা জাতীয় সভা অর্থাৎ ষ্টেট্‌স্‌-জেনারেল-এর নিকট আবেদন করিল।

প্যারিস নগরীতে বিপ্লবাত্মক কার্যাদি

শান্তিরক্ষার কার্যে নাগরিকগণের দায়িত্বশীল কার্যকলাপ

এদিকে ষোড়শ লুই জনসাধারণের প্রতিনিধিগণের ক্ষমতাবৃদ্ধিতে বিচলিত হইলেন। অভিজাত ও যাজক সম্প্রদায় তাঁহাকে পরিস্থিতি বিবেচনায় সুপরামর্শ দিতে পারিল না। লুই এক ভাড়াটিয়া জার্মান সৈন্যদল ভার্সাই নগরীর নিকটে মোতায়েন করিলেন (জুন ২৬, ১৭৮৯) তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় সভার সদস্যদের ভীতি প্রদর্শন করা, এমন কি, জাতীয় সভা ভাঙ্গিয়া দিবার উদ্দেশ্যেই তিনি এই পন্থা অনুসরণ করিয়াছিলেন বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। এইভাবে সৈন্য মোতায়েন করা হইলে জনসাধারণের প্রতিনিধিবর্গ স্বভাবতই রাজার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দিহান হইয়া উঠিলেন। মিরাবো এই সৈন্যদল অপসারণের দাবি করিলেন। ষোড়শ লুই জানাইলেন যে, এই সৈন্য মোতায়েনের একমাত্র উদ্দেশ্য শান্তিরক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই নহে।

ভার্সাই নগরীর নিকট সৈন্য মোতায়েন

প্রতিনিধি সভা সন্দিহান

এই ঘটনার অল্প কয়েকদিন পরে (১১ই জুলাই, ১৭৮৯) লুই নেকারকে পদচ্যুত করিয়া এক প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রিসভা নিযুক্ত করিলেন। নেকার-এর সংস্কার জনস্বার্থ বৃদ্ধি করিয়াছিল, এই কারণে তিনি জনসাধারণের আস্থাভাজন ছিলেন। তাঁহার আকস্মিক পদচ্যুতি বিপ্লবের আগুনে ঘৃতাহুতির কাজ-

নেকার-এর পদচ্যুতি (১১ই জুলাই, ১৭৮৯)

করিল। প্যারিস ও অন্যত্র ব্যাপক মারামারি শুরু হইল। গোলাবারুদ ও বন্দুকের দোকানগুলি জনতা দ্বারা লুণ্ঠিত হইল। আন্তঃ-প্রাদেশিক শুল্ক আদায়ের কুঠিগুলি জ্বালাইয়া দেওয়া হইল। গ্রামাঞ্চলে কৃষকগণ অভিজাত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইল। তাহারা সামন্ত-প্রথা-জনিত যাবতীয় শোষণযন্ত্রের বিনাশ সাধন করিল। এই সকল সংবাদ অভিজাত ও যাজক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবর্গের কানে পৌঁছিলে তাহারা সামন্ত-প্রথা-জনিত আধিপত্য ও সুযোগ-সুবিধা আর রক্ষা করা সম্ভব হইবে না বিবেচনায় স্বেচ্ছায় নিজ নিজ অধিকার ত্যাগ করিল। এইভাবে সামন্ত-প্রথার শেষ চিহ্নটুকুর বিলোপ সাধিত হওয়ায় সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইল। জনসাধারণ এই পরিস্থিতি হইতে দেশ ও সমাজকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে 'ন্যাশন্যাল গার্ড' (National Guard) নামে এক জাতীয় বাহিনী গঠন করিল। ল্যাফায়েৎ হইলেন এই বাহিনীর অধ্যক্ষ। কিন্তু ১৪ই জুলাই, ১৭৮৯ এক উন্মত্ত জনতা ব্যাস্তিল (Bastille) দুর্গ আক্রমণ করিয়া সেখানে রক্ষিত বন্দুক ও গোলাবারুদ হস্তগত করিতে এবং দুর্গকে ধূলিসাৎ করিয়া অত্যাচারী শাসনের প্রতীক নষ্ট করিতে উদ্যত হইল। কিছুকাল পূর্ব হইতে এই দুর্গে বিনা বিচারে লোককে আটক রাখা হইত বলিয়া ব্যাস্তিল দুর্গটি অত্যাচারের প্রতীক হিসাবে বিবেচিত হইত। জনতার আক্রমণে ব্যাস্তিল দুর্গের পতন ঘটিল। অত্যাচারের প্রতীক নাশের মধ্যেই ব্যাস্তিল দুর্গের পতনের গুরুত্ব নিহিত ছিল। ইহার অব্যবহিত পরেই লুই নেকারকে পুনরায় মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিলেন। এইভাবে ক্রমেই জনতা (mob) বিপ্লবের গতি পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিতে লাগিল।

ব্যাপক লুটপাট : গ্রামাঞ্চলের অভিজাত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কৃষকদের বিদ্রোহ

ন্যাশন্যাল গার্ড গঠন : ল্যাফায়েৎ অধ্যক্ষ নিযুক্ত

অত্যাচারের প্রতীক ব্যাস্তিল দুর্গ ধ্বংস : জনতার জয়লাভ

প্যারিস নগরীর মারামারি কাটাকাটি তখনও থামে নাই। তথাকার জনসাধারণ দিন দিন অধিকতর উন্মত্ত হইয়া উঠিল। জনমত তখন এক শক্তিশালী অস্ত্রে পরিণত হইল। বহু সংখ্যক দৈনিক পত্রিকায় অশান্তির দৈনন্দিন খবর পরিবেশিত হইতে লাগিল। জীন পল ম্যারাট (Jean Paul Marat)-এর "দি ফ্রেণ্ড অব দি পিপ্‌ল" (The Friend of the People)

প্যারিস নগরীতে অশান্তি : ম্যারাটের নেতৃত্ব : জনমত গঠন

পত্রিকাখানি এই বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সমাজের নিম্নতম দরিদ্র ব্যক্তিগণও জনমত গঠনের এবং জনমত প্রকাশের দায়িত্ব উপলব্ধি করিল।

দরিদ্র্য বৃদ্ধি : প্যারিসের দরিদ্র স্ত্রীলোকদের খাদ্যের জন্য ভার্সাই গমন : বন্দী হিসাবে রাজপরিবারের প্যারিসে আগমন

এই সকল বিপ্লবাত্মক ঘটনার ফলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হইল তাহাতে বেকারত্ব, দারিদ্র্য, অনাহার ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। ভার্সাই নগরীর রাজসভার বিরুদ্ধে এক দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি হইল। এইরূপ পরিস্থিতিতে ম্যারাটের উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা এক দারুণ উন্মত্ততার সৃষ্টি করিল। প্যারিসের দরিদ্র পরিবারগুলির দুর্দশা চরমে পৌঁছিলে ৫ই অক্টোবর কয়েক হাজার স্ত্রীলোক খাদ্য দাবি করিতে ভার্সাই নগরীর দিকে রওয়ানা হইল। এই উন্মত্ত জনতার হস্তে একপ্রকার বন্দী অবস্থায়-ই রাজা ও রাণী প্যারিস নগরীতে আসিতে বাধ্য হইলেন।* ব্যাস্তিলের পতনের পর জনতা পুনরায় এইভাবে নিজ শক্তি প্রদর্শন করিল।

রাজতন্ত্র রক্ষার জন্য দূরদর্শী নীতির প্রয়োজন

লুই-এর সংকীর্ণতা বিপ্লবের পথ রক্তে রঞ্জিত

রাজা জনতার চাপে প্যারিসে আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তথাপি রাজার প্রতি তখন জনসাধারণের সম্মান নেহাৎ কম ছিল না। ষোড়শ লুই যদি দূরদর্শী নীতি অনুসরণ করিতে সক্ষম হইতেন এবং জনসাধারণের ইচ্ছার সহিত রাজতন্ত্রকে মানাইয়া লইতেন তাহা হইলে ফরাসী বিপ্লবের গতি অন্যরূপ হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু লুই সেই দূরদর্শিতা প্রদর্শন করিতে পারিলেন না, ফলে ফরাসী জাতি ও জাতীয় প্রতিনিধিবর্গের সহিত তাঁহার ব্যবধান ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসও ক্রমেই রক্তে রঞ্জিত হইয়া চলিল।

জাতীয় প্রতিনিধি-সভা জাতীয় সংবিধান-সভায় পরিণত

ভার্সাই হইতে রাজপরিবারের প্যারিস নগরীতে আসিবার ফলে জাতীয় সভাকেও প্যারিসে অধিবেশন বসাইতে হইল। এখন হইতে এই সভা ফ্রান্সের জন্য এক নূতন শাসনতন্ত্র গঠনে মনোনিবেশ করিল। স্বভাবতই ইহা ফরাসী সংবিধান সভা বা Constituent Assembly-তে পরিণত হইল।

*"It has been appropriately called 'the Funeral march' of the old monarchy."—Riker. p. 288

ফরাসী সংবিধান-সভা (The French Constituent Assembly) : সংবিধান-সভা এক প্রস্তাবনা-পত্র লিপিবদ্ধ করিলেন। ইংলণ্ডের ম্যাগ্‌না কার্টা (Magna Charta), আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণা (Declaration of Independence) প্রভৃতির অনুকরণে "ব্যক্তি ও নাগরিকের অধিকার ঘোষণা" (Declaration of the Rights of Man and Citizen) নামে এক প্রস্তাবনায় ফরাসী নাগরিকের মৌলিক অধিকারগুলি লিপিবদ্ধ হইল। এই প্রস্তাবনা পত্রে ম্যাগ্‌না কার্টা ও আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণা পত্র ছাড়া রুশোর মতবাদ হইতেও কতক কতক নীতি গৃহীত হইল। ইহাতে মানুষ ও মানুষের প্রভেদ বিলুপ্ত করিয়া প্রত্যেককেই স্বাধীনতা ও সাম্যের অধিকার দেওয়া হইল। এই পত্রে বলা হইল : (১) স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার এবং মানুষমাত্রেই সমান অধিকারের অধিকারী, (২) আইনের দৃষ্টিতে সকল ব্যক্তিই সমান এবং বিনা বিচারে কাহাকেও বন্দী করা বা গ্রেপ্তার করা চলিবে না; (৩) ব্যক্তি-স্বাধীনতা, সম্পত্তি ভোগের স্বাধীনতা, প্রাণ ও সম্পত্তির নিরাপত্তা, অন্যায় এবং অত্যাচারের বিরোধিতা করা ব্যক্তিমাত্রেরই মৌলিক অধিকার; (৪) মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, ধর্মপালনের স্বাধীনতা প্রত্যেকেরই সমভাবে থাকিবে।

ফরাসী সংবিধানের কার্যাদি :

(১) ব্যক্তি ও নাগরিকের অধিকারের ঘোষণা :

স্বাধীনতা জন্মগত অধিকার : আইনের চক্ষে সাম্য ; বিনা বিচারে বন্দী করা নিষিদ্ধ ; ব্যক্তি-স্বাধীনতা, সম্পত্তি-ভোগ ও ধন-প্রাণের নিরাপত্তা ; অন্যায়ের বিরোধিতা জন্মগত অধিকার : ধর্মপালন ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা

প্রস্তাবনা-পত্র পাস করিয়া সংবিধান-সভা একটি গণতান্ত্রিক এবং শ্রেণীগত বৈষম্যহীন শাসনতন্ত্র গঠনে মনোযোগী হইল। এই নূতন শাসনপদ্ধতিতে রাজার স্থান কি হওয়া উচিত সেই বিষয়ে সংবিধান-সভার বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল।

(২) শাসনতান্ত্রিক সংস্কার :

(১) রাজার ক্ষমতা প্রতিনিধি সভার অধীনে স্থাপন করিবার জন্য নানাপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইল। রাজক্ষমতা নির্ধারণে সংবিধান-সভা মন্টেস্কুর ক্ষমতা-বিভাজন (Separation of Powers) নীতি অনুসরণ করিলেন।

রাজক্ষমতা নির্ধারণে মন্টেস্কুর ক্ষমতা-বিভাজন নীতির প্রয়োগ

(২) রাজার ব্যক্তিগত ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইল এবং রাজপরিবারের ব্যয় কি হইবে তাহার একটি তালিকা (Civil list) প্রস্তুত করা হইল। এই তালিকা অনুযায়ী রাজাকে অর্থ বরাদ্দ করা হইবে স্থির হইল। (৩) আইনসভার মত ভিন্ন কোন যুদ্ধ-ঘোষণা বা শান্তিস্থাপন করা নিষিদ্ধ হইল। (৪) এক-কক্ষযুক্ত একটি আইনসভা গঠন করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইল; এই সভার সদস্যগণ জনসাধারণের ভোটের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন স্থির হইল। কিন্তু ভোটদানের ক্ষমতা সকলকে দেওয়া হইল না। সম্পত্তির ভিত্তিতে জনগণকে 'সক্রিয়' ও 'নিষ্ক্রিয়' নাগরিক—এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হইল। কেবলমাত্র 'সক্রিয়' নাগরিকগণই ভোটাধিকার লাভ করিল। এইভাবে নাগরিকগণকে সম্পত্তির ভিত্তিতে দুই ভাগ করিয়া ভোটাধিকার দেওয়ার ফলে বহু লোক ভোটাধিকার হারাইল। মাত্র ৩৫ হাজার নাগরিকের আইনসভার সদস্য-নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অধিকার স্বীকৃত হইল। লক্ষ লক্ষ নাগরিক যাহারা পূর্বে স্টেট্স্-জেনারেল-এর সদস্য নির্বাচনে ভোট দিয়াছিল তাহারা ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত হইল। (৫) রাজা নিজ মন্ত্রিমণ্ডলী নিযুক্ত করিবেন, কিন্তু তাঁহারা আইনসভার সদস্য হইবেন না। কার্যনির্বাহক বিভাগ (Executive) রাজা নিজে পরিচালনা করিবেন। কিন্তু রাজা আইনের প্রস্তাব করিতে পারিবেন না, বা আইন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিতে পারিবেন না। আইনসভা কর্তৃক প্রস্তাবিত আইন রাজা Suspensive veto প্রয়োগ করিয়া সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিতে পারিবেন। কিন্তু আইনসভার পর পর তিনটি অধিবেশনে সেই আইন পাস হইলে রাজা তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন। (৬) সমগ্র দেশকে ৮৩টি ডিপার্টমেন্ট (Department) বা প্রদেশে ভাগ করা হইল। এই সকল প্রদেশের শাসনকর্তা ও বিচারপতিগণ প্রদেশের নাগরিকগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন স্থির হইল।

রাজার ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত: সিভিল লিস্ট প্রস্তুতকরণ

যুদ্ধ ঘোষণা ও শান্তিস্থাপনে আইনসভার মত প্রয়োজন

এক-কক্ষযুক্ত আইনসভা: জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত: সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় নাগরিক

মন্ত্রিগণ রাজা কর্তৃক মনোনীত হইবেন, কিন্তু তাঁহারা আইনসভার সদস্য হইবেন না, রাজা আইনের প্রস্তাব করিতে পারিবেন না

রাজার Suspensive veto ক্ষমতা

সমগ্র দেশ ৮৩টি ডিপার্টমেন্টে বিভক্ত

সরকারের আর্থিক সমস্যার সমাধান এবং জাতির অর্থনৈতিক কাঠামোর নিরাপত্তা বিধান সংবিধান-সভার সর্বাধিক কঠিন সমস্যা ছিল। ষোড়শ লুই আর্থিক দুরবস্থা হেতুই জাতীয় সভার অধিবেশন আহ্বান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সুতরাং সংবিধান সভা এ বিষয়ে বিলম্ব না করিয়াই হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হইলেন। ইহা ভিন্ন, বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে কর আদায় বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। স্টেট্‌স্-জেনারেল সংবিধান-সভা নাম ধারণের পূর্বে যখন ন্যাশনাল এ্যাসেমব্লি বা জাতীয় সভা নামে কার্য করিতেছিল তখনই বৈষম্যমূলক প্রত্যক্ষ কর বিলোপ করিয়া দিয়া সম্পত্তির উপর কর স্থাপন করা হয়। কিন্তু এই সকল কর আদায় করা তখনও সম্ভব হয় নাই। নেকার দেশাত্মবোধের দোহাই দিয়া সকলের নিকট সরকারের জন্য আর্থিক সাহায্য চাহিলেন। ইহাতেও কোন ফল হইল না। এমতাবস্থায় সংবিধান-সভা চার্চের যাবতীয় ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া সেই সম্পত্তির উপর 'এসাইনেট্' (Assignat) নামে এক-প্রকার নোট বাহির করিলেন। এই সকল নোট সাধারণ কাগজী নোটের ন্যায় প্রচলিত হইল। সাময়িকভাবে এই নোটের সাহায্যে সরকার আর্থিক প্রয়োজন মিটাইতে সমর্থ হইলেন।

(৩) অর্থ সংক্রান্ত ব্যবস্থা :

অর্থাভাব : কর-দান বন্ধ : অর্থ সাহায্যের জন্য নেকার-এর আবেদন বিফল

এসাইনেট্ নামক নোট চালু

ইহার পর Civil Constitution of the Clergy নামে এক অত্যধিক বিপ্লবাত্মক আইন পাস করা হইল। এই আইনের দ্বারা প্রত্যেক প্রদেশে একটি করিয়া ডায়োসেস্ (Dioces) স্থাপন করা হইল এবং চার্চকে রাষ্ট্রের অধীন একটি বিভাগে পরিণত করা হইল। যাজকগণ সরকার হইতে অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের ন্যায় মাহিনা পাইবেন, এবং জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন। তাঁহাদের নির্বাচন পোপের অনুমোদন-সাপেক্ষ হইবে না।

(৪) Civil Constitution of the Clergy : চার্চ সরকারী বিভাগে পরিণত : বেতন-ভোগী যাজকগণ

সর্বশেষে রোবস্‌পিয়ার-এর প্রস্তাবে সংবিধান-সভা এক আইন পাস করিলেন যে, সংবিধান-সভার কোন সদস্য নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী গঠিত আইনসভার সভ্য হইতে পারিবেন না।

(৫) রোবস্‌পিয়ার-এর প্রস্তাব : সংবিধান-সভার সদস্যের আইনসভার সভ্য হওয়া নিষিদ্ধ

সমালোচনা (Criticism) : //সংবিধান-সভার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কার্য হইল সামাজিক ও রাজনৈতিক বৈষম্য দূর করা। মানুষকে সমমর্যাদায় স্থাপন করিয়া সংবিধান-সভা ফরাসী জাতির বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সাম্য আনিয়াছিল। পরবর্তী যুগে পৃথিবীর অন্যান্য অংশেও এই নীতির উপর নির্ভর করিয়া বিভিন্ন জাতির লোক আন্দোলন করিয়াছে। এই সভা স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের অবসান করিয়া জনমতের উপর রাজতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। এদিক দিয়া সংবিধান-সভার কার্যাদি প্রশংসারযোগ্য। কিন্তু যে দ্রুতগতিতে পূর্বেকার রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তির পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল, অনুরূপ দ্রুতগতিতে গঠনমূলক কার্য করিতে এই সভা সক্ষম হইল না।/

সামাজিক ও রাজনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ

রাজতন্ত্র জনমতের উপর নির্ভরশীল

দ্রুতগতিতে পূর্বেকার কাঠামো ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে নূতন কাঠামো গঠনের অক্ষমতা

সামন্ত-প্রথা-জনিত সর্বপ্রকার বৈষম্য, ঊর্ধ্বতন ভূম্যধিকারীর প্রতি কর্তব্যপালন, সার্ফ প্রথা, টাইথ নামক ধর্মকর ইত্যাদির উচ্ছেদ সাধন করিয়া সংবিধান সভা জনসাধারণের কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিল। এই সভা ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং ধর্মপালনের স্বাধীনতা দান করিয়া রাজনৈতিক ও ধর্মনৈতিক অত্যাচারের পথ বন্ধ করিয়াছিল। কিন্তু নির্বাচন ব্যাপারে জনসাধারণকে 'সক্রিয়' ও 'নিষ্ক্রিয়' নাগরিকে ভাগ করিয়া এই সভা গণতন্ত্রের মূলনীতির বিরোধিতা করিয়াছিল এবং "ব্যক্তি ও নাগরিকের অধিকারের ঘোষণা"র (Declaration of the rights of Man and Citizen) বিরুদ্ধে কাজ করিয়াছিল।

কোন কোন ক্ষেত্রে সাম্যনীতি স্থাপন

সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় নাগরিকত্ব—গণতন্ত্রও Declaration of the rigts of Man and Citizen-এর বিরোধী

দেশ যখন বিপ্লবের প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে তখন দ্রুতগতিতে গঠনমূলক কার্য সম্পাদনের উপর এই সভার সাফল্য নির্ভরশীল ছিল, কিন্তু অযথা বক্তৃতা করিয়া ইহা কালক্ষেপ করিয়াছিল। বিপ্লবের গতিকে সর্বগ্রাসী করিয়া তুলিতে এই বিলম্বই ছিল যথেষ্ট পরিমাণে দায়ী।

অযথা বক্তৃতায় কালক্ষেপ

/ সংবিধান-সভার সদস্যবর্গের আইন-প্রণয়নের কোনপ্রকার অভিজ্ঞতা ছিল

না। সুতরাং তাঁহারা বাস্তবতাবর্জিতভাবে কেবলমাত্র আদর্শ, ন্যায় ও সততার পরাকাষ্ঠা দেখাইতেই ব্যস্ত ছিলেন। বক্তৃতা দ্বারা সভাস্থ সকলকে মুগ্ধ করিবার ইচ্ছা তাঁহাদিকে পাইয়া বসিয়াছিল।

আইন-প্রণয়নে অনভিজ্ঞতা ও বাস্তবতা-বর্জিত কার্যকলাপ

নূতন শাসনব্যবস্থায় রাজার ক্ষমতা খর্ব করিতে গিয়া তাঁহারা মন্টেস্কুর ক্ষমতা-বিভাজন নীতির (Separation of Powers) অত্যধিক প্রয়োগ করিয়াছিলেন। রাজা এবং তাঁহার মন্ত্রিগণের উপর কার্যনির্বাহের দায়িত্ব ছিল। কিন্তু প্রয়োজনীয় আইন-কানুনের প্রস্তাব বা পরিবর্তন-পরিবর্ধন করিবার ক্ষমতা রাজার হাতে না থাকায় শাসনব্যবস্থা যে পঙ্গু হইয়া পড়িবে ইহা তাঁহারা উপলব্ধি করেন নাই। রাজাকে সাময়িকভাবে আইন স্থগিত রাখিবার (Veto) ক্ষমতা দান করিয়া ভবিষ্যতে রাজা এবং আইনসভার মধ্যে বিবাদের পথ তৈয়ারী হইয়াছিল। কারণ, এই ক্ষমতার প্রয়োগ করিয়া রাজা আইনসভা কর্তৃক গৃহীত কোন আইন একেবারে নাকচ করিতে পারিতেন না, কিন্তু ইহার প্রয়োগ করিলে তাঁহাকে আইনসভার বিরাগভাজন হইতে হইত।

মন্টেস্কুর ক্ষমতা-বিভাজন নীতির অত্যধিক প্রয়োগ

রাজার ভিটো ক্ষমতা: ভবিষ্যতে গোলযোগ সৃষ্টির পথ উন্মুক্ত

পূর্বেকার সম্পূর্ণ কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থার স্থলে বর্তমানে পূর্ণমাত্রায় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার ফলে শাসনব্যবস্থায় আকস্মিক পরিবর্তন ঘটিল। ইহাতে অব্যবস্থা আরও বৃদ্ধি পাইল। প্রাদেশিক শাসনকার্যের জন্য উপযুক্ত লোক নির্বাচিত হইল না। কেন্দ্রীয় সরকারকে দুর্বল করিয়া প্রত্যেকটি ডিপার্টমেন্ট বা প্রদেশকে এক একটি স্বাধীন প্রজাতন্ত্রে পরিণত করায় রাষ্ট্রের ঐক্য ব্যাহত হইল। বিচারপতিপদ নির্বাচনমূলক করিয়া স্বাধীন এবং নির্ভীক বিচারের পথ রুদ্ধ করা হইয়াছিল।

সম্পূর্ণ কেন্দ্রীভূত শাসনের আকস্মিক পরিবর্তন

বিচারকার্যে নির্ভীকতা বিনষ্ট

এক-কক্ষযুক্ত আইনসভার সুবিধা যুক্তি হিসাবে যতই অকাট্য বলিয়া মনে হউক না কেন কার্যক্ষেত্রে ইহা তেমন সুবিধাজনক হইল না। পরবর্তী কালে পুনরায় দুই-কক্ষযুক্ত আইন-

এক-কক্ষযুক্ত আইনসভার অকার্যকারিতা

পরিষদ স্থাপনের প্রয়োজন হইল। সুতরাং শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের দিক দিয়া সংবিধান-সভার কার্যাবলী নানাপ্রকার ত্রুটিপূর্ণ ছিল।

Civil Constitution of the Clergy সদস্যদের মধ্যে বিভেদ

ধর্মাধিষ্ঠান, অর্থাৎ চার্চকে শাসনব্যবস্থার একটি বিভাগে পরিণত করিবার ফলে সংবিধান-সভার সদস্যগণ দুই বিরোধী দলে বিভক্ত হইয়া গেলেন। Civil Constitution of the Clergy নামক আইন পাসের পূর্বাবধি সংবিধান-সভার সদস্যগণ ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করিয়া চলিয়াছিলেন। কিন্তু এই আইন পাস করিবার ফলে ধর্মভীরু সভ্যগণ বিপ্লবের বিরোধিতা করিতে শুরু করিলেন। কারণ, অনেকেই ধর্মাধিষ্ঠানের উপর হস্তক্ষেপ করার পক্ষপাতী ছিলেন না। ফরাসীরাজ লুই-এর ধর্মমতও এই আইনের দ্বারা ব্যাহত হইল। তিনি জাতীয় সভার শত্রুতে পরিণত হইলেন, আপস-মীমাংসার পথ এই সময় হইতেই রুদ্ধ হইয়া গেল।

রাজা জাতীয় সভার শত্রুতে পরিণত

রোবস্পিয়ার-এর প্রস্তাব : ভবিষ্যৎ আইনসভা অনভিজ্ঞদের সভা

রোবস্পিয়ার-এর প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার ফলে সংবিধান-সভার কোন সদস্যই নূতন আইনসভার সদস্য হইতে পারিবেন না স্থির হইল। ইহার ফলে এই সকল সদস্য যেটুকু অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন তাহা হইতেও ফরাসী জাতি বঞ্চিত হইল। নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী যে আইনসভা গঠিত হইল তাহাতে অনভিজ্ঞ সদস্যগণ নির্বাচিত হইবার ফলে নূতন শাসনতন্ত্র কার্যকরী করা স্বভাবতই কঠিন হইল। স্বভাবতই সংবিধান-সভার কার্যাদি দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না।

সংবিধান-সভার কার্যাদি অস্থায়ী

সংবিধান-সভার প্রকৃতি (Character of the Constituent Assembly) : ফরাসী সংবিধান-সভার সদস্যগণ ছিলেন আইন, তথা সংবিধান সম্পর্কে একেবারে অনভিজ্ঞ। সংবিধান-সভার কোন ঐতিহ্য বা ঐতিহাসিক অবিচ্ছিন্নতা (historical continuity) ছিল না, কেবলমাত্র পরিস্থিতির চাপেই এই সভা গঠিত হইয়াছিল। ইহার ভাল এবং মন্দ দুই দিকই ছিল। অনভিজ্ঞতার অসুবিধার সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং নূতন ভাবধারাকে কার্যকরী করিবার পক্ষে ইহার সুবিধাও নেহাৎ কম ছিল না।

সংবিধান-সভা অনভিজ্ঞ ও ঐতিহ্যবিহীন : অনভিজ্ঞতার সুবিধা ও অসুবিধা

এই সভায় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণের প্রাধান্য ছিল। বিপ্লব শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সকল মধ্যবিত্ত ব্যক্তিগণ নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উৎসাহ, উদ্দীপনা, সভতা ও ন্যায়পরায়ণতা তাঁহাদিগকে নেতৃত্ব করিবার মত নৈতিক অধিকার দান করিয়াছিল সন্দেহ নাই। উদারতা এবং দেশের শান্তি এবং শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার আগ্রহ তাঁহাদের প্রচুর ছিল। তাঁহারা বিপ্লবের নিরাপত্তা রক্ষা করিতে এবং বিপ্লবকে কার্যকরী করিয়া তুলিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিলেন।

মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণের নেতৃত্ব

উদারতা ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার আগ্রহ

সংবিধান-সভার প্রধান ত্রুটি ছিল এই যে, ইহা সমসাময়িক দার্শনিক মতবাদে অত্যধিক বিশ্বাসী ছিল। রুশো, মণ্টেস্কু প্রভৃতি দার্শনিকদের মতবাদকে কাজে লাগাইতে গিয়া প্রতিনিধিগণ বাস্তবতার সহিত যোগাযোগ হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। ফলে, ত্রুটিহীন নেতৃত্ব তাঁহাদের নিকট হইতে পাওয়া সম্ভবপর হয় নাই।

দার্শনিক মতবাদে বিশ্বাস: ফলে বাস্তবতাহীন

সংবিধান-সভার সদস্যগণের কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকায় তাঁহারা বক্তৃতাদানের আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। দ্রুতগতিতে কার্য সম্পন্ন করা যখন সাফল্যের একমাত্র পন্থা ছিল তখন তাঁহারা বাগ্মিতার দ্বারা প্রশংসা অর্জনেই ব্যস্ত ছিলেন। তথাপি তাঁহাদের পরিস্থিতির কথা ভাবিলে তাঁহারা যতদূর সাফল্য অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহাই আমাদিগকে বিস্মিত করে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বক্তৃতাদানের আনন্দে কালক্ষেপ

পরিস্থিতির তুলনায় সফলতার প্রাচুর্য

চতুর্দশ অধ্যায়

বিপ্লবের গতি : নেপোলিয়ন বোনাপার্ট

(Course of the Revolution : Napoleon Bonaparte)

সংবিধান-সভা যখন সংস্কারকার্যে ব্যস্ত, তখন মিরাবো ষোড়শ লুই-এর পরামর্শদাতা নিযুক্ত হইলেন। মিরাবো ছিলেন সমসাময়িক ফরাসী রাজনীতিজ্ঞদের সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি রাজা ও রাণীকে বিদেশী সাহায্য গ্রহণ করিয়া রাজশক্তি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা ত্যাগ করিতে পরামর্শ দিলেন। শৃঙ্খলা ও শান্তি স্থাপনের প্রয়োজন সম্পর্কেও তিনি অবহিত ছিলেন এবং রাজার নিকট লিখিত তাঁহার গোপন পত্রাদিতে তিনি দেশ এবং জনসাধারণের স্বার্থরক্ষার সুচিন্তিত এবং যুক্তিযুক্ত পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের ২রা এপ্রিল তাঁহার মৃত্যু হইলে রাজতন্ত্রকে রক্ষা করিবার প্রয়োজনীয় সুপরার্শ দেওয়ার মত যোগ্য ব্যক্তি আর কেহ রহিল না।

মিরাবো ষোড়শ লুই-এর পরামর্শদাতা

মিরাবো'র মৃত্যুতে রাজতন্ত্র রক্ষার শেষ আশা বিলুপ্ত

লুই দেখিলেন যে, রাজপ্রাসাদে রাজকীয় মর্যাদা হ্রাস পাইয়াছে এবং দিন দিন বিপ্লবের আবর্ত বাড়িয়া চলিয়াছে। ক্ষমতাহীন রাজশক্তির বিরুদ্ধে দৈনিক পত্রিকায় অপমানসূচক প্রচারকার্য চলিয়াছে। প্যারিস নগরীর জনতার ঔদ্ধত্য বাড়িয়া চলিয়াছে। এমতাবস্থায় দেশ ত্যাগ করাই রাজা ও রাণী যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। রাজা ও রাণী ২১শে জুন, (১৭৯১) গোপনে দেশ ত্যাগ করিয়া যাইতে গিয়া ভেয়ারনেস্ (Varennes) নামক স্থানে ধরা পড়িলেন। রাজতন্ত্রকে রক্ষা করিবার যেটুকু আশা তখনও ছিল তাহাও নষ্ট হইল। এই পলায়নের বৃথা চেষ্টার বিষময় ফল নানাদিক দিয়া প্রকাশ পাইল। প্রথমত, রাজতন্ত্রের উপর লোকের আস্থা লোপ পাইল এবং ক্রান্স প্রজাতান্ত্রিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন হইল।* দ্বিতীয়ত, ফরাসী জাতির প্রতীতি জন্মিল যে, লুই বিপ্লবের সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া

রাজশক্তি দুর্বল, মর্যাদাহীন : সংবাদ-পত্রের অপমানজনক আক্রমণ

পলায়নের বৃথা চেষ্টা : ভেয়ারনেস্ নামক স্থানে ধৃত

* "The flight to Varennes made it definitely republican." Guedalla, p. 147.

লইতে রাজী নহেন। তৃতীয়ত, রাজা বিদেশী সাহায্যে নিজশক্তি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিতেছেন, ইহাও লোকের নিকট পরিষ্কারভাবে ধরা পড়িল।

ফলাফল

চতুর্থত, এই সূত্রে 'কার্ডেলিয়ার ক্লাব' নামে এক রাজনৈতিক সংঘের নেতা ড্যান্টন (Danton) ও ম্যারাট (Marat)-এর নেতৃত্বে রাজতন্ত্রের অবসানকল্পে এক বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে গিয়া অনেকে ন্যাশন্যাল গার্ডের গুলিতে প্রাণ হারাইল (১৭ই জুলাই, ১৭৯১)। পঞ্চমত, রাজার পলায়নের বৃথা চেষ্টা সমগ্র ইওরোপের নিকট এই কথাই প্রমাণ করিল যে, ফরাসীরাজ নিজ রাজধানীতে বন্দী অবস্থায় রহিয়াছেন। ষোড়শ লুই-এর রাণী মেরী এ্যান্টোয়নেট্-এর ভ্রাতা অস্ট্রিয়ার সম্রাট লিওপোল্ড ফরাসী রাজতন্ত্রের সাহায্যে অগ্রসর হইতে মনস্থ করিলেন। ষষ্ঠত, এই সময় হইতে জনসাধারণ বিপ্লবের গতি নির্ধারণে অধিকতর অংশ গ্রহণ করিতে লাগিল। ভেয়ারনেস্ হইতে পলাতক রাজপরিবারকে ধরিয়া লইয়া আসার ফলে জনতার উল্লাস রাজতন্ত্রেব বিরুদ্ধে তাহাদের বিজয়-গৌরবের প্রকাশ বলা যাইতে পারে।

রাজার পলায়নের সময় হইতেই ইওরোপীয় দেশগুলি ফরাসী বিপ্লবের সহিত জড়িত হইতে লাগিল। ফরাসী রাণী মেরী এ্যান্টোয়নেট্-এর ভ্রাতা

প্যাডুয়াব প্রচাবপত্র (জুলাই ৬, ১৭৯১)

অস্ট্রিয়ার সম্রাট লিওপোল্ড প্যাডুয়া নামক স্থান হইতে এক প্রচারপত্র প্রকাশ করিলেন (জুলাই ৬, ১৭৯১)। এই প্রচারপত্রে (Manifesto of Padua) তিনি ইওরোপের রাজগণকে ফরাসীরাজ ষোড়শ লুই-এর সমস্যাকে নিজেদের সমস্যা বলিয়া মনে করিতে অনুরোধ জানাইলেন। ইংলণ্ড এই অনুরোধ গ্রাহ্য করিল না।

ইংলণ্ড ও ফবাসী বিপ্লব : সাউদি, কোল্‌রীজ, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ

ইংলণ্ডে ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কে ঐ সময়ে এক অতি উচ্চ আশা জাগিয়াছিল। ইংরেজ কবি সাউদি, কোল্‌রীজ, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রভৃতি প্রথমে ফরাসী বিপ্লবকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। ইংরেজ রাজনীতিজ্ঞদের অনেকে এই বিপ্লবের মধ্যে ভবিষ্যতে গণতান্ত্রিক ইংলণ্ড এবং গণতান্ত্রিক ফ্রান্সের সমবায় ও সৌহার্দ্যের স্বপ্ন দেখিলেন।

ইওরোপীয় দেশগুলির বিভিন্ন স্বার্থ

কিন্তু রাশিয়ার রাণী ক্যাথারিণ এবং প্রাশিয়া, স্পেন, সুইডেন প্রভৃতি দেশের রাজগণ লিওপোল্ডের অনুরোধ নিজ নিজ স্বার্থের

দিক দিয়া বিচার করিয়া মানিয়া লইলেন। লিওপোল্ড ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার ততটা পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি চাহিয়াছিলেন ফ্রান্সকে ভীতি প্রদর্শন করিয়া ফরাসী রাজতন্ত্রকে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে।

প্যাডুয়ার প্রচারপত্রের ফলস্বরূপ পিল্‌নিজ নামক স্থানে প্রাশিয়ার রাজা ফ্রেডারিক উইলিয়াম (২য়) ও লিওপোল্ড-এর এক বৈঠক বসিল। ফরাসী দেশ হইতে রাজতন্ত্রের যে সকল সমর্থক পলাইয়া আসিয়াছিল তাহারা লিওপোল্ড ও ফ্রেডারিককে ফরাসী রাজতন্ত্রের সাহায্যকল্পে অগ্রসর হইতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইল। পিল্‌নিজের বৈঠকে ষোড়শ লুই-এর দুই ভ্রাতা—পরবর্তী কালের ফরাসীরাজ অষ্টাদশ লুই ও দশম চার্লস—উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারাও দেশ হইতে পলাইয়া আসিয়াছিলেন। ২৭শে আগস্ট তারিখে লিওপোল্ড ও ফ্রেডারিক উইলিয়াম পিল্‌নিজের ঘোষণা (Declaration of Pillnitz) প্রচার করিলেন। ইহাতে বলা হইল যে, 'ফরাসীরাজের পরিস্থিতি ইওরোপীয় রাজগণের চিন্তার বিষয়। ইওরোপীয় অপরাপর রাজগণের সাহায্য পাওয়ামাত্রই অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া ফ্রান্সের রাজতন্ত্রবিরোধীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে।' এইরূপ ভীতি প্রদর্শনের ফলে ফরাসী জাতি বিরক্ত হইল বটে কিন্তু ভীত হইল না।

পিল্‌নিজের ঘোষণা (২৭শে আগস্ট, ১৭৯১)

ফ্রান্স আক্রমণের ভীতি-প্রদর্শন

এদিকে ষোড়শ লুই বাধ্য হইয়াই নূতন সংবিধান স্বীকার করিয়া লইলেন (২১শে সেপ্টেম্বর, ১৭৯১)। ৩০শে সেপ্টেম্বর সংবিধান-সভার অধিবেশনের সমাপ্তি ঘটিল। ইহার পূর্বেই নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী যে এ্যাসেম্ব্লি স্থাপিত হওয়ার কথা ছিল উহার সদস্যগণ নির্বাচিত হইয়াছিলেন। সুতরাং ১লা অক্টোবর হইতেই নূতন আইনসভা (Legislative Assembly) সংবিধান-সভার স্থান গ্রহণ করিল এবং নূতন শাসনতন্ত্র চালু হইল।

নূতন সংবিধান স্বীকৃত (২১শে সেপ্টেম্বর, ১৭৯১) : ১লা অক্টোবর নূতন আইনসভার অধিবেশন শুরু

আইনসভা, ১লা অক্টোবর, ১৭৯১ (The Legislative Assembly) : নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী আইনসভার অধিবেশন বসিল (অক্টোবর ১, ১৭৯১)। সভার সদস্যগণ সকলেই ছিলেন শাসনবিষয়ে

অনভিজ্ঞ। রোবস্‌পিয়ার-এর প্রস্তাব অনুযায়ী সংবিধান-সভার কেহই এই সভার সভ্য নির্বাচিত হইতে পারিলেন না। স্বভাবতই সংবিধান-সভার সদস্যগণ আইন-প্রণয়ন এবং জাতীয় পরিষদের কর্মপন্থা সম্পর্কে যেটুকু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন তাহার সুযোগ গ্রহণ করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হইল না।

অনভিজ্ঞ সদস্যগণ

আইনসভার সদস্যগণ প্রথম হইতেই রাজনৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া পড়িলেন। মোট ৭৪৫- জন সদস্যের অধিকাংশই কোন উগ্র রাজনৈতিক মতবাদের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহারা সভাগৃহের মধ্যবর্তী আসনগুলি অধিকার করিলেন। যাঁহারা শাসনতন্ত্র মানিয়া চলিবার পক্ষপাতী ছিলেন তাঁহারা ফিউল্যান্টস্ (Feuillants or Constitutionalists) নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহারা সভাগৃহের দক্ষিণ দিকে আসন গ্রহণ করিলেন। সভাগৃহের বামদিকে বসিলেন জেকোবিন্ ও গিরণ্ডিস্ট্ এই দুই দল।* সুতরাং আইন-সভায় মোট চারিটি রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হইল: (১) দক্ষিণপন্থী অর্থাৎ শাসনতান্ত্রিক দল; (২) রাজতন্ত্র-বিরোধী, বামপন্থী জেকোবিন্ ও (৩) গিরণ্ডিস্ট্ দল এবং (৪) মধ্যপন্থী নিরপেক্ষ দল।

৭৪৫ জন সদস্য: চারিটি রাজনৈতিক দল

(১) দক্ষিণপন্থী শাসন-তান্ত্রিক দল, (২) বাম-পন্থী জেকোবিন্ দল, (৩) বামপন্থী গিরণ্ডিস্ট্ দল, (৪) মধ্যপন্থী নিরপেক্ষ দল

আইনসভার সম্মুখে দুইটি জটিল প্রশ্ন উত্থাপিত হইল। প্রথমত, যে-সকল যাজক Civil Constitution of the Clergy নামক আইন মানিতে অস্বীকার করিয়াছিল, তাহাদের সম্পর্কে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইবে। দ্বিতীয়ত, 'ইমিগ্রি' (Emigres) অর্থাৎ যে সকল রাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ফ্রান্সের অধিবাসী দেশ ত্যাগ করিয়া গিয়া বিদেশী শক্তির সহায়তায় ফ্রান্সের সীমান্তে সমবেত হইয়াছিল তাহাদের সম্পর্কেই বা কি পন্থা অনুসরণ করা হইবে। রাজতন্ত্রের সপক্ষে 'ইমিগ্রি'দের ফ্রান্স আক্রমণের চেষ্টা এবং অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার পিল্‌নিজ ঘোষণা, আইনসভার সদস্যগণকে দ্রুত রাজতন্ত্র বিরোধী করিয়া তুলিল।

আইনসভার সমস্যা

* বর্তমানে রাজনীতিক্ষেত্রে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী দল বলিতে যাহা বুঝা যায় তাহা ফরাসী আইনসভার সদস্যদের আসন গ্রহণের পদ্ধতি হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে।

গিরণ্ডিস্ট্ দলের যুদ্ধ-স্পৃহা

এমতাবস্থায় গিরণ্ডিস্ট্ দল* ফরাসী বিপ্লব-বিরোধী বিদেশী শক্তিবর্গের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার জন্য অধীর হইয়া উঠিল। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল ফরাসী বিপ্লবকে ফ্রান্সের সীমার বাহিরে সমগ্র ইওরোপে বিস্তৃত হইতে দেওয়া এবং যুদ্ধের মাধ্যমে ফরাসী রাজতন্ত্রের দুর্বলতা প্রকাশ পাইলে রাজতন্ত্রের অবসান করা।

দক্ষিণপন্থীদের যুদ্ধ-স্পৃহা

দক্ষিণপন্থী দল ঠিক বিপরীত উদ্দেশ্যে যুদ্ধের পক্ষপাতী ছিল। কারণ, যুদ্ধের ফলে শাসনতন্ত্র-বিরোধীদের অর্থাৎ প্রজাতান্ত্রিকদের দমন সম্ভব হইবে এবং ফরাসী নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র সুদৃঢ় হইবে। কেবলমাত্র রোবস্পিয়ার প্রমুখ কয়েকজন জেকোবিন্ নেতা আইন-সভার বাহিরে যুদ্ধনীতির বিরুদ্ধে জনমত গঠনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কারণ, তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, যুদ্ধ বাধিলে জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশার সীমা থাকিবে না।† কিন্তু আইনসভার অধিকাংশ সদস্যই তখন যুদ্ধের জন্য মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। সুতরাং ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল ষোড়শ লুই আইনসভার চাপে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধ্য হইলেন।

রোবস্পিয়ার শান্তিকামী

অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা (২০শে এপ্রিল, ১৭৯২)

ইমিগ্রিদের উপর আদেশ

মৃত্যুদণ্ড দেওয়া

যাজকদের পেন্শন্ ও সুযোগ-সুবিধা বন্ধের ঘোষণা

অপর দিকে ইমিগ্রি অর্থাৎ দেশত্যাগী রাজতান্ত্রিকদিগকে একটি নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে ফ্রান্সে ফিরিয়া আসিতে আদেশ করা হইল। এই আদেশ যাহারা অমান্য করিবে, তাহাদের সম্পত্তি সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হইবে এবং তাহাদিগকে ধরিতে পারিলে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইবে—এই ঘোষণা-সম্বলিত একটি আইন পাস করা হইল। যে সকল যাজক Civil Constitution of the Clergy মানিতে অস্বীকৃত হইবে তাহাদের ভাতা, পেন্শন্ এবং অপরাপর যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা

---

* এই দলের অধিকাংশ সভ্য ফ্রান্সের গিরণ্ডি নামে এক প্রদেশ হইতে নির্বাচিত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা গিরণ্ডিস্ট্ নামে পরিচিত ছিলেন।

† "The thing for us to do is to set our own affairs in order and to acquire liberty for ourselves before offering it to others."—Robespierre. Quoted by Riker, p. 306.

বাতিল করা হইবে এবং তাহারা রাষ্ট্রদ্রোহী বলিয়া পরিগণিত হইবে, ঘোষণা করা হইল।

ষোড়শ লুই এই উভয় আইনই ভিটো (Veto) করিলেন। কারণ, তিনি দেখিলেন যে, রাজতন্ত্রের একমাত্র সহায়ক ছিল 'ইমিগ্রি' এবং Civil Constitution-বিরোধী যাজকগণ।

লুই-এর ভিটো

ষোড়শ লুই আইনসভার উপরি-উক্ত দুইটি আইনই 'ভিটো' করিলে এক দারুণ গণবিক্ষোভ দেখা দিল। জুন মাসে ২০শে তারিখে এক বিরাট জনতা লুই-এর 'টুইলারিস্' (Tuileries) নামক প্রাসাদ আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে 'ভিটো' প্রত্যাহারে বাধ্য করিতে চাহিল। জনতা কর্তৃক রাজপ্রাসাদ আক্রমণ একদিকে যেমন রাজতন্ত্রের অবসানের ইঙ্গিত দিল, অপর দিকে তেমন বিপ্লবের নেতৃত্ব যে ক্রমেই উচ্ছৃঙ্খল জনতার হস্তে চলিয়া যাইতেছে তাহাও পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করিল। এই অবস্থায় দূরদর্শী ল্যাফায়েৎ রাজতন্ত্রের সাহায্যে দাঁড়াইতে চাহিলেন। কিন্তু তাঁহার সাহায্য রাণী মেরী এ্যান্টোয়নেটের ঔদ্ধত্যের ফলে প্রত্যাখ্যাত হইল।

জনতা কর্তৃক টুইলারিস্ প্রাসাদ আক্রান্ত

উচ্ছৃঙ্খল জনতার প্রাধান্য

লুই ফরাসী রাজতন্ত্র রক্ষা করিবার একমাত্র উপায় দেখিতে পাইলেন বিদেশী রাজগণের সামরিক সাহায্যে। ইহা ভিন্ন তিনি ড্যান্টন প্রভৃতি নেতাগণকে ঘুষের দ্বারা বশীভূত করিতে চাহিলেন। দরিদ্র, ক্ষুধার্ত জনসাধারণ যে-কোন উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য প্রস্তুত ছিল। এই অবস্থায় আইনসভা জাতীয় রক্ষী-বাহিনীকে (National Guard) অস্ত্রধারণের আদেশ দিলেন। সমগ্র দেশে এক বিরাট উত্তেজনা দেখা দিল। প্যারিস নগরীর মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রাধান্যাধীনে 'প্যারিস কম্যুন' নামে তথাকার স্বায়ত্তশাসনকার্য পরিচালনার জন্য যে সভা ছিল তাহা ভাঙ্গিয়া দিয়া 'বিপ্লবী কম্যুন' নামে জনতার এক নূতন সভা গঠন করা হইল। এই সভা এখন হইতে প্যারিসের নাগরিক জীবনের উপর এক স্বৈরাচারী প্রাধান্য স্থাপন করিল।

লুই-এর বিদেশী সাহায্য লাভের আশা

জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠন

'বিপ্লবী কম্যুন' গঠিত

চতুর্দিকে যখন পরিস্থিতি এইরূপ উত্তেজনাপূর্ণ এমন সময় অস্ট্রিয়া এবং প্রাশিয়ার রাজগণের নির্দেশমত প্রাশিয়ার সৈন্যাধ্যক্ষ ডিউক অব ব্রান্স্‌উইক এক ঘোষণা (Brunswick Manifesto) জারী করিলেন যে, তিনি ফ্রান্স আক্রমণ করিবেন এবং ঐ সময়ে প্যারিসের জনতা যদি ষোড়শ লুই-এর নিরাপত্তা কোনপ্রকারে ক্ষুণ্ণ করে তাহা হইলে তিনি তাহাদিগকে সমুচিত শাস্তি দিবেন।

ব্রান্স্‌উইক-ঘোষণা

ব্রান্স্‌উইকের ঘোষণা অগ্নিতে ঘৃতাহুতির কাজ করিল। আইনসভার অভ্যন্তরে এবং বাহিরে রাজতন্ত্রের অবসানের দাবী করা হইল। ১০ই আগস্ট ১৭৯২, প্যারিসের জনতা রাজপ্রাসাদ (Tuileries) আক্রমণ করিয়া রাজার সুইট্‌জারল্যাণ্ডবাসী সৈন্যদের লইয়া গঠিত এক দেহরক্ষী দলকে হত্যা করিল। রাজা ও রাণী পূর্বাহ্নে খবর পাওয়ায় আইনসভাগৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন। জনতা আইনসভাগৃহ আক্রমণ করিয়া প্রতিনিধিগণকে রাজতন্ত্র বাতিল করিতে বাধ্য করিল। রাজপরিবার টেম্প্‌ল (Temple) নামক কারাগারে বন্দী হইলেন।

জনতা কর্তৃক রাজপ্রাসাদ আক্রান্ত, রাজপরিবার বন্দী

রাজাকে পদচ্যুত করিবার ফলে ফ্রান্স প্রকৃত প্রস্তাবে একটি প্রজাতান্ত্রিক দেশে পরিণত হইল। এদিকে বিদেশী সৈন্য ফরাসী শহরগুলি একের পর এক দখল করিতে লাগিল। প্যারিসের বিপ্লবী কম্যুন সন্দেহবশে কয়েক হাজার রাজতান্ত্রিক দেশদ্রোহীকে বন্দী করিল। উন্মত্ত জনতা বন্দিশালার অভ্যন্তরে বলপূর্বক প্রবেশ করিয়া কয়েক সহস্র লোকের প্রাণনাশ করিল (সেপ্টেম্বর, ২-৬, ১৭৯২)। ইহা 'সেপ্টেম্বর হত্যাকাণ্ড' (September Massacre) নামে পরিচিত। ইহা ছিল ব্রান্স্‌উইক-ঘোষণার প্রত্যুত্তর।

সেপ্টেম্বর হত্যাকাণ্ড (সেপ্টেম্বর ২-৫, ১৭৯২)

শাসনতন্ত্র হইতে রাজাকে অপসারিত করিবার স্বাভাবিক ফল হিসাবেই ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে গৃহীত নূতন সংবিধান বাতিল হইয়া গেল। 'ন্যাশন্যাল কন্‌ভেন্‌শন্' (National Convention) নামে এক জাতীয় সভার উপর নূতন শাসনপদ্ধতি উদ্ভাবনের ভার দেওয়া স্থির হইল। 'এই ন্যাশন্যাল বা জাতীয় কন্‌ভেন্‌শন্' প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীর ভোটে নির্বাচিত হইবে, এই নীতিও গৃহীত হইল।

ন্যাশন্যাল কন্‌ভেন্‌শন্

ফ্রান্সে উগ্র সংস্কারপন্থী মতবাদের প্রসার (Growth of Radical Opinion in France) : ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে যখন বিপ্লবী ফ্রান্সের নূতন সংবিধান রচনার কাজ চলিতেছিল তখন ফরাসী জাতির কল্পনায়ও ষোড়শ লুইয়ের সিংহাসনচ্যুতি বা ইওরোপের সহিত যুদ্ধ ঘোষণার কথা স্থান পায় নাই। অথচ ফরাসী জাতির অধিকাংশের অমতেই বা ইচ্ছার বিরুদ্ধেই এই উভয় দুর্দৈব ফরাসী জাতির ইতিহাসে ঘটিয়াছিল। ইহার কারণগুলির অন্যতম প্রধান কারণ ছিল নূতন সংবিধানানুযায়ী গঠিত ফরাসী আইনসভার গঠন। নবগঠিত আইনসভার চরম বা উগ্র সংস্কারপন্থীরা তাহাদের সদস্য-সংখ্যার অনুপাতে অত্যধিক প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হইয়াছিল। তদানীন্তন ফ্রান্সের একমাত্র রাজনৈতিক দল জেকোবিন্ ক্লাব প্যারিসে অবস্থিত উহার কেন্দ্রীয় কার্যালয় ও দেশের বিভিন্নাংশে স্থাপিত শাখার মাধ্যমে এবং সংবিধান-সভার অভ্যন্তরে এই ধরণের রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারেই তৎপর ছিল। জেকোবিন্ ক্লাবের সংগঠন ও শাখাসমূহ এবং জেকোবিন্ ক্লাবেব সদস্যবর্গ উচ্ছৃঙ্খলতার মাধ্যমে ফ্রান্সের সর্বত্র এক অনভিপ্রেত এবং ভীতিপ্রদ পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়া আইনসভার সদস্য-নির্বাচন প্রভাবিত করিয়াছিল এবং আইনসভার উপর এক গভীব প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

ষোড়শ লুই-এর সিংহাসন-চ্যুতি বা ইওরোপের সহিত যুদ্ধ ফরাসী জাতির কল্পনা-বহির্ভূত

সদস্য-সংখ্যার তুলনায় উগ্রপন্থীদের অত্যধিক প্রভাব

সংবিধান-সভা কর্তৃক ফরাসী নাগরিকগণকে 'সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয়' নাগরিকে ভাগ করিয়া এবং সকল নাগরিককে নাগরিকের শপথ (Civil Oath) গ্রহণের নির্দেশ দান করিয়া গোঁড়া ক্যাথলিকদের অনেককেই ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছিল। কারণ নাগরিক শপথের সঙ্গে ধর্মীয় শপথ (Ecclesiastical Oath) যোগ করিয়া দিবার ফলে গোঁড়া ক্যাথলিকগণ এই শপথ গ্রহণে স্বীকৃত হয় নাই, ফলে বহুসংখ্যকে নাগরিক ভোটাধিকার লাভ করে নাই। ইহা ভিন্ন জেকোবিন্গণ নানাপ্রকার কারসাজি করিয়া নির্বাচন ব্যাপারে লক্ষ লক্ষ লোককে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত

জেকোবিন্গণ কর্তৃক নির্বাচন প্রভাবিত

রাখিয়াছিল। ইহা ভিন্ন, মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ, অপবাপর কাজে ব্যস্ত লোকগণ নির্বাচনে অংশ গ্রহণে অগ্রসর হয় নাই, ফলে নির্বাচনের ফলাফল কাজকর্মহীন ভবঘুরেদের হাতে চলিয়া যায়। তদুপরি জেকোবিন্‌গণ নানাপ্রকার বে-আইনী পন্থা অনুসবণেও দ্বিধা করে নাই। উচ্ছৃঙ্খলতা, মারপিট, ভীতি-প্রদর্শন প্রভৃতির মাধ্যমে নরমপন্থীদেব উপব চাপ সৃষ্টি করিল। তদানীন্তন ফ্রান্সে একমাত্র রাজনৈতিক দল হিসাবে জেকোবিন্‌রাই ছিল। স্বভাবতই তাহারা ফ্রান্সের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার ও ক্ষমতা বজায় রাখিতে তৎপর হইয়া উঠিল। প্যারিস ও ফ্রান্সের অপরাপর স্থানে অবস্থিত যাবতীয় আইনানুগ রাজনৈতিক দলগুলির উপব জেকোবিন্‌দল এমন হামলা চালাইল যে, সেই সকল দল স্বভাবতই ভাঙ্গিয়া গেল। এমতাবস্থায় নরমপন্থী যাহাবা ছিল তাহাদিগকেও জেকোবিন্‌গণ বলপূর্বক তাহাদের দলে টানিয়া লইল। তথাপি জেকোবিন্‌গণ যে আইন-সভায় অতি অল্পসংখ্যক সদস্য প্রেরণে সমর্থ হইয়াছিল, ইহা হইতেই ফরাসী জাতি জেকোবিন্‌দের উপর আস্থাবান ছিল না একথা প্রমাণিত হয়। কারণ আইনসভার মোট ৭৪৫ জন সদস্যের মধ্যে জেকোবিন্‌দের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৩৬। দক্ষিণপন্থীদের সংখ্যা ছিল ২৬৪ এবং মধ্যপন্থীদের ৪০০। মধ্যপন্থীদের কোন নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতবাদ ছিল না, ফলে ইহাদের মধ্য হইতেই জেকোবিন্‌গণ তাহাদের সদস্য সংগ্রহের সুযোগ পাইয়াছিল। কারণ, মধ্যপন্থীদের কোন নির্দিষ্ট মতবাদ না থাকায় বা তাহারা কোন নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলভুক্ত না হওয়ায় তাহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করা বা চাপ সৃষ্টি করা জেকোবিন্‌দের পক্ষে খুবই সহজ হইয়াছিল[১]।

জেকোবিন্‌গণ কর্তৃক অবৈধ পন্থা অনুসবণ

আইনসভায় জেকোবিন্ তথা বামপন্থী দল কর্তৃক অপবাপব দলেব সদস্যদেব উপব চাপ সৃষ্টি

ফবাসী জাতি জেকোবিন্ সমর্থক নহে

মধ্যপন্থীদেব নির্দিষ্ট বাজনৈতিক মতবাদেব অভাবহেতু জেকো-বিন্‌গণ কর্তৃক তাহাদের উপর সহজেই চাপ সৃষ্টি

১ দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ছিলেন, তাঁহাদের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি স্বভাবতই তাহাদিগকে আইনসভার সদস্যবর্গের মধ্যে

দক্ষিণপন্থীদের ঐক্য ও ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্বের অভাব

শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহাদের ঐক্যের অভাব ও ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্বের অভাব তাহাদিগকে আইনসভার অপেক্ষাকৃত দুর্বল অংশে পরিণত করিয়াছিল। পক্ষান্তরে বামপন্থী অর্থাৎ জেকোবিন্‌গণ যেমন ছিল ঐক্যবদ্ধ তেমনি তাহারা নূতন সংবিধানের বিনাশ সাধনে বদ্ধপরিকর। সুতরাং বিনাশমূলক কার্যে তাহারা ঐক্যবদ্ধভাবে অগ্রসর হইয়াছিল। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বাবধি বামপন্থিগণ সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ ছিল। ঐ বৎসর অবশ্য তাহারা জেকোবিন্‌ ও গিরণ্ডিস্ট্‌ এই দুইভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, জেকোবিন্‌দের নেতৃত্ব আইনসভার অভ্যন্তরে ততটা ছিল না। দঁতো, ম্যারাট, রোবস্‌পিয়ার প্রভৃতি কেহই আইনসভার সদস্য ছিলেন না, কিন্তু জেকোবিন্‌দের নেতৃত্ব তাঁহারাই দিয়াছিলেন। ইহার ফলে আইনসভার অভ্যন্তরে গিরণ্ডিস্ট্‌গণ নেতৃত্ব গ্রহণে সমর্থ হইয়াছিল। আইনসভায় নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন ব্রিসো (Brissot) এবং আইনসভার বাহিরে মাদাম রোল্যাণ্ড ও এ্যাবি সাইস। ব্রিসো ছিলেন কপট, স্বার্থপর রাজনীতিক এবং তিনি নিজের ব্যক্তিগত ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই রাজতন্ত্রের অবসান ঘটাইতে বদ্ধপরিকর ছিলেন, কোন নীতিগত বা আদর্শগত দিক দিয়া তিনি রাজতন্ত্রের অবসান চান নাই। রাজতন্ত্রের অবসান ঘটাইবার উদ্দেশ্যে তিনি ইওরোপের সহিত ফ্রান্সকে যুদ্ধে জড়াইতে সচেষ্ট ছিলেন। আইনসভার বাহিরে মাদাম রোল্যাণ্ডও কোন রাজনৈতিক মতবাদের বশবর্তী না হইয়া কেবলমাত্র রাণী মেরী এ্যাণ্টোয়নেট্‌-এর উপর প্রতিহিংসা গ্রহণের ইচ্ছা হইতেই রাজতন্ত্রের অবসান ঘটাইতে চাহিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ব্রিসো, সাইস, দঁতো ও রোবস্‌পিয়ারের সহিত সমঝোতা স্থাপন করিলেন। বস্তুত, মাদাম রোল্যাণ্ডের অভিশপ্ত প্রভাবে বামপন্থিগণ আইনসভার অভ্যন্তরে প্রগতিমূলক আইন প্রণয়নের চেষ্টা না করিয়া রাজতন্ত্রের অবসান ঘটাইবার জন্য সচেষ্ট হইল। বামপন্থীদের মধ্যে

বামপন্থিগণ কর্তৃক বিনাশমূলক কার্যে ঐক্যবদ্ধতা

১৭৯২ খ্রীঃ অঃ বামপন্থিগণ জেকোবিন্‌ ও গিরণ্ডিস্ট্‌ দলে বিভক্ত

ব্রিসো ও মাদাম রোল্যাণ্ড কর্তৃক গিরণ্ডিস্টদের নেতৃত্ব গ্রহণ

ব্যক্তিগত স্বার্থে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটাইবার ইচ্ছা

মাদাম রোল্যাণ্ডের অভিশপ্ত প্রভাব

গিরণ্ডিস্ট্ দল ছিল চরমপন্থী এবং আইনসভায় এই দলের নেতৃত্ব ছিল অপর

গিরণ্ডিস্ট দলের প্রাধান্য

যে-কোন দলের নেতৃত্ব অপেক্ষা অধিকতর সুদক্ষ। ফলে আইনসভায় গিরণ্ডিস্ট্‌গণ সহজেই প্রাধান্য স্থাপনে সমর্থ হইল। বিপ্লবের প্রভাবে যে সকল বাগ্মীর উত্থান ঘটিয়াছিল তাঁহাদের

গিরণ্ডিস্ট্ দলের সুদক্ষ নেতৃবৃন্দ

মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন ভারজিনো (Verginaud), বাগ্মী গদেৎ (Gaudet), জেনসন্ (Gensonne), কন্-ডর্‌সেট্ (Condorcet), ফসে (Fauchet) প্রভৃতি ছিলেন এই দলের নেতৃবৃন্দ।

ষোড়শ লুই কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহার এই ধরণের অবিশ্বাস স্বভাবতই চরম বামপন্থীদের (radicals) সুযোগ বৃদ্ধি করিয়াছিল।

ষোড়শ লুই-এর অদূরদর্শিতা

দক্ষিণপন্থী দল যাহারা 'ফিউলাণ্টস্' (Feuellants) নামেও পরিচিত ছিল তাহাদের সহিতও ষোড়শ লুই কোন সমঝোতায় উপস্থিত হইতে পারিলেন না। বস্তুত, জেকোবিন্‌দের অপেক্ষা দক্ষিণপন্থীদের উপর ষোড়শ লুই-এর সন্দেহ ও অবিশ্বাস ছিল অধিকতর। এই ভাবেই ষোড়শ লুই রাজতন্ত্রের সমর্থনে একমাত্র দল যাহার সাহায্য গ্রহণ করিতে পারিতেন, সেই দলেরও বিরাগ-

দক্ষিণপন্থীদের সমর্থন পরিত্যক্ত

ভাজন হইলেন। ষোড়শ লুই-এর যুক্তি ছিল এই যে, বামপন্থীদের রাজতন্ত্রের বিরোধিতা ছিল সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য এবং সেহেতু তাহাদিগকে ভয় করিবার কিছু ছিল না ; তাহারা ছিল ঘৃণার পাত্র। পক্ষান্তরে দক্ষিণপন্থীদের প্রকৃত স্বরূপ জানা ছিল না, সেহেতু তাহারা ছিল ভীতিপ্রদ।

এরূপ অবস্থায় ষোড়শ লুই-এর উপদেষ্টাগণ তাঁহাকে রাজতন্ত্রের নিরাপত্তার জন্য এবং রাজতন্ত্রকে পুনরায় সুদৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে প্যারিস হইতে অন্যত্র অপসারণের পরামর্শ দান করিলেন। কিন্তু

ষোড়শ লুই-এর উপদেষ্টাগণ কর্তৃক অন্যত্র পলায়নের পরামর্শদান

ভেয়ারনেস (Vareness) নামক স্থানে পলায়ন করিতে গিয়া ধরা পড়িবার পর ষোড়শ লুই আর প্যারিস ত্যাগে স্বীকৃত হইলেন না। তিনি বিদেশীর সহায়তায় রাজতন্ত্রকে পূর্ব ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিলেন। সেই উদ্দেশ্যে রাণী মেরী এ্যান্টোয়নেট্ অষ্ট্রিয়ার সম্রাটকে ইওরোপীয়

রাষ্ট্রবর্গের এক সম্মেলন আহ্বান করিতে এবং সেই সম্মিলিত রাষ্ট্রবর্গের সামরিক শক্তির ভীতি প্রদর্শন করিয়া ফ্রান্সের রাজতন্ত্রকে পুনঃ স্বকীয় মর্যাদায় স্থাপন করিতে অনুরোধ জানাইলেন। ইওরোপীয় শক্তিবর্গ ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধের মাধ্যমে রাজতন্ত্রকে পুনরায় শক্তিসম্পন্ন করুক ইহা মেরী এ্যান্টোয়নেট্-এর অভিপ্রায় ছিল না। ভীতি প্রদর্শনেই তাহা সম্পন্ন হউক ইহাই তিনি চাহিয়াছিলেন। কিন্তু এই উদ্দেশ্যে বিদেশী রাষ্ট্রবর্গের সহিত যোগাযোগ স্থাপন স্বভাবতই ফরাসী জাতির মনে সন্দেহের সৃষ্টি করিল। যদিও লুই বা মেরী এ্যান্টোয়নেট্ কেবলমাত্র বিদেশী সামরিক সাহায্যের ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে রাজতন্ত্রকে পুনরায় পূর্ব মর্যাদায় স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন তথাপি রাজতন্ত্রের উদ্দেশ্য সকলের মনেই ঘৃণা ও বিরোধিতার সৃষ্টি করিল। ফরাসী জাতি নিজ স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে অথবা বিদেশী সৈন্য কর্তৃক ফ্রান্স আক্রমণ স্বভাবতই সমর্থন করিল না। ফলে রাজতন্ত্র রক্ষার শেষ চেষ্টাও বিফল হইল। এই সুযোগে বামপন্থিগণ আইনসভাকে ইওরোপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণায় বাধ্য করিল এবং যুদ্ধ শুরু হইলে প্রথম দিকে ফ্রান্স যখন পরাজিত হইতে লাগিল তখন রাজা ও রাণী ফ্রান্সের সামরিক গোপন সংবাদ শত্রুদের নিকট প্রেরণ করিতেছেন এবং সেজন্য ফ্রান্স পরাজিত হইবে একথা প্রচার করিল। শেষ পর্যন্ত রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া এবং বিচারে তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ড দান করিয়া রাজতন্ত্রের অবসান ঘটান হইল।

রাণী কর্তৃক বিদেশী সাহায্য প্রার্থনা

বিদেশীদের সাহায্যে ভীতি প্রদর্শন মূল উদ্দেশ্য

বিদেশী সাহায্যের চেষ্টায় ফরাসী-জাতি ক্ষুব্ধ

বামপন্থীদল কর্তৃক সুযোগ গ্রহণ—ইওরোপের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা

রাজতন্ত্রের পতন

ন্যাশন্যাল কনভেন্‌শন্ ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৭৯২—১৭৯৫ (National Convention): বিপ্লব আরম্ভ হইবার পর হইতে গণনা করিলে ন্যাশন্যাল কন্‌ভেন্‌শন্ ছিল তৃতীয় বিপ্লবী-প্রতিনিধি-সভা। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে* সেপ্টেম্বর, যখন এই জাতীয় সভার অধিবেশন বসিল তখন ফ্রান্স প্রাশিয়ার সৈন্য-বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত, দেশের অভ্যন্তরে ব্যাপক

ন্যাশন্যাল কনভেন্‌শন্ তৃতীয় বিপ্লবী-প্রতিনিধি-সভা

* মর্স স্টিফেনস-এর মতে ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৭৯২।

উচ্ছৃঙ্খলতা এবং প্রজাতান্ত্রিক মতবাদের প্রাধান্য বিরাজ করিতেছে। ফলে, এই সভায় পূর্বগামী সংবিধান-সভা এবং আইনসভার উল্লেখযোগ্য সদস্য মাত্রেই নির্বাচিত হইলেন।*

প্রধান রাজনৈতিক দল : গিরণ্ডিস্ট্ ও জেকোবিন্ বা মাউন্টেন

এই সভায় প্রধানত দুইটি দল ছিল, যথা—গিরণ্ডিস্ট্ দল ও জেকোবিন্ দল। আইনসভায় যে গিরণ্ডিস্ট্ দল বামপন্থী ছিল, উহা এখন দক্ষিণপন্থী হইল। এই দলের সভ্যগণ সভাগৃহের দক্ষিণে বসিলেন, বামে বসিল জেকোবিন্ দল। ইহারা এখন মাউন্টেন (Mountain) নামেও পরিচিত হইল, কারণ তাহাদের আসনগুলি একটু উঁচু ছিল। আইনসভার মধ্যবর্তী দলের ন্যায় একটি তৃতীয় নিরপেক্ষ দলও এখানে ছিল। তাহারা ছিল 'প্লেইন' (Plain) নামে পরিচিত।

নিরপেক্ষ বা প্লেইন দল

গিরণ্ডিস্ট্ দলের উদ্দেশ্য বিপ্লবকে উচ্ছৃঙ্খলতা হইতে মুক্ত করা ; জেকোবিন্ দলের উদ্দেশ্য উচ্ছৃঙ্খল জনতার সাহায্য গ্রহণ করা

গিরণ্ডিস্ট্ দল চাহিয়াছিল ফ্রান্সের বিভিন্ন প্রদেশের স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতা বাড়াইয়া দিয়া প্যারিস নগরীর উচ্ছৃঙ্খলতা ও প্রাধান্য খর্ব করিতে। জেকোবিন্ দল ঠিক বিপরীত কর্মপন্থা অনুসরণের পক্ষপাতী ছিল। এই দলের উদ্দেশ্য ছিল প্যারিসের উচ্ছৃঙ্খল জনতার সাহায্য গ্রহণ করা। গিরণ্ডিস্ট্‌গণ ছিল মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত, জেকোবিন্ দল ছিল জনতার প্রতিনিধি।

কন্‌ভেন্‌শনের কার্যাদি (Activities of the Convention) : বিপ্লবী নেতা ক্যামিল ডেস্‌মোলিন্‌স্ (Camille Desmoulins)-এর কথায় কন্‌ভেন্‌শনের উদ্দেশ্য ছিল ফ্রান্সের 'জনগণ তৈয়ারী করা' (to make the people)। (১) সর্বপ্রথমেই কন্‌ভেন্‌শন্ সর্বসম্মতিক্রমে ফরাসী রাজতন্ত্রের অবসান ঘটাইয়া ফ্রান্সকে এক প্রজা-

ফ্রান্স প্রজাতান্ত্রিক দেশ বলিয়া ঘোষিত (২১শে সেপ্টেম্বর, ১৭৯২)

* "of the 782 members of the New Convention, 75 had sat in the Constituent and 183 in the Legislative." *Camb. Modern History.* Vol. VIII, p 284.

তান্ত্রিক দেশ বলিয়া ঘোষণা করিল (২১শে সেপ্টেম্বর, ১৭৯২)। রাজার অপসারণের পর ফ্রান্সের প্রজাতান্ত্রিক মতের যে প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইয়াছিল তাহাতে প্রজাতন্ত্র ভিন্ন অপর কোন শাসনপদ্ধতি গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। (২) প্রচলিত রোমান বর্ষপঞ্জীর পরিবর্তে বিপ্লবী বর্ষপঞ্জী করা হইল। (৩) মাসের নামগুলির পরিবর্তন করা হইল। (৪) ওজন ও পরিমাপ-পদ্ধতির পরিবর্তন করা হইল এবং এখন হইতে 'মেট্রিক'পদ্ধতি (metric system) গৃহীত হইল। (৫) রুশো'র মতবাদের উপর ভিত্তি করিয়া জাতীয় শিক্ষা-পরিকল্পনা কন্‌ডর্‌সেট (Condorcet) নামক এক-জন প্রতিভাশালী সদস্য কর্তৃক রচিত হইল। প্রাথমিক স্কুল ও এগুলির উপর সেন্ট্রাল স্কুল এবং শিক্ষক-শিক্ষণ নর্ম্যাল স্কুল (Normal School) স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইল। (৬) 'সকল ব্যক্তিই আইনের চক্ষে সমান' এই নীতিকে কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে আইনবিধির পরিবর্তনের চেষ্টা শুরু হইল। কন্‌ভেন্‌শন্ এই কার্যে হস্তক্ষেপ করিলেও শেষ পর্যন্ত আইনবিধির পরিবর্তন করা সম্ভব হয় নাই। উত্তরকালে নেপোলিয়ন বোনাপার্টি এই কার্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। (৭) রাজার বিচার লইয়া ন্যাশন্যাল কন্‌ভেন্‌শনের সদস্যদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। গিরন্ডিস্ট্ দল রাজার প্রাণনাশের পক্ষপাতী ছিল না, কিন্তু জেকোবিন্ দলের ভয় ছিল যে, পরবর্তী কালে রাজা যদি পুনরায় সিংহাসন ফিরিয়া পান তাহা হইলে তাহাদের চরম শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। শেষ পর্যন্ত জেকোবিন্ দলের মতই গৃহীত হইল।* মাত্র এক ভোটাধিক্যে

বর্ষপঞ্জীর পরিবর্তন, ওজন ও পরিমাপ পরিবর্তন : 'মেট্রিক' পদ্ধতি গৃহীত

জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা : প্রাথমিক স্কুল, সেন্ট্রাল স্কুল ও নর্ম্যাল স্কুল

আইনবিধির পরিবর্তনের চেষ্টা

গিরন্ডিস্ট্ দল রাজার প্রাণনাশের বিপক্ষে

জেকোবিন্ দল রাজার প্রাণনাশের পক্ষে

এক ভোটাধিক্যে রাজার প্রাণদণ্ড দান

*"The death of the tyrant is necessary to reassure those who fear that one day they will be punished for their daring, and also to terrify those who have not yet renounced the monarchy. A people cannot find liberty when it respects the memory of its chains."—St. Just, an enthusiastic follower of Robespierre. "When a nation has been forced into insurrection, it returns to a state of nature with regard to the tyrant There is no longer any law but safety of the people."—Robespierre. Vide, Holland Rose, pp 71-72.

ষোড়শ লুই-এর প্রাণদণ্ড দেওয়া হইল। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারী হতভাগ্য ষোড়শ লুই প্রাণ হারাইলেন।

গিরণ্ডিস্ট্ দলের প্রাধান্য নাশ: জেকোবিন্ প্রাধান্য স্থাপন

জেকোবিন দল 'বিপ্লবী প্যারিস কম্যুন' নামক উচ্ছৃঙ্খল জনতা-সভার সমর্থন পাইয়া আসিতেছিল। জেকোবিন্ দলেরই ইঙ্গিতে ইতিমধ্যে (মে ২১, ১৭৯২) গিরণ্ডিস্ট্-পরিচালিত প্রজাতান্ত্রিক শাসনের অবসানকল্পে এক উচ্ছৃঙ্খল জনতা কন্‌ভেন্‌শন্-সভা আক্রমণ করিল। কন্‌ভেন্‌শন্-সভা জনতার ইচ্ছামত গিরণ্ডিস্ট্ নেতৃবর্গের একত্রিশ জনকে সদস্যপদচ্যুত করিল। এই-ভাবে জেকোবিন্ দল প্রজাতন্ত্রের পরিচালনার ভার নিজহস্তে গ্রহণ করিল।

ষোড়শ লুই-এর প্রাণদণ্ডের ফলে ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড ও স্পেনের সহিত যুদ্ধ

ষোড়শ লুই-এর প্রাণদণ্ডের ফলে ফ্রান্সের সহিত ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড এবং স্পেনের যুদ্ধ বাধিল। ইহা ভিন্ন এই মর্মান্তিক ঘটনার উত্তেজনা সর্বত্র ফরাসী বাহিনীর পরাজয়ে পরিলক্ষিত হইল।

ফরাসী বিপ্লব ও ইওরোপ: সন্ত্রাসের শাসনকাল (France & Europe : Reign of Terror) : কন্‌ভেন্‌শনের শাসনকাল শুরু হওয়ার পূর্ব হইতেই ফ্রান্স ইওরোপীয় শক্তিগুলির কয়েকটির সহিত যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। ফরাসী বিপ্লবের প্রতি ইওরোপীয় অপরাপর দেশগুলির কি মনোভাব ছিল তাহার আলোচনার মধ্য দিয়াই কন্‌ভেন্‌শনের সহিত ইওরোপের দেশগুলির যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনায় পৌঁছান যুক্তিযুক্ত হইবে।

কন্‌ভেন্‌শনের পূর্ব হইতেই ফ্রান্সের সহিত ইওরোপীয় শক্তির যুদ্ধ

বিপ্লবের প্রতি ইওরোপীয় দেশগুলির মনোভাব (Attitude of the European countries towards the Revolution) : আপাতদৃষ্টিতে বিপ্লবী ফ্রান্সের সহিত ইওরোপের অপরাপর দেশগুলির যুদ্ধ সৃষ্টি হওয়ার কোন কারণ ছিল না বলিয়াই মনে হইবে। ইওরোপের অপরাপর শক্তিগুলি ফরাসী বিপ্লবকে প্রথমে একটি স্থানীয় বিদ্রোহ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিল। ইহা ভিন্ন বিপ্লবী ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ সমস্যাও নেহাৎ কম ছিল না। সুতরাং বিপ্লব যখন আরম্ভ হইল তখন ফ্রান্স এবং অপরাপর দেশগুলির মধ্যে যুদ্ধ ঘটিবার কোন কারণ ছিল না।

আপাতদৃষ্টিতে ফ্রান্সের সহিত অপরাপর দেশের যুদ্ধ ঘটিবার কারণের অভাব

ইহা ভিন্ন, ইওরোপীয় দেশগুলি ফ্রান্সে বিপ্লব শুরু হওয়াতে খুশি-ই হইয়াছিল, কারণ আভ্যন্তরীণ বিপ্লবে দুর্বলীকৃত ফ্রান্স তখন আর ইওরোপের শ্রেষ্ঠ শক্তি হিসাবে নিজের পরিচয় দিবার ক্ষমতা হারাইয়াছিল। এই সুযোগে ইওরোপের অন্যান্য দেশগুলি নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধি করিতে প্রবৃত্ত হইল।

বিপ্লবে বিব্রত ফ্রান্সের দুর্বলতার সুযোগে অপরাপর দেশগুলির স্বার্থ সিদ্ধি

ষোড়শ লুই-এর পলায়নের চেষ্টা এবং ভেয়ারনেস্ (Varennes) নামক স্থানে ধৃত হওয়ার খবর ইওরোপের রাজগণের বিশেষত অস্ট্রিয়ার নিকট পৌঁছিলে বিপ্লব সম্পর্কে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের মনোভাবের পরিবর্তন দেখা দিল। প্যাডুয়ার ঘোষণা (Declaration of Padua) এবং অস্ট্রিয়া এবং প্রাশিয়ার সম্মিলিত পিল্‌নিজ ঘোষণা (Declaration of Pillnitz) ইহার পরিচায়ক।* ক্রমে ইওরোপীয় দেশগুলি বিপ্লবে বিব্রত ফ্রান্সের দুর্বলতার সুযোগে স্বার্থসিদ্ধি করিয়া লওয়া এবং ফরাসী বিপ্লবকে ফ্রান্সের সীমারেখার মধ্যেই ধ্বংস করিয়া নিজ নিজ দেশকে বিপ্লবের প্রভাব হইতে রক্ষা করা—এই দুই উদ্দেশ্যে যুদ্ধে যোগদান করিল।

ষোড়শ লুই-এর পলায়নের বৃথা চেষ্টা: ইওরোপীয় শক্তিবর্গের মনোভাবের পরিবর্তন, প্যাডুয়া ও পিল্‌নিজের ঘোষণা

বিপ্লবের প্রথমদিকে ফ্রান্স ইওরোপের সহিত যুদ্ধে জড়িত হইতে চাহে নাই। নেদারল্যাণ্ড যখন অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে বিপ্লবী ফ্রান্সের সাহায্য চাহিয়াছিল এবং স্পেন যখন ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ফ্রান্সের সাহায্য চাহিয়াছিল (১৭৯০), তখন ফরাসী সংবিধান-সভা উভয় অনুরোধই প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। এমন কি ফরাসীরাজ ষোড়শ লুই যাহাতে কোন যুদ্ধ সৃষ্টি না করিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে জাতীয় সভার অনুমতি ভিন্ন ফরাসীরাজের যুদ্ধ ঘোষণা করিবার ক্ষমতা পর্যন্ত কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন সংবিধান-সভা দেশজয়ের উদ্দেশ্যে বা অপরের স্বাধীনতা যাহাতে বিনষ্ট হইতে পারে সেইরূপ যুদ্ধে ফ্রান্স যোগদান করিবে না এইরূপ একটি নীতিও গ্রহণ করিয়াছিল।

বিপ্লবী ফ্রান্সের প্রথমে যুদ্ধের অস্বীকৃতি: নেদারল্যাণ্ড ও স্পেনকে সাহায্যদানে অস্বীকৃতি (১৭৯০)

দেশজয় বা অপরের স্বাধীনতা-হরণের নীতি পরিত্যক্ত

কিন্তু উপরি-উক্ত নীতি ফ্রান্স সর্বক্ষেত্রে রক্ষা করিয়া চলিতে পারিল না।

* ২৩১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে এভিগনন্ নামক স্থানটি পোপের অধীনতা ত্যাগ করিয়া ফ্রান্সের সহিত যুক্ত হইতে চাহিলে ফ্রান্স উহা নিজ রাজ্যভুক্ত করিয়া লইয়াছিল। অবশ্য এই ক্ষেত্রে এভিগনন্‌বাসীদের ইচ্ছা ছিল ফ্রান্সের সহিত যুক্ত হওয়া। কিন্তু নূতন সংবিধান অনুসারে যখন আইনসভা (The Legislative Assembly) গঠন করা হইল (অক্টোবর, ১৭৯১) তখন হইতে বিপ্লবী নেতাগণ ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব ফ্রান্সের বাহিরেও বিস্তার করিতে সচেষ্ট হইলেন।

এভিগনন্ ফরাসী রাজ্যভুক্ত

বিপ্লবের প্রভাব-বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা

অপর দিকে অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার ষোড়শ লুই ও তাঁহার রাণী এন্টোয়নেট-এর পক্ষ অবলম্বন, দেশত্যাগী ফরাসী 'এমিগ্রি'দের (emigres) ফরাসী সীমান্তে সামরিক সজ্জা এবং সর্বোপরি গিরন্ডিস্ট্ দল এমন কি, দক্ষিণপন্থীদের যুদ্ধস্পৃহা ইওরোপের সহিত ফ্রান্সের সংঘর্ষের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিল।

অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার ফরাসী রাজপরিবারের পক্ষ অবলম্বন
'এমিগ্রি'দের যুদ্ধসজ্জা

ইওরোপীয় শক্তিবর্গের সহিত ফ্রান্সের যুদ্ধ সৃষ্টি হওয়ার প্রকৃত কারণ হইল (১) ফরাসী বিপ্লবের আবর্ত-বৃদ্ধি এবং (২) ইওরোপীয় রাজগণের বিপ্লব-ভীতি। ফ্রান্সের অভ্যন্তরে বিপ্লব যখন স্বৈরাচারী রাজশক্তিকে প্রতিহত করিতে সক্ষম হইল তখন স্বভাবতই বিপ্লবের গতি বহির্মুখী হইয়া উঠিল; ফরাসী রাজ্যের সীমার মধ্যে বিপ্লবের প্রভাবকে আর আবদ্ধ রাখা সম্ভব হইল না। অপর দিকে ফ্রান্সের সামন্ত-প্রথা-জনিত অভিজাতবর্গের সুযোগ-সুবিধার বিলুপ্তি, কৃষক ও ঊর্ধ্বতন সম্প্রদায়ের মধ্যে সমতা ইত্যাদির প্রভাব ইওরোপে স্বভাবতই বিস্তার লাভ করিবে—ইহা উপলব্ধি করিয়া ইওরোপের রাজগণ প্রমাদ গণিলেন। উপরি-উক্ত দুইটি কারণ ভিন্ন আরও দুইটি কারণ ছিল। (৩) ফ্রান্স এভিগনন্ নামক স্থান দখল করিলে ইওরোপের রাজগণের মনে বিপ্লবী ফ্রান্সের পর-রাজ্য গ্রাসনীতি সম্পর্কে ভীতির সঞ্চার হইল। (৪) ইওরোপীয় শক্তিবর্গ ফ্রান্সের দুর্বলতার সুযোগে ফ্রান্সের রাজ্যাংশ দখল এবং ফ্রান্সের রাজনৈতিক প্রাধান্য চিরতরে লুপ্ত করিবার উদ্দেশ্য লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। অপর

ফ্রান্স ও ইওরোপের মধ্যে যুদ্ধের প্রকৃত কারণ: (১) বিপ্লবের বিস্তৃতি, (২) রাজগণের বিপ্লব-ভীতি

(৩) ফ্রান্স কর্তৃক এভিগনন্ দখল, (৪) ইওরোপীয় রাজগণের স্বার্থান্বেষণ ও বিপ্লব-বিরোধী মনোভাব

দিকে ফ্রান্স ইওরোপীয় রাজগণের আক্রমণ হইতে বিপ্লবকে রক্ষা করিবার এবং বিপ্লবের প্রভাবে সমগ্র ইওরোপকে প্রভাবিত করিবার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ চাহিয়াছিল।

বিপ্লবী ফ্রান্সকে অস্ট্রিয়া ও প্রাশিযাব ভীতি-প্রদর্শন : যুদ্ধ ঘোষণা

অস্ট্রিয়া এবং প্রাশিয়া যুগ্মভাবে যখন বিপ্লবী ফ্রান্সকে ভীতি প্রদর্শন করিতে শুরু করিল তখন আইনসভার চাপে ষোড়শ লুই অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধ্য হইলেন (২০শে এপ্রিল, ১৭৯২)।

প্রথম দিকে ফ্রান্স কেবলমাত্র বিপ্লবকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু বিপ্লব মাত্রেই সংগ্রামশীল। সুতরাং আত্মরক্ষামূলক

আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ

যুদ্ধ আক্রমণাত্মক যুদ্ধে পরিণত হইতে অধিক কাল লাগিল না। বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত করিতে সমর্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ফ্রান্স "স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী" এই বাণী ইওরোপের

আত্মবক্ষামূলক যুদ্ধ আক্রমণাত্মক যুদ্ধে পবিণত

সর্বত্র এবং সর্বজনের নিকট পৌঁছাইবার জন্য অগ্রসর হইল। এই আক্রমণাত্মক নীতির সহিত জাতীয়তাবোধের সংমিশ্রণের ফলে বিপ্লবী যুদ্ধ এক সর্বগ্রাসী যুদ্ধে পরিণত হইল। আত্মরক্ষা এবং আক্রমণ, বিপ্লবের প্রভাব-বিস্তার ও রাজ্য-বিস্তার প্রভৃতি সূক্ষ্ম ব্যবধান দূরীভূত হইয়া বিপ্লব ক্রমেই দিগ্বিজয়ের পথে ধাবিত হইল।

অস্ট্রিয়া এবং প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে ফ্রান্সের যুদ্ধ শুরু হইলে, প্রথম দিকে ফ্রান্সের পরাজয় ঘটিলেও নিছক সৌভাগ্যবশতই ফ্রান্স নিজেকে রক্ষা করিতে

যুদ্ধেব প্রথম দিকে ফবাসী পবাজয পোল্যাণ্ড-ব্যবচ্ছেদ লইযা অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়াব ব্যস্ততাব ফলে ফ্রান্সেব জযলাভ

সক্ষম হইল। কারণ, ঠিক ঐ সময়ে পোল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ব্যবচ্ছেদ শুরু হইল। প্রাশিয়া এবং অস্ট্রিয়া ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইলে রাশিয়ার রাণী ২য় ক্যাথারিণ সুযোগ বুঝিয়া পোলাণ্ড আত্মসাৎ করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু ইহাতে নির্লিপ্ত থাকা প্রাশিয়ার পক্ষে সম্ভব ছিল না। সুতরাং প্রাশিয়া পোল্যাণ্ড-ব্যবচ্ছেদে অংশ গ্রহণে ব্যস্ত থাকায় ফ্রান্সের বিরুদ্ধে একাগ্রতা সহকারে যুদ্ধ করিতে সক্ষম হয় নাই। অস্ট্রিয়ার

'ভামি'ব (Valmy) যুদ্ধে জযলাভ

পক্ষেও পোল্যাণ্ড-ব্যবচ্ছেদের গুরুত্ব নেহাৎ কম ছিল না। এই কারণে ফ্রান্স 'ভামি'র (Valmy) যুদ্ধে প্রাশিয়ার সৈন্যকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিতে সক্ষম হইল (সেপ্টেম্বর ২০, ১৭৯১)।

কন্‌ভেন্‌শন্‌ ও বৈদেশিক যুদ্ধ (The Convention & the Foreign War) : কন্‌ভেন্‌শন্‌ বা প্রজাতান্ত্রিক ফরাসী সরকারের অধীন ফ্রান্স নেদারল্যাণ্ড আক্রমণ করিয়া বেলজিয়ামকে অস্ট্রিয়ার অধীনতা হইতে মুক্ত করে এবং সার্ডিনিয়ার রাজার অধীন স্যাভয় ও নিস্‌ নামক স্থান দুইটি দখল করিয়া লয়। রাইন নদীর তীর পর্যন্ত ফ্রান্সের আধিপত্য বিস্তৃত হয়। ফলে, বুর্‌বোঁ আমলের 'প্রাকৃতিক সীমা-রেখা'-নীতি বিপ্লবী ফ্রান্সের অধীনে সাফল্য লাভ করে। বেলজিয়াম অস্ট্রিয়ার অধীনতামুক্ত হইলেও ফ্রান্সের দখলে রহিল ; শেল্ট্‌ নদী (The Scheldt) সকল দেশের বাণিজ্যপোত চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হইল। হল্যাণ্ডের বাণিজ্য-স্বার্থ ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইল। ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ড ইহার প্রতিবাদ জানাইলে ফ্রান্স এই দুই দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল।

বেলজিয়ামের স্বাধীনতা : স্যাভয়, নিস্‌ দখল

রাইন নদীতীরে ফ্রান্সের প্রাধান্য

বিপ্লবী ফ্রান্সের সেনাবাহিনী অর্থাভাবে বিজিত দেশ হইতে রসদ সংগ্রহ করিতে বাধ্য হইল। বেলজিয়ামবাসীদের উপর অত্যধিক করভার স্থাপন এবং তথাকার চার্চের ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার ফলে স্বভাবতই সেখানে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ঘৃণার সৃষ্টি হইল। ফরাসী সেনানায়ক ডোমোরিজ (Domouriez) এই নীতির পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বিপ্লবী-নেতা ড্যান্টনের সহিত গোপনে পত্রালাপ করিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে, অস্ট্রিয়ার সেনাবাহিনীকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করিয়াই তিনি সসৈন্যে দেশে ফিরিবেন এবং ষোড়শ লুই-এর পুত্র সপ্তদশ লুই'কে ফরাসী সিংহাসনে বসাইয়া প্রজাতান্ত্রিক অব্যবস্থার অবসান ঘটাইবেন। কিন্তু নীয়ারউইন্‌ডেন (Neerwinden)-এর যুদ্ধে ডোমোরিজ পরাজিত হইলে (মার্চ ২৮, ১৭৯৩) তাঁহার এই পরিকল্পনা কার্যকরী হইল না। তাঁহার অধীন সৈন্যগণও প্যারিস নগরীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে রাজী ছিল না। ডোমোরিজ নিজ সেনাবাহিনী ত্যাগ করিয়া শত্রুপক্ষে যোগদান করিলেন। ইতিমধ্যে জানুয়ারী মাসে (১৭৯৩) ষোড়শ লুই-এর প্রাণদণ্ডের

বেলজিয়ামের উপর করভার : চার্চের ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত

ফরাসী সেনানায়ক ডোমোরিজ ও বিপ্লবী-নেতা ড্যান্টনের রাজতন্ত্র পুনরুজ্জীবনের ষড়যন্ত্র

নীয়ারউইন্‌ডেন-এর যুদ্ধে ডোমোরিজ-এর পরাজয়

ষোড়শ লুই-এর প্রাণদণ্ড

ফলে এবং বিপ্লবী নেতাদের অপরাপর দেশের জনসাধারণকে রাজশক্তির বিরুদ্ধে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি-দানের ফলে ফেব্রুয়ারী মাসে (১৭৯৩) ইংলণ্ড, অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, সার্ডিনিয়া, ন্যাপ্‌ল্‌স্‌, স্পেন, পর্তুগাল প্রভৃতি দেশ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে এক বিরাট শক্তিসঙ্ঘ গঠন করিল। বিপ্লবী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইহাই ছিল প্রথম শক্তিসঙ্ঘ (First Coalition)। ইওরোপীয় দেশগুলি সৈন্য সরবরাহ করিল, ইংলণ্ড অর্থ সাহায্য করিতে লাগিল। ইহা ভিন্ন ইংলণ্ড নিজ নৌবলের সাহায্যে ফরাসী উপনিবেশ দখল এবং সামুদ্রিক বাণিজ্য হস্তগত করিবার কার্যে প্রবৃত্ত হইল।

প্রথম ইওরোপীয় শক্তিসঙ্ঘ গঠন: ইংলণ্ড, অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, সার্ডিনিয়া, স্পেন, ন্যাপ লস, পোর্তুগাল প্রভৃতির যোগদান

ইংলণ্ড স্বার্থ-সিদ্ধিতে প্রবৃত্ত

বহির্দেশ হইতে এইভাবে এক বিরাট শক্তিসঙ্ঘ ফ্রান্সের রাজ্যসীমা আক্রমণ করিল। ঐ সময়ে ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ অবস্থাও এক অতিশয় ভয়াবহ আকার ধারণ করিল। লা-ভেণ্ডি (La Vende) নামক স্থানের কৃষকগণ ফরাসী প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। তথাকার কৃষকগণ ছিল ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী। তাহারা বিপ্লবী সরকারের চার্চ-বিরোধী নীতি এবং বাধ্যতামূলক সামরিক কার্যগ্রহণ নীতির বিরোধী ছিল। ইহা ভিন্ন তাহারা রাজতন্ত্রের অবসানের পক্ষপাতী ছিল না। লা-ভেণ্ডির বিদ্রোহ আগুনের ন্যায়-ই দ্রুতগতিতে ছড়াইয়া পড়িল। ক্রমে লায়ন্‌স্‌ (Lyons) নামক স্থানেও বিদ্রোহ দেখা দিল। বিদ্রোহীরা স্থানীয় শাসনব্যবস্থা বলপূর্বক ভাঙ্গিয়া দিল। ক্রমে বিদ্রোহ অন্যান্য শহরেও ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

ফ্রান্সের রাজ্যসীমা আক্রান্ত, লা-ভেণ্ডির বিদ্রোহ

লায়নস ও অন্যান্য শহরে বিদ্রোহ

সন্ত্রাসের শাসনপদ্ধতি (**Organisation of the Reign of Terror**): এমতাবস্থায় কন্‌ভেন্‌শন্‌ জন-নিরাপত্তা সমিতি (Committee of Public Safety) ও বিপ্লবী ট্রাইবুন্যাল (Revolutionary Tribunal) নামে দুই সমিতি গঠন করিল। নিরাপত্তা সমিতির মোট সদস্যসংখ্যা প্রথমে ছিল ৯ জন, পরে ইহা বাড়াইয়া ১২ জন করা হইল। তখনও মন্ত্রিগণই শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। কিন্তু নিরাপত্তা

সন্ত্রাসের শাসনপদ্ধতি: গঠনতন্ত্র:
(১) জন-নিরাপত্তা সমিতি
(২) বিপ্লবী ট্রাইবুন্যাল

সমিতির মন্ত্রিগণ বা কন্‌ভেন্‌শন্‌ অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী হইল।

জন-নিরাপত্তা সমিতির অধীনে বিপ্লবী সমিতি

এই সমিতি জাতির নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় যে-কোন পন্থা গ্রহণের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইল। এই সমিতির সরাসরি অধীনে দেশের সর্বত্র "বিপ্লবী সমিতি" (Revolutionary Committee) গঠন করা হইল।

বিপ্লবী ট্রাইবুন্যালের অধীনে অনুরূপ বিচারালয় স্থাপিত

বিপ্লবী ট্রাইবুন্যাল দেশদ্রোহী এবং বিপ্লব-বিরোধী ব্যক্তিদের বিচারের ভার প্রাপ্ত হইল। ক্রমেই এই বিচারালয়ের কাজ বৃদ্ধি পাওয়ায় ইহার অধীনে আরও বহুসংখ্যক বিচারালয় স্থাপিত হইল।

মূলনীতি ক্রমশ বর্জিত : ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহণ

এইভাবে 'সন্ত্রাসের শাসনব্যবস্থা' (Reign of Terror) স্থাপিত হইল। প্রথমে এই শাসনব্যবস্থার নীতি ছিল প্রয়োজনবোধে বলপ্রয়োগ করিয়াও দেশের শান্তি বজায় রাখা এবং বিদেশী শত্রুর হাত হইতে দেশের নিরাপত্তা বিধান করা। কিন্তু ক্রমেই ইহা এক ভয়াবহ রূপ ধারণ করিতে লাগিল।

লা-ভেণ্ডির কৃষকদের প্রতি উদারতা : মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের করভার লাঘব

প্রথমে এই নূতন শাসনব্যবস্থা লা-ভেণ্ডি ও অন্যান্য স্থানের বিদ্রোহী কৃষকদের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করিল। কৃষকদের সুবিধার জন্য খাদ্যদ্রব্যের সর্বোচ্চ দাম বাঁধিয়া দেওয়া হইল। 'এমিগ্রি' (Emigres) অর্থাৎ দেশত্যাগী রাজতান্ত্রিকদের বাজেয়াপ্ত করা ভূসম্পত্তি কৃষকদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইল। নিম্নতম মজুরী কি হওয়া উচিত তাহাও স্থির করা হইল। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উপর হইতে যুদ্ধের করভার লাঘব করা হইল। একমাত্র অত্যধিক ধনিক সম্প্রদায়ের উপর যুদ্ধের করভার স্থাপন করা হইল।

বিদেশী শত্রুদের সহিত যুদ্ধ মিটাইবার আগ্রহ

বিদেশী শত্রুদের সহিত প্রথম যুদ্ধ মিটাইয়া ফেলিবার মনোবৃত্তি দেখা গেল। সম্মানজনক শর্তে যুদ্ধ মিটাইয়া বিপ্লবকে শক্তিশালী ও স্থায়ী করিবার আগ্রহ ড্যান্টনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিকভাবে পরিলক্ষিত হইল। কিন্তু এই আভ্যন্তরীণ উদারতা এবং পররাষ্ট্রীয় শান্তিপ্রিয়তা বেশীদিন স্থায়ী হইল না। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস হইতে প্রকৃত 'সন্ত্রাসের শাসন' শুরু হইল।

আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ যখন উদারতার দ্বারা প্রশমিত করা সম্ভব হইল

না, তখন বিদ্রোহীদিগকে গিলোটিন (guillotine) করিয়া—অর্থাৎ গিলোটিন নামক একপ্রকার শিরশ্ছেদনের যন্ত্রে দ্বিখণ্ডিত করিয়া হাজার হাজার বিদ্রোহীর প্রাণনাশ করা হইল। Law of Suspect নামক আইনের প্রয়োগে ব্যাপক ধরপাকড ও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইতে লাগিল। বিপ্লবের বিরোধী অথবা রাজতন্ত্রের সহিত কোনপ্রকারে জড়িত থাকার সন্দেহ উপস্থিত হইলেই গিলোটিন যন্ত্রে প্রাণ হারাইয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। ষোড়শ লুই-এর রাণী এ্যান্টোয়নেট্ এবং গিরণ্ডিস্ট্ দলের ম্যাডাম রোলাণ্ডকেও গিলোটিন করা হইল।

উদারনীতি বিফল : ব্যাপক হত্যাকাণ্ড

রাণী এ্যান্টোয়নেট ও ম্যাডাম রোলাণ্ডের গিলোটিনে প্রাণনাশ

সন্ত্রাসের শাসনব্যবস্থার অধীনে কন্‌ভেন্‌শনের সদস্যগণকে ফ্রান্সের বিভিন্ন প্রদেশ, যুদ্ধক্ষেত্র প্রভৃতি স্থানে প্রজাতন্ত্রের প্রতি লোকের আনুগত্য সম্পর্কে সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার জন্য সর্বদা উপস্থিত থাকিতে হইত। এইভাবে সমগ্র দেশের শাসনকার্য কেন্দ্র হইতে পরিচালিত হইতে লাগিল।

শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত

সন্ত্রাসের শাসনব্যবস্থাকে পরিস্থিতির চাপে উদ্ভূত অত্যাচার হিসাবে গণ্য করা উচিত। একজন বিপ্লবী-নেতা ইহাকে 'Dictatorship of distress' নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। দেশের অভ্যন্তরে যখন ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল, ফ্রান্স যখন প্রায় সমগ্র ইওরোপীয় শক্তিবর্গের দ্বারা আক্রান্ত, ঐ সময়ে একমাত্র কেন্দ্রীভূত স্বৈরাচার দ্বারাই দেশ-রক্ষা সম্ভব ছিল। এই যুক্তির উপর নির্ভর করিয়াই সন্ত্রাসের শাসনব্যবস্থা গঠিত হইয়াছিল। বিদেশী শত্রুগণ যখন ফ্রান্সের দ্বারদেশে উপস্থিত, তখন দেশপ্রেম দ্বারা উদ্বুদ্ধ অধিক সংখ্যক ব্যক্তি পাওয়া গেল না। অথচ দেশরক্ষার জন্য বিরাট সংখ্যক লোকের যেমন প্রয়োজন ছিল তেমনই প্রয়োজন ছিল অখণ্ড আনুগত্যের। সন্ত্রাসের শাসনব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল প্রয়োজনবোধে বলপ্রয়োগ দ্বারা এই দুই প্রকার প্রয়োজন মিটান। আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করিবার এবং আনুগত্যের অভাব দেখিলে সেখানে বলপূর্বক আনুগত্য সৃষ্টি করিবার জন্যই ভয়াবহ

সন্ত্রাসের শাসনব্যবস্থার প্রকৃতি : পরিস্থিতির চাপে উদ্ভূত অত্যাচার

উদ্দেশ্য : বিদ্রোহদমন ও আনুগত্য-সৃষ্টি

শাসনের প্রয়োজন ছিল। যাহাদের সম্পর্কে কোনপ্রকার সন্দেহের অবকাশ ছিল না তাহারা সন্ত্রাসের শাসনাধীনে নির্বিঘ্নে জীবন যাপন করিয়াছিল।*

অভূতপূর্ব শাসনব্যবস্থা

'সন্ত্রাসের শাসন' যে এক অসাধারণ এবং অভূতপূর্ব শাসনব্যবস্থা ছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নাই বটে, কিন্তু ঐ সময়কার পরিস্থিতিও ছিল তেমনি অসাধারণ এবং অভূতপূর্ব। ঐরূপ পরিস্থিতিতে কোনপ্রকার সাধারণ শাসনব্যবস্থা চালু রাখা সম্ভব ছিল না,

ইহার প্রয়োজনীয়তা

ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। এইরূপ শাসনব্যবস্থা স্থাপিত না হইলে ফ্রান্স ইওরোপীয় যুদ্ধ এবং আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইত না। সন্ত্রাসের শাসনব্যবস্থাকে

রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক

রাজনৈতিক দূরদর্শিতার প্রমাণ হিসাবে বিবেচনা করা অনুচিত হইবে না। এই শাসনব্যবস্থার অধীনে বহু নির্দোষ ব্যক্তি নিছক সন্দেহবশে ধৃত হইয়াছিল এবং গিলোটিন যন্ত্রে প্রাণ দিয়াছিল সত্য, তথাপি মোট কার্যের সুফলের দিক হইতে বিবেচনা করিলে সন্ত্রাসের শাসনকালের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতেই হইবে।† কিন্তু ইহার কুফলও নেহাৎ কম ছিল না। সন্ত্রাসের শাসনকালের ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ইওরোপের অপরাপর দেশগুলির মধ্যে বিপ্লব সম্পর্কে এক ঘৃণার উদ্রেক করিয়াছিল। বিপ্লবের নামে হত্যালীলা ইওরোপের উদারপন্থীরাও সমর্থন করেন নাই।

'সন্ত্রাসের শাসন' পরিচালকদের মধ্যে ড্যান্টন ও রোবস্‌পিয়ার ছিলেন প্রধান। কিন্তু এই দুই নেতার মত ও আদর্শ ছিল ভিন্ন। রোবস্‌পিয়ার

ড্যান্টন ও রোবস্‌পিয়ার-এর প্রাধান্য ড্যান্টনের বিরোধিতা

এবং জেকোবিন্ দলের অনেকে "বিপ্লবী প্যারিস-কম্যুন"-এর ক্ষমতা নাশ করিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। এই উদ্দেশ্যে ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে প্যারিস কম্যুনের বহু সদস্যকে গিলোটিন করা হইল। সন্ত্রাসের শাসনব্যবস্থা প্রয়োজনের অতিরিক্ত অত্যাচারী হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া ড্যান্টন ইহার উগ্রতা হ্রাস

*"It must not be supposed, of course, that the great majority of the people actually suffered under the Terror......Certainly, the joy of life was not abolished by the Terror. The theatres were well-attended ; even a little prosperity returned." Riker, p. 327.

† "It was, in short, a marvellous product of practical ; statesmanship.. and it saved France." *Ibid*, p. 327.

কবিবার প্রস্তাব করিলেন ; কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই ড্যাণ্টনের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাৎ করিবার অভিযোগ আনা হইল। ফলে, ড্যাণ্টনকে বিপ্লবী ট্রাইবুন্যালের সম্মুখীন হইতে হইল। বিচারে তাঁহাকে গিলোটিনে প্রাণদণ্ড দেওয়া হইল। রোবস্‌পিয়ারের ক্ষমতা তখন নিরঙ্কুশ হইয়া উঠিল। কিন্তু ক্রমেই এই অত্যাচারী শাসনের বিরুদ্ধে এক প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। রোবস্‌পিয়ার পলায়নের চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হইলেন। ২৮শে জুলাই ১৭৯৪, কন্‌ভেন্‌শনের নির্দেশমত রোবস্‌পিয়ার ও তাঁহার অনুচরবৃন্দকে গিলোটিন করা হইল। রোবস্‌পিয়ার-এর হত্যার সঙ্গে সঙ্গে 'সন্ত্রাসের শাসন'-এর অবসান ঘটিল।

ড্যাণ্টনেব গিলোটিন

সন্ত্রাসেব শাসনেব বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া

রোবসপিয়া'ব এব প্রাণদণ্ড : সন্ত্রাসেব শাসনেব অবসান

সন্ত্রাসের শাসনকালে যুদ্ধ-পরিচালনা (War & the Reign of Terror) : ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রথম শক্তিসঙ্ঘ স্থাপিত হইলে জন-নিরাপত্তা সমিতি সমর-পরিচালনার ভার গ্রহণ করিল। ল্যাজারে ক্যারনট নামে একজন সদস্যের পরিকল্পনা অনুযায়ী সমর-বিভাগের সম্পূর্ণ পুনর্গঠন করা হইল। বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তিগ্রহণ নীতি চালু করিয়া সাড়ে সাত লক্ষ সৈন্যের এক বাহিনী গঠন করা হইল। ইতিপূর্বে এত বিরাট সংখ্যক সেনাবাহিনী কোন দেশই যুদ্ধে প্রেরণ করিতে সমর্থ হয় নাই। এই বিশাল বাহিনীর গঠন ও দক্ষতার নিকট ইওরোপীয় শক্তিসঙ্ঘের তুলনা হইতে পারে না। শক্তিসঙ্ঘের মোট সৈন্যসংখ্যা ফরাসীবাহিনী অপেক্ষা কম না হইলেও মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে যোগাযোগ, সৈন্য-সংগঠন ইত্যাদির অভাবহেতু শক্তিসঙ্ঘ অনেক পশ্চাদ্‌পদ ছিল। ইহা ভিন্ন ফরাসী সৈন্য এক গভীর দেশাত্মবোধ ও স্বাধীনতার চেতনা লইয়া যুদ্ধ করিতেছিল। অপর দিকে ইওরোপীয় শক্তিসঙ্ঘের সৈন্যগণের মধ্যে এইরূপ কোন উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল না।

প্রথম ইওরোপীয় শক্তিসঙ্ঘেব বিরুদ্ধে কন্‌ভেন্‌শন্ তথা সন্ত্রাসেব শাসনব্যবস্থাব যুদ্ধ-পরিচালনা

ফরাসী সৈন্যসংখ্যা, দক্ষতা, সংগঠনেব দিক দিয়া ইওরোপীয় শক্তিসঙ্ঘ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ

ফরাসী সৈন্যের উৎসাহ-উদ্দীপনা

ইহা ভিন্ন, বংশ-মর্যাদা বা পরিবারের প্রাধান্য ইত্যাদি সকল কিছু উপেক্ষা

করিয়া কেবলমাত্র সামরিক দক্ষতার ভিত্তিতে সৈনাধ্যক্ষ-নিয়োগের পদ্ধতিও ফ্রান্সের বিজয়ের পথ পরিষ্কার করিয়াছিল। ক্ষমতা থাকিলে সকলেব নিকটই উন্নতির পথ সমানভাবে উন্মুক্ত.—এই চেতনা ফরাসী সেনাপতিগণ তথা যে-কোন কর্মচারীর মনে এক দারুণ উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়াছিল। এই সকল কারণে ফ্রান্স সর্বত্র শক্তিসঙ্ঘের সৈন্যগণকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইল। ইংলণ্ড ডানকার্ক বন্দরের অবরোধ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। টুলোঁ (Toulon) নামে এক ফরাসী সামরিক বন্দরে এক ইংরেজ নৌবাহিনী উপস্থিত হইলে (আগস্ট ২৮, ১৭৯৩) সেখানকার বাসিন্দারা সপ্তদশ লুই-এর সপক্ষে তাহাদের আনুগত্য জ্ঞাপন করিল বটে, কিন্তু নেপোলিয়ন বোনাপার্টির চেষ্টায় কয়েক মাসের মধ্যে ইংরেজ নৌবাহিনীকে ঐ স্থান পরিত্যাগ করিতে হইল। প্রাশিয়া শক্তিসঙ্ঘ ত্যাগ করিল। অল্পকালের মধ্যেই স্পেনও প্রাশিয়ার পন্থা অনুসরণ করিল। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়া ব্যাসেল (Basel)-এর সন্ধি দ্বারা ফ্রান্সের প্রাকৃতিক সীমারেখা মানিয়া লইল। এইভাবে ইওরোপের প্রথম শক্তিসঙ্ঘ ভাঙ্গিয়া গেল। কেবলমাত্র ইংলণ্ড, অস্ট্রিয়া এবং সার্ডিনিয়া তখনও ফ্রান্সের সহিত শত্রুতা ত্যাগ করিল না।

উন্নতির পথ সকলের নিকট সমভাবে উন্মুক্ত

বিজয়ী ফ্রান্স

নেপোলিয়ন কর্তৃক টুলোঁ বন্দর হইতে ইংরেজ-বিতাড়ন

প্রাশিয়া ও স্পেনের শক্তিসঙ্ঘ ত্যাগ

আভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত বিপদ হইতে জনসাধারণ ও বিপ্লবকে রক্ষা করিয়া ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে কন্‌ভেন্‌শন্‌ ডাইরেক্টরী (Directory) নামে এক নূতন শাসনতন্ত্র প্রস্তুত করিল। প্রজাতান্ত্রিক ফ্রান্সের তৃতীয় বর্ষে গৃহীত হইয়াছিল বলিয়া ইহা 'Constitution of the Year III' নামে পরিচিত।

ডাইরেক্টরী নামক নূতন শাসনব্যবস্থা

এই শাসনতন্ত্র অনুসারে পাঁচজন ডিরেক্টর লইয়া একটি কার্যনির্বাহক সভা (Directory) গঠন করা স্থির হইল। 'প্রবীণ পরিষদ' (Council of Ancients) ও 'পাঁচশত সভ্যের পরিষদ' (Council of the Five Hundred) নামে দুই-পরিষদযুক্ত এক আইনসভার ব্যবস্থা করা হইল। নূতন শাসনব্যবস্থায় কোনপ্রকার রাজতান্ত্রিক প্রাধান্য যাহাতে না ঘটিতে

পাঁচজন ডিরেক্টর, প্রবীণ পরিষদ, পাঁচশত সভ্যের পরিষদ

পারে সেইজন্য নূতন আইনসভার দুই-তৃতীয়াংশ সভ্য কন্‌ভেন্‌শনের সভ্য হইতে গ্রহণ করিতে হইবে, ইহা বাধ্যতামূলক করা হইল। এই ব্যবস্থা জাতীয় রক্ষীবাহিনীর (National Guard) ও প্যারিস নগরীর জনতার মনঃপূত হইল না। কন্‌ভেন্‌শন্ নিজ হাতে ক্ষমতা রাখিবার উদ্দেশ্যে এই নীতি গ্রহণ করিয়াছে মনে করিয়া তাহারা টুইলারিস্ নামক রাজপ্রাসাদে অধিবেশনরত কন্‌ভেন্‌শনের সদস্যগণকে আক্রমণ করিল (অক্টোবর ৫, ১৭৯৫)। এই সঙ্কটজনক অবস্থা হইতে নেপোলিয়ন বোনাপার্টি কন্‌ভেন্‌শন্‌কে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইলেন। মাত্র পাঁচ হাজার সৈন্যসহ তিনি জাতীয় রক্ষীবাহিনীর ত্রিশ হাজার সৈন্যকে পরাজিত করিলেন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মাত্র দুইশত ব্যক্তির প্রাণের বিনিময়ে সেই দিন ফ্রান্সের জাতীয় সভা 'কন্‌ভেন্‌শন্' উচ্ছৃঙ্খল জনতা ও জাতীয় রক্ষীবাহিনীর হাত হইতে রক্ষা পাইল।

জাতীয় রক্ষী ও জনতার কন্‌ভেন্‌শন্ আক্রমণ: নেপোলিয়ন কর্তৃক কন্‌ভেন্‌শন্ রক্ষা (অক্টোবর ৫, ১৭৯৫)

ডাইরেক্টরী, নভেম্বর, ১৭৯৫—নভেম্বর ৯, ১৭৯৯ (**Directory**): ডাইরেক্টরী নামক শাসনব্যবস্থায় পাঁচজন সদস্যের একটি 'ডাইরেক্টরী' বা কার্যনির্বাহক সমিতি এবং প্রবীণ পরিষদ ও পাঁচশত সভ্যের পরিষদ নামে দুই-কক্ষযুক্ত একটি আইনসভা ছিল। কার্যনির্বাহক সমিতির আইন-প্রণয়ন বা আইন-সম্পর্কীয় প্রস্তাব আনিবার কোন ক্ষমতা ছিল না। প্রতি বৎসর একজন করিয়া ডাইরেক্টর পদত্যাগ করিতেন এবং একজন নূতন সদস্য ঐ শূন্য স্থানে নির্বাচন করা হইত। স্বভাবত সভ্যগণ অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া যখনই সুদক্ষভাবে কার্য-পরিচালনার ক্ষমতা লাভ করিতেন, ঐ সময়েই তাঁহাদিগকে পদত্যাগ করিতে হইত। ডাইরেক্টরগণ আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হইতেন। ডাইরেক্টরীর ক্ষমতা এমনভাবে সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল যে, এই নূতন শাসনব্যবস্থায় আইনসভারই সর্বপ্রকার প্রাধান্য স্থাপিত হইল। এই আইনসভার দুই-তৃতীয়াংশ সভ্য কন্‌ভেন্‌শনের সভ্যদের মধ্য হইতে গ্রহণ করিতে হইবে এই গণতন্ত্র-বিরোধী নীতিও গৃহীত হইল। কিন্তু সকল সদস্যই জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত হইবেন স্থির হইল। ভোটাধিকার সম্পত্তির ভিত্তিতে স্থির করা হইল।

ডাইরেক্টরীর গঠনতন্ত্র

পররাষ্ট্র-নীতি (Foreign Policy) : ডাইরেক্টরীর পররাষ্ট্রীয় নীতি কন্‌ভেন্‌শনের নীতির অনুসরণ মাত্র। কন্‌ভেন্‌শন্‌-পরিচালিত পররাষ্ট্র-নীতি ফ্রান্সকে শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করিয়া এবং প্রথম ইওরোপীয় শক্তিসঙ্ঘ ভাঙ্গিয়া দিয়া ডাই-রেক্টরীর কাজ অনেকটা সহজ করিয়া দিয়াছিল। ডাই-রেক্টরীর সম্মুখীন সমস্যা ছিল ইওরোপীয় শক্তিসঙ্ঘের অবশিষ্ট শক্তিগুলি অর্থাৎ ইংলণ্ড, অস্ট্রিয়া এবং সার্ডিনিয়াকে পরাজিত করা।

ডাইরেক্টরীর পররাষ্ট্র-নীতি কন্‌ভেন্‌শনের নীতির অনুসরণ মাত্র

ফ্রান্স তখন জলপথে ইংরেজ নৌশক্তি দ্বারা আক্রান্ত, উত্তর-পূর্ব সীমায় ইংলণ্ড ও অস্ট্রিয়ার যুগ্মবাহিনী আক্রমণ-উদ্যত। আর পূর্ব-সীমায় অস্ট্রিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব সীমায় অস্ট্রিয়া ও সার্ডিনিয়ার যুগ্মবাহিনী ফ্রান্সের দিকে ধাবমান। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, সেই সময়ে ফ্রান্স নেপোলিয়ন বোনাপার্টির ন্যায় এক অসাধারণ সমরকুশল নায়কের নেতৃত্ব লাভ করিয়াছিল।

পররাষ্ট্রনৈতিক সমস্যা : ইংলণ্ড, অস্ট্রিয়া ও সার্ডিনিয়াকে পরাজিত করা

নেপোলিয়নের প্রথম কাজ হইল সার্ডিনিয়া ও অস্ট্রিয়ার সেনাবাহিনীকে প্রতিহত করা। কিন্তু নেপোলিয়ন তাঁহার অধীন সৈন্য লইয়া এই দুই দেশের যুগ্মবাহিনীকে পরাজিত করিতে পারিবেন এমন আশা ছিল না। এই কারণে তিনি এই দুই দেশের সহিত পৃথক পৃথক ভাবে যুদ্ধ করিতে মনস্থ করিলেন। নেপোলিয়ন চারিটি নীতি সম্পর্কে বিশেষ লক্ষ্য রাখিলেন : "রসদ সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে সৈন্যগণ পৃথক পৃথক ভাবে চেষ্টা করিবে, যুদ্ধের সময় ঐক্যবদ্ধভাবে অগ্রসর হইবে, সামরিক আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা এক ব্যক্তির হাতে থাকিবে এবং ক্ষিপ্র-গতিতে কার্য সম্পন্ন করিতে হইবে।"* যুদ্ধবিষয়ে সময়ের অধিকতম সদ্ব্যবহার নেপোলিয়ন অপেক্ষা অপর কোন সৈন্যাধ্যক্ষ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ।

শত্রুসঙ্ঘকে পৃথক পৃথক ভাবে আক্রমণ

নেপোলিয়নের সামরিক নীতি

* "He at once, put in force his four maxims—'Divide for finding provisions : Concentrate to fight : Untiy of command is necessary for success : Time is everything.'" Holland Rose, p. 99.

প্রথমেই নেপোলিয়ন বিদ্যুৎবেগে সার্ডিনিয়া আক্রমণ করিয়া স্যাভয় ও নিস্ দখল করিলেন। কণি, টর্‌টোনা ও আলেসেণ্ড্রিয়া (Coni, Tortona & Alessandria) এই তিনটি দুর্গ সার্ডিনিয়া নেপোলিয়নকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল এবং ইংলণ্ড ও অস্ট্রিয়ার সহিত মিত্রতা ত্যাগ করিল।

সার্ডিনিয়া আক্রমণ: কণি, টর্‌টোনা ও আলেসেণ্ড্রিয়া দখল

ইহার পর নেপোলিয়ন অস্ট্রিয়াকে মিলান হইতে বিতাড়িত করিতে অগ্রসর হইলেন। মিলানের একমাত্র সুরক্ষিত দুর্গ ছিল ম্যাণ্টুয়া (Mantua)। নেপোলিয়ন ম্যাণ্টুয়া অবরোধ করিলে অস্ট্রিয়া ৮৭ হাজার সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী ম্যাণ্টুয়া রক্ষার্থে পাঠাইল; কিন্তু নেপোলিয়ন অমিতবিক্রমে আর্‌কোলা (Arcola)-এর যুদ্ধে (নভেম্বর, ১৭৯৬) এবং ইহার অল্পকালের মধ্যেই রিভলি (Rivoli) ও লা ফেভোরিটা (La Favorita)-এর যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার সৈন্যবাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিলেন। ম্যাণ্টুয়া নেপোলিয়নের অধিকারভুক্ত হইল।

মিলানের ম্যাণ্টুয়া দুর্গ অবরোধ

আর্‌কোলা, রিভলি ও লা-ফেভোরিটার যুদ্ধ জয়

অতঃপর নেপোলিয়ন ইতালিস্থ পোপের রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যেই তিনি পোপকে টোলেনশিও (Tolentio)-এর সন্ধি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করিলেন। এই সন্ধির শর্তানুসারে পোপ এভিগ্‌ননের উপর তাঁহার দাবি ত্যাগ করিলেন এবং ক্ষতিপূরণ হিসাবে বহু অর্থ দিতে বাধ্য হইলেন। নেপোলিয়ন রোম নগরীর প্রাচীন ঐতিহাসিক পাণ্ডুলিপি, ছবি, প্রস্তরমূর্তি ইত্যাদি ফ্রান্সে লইয়া গেলেন। পোপ রোমানা ও ফেরারা নামক স্থানের দূতাবাস উঠাইয়া লইতে স্বীকৃত হইলেন। বোলানা, ফেরারা, রোমানা প্রভৃতি স্থান লইয়া Cisalpine Republic নামে এক প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করা হইল।

পোপের রাজ্য আক্রমণ: টোলেনশিও-এর সন্ধি

এই যুদ্ধের কয়েক মাসের মধ্যেই নেপোলিয়ন পুনরায় অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। অস্ট্রিয়া নেপোলিয়নের অগ্রগতি প্রতিহত করিতে সক্ষম হইল না। অস্ট্রিয়া ক্যাম্পো-ফর্‌মিও (Campo-Formio)-এর সন্ধি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইল (অক্টোবর ১৭, ১৭৯৭)। এই সন্ধি দ্বারা ফ্রান্স

অস্ট্রিয়ার পরাজয় ক্যাম্পো-ফর্‌মিও-এর সন্ধি (১৭৯৭)

অস্ট্রিয়ার নেদারল্যাণ্ড অর্থাৎ বেলজিয়াম, আইওনিয়ান দ্বীপপুঞ্জ এবং ভিনিশিয়া নামক স্থানের সমগ্র নৌবহর দখল করিল। অস্ট্রিয়া রাইন নদীকে ফ্রান্সের পূর্ব সীমারেখা হিসাবে স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। ইতালির লোম্বার্ডি, ভিনিশিয়ার একাংশ, মোডেনা প্রভৃতি স্থান Cisalpine Republic-এর সহিত যুক্ত করা হইল। ইহা নামে প্রজাতান্ত্রিক হইলেও প্রকৃতপক্ষে ফ্রান্সের অধীন রহিল। অস্ট্রিয়া উত্তর-ইতালি হইতে বিতাড়িত হইল, উপরন্তু Cisalpine Republic-কে স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। এই সকল স্বীকৃতির বিনিময়ে অস্ট্রিয়া ভেনিস্ বা ভিনিশিয়া, ইস্ট্রিয়া ও ডালমাসিয়া দখল করিল। জেনোয়া নামক স্থানের জনসাধারণ নেপোলিয়নের ইঙ্গিতে তাহাদের মুষ্টিমেয়তন্ত্র (Oligarchy) ধ্বংস করিয়া Ligurian Republic নামে ফ্রান্সের অধীন একটি প্রজাতন্ত্রে পরিণত হইল।

Cisalpine Republic

Ligurian Republic

এইভাবে সার্ডিনিয়া ও অস্ট্রিয়া ইংলণ্ডের সহিত মিত্রতা ত্যাগে বাধ্য হইল। নেপোলিয়নের ইতালীয় অভিযান বিস্ময়জনকভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইল। নেপোলিয়ন ফরাসী জাতির শ্রেষ্ঠ বীর বলিয়া পরিগণিত হইলেন। ইতালি-অভিযান হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলে নেপোলিয়ন ফরাসী জাতির অকপট শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জন করিলেন।

নেপোলিয়নের বিজয়-গৌরব ঃ ফরাসী জাতির শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জন

এখন ফ্রান্সের একমাত্র শত্রু রহিল ইংলণ্ড। মিশর দেশের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া ইংলণ্ডের পূর্বাঞ্চলের ভারতবর্ষ ইত্যাদি সাম্রাজ্য বিচ্ছিন্ন করিয়া ইংলণ্ডকে আঘাত করা-ই ছিল নেপোলিয়নের উদ্দেশ্য। নেপোলিয়ন ইংরেজ নৌ-সেনাপতি নেল্‌সনের সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া এক নৌবহরসহ নীলনদের মোহনা বা আবুকির উপসাগরে উপস্থিত হইলেন (মে, ১৭৯৮)। কিন্তু নেপোলিয়নের সৈন্য মিশরে পৌঁছিলে নেল্‌সন্ ফরাসী নৌবহরটিকে আবুকির উপসাগরে ধ্বংস করিলেন। মিশরে পিরামিডের যুদ্ধে নেপোলিয়ন জয়লাভ করিলেন বটে, কিন্তু আবুকির উপসাগরে নেল্‌সন্ কর্তৃক তাঁহার নৌবাহিনী ধ্বংস হওয়ার ফলে ফ্রান্সের

মিশর অভিযান

নীলনদের বা আবুকির উপসাগরের যুদ্ধ ঃ নেল্‌সনের জয়লাভ

সহিত তাঁহার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইল। তিনি সিরিয়া দখল করিয়া সেই পথে ফ্রান্সের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু অকৃতকার্য হইলেন। ইতিমধ্যে নেপোলিয়ন খবর পাইলেন যে, তাঁহার অনুপস্থিতিতে ডাইরেক্টরী সুইট্জারল্যাণ্ড জয় করিয়া তথায় হেলভেশিয়ান প্রজাতন্ত্র (Helvetian Republic) স্থাপন করিয়াছে। রোম নগরীতে একজন ফরাসী সেনাধ্যক্ষ আততায়ীর হস্তে নিহত হইলে সেই সুযোগে ফরাসী সৈন্য রোম আক্রমণ করিয়া পোপকে নজরবন্দী করিয়াছিল। সুইট্জারল্যাণ্ড আক্রমণ ও পোপের প্রতি দুর্ব্যবহার, পাইডমণ্ট্ ও জেনিভা দখল ইত্যাদি কারণে ইওরোপীয় দেশগুলির মধ্যে এক ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল। এই সুযোগে ইংলণ্ড রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার সহযোগে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় শক্তিসঙ্ঘ স্থাপন করিল। অস্ট্রিয়া ও রাশিয়া ইংলণ্ড হইতে প্রভূত অর্থ সাহায্য পাইল এবং সহজেই ইতালি ও জার্মানি হইতে ফরাসী অধিকার বিলুপ্ত করিল। নেপোলিয়নের ইতালীয় অভিযান ব্যর্থ হইয়া গেল। আভ্যন্তরীণক্ষেত্রেও ডাইরেক্টরীর কর্মপন্থা বিফলতায় পর্যবসিত হইল। সেই সময়ে ফ্রান্সে এক দারুণ রাজতান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। এই সকল সংবাদ পাইয়া নেপোলিয়ন সামান্য কয়েকজন সৈন্যসহ ইংরেজ নৌবাহিনীর সতর্ক প্রহরা এড়াইয়া ফ্রান্সে পৌঁছিলেন। ফ্রান্সের পররাষ্ট্র ও আভ্যন্তরীণক্ষেত্রে যে অব্যবস্থা তখন দেখা দিয়াছিল তাহা হইতে একমাত্র নেপোলিয়নই দেশ ও জাতিকে রক্ষা করিতে পারিবেন এই ধারণা সর্বত্র নেপোলিয়নকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিল। তিনি ডাইরেক্টরীর একজন সদস্য এ্যাবি সাইস্ (Abbe Sieyes)-এর সহায়তায় ডাইরেক্টরীকে পদচ্যুত করিয়া কন্সালেট (Consulate) নামে এক নূতন শাসনব্যবস্থা স্থাপন করিলেন (নভেম্বর ৯, ১৭৯৯)। ইহা *Coup d'etat of 18th Brumaire* নামে পরিচিত

Helvetian Republic

ইওরোপীয় দেশগুলিতে ভীতির সঞ্চার: দ্বিতীয় শক্তিসঙ্ঘ স্থাপন

ইতালি হইতে ফরাসী অধিকার বিলুপ্ত

আভ্যন্তরীণ অব্যবস্থা

নেপোলিয়ন একমাত্র রক্ষক: ডাইরেক্টরী পদচ্যুত (নভেম্বর ৯, ১৭৯৯)

ডাইরেক্টরীর আভ্যন্তরীণ নীতি (The Internal Policy of the Directory) : আভ্যন্তরীণক্ষেত্রে ডাইরেক্টরীর প্রধান সমস্যা ছিল

জেকোবিন্ দল ও রাজতান্ত্রিক দলের আক্রমণ হইতে নিজেদের ও দেশকে রক্ষা করা। জেকোবিন্ দলের নেতা বেইবিউফ্ (Babeuf) ছিলেন উগ্র বামপন্থী এবং সমাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী। তিনি গোপন ষড়যন্ত্র দ্বারা শাসনক্ষমতা হস্তগত করিয়া নিজ মতবাদ চালু করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। অপরদিকে ব্রোটিয়ার (Brotier) নামে একজন রাজতান্ত্রিক নেতা রাজতন্ত্র ফিরাইয়া আনিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। ডাই-রেক্টরী বেইবিউফ-এর ষড়যন্ত্রের কথা জানিতে পারিয়া তাহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিল। আর লা-ভেণ্ডি নামক স্থানে ব্রোটিয়ার প্রবোচিত রাজতান্ত্রিক বিদ্রোহ জেনারেল হোসি (Hoche) কর্তৃক দমিত হইল। কিন্তু বিদ্রোহীদের উপর কোনপ্রকার অত্যাচার করা হইল না। হোসি ঘোষণা করিলেন যে, প্রজাতান্ত্রিক সরকারকে জনপ্রিয় করিয়া তোলাই তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি যথা-সম্ভব নম্রতার সহিত প্রজাতান্ত্রিক শাসনের প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিলেন। এইরূপ কর্মপন্থা অনুসরণ করিবার ফলে এক বৎসরের মধ্যেই দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হইল। ফলে, ফরাসী জাতির মনে প্রজাতান্ত্রিক সরকারের প্রতি আনুগত্যের সৃষ্টি হইল।

আভ্যন্তরীণ সমস্যা : জেকোবিন্ বেইবিউফ্ ও রাজতান্ত্রিক ব্রোটিয়ার-এর বিরোধিতা
বেইবিউফ্-এর প্রাণদণ্ড
লা ভেণ্ডির বিদ্রোহ দমন
শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত

অর্থনৈতিকক্ষেত্রে ডাইরেক্টরী যে সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছিল, তাহা কোন-প্রকার নূতন কর স্থাপন না করিয়াই প্রথম দিকে সমাধান করা হইল। সেই সময়ে ফরাসী সেনাপতিগণ ইওরোপের বিভিন্ন স্থান অধিকার করিতেছিলেন। তাঁহারা নিজ সৈন্যের ব্যয় সঙ্কুলান করিয়া উদ্বৃত্ত অর্থ ফ্রান্সে প্রেরণ করিতেন। এই অর্থের সাহায্যে ডাইরেক্টরী সাময়িকভাবে দেশের আর্থিক সমস্যা সমাধানে সমর্থ হইল।

সেনাপতিগণ প্রেরিত অর্থে আর্থিক সমস্যার সমাধান

কিন্তু কিছুকাল পরে ফরাসী জাতি প্রজাতন্ত্র হইতে রাজতন্ত্রের পক্ষে মত পরিবর্তন করিতে শুরু করিল। রাজতন্ত্রে বিশ্বাসী জেনারেল পিসেগ্রু (Pichegru)-এর নেতৃত্বে কয়েকটি রাজতান্ত্রিক বিদ্রোহের সৃষ্টি হইল। এই সময়ে ডাইরেক্টরী

রাজতান্ত্রিক মতের প্রাধান্য : পিসেগ্রু'র নেতৃত্বে বিদ্রোহ

ক্রমেই সামরিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িল। সামরিক সহায়তার উপর নির্ভরশীল অত্যাচারী নীতি অবলম্বন করিয়া ডাইরেক্টরী কোনক্রমে শাসনক্ষমতা নিজ হস্তে রাখিতে সমর্থ হইল বটে, কিন্তু জনসাধারণের আনুগত্য দিন দিনই হারাইতে থাকিল। এই সময়ে ফ্রান্সের বিভিন্ন প্রদেশে এক ধর্মভাবের প্রাধান্য দেখা দেয়। স্বভাবতই ডাইরেক্টরীর যাজক-বিরোধী নীতি সর্বত্র অসন্তোষের সৃষ্টি করিল। ক্রমেই ডাইরেক্টরী কেবলমাত্র বলপ্রয়োগের দ্বারা নিজ ক্ষমতা বজায় রাখিতে চেষ্টিত হইল।

ডাইরেক্টরী সামরিক শক্তির উপর নির্ভরশীল

আইনসভার কতিপয় সদস্যকে বলপূর্বক বহিষ্কৃত করা হইল। বিদেশী আক্রমণে সীমান্ত রক্ষা কঠিন হইতেছে দেখিয়া সামরিক বৃত্তি বাধ্যতামূলক করা হইল। জবরদস্তিমূলক ঋণ গ্রহণ করা হইল। এইভাবে যখন আভ্যন্তরীণ এবং পররাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ডাইরেক্টরী সম্পূর্ণভাবে বিব্রত এবং জনসাধারণ যখন ডাইরেক্টরীর প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষপূর্ণ, তখন নেপোলিয়ন ডাইরেক্টরীকে অপসারিত করিয়া 'কন্‌সালেট' নামক শাসনব্যবস্থা স্থাপন করেন।

আইনসভার সদস্য বহিষ্কৃত, সামরিক বৃত্তি বাধ্যতামূলক

'কনসালেট' স্থাপন

নেপোলিয়ন যে এইরূপ সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিলেন তাহা তিনি ইতালিতে অবস্থানকালেই তাঁহার অনুচরদের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন: "তোমরা কি মনে কর যে, ডাইরেক্টরীর আইনজীবী সদস্যদের জন্য আমি ইতালিতে যুদ্ধ জয় করিতেছি?" ইহা "আমার উন্নতির প্রথম সোপানমাত্র।"* এই উক্তি এবং ডাইরেক্টরীর মতামতের অপেক্ষা না রাখিয়াই নেপোলিয়নের শান্তি স্থাপন বা নূতন আক্রমণ শুরু করার মধ্যে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা এবং তাঁহার ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়।

নেপোলিয়নের উচ্চাকাঙ্ক্ষা

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট (Napoleon Bonaparte): যে সকল ব্যক্তি তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব, কর্মপন্থা ও অপরিসীম সাহস ও শক্তি দ্বারা

*"Do you suppose that I am gaining my victories in Italy in order to advance the lawyers of the Directory?" "I am only at the beginning of my career." Riker, p. 342; Fisher, p. 823.

ইতিহাসের গতি পরিবর্তনে সক্ষম হইয়াছেন, ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্টি তাঁহাদের অন্যতম। কর্সিকা নামক ক্ষুদ্র দ্বীপের এজাক্‌চো (Ajaccio) নামক স্থানে তাঁহার জন্ম হয় (১৫ই আগস্ট, ১৭৬৯)। কার্লো বোনাপার্টি ছিলেন তাঁহার পিতা; তাঁহার মাতার নাম ছিল লেটিজিয়া বোনাপার্টি।

প্রথম জীবন

নেপোলিয়নের চরিত্রে কর্সিকার প্রাকৃতিক প্রভাব সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। কর্সিকার পাহাড়-পর্বতের অনমনীয়তা, দৃঢ়তা, নির্ভীকতা, শান্ত ও অটল প্রকৃতি যেন নেপোলিয়নের চরিত্রে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি তাঁহার পরিবারসুলভ ভাবপ্রবণতা, চিন্তামগ্নতা, ধৈর্য, অধ্যবসায় ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ভল্‌টেয়ার, মন্টেস্কু, রুশো ও র‍্যাবল প্রভৃতি দার্শনিকগণের মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা করিতে আনন্দ পাইতেন। শিক্ষা সমাপন করিয়া তিনি সাব-লেফ্‌টেন্যান্ট হিসাবে ফরাসী সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করেন। কিন্তু লেখাপড়ার প্রতি তখনও তাঁহার আগ্রহ ছিল অপরিসীম। তিনি ইতিহাস, অঙ্কশাস্ত্র, প্লুটার্ক, প্লেটো প্রভৃতি দার্শনিকদের রচনা, প্রাশিয়ার রাজা ফ্রেডারিক-দি-গ্রেটের জীবনী, ইংল্যাণ্ড, সুইট্‌জারল্যাণ্ড, স্পার্টা, মিশর, তুরস্ক প্রভৃতি দেশের ইতিহাস ও শাসনতন্ত্র প্রভৃতি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিতেন।

চরিত্র : অনমনীয়, নির্ভীক, শান্ত ও অটল, ভাবপ্রবণ, চিন্তাশীল ও অধ্যবসায়ী

ইতিহাস, অঙ্কশাস্ত্র ও দর্শন ইত্যাদির প্রতি অনুরাগ

প্রথম জীবনে তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল কর্সিকার স্বাধীনতা অর্জন করা। কর্সিকা প্রথমে ছিল জেনোয়ার অধীন। পরে ইহা ফরাসী দেশের অধীনে আসে। কিন্তু ফরাসী বিপ্লব আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কর্সিকাকে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ বা ডিপার্টমেন্ট হিসাবে মর্যাদা এবং আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারে স্বাতন্ত্র্য দান করা হইলে নেপোলিয়ন ফ্রান্সের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ ত্যাগ করিলেন। তিনি ফরাসী নাগরিক হিসাবে ফ্রান্সের জাতীয় আদর্শের সহিত নিজেকে যুক্ত করিলেন।

কর্সিকার স্বাধীনতা অর্জনের ইচ্ছা : বিপ্লবী ফ্রান্সের প্রতি সহানুভূতি

বিপ্লবী আইনসভায় গিরণ্ডিস্ট্‌ ও জেকোবিন্‌দের মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত

হইলে নেপোলিয়ন জেকোবিন্ পক্ষ সমর্থন করেন। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি টুলোঁ (Toulon) বন্দর হইতে ইংরেজ সেনা-বাহিনীকে বিতাড়িত করিয়া ফ্রান্সের নিরাপত্তা রক্ষা করেন। ইহাই ছিল তাঁহার জীবনের সর্বপ্রথম বিজয়। এই বিজয়ের পুরস্কার হিসাবে তাঁহাকে বিগ্রেডিয়ার জেনারেল (Brigadier General) পদে উন্নীত করা হয়।

নেপোলিয়নের জেকোবিন পক্ষ সমর্থন : টুলোঁ বন্দর হইতে ইংরাজ সৈন্য-বাহিনী বিতাড়ন

ইহার কিছুকাল পরেই সন্দেহবশত তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে কোন বিপ্লব-বিরোধী কার্যের প্রমাণ না পাওয়ায় তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং নিজপদে পুনরায় নিযুক্ত করা হয়। ঐ সময়ে তিনি জনতার আক্রমণ হইতে কন্‌ভেনশন্‌কে রক্ষা করেন (অক্টোবর, ১৭৯৫)।

জনতার আক্রমণ হইতে কন্‌ভেন্‌শন্‌কে রক্ষা (১৭৯৫)

ডাইরেক্টরীর অধীনে নেপোলিয়ন ইতালি অভিযানে অগ্রসর হন। এই অভিযানে তিনি সার্ডিনিয়াকে পরাজিত করেন। অস্ট্রিয়াকে আর্‌কোলা, রিভলি ও লা-ফেভোরিটার যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তিনি ম্যান্টুয়া দখল করেন। ইহার পর তিনি পোপকে টলেনশিও'র সন্ধি এবং অস্ট্রিয়াকে ক্যাম্পো-ফর্‌মিও'র সন্ধি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করেন (১৭৯৭)। এইভাবে তিনি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রথম শক্তিসঙ্ঘ ভাঙ্গিয়া দেন। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মিশরের পথে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে অগ্রসর হন এবং পিরামিডের যুদ্ধে জয়লাভ করেন। নীলনদের অথবা আবুকির উপসাগরের যুদ্ধে নেল্‌সনের হস্তে তাঁহার নৌবাহিনী ধ্বংস হয়। মিশরে থাকাকালেই তিনি ইওরোপীয় দ্বিতীয় শক্তিসঙ্ঘ গঠনের এবং ডাইরেক্টরীর শোচনীয় পরিস্থিতির সংবাদ পান। তিনি দ্রুতগতিতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া (৯ই নভেম্বর, ১৭৯৯) ডাইরেক্টরীকে বলপূর্বক ক্ষমতাচ্যুত করেন। ফলে, ঐ সময় হইতেই তিনি ফ্রান্সের সর্বেসর্বা হন।

ইতালি অভিযান : আরকোলা, রিভলি ও লা-ফেভোরিটার যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার পরাজয়, ক্যাম্পো-ফর্মিও'র সন্ধি : পিরামিডের যুদ্ধ : নীলনদের যুদ্ধ

ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তন : ডাইরেক্টরীর অপসারণ

কন্‌সালেট্, ৯ই নভেম্বর, ১৭৯৮—১৮ই মে, ১৮০৪ (The Consulate) : ডাইরেক্টরীকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া নেপোলিয়ন

কন্‌সালেট্ নামে এক নূতন শাসনব্যবস্থা স্থাপন করিলেন। ইহা 'অষ্টম বৎসরের শাসনতন্ত্র' (Constitution of the year VIII) নামে পরিচিত।

কন্‌সালেট Constitution of the year VIII

এই শাসনব্যবস্থায় তিনজন কন্‌সাল-এর এক ক্ষুদ্র সভার উপর শাসনভার ন্যস্ত করা হইল। নেপোলিয়ন হইলেন প্রথম কন্‌সাল (First Consul) আইন-সভাকে ভাঙ্গিয়া চারিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা হইল। এই অংশের প্রথমটি আইনের প্রস্তাব আনিবে, দ্বিতীয়টি সেই প্রস্তাব আলোচনা করিবে, তৃতীয়টি আলোচনা না করিয়া কেবল ভোটে পাস করিবে এবং চতুর্থটি এই আইনের শাসনতান্ত্রিক যৌক্তিকতার বিষয় বিচার করিয়া দেখিবে। এইভাবে বিভক্ত আইনসভার প্রকৃত কোন ক্ষমতাই রহিল না। ফলে, রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা নেপোলিয়ন বোনাপার্টির হস্তে কেন্দ্রীভূত হইল। এই শাসনব্যবস্থা জনসাধারণের মতামতের জন্য প্রেরিত হইলে বিপুল ভোটাধিক্যে পাস হইল। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর নেপোলিয়ন ঘোষণা করিলেন যে, বিপ্লবের মূলনীতি জয়যুক্ত হইয়াছে এবং বিপ্লবের সমাপ্তি ঘটিয়াছে।*

কন্‌সালেট-এর শাসনতন্ত্র

নেপোলিয়নের হস্তে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত

পররাষ্ট্র-নীতি (Foreign Policy) : প্রথম কন্‌সাল হিসাবে নেপোলিয়নের সর্বপ্রধান সমস্যা হইল ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইওরোপীয় দ্বিতীয় শক্তিসঙ্ঘ বিনাশ করা। দ্বিতীয় শক্তিসঙ্ঘে ইংলণ্ড, রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া যোগদান করিয়াছিল। ক্রমে ইহাতে ন্যাপল্‌স্, পোর্তুগাল এবং তুরস্কও যোগদান করিল। এদিকে ইঙ্গ-রুশ যুগ্মবাহিনী হল্যাণ্ড আক্রমণ করিল। হল্যাণ্ড তখন ফ্রান্সের তাঁবেদার প্রজাতান্ত্রিক (Batavian Republic) দেশ ছিল। অপর দিকে অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার যুগ্মবাহিনী ইতালি আক্রমণ করিয়া ম্যাণ্টুয়া ও আলেকজান্দ্রিয়া দখল করিয়া লইল। সুভারোফ্ (Suvaroff) নামক এক রুশ সেনাপতি ফরাসী বাহিনীকে পরাজিত করিয়া জেনোয়ার দিকে ধাবিত

প্রধান সমস্যা : ইওরোপীয় দ্বিতীয় শক্তিসঙ্ঘ নাশ

দ্বিতীয় শক্তিসঙ্ঘ কর্তৃক ফ্রান্সের অধীন বিভিন্ন স্থান আক্রান্ত

---

*"Citizens, the Revolution is established upon the principles which were its origin. It is at an end." Quoted by Riker, p. 344.

হইলেন। নেপোলিয়ন মিশর হইতে ফিরিবার পূর্বেই অবশ্য ইওরোপীয় শক্তিসঙ্ঘের অগ্রগতি প্রতিহত করা সম্ভব হইয়াছিল। রুশ সেনাপতি সুভারোফ্ এবং ইংরাজ সেনাপতি ডিউক অব ইয়র্ক ফরাসী সৈন্যের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। ইংরেজ সেনাপতি ডিউক অব ইয়র্ক আন্‌কামার নামক চুক্তিদ্বারা সৈন্য অপসারণে স্বীকৃত হইলেন। অপর দিকে রুশ জার পল (Czar Paul) স্থলযুদ্ধে আর অংশ-গ্রহণ না করাই স্থির করিলেন। এই সময়ে ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে নেপোলিয়ন ইংলণ্ড ও অস্ট্রিয়ার নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী পিট্ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। ফরাসী সিংহাসনে বুর্‌বোঁ রাজবংশের পুনঃ-প্রতিষ্ঠার শর্ত না মানিলে তিনি সন্ধি স্থাপনে অস্বীকৃত হইলেন। প্রকৃতপক্ষে নেপোলিয়ন শত্রুপক্ষের মনোভাব বুঝিবার এবং কালক্ষেপ করিবার জন্যই এই প্রস্তাব প্রেরণ করিয়াছিলেন।

রুশ ও ইংরেজ সেনাপতিদের পরাজয়

রাশিয়ার যুদ্ধ ত্যাগ

ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী পিট্ কর্তৃক সন্ধির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত

পর বৎসর (১৮০০) নেপোলিয়ন ইতালিতে সসৈন্যে উপস্থিত হইলেন। কার্থেজীয় সেনাপতি হ্যানিবল-এর ন্যায় তিনিও আল্পস্ পর্বত অতিক্রম করিয়া ইতালিতে প্রবেশ করিলেন। ঐ বৎসরই তিনি ম্যারেংগো (Marengo)-এর যুদ্ধে অস্ট্রিয়াকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিয়া ইতালিতে ফ্রান্স যে-সকল স্থান হারাইয়াছিল তাহা পুনরুদ্ধার করিলেন। অপর দিকে ফরাসী সেনাপতি মোরো (Moreau) হোহেনলিনডেন (Hohenlinden)-এর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ভিয়েনার প্রবেশপথে উপস্থিত হইলেন। ম্যাকডোনাল্ড নামে অপর একজন ফরাসী সেনাপতি অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। পরিস্থিতি বিবেচনায় অস্ট্রিয়া লুনিভাইল (Luneville) নামক সন্ধি স্বাক্ষর করিতে স্বীকৃত হইল (১৮০১)। এই সন্ধিতে অস্ট্রিয়া ক্যাম্পো-ফরমিও'র সন্ধির শর্তাদি পুনরায় স্বীকার করিয়া লইল। ইহা ভিন্ন বাটাভিয়ান, সিস্-এল্‌পাইন, হেল্‌ভেশিয়ান প্রজাতন্ত্রকেও অস্ট্রিয়া স্বীকার করিয়া লইল। রাইন নদীর বামতীরস্থ অঞ্চলে এবং বেলজিয়ামের উপর ফরাসী আধিপত্য, অস্ট্রিয়া কর্তৃক স্বীকৃত হইল।

ম্যারেংগোর যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার পরাজয়

লুনিভাইল-এর সন্ধি

বাটাভিয়ান, সিস-এল্‌পাইন, হেল্‌ভেশিয়ান প্রজাতন্ত্র অস্ট্রিয়া কর্তৃক স্বীকৃত

এই সময় হইতে নেপোলিয়ন এক বিশাল ফরাসী ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য পুনরায় গঠনের জন্য তিনি নৌ-বিভাগের উন্নতির দিকে মনোযোগ দিলেন। তিনি স্যান ডোমিনিগো দ্বীপে ফরাসী অধিকার পুনরায় স্থাপনের চেষ্টা করিলেন এবং স্পেনকে লুইসিয়ানা নামক উপনিবেশটি ফ্রান্সকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করিলেন। অবশ্য এই স্থানটি অল্প-কালের মধ্যেই তিনি আমেরিকার নিকট বিক্রয় করিয়া দিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে ফরাসী অধিকৃত স্থানের মাধ্যমে নেপোলিয়ন ভারতীয়দের সহিত যোগাযোগ বৃদ্ধির নীতি অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

নেপোলিয়নের ফরাসী ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপনের ইচ্ছা

এদিকে কয়েক বৎসর যাবৎ ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া ইংলণ্ড ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের সহিত শান্তি স্থাপন করিল। এই শান্তি-চুক্তি এমিয়েন্স-এর সন্ধি (Peace of Amiens) নামে পরিচিত। সিংহল ও ত্রিনিদাদ ভিন্ন অপরাপর যে সকল ফরাসী উপনিবেশ ইংলণ্ড এই কয় বৎসরের যুদ্ধে অধিকার করিয়াছিল তাহা ফিরাইয়া দিল। ইহা ভিন্ন মিনরকা স্পেনকে এবং মাল্টা সেন্ট জনের সামন্তদের ফিরাইয়া দিল। অপরপক্ষে নেপোলিয়ন মিশর, ন্যাপল্‌স্ ও পোর্তুগাল হইতে সৈন্য অপসারণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। এইভাবে ইওরোপের দ্বিতীয় শক্তিসঙ্ঘের অবসান ঘটিল।

এমিয়েন্স-এর সন্ধি

ইওরোপীয় দ্বিতীয় শক্তিসঙ্ঘের অবসান

নেপোলিয়নের উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রধান কন্‌সাল্‌পদ লাভ করিয়াই নিবৃত্ত হইল না। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় শক্তিসঙ্ঘ বিনাশ করিয়া অধিকতর জনপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। তাঁহাকে যাবজ্জীবন কন্‌সাল্‌পদে নিযুক্ত করা হইল। ইহা রাজতন্ত্রেরই পূর্বাভাস বলা যাইতে পারে। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে এক রাজ-তান্ত্রিক বিদ্রোহ দেখা দিলে নেপোলিয়নের সমর্থকগণ যুক্তি দেখাইলেন যে, বংশপরম্পরায় নেপোলিয়ন পরি-বারের উপর শাসনভার না দিলে শান্তি বজায় রাখা কঠিন হইবে। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রজাতন্ত্রের মুখোস সম্পূর্ণ-ভাবে ত্যাগ করিয়া নিজেকে ফ্রান্সের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন। যাহা হউক, নেপোলিয়ন নিজে বলিলেন যে, ফরাসী রাজমুকুট

নেপোলিয়নের উচ্চাকাঙ্ক্ষা: যাবজ্জীবন কন্‌সাল্‌ নিযুক্ত

রাজতান্ত্রিক বিদ্রোহ ১৮০৩, নেপোলিয়নের সম্রাট-পদ-লাভ ১৮০৪

ধূলায় লুণ্ঠিত হইতেছিল, তিনি তাঁহার তরবারির সাহায্যে উহা মাথায় উঠাইয়া লইয়াছিলেন। বস্তুতপক্ষে সামরিক শক্তির উপরই তাঁহার সাফল্য নির্ভরশীল ছিল। নেপোলিয়ন তাঁহার সম্রাটপদ লাভের পশ্চাতে জনসাধারণের সমর্থন পাইবার জন্য গণভোট গ্রহণ করিলেন। নেপোলিয়নের নামের তখন এক সম্মোহিনী শক্তি সৃষ্টি হইয়াছিল কাজেই জনসাধারণ সকলেই এক বাক্যে তাঁহার সম্রাটপদ লাভ অনুমোদন করিল। ঐ সময় হইতেই নেপোলিয়নের আদেশে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য চিরতরে বিলুপ্ত হইল ও সেইস্থলে নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য স্থাপিত হইল।

সামরিক শক্তি দ্বারা নেপোলিয়নের সম্রাট পদ সমর্থিত: গণ-ভোটেও অনুরূপ সমর্থন লাভ

নেপোলিয়নের আভ্যন্তরীণ সংস্কার (Reforms of Napoleon): প্রথম কনসালপদ লাভ করিবার পর হইতেই নেপোলিয়ন ফরাসী জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য কতকগুলি সংস্কারকার্যে হস্তক্ষেপ করিলেন।

নেপোলিয়নের সংস্কারকার্যের পশ্চাতে তিনটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল প্রথমত তিনি জনহিতকর কার্য করিয়া জাতির কৃতজ্ঞতা ভাজন হইতে চাহিয়াছিলেন। এই কৃতজ্ঞতার মাধ্যমে নিজ শক্তি বৃদ্ধি করিবার চেষ্টাও তিনি করিয়াছিলেন দ্বিতীয়ত তিনি প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করিয়া নিজে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বাড়াইতে চাহিয়াছিলেন।* তৃতীয়ত, স্থায়ী কার্যকরী শাসনব্যবস্থা স্থাপন করিবার জন্যও কতক কতক সংস্কার একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল।

সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য: (১) কৃতজ্ঞতা ও জনপ্রিয়তা অর্জন, (২) খ্যাতি, (৩) কার্যকরী শাসন ব্যবস্থা স্থাপন

শাসনতান্ত্রিক ও গঠনমূলক সংস্কার (Administrative and Constructive Reforms): (কন্‌সালেট্ নামক শাসনব্যবস্থা ছিল এককেন্দ্রিক স্বৈরাচার। সুতরাং নামে প্রজাতান্ত্রিক হইলেও বাস্তবক্ষেত্রে ইহার সকল প্রকৃত ক্ষমতা কন্‌সালের হস্তে ন্যস্ত ছিল। এই কারণে কতকগুলি শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল। এই উদ্দেশ্যে (১) জনসাধারণ কর্তৃক সরকারী কর্মচারিগণের নির্বাচন ব্যবস্থা তখন হইতে লোপ করা হইল। উহার পরিবর্তে

এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা

* "I hope to leave to posterity a renown that may serve as an example or as a reproach to my successors"—Napoleon Quoted by Riker, p 349

প্রথম কন্‌সাল্ এবং পরে সম্রাটপদের সৃষ্টি হইলে সম্রাট কর্তৃক মনোনয়ন ব্যবস্থা গৃহীত হইল। (২) দেশকে পূর্বেকার ৮৩টি 'ডিপার্টমেন্ট' বা প্রদেশেই বিভক্ত রাখা হইল, কিন্তু এখন হইতে এই সকল বিভাগগুলিকে অধিকতর সুবিন্যস্ত করা হইল। (৩) প্রত্যেক 'ডিপার্টমেন্ট' বা প্রদেশে একজন করিয়া প্রিফেক্ট্ নিযুক্ত করা হইল। (৪) বিচার বিভাগের কাঠামোর কোন পরিবর্তন করা হইল না বটে, কিন্তু বিচারপতিগণ এখন হইতে প্রথম কন্‌সাল্ এবং পরে সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত হইতে লাগিলেন। এইভাবে শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রীকরণ করা হইল। (৫) নেপোলিয়ন ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে 'ব্যাঙ্ক অব ফ্রান্স' নামে ফরাসী জাতীয় ব্যাঙ্ক স্থাপন করিলেন। ব্যবসায়ী ও শিল্পিগণ এই প্রতিষ্ঠান হইতে যাহাতে অর্থ সাহায্য পায় সেই ব্যবস্থা করা হইল। (৬) ফরাসী মুদ্রানীতির আধুনিক নীতি-সম্মত সংস্কার সাধন করা হইল। কর দেওয়া নাগরিকদের একটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য -এই কথা তিনি ফরাসী নাগরিকদের ভালভাবে বুঝাইয়া দিয়া তাহাদের নাগরিক চেতনা বৃদ্ধি করিলেন। নূতন কর ধার্য করা হইল না বটে, তবে পুরাতন কর যাহাতে সম্পূর্ণভাবে আদায় হয় সেই বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইল। বহুকাল পরে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক অবস্থা সুষ্ঠু ও সুবিন্যস্ত হইল। ফলে, রাষ্ট্রের ব্যয়-ব্যাপারে কোনপ্রকার অমিতব্যয়িতা বা দুর্নীতির অবকাশ রহিল না। (৭) নূতন নূতন রাস্তা তৈয়ারী করা হইল এবং পুরাতন রাস্তার সংস্কার সাধন করা হইল। ইহার ফলে দেশের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নতি সাধিত হইল।

নির্বাচনমূলক ব্যবস্থার স্থলে নিয়োগের পদ্ধতি

প্রদেশগুলি সুবিন্যস্ত, প্রথমে কনসাল ও পরে সম্রাটের দ্বারা বিচারপতিগণ মনোনীত

ব্যাঙ্ক অব্ ফ্রান্স স্থাপন

মুদ্রানীতি পরিবর্তন, করদানে নাগরিক-চেতনা বৃদ্ধি

মিতব্যয়িতা ও ন্যায়পরায়ণতা, আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধি

(৮) নেপোলিয়নের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত এবং গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার হইল তাঁহার আইন-বিধি (Code Napoleon)। কন্‌ভেন্‌শন্ ফরাসী আইন-বিধির সংস্কারের চেষ্টা পূর্বে একবার করিয়াছিলেন, কিন্তু নেপোলিয়ন তাহা কার্যে পরিণত করিলেন। দেশের আইনজ্ঞদের এক পরিষদ আইন-সংস্কারের কার্যে

নেপোলিয়ন আইন-বিধি (Code Napoleon)

সম্পন্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু নেপোলিয়ন স্বয়ং এবিষয়ে পরিকল্পনা প্রস্তুত এবং পরিদর্শন করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সংস্কারের ফলই 'নেপোলিয়ন আইন-বিধি' (Code Napoleon) নামে পরিচিত।

আইনের চক্ষে সমতা: ইওরোপের নিকট দৃষ্টান্তস্বরূপ

আইনের চক্ষে ব্যক্তিমাত্রেরই সমতা এই আইন-বিধিই সর্বপ্রথম স্থাপন করিল। পূর্বে ইওরোপের কোন দেশেই আইনের প্রয়োগ সকলের ক্ষেত্রে সমান ছিল না। স্বভাবতই 'নেপোলিয়ন আইন-বিধি' সমগ্র ইওরোপের সম্মুখে এক দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। এই আইন-বিধির অনুকরণেই ইওরোপে দেশগুলির পরবর্তী আইন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হইয়াছিল। ইওরোপে এমন কোন দেশ নাই যাহার আইন-কানুন কোন-না-কোনভাবে নেপোলিয়নের আইন-বিধির নিকট ঋণী নহে।

জাতীয় শিক্ষার উন্নতি: প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল স্থাপন

শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য সরকারের প্রতি আনুগত্য সৃষ্টি

(৯) নেপোলিয়ন জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা স্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন। এই কারণে তিনি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল স্থাপন করেন, কিন্তু তিনি মনে করিতেন যে, শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্যই হইল সরকারের অনুগত নাগরিক সৃষ্টি করা। স্কুলের শিক্ষকগণ হইবেন সরকারের প্রতি অটল আনুগত্যসম্পন্ন এবং তাঁহারা ছাত্রদিগকেও অনুরূপ আনুগত্য প্রদর্শনে উদ্বুদ্ধ করিবেন। কোন নূতন রাজনৈতিক আদর্শ সম্পর্কে কাহারো কোন সচেতনতার সৃষ্টি হউক, ইহা নেপোলিয়ন চাহিতেন না।* বলা বাহুল্য, ইহা স্বৈরাচারী শাসক-সুলভ মনোবৃত্তির-ই পরিচায়ক।

সামরিক ও বেসামরিক উপাধিদানের ব্যবস্থা, বেকার সমস্যা দূর করিবার চেষ্টা

(১০) সামরিক ও বেসামরিক বিভাগে যে-সকল কর্মচারী রাষ্ট্রসেবায় পরাকাষ্ঠা দেখাইবে তাহাদিগকে উপযুক্ত সম্মান ও উপাধিদানের ব্যবস্থা করা হইল। (১১) বেকার সমস্যা দূর করিবার উদ্দেশ্যে নেপোলিয়ন নানাপ্রকার জাতীয় পরিকল্পনা কার্যকরী করিতেও সচেষ্ট হইলেন।

* "The purpose of the schools he felt to be the rearing of devoted citizens, taught by men with 'fixed principles'—as he put it. He was in fact, too much of an autocrat to countenance anything likely to lead to a demand for political change." Riker, p. 350.

ধর্মাধিষ্ঠান-সংক্রান্ত সংস্কার (Religious Reforms) :

সরকারের প্রতি আনুগত্য সৃষ্টিতে চার্চের গুরুত্ব

নেপোলিয়ন মনে করিতেন যে, সরকারের প্রতি আনুগত্য সৃষ্টি করিতে চার্চের যথেষ্ট গুরুত্ব রহিয়াছে। ইহা ভিন্ন চার্চের ঐক্য স্থাপিত হউক ইহাও তাঁহার কাম্য ছিল। এই কারণে তিনি পোপের সহিত ফরাসী চার্চের যোগাযোগ পুনরায় স্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন। Civil Constitution of the Clergy পাস হওয়ার পর হইতেই ফরাসী চার্চ ও পোপের মধ্যে বিরোধ শুরু হইয়াছিল। নেপোলিয়ন এই বিরোধ মিটাইয়া ফেলিলেন। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের 'ধর্ম-মীমাংসা' (Concordat of 1801) দ্বারা স্থির হইল যে, ফরাসী চার্চের উধ্বর্তন যাজকগণ প্রথম

পোপের সহিত বিরোধের মীমাংসা (Concordat, 1801)

রাষ্ট্রকর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং পোপ কর্তৃক এই নিয়োগ অনুমোদিত হইবে; অপর দিকে, নিম্নস্তরের যাজকগণকে বিশপগণ নিযুক্ত করিবেন, কিন্তু এই নিয়োগ সরকার কর্তৃক আনুমোদিত হইবে। যাজকগণ সরকার হইতে বেতন পাইবেন। নেপোলিয়ন এইভাবে পোপের সহিত বিরোধের মীমাংসা করিলেন, এবং পরোক্ষভাবে চার্চের উপর নিজ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

সমালোচনা (Criticism) : নেপোলিয়নের সংস্কার ফরাসী জাতীয় জীবনের এক ব্যাপক পুনরুজ্জীবন সাধন করিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি স্বৈরাচারী নীতি গ্রহণ করিয়া বিপ্লবের ধ্বংসাত্মক শক্তিকে প্রতিহত করিয়াছিলেন। তথাপি বিপ্লব-প্রসূত সাম্যনীতি, জনকল্যাণ প্রভৃতি উদার নীতিও তিনি এই স্বৈরাচারের সহিত যুক্ত করিয়াছিলেন। রাজনীতিক্ষেত্রে জনগণকে তিনি অংশ দান করেন নাই সত্য, কিন্তু জনগণের কল্যাণার্থে শাসনকার্য পরিচালনা করা নেপোলিয়নের অভিপ্রেত ছিল, ইহা অনস্বীকার্য।*

জাতীয় জীবনের পুনরুজ্জীবন :

বিপ্লবের ধ্বংসাত্মক শক্তি নাশ

জনকল্যাণের সহিত স্বৈরাচারের সামঞ্জস্য-বিধান

---

* "By his work or reorganisation Napoleon purged the Revolution of the features which seemed to make for chaos, and retained those which might be calculated to bring out merit and to render the state a more efficient machine. In that sense he harnessed the Revolution to the chariot of autocracy." *Ibid*, p. 351.

ফরাসী সাম্রাজ্য ঃ নেপোলিয়ন (The French Empire : Napoleon) : ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়নের সম্রাটপদ-লাভ কন্‌সালেট্ আমলের স্বৈরাচারী একক শাসনের পরিসমাপ্তি এবং অবশ্যম্ভাবী পরিণতি মাত্র। কেবলমাত্র সামরিক শক্তির উপর নির্ভর করিয়াই নেপোলিয়ন সম্রাটপদ লাভ করিয়াছিলেন এমন নহে, জনসাধারণের বিপুল ভোটাধিক্যেও তাহা সমর্থিত হইয়াছিল। এদিক হইতে বিচার করিলে নেপোলিয়নের একক আধিপত্যের পশ্চাতে ফরাসী জনগণের সমর্থন ছিল এবং সেই হেতু উহা আইনত গ্রাহ্য ছিল বলা যাইতে পারে।

সম্রাটপদ-লাভ কন্‌সালেট্ পদ্ধতির চরম পরিণতি মাত্র

জনগণের সমর্থন লাভ

নেপোলিয়ন নিজ মর্যাদা অনুযায়ী রাজসভা গঠন করিতে কার্পণ্য করিলেন না। প্যারিসবাসিগণ পুনরায় রাজপদের মর্যাদা এবং রাজসভার আড়ম্বর দেখিয়া আনন্দই পাইল। নেপোলিয়ন ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে পোপের সহিত ফরাসী চার্চের দ্বন্দ্ব মিটাইয়া ফেলিয়া ক্যাথলিক ধর্ম ও ধর্মাধিষ্ঠানের পুনঃস্থাপক হিসাবে অসংখ্য ধর্মভীরু দেশবাসীর আন্তরিক শ্রদ্ধা অর্জন করিলেন।

রাজসভা গঠন: ক্যাথলিক চার্চের পুনঃপ্রবর্তন

সম্রাটের অধীনে উচ্চপদস্থ কর্মচারী লইয়া রাজসভা গঠিত হইল। গ্র্যাণ্ড ইলেক্টর, আর্চ চ্যান্সেলর, আর্চ ট্রেজারার, গ্র্যাণ্ড এ্যাডমিরাল, গ্র্যাণ্ড মার্শাল প্রভৃতি বিভিন্ন কর্মচারী এই সভায় স্থান পাইলেন।

রাজসভার সদস্যগণ

কন্‌সালেট্-এর আমলে যেরূপ সিনেট, কাউন্সিল-অব-স্টেট্, ট্রিবিউনেট্ ও আইনসভা—এই চারিটি বিভিন্ন সভা ও সমিতি কন্‌সাল্‌গণকে সাহায্য করিত, সেইরূপ ব্যবস্থা এখনও রহিল বটে, কিন্তু এই সকলেরই ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে সম্রাটের ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল রহিল।

বিভিন্ন সভা-সমিতি সম্রাটের উপর নির্ভরশীল

ফরাসী জাতি সম্রাটের অধীনে আসিতে স্বীকৃত হইল কেন? (Why did the French nation agree to come under the Emperor) : নেপোলিয়ন কর্তৃক ফরাসী সাম্রাজ্যের স্থাপন বিপ্লবের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সাম্রাজ্যের উত্থানই হইল

বিপ্লবের শেষ পর্যায়। প্রজাতান্ত্রিক ফ্রান্স পুনবায় একক অধিনায়কত্বের অধীনে আসিতে স্বীকৃত হইল কেন সেই প্রশ্ন স্বভাবতই বিস্ময়ের উৎপাদন করিবে। স্বৈরাচারী শাসকের অধীনতামুক্ত হইয়া ব্যক্তিস্বাধীনতা ও শাসনকার্যে অংশ গ্রহণের অধিকার পাওয়ার পরও ফরাসী জাতি সামরিক স্বৈরাচারের অধীনে আসিতে দ্বিধাবোধ না করিবার কয়েকটি বিশেষ যুক্তি ছিল।

সাম্রাজ্যের উত্থান—বিপ্লবের শেষ পর্যায়

ফ্রান্সের স্বৈরাচারী শাসন মানিয়া লওয়ার পশ্চাতে যুক্তি

প্রথমত বিপ্লব শুরু হওয়ার পর হইতে নেপোলিয়নের সম্রাট হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ফ্রান্সে নানাপ্রকার রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। নানাপ্রকার শাসনতান্ত্রিক অভিজ্ঞতা, নানাপ্রকার ভাগ্যবিবর্তনের মধ্য দিয়া ফরাসী জাতিকে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। অনিশ্চয়তা ও বীভৎসতায় তাহারা এত বেশি অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল যে, তাহারা ক্রমেই শান্তির জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছিল। নেপোলিয়নের ন্যায় সুদক্ষ সমর-নায়কের অধীনে শান্তি স্থাপিত হইবে এই বিশ্বাস তাহাদের ছিল। ঐ সময়ে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো ছিল একেবারে বিধ্বস্ত, রাজনৈতিক জীবন পর্যুদস্ত, জনমত দিশাহারা—এইরূপ অবস্থায় নেপোলিয়নের ন্যায় নিয়মশৃঙ্খলায় বিশ্বাসী দৃঢ়চেতা সমর-নায়কের হাতে শাসনকার্যের সম্পূর্ণ ভার ন্যস্ত হইলে ফরাসী জাতি স্বভাবতই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল, জাতির মনে এক গভীর আশার সঞ্চার হইল।

শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনে শ্রান্ত ফরাসী জাতি শান্তির জন্য উদ্‌গ্রীব

দ্বিতীয়ত, নেপোলিয়ন ছিলেন সাধারণ শ্রেণীর লোক। বংশের আভিজাত্য তাঁহার ছিল না। সাধারণ শ্রেণীর লোক হইয়া ফ্রান্সের শাসনকার্যের সর্বোচ্চ ক্ষমতা এবং সম্রাটের মর্যাদালাভের মধ্যে ফরাসী জাতি গণতান্ত্রিক সাম্যনীতির জয় দেখিতে পাইল। নেপোলিয়নের অধীনে পূর্বেকার অভিজাত-প্রধান শাসনব্যবস্থা বা সমাজ পুনঃস্থাপিত হইবে না—ইহাও তাহারা বুঝিল। অভিজাত সম্প্রদায়ের পতনের ফলে জনসাধারণ যে সকল জমি দখল করিয়াছিল সেগুলি নেপোলিয়নের ন্যায় সম্রাটের অধীনে ফিরাইয়া দিবার প্রশ্ন উঠিবে না সেই বিশ্বাসও তাহাদের ছিল।

নেপোলিয়নের সম্রাট পদ লাভ গণতান্ত্রিক নীতির পরিচায়ক: অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রাধান্য পুনঃস্থাপিত হওয়ার প্রশ্ন লোপ

তৃতীয়ত, কন্‌সালেট্‌-এর শাসন এবং পরে প্রথমে কন্‌সালের একক-প্রাধান্য এবং ঐ সময়ে যে-সকল জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল তাহাতে নেপোলিয়নের কার্যপন্থা শান্তি-শৃঙ্খলার অনুকূল হইবে, সে বিষয়ে জনসাধারণের মনে কোন সন্দেহ ছিল না।

নেপোলিয়নের শাসন শান্তি ও শৃঙ্খলার অনুকূল হওয়ার ধারণা

চতুর্থত, নেপোলিয়নের অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব ফরাসী জাতির উপর এক সম্মোহিনী মন্ত্রের ন্যায় কাজ করিয়াছিল। "নেপোলিন"-এর নামে ফরাসী জাতি তখন অভূতপূর্ব গৌরব বোধ করিত। নেপোলিয়নের অন্তর্দৃষ্টি ও তাঁহার জনহিতৈষণা তাঁহাকে ফরাসী জাতির অভিপ্রেত স্থায়ী সাম্যপন্থী শাসনব্যবস্থা স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। জনসাধারণকে শাসনব্যবস্থায় অংশ না দিলেও জনসাধারণ যাহা চাহিয়াছিল তাহা দিতে নেপোলিয়ন সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সকল কারণে ফরাসী জাতি নেপোলিয়নের স্বৈরাচারী শাসন নির্বিবাদে মানিয়া লইয়াছিল।

'নেপোলিয়ন' নামের সম্মোহিনী শক্তি, জনকল্যাণের ইচ্ছা

নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য ও বিপ্লব (Napoleonic Empire & the Revolution): নেপোলিয়নের স্বৈরাচারী সম্রাটপদ গ্রহণ এবং ইওরোপে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপন আপাত-দৃষ্টিতে বিপ্লবের মূল গণতান্ত্রিক নীতি ও বিপ্লবী-ধারার পরিপন্থী মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে এই ধারণা যে ভ্রমাত্মক সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিবে না। প্রথমত, সাম্রাজ্যের উৎপত্তি কোন আকস্মিক ঘটনাসম্ভূত নহে। বিপ্লবের বিবর্তনেই সাম্রাজ্যের উৎপত্তি ঘটিয়াছিল। সুতরাং সাম্রাজ্যকে বিপ্লবের শেষ পর্যায় হিসাবে গণ্য করিতে হইবে। 'ডাইরেক্টরী'র পর কন্‌সালেট্‌ এবং তারপর সমগ্র জীবনব্যাপী নেপোলিয়নকে প্রথম কন্‌সাল্‌ নিযুক্ত করা—এই সকল পদক্ষেপের শেষ পরিণতি হিসাবেই সম্রাট পদ সৃষ্টি হইয়াছিল। ডাইরেক্টরী বা কন্‌সাল্‌ আমলে বিপ্লবের যদি অবসান ঘটিয়া না থাকে তবে সম্রাট-পদ সৃষ্টিতে তাহা ঘটিয়াছিল এই কথা বলা যাইবে কিরূপে? দ্বিতীয়ত, নেপোলিয়ন সমগ্র ইওরোপে ফরাসী-সাম্রাজ্য বিস্তার-নীতি গ্রহণ

নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য বিপ্লবের অ-পরিপন্থী

সম্রাট-পদ কন্‌সাল-পদের চরম পরিণতি-মাত্র

করিয়া ইওরোপের সর্বত্র বিপ্লবের প্রভাব বিস্তারে সাহায্য করিয়াছিলেন। ফরাসী সাম্রাজ্য গঠনের পূর্বে ফ্রান্সের প্রতিবেশী ইতালি দেশ ভিন্ন অপর কোথাও বিপ্লবের প্রভাব বিস্তারলাভ করে নাই। নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য বিস্তৃতিই অপরাপর দেশে বিপ্লবের ধারা প্রবাহিত করিতে সাহায্য করিয়াছিল। সম্রাট পদ গ্রহণের কয়েক বৎসর পর পর্যন্ত নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য-নীতি বিপ্লবের প্রসারে সাহায্য করিয়াছিল। টিলজিট্ (Tilsit)-এর সন্ধি (১৮০৭) পর্যন্ত নেপোলিয়নের যুদ্ধনীতি এবং উহার আনুষঙ্গিক অপর রাজ্যগ্রাস-নীতি ইওরোপীয় শক্তি-সমবায়ের প্রত্যুত্তর হিসাবেই অনুসৃত হইয়াছিল বলা যাইতে পারে, কারণ ঐ সময় পর্যন্ত ইওরোপীয় দেশগুলি ফরাসী বিপ্লবের বিরোধিতা করিতেছিল। টিলজিট্-এর সন্ধির পর হইতে অবশ্য নেপোলিয়নের ব্যক্তিগত প্রাধান্য ও সর্বগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী নীতি ইওরোপকে নেপোলিয়নের শত্রুতে পরিণত করিয়াছিল—বিপ্লবের নহে। ঐ সময়ে নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য-নীতি বিপ্লবের মূল উদ্দেশ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল বলা যাইতে পারে। চতুর্থত, নেপোলিয়ন কর্তৃক জার্মানি ও ইতালি দখল তাঁহার ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ-প্রসূত হইলেও বিপ্লবের প্রভাব-বিস্তারে এবং দুই দেশের ভবিষ্যৎ ইতিহাস-গঠনে নেপোলিয়নের অসীম অবদান রহিয়াছে। মধ্যযুগীয় সামাজিক ব্যবস্থা, রাজনৈতিক অনৈক্য, মধ্যযুগীয় আইন-কানুনের অসমতা দূর করিয়া এবং শাসনব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ করিয়া নেপোলিয়ন ভবিষ্যতে এই দুই দেশের রাজনৈতিক ঐক্যের পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের অংশ হিসাবে শাসিত হওয়ার ফলে এই দুই দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ভেদাভেদ দূর হইয়া এক গভীর জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হইয়াছিল। নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যাধীনে আসিবার ফলে গণতন্ত্র ও জাতীয়তার ক্ষেত্রে এই সকল দেশের অধিবাসিগণ এক অতি মূল্যবান্ শিক্ষা লাভ করিয়াছিল, সন্দেহ নাই।

সাম্রাজ্য-সৃষ্টির ফলে ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব ইওরোপের সর্বত্র বিস্তৃত

টিলজিট্-এর সন্ধি পর্যন্ত ইওরোপীয় দেশগুলি বিপ্লবের শত্রুতা-সাধনে তৎপর

পরবর্তী কালের ইওরোপ নেপোলিয়নের সর্বগ্রাসী সাম্রাজ্য-নীতির ফলে শত্রুতে পরিণত

জার্মান ও ইতালির ভবিষ্যৎ ইতিহাসে নেপোলিয়নের অবদান

ইতালি ও জার্মানিতে গণতন্ত্র ও জাতীয়তা-বোধের সৃষ্টি

পঞ্চমত, আভ্যন্তরীণ শাসন-নীতি এবং পররাষ্ট্র-নীতি উভয় দিক দিয়াই নেপোলিয়ন কন্‌ভেন্‌শন্‌ ও কন্‌সালেট্‌-এর নীতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন। উপরি-উক্ত দৃষ্টিভঙ্গি হইতে দেখিলে নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য বিপ্লবের 'ইওরোপীয় পর্যায়' বলা যাইতে পারে। সুতরাং নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য বিপ্লবের সর্বনাশ সাধন না করিয়া বিপ্লবের বিস্তার সাধন করিয়াছিল *

নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য বিপ্লবের সর্বনাশ সাধন না করিয়া বিপ্লবের বিস্তৃতিতে সাহায্যদান

নেপোলিয়ন ও ফরাসী বিপ্লব : (Napoleon and the French Revolution) : বিপ্লব সম্পর্কে নেপোলিয়নের মনোভাব কি ছিল এবং নেপোলিয়ন ও বিপ্লবের মধ্যে কি সম্পর্ক ছিল তাহা তাঁহারই দুইটি উক্তি হইতে স্পষ্টভাবে বুঝা যায়।

"আমি-ইবিপ্লব" : "আমি-ই বিপ্লবকে ধ্বংস করিয়াছি"

এক সময়ে নেপোলিয়ন "আমি-ই বিপ্লব" (I am the Revolution) এই উক্তি করিয়াছিলেন। অপর এক সময়ে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি-ই বিপ্লবকে ধ্বংস করিয়াছি" (I destroyed the Revolution)।

আপাতদৃষ্টিতে এই দুইটি পরস্পর-বিরোধী উক্তি

আপাতদৃষ্টিতে এই দুইটি উক্তি পরস্পর-বিরোধী, ইহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু একটু গভীরভাবে দেখিলে এই দুই উক্তির সত্যতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া যাইবে।

নেপোলিয়ন গণতান্ত্রিক সাম্যনীতির প্রতীক

(১) বিপ্লবের ফলে ফরাসী জনসমাজের মধ্যে যে সমতা স্থাপিত হইয়াছিল তাহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শনই ছিলেন নেপোলিয়ন স্বয়ং। সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া নেপোলিয়নের সম্রাট-পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার মধ্যে ধনী-দরিদ্র ও বংশমর্যাদা-নির্বিশেষে ক্ষমতা ও প্রতিভা থাকিলে উন্নতির পথ সকলের নিকট সমভাবে উন্মুক্ত থাকিবে—এই গণতান্ত্রিক নীতির জয় পরিলক্ষিত হয়। এদিক দিয়া নেপোলিয়ন বিপ্লব-প্রসূত সাম্যনীতির প্রতীক হিসাবে বিবেচিত হইতে পারেন। (২) আইনের চক্ষে সকলকেই

আইনের দৃষ্টিতে সমতা

* "Empire was not an interruption, but an extension of the Revolution." Guedalla, p. 225.

সম-মর্যাদায় স্থাপন করিয়া নেপোলিয়ন বিপ্লবের একটি প্রধান নীতিকে স্থায়িত্ব দান করিয়াছিলেন। (৩) তিনি ইওরোপের বিভিন্ন দেশের আক্রমণের বিরুদ্ধে ফ্রান্সকে রক্ষা করিয়া বিপ্লবকে বাঁচাইয়া রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। উপরন্তু তিনিই ইওরোপীয় দেশগুলিকে ফরাসী সাম্রাজ্যাধীনে আনয়ন করিয়া বিপ্লবের প্রভাব ইওরোপে বিস্তার করিয়াছিলেন। এদিক দিয়া বিচার করিলে তিনি "নিজেই বিপ্লব" অর্থাৎ বিপ্লবের প্রতীক, বলা ভুল হইবে না।

ফরাসী বিপ্লবের সমাজনীতি রক্ষা, ইওরোপীয় দেশগুলিকে সাম্রাজ্যাধীনে আনিয়া বিপ্লবের প্রভাবে প্রভাবিত

অপরদিকে ঘন ঘন শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের ফলে ফরাসী জাতির মধ্যে যে ভয়াবহ অভিজ্ঞতা ও শ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার সুযোগ লইয়া নেপোলিয়ন স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন। জাতি কি চাহিতেছে তাহা বুঝিবার মত অন্তর্দৃষ্টি তাঁহার ছিল। ফরাসী জাতি তখন ব্যক্তি-স্বাধীনতার বিনিময়েও সুদৃঢ় স্থায়ী শাসনব্যবস্থার অধীনে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। নেপোলিয়ন পূর্বকালীন গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বিফলতার কথা স্মরণ করিয়া একমাত্র স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার মাধ্যমেই দেশে শান্তি স্থাপন সম্ভব এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। কন্‌ভেন্‌শনের আমল হইতেই স্বৈরাচারী শাসনের প্রয়োজনীয়তা দিন দিনই অধিকতর প্রকট হইয়া উঠিতেছিল। সুতরাং সম্রাট-পদ গ্রহণের পূর্বে কনসাল হিসাবেই তিনি গণতান্ত্রিক বাহ্যরূপের অন্তরালে স্বৈরাচারী একক-অধিনায়কত্ব-স্থাপনে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছিলেন। তিনি শাসনব্যাপারে জনগণের কোন অধিকার রাখেন নাই। কিন্তু শাসনব্যবস্থা শাসিতের উপকারার্থে পরিচালনা করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, তাহা অনস্বীকার্য। স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী—বিপ্লবের এই তিনটি আদর্শের প্রথমটিই অর্থাৎ স্বাধীনতা তিনি স্থাপন করেন নাই, কিন্তু অপর দুইটি তিনি সম্পূর্ণভাবে স্থাপন করিয়াছিলেন। বস্তুতপক্ষে ঐ সময়ে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থা-ই রাজনৈতিক জটিলতার

আভ্যন্তরীণ অবস্থা : স্বৈরাচারী শাসন-স্থাপনের প্রয়োজন

পূর্বকালীন গণতান্ত্রিক শাসনের বিফলতার ফলে স্বৈরাচারী শাসন জনগণ কর্তৃক সমর্থিত

শাসনকার্যে জনগণের অংশ না থাকিলেও শাসনকার্য ছিল জন-কল্যাণকর

জন্য দায়ী ছিল। এদিক দিয়া তিনি বিপ্লবের অবাঞ্ছিত নীতিগুলির অবসান ঘটাইয়া বিপ্লবের মূল্যবান কতকগুলি অবদানকে স্থায়ী করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই কারণে তিনি নিজেকে 'বিপ্লব' এবং 'বিপ্লবের ধ্বংসকারী' এই উভয় রূপেই বর্ণনা করিয়াছিলেন।

অবাঞ্ছিত নীতির অবসান ও মূল্যবান অবদানকে স্থায়িত্ব দান

সম্রাট নেপোলিয়ন ও ইওরোপ (Napoleon & Europe): ১৮০২ খ্রীস্টাব্দে এমিয়েন্স্ (Amiens)-এর সন্ধি দ্বারা ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে শান্তি স্থাপনের সংগে সংগে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় শক্তিসংঘের অবসান ঘটে। কিন্তু এই শান্তি অধিককাল স্থায়ী হইল না। নেপোলিয়ন পাইডমণ্ট্, জেনোয়ার প্রজাতন্ত্র, ইতালির প্রজাতন্ত্র, হল্যাণ্ড ও সুইট্জারল্যাণ্ডের প্রজাতন্ত্রকে সম্পূর্ণভাবে ফ্রান্সের দখলে আনিলে ইংলণ্ড এমিয়েন্স্-এর সন্ধির শর্ত অনুযায়ী মাল্টা ত্যাগ করিতে রাজী হইল না। ইহা ভিন্ন ঐ সময়ে ইংলণ্ডের সংবাদপত্রগুলি নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করিতে লাগিল। নেপোলিয়ন ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াও সংবাদপত্রগুলির অপমান সূচক আক্রমণ বন্ধ করিতে সক্ষম হইলেন না।

ইতালি, হল্যাণ্ড, সুইট্জারল্যাণ্ড প্রভৃতি প্রজাতন্ত্র নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যভুক্ত: এমিয়েন্স্-এর সন্ধির শর্তভঙ্গ

১৮০৩ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে ব্রিটিশ নৌবহর ফরাসী বাণিজ্য-পোত আক্রমণ করিলে ফ্রান্সে ভ্রমণ করিতে আসিয়াছে এইরূপ প্রায় এক হাজার ইংরেজ ভ্রমণকারীকে নেপোলিয়ন বন্দী করিলেন এবং হ্যানোভার ও ন্যাপল্স্ দখল করিলেন। প্রত্যুত্তরে ইংলণ্ডের উদ্যোগে অস্ট্রিয়া, রাশিয়া ও ইংলণ্ডের মধ্যে এক মিত্রতা স্থাপিত হইল। এইভাবে নেপোলিয়নও ইওরোপে তৃতীয় শক্তিসংঘের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন।

নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ইংরেজী সংবাদপত্রের হীন প্রচারকার্য: ইংলণ্ড কর্তৃক ফরাসী নৌবহর আক্রমণ: ফ্রান্স কর্তৃক ন্যাপল্স্ ও হ্যানোভার দখল, তৃতীয় শক্তিসংঘ স্থাপন

ট্রাফালগার (Trafalgar)-এর নৌ-যুদ্ধে ইংরেজ নৌসেনাপতি নেল্সনের তৎপরতায় ফরাসী নৌবাহিনী পরাজিত হইল (অক্টোবর ২১, ১৮০৫)। নেল্সন এই যুদ্ধে প্রাণ হারাইলেন। ট্রাফালগারের পরোক্ষভাবে যুদ্ধ

ট্রাফালগারের নৌ-যুদ্ধ: ইংলণ্ডের জয়—নেল্সনের মৃত্যু

নেপোলিয়নের পতনের পথ প্রস্তুত করিয়াছিল। এই যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার ফলেই নেপোলিয়ন ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে 'কন্টিনেন্টাল সিস্টেম্' (Continental System) নামক সামুদ্রিক অবরোধ ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং এই অবরোধই তাঁহার পতনের অন্যতম প্রধান কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

ট্রাফালগারের যুদ্ধে পরাজয় নেপোলিয়নের পতনের প্রথম পদক্ষেপ

ট্রাফালগারের যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই নেপোলিয়ন অস্ট্রিয়ার সেনাপতিকে আলম্ (Ulm) নামক স্থানে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করেন এবং অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার যুগ্মবাহিনীকে অস্টার্লিজ্ (Austerlitz)-এর যুদ্ধে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিয়া (ডিসেম্বর ২, ১৮০৫) প্রেসবার্গের সন্ধি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করেন (ডিসেম্বর ২৬)। অস্ট্রিয়া এই সন্ধির শর্তানুসারে ভেনিস, ইস্ট্রিয়া, ডালম্যাশিয়া ইতালিকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। ইহা ভিন্ন অস্ট্রিয়া, নেপোলিয়নকে ইতালির রাজা বলিয়া স্বীকার করে; টাইরল নামক স্থানটি বেভেরিয়াকে এবং পশ্চিম জার্মানির অস্ট্রিয়ার স্থানগুলি উর্টেমবার্গ ও ব্যাডেন-এর নিকট ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। এই সন্ধির ফলে অস্ট্রিয়ার সহিত আড্রিয়াটিক সাগর ও রাইন নদীর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এদিকে প্রাশিয়াও ইংলণ্ডের পক্ষ গ্রহণ করিল। কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রাশিয়া জেনা (Jena) এবং অ্যারস্ট্যাডাট (Auerstadt)-এর যুদ্ধে ফ্রান্সের হস্তে পরাজিত হইয়া স্কনব্রুণ (Schonbrunn)-এর সন্ধি দ্বারা ইংলণ্ডের সহিত আদান-প্রদান বন্ধ করিতে বাধ্য হইল এবং বিনিময়ে ইংলণ্ডের জার্মানিস্থ হ্যানোভার নামক স্থানটি লাভ করিল। নেপোলিয়ন বিজেতা হিসাবে বার্লিনে উপস্থিত হইলেন।

আলম্ ও অস্টার্লিজের যুদ্ধে ফ্রান্সের জয় : প্রেসবার্গের সন্ধি

'জেনা ও অ্যারস্ট্যাডাট'-এর যুদ্ধে প্রাশিয়ার পরাজয় : স্কনব্রুণ-এর সন্ধি

১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়ন "কনফেডারেশন-অব-দি-রাইন" (Confederation of the Rhine) নামে জার্মান রাজগণের এক রাষ্ট্রীয় সঙ্ঘ স্থাপন করেন।* এই রাষ্ট্রীয় সঙ্ঘের নিরাপত্তার দায়িত্ব ছিল ফ্রান্সের উপর। এইভাবে ফ্রান্সের পূর্বসীমান্তে নেপোলিয়নের কর্তৃত্বাধীনে এক

কনফেডারেশন-অব-দি-রাইন
ফ্রান্সের সামরিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি

* Confederation of the Rhin econsisting of the kings of Bavaria, Wurtemburg, the Dukes of Baden, Hesse and Berg, the Archbishopric of Mainz and nine minor Princes.

মধ্যবর্তী (Buffer) রাজ্যের সৃষ্টি হইলে ফ্রান্সের সামরিক নিরাপত্তা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইল।

বার্লিন ডিক্রি (নভেম্বর, ১৮০৭)

'কন্‌ফেডারেশন-অব-দি-রাইন' গঠন করিয়া নেপোলিয়ন বার্লিন হইতে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে বাণিজ্যিক অবরোধ ঘোষণা করেন (নভেম্বর ২১, ১৮০৬)। ইহা 'বার্লিন ডিক্রি' (Berlin Decree) নামে খ্যাত।

ই-ল্য'র যুদ্ধে নেপোলিয়নের পরাজয়: ফ্রাইড্‌ল্যাণ্ডের যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়: টিলজিট্-এর সন্ধি (১৮০৭)

প্রাশিয়াকে পদানত করিয়া নেপোলিয়ন রাশিয়ার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। ই-ল্য (Eylau) নামক স্থানে নেপোলিয়ন রুশ সেনাবাহিনীর নিকট ভীষণভাবে পর্যাজিত হইলেন। কিন্তু দ্রুত নিজ সেনাবাহিনীকে পুনরায় সংগঠিত করিয়া তিনি ফ্রাইড্‌ল্যাণ্ড (Frieadland,-এর যুদ্ধে রাশিয়াকে পরাজিত করিলেন (জুন, ১৮০৭)। রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজাণ্ডার টিলজিট্ (Tilsit)-এর সন্ধি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইলেন।

'টিলজিট্' সন্ধির শর্তাদি

এই সন্ধির শর্তানুযায়ী (১) ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হইল। (২) রাশিয়ার জার নেপোলিয়নের ইওরোপের যাবতীয় রাজনৈতিক পরিবর্তন মানিয়া লইলেন। (৩) প্রাশিয়া রাজ্যের একাংশ লইয়া 'ওয়েস্ট-ফেলিয়া' নামক এক নূতন রাজ্য গঠিত হইল। ইহাব রাজা হইলেন নেপোলিয়নের কনিষ্ঠ ভ্রাতা জেরোম বোনাপার্টি। (৪) পোল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যবচ্ছেদ হইতে রাশিয়া যে সকল স্থান দখল করিয়াছিল তাহা লইয়া ওয়ারসো নামক ডাচি' (Duchy) স্থাপনের স্বীকৃতিও আলেকজাণ্ডারকে দিতে হইল। এই ডাচি টি স্যাক্সনির রাজার অধীনে স্থাপন করা হইবে স্থির হইল। (৫) জার আলেকজাণ্ডার ইংলণ্ডের সহিত নেপোলিয়নের বাণিজ্যিক দ্বন্দ্বে সাহায্য করিতে—অর্থাৎ ফ্রান্স কর্তৃক ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক অবরোধের সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন; বিনিময়ে নেপোলিয়ন আলেকজাণ্ডারকে সুইডেন ও তুরস্কের সম্পত্তি দখলে সাহায্য-দানে প্রতিশ্রুত হইলেন।

টিল্‌জিট্-এর সন্ধি (১৮০৭) নেপোলিয়নের ক্ষমতার চরম প্রকাশ বলিয়া

বিবেচিত হয়। সমগ্র মধ্য-ইওরোপ তখন নেপোলিয়নের পদানত। রাশিয়া নেপোলিয়নের অনুগত মিত্রশক্তি। আপাতদৃষ্টিতে এই সন্ধি নেপোলিয়নের চরম উন্নতির নিদর্শন হইলেও ঐ উন্নতির পশ্চাতেই তাঁহার ভবিষ্যতের পতনের বীজ নিহিত ছিল। এই সন্ধিতে উভয় পক্ষের স্বার্থও সমভাবে রক্ষিত হয় নাই। আর আলেকজাণ্ডার অদূর ভবিষ্যতেই এই সন্ধির প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করিয়া নেপোলিয়নের বিরোধী হইয়া উঠিলেন। এই দিক দিয়া বিচার করিলে টিলজিট-এর সন্ধির বাহ্যিক বিজয়গৌরবের অন্তরালে নেপোলিয়নের ভবিষ্যৎ পরাজয়ের বীজ নিহিত ছিল, বলা যাইতে পারে।

টিলজিট্-এর সন্ধির গুরুত্ব : নেপোলিয়নের ক্ষমতার চরম প্রকাশ : উন্নতির অন্তরালে পতনের বীজ নিহিত

কন্টিনেণ্টাল সিস্টেম্ (Continental System): টিলজিট্-এর সন্ধির পর নেপোলিয়ন ইংলণ্ডকে নির্বান্ধব অবস্থায় আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। 'হাতে' মারিতে না পারিয়া তিনি ইংরেজ জাতিকে 'ভাতে' মারিবার ব্যবস্থা করিলেন। তাই তিনি অর্থনৈতিক অস্ত্রে ব্রিটিশ শক্তিকে আঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি সমগ্র ইওরোপের বন্দরগুলিতে ইংলণ্ডের বাণিজ্য জাহাজের যাতায়াত বন্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। নেপোলিয়ন ইংরেজ জাতিকে "দোকানদারের জাতি" (Nation of shopkeeper) বলিয়া অভিহিত করিতেন। সেইজন্য অর্থনৈতিক চাপেই তাহারা বেশি বিব্রত হইবে ভাবিয়া তিনি ইতিপূর্বেই ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে বার্লিন ডিক্রি (Berlin Decree) জারি করিয়াছিলেন। এই ঘোষণা দ্বারা (নভেম্বর ১১, ১৮০৬) তিনি ইওরোপের কোন বন্দরে ইংলণ্ডে প্রস্তুত দ্রব্যাদির প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। এইভাবে নেপোলিয়নের কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেমের কার্য শুরু হইল। কিন্তু ইহার পূর্বেই কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেমের সূত্রপাত হইয়াছিল বলা যাইতে পারে। কারণ, ডাইরেক্টরীর শাসনকালেই ইংলণ্ডে প্রস্তুত দ্রব্যাদি ফ্রান্সে আমদানি করা নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল। এমন কি, কোন নিরপেক্ষ দেশের জাহাজে করিয়াও যদি কোন মাল আনিত এবং

'অর্থনৈতিক অস্ত্র' দ্বারা ইংলণ্ডকে আঘাতের চেষ্টা

বার্লিন ডিক্রি (১৮০৬)

পূর্ব হইতেই কন্টিনেণ্টাল সিস্টেম-এর সূত্রপাত

তাহা ইংলণ্ডে প্রস্তুত বলিয়া কোন সন্দেহের কারণ থাকিত তাহা হইলেও সেই সকল দ্রব্য ফ্রান্সে আমদানি করা চলিত না।

কন্টিনেন্টাল সিস্টেম-এর উদ্দেশ্য : (১) ইংলণ্ডকে আঘাত, (২) ফরাসী বাণিজ্যের প্রসার

নেপোলিয়নের কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেমের পশ্চাতে কেবলমাত্র যুদ্ধে জয়লাভের উদ্দেশ্যই ছিল এমন নহে, ইহার পশ্চাতে শিল্পক্ষেত্রে ফরাসী প্রাধান্য বৃদ্ধির ইচ্ছাও বলবতী ছিল।

ইংলণ্ড কর্তৃক পাল্টা অবরোধ : Orders-in-Council, ১৮০৭

ইংলণ্ড কর্তৃক ডেনমার্কের নৌবহর দখল : নেপোলিয়ন কর্তৃক মিলান ডিক্রি পাস

কন্টিনেন্টাল সিস্টেম-এর দুইটি অংশ (১) বার্লিন ডিক্রি, (২) মিলান ডিক্রি

বার্লিন ডিক্রির প্রত্যুত্তরে ইংলণ্ড "অর্ডার্স-ইন্-কাউন্সিল" (Orders-in-Council) পাস করিয়া ইওরোপের সকল বন্দরের পাল্টা অবরোধ ঘোষণা করিল (১৮০৭)। নিরপেক্ষ দেশগুলির পক্ষেও এই সকল বন্দরে বাণিজ্য করা নিষিদ্ধ হইল। ঐ বৎসরই ইংলণ্ড ডেনমার্ক আক্রমণ করিয়া ঐ দেশের নৌবহর দখল করিয়া লইল। ডেনমার্কের নৌবহর নেপোলিয়নের কবলে পড়িলে ফ্রান্সের নৌ-শক্তি বৃদ্ধি পাইবে, এই ভয়ে ইংলণ্ড ঐ পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল। অতঃপর নেপোলিয়ন "মিলান ডিক্রি" (Milan Decree) দ্বারা নিরপেক্ষ তথা যে-কোন দেশের জাহাজ ইংলণ্ডে পৌঁছিবার চেষ্টা করিলে তাহা ধৃত ও বাজেয়াপ্ত করা হইবে, এই আদেশ জারি করিলেন। সুতরাং নেপোলিয়নের কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেমের দুইটি অংশ ছিল—বার্লিন ডিক্রি ও মিলান ডিক্রি।

নেপোলিয়নের নৌ-শক্তির অভাব : রাশিয়ার সাহায্য

নিরপেক্ষ থাকিবেন

পোপের সহিত বিরোধ

নেপোলিয়নের পক্ষে কণ্টিনেন্টাল সিস্টেম কার্যকরী করা সম্ভব ছিল না। কারণ, এজন্য যে বিশাল নৌ-শক্তির প্রয়োজন ছিল তাহা নেপোলিয়নের ছিল না। টিলসিট্-এর সন্ধির দ্বারা নেপোলিয়ন জার আলেকজাণ্ডারকে কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম কার্যকরী করিতে বাধ্য করিলেন। পোপ এবিষয়ে জানাইলে নেপোলিয়ন তাঁহার রাজ্য দখল করিলেন এবং পোপকে একপ্রকার বন্দী করিয়া রাখিলেন। তথাপি তিনি এই ব্যবস্থা চালু রাখিতে পারিলেন না। তৎকালে শিল্পবিপ্লবের ফলে ইংলণ্ডই ইওরোপের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর উৎপাদন-কেন্দ্র

পরিণত হইয়াছিল। ইওরোপীয় বন্দরগুলির অবরোধ ঘোষণা করিবার ফলে ইওরোপীয় দেশগুলির দারুণ অসুবিধার সৃষ্টি হইল। ইহাতে একদিকে যেমন গোপনভাবে ব্যবসায়-বাণিজ্য চলিতে লাগিল অপর দিকে তেমনি নেপোলিয়নের প্রতি প্রত্যেক দেশেরই গভীর বিদ্বেষের সৃষ্টি হইল। ইহাতে ইংলণ্ডের বাণিজ্যেরও ক্ষতি হইতে লাগিল, এবং এমন কি অর্ডার্স-ইন-কাউন্সিল জারি করিবার ফলে ইংলণ্ড ও আমেরিকার মধ্যে এক যুদ্ধেরও সৃষ্টি হইল (১৮১২-১৪), তথাপি ইংলণ্ডের সর্বনাশ সাধন করিতে গিয়া নেপোলিয়ন নিজেরই সর্বনাশ ডাকিয়া আনিলেন। তাঁহার কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেমের ব্যর্থতা তিনি নিজেই প্রমাণ করিলেন। কারণ, তিনি নিজ সেনাবাহিনীর জন্য বুট জুতা গোপনে ইংলণ্ড হইতে আনাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেমের ফল : নেপোলিয়নের প্রতি ব্যাপক বিদ্বেষ

কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম কার্যকরী করিতে গিয়া নেপোলিয়ন পোর্তুগাল ও স্পেন অধিকার করিলেন। পোর্তুগাল চিরকালই ইংলণ্ডের অনুগত ছিল, কিন্তু নেপোলিয়নের চাপে পোর্তুগালকে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম মানিয়া লইতে হইল। ইংলণ্ডের বাণিজ্যদ্রব্যাদি বাজেয়াপ্ত করিতে রাজি না হওয়ায় নেপোলিয়ন পোর্তুগাল দখল করিয়া লইলেন। পোর্তুগাল দখল করিবার সূত্রে স্পেনও নেপোলিয়ন কর্তৃক অধিকৃত হইল। ব্যাসেল (Basel)-এর সন্ধির সময় হইতে (১৭৯৫) স্পেন ফ্রান্সের তাঁবেদার রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। নেপোলিয়ন এখন স্পেনের বুর্বোঁ বংশের অবসান করিতে চাহিলেন। পোর্তুগাল দখল করিবার অজুহাতে নেপোলিয়ন স্পেনে প্রায় এক লক্ষ সৈন্য সমাবেশ করিলেন এবং আকস্মিকভাবে স্পেনের শক্তিশালী চারিটি দুর্গ দখল করিলেন। স্পেনরাজ চতুর্থ চার্লস, রাণী মেরী লুই এবং মন্ত্রী গোডোয় পলায়ন করিতে গিয়া ধরা পড়িলেন। স্পেনবাসীরা রাজাকে তাঁহার পুত্র ফার্ডিনাণ্ডের পক্ষে সিংহাসনের দাবি ত্যাগ করিতে বাধ্য করিল। এদিকে পিতা-পুত্রের সিংহাসন লইয়া দ্বন্দ্বের সুযোগে নেপোলিয়ন নিজ ভ্রাতা যোসেফ বোনাপার্টিকে স্পেনের সিংহাসনে স্থাপন করিলেন।

পোর্তুগাল ও স্পেন অধিকার

ব্যাসেল-এর সন্ধি

নেপোলিয়ন কর্তৃক অন্যায়ভাবে স্পেন দখল : নিজ ভ্রাতাকে স্পেনীয় সিংহাসনে স্থাপন

সুইডেন নেপোলিয়নের কণ্টিনেন্টাল সিস্টেম মানিয়া লইতে অস্বীকার করিলে টিল্‌জিট্‌-এর সন্ধির শর্তানুযায়ী রাশিয়ার জার আলেকজাণ্ডার ফিন্‌ল্যাণ্ড আক্রমণ করিলেন। ইংলণ্ড সুইডেনের সাহায্যার্থে এক সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিল। এমন সময়ে সুইডেনের রাজা চতুর্থ গাস্টাভাসের মস্তিষ্ক বিকৃত হইলে ইংরেজবাহিনী সুইডেন ত্যাগ করিল। এই সুযোগে জার আলেক-জাণ্ডার সুইডেনকে কণ্টিনেন্টাল সিস্টেম মানিয়া লইতে বাধ্য করিলেন।

সুইডেন ও কন্টিনেন্টাল সিস্টেম: রাশিয়া কর্তৃক ফিন্‌ল্যাণ্ড আক্রমণ

নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য সংগঠন (Organisation of the Napoleonic Empire): ফরাসী শাসনতন্ত্রের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিজিত রাজ্যগুলির শাসনব্যবস্থারও পরিবর্তন সাধিত হইল। প্রজাতান্ত্রিক ফ্রান্সের আমলে বিজিত রাজ্যগুলিকে ফরাসী প্রজা-তন্ত্রের অধীনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্রে পরিণত করা হইয়া-ছিল। নেপোলিয়ন সম্রাটপদ লাভ করিলে স্বভাবতই প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থা আর চালু রহিল না। (১) পূর্বে-কার 'বাটাভিয়ান রিপাব্লিক' (Batavian Republic) হল্যাণ্ড রাজ্যে পরিণত হইল। নেপোলিয়নের ভ্রাতা লুই বোনাপার্ট তথাকার রাজা হইলেন। লুই বোনাপার্টের সুশাসনে সেখানে সাহিত্য, শিল্প, রাস্তাঘাট ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি হইল। হল্যাণ্ডের জটিল আইন-কানুনের স্থলে নূতন আইন-বিধি প্রবর্তিত হইল। কিন্তু কণ্টিনেন্টাল সিস্টেম প্রবর্তিত হইলে ওলন্দাজগণের মধ্যে এক গভীর নিরাশা দেখা দিল। লুই বোনাপার্ট নেপোলিয়নের নিকট প্রতিবাদ জানাইয়া রাজপদ ত্যাগ করিলেন (১৮১০)।

ফরাসী শাসনতন্ত্রের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্য-ব্যবস্থার পরিবর্তন

'বাটাভিয়ান রিপাব্লিক' হল্যাণ্ড রাজ্যে পরিণত: লুই বোনাপার্টকে রাজ-পদে স্থাপন

নেপোলিয়ন পূর্বেই 'ইতালির রাজা' উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি এখন তাঁহার উপ-পুত্র (step son) ইউজিনীকে ইতালির ভাইসরয় বা রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু টাস্কেনি, পাইডমণ্ট, লুকা ও জেনোয়া সরাসরিভাবে ফ্রান্সের শাসনাধীনে রহিল। রোম ও ক্যাম্পানা নগর দুইটি ফ্রান্সের সহিত যুক্ত করা হইল। ন্যাপল্‌স্‌ নামক দেশটিকে একটি

ইতালি রাজ্যে নেপোলিয়নের প্রতিনিধি বা ভাইসরয় নিযুক্ত

পৃথক রাজতান্ত্রিক দেশে পরিণত করা হইল। ক্রমে এই রাজ্যের সহিত সিসিলিকে যোগ করিবার ইচ্ছা নেপোলিয়নের ছিল। ন্যাপল্‌সের রাজা হইলেন নেপোলিয়নের অগ্রজ যোসেফ্‌ বোনাপার্টি। তিনিও আইন-কানুন ও শান্তি-শৃংখলার উন্নতি বিধান করিয়াছিলেন। সামন্ত-প্রথার উচ্ছেদ করিয়া শাসন-ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করিয়া এবং আইনের দৃষ্টিতে সকলকে সমপর্যায়ে স্থাপন করিয়া তিনি ন্যাপ্‌ল্‌সের জনগণের কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন।

ন্যাপ্‌ল্‌স্‌ স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত : যোসেফ বোনাপার্টি রাজা নিযুক্ত

ডালম্যাশিয়া ও ইস্ট্রিয়া নামক ইলিরিয় (Illyrian) প্রদেশ দুইটি নেপোলিয়নের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি জেনারেল মারমণ্ট্‌ কর্তৃক শাসিত হইত। ইনি তাঁহার কার্যের জন্য নেপোলিয়নের নিকট ব্যক্তিগতভাবে দায়ী ছিলেন।

ডালম্যাশিয়া ও ইস্ট্রিয়া নেপোলিয়নের নিজ আধিপত্যভুক্ত

(১) জার্মানির বিভিন্ন অংশ লইয়া বিভিন্ন রাজ্য গঠিত হইল। (ক) অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী সীমান্তরাজ্য গঠনের উদ্দেশ্যে নেপোলিয়ন বেভেরিয়া ও নিকটবর্তী কয়েকটি ক্ষুদ্র স্থান লইয়া একটি রাজতান্ত্রিক দেশ গঠন করিলেন। ম্যাক্সিমিলিয়ান যোসেফ্‌ ছিলেন এই রাজ্যের রাজা। (খ) বেভেরিয়া রাজ্য যাহাতে অধিকতর শক্তিশালী হইয়া না উঠিতে পারে সেইজন্য নেপোলিয়ন উহার পশ্চিম সীমায় উর্টেমবার্গ নামে একটি রাজ্য গঠন করিলেন। তথাকার ডিউক ফ্রেডারিক রাজা উপাধি লাভ করিলেন। (গ) দক্ষিণ-জার্মানিতে ব্যাডেন নামক অপর একটি ডিউক রাজ্য গঠিত হইল এবং তথাকার ইলেক্টর 'গ্র্যাণ্ড ডিউক' উপাধি লাভ করিলেন। (ঘ) এল্‌ব নদীর বাম তীরবর্তী প্রাশিয়ার রাজ্যাংশে এবং হেসি-ক্যাসেল লইয়া নেপোলিয়ন টিল্‌জিটের সন্ধির সময়েই ওয়েস্টফেলিয়ার রাজ্য গঠন করিয়াছিলেন। তথায় নেপোলিয়নের ভ্রাতা জেরোম বোনাপার্টি রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই রাজ্যের আর কোন পরিবর্তন করা হইল না। (ঙ) প্রাশিয়া ও বেভেরিয়ার অংশ লইয়া

জার্মানিতে বিভিন্ন রাজ্য গঠন :

(১) বেভেরিয়া রাজ্য,

(২) উর্টেমবার্গ রাজ্য,

(৩) ব্যাডেন নামক ডিউক রাজ্য,

(৪) ওয়েস্টফেলিয়ার রাজ্য,

(৫) বার্গ নামক ডিউক রাজ্য,

নেপোলিয়ন বার্গ নামক ডিউক রাজ্য গঠন করিলেন। নেপোলিয়নের শ্যালক মুরাট (Murat) হইলেন এই স্থানের গ্র্যাণ্ড ডিউক। চ) পূর্ব-জার্মানির প্রধান রাজ্য ছিল স্যাক্সনি। তথাকার ইলেক্টর এখন 'রাজা' উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। (ছ' কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজ্য বাদে অপরাপর ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি নিকটবর্তী রাজ্যগুলির সহিত যুক্ত করিয়া নেপোলিয়ন জার্মানির শতধাবিচ্ছিন্ন অবস্থার কতক উন্নতি সাধন করিলেন।

(৬) স্যাক্সনি রাজ্য,

জার্মানির বেভেরিয়া, উর্টেমবার্গ, ওয়েস্টফেলিয়া ও স্যাক্সনি এই চারিটি রাজ্য, পাঁচটি গ্র্যাণ্ড ডাচি এবং ২৩টি ক্ষুদ্র রাজ্য লইয়া নেপোলিয়ন 'কনফেডারেশন-অব দি রাইন' (Confederation of the Rhine) গঠন করিলেন। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম যখন এই কনফেডারেশন গঠন করা হইয়াছিল তখন ইহার রাজ্যসংখ্যা ছিল পনের। এখন এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া হইল বত্রিশ।

(৭) কনফেডারেশন-অব-দি-রাইন

(৩) পোল্যাণ্ড রাজ্য সম্পর্কে নেপোলিয়ন অতি দুর্বল নীতি অনুসরণ করিলেন। তিনি স্বাধীন পোল্যাণ্ড রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে সাহসী হইলেন না, কারণ ইহাতে রাশিয়ার জার আলেকজাণ্ডারের অসন্তুষ্ট হওয়ার কারণ ছিল। তথাপি তিনি প্রাশিয়া ও রাশিয়া হইতে সামান্য সামান্য অংশ লইয়া গ্র্যাণ্ড ডাচি অব্ ওয়ারসো (Grand Duchy of Warsaw) গঠন করিলেন এবং ইহা স্যাক্সনির রাজার অধীনে স্থাপন করিলেন। এই ব্যবস্থার ফলে একদিকে যেমন পোল্যাণ্ড-ব্যবচ্ছেদের অন্যায় দূরীভূত হইল না, অপরদিকে তেমনি রাশিয়ার কতক অসন্তুষ্টির কারণ রহিয়া গেল। এই অদূরদর্শী আংশিক কার্যের ফলে নেপোলিয়ন ও জার আলেকজাণ্ডারের মৈত্রী বিনষ্ট হইয়াছিল।*

গ্র্যাণ্ড ডাচি অব্ ওয়ারসো

নেপোলিয়নের পতন (Downfall of Napoleon): উত্থানের পর পতন—নেপোলিয়নের ন্যায় বীরের ভাগ্যেও এই প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিল না। নেপোলিয়নের বিশাল সর্বগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদ ও সম্রাটপদের গৌরবের অন্তরালে তাঁহার পতনের বীজ অঙ্কুরিত হইতে লাগিল।

উত্থানের পর পতন—প্রাকৃতিক নিয়ম

* "In this half and half policy with regard to Poland was to be found the greatest peril to the newly formed alliance between Alexander and Napoleon." Morse Stephens, p 261.

বস্তুত, তাঁহার সাম্রাজ্যের ইমারত সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই উহা ধ্বসিয়া পড়িতে লাগিল।*

নেপোলিয়নের প্রতি বিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি

স্পেন, জার্মানি ও রাশিয়ায় নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে এক গভীর বিদ্বেষের সৃষ্টি হইল। ফ্রান্সের অর্থনৈতিক, সামরিক ও বাণিজ্যিক দমন নীতির ফলে এবং সর্বোপরি সাম্রাজ্যের সর্বত্র এক গভীর জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হওয়ায়, নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে এক ব্যাপক বিদ্রোহী মনোভাবের সৃষ্টি হইল।

নেপোলিয়নের আকাঙ্ক্ষা—সমগ্র ইওরোপে 'এক আইন-বিধি, এক শাসন, এক বিচার, এক জনসমাজ' সৃষ্টি

নেপোলিয়ন ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ; তাঁহার সংগঠনশক্তি ছিল অপরিসীম। সাম্রাজ্য গঠনের পরও যদি তাঁহার সর্বগ্রাসী আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইত, তাহা হইলেও তিনি হয়ত তাঁহার সম্মুখীন সমস্যার সমাধান করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, "এক ইওরোপীয় শাসনব্যবস্থা, এক ইওরোপীয় আইন-বিধি, এক ইওরোপীয় বিচারালয় স্থাপন। এইভাবে সমগ্র ইওরোপে এক ঐক্যবদ্ধ জনসমাজ গঠন।"

স্পেনের প্রতি দুর্ব্যবহার

পেনিনসুলার যুদ্ধ (The Peninsular War): নেপোলিয়ন একপ্রকার বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারাই স্পেন দখল করিয়াছিলেন। ইহার উপর স্পেনের সিংহাসনে নিজ ভ্রাতাকে স্থাপন করিয়া তিনি স্পেনবাসীর আত্মমর্যাদা ও জাতীয়তার উপর আঘাত করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার জীবনের মারাত্মক ত্রুটিগুলির অন্যতম সন্দেহ নাই। নেপোলিয়ন নিজেও উহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।† জাতীয়

* "The building (the Imperial edifice) was, in fact never completed, never made storm-and-weather-proof before it began to crack and crumble, to show a fissure here or a breach there where England directed her battering arms." Ketelbey : *A Short History of Modern Times*, p. 126.

† "I embarked very badly on the Spanish affairs, I confess : the immorality of it was too patent, the injustice too cynical : the whole thing wears an ugly look." Napoleon at St. Helena. Vide, *Modern European History*, Hoyland, p. 223.

অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে স্পেনের প্রদেশগুলি একের পর এক বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। অত্যাচার ও প্রাণদণ্ডের ভয় ভুলিয়া গিয়া স্পেনীয় দেশপ্রেমিকদের বিভিন্ন প্রতিরোধী দল (Juntas) গরিলা যুদ্ধ শুরু করিল। তাহারা ফরাসী সেনাপতি ডুপোঁ (Dupont)-কে বে-লেন (Baylen) নামক স্থানে পরাজিত করিয়া আত্মসমর্পণে বাধ্য করিল (১৯শে জুলাই, ১৮০৮)। এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে সমগ্র ইওরোপে এক উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। নেপোলিয়নের স্বৈরাচারী সাম্রাজ্যনীতিকে পরাজিত করিয়া জাতীয়তাবাদ পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে—এইরূপ এক ধারণা ইওরোপের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল।

স্পেনে জাতীয়তা-বোধের সৃষ্টি : বে-লেন-এর যুদ্ধ

স্পেন ইংলণ্ডের সাহায্য চাহিলে তথা হইতে সার আর্থার ওয়েলেসলি (পরবর্তী কালে ইনিই ডিউক অব ওয়েলিংটন উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন) সৈন্যসহ পোর্তুগালে আসিয়া উপস্থিত হইলেন (আগস্ট ১, ১৮০৮)। তিনি অনায়াসে পোর্তুগালে অবস্থিত ফরাসী সেনাপতি জুনো (Junot) ও তাঁহার সেনাবাহিনীকে পরাজিত করিলেন। জুনো পোর্তুগাল ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। পোর্তুগাল ইংলণ্ডের অধীনে আসিলে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ইওরোপে যুদ্ধ চালানোর সুযোগ বৃদ্ধি পাইল। পোর্তুগালকে সামরিক ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করিয়া নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হইল।

ইংলণ্ডের সাহায্য

পোর্তুগালকে ঘাঁটি করিয়া নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু

এদিকে স্পেনবাসী ইংরেজ বাহিনীর পোর্তুগাল বিজয়ে আরও উৎসাহিত হইল। তাহারা ব্যাপক বিদ্রোহ শুরু করিলে নেপোলিয়নের ভ্রাতা যোসেফ্ বোনাপার্টি মাদ্রিদ ত্যাগ করিলেন।

স্পেন অধিকতর উৎসাহিত

নেপোলিয়ন স্পেন ও পোর্তুগালের বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু ইহার পূর্বে তিনি রাশিয়ার জার আলেকজাণ্ডারের সহিত মিত্রতা চুক্তি দৃঢ়তর করিবার জন্য আরফার্ট (Erfurt) নামক স্থানে এক বৈঠক আহ্বান করিলেন। স্পেনে উপস্থিত হইবার পূর্বে সাম্রাজ্যের পূর্বাংশে যাহাতে কোন গোলযোগের সৃষ্টি না হয় সেইজন্য জার আলেকজাণ্ডারের সাহায্য প্রয়োজন ছিল। নেপোলিয়ন

ও আলেকজাণ্ডারের মধ্যে এক গোপন চুক্তিতে স্থির হইল যে, রাশিয়া অস্ট্রিয়ার আক্রমণ হইতে ফ্রান্সের সীমা রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিবে এবং 'কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম' কার্যকরী করিবে। এই সাহায্যের বিনিময়ে আলেকজাণ্ডার ফিন্‌ল্যাণ্ড, মোল্‌ডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া নামক স্থান লাভ করিবেন। আলেকজাণ্ডারের ভগিনীর সহিত নেপোলিয়নের বিবাহেরও এক প্রস্তাব উত্থাপিত হইল। আলেকজাণ্ডার অবশ্য এই প্রশ্ন এড়াইয়া গেলেন।

নেপোলিয়নের স্পেনীয় অভিযান : বার্গোস-এর যুদ্ধে স্পেনের পরাজয়

আরফার্টের বৈঠকের পর নেপোলিয়ন স্পেনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বার্গোস (Burgos) নামক স্থানে তিনি স্পেনীয় সৈন্যদিগকে পরাজিত করিয়া মাদ্রিদ দখল করিলেন এবং তাঁহার ভ্রাতা যোসেফ্‌কে পুনরায় স্পেনীয় সিংহাসনে স্থাপন করিলেন (ডিসেম্বর, ১৮০৮)। এদিকে উত্তর-স্পেনে ইংরেজ সেনাপতি স্যার জন মুর (Sir John Moore)-এর নেতৃত্বে এক ব্রিটিশ বাহিনী উপস্থিত হইয়াছিল। নেপোলিয়ন করুন্না (Corunna)'-র যুদ্ধে ইংরেজ সৈন্যকে পরাজিত করিয়া (জানুয়ারি ১৬, ১৮০৯) দ্রুত প্যারিসে প্রত্যাবর্তন করিলেন। স্পেন দমনের ভার সেনাপতি সাউল্ট্‌ (Soult)-এর উপর ন্যস্ত করা হইল। ইতিমধ্যে অস্ট্রিয়া ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল। নেপোলিয়ন অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে স্বয়ং অগ্রসর হইলেন। প্রথমে ফরাসীবাহিনী এস্‌পার্ণ-এস্‌লিং (Aspern-Essling)-এর যুদ্ধে পরাজিত হইল, কিন্তু ওয়াগ্রাম (Wagram)-এর যুদ্ধে জয়লাভের ফলে, অস্ট্রিয়া ভিয়েনার সন্ধি (Treaty of Vienna) নামে এক চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য হইল (জুলাই ১৬, ১৮০৯)। এই সন্ধিতে অস্ট্রিয়া ওয়ারসো (Warsaw)-এর ডিউককে পশ্চিম গ্যালিশিয়া, রাশিয়াকে পূর্ব গ্যালিশিয়া, ফ্রান্সকে ডালম্যাশিয়া ও ইস্ট্রিয়া, বেভেরিয়াকে টাইরল দান করিতে বাধ্য হইল। অস্ট্রিয়ার সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করা হইল এবং অস্ট্রিয়া কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম মানিয়া লইতে বাধ্য হইল। এইভাবে পোর্তুগাল, স্পেন ও অস্ট্রিয়া পুনরায় ফ্রান্সের পদানত হইল। কিন্তু এই বিজয়ে নেপোলিয়নের

করুন্না'র যুদ্ধে ইংলণ্ডের পরাজয়

অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান : এস্‌পার্ণ-এস্‌লিং-এর যুদ্ধে নেপোলিয়নের পরাজয়, ওয়াগ্রাম-এর যুদ্ধে জয়লাভ : ভিয়েনার সন্ধি (১৮০৯)

স্পেন, পোর্তুগাল ও অস্ট্রিয়া পুনরায় নেপোলিয়নের পদানত

সামরিক সুবিধা হইলেও তাঁহার পতনের পথ রুদ্ধ হইল না। এই সকল যুদ্ধ হইতে নেপোলিয়ন যে অপরাজেয় নহেন তাহা প্রমাণিত হইল। "স্পেনের ক্ষত" (Spanish Ulcer) উপশমিত না হইয়া দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

"স্পেনের ক্ষত" বৃদ্ধি

স্পেনে যে জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা জার্মানিকেও প্রেরণা দান করিল। ইহা ভিন্ন স্পেন ও পোর্তুগাল হইতে এতদিন ফ্রান্স যে কর আদায় করিতেছিল তাহা এই বিদ্রোহের সময় হইতে বন্ধ হইল। সর্বোপরি নেপোলিয়নের সামরিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইল এবং কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম কার্যকরী করা দিন দিন কঠিনতর হইয়া উঠিল।

কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম কার্যকরী করা দিন দিন কঠিনতর

সাময়িক বিজয়লাভ করিলেও স্পেন-পোর্তুগাল অর্থাৎ, পেনিনসুলার যুদ্ধের (Peninsular War) অবসান ঘটিল না। ডিউক অব ওয়েলিংটন ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে পোর্তুগাল হইতে ফরাসী সৈন্যকে বিতাড়িত করিলেন এবং স্পেনে টালাভেরা (Talavera)'র যুদ্ধে বিরাট ফরাসী বাহিনীকে সামান্য সংখ্যক সৈন্যের সাহায্যে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিলেন। নেপোলিয়ন এই পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ সৈন্য দ্বারা স্পেন ছাইয়া ফেলিলেন।

পুনরায় যুদ্ধ শুরু: টালাভেরা'র যুদ্ধ

এই বিশাল বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন ম্যাসিনা (Massena)। বুসাকো (Busaco)'র যুদ্ধে (সেপ্টেম্বর ১০, ১৮১০) ওয়েলিংটন ফরাসীবাহিনীকে পরাজিত করিলেন বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে পশ্চাদপসরণ করিতে হইল। তিনি পোর্তুগালে টোরিস ভেড্রাস্ (Torres Vedras) নামক স্থানে সমুদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া টেগাস নদী পর্যন্ত তিনটি রক্ষা-প্রাচীর প্রস্তুত করিলেন। এই প্রাচীরের বাহিরে কোন খাদ্যদ্রব্য বা কোন জনমানবের চিহ্ন রহিল না। কৃষক, সৈন্য, খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতি যাবতীয় জিনিসপত্র এই প্রাচীরের অভ্যন্তরে লইয়া আসা হইল। এই রক্ষা-প্রাচীরের বিরুদ্ধে ম্যাসিনা-এর সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। নানাপ্রকার অসুস্থতা ও খাদ্যাভাব দেখা দিলে ফরাসী সৈন্য পোর্তুগাল ত্যাগ করিয়া স্পেনে প্রত্যাবর্তন করিল (মার্চ, ১৮১১)। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যে ফরাসী সৈন্য

বুসাকো'র যুদ্ধ

টোরিস ভেড্রাসে তিনটি রক্ষা-প্রাচীর নির্মাণ

ফুয়েন্টস্-ডি-ওনোরো'র যুদ্ধে নেপোলিয়নের পরাজয়

ফুয়েন্টস্-ডি-ওনোরো (Fuentes d'onoro) নামক স্থানে পুনরায় পরাজিত হইয়া পোর্তুগাল পুনরধিকারের আশা ত্যাগ করিল।

রাশিয়ার সহিত মৈত্রীনাশ (Breach with Russia): আর্ফার্টের বৈঠকের এক বৎসরের মধ্যেই রাশিয়ার জার আলেকজাণ্ডারের নেপোলিয়ন তোষণ নীতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। জার আলেকজাণ্ডারও নেপোলিয়নের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। নেপোলিয়ন ও রাশিয়ার মৈত্রীনাশের কারণগুলি অনেক পূর্ব হইতেই অনুধাবন করিতে হইবে।

(১) টিল্‌জিট্-এর সন্ধির ত্রুটি

প্রথমত, টিলজিট্-এর সন্ধিতে নেপোলিয়ন নিজ প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিলেন ; উভয় পক্ষের সমান মর্যাদা বা সমান স্বার্থ রক্ষিত না হইলে কোন মিত্রতাই দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না। টিল্‌জিট্-এর সন্ধিতে নেপোলিয়ন সুইডেন ও তুরস্কের বিরুদ্ধে সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি দিয়া জার আলেকজাণ্ডারকে সম্মোহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমেই জার আলেকজাণ্ডার দেখিলেন যে, নেপোলিয়নের সহিত বন্ধুত্বের ফলে তাঁহার দায়িত্ব দিন দিনই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। দ্বিতীয়ত, পোর্তুগালের ন্যায় ক্ষুদ্র দেশ যখন নেপোলিয়নের শক্তি

(২) পোর্তুগাল কর্তৃক নেপোলিয়নের পরাজয় : রাশিয়ার আশা লোপ

প্রতিহত করিতে সক্ষম হইল, তখন জার আলেকজাণ্ডার তুরস্ক অধিকারে নেপোলিয়নের সাহায্যের উপর আর ভরসা রাখিতে পারিলেন না। উপরন্তু নেপোলিয়ন তখন চতুর্দিকে এমনভাবে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, ইচ্ছা থাকিলেও তাঁহার পক্ষে রাশিয়ার স্বার্থবৃদ্ধিতে সাহায্য করা সম্ভব ছিল না। তৃতীয়ত, প্রাশিয়া ও রাশিয়ার অধিকৃত পোল্যাণ্ডের সামান্য অংশ লইয়া গ্র্যাণ্ড ডাচি অব্ ওয়ারসো গঠন করিয়া নেপোলিয়ন একদিকে যেমন

(৩) গ্র্যাণ্ড ডাচি অব্ ওয়ারসো গঠনে জার আলেকজাণ্ডারের অসন্তুষ্টি

পোল্যাণ্ডের পুনর্গঠন সম্পূর্ণ করিতে পারিলেন না, অপরদিকে তেমনি রাশিয়াকে পোল্যাণ্ডের একাংশ ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়া জার আলেকজাণ্ডারের বিরক্তি-ভাজন হইলেন। পরবর্তী কালে এই ডাচির সহিত অস্ট্রিয়ার অধিকৃত পশ্চিম-গ্যালিশিয়া যুক্ত করিয়া ক্রমেই ইহার আয়তন বৃদ্ধি করায় জার আলেক-জাণ্ডারের মনে সন্দেহ জাগিল যে, নেপোলিয়ন হয়ত পূর্বেকার স্বাধীন

পোল্যাণ্ড রাজ্য পুনর্গঠনের চেষ্টা করিতেছেন। জার আলেকজাণ্ডার নেপোলিয়নের নিকট হইতে পোল্যাণ্ড পুনর্গঠিত হইবে না বলিয়া প্রতিশ্রুতি চাহিলে, নেপোলিয়ন তাহাতেও অস্বীকৃত হইলেন। ইহার ফলে আলেকজাণ্ডার স্বভাবতই সন্দিহান ও ভীত হইলেন। চতুর্থত, ওল্ডেনবার্গের ডিউক ছিলেন আলেকজাণ্ডারের ভগ্নীপতি। নেপোলিয়ন কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে ওল্ডেনবার্গ দখল করিলে জার আলেকজাণ্ডার স্বভাবতই বিরক্ত হইলেন। পঞ্চমত, কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম-এর ফলে এই ক্রমবর্ধমান মনোমালিন্য প্রকাশ্য দ্বন্দ্বে পরিণত হইল। অর্থনৈতিক অবরোধের ফলে ইওরোপের অপরাপর দেশের ন্যায় রাশিয়ার কারখানাগুলি বন্ধ হইতে চলিল, বেকার সমস্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, জিনিসপত্রের দামও দিন দিন বাড়িয়া চলিল।* এমতাবস্থায় জার আলেকজাণ্ডার কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম মানিয়া চলিতে অস্বীকার করিলেন। তিনি ইহা স্পষ্টই জানিতেন যে, তাঁহার সাহায্য ব্যতিরেকে নেপোলিয়নের পক্ষে কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম কার্যকরী করা সম্ভব ছিল না।

(৪) ওল্ডেনবার্গ দখল : জার আলেকজাণ্ডারের অসন্তুষ্টি

(৫) কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম-প্রসূত মনোমালিন্য

জার আলেকজাণ্ডার বুকারেস্ট (Bucharest)-এর সন্ধি (১৮১২) দ্বারা তুরস্কের সহিত বিরোধ মিটাইয়া ফেলিলেন। এই সন্ধির ফলে রাশিয়া বেসারাবিয়া লাভ করিল এবং সার্বিয়ার স্বাধীনতা স্বীকৃত হইল। আলেকজাণ্ডার ইংলণ্ড ও সুইডেনের সহিত শান্তি স্থাপন করিলেন এবং ইংলণ্ডের বাণিজ্য-জাহাজের জন্য রাশিয়ার বন্দরগুলি উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। নেপোলিয়ন ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন।

জার আলেকজাণ্ডার কর্তৃক কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম অগ্রাহ্য

নেপোলিয়ন বলপূর্বক প্রাশিয়া হইতে কুড়ি হাজার সৈন্য যোগাড় করিলেন এবং সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশ হইতে কতক কতক সৈন্য লইয়া ছয় লক্ষ সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী গঠন করিলেন।

মস্কো অভিযানের প্রস্তুতি

* "Factories were idle, men unemployed, prices daily rising". Holland, p. 227.

মস্কো অভিযান, ১৮১২ (Moscow Campaign) : নেপোলিয়ন তাঁহার এক বিরাট বাহিনী লইয়া মস্কো অভিযানে যাত্রা করিলেন। তাঁহার পতনের সর্ববৃহৎ পদক্ষেপ এইভাবে গৃহীত হইল। রুশ সৈন্য নেপোলিয়নকে বাধা না দিয়া পশ্চাদপসরণ করিতে লাগিল। পশ্চাদপসরণের কালে তাহারা নেপোলিয়নের সৈন্যদল ব্যবহার করিতে পারে এইরূপ কোন কিছুই ফেলিয়া রাখিয়া গেল না। এইখানে সর্বপ্রথম 'পোড়ামাটি নীতি' (Scorched earth policy) অবলম্বন করা হয়। অবশেষে বোরোডিনো (Borodino) নামক স্থানে রুশ সেনাপতি কুটুসফ্ (Kutusoff) নেপোলিয়নকে বাধা দিতে গিয়া সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইলেন। নেপোলিয়ন মস্কো নগরী দখল করিলেন (সেপ্টেম্বর ১৪, ১৮১২)। তিনি ভাবিলেন সমগ্র রাশিয়াই তাঁহার পদানত হইয়াছে। তিনি সাগ্রহে আলেকজাণ্ডারের নিকট হইতে আত্মসমর্পণসূচক প্রস্তাবের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু পিটারসবার্গ হইতে কোন প্রস্তাবই আসিল না।

মস্কো অভিযান : পতনের সর্ববৃহৎ পদক্ষেপ

রাশিয়ার 'পোড়ামাটি নীতি' অবলম্বন

মস্কো প্রবেশ (সেপ্টেম্বর ১৪, ১৮১২)

অক্টোবর মাসে শীত পড়িবার সংগে সংগে নেপোলিয়ন তাঁহার সেনাবাহিনীকে মস্কো ত্যাগের আদেশ দিলেন (অক্টোবর ১৯, ১৮১২); কারণ ফ্রান্স, প্রাশিয়া প্রভৃতি স্থান হইতে এত দূরবর্তী দেশে বেশি কালক্ষেপ করা তিনি সমীচীন মনে করিলেন না। ইহা ভিন্ন তাঁহার বিরুদ্ধে চতুর্থ ইওরোপীয় শক্তিসংঘ গঠনের সংবাদও তিনি পাইয়াছিলেন।

মস্কো ত্যাগের আদেশ (অক্টোবর ১৯,১৮১২)

রাশিয়া হইতে ফিরিবার পথে শীতের প্রকোপ, অনাহার, কোসাক্ গরিলাবাহিনী ও বন্যজন্তুর সম্মিলিত আক্রমণে নেপোলিয়নের হাজার হাজার সৈন্য পথিমধ্যে প্রাণ হারাইল।* অবশেষে যখন তাঁহার বিশাল বাহিনী রুশ রাজ্যসীমা অতিক্রম করিতে উদ্যোগ করিল তখন রুশ গোলন্দাজদের

অনাহার, শীত, কোসাক্ আক্রমণ

* "Cossacks, wolves, starvation, and frost made havoc at will upon the fleeing mob." Holland, p. 229.

আক্রমণে অবশিষ্ট সৈন্যের অনেকেই প্রাণ হারাইল। মুষ্টিমেয় সৈন্য (২০ হাজার) সহ নেপোলিয়ন ফ্রান্সে উপস্থিত হইয়াই পুনরায় সৈন্যবাহিনী গঠনে মনোযোগ দিলেন।

সীমান্তে রুশ গোলন্দাজদের আক্রমণ

মুক্তি-সংগ্রাম (The War of Liberation): নেপোলিয়নের মস্কো অভিযানের ব্যর্থতা সমগ্র ইওরোপে এক আনন্দের সঞ্চার করিল। পেনিনসুলার যুদ্ধের সময় হইতেই প্রাশিয়ায় এক গভীর জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হইয়াছিল। নেপোলিয়ন প্রাশিয়া হইতে যে সৈন্যবাহিনী মস্কো অভিযানের জন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন সেই বাহিনীর সেনানায়ক ইয়র্ক (York) এবং জার আলেকজাণ্ডার এক চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করিয়া সমগ্র ইওরোপকে নেপোলিয়নের অধীনতা হইতে মুক্ত করিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইলেন। জার্মানির অন্যান্য অংশ হইতেও নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার প্রস্তাব আসিতে লাগিল। প্রাশিয়ার রাজা তৃতীয় ফ্রেডারিক উইলিয়ম জার্মান জাতিকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে আবেদন জানাইলেন। সমগ্র দেশের ছাত্র, অধ্যাপক, রাজন্যবর্গ, খনি, কারখানা ও কৃষি শ্রমিকদল সৈন্যদলে ভর্তি হইলেন। এমন কি নারীগণও নিজেদের গহনা প্রভৃতি এই জাতীয় বাহিনী গঠনের ব্যয়-সংকুলানের জন্য অকাতরে দান করিলেন। নেপোলিয়নকে এখন কেবল বিরোধী সৈন্যদলের সংগেই যুদ্ধ করিতে হইল না—এক নবচেতনা, এক বিরাট জাগরণের বিরুদ্ধেও যুঝিতে হইল। ইতিমধ্যে ইংলণ্ড, রাশিয়া, প্রাশিয়া, সুইডেন ও অস্ট্রিয়া মিলিতভাবে ইওরোপের চতুর্থ শক্তিসংঘ স্থাপন করিল (আগস্ট, ১৮১৩)।

প্রাশিয়া ও রাশিয়ার নেপোলিয়নের অধীনতাপাশ হইতে ইওরোপের মুক্তির প্রস্তুতি

প্রাশিয়ার জাগরণ

চতুর্থ শক্তিসঙ্ঘ স্থাপন

এইভাবে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে প্রস্তুতির পর যখন যুদ্ধ শুরু হইল তখন রাশিয়া ও প্রাশিয়ার যুগ্মবাহিনী সেনাপতি ব্লুকারের অধীনে সাইলেশিয়া হইতে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে লাগিল। উত্তর-দিকে সুইডেনের এক সৈন্যদল অগ্রসর হইতে লাগিল এবং দক্ষিণদিক হইতে অস্ট্রিয়ার সেনাবাহিনী ড্রেসডেনের দিকে ধাবিত হইল। ড্রেসডেনের যুদ্ধে নেপোলিয়ন অস্ট্রিয়ার সৈন্যবাহিনীকে

নেপোলিয়ন চতুর্দিক হইতে আক্রান্ত

পরাজিত করিলেন। ইহাই ছিল তাঁহার সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য জয়লাভ (আগস্ট, ১৮১৩)। কিন্তু এই জয়লাভের সুযোগ গ্রহণ করিবার মত শক্তি তাঁহার আর ছিল না। চতুর্দিকেই তাঁহার সমস্যা জটিল হইতে জটিলতর হইয়া উঠিতে লাগিল। চতুর্দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া লিপ্‌জিগ্ (Leipzig)-এর যুদ্ধে নেপোলিয়ন পরাজিত হইলেন (অক্টোবর, ১৮১৩)। এই যুদ্ধে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ইওরোপের বিভিন্ন দেশের সৈন্য যোগদান করিয়াছিল বলিয়া ইহাকে ইওরোপীয় 'জাতিপুঞ্জের যুদ্ধ' (Battle of the Nations) নামে বর্ণনা করা হয়।

লিপ্‌জিগ্-এর যুদ্ধ : নেপোলিয়নের পরাজয় (১৮১৩)

লিপ্‌জিগের যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হইল। বেভেরিয়া, মেক্লেনবার্গ, ওয়েস্টফেলিয়া, কন্‌ফেডারেশন-অব-দি-রাইন বা রাইনের রাজ্যসংঘ প্রভৃতি ফরাসী সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। বাল্টিক সাগরস্থিত শহরগুলি ফ্রান্সের সাম্রাজ্য হইতে বিচ্যুত হইল এবং রাইন নদীতীরস্থ স্থানগুলি প্রাশিয়া কর্তৃক অধিকৃত হইল। ডেনমার্ক ইওরোপীয় শক্তিসংঘের সহিত এক সন্ধিতে স্বাক্ষর করিল, কিন্তু হল্যাণ্ড বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া অরেঞ্জ পরিবারের নেতৃত্বে এক স্বাধীন শাসনব্যবস্থা স্থাপন করিল।

লিপ্‌জিগ্-এর যুদ্ধে পরাজয়ের ফলাফল

তখন নেপোলিয়ন আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি আক্রমণাত্মক নীতির পরিবর্তে নিজ রাজধানী রক্ষার কার্যে মনোযোগ দিলেন। সকল প্রকার সুপরামর্শ উপেক্ষা করিয়া নেপোলিয়ন যুদ্ধের পন্থাই অনুসরণ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। কিন্তু ইওরোপের সম্মিলিত শক্তি প্রতিরোধ করিবার সামর্থ্য তাঁহার ছিল না। ক্রমে প্যারিস নগরী আক্রান্ত হইল। প্যারিসের পক্ষে সেই আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব ছিল না। প্যারিস নগরী শত্রুর নিকট আত্মসমর্পণে বাধ্য হইল। নেপোলিয়নের বিশ্বস্ত অনুচরবৃন্দ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। ফরাসী সিনেট ও আইন-সভা নেপোলিয়নের পদত্যাগ দাবি করিল। নির্বান্ধব, পরাজিত সম্রাট নেপোলিয়ন ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই এপ্রিল ফ্রান্সের সিংহাসন

নেপোলিয়নের আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ-নীতি

প্যারিস নগরী আক্রান্ত : নেপোলিয়নের প্রথম বার সিংহাসন ত্যাগ : এল্‌বা দ্বীপে নির্বাসিত (এপ্রিল, ১১, ১৮১৪)

ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন এবং এল্‌বা দ্বীপে নির্বাসিত হইলেন। একমাত্র নেপোলিয়নের অধীন সৈন্যগণই সেইদিন তাঁহার জন্য অশ্রু বিসর্জন করিয়াছিল।

নেপোলিয়নের প্রত্যাবর্তন: 'একশত দিবসের রাজত্ব' (Napoleon's Return : The Hundred Days) : নেপোলিয়নকে ইতালির পশ্চিম উপকূলে এল্‌বা নামক দ্বীপে নির্বাসিত করিয়া ইওরোপীয় দেশগুলির প্রতিনিধিবর্গ ভিয়েনার সম্মেলনে (Congress of Vienna) সমবেত হইলেন (১৮১৪)। নেপোলিয়নকে পরাজিত করিয়া নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য কিভাবে নিজেদের মধ্যে ভাগ করা হইবে ইহা লইয়া তাঁহারা পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হইলেন। নেপোলিয়ন যখন তাঁহার সৈন্যদলের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি পদত্যাগ করিয়াছি মাত্র কিন্তু কোন কিছুই ছাড়িয়া যাই নাই।"* এই উক্তির মধ্যেই ভবিষ্যতে তাঁহার ফ্রান্সে ফিরিয়া আসার ইঙ্গিত ছিল। ভিয়েনার মহাসম্মেলনে সমবেত প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হইলে নেপোলিয়ন ফ্রান্সে ফিরিয়া আসিবার সুযোগের অপেক্ষায় রহিলেন। নেপোলিয়নের পদত্যাগের পর ফ্রান্সের বুরবোঁ পরিবারের অষ্টাদশ লুই সিংহাসনে স্থাপিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সিংহাসন লাভের সঙ্গে সঙ্গে 'ইমিগ্রি' অর্থাৎ রাজতন্ত্রে বিশ্বাসী দেশত্যাগী ফরাসী অভিজাত সম্প্রদায় ফ্রান্সে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু তাহাদের ঔদ্ধত্যের ফলে অষ্টাদশ লুই-এর উদার-নৈতিক শাসনব্যবস্থার সুফল বিনষ্ট হইল। যুদ্ধকারী হাজার হাজার ফরাসী সৈন্য দেশে ফিরিয়া নেপোলিয়নের অধীনে তাহাদের যুদ্ধজয়ের দিনগুলির কথা ভাবিয়া পুনরায় যুদ্ধের সুযোগ খুঁজিতে লাগিল। কারণ যুদ্ধ করা তাহাদের একপ্রকার স্বভাবে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। নেপোলিয়নের নাম ফরাসী দেশের প্রতি গৃহে সসম্মানে উচ্চারিত হইতে লাগিল। কৃষক ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বুরবোঁ শাসন সন্দেহের চক্ষে দেখিতে লাগিল। বিপ্লবের সুফলগুলি বুরবোঁ রাজগণের অধীনে নষ্ট হইতে পারে এই আশঙ্কায় তাহারা সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল।

ভিয়েনার সম্মেলন

নেপোলিয়নের ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তনের ইঙ্গিত

অষ্টাদশ লুই-এর ফরাসী সিংহাসন লাভ

নেপোলিয়নের প্রতি ফরাসী জাতির শ্রদ্ধা

* "I abdicate : I yield nothing."—Napoleon, Vide, Riker, p. 371.

নেপোলিয়নের প্রত্যাবর্তন (১লা মার্চ, ১৮১৫)

নেপোলিয়নের নিকট এই সংবাদ পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না। এদিকে অষ্টাদশ লুই নেপোলিয়নকে প্রতিশ্রুত পেন্‌সন পাঠাইলেন না। এল্‌বা দ্বীপে তাঁহার নিরাপত্তার জন্য যে সকল সৈন্য রাখা হইয়াছিল নেপোলিয়ন তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া মোট এক হাজার পঞ্চাশ জন সৈন্যসহ ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মার্চ ফ্রান্সে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নেপোলিয়নকে বাধাদানের জন্য যে রাজকীয় সেনাবাহিনী প্রেরণ করা হইল তাহাদের সম্মুখে একাকী দাঁড়াইয়া নেপোলিয়ন বলিলেন, "সৈনিকগণ, তোমাদের কেহ যদি তোমাদের সম্রাটকে হত্যা করিতে ইচ্ছা কর, তাহা অনায়াসেই করিতে পার; আমি তোমাদের সম্মুখেই রহিয়াছি।"* নেপোলিয়নের ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হইয়া সৈন্যগণ তাঁহার বিরোধিতা ত্যাগ করিয়া তাঁহার পক্ষে যোগদান করিল। নেপোলিয়ন যখন প্যারিস নগরীর নিকটবর্তী হইলেন তখন মার্শাল নে (Ney) তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিলেন। পরিস্থিতির এইরূপ আকস্মিক পরিবর্তনে অষ্টাদশ লুই ফ্রান্স হইতে পলায়ন করিলেন।

অষ্টাদশ লুই-এর সেনাবাহিনীর নেপোলিয়নের পক্ষে যোগদান

মার্শাল নে-র নেপোলিয়নের পক্ষ অবলম্বন

উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থা

নেপোলিয়ন এইবার স্বৈরাচারের পরিবর্তে উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থা স্থাপন করিলেন। তিনি জনসাধারণের আস্থাভাজন ব্যক্তিদের মধ্য হইতে একদল মন্ত্রী নিযুক্ত করিলেন; একটি অভিজাত-সভা ও একটি জাতীয় প্রতিনিধি সভা গঠন করিলেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দেওয়া হইল। বিচারপতিগণ অবশ্য সম্রাট্ কর্তৃক নিযুক্ত হইলেন। লা-ভেণ্ডি নামক স্থানে রাজতন্ত্রের সমর্থনে এক বিদ্রোহ দেখা দিলে নেপোলিয়ন এই বিদ্রোহ দমনে যথেষ্ট উদারতা দেখাইলেন। কিন্তু তাঁহার সর্বপ্রধান সমস্যা ছিল ইওরোপের বিভিন্ন দেশের যুগ্ম শক্তিকে পরাজিত করিয়া ফ্রান্সকে রক্ষা করা।

প্রধান সমস্যা—ইওরোপীয় শক্তিগুলিকে প্রতিহত করা

---

* "On approaching the first large body of royalist troops sent to oppose him, Napoleon advanced towards them alone, and cried : Soldiers, if there is one among you who wishes to kill his emperor, he can do so, here I am." Vide, Holland, p. 289.

ইতিমধ্যে ভিয়েনা সম্মেলনে সমবেত প্রতিনিধিবর্গ নেপোলিয়নকে আইনের নিরাপত্তা হইতে বহিষ্কৃত (Outlaw) বলিয়া—অর্থাৎ তাঁহার জীবন-নাশ অপরাধ বলিয়া গ্রাহ্য হইবে না, এই ঘোষণা করিলেন।

ফ্রান্সে নেপোলিয়নের উপস্থিতিতে ভীত হইয়া ইওরোপীয় শক্তিগুলির বাহিনী বিভিন্ন দিক হইতে ফ্রান্স আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইল। লোরেন-এর দিকে এক লক্ষ সত্তর হাজার রুশ সৈন্য, ইতালির দিক হইতে অস্ট্রিয়া ও সার্ডিনিয়ার যুগ্মবাহিনীর দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার সৈন্য, লীজ (Liege) নামক স্থান হইতে সেনাপতি ব্লুকার-এর অধীনে একলক্ষ কুড়ি হাজার সৈন্য এবং এক লক্ষ সৈন্যের ইংগ-ওলন্দাজ বাহিনী ব্রাসেলস্ হইতে ফ্রান্স আক্রমণে অগ্রসর হইল।

ইওরোপীয় বাহিনীর বিভিন্ন দিক হইতে ফ্রান্স আক্রমণ

নেপোলিয়ন সর্বপ্রথম বেলজিয়াম অভিমুখে মাত্র এক লক্ষ পঁচিশ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী লইয়া যাত্রা করিলেন। জেনারেল সাউল্ট্ ছিলেন তাঁহার সৈন্যবাহিনীর সংগঠক। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে নেপোলিয়নের সৈন্যসংখ্যা কয়েক লক্ষে পরিণত হইল। ফ্রান্সের বিভিন্ন অংশ হইতে সৈন্য আসিয়া তাঁহার বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করিল।

নেপোলিয়নের সৈন্যবাহিনী ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত

ইংরেজ সেনাপতি ওয়েলিংটন ভাবিতে পারেন নাই যে, তখনও নেপোলিয়নের আক্রমণাত্মক যুদ্ধ করিবার শক্তি আছে। কিন্তু নেপোলিয়ন বিদ্যুৎবেগে শত্রুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। লিগ্নি (Lingy) নামক স্থানে মাত্র ৬৮ হাজার ফরাসী সৈন্য ৬৭ হাজার প্রাশিয়ান সৈন্যকে পরাজিত করিল। প্রাশিয়ার সেনাপতি ব্লুকার এই যুদ্ধে আহত হইলেন। ঐদিনই সেনাপতি (Ney), কোয়াটার ব্রাস (Quatre Bras)-এর যুদ্ধে ইংগ-বেলজিয়ান বাহিনীকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করিলেন। কিন্তু নেপোলিয়ন প্রাশিয়ান ও ইংরেজ বাহিনী যাহাতে একত্রিত না হইতে পারে সেইদিকে তেমন মনোযোগ না দিয়া মারাত্মক ভুল করিলেন।

লিগ্নি ও কোয়াটার ব্রাস-এর যুদ্ধ : নেপোলিয়নের জয়লাভ

নেপোলিয়নের সামরিক ভুল

এদিকে সেনাপতি ওয়েলিংটন ওয়াটারলু নামক এক সুরক্ষিত প্রান্তরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ওয়াটারলু'র প্রান্তরে পৌঁছিতে নেপোলিয়নের একদিন বিলম্ব হইল। যুদ্ধের শ্রান্তির ফলেই ঐরূপ ঘটিয়াছিল সন্দেহ নাই। পূর্বরাত্রের (১৭ই জুন)

ওয়াটারলু'র যুদ্ধ : নেপোলিয়নের পরাজয়

বৃষ্টিপাতের ফলে পরের দিন (১৮ই জুন, ১৮১৫) যুদ্ধ আরম্ভ হইতে দেরী হইল। ঐদিন প্রায় দ্বিপ্রহরে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যুদ্ধে জয়লাভ যখন একপ্রকার নিশ্চিত, তখন প্রাশিয়ার জেনারেল ব্লুকার ইংরেজ পক্ষে আসিয়া যোগ দিলেন। ইহার ফলেই নেপোলিয়নেব পবাজয় ঘটিল। নেপোলিয়নের পঁচিশ হাজার সৈন্য এই যুদ্ধে প্রাণ হারাইল। আর অপব পক্ষের মৃতের সংখ্যা ছিল ষোল হাজার তিন শত ষাট।

নেপোলিয়নের দ্বিতীয়বার পদত্যাগ : সেণ্ট্ হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত
মৃত্যু : ১৮২১, ৫ই মে

নেপোলিয়ন এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্যারিস নগরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে পুনরায় পদত্যাগ করিতে হইল। এইবার নেপোলিয়নকে আটলাণ্টিক মহাসাগরের দক্ষিণে সেণ্ট্ হেলেনা (St. Helena) নামক একটি ব্রিটিশ দ্বীপে নির্বাসিত করা হইল। সেখানে ব্রিটিশ গবর্ণবের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া নেপোলিয়ন তাঁহার জীবনেব বাকি কয়েক বৎসব কাটাইলেন। ১৮২১ খ্রীস্টাব্দের ৫ই মে তারিখে ৫০ বৎসর বয়স পূর্ণ হইবার পূর্বে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

নেপোলিয়নের জীবনের ঐতিহাসিক মূল্য

নিয়তির চক্রে সমগ্র ইওবোপের অধীশ্বর শেষ পর্যন্ত সেণ্ট্ হেলেনাব উষর পবিবেশের মধ্যে বন্দিদশায় প্রাণ হারাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার জীবনের ও কার্যকলাপের ঐতিহাসিক মূল্য নেহাৎ কম ছিল না। তিনি একজন প্রকৃত দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি বহু জনহিতকর কার্য সম্পন্ন করিয়া ইওরোপের ইতিহাসে জনহিতৈষী সম্রাট হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবনটাই ছিল ইওরোপের ঐতিহাসিক বিবর্তনের প্রতীকস্বরূপ। মধ্যযুগীয় যাহা কিছু তখনও ইওরোপের জাতীয় জীবনকে আড়ষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল, তাহার বিনাশসাধন করিয়া তিনি ইওরোপের সমতা, জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি আধুনিক নীতিগুলির প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার যুদ্ধের ফলেও ইওরোপ নানাভাবে উপকৃত হইয়াছিল।*

মধ্যযুগীয় প্রভাব নাশ : সমতা, জাতীয়তাবাদ প্রভৃতির বিস্তার

* "The Europe of the nineteenth century bore Napoleon's mark, as he had desired it should, in his laws and institutions, in a shaken feudalism, in the beginnings of the principle of an open career, as he neither desired nor foresaw, in a great development of the spirit of the nationality." Holland Rose.

নেপোলিয়নের পতনের কারণ (Causes of the Downfall of Napoleon): নেপোলিয়নের পতনের কারণ তাঁহার চরিত্র ও নীতির ত্রুটির মধ্যেই খুঁজিতে হইবে। নেপোলিয়নের আকাঙ্ক্ষা ছিল সীমাহীন। এই আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপনে সমর্থ করিয়াছিল সত্য, কিন্তু এইরূপ বিশাল সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে যেরূপ ত্রুটিহীন রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির প্রয়োজন ছিল তাহা নেপোলিয়নের শেষ অবধি আব ছিল না।

চরিত্র ও নীতির ত্রুটির মধ্যে পতনের কারণ :

(১) নেপোলিয়নের অত্যধিক আত্মপ্রত্যয়

বিজয়গৌরবের উন্মাদনায় তিনি মানুষের শক্তির যে একটা সীমা আছে তাহা ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। তাঁহার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, তিনি যাহাতে হাত দিবেন তাহাই সম্পন্ন করিতে পারিবেন। তাঁহার এই অত্যধিক আত্মপ্রত্যয়ই ছিল তাঁহার পতনের জন্য দায়ী; ক্রমেই তাঁহাব আকাঙ্ক্ষা ও আত্মপ্রতায় বাস্তবতাবর্জিত হইয়া উঠিয়াছিল।

নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য সামরিক শক্তির ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছিল। ভীতি প্রদর্শন এবং অনুগ্রহ বিতবণেব দ্বারা নেপোলিয়ন ইওরোপের বহু রাজাকেই পদানত করিয়া রাখিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু এই উপায়ের কোনটিই স্থায়ী সাম্রাজ্য গঠনের উপযুক্ত পন্থা ছিল না। নেপোলিয়নের বিশাল সাম্রাজ্য স্বাভাবিক আনুগত্যের উপর গড়িয়া উঠে নাই। আনুগত্যহীন বিশাল সাম্রাজ্যের জনসংখ্যাকে কেবলমাত্র সামরিক শক্তি দ্বারা স্ববশে রাখা সাময়িক কালের জন্য সম্ভব হইলেও ইহা স্বভাবতই বেশীদিন স্থায়ী হইল না। ফলে, নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যও তাসের ঘরের মত ভাঙিয়া পড়িল।

(২) নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যে আনুগত্য-বন্ধনের অভাব : ভীতি প্রদর্শন ও অনুগ্রহ বিতরণ

স্পেনের উপর অধিকার বিস্তার করিতে গিয়া নেপোলিয়ন কেবলমাত্র নীতি-জ্ঞানহীনতারই পরিচয় দেন নাই, তিনি নিজ ভ্রাতাকে স্পেনের সিংহাসনে স্থাপন করিয়া স্পেনবাসীদের জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেমে আঘাত করিয়াছিলেন। তাহাদের জাতীয় মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হওয়াতেই পেনিনসুলার যুদ্ধের সৃষ্টি হইয়াছিল। নেপোলিয়ন নিজেই তাঁহার

(৩) স্পেনের প্রতি অন্যায় আচরণ : স্পেনীয়দের জাতীয় মর্যাদায় আঘাত 'স্পেনীয় ক্ষত'

স্পেনীয় নীতিকে 'স্পেনীয় ক্ষত' (Spanish Ulcer) নামে অভিহিত করিয়াছিলেন।

(৪) কন্টিনেন্টাল সিস্টেম—পতনের অন্যতম প্রধান কারণ

নেপোলিয়নের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল তাঁহার কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম। এই অর্থনৈতিক অবরোধের সাফল্য অর্জন করিতে যে পরিমাণ নৌবহরের প্রয়োজন ছিল নেপোলিয়নের তাহা ছিল না। স্বভাবতই তিনি বলপূর্বক এবং ভীতি প্রদর্শন করিয়া ইওরোপীয় দেশগুলিকে ইংলণ্ডের সহিত বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিন্ন করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। এই নীতি অনুসরণ করিবার ফলে ইওরোপীয় দেশগুলির মধ্যে দারুণ বিদ্বেষের সৃষ্টি হইল। তাহাদের কারখানা প্রায় বন্ধ হইয়া আসিল, বেকার সমস্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই সকল কারণে একদিকে যেমন গোপনে বাণিজ্যিক আদান প্রদান চলিল অপরদিকে নেপোলিয়নের প্রতি বিদ্বেষও তেমনি বাড়িয়া চলিল। এই কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম কার্যকরী করিতে গিয়া নেপোলিয়ন ওল্ডেনবার্গ দখল করেন এবং তাহাতে জার আলেকজাণ্ডারের অসন্তোষের সৃষ্টি করেন। এইভাবে সমগ্র ইওরোপে নেপোলিয়নের প্রতি আনুগত্যে শৈথিল্য দেখা দিল। ফলে মিত্রশক্তিগুলিও বিরোধী হইয়া উঠিল।

পোপের প্রতি দুর্ব্যবহার

পোপের রাজ্য দখল, পোপের প্রতি দুর্ব্যবহার, পোর্তুগাল দখলের ব্যর্থতা ইত্যাদি সব কিছুর জন্য দায়ী ছিল কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম।

(৫) স্পেনের জাতীয় জাগরণ—প্রাশিয়া ও রাশিয়ার বিস্তার লাভ

স্পেনে যে জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হইয়াছিল কেবলমাত্র স্পেন রাজ্যেই তাহা সীমাবদ্ধ রহিল না। ক্রমে জার্মানি ও রাশিয়ায় এই জাতীয়তাবোধ বিস্তৃত হইল। জার আলেকজাণ্ডার ক্রমেই জনমতের চাপে এবং নিজ বিতৃষ্ণাবশত নেপোলিয়ন তোষণ-নীতি ত্যাগ করিয়া কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেমের বিরোধিতা শুরু করিলেন। রাশিয়ার সাহায্য ভিন্ন এই অর্থনৈতিক অবরোধ রক্ষা করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নেপোলিয়ন রাশিয়ার সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইলেন।

প্রাশিয়া ও রাশিয়ার মুক্তি-যুদ্ধ

'ওয়ারসো ডাচি' সৃষ্টি করাও নেপোলিয়নের পক্ষে অদূরদর্শিতার কাজ হইয়াছিল। ইহার ফলে রাশিয়া টিলসিট্-এর সন্ধি বলবৎ থাকা সত্ত্বেও ক্রমেই ফরাসীবিদ্বেষী হইয়া উঠিল। এই সকল কারণে নেপোলিয়নের

অধীনতা হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্রাশিয়া ও রাশিয়া সম্মিলিতভাবে 'মুক্তি-যুদ্ধ' (War of Liberation) শুরু করিল।

(৬) ব্রিটিশ নৌশক্তির সাফল্য : নীলনদের যুদ্ধ, ট্রাফালগারের যুদ্ধ, পোর্তুগালের সাহায্য, কন্টিনেন্টাল সিস্টেম ব্যর্থকরণ

ইংলণ্ডের বা ব্রিটিশ নৌশক্তি নেপোলিয়নের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ। নীলনদের যুদ্ধে ও ট্রাফালগারের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ইংলণ্ড নেপোলিয়নের নৌশক্তি বিধ্বস্ত করিয়াছিল। পোর্তুগালকে সাহায্যদান, স্পেনের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ, কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেমকে ব্যর্থকরণ প্রভৃতি সকল কাজেই ব্রিটিশ নৌবহর এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল।

(৭) মস্কো অভিযানের অদূরদর্শিতা

নেপোলিয়ন রাশিয়ার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অগ্রাহ্য করিয়া মস্কো অভিযান করিতে গিয়া তাঁহার পতনের পথ সহজ করিয়াছিলেন। মধ্য ইওরোপ হইতে বহুদূরে অবস্থিত মস্কো নগরীতে অবস্থান করা সমীচীন নহে মনে করিয়া তিনি সেখান হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার যদি যথেষ্ট দূরদৃষ্টি থাকিত তাহা হইলে তিনি বহুপূর্বেই মস্কো অভিযান ত্যাগ করিতেন ; এই অভিযানের ব্যর্থতা নেপোলিয়নের সামরিক শক্তি ও মর্যাদা বহু পরিমাণে ক্ষুণ্ণ করিয়াছিল এবং তাঁহার পতনের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

(৮) ফরাসী জাতির শান্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা

দীর্ঘকাল যুদ্ধে লিপ্ত থাকিয়া ফরাসী জাতিও শান্তির জন্য আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। ব্যক্তিগতভাবে নেপোলিয়ন জনপ্রিয় ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার যুদ্ধনীতি সকলের সমর্থন লাভ করে নাই।

(৯) সামরিক ভুল : ওয়াটারলু'র যুদ্ধে পরাজয়

সর্বশেষে ওয়াটারলু'র যুদ্ধে পরাজয়ের সংগে সংগে নেপোলিয়নের ভাগ্য-রবি অস্তমিত হইল। লিগ্নি এবং কোয়াটার ব্রাসের যুদ্ধের পর শত্রুপক্ষের পশ্চাদ্ধাবন না করিয়া নেপোলিয়ন ব্লুকার ও ওয়েলিংটনের মিলিত হইবার পথ উন্মুক্ত রাখিয়াছিলেন। এই সামরিক ত্রুটির জন্যই ঠিক বিজয়ের মুহূর্তেই ব্লুকারের সহায়তায় ইংরেজ পক্ষ জয়লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

নেপোলিয়নের পতনের মূলে 'কন্টিনেন্টাল সিস্টেম' ও 'স্পেনীয় ক্ষতের' কোন্‌টি অধিকতর সর্বনাশাত্মক হইয়াছিল ? (Which of the Continental System and Spanish Ulcer was more disastrous to Napoleon ?) : কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম ও স্পেনীয় ক্ষত—এই দুইয়ের কোন্‌টি নেপোলিয়নের পক্ষে অধিকতর সর্বনাশাত্মক হইয়াছিল সে সম্পর্কে কোন স্বতঃসিদ্ধের উপর ভিত্তি করিয়া কিছু বলা সম্ভব নহে। যুক্তির দিক হইতে বিচার করিলে এই দুইয়ের মধ্যে স্পেনীয় ক্ষতই যে অধিকতর সর্বনাশাত্মক হইয়াছিল তাহা বলা যাইতে পারে।

'স্পেনীয় ক্ষত' অধিকতর সর্বনাশাত্মক

অর্থনৈতিক অস্ত্র অর্থাৎ অর্থনৈতিক অবরোধ বা অর্থনৈতিক আদান-প্রদান বন্ধ করিয়া শত্রুপক্ষকে পরাজিত করিবার চেষ্টা মার্কেণ্টাইলবাদ (Mercantilism) নামক অর্থনৈতিক মতবাদ যখন চালু হয় সেই সময় হইতেই অনুসৃত হইয়া আসিতেছে। নেপোলিয়ন ব্রিটেনের অর্থনীতিকে পঙ্গু করিয়া ব্রিটেনের পরাজয় সহজতর করিবার উদ্দেশ্যে 'কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম' প্রবর্তন করিয়াছিলেন। এবিষয়ে তাঁহার কার্যকে অযৌক্তিক বলা বলে না। তিনি ইওরোপীয় মহাদেশের যাবতীয় বন্দরে ব্রিটিশ বাণিজ্য জাহাজের প্রবেশ বন্ধ করিয়া দিয়া ব্রিটিশ অর্থনীতির উপর আঘাত হানিতে চাহিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি ব্রিটেনকে ইওরোপীয় বন্দরসমূহ হইতে বিতাড়িত করিয়া ইওরোপ মহাদেশের যাবতীয় বাণিজ্য ফ্রান্সের করতলগত করিতে চাহিয়াছিলেন। নবস্থাপিত শিল্পের প্রসারের জন্য ইহা প্রয়োজনও ছিল। কিন্তু এই অর্থনৈতিক অবরোধের সাফল্য নির্ভরশীল ছিল নেপোলিয়নের নৌবহরের প্রাচুর্যের উপর। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার সহিত টিল্‌জিটের সন্ধি স্বাক্ষরিত হইবার পর কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেমের সাফল্যের সুযোগ বৃদ্ধি পাইলেও নিজের শক্তির উপর নির্ভর না করিয়া অপরাপর শক্তিবর্গকে ভীতি প্রদর্শন করিয়া বা মিত্রসুলভ ব্যবহার দ্বারা এই ধরণের অবরোধকে কার্যকরী রাখিবার চেষ্টা স্বভাবতই ত্রুটিপূর্ণ ছিল, কারণ এই ধরণের ব্যবস্থায় দুর্বলতা ছিল অনিবার্য।

কন্টিনেন্টাল সিস্টেমের পশ্চাতে যুক্তি

কন্টিনেন্টাল সিস্টেমের বিফলতার কারণ

কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেমের ফলে ব্রিটেনের আর্থিক ক্ষতি যে খুবই বেশী হইয়াছিল ইহা অনস্বীকার্য, কিন্তু এই ব্যবস্থা যে কখনও সাফল্যলাভ করিতে পারিবে না ইহাও প্রথম হইতেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। কারণ (১) বিশাল তুরস্ক সাম্রাজ্য ছিল এই অবরোধের আওতার বাহিরে। স্বভাবতই ব্রিটেন তুরস্ক সাম্রাজ্যে বিশাল পরিমাণ পণ্যদ্রব্য প্রেরণ করিতে পারিত। (২) অবৈধ বাণিজ্য কোন সরকারের পক্ষেই দমন করা সম্ভব হয় না। আর যেখানে সমগ্র ইওরোপীয় মহাদেশের যাবতীয় বন্দর অবরুদ্ধ ছিল সেখানে মাল পাচার চলিবে না ইহা মনে করাই ছিল ভুল। বস্তুত বিশাল পরিমাণ ইংলণ্ডজাত দ্রব্য ইওরোপে গোপনপথে চালান দেওয়া হইতেছিল। (৩) ইওরোপীয় মহাদেশের সুদীর্ঘ উপকূলরেখা বৃটিশ জাহাজের নিকট অবরুদ্ধ রাখা ইওরোপীয় দেশসমূহের অখণ্ড এবং স্বাভাবিক আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল ছিল। নেপোলিয়ন এই আনুগত্য সামরিক শক্তি প্রয়োগ দ্বারা বা মিত্রতার মাধ্যমে পাইবেন আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেমই সেই আনুগত্যের পথ বন্ধ করিয়াছিল, কারণ ইওরোপ ছিল তখন ইংলণ্ডজাত দ্রব্যাদির উপর নির্ভরশীল। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অভাব স্বভাবতই নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছিল। রাশিয়াও ক্রমে কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম কার্যকরী করিতে অস্বীকার করিয়াছিল। এইভাবে কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম নেপোলিয়নের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সন্দেহ নাই।

কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেমের বিফলতা-অনিবার্য

অটোমান সাম্রাজ্য এই ব্যবস্থা বহির্ভূত

ব্রিটেনে প্রস্তুত দ্রব্যাদি ইওরোপে পাচার

কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেমের সাফল্য ইওরোপীয় দেশসমূহের আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল—এরূপ আনুগত্যের অভাব

অর্থনৈতিক আঘাতে মানুষের দুঃখ সৃষ্টি করা যাইতে পারে সন্দেহ নাই। কিন্তু এরূপ দুঃখ জাতীয় অপমানের তুলনায় কিছুই নহে। কারণ অর্থনৈতিক অভাব-অভিযোগ জাতীয় অপমানবোধ জাগাইয়া তোলে না। এখানেই কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম অপেক্ষা স্পেনীয় ক্ষত যে নেপোলিয়নের পতনের জন্য অধিকতর দায়ী ছিল সেই কথা উপলব্ধি করা যায়।

অর্থনৈতিক আঘাত বনাম জাতীয় অপমান

স্পেনেই নেপোলিয়ন মারাত্মক ভুল করিয়াছিলেন। তিনি স্পেনের আতিথেয়তার সুযোগ গ্রহণ করিয়া পোর্তুগালে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। অথচ সেই সুযোগেই তিনি স্পেনও দখল করিয়া লইয়াছিলেন। স্পেনের প্রিন্স গোডয় (Prince Godoy) নেপোলিয়নকে স্পেনের মধ্য দিয়া পর্তুগালে সৈন্য লইয়া যাইবার সুযোগ দান করিয়া ভাবিয়াছিলেন যে, নেপোলিয়নের আক্রমণ হইতে স্পেন রক্ষা পাইল, কিন্তু তাঁহার সেই আশা সত্য প্রমাণিত হইল না। নেপোলিয়ন ফিরিবার পথে স্পেনও অধিকার করিয়া লইলেন। স্পেন পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ হইতে বাধ্য হইল। শুধু তাহাই নহে, এই স্বাধীনতা হরণের সংগে সংগে নেপোলিয়ন তাঁহার ভ্রাতা যোসেফ্ বোনাপার্টকে স্পেনের সিংহাসনে স্থাপন করিলে স্পেনবাসী স্বভাবতই ইহাকে এক দারুণ জাতীয় অপমান বলিয়া বোধ করিল। স্পেনবাসীর প্রতি এরূপ অবমাননা নেপোলিয়নের অদূরদর্শিতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। ইহার প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ স্পেন নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। এক জাতীয়তাবাদী কাউন্সিল গঠন করিয়া একদিকে তাহারা যেমন নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করিল তেমনি নেপোলিয়নের শত্রু ব্রিটেনের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিল। এমতাবস্থায় নেপোলিয়ন স্পেনে উপস্থিত হইয়া কতক কতক সংস্কার চালু করিলেন। কিন্তু তাহাতে স্পেনবাসী মোটেই শান্ত রহিল না। নেপোলিয়ন স্পেন ত্যাগ করিবামাত্র স্পেনের বিদ্রোহ আরও ব্যাপক ও উগ্র আকার ধারণ করিল। নেপোলিয়নের সহিত স্পেনের যুদ্ধ শুরু হইল। ইহাই পেনিনসুলার যুদ্ধ নামে পরিচিত। নেপোলিয়ন পরবর্তী কালে বলিয়াছিলেন যে, স্পেনীয় ক্ষতই তাঁহার সর্বনাশের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

স্পেনের প্রতি বিশ্বাস ঘাতকতা

স্পেনবাসীর জাতীয়তা-বোধের অপমান

স্পেনে জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহ

পেনিনসুলার যুদ্ধ

স্পেনীয় বিদ্রোহ নেপোলিয়নের পতনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল। এই বিদ্রোহ কেবল স্পেনেই সীমাবদ্ধ ছিল না অপরাপর দেশেও ইহা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। জাতীয়তা-বোধ হইতে ফরাসী বিপ্লবের জন্ম হইয়াছিল সেই সত্য নেপোলিয়ন ফ্রান্সেই

স্পেনীয় বিদ্রোহের গুরুত্ব

উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি এই জাতীয়তাবাদকে ভিত্তি করিয়াই অর্থাৎ ফরাসী জাতির জাতীয়তাবোধকে সাম্রাজ্য বিস্তারের কার্যে নিয়োজিত করিয়া বিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ইহা কল্পনায়ও আনেন নাই যে তিনি যে অস্ত্র ব্যবহার করিয়া অপরের স্বাধীনতা হরণ করিয়াছিলেন উহাই, অর্থাৎ জাতীয়তাবোধই তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সৃষ্টি করিবে। এই জাতীয়তা-বোধ জনিত বিদ্রোহ স্পেনেই শুরু হইয়াছিল। এদিক হইতে বিচার করিলে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, স্পেনীয় বিদ্রোহ অর্থাৎ 'স্পেনীয় ক্ষত' কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম বা অপরাপর যে-কোন কারণ অপেক্ষা নেপোলিয়নের পক্ষে অধিকতর সর্বনাশাত্মক হইয়াছিল।

জাতীয়তাবাদের অস্ত্রের ব্যবহারে নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের উত্থান এবং উহার আঘাতেই তাঁহার পতন 'স্পেনীয় ক্ষত' অপরাপর যে-কোন কারণ অপেক্ষা অধিকতর সর্বনাশাত্মক

ইওরোপীয় শক্তিবর্গের জয়লাভের কারণ (Causes of the Success of the European Powers against Napoleon): নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের জয়লাভের পশ্চাতে কয়েকটি বিশেষ কারণ ছিল। প্রথমত, ইওরোপীয় শক্তিসংঘের মোট সৈন্যসংখ্যা ফরাসী সৈন্যসংখ্যা হইতে বহুগুণ বেশী ছিল। দ্বিতীয়ত, নেপোলিয়ন নিজ হস্তে সামরিক দায়িত্ব এমনভাবে কেন্দ্রীভূত করিয়াছিলেন যে, নিম্নস্তরের সেনানায়কদের ও কর্মচারীদের পক্ষে দায়িত্ব লইয়া কাজ করিবার কোন অবকাশ ছিল না। তৃতীয়ত, নেপোলিয়ন ক্রমাগত যুদ্ধের শ্রান্তি ও সৈন্যক্ষয় হেতু ড্রেসডেনের যুদ্ধের পর শত্রুপক্ষের পশ্চাদ্ধাবন করিতে পারেন নাই। ওয়াটারলুর যুদ্ধের পূর্বে লিঞি ও কোয়াটার ব্রাসের যুদ্ধে জয়লাভের পর তিনি শত্রুপক্ষের অনুসরণ করেন নাই। ইহা ভিন্ন ব্লুকার ও ওয়েলিংটনের সৈন্যবাহিনী একত্রে মিলিত হইবার পথও তিনি বন্ধ করেন নাই। চতুর্থত, নেপোলিয়নের বিপক্ষে যে সামরিক নেতাগণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাঁহাদের কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না। তাঁহাদের সৈন্যও ফরাসী সৈন্য অপেক্ষা অধিক সমরকুশলী ছিল না। কিন্তু তাঁহারা ছিলেন গভীর দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ।

(১) ইওরোপীয় বাহিনীর সংখ্যাধিক্য

(২) নেপোলিয়নের সর্বগ্রাসী দায়িত্ব গ্রহণ-নীতি

(৩) সামরিক ত্রুটি

(৪) বিরোধীপক্ষের গভীর দেশপ্রেম

নেপোলিয়নের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিতে তাঁহারা এক প্রবল উৎসাহ ও উত্তেজনা লইয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সামরিক ত্রুটি তাঁহারা জাতীয়তাবোধের দ্বারা পূরণ করিয়া লইয়াছিলেন।

ফরাসী বিপ্লবের ফলাফল (Results of the French Revolution): ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব সমগ্র ইওরোপকে এক বিরাট প্লাবনের তরঙ্গের ন্যায় আঘাত করিয়াছিল। ফ্রান্স হইতে দূরত্বের তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন দেশের উপর এই বিপ্লবের তরঙ্গাঘাতের তারতম্য ঘটিয়াছিল। কিন্তু কোন দেশই সম্পূর্ণভাবে বিপ্লবের প্রভাব হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই।

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রভাব

ফ্রান্সের অভ্যন্তরে স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শ ফরাসী জাতির মধ্যে স্থায়িভাবে স্থানলাভ করিয়াছিল। বিপ্লবের অবসানে বুর্বোঁ রাজবংশ ফরাসী সিংহাসনে পুনঃস্থাপিত হইলে বিপ্লবের নৈতিক প্রভাব তাহাদের পক্ষেও বিস্তৃত হইয়াছিল।

ফ্রান্স: (১) ফরাসী জাতির উপর স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর স্থায়ী প্রভাব

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভোটাধিকার, সভা-সমিতির অধিকার এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা স্বীকৃত হইল। ফরাসী দার্শনিকগণ কর্তৃক প্রচারিত যে নীতিগুলির উপর ভিত্তি করিয়া ফ্রান্সে নানাপ্রকার শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল, সেগুলি ফরাসী শাসনব্যবস্থার মূলনীতি হিসাবে স্থায়িত্ব লাভ করিল। স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা নামেমাত্রই স্বৈরাচারী রহিল, বস্তুতপক্ষে শাসনব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক নীতি ক্রমেই গৃহীত হইতে লাগিল।

(২) রাজনৈতিক: ভোটাধিকার, সভা-সমিতির অধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা: গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ

যুক্তিবাদের জ্ঞান বিস্তারের ফলে যেমন বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল, তেমনি ধর্মক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ উদারতা দেখা দিল। ধর্ম-সম্পর্কে প্রত্যেকেরই ইচ্ছাধীনভাবে চলিবার স্বাধীনতা ক্রমেই স্বীকৃত হইল।

(৩) ধর্ম: পরধর্ম-সহিষ্ণুতা, ধর্মের স্বাধীনতা

সামাজিক ক্ষেত্রে অভিজাত ও যাজক সম্প্রদায়ের প্রাধান্য ও বিশেষ

সুযোগ-সুবিধা বিলুপ্ত হওয়ায় সমাজ-জীবনে মানুষে ও মানুষে কোন পার্থক্য রহিল না। আইনের চক্ষে সকলেই সমান বলিয়া বিবেচিত হইল। বিপ্লবের সময়ে ভূসম্পত্তির যেভাবে বণ্টন করা হইয়াছিল তাহার ফলে এক স্বাধীন কৃষক সমাজের সৃষ্টি হইল। সামন্ত-প্রথা চিরতরে দূর হইল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্পবিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে যে-সকল শিল্পোন্নতি ঘটিল তাহাতে ক্রমেই ফরাসী শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

(৪) সামাজিক : অভিজাত ও যাজক সম্প্রদায়ের প্রাধান্য বিলোপ : আইনের চক্ষে সমতা, স্বাধীন কৃষক সমাজ, স্বাধীন শ্রমজীবীর সংখ্যা বৃদ্ধি

ফরাসী বিপ্লবের ফলাফল ইওরোপের উপরও নানাভাবে প্রকাশ পাইল। নেপোলিয়নের আমলে ফরাসী সাম্রাজ্যের অধীনে আসিয়া ইওরোপের বিভিন্ন অংশে, বিশেষভাবে নেদারল্যাণ্ড, ন্যাপল্স্, জার্মানি, রাইন নদীর তীরবর্তী দেশগুলিতে সামাজিক সমতা, আইনের চক্ষে সকলের সমতা এবং ধর্ম-সহিষ্ণুতা বিস্তারলাভ করিয়াছিল। ইওরোপের সর্বত্র নেপোলিয়নের আইন বিধির মূলনীতিগুলি এবং উন্নত ধরণের শাসনব্যবস্থার দৃষ্টান্ত অনুসৃত হইতে লাগিল।

ইওরোপ : (১) নেদারল্যাণ্ড, ন্যাপল্স্, জার্মানি, রাইন অঞ্চলের দেশগুলিতে সমতা, ধর্মসহিষ্ণুতা বিস্তারলাভ
(২) ইওরোপের সর্বত্র নেপোলিয়নের আইন-বিধির মূলনীতি গৃহীত

ইতালি রাজ্য গঠন করিয়া এবং পোল্যাণ্ডের একাংশ লইয়া গ্র্যাণ্ড ডাচি অব্ ওয়ারসো গঠন করিয়া নেপোলিয়ন পোল এবং ইতালীয়দের মধ্যে এক গভীর জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। নেপোলিয়ন রাজনৈতিক স্বাধীনতাদানের পক্ষপাতী ছিলেন না বটে, কিন্তু ঐ সময়ে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ইওরোপের কোন দেশের জনসাধারণই ভোগ করিত না। কিন্তু নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য বিস্তৃতির ফলে বিপ্লবের আদর্শ ইওরোপবাসীদের মনের অন্তস্তলে স্থানলাভ করিয়াছিল। গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের নীতিই ছিল বিপ্লবের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। এই দুই নীতিকে ভিত্তি করিয়াই ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে ইতালি ও জার্মানির ঐক্য, বলকান দেশগুলির স্বাধীনতা লাভ ইত্যাদি সম্ভব হইয়াছিল।

(৩) রাজনৈতিক : ইতালি ও পোল্যাণ্ডে জাতীয়তার সৃষ্টি

ইতালি ও জার্মানির ঐক্য ও বলকান রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতা বিপ্লবের প্রভাব-প্রসূত ফল

(৪) মানুষের উপর প্রভাব : নূতন এবং প্রগতিশীল, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক ধারণা

ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব ব্যক্তি-বিশেষের উপরও প্রতিফলিত হইল। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক ধারণার দিক দিয়া মানুষ অধিকতর প্রগতিশীল হইয়া উঠিল। বিপ্লবের বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়া মানুষ যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিল তাহার ফলে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নূতন ধারায় চিন্তা করিবার শক্তি সে লাভ করিল।

ফরাসী বিপ্লবের নেতৃবৃন্দ (The Leaders of the French Revolution):

মিরাবো ১৭৪৯-৯১ (Mirabeau): মিরাবো এক অভিজাত বংশীয় সন্তান ছিলেন। তাঁহার প্রথম জীবন ছিল অত্যন্ত উচ্ছৃংখল। অভিজাত সম্প্রদায় তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিত। তিনি এক-প্রকার সমাজচ্যুতই ছিলেন। তাঁহার চেহারা ছিল কুৎসিত এবং দেহসৌষ্ঠব ছিল অমার্জিত রুচির প্রতিকৃতি বিশেষ। তাঁহার চক্ষু হইতে সর্বদা জল পড়িত; তাঁহার স্বর ছিল বজ্রগম্ভীর। বৃহৎ জনসমাবেশেও তাঁহার কুৎসিত চেহারা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। তিনি নিজেই একবার বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার কুৎসিত চেহারার মধ্যেই তাঁহার ক্ষমতা লুক্কায়িত আছে। কিন্তু মিরাবো ছিলেন একজন অসাধারণ বাগ্মী এবং তাঁহার রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ছিল অতুলনীয়। বস্তুতপক্ষে ফরাসী বিপ্লবের সময় যে-সকল রাজনীতিবিদ্ ও বক্তার উদ্ভব হইয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে মিরাবো ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। বিপ্লবের প্রথম দিকে যখন জাতীয় সভা ফ্রান্সের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণে ব্যস্ত ছিল তখন মিরাবো ইহাতে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অভিজাত সম্প্রদায়সম্ভূত হইলেও জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসাবেই তিনি ফ্রান্সের জাতীয় সভা স্টেট্‌স্-জেনারেল-এর সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

অভিজাত বংশের সন্তান

কুৎসিত চেহারা : চরিত্র

অসাধারণ বাগ্মিতা ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতা

জাতীয় সভার গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ

টেনিস কোর্ট-এর শপথ (Tennis Court Oath) গ্রহণের পর ষোড়শ লুই স্টেট্‌স্-জেনারেল-এর অধিবেশন আহ্বান করিয়া যখন প্রতিনিধিগণকে

সভায় ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় হিসাবে পৃথক্ ভাবে অংশ গ্রহণ করিতে বলিলেন এবং অভিজাত ও যাজক সম্প্রদায়ের অধিকার অপরিবর্তনীয় বলিয়া ঘোষণা করিলেন, তখন বিপ্লবের এক সংকটময় মুহূর্ত উপস্থিত হইল। রাজার বক্তৃতা শেষ হইলে আইনসভার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী সদস্যগণকে কক্ষ ত্যাগ করিতে বলিলেন। ঐ সময়ে তৃতীয় সম্প্রদায়ের (Third Estate বা Tiers Etat) প্রতিনিধিগণ যদি নিজ অধিকার বলপূর্বক গ্রহণ না করিতেন তাহা হইলে টেনিস কোর্ট এর শপথ কখনও কার্যে পরিণত হইত না। সেই সময়ে মিরাবো তাঁহার বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিয়াছিলেন: "আমরা জনসাধারণের প্রতিনিধি, একমাত্র বলপূর্বক আমাদিগকে এখান হইতে বাহির করিতে পারিবে, নতুবা নহে।"

জাতীয় সভার অধিকার রক্ষা দায়

প্রথমদিকে জাতীয় সভার প্রকৃত পরিচালক

'প্রতিনিধিগণের ব্যক্তি-স্বাধীনতার উপর কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না'—এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে তিনি জাতীয় সভাকে উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁহারই চেষ্টায় ও দূরদর্শিতার ফলে বিপ্লব প্রথমে শাসনতান্ত্রিক পথে চালিত হইয়াছিল।

সংবিধান-সভা যখন অযথা বক্তৃতায় সময় নষ্ট করিতেছিল তখন মিরাবো এই সভাকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন যে, তাহাদের সম্মুখে সর্বপ্রধান সমস্যা আর্থিক অবস্থার উন্নতিবিধান।

আর্থিক সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ

মিরাবো উগ্র চরমপন্থী বা উগ্র দক্ষিণপন্থী ছিলেন না, তিনি চাহিয়াছিলেন উপযুক্ত সংস্কারের মাধ্যমে রাজতন্ত্রের ত্রুটি দূর করিতে। অরাজকতা ও স্বৈরাচার উভয়ই তাঁহার নিকট সমভাবে ঘৃণ্য ছিল। শাসনব্যবস্থাকে কার্যকরী রাখিতে হইলে কার্যনির্বাহক (Executive) বিভাগের উপযুক্ত ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন এই কথা তিনি স্বীকার করিতেন।

বামপন্থী: রাজপদ রক্ষার চেষ্টা

এই কারণে মিরাবো রাজাকে ভিটো ক্ষমতাদানের পক্ষপাতী ছিলেন। মিরাবো'র আকাঙ্ক্ষা ছিল মন্ত্রিপদ লাভ করা। কিন্তু সংবিধান সভার কোন সদস্যই নূতন আইনসভার সভ্য হইতে পারিবেন না—এইরূপ প্রস্তাব গৃহীত হইলে তাঁহার আশা ভঙ্গ হইল। তিনি অন্যতম বিপ্লবী নেতা ল্যাফায়েট-এর

সহিত যুগ্মভাবে ফরাসী শাসনব্যবস্থাকে দৃঢ় ও কার্যকরী রাখিতে এবং সেইজন্য রাজার ক্ষমতা যাহাতে হ্রাসপ্রাপ্ত না হয় সেই ব্যবস্থা করিতে চাহিলেন। কিন্তু ল্যাফায়েট মিরাবো তথা অন্য কোন প্রভাবশালী নেতার অধীনতা স্বীকার করিবার পাত্র ছিলেন না। এইজন্য ইঁহাদের মধ্যে কোন স্থায়ী যোগাযোগ সম্ভব হইল না।

ল্যাফায়েট-এর সহযোগিতালাভের বৃথা চেষ্টা

এইরূপ অবস্থায় মিরাবো গোপনে ষোড়শ লুই এর উপদেষ্টা নিযুক্ত হইলেন। তিনি ষোড়শ লুইকে গোপনে যে সব উপদেশপূর্ণ পত্রাদি প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা হইতে মিরাবোর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। মিরাবো ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ অবস্থার উন্নতিকল্পে নানাবিধ সুপরামর্শ রাজা ও তাঁহার মন্ত্রিগণকে দিয়াছিলেন। তিনি ষোড়শ লুইকে বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভর না করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন এবং দেশের আর্থিক অবস্থার দ্রুত উন্নতি বিধানের প্রয়োজনীয়তার কথাও স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ষোড়শ লুই বা তাঁহার মন্ত্রিগণ কেহই মিরাবো'র সতর্কবাণীতে কর্ণপাত করেন নাই।

মিরাবো গোপনে ষোড়শ লুই-এর উপদেষ্টা নিযুক্ত

মিরাবো ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর ফরাসী রাজতন্ত্রকে রক্ষা করিতে পারেন, এইরূপ আর কোন দূরদর্শী রাজনীতিক বা বিপ্লবী নেতা ফ্রান্সে রহিলেন না।

মিরাবো'র মৃত্যুতে দূরদর্শী রাজনীতিক নেতার অভাব

রোবসপিয়ার (Robespierre): রোবসপিয়ার প্রথম জীবনে ফ্রান্সের এক প্রাদেশিক বিচারালয়ে আইন-ব্যবসায় করিতেন। আইনজীবী হিসাবে তিনি যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্রে সংকীর্ণতা, একদেশদর্শিতা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার চরম প্রকাশ পরিলক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার সততা ও নীতি-জ্ঞান ছিল সমসাময়িক বিপ্লবী নেতাদের প্রায় সকলেরই ঊর্ধ্বে। জীবনে কতকগুলি মৌলিক নীতি অনুসরণ করিয়া চলাই ছিল তাঁহার বৈশিষ্ট্য। এই সকল নীতির অতি সামান্য পরিবর্তনও তিনি সহ্য করিতে

চরিত্র

পারিতেন না। তাঁহার সংযম, একনিষ্ঠ দেশপ্রেম তাঁহার চরিত্রের ত্রুটি বহু পরিমাণে পূরণ করিয়াছিল। রোবস্‌পিয়ার ছিলেন জেকোবিন্‌ দলের নেতৃবর্গের অন্যতম। ড্যাণ্টন* ও হেবার্ট-এর পতনের পর স্বভাবতই তিনি এই দলের সর্বেসর্বা হইয়া উঠিলেন। ন্যাশনাল কন্‌ভেনশনে তিনি অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। ঐ সময়ে আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রক্ষেত্রে যে দারুণ সংকট দেখা দিয়াছিল তাহা হইতে দেশরক্ষার জন্য জননিরাপত্তা কমিটি ও বিপ্লবী ট্রাইব্যুনাল গঠনে এবং পরে সন্ত্রাসের শাসনকাল' (Reign of Terror) স্থাপনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কন্‌ভেনশন্‌, জননিরাপত্তা কমিটি, বিপ্লবী ট্রাইব্যুনাল—এই তিনের উপরই তিনি নিরংকুশ ক্ষমতা লাভ করেন। তাঁহার কার্যের ফলে বহু সংখ্যক বিপ্লব বিরোধী ব্যক্তির প্রাণনাশ হইয়াছিল বটে, কিন্তু এ পন্থা অনুসরণ করিয়া তিনি বিপ্লবকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

জেকোবিন্‌ দলের অন্যতম প্রধান নেতা

সন্ত্রাসের শাসনকালে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ

বিপ্লবকে রক্ষা

রোবস্‌পিয়ার ছিলেন ধর্মভীরু ও ভগবানে বিশ্বাসী। তিনি ধর্মনৈতিক পুনরুজ্জীবনের চেষ্টাও করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বৈরাচারী ক্ষমতা ভোগ করিয়া শেষ পর্যন্ত তাঁহার একক প্রাধান্য অপ্রতিহত হইয়া উঠিল। অপরাপর নেতাদের ন্যায় তাঁহারও পতন ঘটিল। কয়েক মাস অপ্রতিহত ক্ষমতা ভোগের পর তিনি কন্‌ভেনশন্‌ কর্তৃক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর সংগে সংগে 'সন্ত্রাসের শাসনব্যবস্থা'র বিরুদ্ধে এক তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল।

ধর্মভীরু

সাময়িক স্বৈরক্ষমতা ভোগ – পতন ও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত

দাঁতো (Danton): জেকোবিন্‌ নামক বিপ্লবী দলের নেতাদের অন্যতম ছিলেন দাঁতো। তিনি ছিলেন একজন স্বনামধন্য আইনজীবী। বিদ্বান ব্যক্তি হিসাবে তাঁহার যথেষ্ট সুখ্যাতি ছিল। তাঁহার রাজনৈতিক জ্ঞান ছিল গভীর। বিপ্লবকে সার্থক করিয়া তুলিতে একতা ও সুদৃঢ় নেতৃত্বের প্রয়োজন—এই কথা তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি কোন উগ্র মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন

জেকোবিন্‌ দলের নেতা: আইনজীবী বিদ্বান ও রাজনীতিজ্ঞ

* ফরাসী উচ্চারণ দাঁতো (Danton)

না. রাজনৈতিক মতবাদে তিনি ছিলেন মধ্যপন্থী। রাজনীতিক্ষেত্রে সংযম ও অপরের মতের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শনের প্রয়োজন তিনি স্বীকার করিতেন। তিনি প্রজাতান্ত্রিক দলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া দেশের কল্যাণার্থে কার্য করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ক্রমে তিনি তাঁহার বক্তৃতার দ্বারা জনগণকে মুগ্ধ করিয়া তাহাদের প্রশংসা অর্জনে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন এবং শেষ পর্যন্ত স্বার্থপর, অর্থগৃধ্নু ও ঘুষখোর হইয়া উঠিলেন। কিন্তু পর-বিদ্বেষ, হিংসা-পরায়ণতা ও পরস্ত্রী-কাতরতা তাঁহার ছিল না। তিনি ছিলেন উদাসীন, সহজ প্রকৃতির লোক। ডোমবিজের রাজতান্ত্রিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন সন্দেহে তাঁহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

রাজনীতিক্ষেত্রে মধ্যপন্থী

প্রজাতান্ত্রিক দলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করিবার চেষ্টা

দ্যাঁ প্রাণদণ্ড

ল্যাফায়েট (Lafayette) : মার্কুইস ল্যাফায়েট এক সম্ভ্রান্ত অভিজাত পরিবারের সন্তান ছিলেন। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে তিনি প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করেন। আমেরিকার বিপ্লবীদের সহিত তিনি সমভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের সেনাপতি ও প্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনের সহিত তাঁহার সৌহার্দ্য জন্মিয়াছিল। ওয়াশিংটন ও ফ্রাঙ্কলিনের নিকট হইতে অন্যায়মূলক শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়ার শিক্ষা তিনি লাভ করিয়াছিলেন। প্রত্যেক শাসনব্যবস্থারই মূল উদ্দেশ্য ব্যক্তি-স্বাধীনতা দান করা এবং জনস্বার্থ বৃদ্ধি করা—এই ধারণা ঐ সময়েই তাঁহার মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। এইরূপ উদারনৈতিক শিক্ষা ও বিপ্লবের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লইয়া ল্যাফায়েট যখন স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন তখন সর্বপ্রথমেই তিনি ফরাসী জনসাধারণের উপর অন্যায়মূলক কর স্থাপনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি ছিলেন যেমন নির্ভীক তেমনি উদারচেতা, কিন্তু তাঁহার আত্মম্ভরিতারও অভাব ছিল না।

সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান

আমেরিকার বিপ্লবে অংশ গ্রহণ : জর্জ ওয়াশিংটন ও ফ্রাঙ্কলিনের বন্ধুত্ব লাভ

বিপ্লব-সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা

জাতীয় সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব লাভ

ফরাসী বিপ্লবে যখন জাতীয় সেনাবাহিনী (National Guard) গঠন করা হইল তখন তাঁহাকেই ঐ বাহিনীর নেতৃত্ব দান করা হয়।

ল্যাফায়েট কার্য-নির্বাহক বিভাগের (Executive) ক্ষমতা বৃদ্ধির পক্ষ-

সংবিধান-সভার সভ্যগণের মন্ত্রিত্বলাভের পথ বন্ধ

পাতী ছিলেন না। তাঁহার প্রস্তাব অনুসারেই ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে আইনসভার সদস্যগণের মন্ত্রিত্ব লাভের পথ বন্ধ হইয়াছিল। এক সময়ে তিনি ফ্রান্সের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় নেতা হিসাবে বিবেচিত হইতেন। কিন্তু তাঁহার ঐ জনপ্রিয়তা প্রয়োজনীয়

রাজতন্ত্র রক্ষার্থে সৈন্যগণের সাহায্য লাভে অসমর্থ : সেনাপতিত্বের অবসান

ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হয় নাই। তিনি ১০ই আগস্টের (১৭৯২) হত্যাকাণ্ডের সময় রাজার সাহায্যার্থে অগ্রসর হন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁহার আদেশ সৈন্যগণ অমান্য করায় তিনি সফলকাম হন নাই। ঐ সময় হইতে তাঁহার সেনাপতিত্বের অবসান ঘটে। মিরাবো এবং ল্যাফায়েটের যুগ্ম চেষ্টায় ফরাসী-

জুলাই বিপ্লব ১৮৩০ : তাঁহার চেষ্টায় শান্তি স্থাপন

রাজতন্ত্র হয়ত রক্ষা পাইত, কিন্তু তাঁহার আত্মম্ভরিতা তাঁহাকে মিরাবো'র সহিত একযোগে কার্য করিতে বাধা দিল। অতি বৃদ্ধ অবস্থায় ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই বিপ্লবের সময়, তিনি বিপ্লবীদিগকে অন্তর্যুদ্ধ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় লুই ফিলিপ্প ফ্রান্সের সিংহাসনে স্থাপিত হইয়াছিলেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়

ভিয়েনা সম্মেলন

(The Congress of Vienna)

ভিয়েনা কংগ্রেস বা সম্মেলন, ১৮১৫ (Vienna Congress, 1815) : নেপোলিয়নের পতনের পর মহাসমারোহে ইওরোপীয় দেশগুলির প্রতিনিধিগণ অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা নগরীতে সমবেত হইলেন। ভিয়েনার এই কংগ্রেস* বা সম্মেলন ইওরোপ তথা সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক বৈঠক বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। বস্তুত, সমস্যার জটিলতা ও ব্যাপকতা অথবা সদস্যদের সংখ্যা ও গুরুত্বের দিক্‌ বিচার করিলে এইরূপ রাজনৈতিক সম্মেলন ইতিপূর্বে আর অনুষ্ঠিত হয় নাই।†

সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন

সমসাময়িক শক্তিশালী রাজগণের মধ্যে অস্ট্রিয়ার প্রথম ফ্রান্সিস্‌, রাশিয়ার জার আলেকজাণ্ডার ১ম, প্রাশিয়ার তৃতীয় ফ্রেডারিক প্রভৃতি মোট ছয় জন ঐ সম্মেলনে উপস্থিত হইলেন। রাজনীতি-ধুরন্ধরদের মধ্যে আসিলেন ইংলণ্ডের ক্যাসালরি ও ডিউক অব্‌-ওয়েলিংটন্‌, অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র সচিব প্রিন্স্‌ মেটারনিক, রাশিয়ার নেসেল্‌রোড্‌, প্রাশিয়ার হামবল্ডাট্‌ ও হার্ডেনবার্গ এবং ফ্রান্সের ট্যালিরাঁ। একমাত্র তুরস্ক ও পোপের রাজ্য ভিন্ন ইওরোপের সকল দেশের প্রতিনিধি এই সম্মেলনে উপস্থিত হইলেন। সমবেত সদস্যগণের রাজনৈতিক বিচক্ষণতা, কপটতা,

সম্মেলনের প্রধান সদস্যগণ

রঙ্গরাবৃত আবহাওয়া

* ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর ভিয়েনায় সম্মেলন শুরু হয়। এই সম্মেলনে ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে মে তারিখে বিজেতা শক্তিগুলির সহিত ফ্রান্সের যে চুক্তি (Treaty of Paris) স্বাক্ষরিত হইয়াছিল ঐ সন্ধির শর্তের ভিত্তিতে আলোচনা চলে। এই সময় নেপোলিয়ন এল্‌বা দ্বীপ হইতে ফিরিয়া আসিলে পুনরায় যুদ্ধ শুরু হয়। ওয়াটার্‌লুর যুদ্ধে তাঁহার চূড়ান্ত পরাজয় ঘটিলে ভিয়েনা সম্মেলনের কাজ পুনরায় শুরু হয়। নেপোলিয়নের পুনরাগমনের শাস্তিস্বরূপ ২০শে নভেম্বর, ভিয়েনা সম্মেলনের প্রথম প্যারিস চুক্তির কতক পরিবর্তন করা হয়।

† The Congress of Vienna (Sept. 1814—June, 1815) was one of the most important diplomatic gatherings in the history of Europe, by reason of the number, variety and gravity of the questions presented and settled." C. D. Hazen, *Europe Since, 1815*, p. 3.

"In brilliance of personnel and in magnitude of issues there has been no parallel to it in modern history." *The Remaking of Modern Europe*, Marriot, p. 119.

স্বার্থপরতা, উদারতা প্রভৃতি বিরোধী বৈশিষ্ট্যের সমাবেশে ভিয়েনা সম্মেলনের আবহাওয়া ক্রমেই বহুস্য বৃত হইয়া উঠিল।

(অস্ট্রিয়ার প্রিন্স মেটারনিক সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হইলেন। তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও কূটকৌশল অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহাকে এক অপ্রতিহত প্রাধান্য দান করিল।* ফলে, তিনি ভিয়েনা সম্মেলনের নিয়ন্তাস্বরূপ হইয়া উঠিলেন। ইংলণ্ড, রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার প্রতিনিধিগণ নিজেদের শক্তির সুযোগ লইয়া সম্মেলনের কর্মপন্থা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব ও ক্ষমতা নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইলেন।) কিন্তু এই চতুঃশক্তির প্রাধান্য ফরাসী পররাষ্ট্রসচিব ট্যালিরাঁ-এর গভীর কূটনৈতিক চালে যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিহত হইল। ট্যালিরাঁ এই চতুঃশক্তির প্রাধান্য খর্ব করিবার উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র, অবহেলিত রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধিবর্গের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। কংগ্রেসের নেপথ্যে পূর্ব হইতেই কোন কার্যপন্থা যাহাতে স্থির না হইতে পারে এবং সকল বিষয়ই যাহাতে কংগ্রেস বা সম্মেলনের সদস্যদের সম্মুখে উপস্থিত করা হয় তিনি সেই বিষয়ে সতর্ক রহিলেন। প্রধান শক্তিগুলির পরস্পর স্বার্থদ্বন্দ্বের সুযোগ লইয়া তিনি ফ্রান্সের জন্য এই সম্মেলনে মর্যাদাপূর্ণ স্থান আদায় করিলেন। তিনি সমবেত প্রতিনিধিগণকে বুঝাইলেন যে, ইওরোপের শত্রুতা ফ্রান্স বা ফরাসী জাতির বিরুদ্ধে নহে, ইহা কেবলমাত্র নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে; এইভাবে ট্যালিরাঁ ইওরোপের পুনর্বণ্টনের কার্যে ফ্রান্সের মতামতের গুরুত্ব বৃদ্ধি করিলেন। তিনি দুর্বল রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধিবর্গের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলির মীমাংসায় প্রভাব বিস্তার করিয়া নেপোলিয়নের যুদ্ধের জন্য ফ্রান্সকে যে শাস্তি ভোগ করিতে হইত তাহা এড়াইতে সক্ষম হইলেন।†

প্রিন্স মেটারনিকের প্রাধান্য: ইংলণ্ড, রাশিয়া প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার আধিপত্য

ফরাসী পররাষ্ট্র সচিব ট্যালিরাঁ-এর কূটকৌশল

ফ্রান্সের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ

---

* "He could swim like fish in the sparkling whirlpool of Vienna." Quoted by D. M. Ketelbey: *A History of Modern Times*, p. 144.

† "His argument was that Europe had fought Nepoleon and not France." "…. France became the arbiter in the chief questions before the Congress. Morse Stephens, *Revolutionary Europe*, p. 339.

"No longer was France a pariah among the nations: One wonders what might have happened if Germany had possessed a Talleyrand in 1919." Riker: *A Short History of Modern Europe*, p. 383.

ভিয়েনা সম্মেলনের সম্মুখীন সমস্যা (Problems before the Congress of Vienna) : নেপোলিয়নের উত্থানের ফলে ইওরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রে যে-সকল সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছিল ভিয়েনা সম্মেলনে স্বভাবতই সেগুলির সমাধান করা প্রয়োজন হইল। এই সমস্যাগুলিকে সাতটি বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করা যাইতে পারে, যথা : (১) দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের যুদ্ধের ফলে ইওরোপের রাজনৈতিক কাঠামোর যে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছিল উহার পুনর্গঠন ; (২) পোল্যাণ্ডের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ ; (৩) জার্মানির শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ ; (৪) রাইন সীমারেখা নির্ধারণ ; (৫) স্যাক্সনি সম্পর্কে শান্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন ; (৬) ফ্রান্সের প্রতি উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন ; (৭) বিজেতা দেশগুলির মধ্যে ইতিপূর্বে যে-সকল চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল সেগুলির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কার্য সম্পাদন।

সম্মেলনের সম্মুখীন সমস্যা : (১) ইওরোপের পুনর্গঠন, (২) পোল্যাণ্ড (৩) জার্মানি, (৪) রাইন (৫) স্যাক্সনি, (৬) ফ্রান্স (৭) বিজেতা দেশগুলির মধ্যে চুক্তিগুলির সামঞ্জস্যবিধান

ইওরোপের পুনর্বণ্টন (Territorial Redistribution) : ভিয়েনা সম্মেলনে সমবেত প্রতিনিধিগণ বাহ্যত সততা, ন্যায় ও আদর্শবাদের পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। ইওরোপীয় 'সমাজ-ব্যবস্থার পুনর্গঠন', 'রাষ্ট্র ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবন', 'নিরবচ্ছিন্ন শান্তি স্থাপন', 'ন্যায় ও সততার ভিত্তিতে ইওরোপের পুনর্বণ্টন' প্রভৃতি আদর্শবাদী বুলি আওড়াইতে তাঁহারা কার্পণ্য করিলেন না। এগুলি কেবলমাত্র সম্মেলনের জনপ্রিয়তা ও গুরুত্ব বাড়াইবার জন্যই বলা হইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃতক্ষেত্রে তাঁহারা বিজিতের সম্পত্তি ভাগ করিয়া লইবার জন্য পরস্পর দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইলেন।* বিজয়ী দেশগুলি—ইংলণ্ড, রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, সুইডেন প্রভৃতি নেপোলিয়নকে পরাজিত করিবার পারিশ্রমিক হিসাবে কতক কতক স্থান আত্মসাৎ করিল।

উচ্চ আদর্শের মৌখিক পরাকাষ্ঠা

কার্যত নীচ স্বার্থসিদ্ধির মনোবৃত্তি

রাশিয়াকে গ্র্যাণ্ড ডাচি অব্ ওয়ারসো'র অধিকাংশ (পোজেন ও থর্ন বাদে) ফিন্‌ল্যাণ্ড, বেসারাবিয়া ও অপর কয়েকটি তুরস্ক-সাম্রাজ্যভুক্ত স্থান দেওয়া হইল ; এই সকল স্থানলাভের ফলে

রাশিয়া

* "They (people), saw the unedifying scramble of the conquerors for the spoils of victory." C. D. Hazen, *Europe Since 1815*, p. 8.

ইওরোপের রাজনীতিক্ষেত্রে রাশিয়ার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইল। এমন কি, অধীন পোলগণকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিতেও রাশিয়া স্বীকৃত হইল।

প্রাশিয়া ও স্যাক্সনি

প্রাশিয়া, পোজেন, থর্ণ, ডানজিগ ও স্যাক্সনির উত্তরাংশ পশ্চিম পোমেরেনিয়া এবং রাইন নদীর তীরবর্তী প্রদেশগুলি লাভ করিল। স্যাক্সনির অবশিষ্টাংশ তথাকার রাজার অধীনেই রাখা হইল।

অস্ট্রিয়া: বেলজিয়াম

অস্ট্রিয়া হল্যাণ্ডকে বেলজিয়াম ছাড়িয়া দিল এবং ক্ষতিপূরণ হিসাবে ভেনিস ও লোম্বার্ডি লাভ করিল। ইহা ভিন্ন অস্ট্রিয়া ডালম্যাশিয়া, পূর্ব-গ্যালিসিয়া এবং বেভেরিয়ার নিকট হইতে টাইরল, স্যালজবার্গ, ভোরার্লবার্গ প্রাপ্ত হইল। বেভেরিয়াকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে ব্যারিউথ, আন্সপাক ও রাইন প্যালাটিনেট দেওয়া হইল।

ইংলণ্ড

ইংলণ্ড, মাল্টা, হ্যালিগোল্যাণ্ড, সিংহল কেপ-কলোনি, আইওনীয় দ্বীপপুঞ্জ ইত্যাদি লাভ করিল। ইংলণ্ড ছিল নেপোলিয়নের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শত্রু। নেপোলিয়নের সহিত যুদ্ধে ইংলণ্ডের ক্ষতির পরিমাণ যেমন সর্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছিল ক্ষতিপূরণের পরিমাণেও তেমনি ইংলণ্ড সর্বাধিক গ্রহণ করিয়াছিল।

জার্মানি: কনফেডারেশন অব দি রাইন

জার্মানি সম্পর্কে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে তাহা লইয়া প্রতিনিধিদলের মধ্যে দারুণ মতানৈক্য দেখা দিল। অস্ট্রিয়া চাহিল জার্মানির উপর পূর্বেকার আধিপত্য স্থাপন করিতে, অপরদিকে জার্মান রাষ্ট্রগুলি চাহিল স্বাধীনভাবে থাকিতে। শেষ পর্যন্ত জার্মানির ৩০টি রাজ্য এবং স্বাধীন নগর-রাষ্ট্রগুলি লইয়া এক অসংবদ্ধ যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা (Loose Confederation) গঠন করা হইল*; ইহার নাম হইল জার্মান কনফেডারেশন (German Confederation)। এই যুক্তরাষ্ট্রটিকে আইনত অস্ট্রিয়ার আধিপত্যাধীনে রাখা হইল। ফ্রাংকফার্ট (Frankfurt) নামক স্থানে অস্ট্রিয়ার সভাপতিত্বে এই যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার একটি কেন্দ্রীয় সভা স্থাপিত হইল।

ইতালির উত্তরভাগে ভেনিস ও লোম্বার্ডি অস্ট্রিয়াকে দেওয়া হইল। ভিক্টর ইমানুয়েলকে স্যাভয়, পাইডমণ্ট ও জেনোয়া এবং ভূতপূর্ব

* ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হেসি-হোমবুর্গ সংযুক্ত হইলে উহার সংখ্যা হইল ৩৯।

সম্রাজ্ঞীকে (নেপোলিয়নের পত্নী মেরী লুই) পার্মা দেওয়া হইল। টাস্কেনী ও মডেনা অস্ট্রিয়ার রাজবংশোদ্ভূত যুবরাজগণকে দেওয়া হইল। (ন্যাপল্‌স্ ও সিসিলিতে বুর্বোঁ বংশীয় রাজা ফার্ডিনাণ্ডকে পুনঃস্থাপন করা হইল।)

ইতালি : ভৌগোলিক নামে পরিণত

(পোপের রাজ্যগুলি পুনরায় গঠন করা হইল। ইতালির ক্ষেত্রে জার্মানির ন্যায় কোন অসংবদ্ধ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা করা হইল না। সমগ্র ইতালিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া 'ইতালি' নামটির কোন সার্থকতা রাখা হইল না। 'ইতালি' একটি ভৌগোলিক নামমাত্রে পরিণত হইল। বাস্তবক্ষেত্রে ইতালি নামে কোন ঐক্যবদ্ধ দেশ আর রহিল না।)

সুইটজারল্যাণ্ড

সুইটজারল্যাণ্ড ভ্যালাইস, নিউচাটেল ও জেনেভা এই তিনটি ক্যাণ্টন (প্রদেশ) লাভ করিল এবং সর্বকালের জন্য নিরপেক্ষ (neutral) রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষিত হইল।

সুইডেন

ডেনমার্ক হইতে নরওয়ে বিচ্ছিন্ন করিয়া সুইডেনের সহিত যুক্ত করা হইল ; এইভাবে সুইডেনকে ফিনল্যাণ্ড ত্যাগের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইল।

হল্যাণ্ড

হল্যাণ্ডের সহিত বেলজিয়ামকে যুক্ত করিয়া অরেঞ্জ পরিবারের অধীনে স্থাপন করা হইল।

ন্যায্য-অধিকার, ক্ষতিপূরণ ও শক্তি-সাম্য নীতি (Principles of Legitimacy, Compensation & Balance of Power) : (ভিয়েনা সম্মেলনে সমবেত প্রতিনিধিগণ প্রায় সকলেই ছিলেন অভিজাততান্ত্রিক। গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি উদার নীতি তাঁহাদের

মৌখিক আদর্শবাদের পশ্চাতে মূলনীতি—ন্যায্য-অধিকার, ক্ষতিপূরণ ও শক্তি-সাম্য

নিকট স্বভাবতই গ্রহণযোগ্য ছিল না। ইওরোপের পুনর্গঠনের কার্যে তাঁহারা নিজ নিজ স্বার্থের দিকটাই বড় করিয়া দেখিলেন। ন্যায় ও সততার ভিত্তিতে সামাজিক পুনরুজ্জীবন ও রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠন—ইত্যাদি আদর্শবাদী ঘোষণা নিছক মুখের কথায় পর্যবসিত হইল। নিজেদের স্বার্থের দিক বিবেচনা করিয়া এবং ইওরোপের শক্তি-সাম্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহারা তিনটি নীতির অনুসরণ করিলেন : (১) ন্যায্য-অধিকার (Legitimacy), (২) ক্ষতিপূরণ (Compensation) ও (৩) শক্তি-সাম্য (Balance of Power)।)

ন্যায্য-অধিকার নীতির প্রয়োগের দ্বারা ফরাসী বিপ্লবের পূর্বতন অবস্থা (Status Quo) ফিরাইয়া আনিতে চাহিলেন। যে স্থান যে দেশের অথবা যে বংশের অধীনে ছিল, সেইস্থান সেই দেশ বা বংশের অধীনে পুনঃস্থাপনের ব্যবস্থা করা হইল। প্রাক্‌বিপ্লব যুগের রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামোকে সঞ্জীবিত করিতে গিয়া তাঁহারা বিপ্লব-প্রসূত গণতন্ত্র ও জাতীয়তার আবেদনকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন।

ন্যায্য-অধিকার নীতি (Legitimacy, Status Quo)

ন্যায্য-অধিকার নীতির প্রয়োগ দ্বারা তাঁহারা উত্তর-ইতালিতে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্যের পুনঃস্থাপন করেন; দক্ষিণ ইতালিকে পূর্বেকার সামন্তরাজ্যে বিভক্ত করেন, এমন কি, সিসিলি-ন্যাপল্‌সের সিংহাসনে কুখ্যাত ফার্ডিনাণ্ডকে পুনঃস্থাপন করেন। এই একই নীতি অনুসরণ করিয়া তাঁহারা জার্মানির উপর অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য পুনঃস্থাপন করেন। স্যাভয় ও সার্ডিনিয়ার স্যাভয় পরিবার, হল্যাণ্ডে অরেঞ্জ পরিবার (House of Orange) ও মধ্য-ইতালিতে পোপের প্রাধান্য স্থাপন করেন। ফ্রান্স ও স্পেনে বুর্‌বোঁ পরিবার পুনঃস্থাপিত হয়।

ন্যায্য-অধিকার নীতির প্রয়োগ

বিজেতা রাষ্ট্রগুলিকে তাহাদের কার্যের পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইল 'ক্ষতিপূরণ' নীতির প্রয়োগ দ্বারা। ন্যায্য-অধিকার নীতি যথাযথভাবে প্রয়োগ করিলে বিজেতা রাষ্ট্রগুলির ভাগে কিছুই পড়ে না, সুতরাং ক্ষতিপূরণ নীতির প্রয়োগের দ্বারা সেগুলিকে কোন কোন স্থান অধিকার করিতে দেওয়া হইল। নেপোলিয়নের পরাজয়ে ইংলণ্ডের দান ছিল সর্বাধিক। তাই ইংলণ্ডের ক্ষতিপূরণও মিলিল সর্বাপেক্ষা অধিক। সিংহল, কেপ্-কলোনি, আইওনীয় দ্বীপপুঞ্জ ইত্যাদি ইংলণ্ড ক্ষতিপূরণ হিসাবে লাভ করিল। হল্যাণ্ডকে দেওয়া হইল বেলজিয়াম। রাশিয়া পাইল গ্র্যাণ্ড ডাচি অব্ ওয়ার্‌সো'র অধিকাংশ, ফিন্‌ল্যাণ্ড, বেসারাবিয়া ইত্যাদি। প্রাশিয়ার ভাগে পড়িল স্যাক্সনির উত্তরাংশ, ডানজিগ্, থর্ণ, পোজেন, রাইন প্রদেশগুলি, পশ্চিম-পোমেরেনিয়া ইত্যাদি। আবার, শক্তি-সাম্য নীতি বজায় রাখিতে গিয়া একদেশ হইতে একাংশ লইয়া অপর দেশকে দেওয়া হইয়াছিল। অস্ট্রিয়া হইতে বেলজিয়াম হল্যাণ্ডকে দেওয়া হইয়াছিল, ইহার ক্ষতিপূরণ হিসাবে অস্ট্রিয়াকে ইতালিতে প্রাধান্য দান করা হইয়াছিল।

ক্ষতিপূরণ নীতি (Compensation)

সুইডেন হইতে ফিনল্যাণ্ড রাশিয়াকে এবং পশ্চিম-পোমেরেনিয়া প্রাশিয়াকে দেওয়ার জন্য সুইডেন নরওয়ে লাভ করিয়াছিল।

(ইওরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রে শক্তি-সাম্য নীতির প্রয়োগ পূর্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। ভিয়েনা সম্মেলন এই নীতির প্রয়োগ দ্বারা ফ্রান্সকে চতুর্দিকে পরিবেষ্টন করিতে সচেষ্ট ছিল। বেলজিয়াম-হল্যাণ্ড রাষ্ট্র গঠন, প্রাশিয়ার শক্তিবৃদ্ধি, ইতালিতে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য স্থাপন শক্তি-সাম্য নীতিরই পরিচায়ক। ফ্রান্সকে ভবিষ্যতে ইওরোপীয় শক্তি সাম্য বিনষ্ট করিবার সুযোগ না দেওয়ার ব্যবস্থা হিসাবে এরূপ করা হইয়াছিল। আবার প্রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, রাশিয়া প্রভৃতি দেশকে ক্ষতিপূরণ এমনভাবে দেওয়া হইয়াছিল যাহাতে একটি দেশ অপরটি অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী না হইতে পারে।)

শক্তি-সাম্য নীতি (Balance of Power)

সমালোচনা (Criticism): ভিয়েনা সম্মেলনের কার্যাদির তীব্র সমালোচনা করা হইয়াছে। প্রথমত, ভিয়েনা সম্মেলন নামেমাত্র-ই 'সম্মেলন' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল।* প্রকৃতক্ষেত্রে অস্ট্রিয়া, ইংলণ্ড, প্রাশিয়া, রাশিয়া ও ফ্রান্স—এই পাঁচটি শক্তিই সম্মেলনের কার্যপন্থা তাহাদের গোপন বৈঠকে স্থির করিয়াছিল। বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গকে সম-মর্যাদা দানের গণতান্ত্রিক নীতি ভিয়েনা সম্মেলন হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমানে ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্ (United Nations) প্রতিষ্ঠানেও স্বীকৃতি পায় নাই। দ্বিতীয়ত, ভিয়েনা সম্মেলনে জাতীয়তাবাদকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিয়াছিল। সংশ্লিষ্ট দেশগুলির জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা তাহাদের স্বার্থপর নীতিতে স্থান পায় নাই। জার্মানির ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিকে প্রতিবেশী বৃহৎ জার্মান রাষ্ট্রগুলির অধীনতা হইতে মুক্ত না করিয়া, জার্মানিতে এক অসংবদ্ধ যুক্ত-রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা স্থাপন এবং সর্বোপরি অস্ট্রিয়াকে এই যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতিত্ব দান করার ফলে জাতীয়তাবাদ নীতির অবমাননা করা

নামেমাত্র-ই সম্মেলন: পাঁচটি শক্তির প্রাধান্য

জাতীয়তাবাদ উপেক্ষিত

* "In fact, strictly speaking there was no Congress at all. A score or more of representatives from petty princess came to add their piping voices to this European chorus, but they were only allowed the privilege of forming the background. The foreign ministers of the five great powers were the Congress." Riker, *A Short History of Modern Europe*, p. 382.

"Everything was arranged outside in special committees, and in the intimate interviews of sovereigns and diplomats." C. D. Hazen, p. 4.

হইয়াছিল। জাতি, ধর্ম ও ঐতিহাসিক বিবর্তন উপেক্ষা করিয়া হল্যাণ্ডের সহিত বেলজিয়ামের একত্রীকরণ, নরওয়েকে সুইডেনের অধীনে স্থাপন

দৃষ্টান্ত—জার্মানি, বেলজিয়াম, নরওয়ে প্রভৃতি

সমদোষেই দুষ্ট ছিল ইতালির প্রতি অবিচার আরও অধিক মাত্রায় করা হইয়াছিল। নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যাধীন থাকিবার এবং ফরাসী বিপ্লবে প্রভাবিত হওয়ার ফলে ইতালিবাসীদের মধ্যে যে জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হইয়াছিল ভিয়েনা সম্মেলন তাহার উপর কোন গুরুত্ব দেয় নাই।

ন্যায্য-অধিকার (Legitimacy) নীতির আংশিক প্রয়োগ

তৃতীয়ত, এই সম্মেলন ন্যায্য-অধিকার নীতিও সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করিতে সক্ষম হয় নাই। বেলজিয়াম, নরওয়ে প্রভৃতি ইহার উদাহরণস্বরূপ। চতুর্থত. প্রতিনিধিগণ বিপ্লবের দান—গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা করিয়া ঐতিহাসিক ইঙ্গিতের বিরুদ্ধেই কাজ করিয়াছিলেন। বিপ্লবের পূর্বেকার ব্যবস্থা (Status Quo) স্থাপন

Status Quo স্থাপন: রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা

করিতে গিয়া তাঁহারা রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। রাজনৈতিক প্রগতিকে রুদ্ধ করিয়া তাঁহারা মৃতপ্রায় স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করিতে চাহিয়াছিলেন। পঞ্চমত, অপরের সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়া প্রতিনিধিগণ নীচ স্বার্থপরতার পরিচয় দিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর

বংশগত স্বার্থ ও অচল শক্তি-সাম্য-নীতির (Balance of Power) প্রয়োগ

অচল শক্তি সাম্য (Balance of Power) নীতি এবং বংশগত স্বার্থরক্ষার নীতির উপর জোর দিয়া তাঁহারা যুগধর্মকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন।* অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক ধারায় বিশ্বাসী রাজা ও রাজনীতিকগণ স্বভাবতই অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক ধারণা ও আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া ভিয়েনা-চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিলেন। স্বভাবতই এই চুক্তি উনবিংশ শতাব্দীতে সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য হইল না। ইহার স্থায়িত্বও সেইহেতু স্বল্পকালীন হইল।†

* "It marked a reversion to the outworn ideas of the 18th century, to the doctrine of 'balance' and the supremacy of dynastic interests; the clock was set back by the repartition of Italy and the ineffective reconstitution of Germany." Marriot, *The Remaking of Modern Europe*, p. 131.

† "It was a settlement formed by monarchs and aristocratic diplomats of the old order, and it was infused with the spirit of the eighteenth century. As such it could have only limited applicability and longevity in faster moving world of the nineteenth century." David Thomson, *Europe Since Napoleon*, p. 75.

ষষ্ঠত, প্রতিনিধিবর্গের ফরাসী-ভীতি তাঁহাদিগকে ফ্রান্স-পরিবেষ্টন নীতি অনুসরণে প্ররোচিত করিয়াছিল। ভবিষ্যতে ফ্রান্স যাহাতে ইওরোপীয় শক্তি-সাম্য বিনষ্ট না করিতে পারে সেই ব্যবস্থা করিতে গিয়া তাঁহারা নানাবিধ অন্যায়মূলক, নৈতিকতা-বর্জিত, অদূরদর্শী নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। ভবিষ্যতের নিরাপত্তার চিন্তা তাঁহাদিগকে পাইয়া বসিয়াছিল এবং সেইহেতু তাঁহারা জনস্বার্থ, ন্যায়পরায়ণতা ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার দিকে লক্ষ্য রাখিবার অবকাশ পান নাই। স্বভাবতঃ উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভিয়েনা সম্মেলন কর্তৃক পরিকল্পিত প্রতিক্রিয়াশীল স্বৈরাচারের কাঠামোর মূল উৎপাটনে বাধ্য হইয়াছিল। সংক্ষেপে, ভিয়েনা সম্মেলনে সমবেত প্রতিনিধিবর্গ তাঁহাদের গতানুগতিক কূটনৈতিক জ্ঞান ও স্বার্থপরতা দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিলেন।* ইওরোপের জনগণের মধ্যে যে নূতন ভাবধারা, নূতন চেতনা ও জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা প্রতিনিধিগণ উপলব্ধি করেন নাই। ডেভিড টমসন (David Thomson) এর মতে ভিয়েনা চুক্তি মোটামুটিভাবে যুক্তিসম্মত ও রাজনীতি সমর্থিত এক রাষ্ট্র-ব্যবস্থা স্থাপন করিয়াছিল, সেবিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার সর্বপ্রধান ত্রুটি ছিল এই যে, জাতীয়তাবোধের প্রভাব ও অগ্রগতির শক্তি যে কত সুদূরপ্রসারী তাহার উপযুক্ত বিবেচনা ইহাতে করা হয় নাই। নরওয়ে, ফিনল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম প্রভৃতি স্থানের অধিবাসীদের ইচ্ছা বা আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিয়া এই সকল দেশকে ইওরোপীয় রাষ্ট্রনৈতিক নিরাপত্তা ও স্থায়িত্বের খাতিরে অপরাপর দেশের সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছিল। রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা, সামরিক সুবিধা, রাজবংশের অধিকারাদিকেও ইওরোপীয় অর্থনৈতিক এবং জাতীয়তা-স্পৃহার ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়া হইয়াছিল।†

ফ্রান্স-পরিবেষ্টন নীতি

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভিয়েনা চুক্তি ভঙ্গের চেষ্টা

প্রতিনিধিবর্গের স্বার্থপরতা

ফরাসী বিপ্লব-প্রসূত ইওরোপীয় যুদ্ধের ফলে ইওরোপে এক ব্যাপক অর্থ-

* "Its work has been severely criticised, nor can it be denied that many blunders were made, that little foresight was shown, that important principles were ignored, and that selfish interests were too much regarded." Merriot, p. 120.

† "It was on the whole, a resonable and statesmanlike arrangement of which the chief defect was that it under-estimated the dynamism of nationalism...." David Thomson : *Europe Since Napoleon*, p. 75.

নৈতিক দুর্দশার সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহার ফল শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হইলে ইওরোপের সর্বত্র ব্যাপক বেকারত্ব দেখা দিল। ভিয়েনা সম্মেলন যে রাষ্ট্র-ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন করিয়াছিল উহার অধীনে কোনপ্রকার বিপ্লবাত্মক সংস্কার সাধন করিয়া তদানীন্তন ইওরোপবাসীদের সমস্যাসমূহ—বিশেষভাবে অর্থনৈতিক সমস্যা দূর করিবার সাহস বা মনোবৃত্তি স্বভাবতই ছিল না। কারণ, ঐ ব্যবস্থা ছিল রক্ষণশীল তথা প্রতিক্রিয়াশীল ন্যায্য-অধিকার নীতির উপর নির্ভরশীল। স্বভাবতই রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ইওরোপবাসীর আস্থা অর্জন করিতে পারে নাই। ফলে, উনবিংশ শতাব্দীতে এক অভূতপূর্ব অসন্তোষ, সংস্কার স্পৃহা আন্দোলন ও বিপ্লব পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর অসন্তোষ, সংস্কার-স্পৃহা, আন্দোলন ও বিপ্লবের পটভূমিকা রচনা

তথাপি ভিয়েনা সম্মেলনের কার্যাদির পক্ষেও কয়েকটি কথা বলিবার আছে। (১) প্রতিনিধিবর্গ জাতীয়তাবাদকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এই ভিয়েনা সম্মেলনেই আন্তর্জাতিকতার সূত্রপাত হইয়াছিল। আন্তর্জাতিক শান্তি স্থাপনের জন্য প্রতিনিধি-বর্গ যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন ইওরোপের ইতিহাসে উহাই ছিল আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার প্রথম পদক্ষেপ। পরবর্তী কালে লীগ-অব-ন্যাশনস্ (League of Nations) এবং ইউনাইটেড্ ন্যাশনস্ (United Nations) ইহারই পশ্চাদনুসরণ বলা যাইতে পারে। (২) ভিয়েনা সম্মেলনে সমবেত রাজনীতিবিদ্‌গণের পরিস্থিতির কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথমত, ইওরোপের জটিল রাজনৈতিক সমস্যা-সংকুল ভিত্তির উপর পুনর্গঠনের কার্য যেমন ছিল কঠিন তেমনই ছিল অনিশ্চিত।* এই কারণে পূর্বেকার সব কিছুকে উপেক্ষা করা প্রতিনিধিগণের পক্ষে সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয়ত, ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলি নেপোলিয়নের সহিত যুগ্মভাবে যুঝিতে গিয়া পরস্পরের মধ্যে যে-সকল চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিল, সেগুলির শর্তাদি প্রতিনিধিগণের কর্মপন্থা

পক্ষে যুক্তি—আন্তর্জাতিকতা

প্রতিনিধিবর্গের সম্মুখীন পরিস্থিতি

জটিল সমস্যা-সংকুল ভিত্তির উপর পুনর্গঠনের কার্য সম্পাদনের ভার

* "...that though diplomatists were called on to rebuild, it was on old and encumbered sites" Marriot, p. 120.

সংখ্যা পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত ছিল। 'আবো'র সন্ধি (Treaty of Abo, 1912) দ্বারা সুইডেনকে নরওয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি পূর্বেই দেওয়া হইয়াছিল। এইভাবে কালিশ্ক্ (Kalisch) এর চুক্তি, রাইখেনবেক (Reichenbach), টোপ্লিজ (Toplitz) এর চুক্তি প্রভৃতি পূর্ব হইতেই ভিয়েনা প্রতিনিধিবর্গের কর্মপন্থা নির্ধারিত করিয়াছিল। (৩) ইহা ভিন্ন পরবর্তী পর চল্লিশ বৎসর* ভিয়েনার প্রতিনিধিবর্গ ইওরোপে শান্তি বজায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আর তাঁহারা ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা মহামানব নিশ্চয়ই ছিলেন না। ফলে সুদূর ভবিষ্যতের রাজনৈতিক ব্যবস্থা তাঁহারা গঠন করিয়া যাইবেন এরূপ আশা করাও অনুচিত। কোন আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা চল্লিশ বৎসরের অধিক কাল টিকিয়াছিল এরূপ দৃষ্টান্ত ইতিহাসে নাই বলিলেই চলে। নেপোলিয়নের যুদ্ধের অব্যবহিত পরে পুনরায় ইওরোপ যদি কোন ব্যাপক যুদ্ধে লিপ্ত হইত, তাহা হইলে ইওরোপের সর্বনাশ সাধিত হইত সন্দেহ নাই। ভিয়েনার প্রতিনিধিগণ সেইরূপ পরিস্থিতি হইতে ইওরোপকে রক্ষা করিয়াছিলেন। বাস্তব ক্ষেত্রে ইহাই ছিল এই চুক্তির প্রধান গুণ † (৪) সর্বশেষে ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পরবর্তী কালে ভিয়েনা সম্মেলনের কার্যাদির সমালোচনা করা এবং তাহার ত্রুটি বাহির করা সহজ হইলেও ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে ভিয়েনা সম্মেলনের প্রতিনিধিগণ যেরূপ পরিস্থিতিতে কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন সেই কথা স্মরণ করিলে তাঁহাদের কার্যাদির সমালোচনা যে কোন কোন ক্ষেত্রে অহেতুক রূঢ় হইয়াছে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

পূর্বকার পরস্পর চুক্তির শর্তপালনের বাধ্য

পরবর্তী চল্লিশ বৎসর শান্তি বজায় রাখিতে সক্ষম

সমালোচনা কোন কোন ক্ষেত্রে অযথা রূঢ়

* "It is, however, given to few Congresses to legislate for a country while that of Vienna can at least claim to have inaugurated forty years of peace." Ketelbey, p. 147.

† "Vienna had the practical merit of giving Europe nearly half a century of comparative peace, and this was what most Europeans most fervently wanted in 1815." David Thomson, p. 75.

ভিয়েনা সম্মেলনের সম্মুখীন সমস্যার সমাধান কিভাবে হইয়াছিল? How were the Problems before the Congress of Vienna solved ?) :

(১) ইওরোপের পুনর্গঠন কার্যে ভিয়েনা সম্মেলনের প্রতিনিধিবর্গ ন্যায্য অধিকার, ক্ষতিপূরণ ও শক্তি-সাম্য এই তিনটি নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। (উপরে এই তিনটি নীতির বিশদ আলোচনা দ্রষ্টব্য)। (২) পোলাণ্ডের সমস্যা জার আলেকজাণ্ডারের পক্ষে সমাধান করা হইয়াছিল। তিনি পোজেন ও থর্ন ভিন্ন ওয়ারসো গ্র্যাণ্ড ডাচির সমগ্রটাই দখল করিয়াছিলেন। (৩) স্যাক্সনির সমস্যা অস্ট্রিয়ার বিরোধিতা সত্ত্বেও প্রাশিয়ার পক্ষে সমাধান করা হইয়াছিল। অস্ট্রিয়া অবশ্য কয়েকটি স্থান দখল করিয়াছিল। (৪) এক অসংবদ্ধ জার্মান জাতীয়-সংঘ স্থাপন করিয়া জার্মানির শাসনব্যবস্থা নির্ধারিত হইয়াছিল। সর্বোপরি ছিল অস্ট্রিয়ার আধিপত্য। (৫) রাইন প্রদেশগুলি প্রাশিয়াকে দান করিয়া ভবিষ্যতে ফ্রান্সের শক্তিবৃদ্ধির পথ বন্ধ করিবার চেষ্টা করা হইল। (৬) ভবিষ্যতে ফ্রান্স যাহাতে ইওরোপীয় শক্তি-সাম্য বিনষ্ট না করিতে পারে সেইজন্য ফ্রান্সকে চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত করা হইল। রাইন সীমায় প্রাশিয়াকে আধিপত্য দান, হল্যাণ্ডের সহিত বেলজিয়ামের সংযুক্তি, দক্ষিণ-ইতালিতে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য স্থাপন, স্যাভয় পরিবারের শক্তিবৃদ্ধি—ইত্যাদি ফ্রান্স-পরিবেষ্টন-নীতির কার্যকরী পন্থা হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে। (৭) শক্তি-সাম্য নীতির দিক্ দিয়া লক্ষ্য রাখিয়া ইংলণ্ড, রাশিয়া, হল্যাণ্ড, প্রাশিয়া, অস্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশগুলিকে পুরস্কারস্বরূপ অপরাপর দেশের অংশ দেওয়া হইল। (৮) ভিয়েনা চুক্তিতে পূর্বেকার স্বাক্ষরিত চুক্তিগুলির শর্তাদিও পালন করা হইয়াছিল। সুইডেনকে নরওয়ে দান ইহার উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে।

বিভিন্ন রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান

এইভাবে সমস্যাগুলির সমাধানের ব্যবস্থা পোল, জার্মান, বেলজিয়ামবাসী প্রভৃতি কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে সক্ষম হইল না, উপরন্তু বহু নূতন সমস্যার সৃষ্টি করিল। এই কারণে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে ভিয়েনা সম্মেলনের কার্যাদি বিনষ্ট করিবার চেষ্টা ফলবতী হইয়াছিল।

ষোড়শ অধ্যায়

ইওরোপীয় শক্তি-সমবায়

(The Concert of Europe)

ইওরোপীয় শক্তি-সমবায় (The Concert of Europe) : ভিয়েনা সম্মেলনের রাজনীতিকগণ তাঁহাদের কার্যাদি যাহাতে স্থায়ী হয় সেজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনে সচেষ্ট হইলেন। ইওরোপের শান্তি ব্যাহত হইতে পারে এমন কোন কিছুই তাঁহাদের দৃষ্টি এড়াইল না। নেপোলিয়নের সহিত দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদের মনে এক দারুণ ফরাসী-ভীতি জাগিয়াছিল। সুযোগ পাইলেই ফ্রান্স পরাজয়ের প্রতিশোধ লইতে অগ্রসর হইবে এই আশংকা তাঁহাদের মনে স্বভাবতই ছিল। সুতরাং কেবলমাত্র শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত হইলেন না। প্রাক্-বিপ্লব যুগের যে রাজনৈতিক কাঠামো তাঁহারা পুনরায় স্থাপন করিয়াছিলেন উহাকে বিপ্লবের প্রভাবমুক্ত না রাখিতে পারিলে ভিয়েনা চুক্তি ব্যর্থ হইবে ভাবিয়া তাঁহারা 'কন্সার্ট-অব-ইওরোপ' (Concert of Europe) বা ইওরোপীয় শক্তি-সমবায় নামে এক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করিলেন। এই শক্তি-সমবায়ের উদ্দেশ্য ছিল ভিয়েনা ও উহার সংশ্লিষ্ট চুক্তিগুলি অব্যাহত রাখা। এইজন্য তাঁহারা আরও দুইটি চুক্তি স্বাক্ষর করিলেন; ইহাদের একটি হইল 'পবিত্র-চুক্তি' (Holy Alliance) অপরটি হইল 'চতুঃশক্তি-চুক্তি' (Quadruple Alliance)। এই দুই চুক্তির শর্তানুযায়ী ইওরোপীয় শক্তিবর্গের মধ্যে যে এক ঐক্য-বন্ধন স্থাপিত হইল, তাহাই কন্সার্ট-অব-ইওরোপ বা ইওরোপীয় শক্তি-সমবায় নামে পরিচিত।

ইওরোপীয় শক্তি-সমবায় (Concert of Europe)

(১) পবিত্র-চুক্তি (Holy Alliance), চতুঃশক্তি-চুক্তি (Quadruple Alliance)

পবিত্র-চুক্তি (Holy Alliance) : রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজাণ্ডারের উদ্যোগে পবিত্র-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। জার আলেকজাণ্ডার ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ আদর্শবাদী ব্যক্তি। বাস্তব জগতের জ্ঞান তাঁহার খুব কমই ছিল। তাঁহার অত্যধিক ভাবপ্রবণ মনের অলীক কল্পনা হইতেই 'পবিত্র-চুক্তি'র উদ্ভব হয়। এই চুক্তি স্থাপনের ধারণা তাঁহার নিজস্ব নহে। দুই শতাব্দী পূর্বে

জার আলেকজাণ্ডারের উদ্যোগে পবিত্র-চুক্তি স্বাক্ষরিত

ফরাসীরাজ চতুর্থ হেন্‌রী 'গ্র্যাণ্ড ডিজাইন' (Grand Design) নামে এক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথ নাকি তাঁহাকে এবিষয়ে উৎসাহ দান করিয়াছিলেন। চতুর্থ হেন্‌রীর 'গ্র্যাণ্ড ডিজাইন' অনুসারে ইওরোপীয় বিভিন্ন দেশের মোট ৬৬ জন প্রতিনিধি লইয়া একটি সিনেট বা সাধারণ সভা (Senate of General Council) স্থাপনের পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল। এই সাধারণ সভার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ইওরোপ মহাদেশে অনাবিল শান্তি বজায় রাখা ও ইওরোপীয় রাজগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব-বোধ জাগাইয়া তোলা।* কিন্তু হেনরীর আকস্মিক মৃত্যুতে (১৬১০) এই পরিকল্পনা কার্যকরী করা সম্ভব হয় নাই। ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষার জন্য অনুরূপ একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইয়াছিল কিন্তু তাহাও কার্যকরী হয় নাই। এই সকল পূর্ব-পরিকল্পনার ইতিহাস জার আলেকজাণ্ডারের মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল।

আন্তর্জাতিক শান্তি-রক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠান গঠনের পূর্ব-পূর্ব পরিকল্পনা

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জার আলেকজাণ্ডার এই আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে উদ্যোগী হইলেন। ভিয়েনা সম্মেলন আরম্ভ হইবার পূর্বে তিনি মিত্র শক্তিবর্গের—অর্থাৎ যে সকল দেশ নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করিতেছিল তাহাদের সম্মুখে এই পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইংলণ্ডের সহিত এই মর্মে এক চুক্তি সম্পাদন করিতে সমর্থ হন যে, যুদ্ধ শেষ হইলেই ইওরোপের শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি যুগ্মভাবে ইওরোপের শান্তি রক্ষার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে। স্বভাবতই ভিয়েনা সম্মেলনে জার আলেকজাণ্ডার তাঁহার পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার সুযোগ পাইলেন।

জার প্রথম আলেকজাণ্ডারের শান্তিরক্ষার পরিকল্পনা

ইংলণ্ডের সহিত চুক্তি সম্পাদন

'পবিত্র-চুক্তি' নামে এক চুক্তিপত্র প্রস্তুত করা হইল। ইহাতে বলা হইল যে, ন্যায়, দয়া ও শান্তি - খ্রীষ্টধর্মের এই তিনটি মূলনীতির উপর ভিত্তি করিয়া ইওরোপীয় রাজগণ তাঁহাদের আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র-নীতি নির্ধারণ

* "to deliver them for ever from the fear of bloody catastrophes so common in Europe; to secure for them unalterable repose, so that all the Princes might henceforth live together as brothers." Sully, Quoted by Lipson, *Europe in the 19th and the 20th Centuries*, p 214.

পবিত্র চুক্তির শর্তাবলী

করিবেন। চুক্তিবদ্ধ সকল রাজা এক অবিচ্ছেদ্য ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইবেন, তাঁহারা একে অপরকে ভ্রাতার ন্যায় বিবেচনা করিবেন এবং নিজ নিজ প্রজাবর্গকে পুত্রের ন্যায় দেখিবেন * জার আলেকজাণ্ডার পরিকল্পিত পবিত্র চুক্তি প্রথমে রাশিয়া প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়। ইংলণ্ড ইহা স্বাক্ষর করিতে অস্বীকৃত হইল, কারণ ব্রিটিশ সরকার পবিত্র চুক্তির অস্পষ্ট অবাস্তব শর্তাদি গ্রহণ করিয়া স্বীয় ইচ্ছা মত চলিবার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিতে চাহিলেন না।† ইংলণ্ড ছাড়া তুর্কী সুলতান এবং পোপও এই সন্ধিতে স্বাক্ষর করিতে অস্বীকৃত হইলেন অপরাপর প্রতিনিধিবর্গ জার আলেকজাণ্ডারের মনস্তুষ্টির জন্যই ইহা স্বাক্ষর করিলেন।

পবিত্র চুক্তিতে স্বাক্ষর করিতে ইংলণ্ডের অস্বীকার

পবিত্র চুক্তির উদ্দেশ্য সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ ছিল। রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া—এই তিনটি স্বৈরাচারী দেশ এই চুক্তির প্রধান পৃষ্ঠপোষক হওয়াতে ইহা ইওরোপের জনগণের স্বাধীনতা বিনাশের এক রহস্যাবৃত যন্ত্র বলিয়া সন্দেহের সৃষ্টি হইল। কিন্তু পবিত্র চুক্তির সৃষ্টিতে এইরূপ উদ্দেশ্য মোটেই ছিল না। উপরন্তু জার আলেকজাণ্ডার ইওরোপীয় দেশগুলিতে উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থা স্থাপনের আদর্শ 'পবিত্র চুক্তির' আদর্শ-বহির্ভূত নহে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন।

পবিত্র চুক্তি সম্পর্কে সন্দেহ

পবিত্র-চুক্তির উদ্দেশ্য (১) আন্তর্জাতিক কূটনীতি সততা, ন্যায় ও নৈতিকতার ভিত্তিতে স্থাপন

(১) পবিত্র চুক্তি নৈতিকতা, ন্যায় ও সততার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক কূটনীতি পরিচালিত করিতে এবং (২) ইওরোপীয় রাজনীতিতে নৈতিকতার প্রয়োগ করিতে চাহিয়াছিল। (৩) রাজগণ পরস্পর সাহায্য-সহায়তা দানে প্রস্তুত থাকিবেন এবং (৪) উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থা স্থাপন

* "The Holy Alliance seemed to imply nothing more than that sovereigns were henceforth to regard each other as brothers 'united by the bonds of true and indissoluble fraternity' and their subjects as their children whom they were to rule as fathers of families" *Ibid*, p 215

† "The English Government withheld its signature, declining to stultify its freedom of action by taking part in a vague and shadowy project which bound the contracting monarchs on all occasions and in all places to lend each other aid and assistance" *Ibid*, p 215

"The Holy Alliance was not a treaty: it was a solemn declaration, initiated by Alexander and affirmed by the Sovereigns of Europe with varying degrees of seriousness" D M Ketelbey. A *History of Modern E*[illegible], p 149

করিবেন।) উদ্দেশ্যের দিক্ হইতে বিচার করিলে পবিত্র-চুক্তির উদ্দেশ্য যে মহৎ ছিল তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। (কিন্তু ইহা ছিল সম্পূর্ণভাবে বাস্তবতাবর্জিত;) স্বভাবতই বস্তুবাদী জগতে উহার স্থান ছিল না। এই চুক্তি সম্পর্কে সমসাময়িক রাজনীতিকদের মন্তব্য উল্লেখ করিলেই পবিত্র-চুক্তির স্বরূপ বুঝা যাইবে। (অস্ট্রিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রী প্রিন্স মেটারনিক্ এই সন্ধি স্বাক্ষর করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি নিজেই ইহাকে 'অর্থহীন বাগাড়ম্বর' (high-sounding nothing), 'নীতি-জ্ঞানের বাহ্যাড়ম্বর' (moral demonstration) বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। ক্যাসালরি (Castlereagh) ইহাকে 'আদর্শবাদী, অর্থহীন রহস্যাবৃত বাক্যবিন্যাস' (a piece of sublime mysticism and nonsense) বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। ট্যালিরাঁ পবিত্র চুক্তিকে হাস্যাস্পদ চুক্তি (ludicrous contract) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন।*

(২) নীতি-সম্মত রাজনীতি, (৩) পরস্পর সাহায্য ও সহায়তা, (৪) উদার-নৈতিক শাসনব্যবস্থা

সমসাময়িক রাজনীতিকদের মন্তব্য

প্রকৃতপক্ষে 'পবিত্র-চুক্তি' (Holy Alliance) কে চুক্তি নামে অভিহিত করা যায় না। ইহাকে একটি 'পবিত্র ঘোষণা' হিসাবে বিবেচনা করা উচিত। কোন সন্ধি বা চুক্তিতে স্বাক্ষরকারিগণ সাধারণত কতকগুলি নিশ্চিত দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং আনুষঙ্গিক কতকগুলি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন। ইহা ভিন্ন সন্ধি বা চুক্তি মাত্রেরই উদ্দেশ্য, কর্মপন্থা প্রভৃতি সুনির্দিষ্ট থাকে এবং কতকগুলি নিশ্চিত বাস্তব সমস্যার সমাধানে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। 'পবিত্র-চুক্তি'র ক্ষেত্রে এইরূপ কোন নিশ্চয়তা বা বাস্তবতার পরিচয় পাওয়া যায় না,) কতকগুলি অবাস্তব আদর্শ-সম্বলিত উচ্ছ্বাস এই চুক্তিতে প্রকাশ করা হইয়াছিল। (ইহা ভিন্ন স্বাক্ষরকারিগণের মধ্যে একমাত্র প্রথম আলেকজাণ্ডার নিষ্ঠার সহিত এই চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। অন্যান্য স্বাক্ষরকারিগণের অকপট আনুগত্য ইহাতে ছিল না। কেবলমাত্র আলেকজাণ্ডারকে সন্তুষ্ট করিবার জন্যই তাঁহারা এই সন্ধিপত্র স্বাক্ষর

পবিত্র-চুক্তির প্রকৃতি

পবিত্র-চুক্তি—পবিত্রও নহে, চুক্তিও নহে

* 'Metternich dismissed it as a 'high sounding nothing', Telleyrand as 'a ludicrous contract', Castlereagh as 'a piece of sublime mysticism and nonsense'. David Thomson, *Europe Since Napoleon*, p 76 Also vide D M Ketelbey, *A History of Modern Times*, p 150

করিয়াছিলেন। 'পবিত্র-চুক্তি' না ছিল 'পবিত্র', না ছিল 'চুক্তি'। ইহা ছিল একটি ঘোষণাপত্র। স্বাক্ষরকারিগণ যাহা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করিতেন না তাহা আলেকজাণ্ডারের সন্তুষ্টির জন্য গ্রহণ করিয়া ইহার পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ করিয়াছিলেন। অপরদিকে 'চুক্তি' স্থাপনের জন্য যে নিশ্চয়তা ও বাস্তবতার প্রয়োজন তাহাও এই চুক্তিতে ছিল না।

'পবিত্র-চুক্তি' স্বাক্ষরিত হওয়ার মুহূর্ত হইতেই বিফলতায় পর্যবসিত হইল। আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও আলেকজাণ্ডার 'পবিত্র-চুক্তি'-কে বাস্তবে রূপায়িত করিতে পারিলেন না।* পবিত্র-চুক্তির বিফলতার প্রধান কারণই ছিল (১) ইহার অনিশ্চয়তা ও অবাস্তবতা। (২) ইংলণ্ড ছিল তৎকালীন সর্বপ্রধান শক্তি। ইংলণ্ড কর্তৃক এই চুক্তি প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ফলে ইহার বিফলতা ছিল অবশ্যম্ভাবী। (৩) আলেকজাণ্ডার ভিন্ন অপর কেহই অকপটভাবে এই চুক্তি গ্রহণ করেন নাই; স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ইহার আদর্শ মানিয়া চলিবার কোন ইচ্ছাই ছিল না। সুতরাং 'পবিত্র-চুক্তি'র নাম ভিয়েনা সম্মেলনের পরবর্তী যুগে পরিচিতি লাভ করিলেও তৎকালীন রাজনীতিতে ইহা কোনপ্রকার প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয় নাই।

পবিত্র-চুক্তির বিফলতার কারণ: (১) অবাস্তবতা ও অনিশ্চয়তা, (২) ইংলণ্ড কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত (৩) অকপট আনুগত্যের অভাব

চতুঃশক্তি-চুক্তি (Quadruple Alliance): পবিত্র-চুক্তির অবাস্তবতার জন্য স্বভাবতই ভিয়েনা চুক্তির শর্তাদি রক্ষার দায়িত্ব অপর একটি শক্তিসংঘের উপর ন্যস্ত হইল। ইহা 'চতুঃশক্তি-চুক্তি' (Quadruple Alliance) নামে পরিচিত। অস্ট্রিয়ার প্রিন্স মেটারনিক্-এর চেষ্টায় এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পবিত্র-চুক্তির ন্যায় অনিশ্চিত ও অবাস্তব চুক্তিতে স্বাক্ষর করিতে অস্বীকৃত হইলেও ভিয়েনা চুক্তির শর্তাদি কার্যকরী করিতে এবং ইওরোপে শান্তি বজায় রাখিতে ইংলণ্ড ইওরোপীয় শক্তিবর্গের সহিত যোগদানে প্রস্তুত ছিল। সুতরাং মেটারনিকের চেষ্টায় ইংলণ্ড, অস্ট্রিয়া, রাশিয়া ও প্রাশিয়া এই চারিটি দেশের মধ্যে চতুঃশক্তি চুক্তি

চতুঃশক্তি-চুক্তি স্বাক্ষরিত

ইংলণ্ড, অস্ট্রিয়া, রাশিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে চতুঃশক্তি-চুক্তি

* "All Alexander's efforts were unavailing to provide the transparent soul of the Holy Alliance with a body". Lipson, p. 216.

সম্পন্ন হইল। কন্সার্ট অব্ ইওরোপ (Concert of Europe) চুক্তি ও চতুঃশক্তি-চুক্তি প্রকৃত ইওরোপীয় শক্তি-সমবায় — চতুঃশক্তি চুক্তি উভয়ই সংগঠন বুঝাইলেও প্রকৃতক্ষেত্রে উহা চতুঃশক্তি চুক্তির কার্যকলাপই বুঝাইয়া থাকে। (চতুঃশক্তি-চুক্তির উদ্দেশ্য ও কার্যকলাপই হইল ইওরোপীয় শক্তি সমবায় (Concert of Europe-এর উদ্দেশ্য ও কার্য।)

চতুঃশক্তি চুক্তির উদ্দেশ্য : (১) ভিয়েনা চুক্তি রক্ষা করা, (২) ইওরোপের শান্তি বজায় রাখা, (৩) মধ্যে মধ্যে মিলিত হইয়া পরিস্থিতি বিবেচনার ব্যবস্থা করা

(চতুঃশক্তি-চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল (১) ভিয়েনা ও সংশ্লিষ্ট সন্ধিগুলির শর্তাদি রক্ষা করা। ইওরোপের শান্তি বিনষ্ট হইতে পারে এইরূপ সম্ভাব্য বিপদ হইতে ইওরোপকে রক্ষা করা অর্থাৎ বিপ্লবের প্রভাব যাহাতে পুনরায় ফ্রান্সকে আলোড়িত করিতে না পারে এবং ইওরোপীয় অপরাপর দেশগুলির স্বাধীনতা যাহাতে বিপন্ন না হয় সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করা। (২) এই চুক্তির ষষ্ঠ শর্তে স্থির হয় যে, চতুঃশক্তি চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশগুলির প্রতিনিধিগণ পরস্পর সৌহার্দ্য-বৃদ্ধি এবং ইওরোপীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া উহার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কিছুকাল অন্তর অন্তর সম্মেলনে সমবেত হইবেন। এই-ভাবে চতুঃশক্তি চুক্তির মাধ্যমে ইওরোপের আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের এক কার্যকরী পরিকল্পনা গৃহীত হইল। ইহাই হইল ইওরোপীয় শক্তি-সমবায়ের প্রকৃত ভিত্তি।)*

চতুঃশক্তি চুক্তি বা ইওরোপীয় কন্সার্টের চারিটি অধিবেশন

এই-লা-স্যাপেল, ট্রপো, লাইব্যাক, ভেরোনা ও সেন্ট্ পিটার্সবার্গের কংগ্রেস (Congress of Aix la Chapelle, Troppau, Laibach, Verona & St. Petersburg) : চতুঃশক্তি-চুক্তির ষষ্ঠ শর্তানুযায়ী কয়েক বৎসর অন্তর অন্তর চারিটি কংগ্রেসের অধিবেশন

* To assure and facilitate the execution of the present treaty, and to consolidate the intimate relations which today unite the 4 Sovereigns for the good of the world, the High Contracting Parties have agreed to renew, at fixed periods, whether under the immediate auspices of the Sovereigns, or by their respective Ministers reunions devoted to the great common interests and to the examination of the measures which at any of these periods, shall be judged most salutary for the repose and prosperity of the peoples, and for the maintenance of the peace of the state Grant & Temperley, p 183

বসিল। ইংলণ্ড, অস্ট্রিয়া, রাশিয়া ও প্রাশিয়া এই চারিটি শক্তির উপরই ইওরোপের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের ভার পড়িল।

এই-লা-স্যাপেল্-এর কংগ্রেস, ১৮১৮ (Congress of Aix-la-Chapelle, 1818): ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে এই লা-স্যাপেল্ নামক স্থানে চতুঃশক্তি চুক্তির স্বাক্ষরকারিগণ সমবেত হইলেন। ইহা ছিল ইওরোপীয় কনসার্টের সর্বপ্রথম কংগ্রেস। এই সম্মেলনে প্রতিনিধিবর্গ বিভিন্ন ধরণের কার্য সম্পাদন করিলেন। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির উপর তাঁহাদের আধিপত্য অত্যধিক প্রসারিত হইল এবং এই শক্তি-সমবায় (Concert) সর্বসম্মতিক্রমে ইওরোপের ভাগ্যনিয়ন্তার মর্যাদা প্রাপ্ত হইল। সুইডেনের বিরুদ্ধে ডেনমার্ক এই কংগ্রেসের নিকট আবেদন জানাইল। হেস (Hesse) নামক স্থানের 'ইলেক্টর' রাজা' উপাধিলাভের জন্য এই কংগ্রেসের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন। জার্মানির রাজগণ তাঁহাদের অভাব-অভিযোগের প্রতিকার প্রার্থনা করিলেন। মোনাকো (Monaco) নামক স্থানের জনসাধারণ তাহাদের রাজার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাইয়া প্রতিকার দাবি করিল। ব্যাডেন (Baden) নামক স্থানের উত্তরাধিকারের প্রশ্ন, অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার ইহুদিদের নাগরিক অধিকারের প্রশ্নও এই কংগ্রেসের সম্মুখে উত্থাপিত হইল। কংগ্রেস বা ইওরোপীয় শক্তি-সমবায় জার্মান রাজগণের অভিযোগের মীমাংসা করিল, এমন কি সুইডেনের রাজাকে শাসাইতেও দ্বিধাবোধ করিল না। এইভাবে নানাবিধ সমস্যার সমাধান করিয়া কংগ্রেস ইওরোপের উপর এক নৈতিক আধিপত্য স্থাপন করিল। ফ্রান্সকে ইওরোপীয় শক্তি-সমবায় (Concert of Europe)-এর সভ্য হিসাবে গ্রহণ করা হইল। ফ্রান্স হইতে বিপদের কোন আশংকা নাই দেখিয়া ফ্রান্সে মোতায়েন মিত্রশক্তির সৈন্য অপসারণ করা হইল। কিন্তু এই কংগ্রেসে প্রতিনিধিবর্গ পরস্পর সহযোগিতা প্রদর্শন করিলেও এই সহযোগিতার পশ্চাতে মতানৈক্য দেখা দিল। প্রতিনিধিবর্গ

এই-লা স্যাপেল্-এর অধিবেশন (১৮১৮) বিভিন্ন ধরণের সমস্যার সমাধান: কংগ্রেস ইওরোপের ভাগ্যনিয়ন্তাস্বরূপ
(১) সুইডেনের বিরুদ্ধে ডেনমার্কের আবেদন, (২) হেসি'র ইলেক্টরের 'রাজা' উপাধি প্রার্থনা (৩) জার্মানির রাজগণের অভাব-অভিযোগের প্রতিকার প্রার্থনা
(৪) মোনাকোর অধিবাসীদের অভিযোগ, (৫) ব্যাডেন ও ইহুদিদের প্রশ্ন
ফ্রান্সকে ইওরোপীয় কনসার্টের সদস্যরূপে গ্রহণ
সদস্যদের মধ্যে মতানৈক্য

অপরাপর দেশের সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে তৎপরতা দেখাইলেও যখনই নিজ স্বার্থে আঘাত পড়িবার সম্ভাবনা দেখা দিল তখনই তাঁহারা সেই সমস্যা এড়াইয়া গেলেন।

দাস-ব্যবসায় নিবারণের জন্য

দাস ব্যবসায় বন্ধ করিবার জন্য ইংলণ্ড পরস্পর পরস্পরের জাহাজ তল্লাসের প্রস্তাব করিলে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল না। অপর দিকে ভূমধ্যসাগর হইতে জলদস্যুতা-নিবারণের জন্য রাশিয়া নৌবহর দিয়া সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেও

জলদস্যুতা-দমনের জন্য

ইংলণ্ড তাহাতে স্বীকৃত হইল না, কারণ জলদস্যুগণ ইংরেজ পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিত। ইহা ভিন্ন মেটার্নিক রুশ-ফরাসী মৈত্রীর কাল্পনিক ভয়ে ভীত ছিলেন।

পারস্পরিক সন্দেহ

এইভাবে পারস্পরিক সন্দেহের মধ্য দিয়া অদূর ভবিষ্যতে ইওরোপীয় কন্‌সার্ট বা শক্তি-সমবায়ের পতনের পথ প্রস্তুত হইতেছিল। এবিষয়ে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল—কংগ্রেসের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইংরেজ রাজনীতিজ্ঞদের সন্দেহ।

জার আলেকজাণ্ডার কর্তৃক ইওরোপীয় কন্‌সার্টকে ব্যাপক করিবার প্রস্তাব

অপর দিকে, জার আলেকজাণ্ডার ইওরোপীয় কন্‌সার্টের সংগঠনকে আরও ব্যাপক করিতে চাহিলেন। তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, ইওরোপীয় শক্তিগুলির (১) পরস্পর-পরস্পরের রাজ্যসীমা ও সার্বভৌমত্ব মানিয়া চলিবার এবং (২) প্রয়োজনবোধে একদেশে বিপ্লবাত্মক গোলযোগের সৃষ্টি হইলে অপরাপর দেশকে উহা দমনে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া উচিত। একটি ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া ইওরোপীয় শক্তিগুলি এই নীতি মানিয়া লইলে ইওরোপের শান্তিরক্ষা সহজ হইবে, এই ছিল তাঁহার ধারণা।

ইওরোপীয় কন্‌সার্টের স্বৈরাচারী প্রকৃতি

প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া আলেকজাণ্ডারের প্রস্তাব-গ্রহণে প্রস্তুত হইল। কিন্তু ইওরোপীয় কন্‌সার্ট ক্রমেই স্বৈরাচারী হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া ইংলণ্ড ইহার প্রতিবাদ করিলে শেষ পর্যন্ত এই ঘোষণাপত্র প্রত্যাখ্যাত হইল। কিন্তু ইওরোপীয় কন্‌সার্ট কোন্ পথে চলিতেছে তাঁহার ইঙ্গিত এই ঘোষণাপত্র হইতেই অনুমান করা যায়।

(১) ট্রপো'র কংগ্রেস (Congress of Troppau)

ট্রপো'র কংগ্রেস, ১৮২০ (Congress of Troppau, 1820): ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ট্রপো (Troppau) নামক স্থানে ইওরোপীয় কন্‌সার্টের দ্বিতীয় অধিবেশন বসিল। এই-লা-স্যাপেল্-এর কংগ্রেসে সদস্যবর্গের মধ্যে মতানৈক্য ও পরস্পর সন্দেহ কতক পরিমাণে প্রকাশ পাইয়াছিল, সে কথার উল্লেখ

পূর্বেই করা হইয়াছে। ট্রপো'র কংগ্রেসে সদস্যবর্গের মতানৈক্য প্রকাশ্য বিরোধিতায় পরিণত হইল। ট্রপো-কংগ্রেসের সম্মুখীন সমস্যা ছিল তিনটি: (১) স্পেনবাসী বুর্‌বোঁ বংশীয় রাজা সপ্তম ফার্ডিনাণ্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া উদারনৈতিক শাসন-ব্যবস্থা স্থাপনে তাঁহাকে বাধ্য করিয়াছিল। ফলে, ফার্ডিনাণ্ড ইওরোপীয় কন্‌সার্টের সাহায্য চাহিয়াছিলেন। (২) ন্যাপল্‌সের রাজা প্রথম ফার্ডিনাণ্ডের বিরুদ্ধেও অনুরূপ বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল। (৩) পোর্তুগালের রাজা ষষ্ঠ জন-এর বিরুদ্ধে তথাকার জনসাধারণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল। কাজেই প্রথম ফার্ডিনাণ্ড ও ষষ্ঠ জন উভয়েই ইওরোপীয় কন্‌সার্টের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। পাইডমণ্ট রাজ্যেও অচিরে বিপ্লব সংঘটিত হইতে চলিয়াছিল।

স্পেনীয় সমস্যা

ন্যাপল্‌স-এ সমস্যা, পোর্তুগাল-সমস্যা

স্পেনের বিদ্রোহের সংবাদ পাইবার সঙ্গে সঙ্গে জার আলেকজাণ্ডার ইওরোপীয় কংগ্রেসের একটি অধিবেশন আহ্বান করিতে চাহিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি ফরাসী বিপ্লবের প্রভাবে প্রভাবিত স্পেনীয়দের বিপ্লব দমন করিবার উদ্দেশ্যে পনর হাজার রুশসৈন্য অস্ট্রিয়া ও দক্ষিণ-ফ্রান্সের মধ্য দিয়া স্পেন-রাজ ফার্ডিনাণ্ড-এর সাহায্যার্থে প্রেরণ করিতে চাহিলেন। কিন্তু রুশ-শক্তির এইভাবে পশ্চিম-ইওরোপে প্রাধান্য অর্জন করা মেটারনিকের অভিপ্রেত ছিল না। এজন্য তিনি স্পেনীয় বিদ্রোহ তেমন মারাত্মক নহে এই অজুহাতে রুশ-সৈন্য প্রেরণ বা কংগ্রেসের অধিবেশন আহ্বানে রাজী হইলেন না। কিন্তু ন্যাপল্‌সের বিদ্রোহ মেটারনিকেরও ভীতির সঞ্চার করিল। দক্ষিণ ইতালিতে বিদ্রোহ শুরু হইলে ইতালিতে অস্ট্রিয়ার অধীন রাজ্যাংশে বিদ্রোহ ছড়াইয়া পড়িবে সেই আশংকায় মেটারনিক ন্যাপল্‌সকে সাহায্য করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। যে পরিস্থিতিতে তিনি স্পেনের বিদ্রোহে হস্তক্ষেপে রাজী হন নাই, ঠিক অনুরূপ পরিস্থিতিতেই তিনি ন্যাপল্‌সের বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ইহা তাঁহার সংকীর্ণ স্বার্থপর নীতির পরিচায়ক সন্দেহ নাই। মেটারনিক্ নিজ স্বার্থেই ট্রপো'র কংগ্রেসের অধিবেশন আহ্বান করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে জার্মানিতে কট্‌জেবু (Kotzebue)'র হত্যাকাণ্ডের ফলে জার আলেকজাণ্ডারেরও উদার মতবাদের পরিবর্তন ঘটিল। ইওরোপের শান্তিরক্ষার জন্য বিপ্লবাত্মক কার্যকলাপ

জার আলেকজাণ্ডার ও মেটারনিকের মতৈক্য

দমন করা প্রয়োজন এবং এইজন্য শান্তিপূর্ণভাবে এমনকি প্রয়োজনবোধে সামরিক শক্তির সাহায্যেও ইওরোপীয় কনসার্টের পক্ষে যে-কোন দেশের আভ্যন্তরীণ উদারনৈতিক আন্দোলন বন্ধ করা উচিত, এ বিষয়ে জার আলেকজাণ্ডার প্রিন্স মেটারনিকের মত মানিয়া লইলেন। 'প্রোটোকোল অব্ ট্রপো' (Protocol of Troppau) নামে এক ঘোষণা-পত্র প্রস্তুত করা হইল। ইহাতে বলা হইল যে, কোন দেশে যদি বিপ্লবাত্মক আন্দোলন দেখা দেয় কিংবা বিপ্লবাত্মক কার্যাদির ফলে সেই দেশের রাজা যদি উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থা চালু করিতে বাধ্য হন এবং তাহার ফলে যদি অপর দেশের শান্তি নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহা হইলে ঐ দেশ ইওরোপীয় কনসার্টের বহিভূর্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং উহার আভ্যন্তরীণ শান্তি স্থাপনের জন্য ইওরোপীয় কনসার্ট সামরিক বা বেসামরিক সাহায্য দান করিবে। ইংলণ্ডের প্রতিনিধি ক্যাসালারি এইরূপ পন্থা অবলম্বনের বিরোধিতা করিলেন, কারণ, গণতান্ত্রিক ইংলণ্ডের পক্ষে বহিঃশক্তির সামরিক সাহায্যে কোন দেশের আভ্যন্তরীণ উদারনৈতিক আন্দোলন দমনের নীতি গ্রহণ করা সম্ভব হইল না। ঐ সময় হইতে ইংলণ্ড ইওরোপীয় কনসার্ট সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ না করিলেও ইওরোপীয় কনসার্ট হইতে ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। ফ্রান্সও ট্রপো'র প্রোটোকোল গ্রহণ করিল না। কিন্তু স্পেনে পুনরায় বিপ্লবাত্মক গোলযোগ শুরু হইল এবং স্পেনীয় আমেরিকান উপনিবেশগুলি স্বাধীনতা ঘোষণা করিলে স্পেনে বুর্বোঁ আধিপত্য বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে ফ্রান্স হস্তক্ষেপ করিতে রাজী হইল। এদিকে গ্রীকরা তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল কিন্তু মেটারনিক্ ইহার উপর তেমন গুরুত্ব আরোপ করিলেন না।

'ট্রপোর প্রোটোকোল' (Protocol of Troppau)

ইংলণ্ডের প্রতিনিধি ক্যাসালরি'র তীব্র প্রতিবাদ

ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের প্রোটোকোল-গ্রহণে অসম্মতি

ফ্রান্সের সংযোগ : ফ্রান্সের মতের পরিবর্তন

লাইব্যাক-এর কংগ্রেস, ১৮২১ (Congress of Laibach) : ট্রপো'র কংগ্রেসের সম্মুখীন সমস্যাগুলির সম্পূর্ণ সমাধানের পূর্বেই উহার অধিবেশন স্থগিত হইয়াছিল। লাইব্যাক-এর কংগ্রেসের অধিবেশনে সেগুলির সমাধান করা হইল। ন্যাপল্‌সের সিংহাসনে ফার্ডিনাণ্ডকে পুনঃস্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে অস্ট্রিয়াকে

(২) লাইব্যাক-এর কংগ্রেস

সসৈন্যে অগ্রসর হইবার অধিকার দেওয়া হইল। মেটারনিক্ কালবিলম্ব না করিয়া ফার্ডিনাণ্ডকে ন্যাপল্‌সের সিংহাসনে পুনঃস্থাপিত করিলেন। ইতিমধ্যে পাইডমণ্ট্-এ বিদ্রোহ দেখা দিলে মেটারনিক্ উহাও দমন করিলেন। ফলে ইতালিতে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য অব্যাহত রহিল।

ন্যাপল্‌সে মেটারনিকের হস্তক্ষেপ

ভেরোনার কংগ্রেস, ১৮২২ (Congress of Verona): ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে ভেরোনা (Verona)-র কংগ্রেসে গ্রীস ও স্পেনের প্রশ্ন উত্থাপিত হইল। ইংলণ্ড গ্রীকদের স্বাধীনতার ব্যাপারে উৎসুক ছিল। এইজন্য ইংরেজ সরকার এই কংগ্রেসে প্রতিনিধি প্রেরণ করিলেন। ফ্রান্সের স্বার্থ স্পেনের রাজপরিবারের সহিত জড়িত থাকায় স্বভাবতই ফ্রান্স এই কংগ্রেসে যোগদান করিল।) কিন্তু ভেরোনার অধিবেশনে স্পেন সম্পর্কে সংঘবদ্ধভাবে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব হইল না। স্পেনের বিদ্রোহ দমনে সাহায্য দানের ভার ফ্রান্সের উপর ন্যস্ত করা হইল। স্পেনের বিদ্রোহী উপনিবেশগুলিকে দমন করিবার জন্য কন্‌সার্ট কর্তৃক স্পেনকে সাহায্য করিবার প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে ইংলণ্ড আপত্তি জানাইল এবং এককভাবে স্পেনীয় আমেরিকান উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইল। এইভাবে ইওরোপীয় কন্‌সার্ট বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। এদিকে ফ্রান্সের সাহায্যে স্পেনে পুনরায় স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা স্থাপন করা সম্ভব হইল। কিন্তু ইওরোপীয় কন্‌সার্ট যখন স্পেনীয় আমেরিকান উপনিবেশগুলি দমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল তখন আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট জেম্‌স্ মন্‌রো (President Monroe) তাঁহার বিখ্যাত 'মন্‌রো নীতি' (Monroe Doctrine) ঘোষণা করিলেন (ডিসেম্বর, ১৮২৩)। মার্কিন কংগ্রেসের নিকট এক বাণী প্রেরণ করিয়া প্রেসিডেণ্ট মন্‌রো স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করিলেন যে, ইওরোপীয় কোন শক্তি কর্তৃক দক্ষিণ আমেরিকাস্থ স্পেনীয় উপনিবেশে হস্তক্ষেপ অথবা ইওরোপীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা আমেরিকার কোন অংশে প্রয়োগ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ্য

(৩) ভেরোনার কংগ্রেস (Congress of Verona)

ইংলণ্ড কর্তৃক কংগ্রেস ত্যাগ: আমেরিকার স্পেনীয় উপনিবেশের স্বাধীনতা ইংলণ্ড কর্তৃক স্বীকৃত

'মনরো নীতি' (Monroe Doctrine)

আমেরিকা কর্তৃক স্পেনীয় উপনিবেশের স্বাধীনতা স্বীকৃত

করিবে না। এইরূপ কার্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শান্তি ও নিরাপত্তার পরিপন্থী বলিয়া বিবেচিত হইবে * আমেরিকা ঐ সকল বিদ্রোহী উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইল

সেণ্ট পিটার্সবার্গের কংগ্রেস (Congress of St Petersburg): ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্যানিং এর ভেরোনার কংগ্রেসে ইওরোপীয় কনসার্টের কার্যপন্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং মার্কিন প্রেসিডেণ্ট মনরো কর্তৃক মনরো নীতির ঘোষণার ফলে ইওরোপীয় কনসার্টের কার্যত পতন ঘটিয়াছিল। যাহা হউক, ইতিমধ্যে স্পেনের আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের অবসানে স্পেনরাজ পুনরায় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া আমেরিকাস্থ স্পেনীয় উপনিবেশগুলির বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে ইওরোপীয় কনসার্টের অধিবেশন আহ্বান করিলেন। কিন্তু ক্যানিং-এর ঘোরতর আপত্তিতে শেষ পর্যন্ত উহার কোন অধিবেশন বসিল না (১৮২৩)। এই সময় হইতেই ইওরোপীয় কনসার্ট-এর অবসান ঘটিয়াছিল বলা যাইতে পারে। তথাপি ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে তুরস্ক ও গ্রীসের সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে জার আলেকজাণ্ডার সেণ্ট পিটার্সবার্গে এক কংগ্রেসের অধিবেশন আহ্বান করিলেন। ক্যানিং এই অধিবেশন বর্জন করিলেন। অপরাপর রাষ্ট্রবর্গের প্রতিনিধিগণ ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে অধিবেশনে মিলিত হইলেন বটে, কিন্তু পরস্পর মতানৈক্যহেতু দারুণ তিক্ততার মধ্যে কংগ্রেসের অধিবেশন ভাঙ্গিয়া গেল। ফলে, ইওরোপীয় কনসার্ট তথা কংগ্রেসের মাধ্যমে ইওরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রের সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থার পতন ঘটিল।

স্পেন কর্তৃক কংগ্রেসের অধিবেশন আহ্বান—ব্রিটেনের বিরোধিতা

(৪) সেণ্ট পিটার্সবার্গের কংগ্রেস—ইওরোপীয় কনসার্টের পতন

ইওরোপীয় কনসার্টের প্রকৃতি (Character of the European Concert): ইওরোপীয় কনসার্ট ইওরোপের জনগণের প্রতি-

* "We should consider any attempt on the part of these absolute monarchies of Europe 'to extend their system to any portion of this hemisphere as dangerous to our peace and safety' and we could not view any interposition for the purpose of oppressing the South American States' or controlling in any other manner their destiny by any European power, in any other light than as the manifestation of an unfriendly disposition towards the United States—*Monroe Doctrine*, Vide Hazen, p. 51

নিধি অথবা গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী সদস্যবর্গের সংগঠন ছিল না। ইহা ছিল ইওরোপের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিবর্গের একটি ঐক্যবন্ধন। একমাত্র ইংলণ্ড ভিন্ন অপরাপর সদস্য-রাষ্ট্রমাত্রই ছিল স্বৈরাচারে বিশ্বাসী। এই কনসার্ট বা শক্তি-সমবায়ের প্রকৃতির এক অদ্ভূত বিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। ইওরোপীয় কনসার্ট যখন প্রথম সংগঠিত হয়, তখন ইহার উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষা করা। এদিক দিয়া বিবেচনা করিলে কনসার্ট-অব-ইওরোপ ছিল ইওরোপীয় রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যা সমাধানের সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা। কিন্তু এই লা স্যাপেলের কংগ্রেস হইতে ইহা ক্রমেই প্রমাণিত হইল যে, যদিও এই শক্তি-সমবায় বা কনসার্ট-এর সদস্যগণ সর্বসাধারণের স্বার্থরক্ষা করিবেন বলিয়া ধারণার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তথাপি নিজ নিজ স্বার্থের বিরোধী কোন কিছুই তাঁহারা করিতে প্রস্তুত ছিলেন না; দাস-ব্যবসায় বন্ধ করা এবং ভূমধ্যসাগরে জলদস্যুতা নিবারণের প্রশ্ন লইয়া সদস্যবর্গের মতভেদ এই মনোবৃত্তির পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিবর্গের ঐক্যবন্ধন

এই-লা-স্যাপেলের কংগ্রেস হইতেই কনসার্ট-এর স্বার্থপরতার নীতি গ্রহণ

ট্রপো'র কংগ্রেসের সময় হইতে ইওরোপীয় কনসার্ট এক আন্তর্জাতিক পুলিশ বাহিনীতে পরিণতি লাভ করে। ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের সর্বপ্রকার প্রকাশকে বলপূর্বক রুদ্ধ করিয়া ভিয়েনার ও তৎ-সংশ্লিষ্ট চুক্তিগুলির শর্তাদি পালন করা। ঐ সময় হইতেই গণতান্ত্রিক ইংলণ্ডের পক্ষে কনসার্ট-এর নীতি মানিয়া চলা সম্ভব হইল না। মেটারনিকের হস্তে এই সংগঠনটি সর্বপ্রকার প্রগতিশীল আশা ও আদর্শের মূল উৎপাটনের যন্ত্রস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। গণতন্ত্র বা জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে স্বৈরাচারকে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করাই ছিল এই সংগঠনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

কনসার্ট আন্তর্জাতিক পুলিশ বাহিনীতে পরিণত

কনসার্ট গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, প্রগতিশীল আশা ও আদর্শ দমনের যন্ত্রবিশেষে পরিণত

ইওরোপীয় কনসার্টের বিফলতার কারণ (Causes of the failure of the Concert of Europe): ইওরোপীয় কনসার্ট বা শক্তি-সমবায়ের বিফলতার কারণ উহার সংগঠন, প্রকৃতি ও কার্যকলাপের মধ্যে খুঁজিতে হইবে। প্রথমত, ইহা ছিল গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবিরোধী

(১) স্বৈরাচারী রাষ্ট্রসঙ্ঘ

প্রতিক্রিয়াশীল, স্বৈরাচারী রাষ্ট্রগুলির সংঘবিশেষ। কেবলমাত্র ইংলণ্ড ভিন্ন অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, রাশিয়া প্রভৃতি ছিল স্বৈরাচারী রাষ্ট্র। ইওরোপীয় জনসাধারণের মনে এইরূপ রাষ্ট্রসংঘের প্রতি ঘৃণা উপজাত হওয়াই ছিল স্বাভাবিক।

দ্বিতীয়ত, ইওরোপীয় কন্সার্ট-এর মূল ভিত্তি গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের বিরোধী ছিল। সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিবেশ এবং ভাবধারাকে উপেক্ষা করিয়া যে শক্তি-সমবায় গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা সাময়িকভাবে সাফল্য লাভ করিলেও শেষ পর্যন্ত উহার পতন অবশ্যম্ভাবী ছিল। ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব-প্রসূত জাতীয়তা ও গণতন্ত্রের দাবি অস্বীকার করিয়া ইওরোপীয় কন্সার্ট্ ইতিহাসের ইঙ্গিত অমান্য করিতে চাহিয়াছিল। ফলে, প্রাক্-বিপ্লবের রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামোকে পুনরায় স্থাপন করিবার প্রয়াস স্বভাবতই সাফল্য লাভ করিল না। মূল-উৎপাটিত বৃক্ষকে কৃত্রিম উপায়ে সাময়িকভাবে সজীব রাখা সম্ভব হইলেও শেষ পর্যন্ত উহা শুকাইয়া যাইবেই—ইওরোপীয় কন্সার্ট্ কর্তৃক বিপ্লবের পূর্বতন অবস্থার পুনঃস্থাপনের চেষ্টাও ঐরূপ অবাস্তবতাহেতু বিফল হইয়াছিল।

(২) ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারার বিরোধী

তৃতীয়ত, ইওরোপীয় কন্সার্ট্-এর সদস্য রাষ্ট্রের স্বার্থের বিভিন্নতা তাহাদের মধ্যে অনৈক্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক বা অন্য কোনও প্রকার স্বার্থের ঐক্য তাহাদের মধ্যে ছিল না। বিপ্লবের বিরোধিতা এবং গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন প্রভৃতি দমন করাই ছিল তাহাদের পরস্পর ঐক্যের একমাত্র ভিত্তি। এই কারণে ইংলণ্ডের সহযোগিতা তাহাতে ছিল না। ক্রমে ইওরোপীয় কন্সার্ট্ প্রতিক্রিয়াশীল তিনটি রাষ্ট্রের—অস্ট্রিয়া, রাশিয়া ও প্রাশিয়া—এক সংকীর্ণ স্বার্থপর সংঘে পরিণত হইল।

(৩) সদস্য-রাষ্ট্রগুলির স্বার্থের অনৈক্য

(৪) সদস্য রাষ্ট্রগুলির রাজনৈতিক ধারণার বিভিন্নতা

চতুর্থত, সদস্য-রাষ্ট্রগুলির রাজনৈতিক ধারণার বিভিন্নতার জন্যও এই শক্তি সমবায় বিফলতায় পর্যবসিত হইয়াছিল। ইংলণ্ডের পররাষ্ট্র-নীতির মূলমন্ত্র ছিল—অপর রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা (Non-intervention), কিন্তু অস্ট্রিয়া, রাশিয়া,

প্রাশিয়া এমন কি স্পেনের বিদ্রোহের ব্যাপারে ফ্রান্সও অপর রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা কার্যের প্রধান নীতি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিল। ট্রপো'র প্রোটোকোল এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

(৫) ইওরোপীয় কন্সার্ট-এর পতনোন্মুখতা: ইংলণ্ড কর্তৃক ট্রপো'র প্রোটোকোল প্রত্যাখ্যান, ইংলণ্ড ও আমেরিকা কর্তৃক স্পেনের উপনিবেশের স্বাধীনতা স্বীকার, মনরো নীতি

পঞ্চমত, ট্রপো'র প্রোটোকোল ইংলণ্ড কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ার সময় হইতেই ইওরোপীয় কন্সার্ট এর পতন শুরু হয়। ভেরোনা'র কংগ্রেসে ইংলণ্ড কর্তৃক আমেরিকাস্থ স্পেনীয় উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা স্বীকৃতি ও ইওরোপীয় কন্সার্ট ত্যাগ উহার পতনের দ্বিতীয় পদক্ষেপ বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। সর্বোপরি 'মনরো নীতি' ঘোষণার ফলে ইওরোপীয় কন্সার্ট-এর পতন অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছিল। তথাপি আরও কিছুকাল ইওরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রে ইওরোপীয় কন্সার্ট-এর ধারণা বিদ্যমান ছিল।

(৬) সেণ্ট পিটার্সবার্গে ইওরোপীয় প্রতিনিধিবর্গের বৈঠক, ইওরোপীয় শক্তিবর্গের যুগ্ম চেষ্টায় রাশিয়া'র অনাস্থা

ষষ্ঠত, ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে রুশ তুরস্কের সমস্যা সমাধানের জন্য জার আলেকজাণ্ডার সেণ্ট পিটার্সবার্গে পরপর দুইটি ইওরোপীয় সম্মেলন আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন সম্মেলনেই সেই সমস্যার সমাধান সম্ভব হয় নাই। জার আলেকজাণ্ডার ঐ সময় হইতে ইওরোপীয় কন্সার্ট এর উপর বিশ্বাস হারাইয়া মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে ঘোষণা করেন যে, রুশ-তুরস্কের সমস্যা—অর্থাৎ পূর্বাঞ্চলের সমস্যার (Eastern Question) সমাধানে রাশিয়া কেবলমাত্র নিজ স্বার্থ ও বিবেচনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে। ইওরোপীয় কন্সার্ট হইতে রাশিয়ার অপসরণ কন্সার্ট বা শক্তি-সমবায়ের পতনের শেষ অধ্যায় বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। ইহার পরেও

হল্যাণ্ড বেলজিয়াম সমস্যা: লণ্ডন কন্ভেনশন্—বেলজিয়ামের স্বাধীনতা স্বীকৃত

অবশ্য হল্যাণ্ড-বেলজিয়ামের প্রশ্নের মীমাংসার জন্য ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে 'কন্ভেনশন্ অব লণ্ডন' (Convention of London) নামে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের এক বৈঠক বসিয়াছিল। ইহাতে হল্যাণ্ড কর্তৃক বেলজিয়ামের স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়াছিল।

সপ্তমত, ইওরোপীয় কন্‌সার্ট্‌ তথা কংগ্রেস-ব্যবস্থার মাধ্যমে রাজতন্ত্রকে পুনঃস্থাপন করিয়া উহার ভিত্তি দৃঢ় করিবার চেষ্টা তদানীন্তন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে অসম্ভব ছিল, এই কারণেই প্রধানত ইওরোপীয় কন্‌সার্ট্‌-এর পতন ঘটিয়াছিল।

(৭) রাজতন্ত্রকে দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপনের অপচেষ্টা

অষ্টমত, ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহের অধিকার ইওরোপীয় কন্‌সার্ট্‌ উপেক্ষা করিয়াছিল। উদারনৈতিক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্যানিং এই কারণেই ইওরোপীয় কন্‌সার্ট্‌ তথা কংগ্রেস-ব্যবস্থার বিরোধিতা করিয়াছিলেন।*

(৮) ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্যানিং-এর বিরোধিতা

সর্বশেষে একথা বলা প্রয়োজন যে, অত্যাচার ও দমননীতির দ্বারা গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদে উদ্‌বুদ্ধ ইওরোপীয় দেশগুলিকে দীর্ঘকাল পদানত রাখা সম্ভব হইল না। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে ফ্রান্সে বিপ্লব দেখা দিলে ইওরোপের সর্বত্র উহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িল। প্রায় প্রত্যেক দেশেই অল্পবিস্তর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সৃষ্টি হইল। মেটারনিক্‌ এই বিপ্লব দমন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে (ফেব্রুয়ারি) ফরাসী বিপ্লবের বন্যায় মেটারনিক্‌ও স্বয়ং ভাসিয়া গেলেন। ইওরোপীয় কন্‌সার্ট্‌-এর আন্তর্জাতিক পুলিশী কাজের প্রধান নিয়ন্তা মেটারনিকের পতন ঘটিল। এইভাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তিরক্ষার প্রচেষ্টা বিফলতায় পর্যবসিত হইল।

(৯) জুলাই বিপ্লব, ১৮৩০, ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ১৮৪৮

* Vide : Grant & Temperley, pp. 183—185.

সপ্তদশ অধ্যায়

ফরাসী বিপ্লবোত্তর যুগে ইওরোপ (১৮১৫-'৪৮)

(Europe after the French Revolution, 1815-'48)

ভিয়েনা সম্মেলন হইতে আরম্ভ করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত (১৮১৫—'৪৮) যে যুগ অতিবাহিত হইয়াছিল, ঐ সময়ে দুইটি পরস্পর-বিরোধী ধারা প্রাধান্য লাভের জন্য সংগ্রাম করিতেছিল। একটি ধারা ছিল স্বৈরতন্ত্রের, অপরটি ছিল গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের। মেটারনিকের নেতৃত্বে ইওরোপীয় কনসার্ট চাহিয়াছিল গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী প্রভৃতি উদারনৈতিক অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করিতে; অপরদিকে গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ চাহিয়াছিল কৃত্রিম উপায়ে পুনরুজ্জীবিত স্বৈরতন্ত্রের ধ্বংস সাধন করিতে। সম্মুখ সংগ্রামে গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ জয়ী না হইলেও আপাতদৃষ্টির অন্তরালে সেইযুগে উদারনৈতিক ধারা এক সর্বজয়ী শক্তি সঞ্চয় করিতেছিল।

দুইটি পরস্পর-বিরোধী ধারা: (১) স্বৈরতন্ত্র (২) গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ

ফ্রান্স (১৮১৫-'৪৮) (France, 1815-'48): বিপ্লবের উৎপত্তিস্থল ফ্রান্স ১৭৮৯ হইতে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যে উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছিল তাহাতে পরবর্তী যুগেও ফ্রান্সে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি স্থাপিত হওয়া সম্ভব ছিল না। ভিয়েনা সম্মেলন কর্তৃক ফ্রান্সে বুর্বোঁ শাসনের পুনঃস্থাপন স্বভাবতই বিপ্লবের প্রভাবে প্রভাবিত ফরাসী জাতির মনঃপূত হইল না। অষ্টাদশ লুই-এর সিংহাসন-লাভে কায়েমী স্বার্থের (Vested interest) পুনঃসংস্থাপন, নির্বাসিত রাজতান্ত্রিকদের পুনরাগমন ও পূর্বেকার প্রাধান্য লাভের চেষ্টা তাহাদের মনে স্বভাবতই ভীতির সৃষ্টি করিল। স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের পুনঃস্থাপন ফরাসী জাতির আশা, আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের পরিপন্থী বলিয়া বিবেচিত হইল। ফলে, ফরাসী জাতি উগ্র রাজতান্ত্রিক ও বিপ্লববাদী—এই দুই দলে বিভক্ত হইয়া গেল। উগ্র রাজতান্ত্রিকগণ চাহিল ক্যাথলিক চার্চের প্রাধান্য পুনঃস্থাপন করিতে

বুর্বোঁ রাজবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা: ফরাসী জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিপন্থী

ফরাসী জাতি উগ্র রাজতান্ত্রিক ও বিপ্লববাদী দলে বিভক্ত

এবং রাষ্ট্র ও চার্চের ঐক্যের ভিত্তিতে রাজতন্ত্র ও ধর্মকে পূর্ব-মর্যাদায় ফিরাইয়া আনিতে। ধর্ম-শিক্ষার মাধ্যমে রাজতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য ফিরাইয়া আনিবার এবং জনমতকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের অনুকূলে গড়িয়া তুলিবার ভার পড়িল চার্চের উপর। উগ্র রাজতান্ত্রিক অভিজাত সম্প্রদায় পুনঃস্থাপিত স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের প্রতি আনুগত্যের বিনিময়ে চাহিল তাহাদের হৃত সম্পত্তি ও মর্যাদা পুনরুদ্ধার করিতে।

যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রাধান্যের চেষ্টা

বুরবোঁ বংশের অষ্টাদশ লুই-এর ফরাসী সিংহাসন লাভের পূর্বে মিত্রশক্তি, বিশেষত, জার আলেকজাণ্ডারের সনির্বন্ধতায় তাঁহাকে এক সনন্দ দ্বারা ফরাসী বিপ্লবের পূর্বেকার স্বৈরাচারী শাসন-ব্যবস্থা (Ancient regime) ত্যাগ করিয়া নিয়মানুগ রাজতন্ত্র স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দিতে হইয়াছিল। এই সনন্দে মানুষের মধ্যে সমতা, ধর্মপালনের স্বাধীনতা, সরকারী পদ-লাভের সমান অধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, নির্বাচনমূলক আইন-সভা প্রভৃতি উদারনৈতিক বিধি-ব্যবস্থা স্বীকৃত হইল। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও উগ্র রাজতান্ত্রিকগণ বিপ্লবের পূর্ববর্তী অবস্থা ফিরাইয়া আনিতে বদ্ধপরিকর ছিল। কিন্তু অপরদিকে বিপ্লব-প্রভাবিত ফরাসী জনসাধারণ বিপ্লবের আতিশয্য না চাহিলেও বিপ্লব-প্রসূত সুফল-গুলিকে রক্ষা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। তাহারা রাজতন্ত্রের সহিত বিপ্লব এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের সহিত সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সমন্বয় সাধনের স্বপ্ন দেখিতেছিল।

অষ্টাদশ লুই-এর সনন্দ :

শর্ত : সাম্য, ধর্ম-পালনের ও সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা, নির্বাচন-মূলক আইন-সভা সরকারী পদ-লাভের সমান অধিকার, উগ্র রাজতান্ত্রিকদের স্বৈরতন্ত্র স্থাপনের ইচ্ছা : জনসাধারণ বিপ্লবের সুফল রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ

অষ্টাদশ লুই (১৮১৫-'২৪) (Louis XVIII) : ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে অষ্টাদশ লুই-এর ফরাসী সিংহাসনলাভের সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের সূচনা হইল। লুই তাঁহার সনন্দ অনুসারে নির্বাচনমূলক আইনসভা, ধর্মনৈতিক স্বাধীনতা, সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা, ব্যক্তির ও ব্যক্তির মধ্যে সমতা প্রভৃতি উদারনৈতিক পন্থা অবলম্বন করিলেন। ফলে, অন্তত দৃশ্যত ফরাসী শাসনব্যবস্থা একমাত্র ইংলণ্ড ভিন্ন অপরাপর দেশের অপেক্ষা

অষ্টাদশ লুই কর্তৃক সনন্দ অনুসারে শাসন-ব্যবস্থা স্থাপন

সর্বাধিক গণতান্ত্রিক রূপ ধারণ করিল। ফরাসী জনসাধারণের নিকট তাঁহার শাসন জনপ্রিয় না হইলেও একেবারে অসহনীয় ছিল না। কিন্তু তাঁহার উগ্র সমর্থকদল ও মন্ত্রিগণ ছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল। প্রথমেই তাঁহারা বিপ্লবের কালে গৃহীত ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা ত্যাগ করিয়া স্বৈরাচারী বুর্বোঁ বংশের পতাকা গ্রহণ করিলেন। নেপোলিয়নের সহকারী মার্শাল নে (Ney)-কে তাঁহারা হত্যা করাইলেন। কঠোর নিয়ন্ত্রণের ফলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষুণ্ণ করা হইল। স্বভাবতই ইহাতে জাতির আনুগত্য দৃঢ় না হইয়া ক্রমেই শিথিল হইতে লাগিল।

রাজতন্ত্রের সমর্থকদের উগ্রতা

অষ্টাদশ লুই এর বিচক্ষণতা

কিন্তু সুখের বিষয়, অষ্টাদশ লুই ফরাসী জাতির মনোভাব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। বিপ্লবের পরে রাজপদের অনিশ্চয়তা সম্পর্কে রাজতন্ত্রের সমর্থকগণ অপেক্ষা তাঁহার ধারণা ছিল অধিকতর সুস্পষ্ট। কাজেই তিনি তাঁহার উগ্র সমর্থকদের আত্মঘাতী পন্থা অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন না। নির্বাসিত জীবনের দুঃখ দুর্দশার কথাও তিনি ভুলিয়া যান নাই। নির্বাসিত জীবন অপেক্ষা নিয়মতান্ত্রিক রাজপদও তিনি শতগুণে ভাল মনে করিতেন। এদিক দিয়া বিচার করিলে অষ্টাদশ লুই-এর মানসিক অবস্থা ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের ফরাসী জাতির সম্মুখীন সমস্যা সমাধানের পক্ষে অনুকূল ছিল। তথাপি নির্বাচিত আইনসভায় রাজতান্ত্রিকগণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করায় সরকারী নীতি স্বভাবতই বিপ্লব-বিরোধী হইল। ট্যালিরাঁর উদার নেতৃত্বের পরিবর্তে ডিউক-ডি-রিশলু (Duc de Richelieu)'র নেতৃত্বে রাজতন্ত্রের উগ্র সমর্থকদের মন্ত্রিসভা গঠিত হইল। কিন্তু রিশলু ছিলেন রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি উগ্রপন্থীদের অনেক দাবিই সাময়িকভাবে অগ্রাহ্য করিয়া চলিলেন। তথাপি আইনসভায় উগ্র-রাজতান্ত্রিকদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় তাঁহার পক্ষে বেশীদিন স্বাধীনভাবে চলা সম্ভব হইল না। তিনি উগ্রপন্থীদের চাপে নেপোলিয়নের আমলের জাতীয় ঋণের দুই-পঞ্চমাংশ অস্বীকার করিতে এবং বিপ্লবে যাহারা প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের উপর হইতে

আইনসভায় উগ্রপন্থীদের সংখ্যাধিক্য

ডিউক-ডি-রিশলু'র মন্ত্রিত্ব

উগ্রপন্থাদের আত্মঘাতী নীতি: লুই কর্তৃক নূতন আইনসভা-গঠন

আইনের নিরাপত্তা অপসারণ করিতে অগ্রসর হইলে অষ্টাদশ লুই আইনসভা ভাঙিয়া দিয়া নূতন আইনসভা নির্বাচনের আদেশ দিলেন (১৮১৬)। এইরূপে সাময়িকভাবে রাজতন্ত্রের বিপদ কাটিলে রিশ্‌লু নিজ নীতি সম্পূর্ণ প্রয়োগের সুযোগ লাভ করিলেন। কারণ আইনসভায় সমগ্র রাজতান্ত্রিকদের প্রাধান্য নাশ হইয়া উদারনৈতিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছিল। রিশ্‌লু পরবর্তী দুই বৎসর আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রনীতি যথেষ্ট দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিলেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে এই-লা-স্যাপেলের কংগ্রেসে তিনি ফ্রান্সকে ইওরোপীয় কন্‌সার্ট্‌-এর পঞ্চম সদস্য হিসাবে ইওরোপের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের অংশ দান করিলেন। ইতিমধ্যে উদারপন্থীদের সংখ্যা বেশী হওয়ায় রিশ্‌লুকে পদত্যাগে বাধ্য করা হইল এবং ডেকাজে (Decaze) উদারপন্থীদের সহায়তায় মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলেন।

উদারনৈতিক প্রাধান্য

রিশ্‌লু'র স্থলে উদারপন্থী ডেকাজে'র মন্ত্রিত্ব গ্রহণ

উগ্রপন্থীদের আমলে যে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং ধর্ম সম্পর্কে আলোচনার স্বাধীনতা নাশ করা হইয়াছিল, ডেকাজে তাহা পুনরায় দান করিলেন। জাতীয় জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই প্রজাহিতৈষী শাসনব্যবস্থার সুফল দেখা দিতে লাগিল। কিন্তু এমন সময়ে লোভেল (Louvel) নামে এক উন্মত্ত ব্যক্তি আর্টোয়েস-এর ডিউক্‌-পুত্র ডিউক্‌-ডি-বেরি (Duc de Berri)-কে হত্যা করিলে উদারপন্থীদের বিরুদ্ধে এক দারুণ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। ডিউক্‌-ডি-বেরি ছিলেন ফরাসী সিংহাসনের পরবর্তী উত্তরাধিকারী। তাঁহার হত্যার সঙ্গে সঙ্গে (১৮২০) ডেকাজে'র মন্ত্রিত্বের পতন ঘটিল। উগ্র-রাজতান্ত্রিকগণ এই সুযোগে অষ্টাদশ লুই-এর বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠিল এবং রিশ্‌লুকে পুনরায় মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করা হইল। তিনি সংবাদপত্রের নিয়ন্ত্রণ, জনসাধারণের ভোটাধিকার হ্রাস, বিত্তশালী ব্যক্তিদের প্রত্যেককে দুইটি করিয়া ভোটদানের অধিকার দান প্রভৃতি গণতন্ত্র-বিরোধী ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। কিন্তু রিশ্‌লু'র কর্মপন্থা উগ্র রাজতান্ত্রিকদের সন্তুষ্টিবিধান

ডেকাজের প্রজাহিতৈষী শাসনব্যবস্থা

ডিউক্‌-ডি-বেরি'র হত্যার ফলে দারুণ প্রতিক্রিয়া

ডেকাজে'র পতন : রিশ্‌লু'র মন্ত্রিত্ব : প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থা

করিতে পারিল না। সুতরাং তাঁহাকে শীঘ্রই পদত্যাগ করিতে হইল।

বিশল্যা'র পর ভিলীল (Villele) উগ্রপন্থীদের সহায়তায় মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলেন। উগ্রপন্থীদের উগ্রতা কতক পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করিতে সক্ষম হইলেও তিনি চার্চ ও অর্থনীতি এই দুই অস্ত্রের ব্যবহারে ফরাসী জাতিকে বিপ্লবের প্রভাবমুক্ত করিতে চাহিলেন। একদিকে তিনি চার্চকে স্বৈরাচারী শাসনের প্রতি জনগণের আনুগত্য সৃষ্টির কাজে লাগাইলেন, অপর দিকে অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া জাতির মনকে বিপ্লবের পথ হইতে অর্থনৈতিক উন্নতির কার্যে নিয়োগ করিবার চেষ্টা করিলেন। তাঁহার মূলনীতি ও উদ্দেশ্য সর্বাধিক প্রতিক্রিয়াশীল ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহার কর্মপন্থা ছিল সূক্ষ্ম ও আপাতদৃষ্টিতে প্রতিক্রিয়াবিহীন। এইভাবে অষ্টাদশ লুই-এর রাজত্বের শেষদিকে ফরাসী শাসনব্যবস্থা অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল হইয়া উঠিল। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা দশম চার্লস্ সিংহাসনে বসিলেন।

ভিলীল কর্তৃক মন্ত্রিত্ব গ্রহণ

ভিলীলের কর্মপন্থা। অষ্টাদশ লুই-এর রাজত্বের শেষদিকে প্রতিক্রিয়াশীল শাসনব্যবস্থা

দশম চালস্ (১৮২৪ জুলাই, ১৮৩০) (Charles X): অষ্টাদশ লুই এর মৃত্যুর সংগে সংগে উগ্র রাজতান্ত্রিকদের পক্ষে প্রতিক্রিয়ার সীমা লঙ্ঘনের শেষ বাধাটুকুও অপসারিত হইল। অষ্টাদশ লুই রাজতন্ত্রের সংকটমুহূর্তে একাধিকবার গভীর বিবেচনা-বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতা দশম চার্লস্ সংবাদপত্র-নিয়ন্ত্রণ উঠাইয়া দিয়া রাজনৈতিক বন্দীদিগকে মুক্তি দান করিয়া এবং নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিবেন এই ঘোষণা দ্বারা জনসাধারণের মনে আশার সৃষ্টি করিলেও অল্প-কালের মধ্যেই তিনি ফরাসী জাতির বিরাগভাজন হইয়া উঠিলেন। বস্তুত, তিনি ছিলেন প্রতিক্রিয়ায় বিশ্বাসী। তিনি ছিলেন তাঁহার ভ্রাতা অষ্টাদশ লুই-এর উদারনীতির ঘোর বিরোধী।

দশম চালসের স্বৈরাচারী মনোবৃত্তি: ফরাসী জাতির বিদ্বেষ

তাঁহার রাজত্বকালে প্রথম তিন বৎসর ভিলীল (Villele) মন্ত্রিপদে আসীন ছিলেন। সেই সময়ে দশম চার্লস্ ফরাসী বিপ্লবে যে-সকল অভিজাত ব্যক্তি সম্পত্তি হারাইয়াছিলেন তাঁহাদিগকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দান করিলেন।

যাহারা বিপ্লবের কালে দেশ ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল তাহারা ফিরিয়া আসিলে তাহাদিগকেও উপযুক্ত অর্থ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইল। এই সকল বিষয়ে আইনসভায় তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হইল। ক্রমেই দশম চার্লসের শাসনের বিরুদ্ধে সমালোচনা ব্যাপক হইয়া উঠিল। বিপ্লবের যাবতীয় সুফল দশম চার্লস্ বিনষ্ট করিতে চাহিতেছেন এই অভিযোগ তাঁহার বিরুদ্ধে সর্বত্র ধ্বনিত হইতে লাগিল। দশম চার্লসের অত্যধিক প্রতিক্রিয়াশীল শাসনব্যবস্থায় ভিলীল বেশীদিন মন্ত্রিত্ব করিতে পারিলেন না। দশম চার্লস যাজক সম্প্রদায়ের সাহায্যে তাঁহার প্রতিক্রিয়াশীল শাসনব্যবস্থা চালাইতে শুরু করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই আইনসভায় সরকারের বিরোধীদলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। জাতীয় বাহিনীর (National Guard) আনুগত্য দিন দিনই হ্রাস পাইতে লাগিল। ক্রমেই তাঁহার বিরোধীপক্ষ শক্তিশালী হইয়া উঠিলে ভিলীল আইনসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া পুনরায় উহা নির্বাচনের ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু নির্বাচনে বিরোধীপক্ষ জয়ী হইলে তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিলেন। দশম চার্লস্ মার্টিগ্নাক্-কে মন্ত্রিসভা গঠনের ভার দিলেন। মার্টিগ্নাক্ উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থা চালাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বৃদ্ধি করা হইল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মার্টিগ্নাক্-এর মধ্যপন্থা উদারপন্থী বা রক্ষণশীল কোন দলকেই সন্তুষ্ট করিতে পারিল না। ফলে, তিনি পদত্যাগ করিলেন। এইবার দশম চার্লস্ পোলিগ্নাক্ (Polignac) নামক এক কূটনৈতিক ধুরন্ধরকে মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিলেন। দশম চার্লস্ যেমন ছিলেন যুদ্ধপ্রিয়, তেমনি ছিলেন যাজক সম্প্রদায়ের প্রভাবাধীন এবং আইনসভা বা পার্লামেন্ট বিরোধী। দশম চার্লস্ বিশ্বাস করিতেন যে, মন্ত্রী নিয়োগ করা সম্পূর্ণভাবে তাঁহার ইচ্ছাধীন। ইহাতে আইনসভার মতামতের কোন অবকাশ নাই।* ফলে, তাঁহার আমলে গোলযোগ সৃষ্টি হইতে অধিক সময় লাগিল না। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে গৌরব অর্জন করিয়া জাতিকে ভুলাইতে চেষ্টা করিলেন এবং সেই সুযোগে উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত

যাজক সম্প্রদায়ের প্রাধান্য

পোলিগ্নাক্ মন্ত্রী নিযুক্ত

* "I would rather saw wood, than be a king of the English type".—*Charles X*, vide Hazen, p. 89.

করিয়া একক-অধিনায়কত্ব স্থাপনের ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। তিনি আলজিয়ার্স (Algiers) নামক স্থানে এক সামরিক অভিযান প্রেরণ করিলেন।

আলজিয়ার্সে সামরিক অভিযান

এই অভিযানের সাফল্যের ফলে আফ্রিকায় ফরাসী অধিকার স্থাপিত হইল। তারপর তিনি বেলজিয়াম আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। এদিকে পোলিগ্‌নাক্‌ ঘোষণা করিলেন যে, শাসন ব্যাপারে যাজক সম্প্রদায়কে তাঁহাদের হৃত সম্পত্তি ও মর্যাদায় পুনরায় স্থাপন করাই তাঁহার নীতি হইবে। বিপ্লব-প্রসূত রাষ্ট্রনৈতিক,

অভিজাত ও যাজক প্রাধান্য পুনঃস্থাপনের চেষ্টা

সামাজিক ও অর্থনৈতিক সকল পরিবর্তন নাকচ করিয়া তিনি ফরাসী বিপ্লবের পূর্ববর্তী যুগের স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র, উদ্ধত অভিজাত প্রাধান্য ও যাজক সম্প্রদায়ের ধর্মের নামে শোষণ পুন স্থাপন করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন।* পোলিগ্‌নাক্‌ ফরাসী জাতির মনোভাব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার প্রতিক্রিয়াশীল শাসনপদ্ধতি জাতীয় প্রতিনিধিসভা অর্থাৎ পার্লামেন্টের (Chamber of Deputies) উদারপন্থী সদস্যগণের নিকট অসহনীয় হইয়া উঠিল। তাঁহারা পোলিগ্‌নাকের অপসারণ দাবি করিলেন। কিন্তু দশম চার্লস্‌ নিতান্ত অপরিণামদর্শীর ন্যায় পোলিগ্‌নাক্‌কে মন্ত্রিপদে বহাল রাখিলেন এবং এবিষয়ে তিনি অপর কাহারো মতামতের ধার ধারিবেন না এইরূপ ঘোষণা করিলেন। ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় জেম্‌সের ভাগ্য-বিড়ম্বনার ইতিহাস হইতে জ্ঞানলাভের প্রয়োজন তিনি উপলব্ধি করিলেন না।† তাঁহার পরামর্শে পোলিগ্‌নাক্‌ স্বৈরাচারী শাসন স্থাপনের উদ্দেশ্যে চারিটি বিশেষ ঘোষণা জারী করিলেন।

পোলিগ্‌নাকের অপসারণ দাবি

পোলিগ্‌নাকের স্বৈরাচারী চারিটি ঘোষণা :

(১) ফরাসী জাতীয় সভা পার্লামেন্ট বা Chamber of Deputies ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল; (২) সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিলোপ করা হইল; (৩) ভোটদাতৃগণের সংখ্যা হ্রাস করিয়া সম্পত্তির ভিত্তিতে এক নূতন

* "He (Polignac) was chauvinist which was bad; ultra clerical which was worse, an enemy of the Parliament which was fatal."—Grant & Temperley, *Europe in the 19th Century*, p. 122.

† "There is no such thing as political wisdom. With the warning of James II before him Charles X is setting up a government by priests, through priests and for priests." Duke of Wellington, Quoted by *Ketelbey*, p. 159 ; *Lipson*, p. 14.

তালিকা প্রস্তুত করা হইল, (৪) এই নূতন তালিকাভুক্ত অল্পসংখ্যক নাগরিকের ভোটে নূতন পার্লামেন্টের নির্বাচনের আদেশ দেওয়া হইল। এই ঘোষণা জারী হওয়ার পরের দিন প্যারিস নগরীতে বিদ্রোহ দেখা দিল (২৬শে জুলাই, ১৮৩৩)। (অষ্টাদশ লুই স্বাক্ষরিত) 'সনন্দ অক্ষয় হউক', 'মন্ত্রিসভার নিপাত চাই' ধ্বনিতে প্যারিস নগরীর রাজপথ মুখরিত হইয়া উঠিল। সরকার-পক্ষের সৈন্যগণ অনেকেই বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে অসম্মত হইল। ২৮শে জুলাই ফ্রান্সে এক অস্ত্রযুদ্ধ শুরু হইল। দশম চার্লস্ পরিস্থিতির চাপে উপরি-উক্ত ঘোষণা নাকচ করিতে এবং উদারপন্থীদের সহিত বিরোধ মিটাইতে চাহিলেন, কিন্তু তখন মিটমাটের আর অবকাশ ছিল না। অর্লিয়েন্সের ডিউক লুই ফিলিপকে ফ্রান্সের সিংহাসনে স্থাপন করা হইল। ইনি বুর্বোঁ বংশসম্ভূত হইয়াও ফরাসী বিপ্লবে বিপ্লবীদের পক্ষে যোগদান করিয়াছিলেন।

ঘোষণার সরাসরি ফল: জুলাই বিপ্লব (১৮৩০)

দশম চার্লস্ কর্তৃক আপসের বৃথা চেষ্টা: লুই ফিলিপের সিংহাসন লাভ

জুলাই (১৮৩০) বিপ্লবের গুরুত্ব (Importance of the July Revolution): ফ্রান্সে (In France): আপাতদৃষ্টিতে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই বিপ্লব ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ ইতিহাসে কোন ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করে নাই বলিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই বিপ্লব ফ্রান্স এবং ইওরোপের ইতিহাসে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রচনা করিয়াছিল।

গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রচনা

ফ্রান্সের দিক হইতে বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, (১) উদারপন্থিগণ দশম চার্লস্‌কে পদচ্যুত করিতে সমর্থ হইলেও রাজতন্ত্র অপসারিত করিতে সমর্থ হয় নাই। উদারপন্থীদের অনেকেই ছিল প্রজাতান্ত্রিক, কিন্তু যে আশা লইয়া তাহারা প্যারিস নগরীর রাজপথে দশম চার্লসের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল তাহা সফল হইল না। কিন্তু ঐ সময়ে প্রজাতান্ত্রিক সরকার স্থাপনের কোন উপায়ও ছিল না। কারণ, দশম চার্লসের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সে প্রজাতান্ত্রিক সরকার স্থাপিত হইলে

আভ্যন্তরীণ ফলাফল: রাজা পরিবর্তিত হইলেও রাজতন্ত্র অটুট

ইওরোপের মিত্রশক্তিবর্গ ফ্রান্সের বিরোধিতা শুরু করিবে এই ভয় ছিল। এই কারণে বিপ্লবের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন লুই ফিলিপকে সিংহাসনে স্থাপন ভিন্ন অপর কোন পন্থা ছিল না। (২) রাজতন্ত্রের অবসান না হইলেও শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের গুরুত্ব নেহাত কম ছিল না। জরুরী পরিস্থিতিতে আইনপ্রণয়নের ক্ষমতা রাজার হাত হইতে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল; সর্বপ্রকার আইনের প্রস্তাব একমাত্র জাতীয় প্রতিনিধি সভার (Chamber of Deputies) হাতে ন্যস্ত হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন সংবাদপত্রের স্বাধীনতা পুনরায় স্বীকৃত হইল। শাসনব্যবস্থায় ক্যাথলিক ধর্ম ও যাজকদের প্রাধান্য দূর করা হইল। সর্বসাধারণকে ভোটদানের অধিকার অবশ্য তখনও দেওয়া হইল না। (৩) জনসাধারণকে ভোটাধিকার না দিলেও ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই বিপ্লব ইংলণ্ডের গৌরবময় বিপ্লবের (১৬৮৮) ন্যায়ই ফরাসী শাসনব্যবস্থায় রাজগণের ভগবানপ্রদত্ত ক্ষমতা-নীতি (Divine Right of Kingship) চিরতরে লুপ্ত করিল। রাজার ভগবান-প্রদত্ত ক্ষমতা-নীতির স্থলে জনসাধারণের সার্বভৌমত্ব ভগবানপ্রদত্ত, এই নীতি গৃহীত হইল। লুই ফিলিপ জনমতের ভিত্তিতে দেশ শাসন করিতে লাগিলেন।* (৪) এই বিপ্লবের ফলে ভিয়েনা সম্মেলনে গৃহীত 'ন্যায্য অধিকার' (legitimacy) নীতি ফ্রান্স কর্তৃক পরিত্যক্ত হইল; 'ন্যায্য-অধিকার'-এ শাসন-ক্ষমতার উপরে স্থান পাইল জনমত। (৫) বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র স্থাপিত হইল। উগ্র-রাজতান্ত্রিক এবং যাজক সম্প্রদায়ের প্রাধান্য ও তাহাদের প্রাক্-বিপ্লবযুগের অবস্থা ফিরাইয়া আনিবার পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করা হইল। জুলাই বিপ্লব ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী বিপ্লবের পরিপূরক হিসাবে বিবেচিত হইতে লাগিল।† এখন হইতে সাম্য, ধর্ম-নিরপেক্ষ শাসন,

গুরুত্বপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন

ভগবানপ্রদত্ত রাজশক্তির ধারণা বিলুপ্ত

ন্যায্য-অধিকার নীতির স্থলে জনমতের প্রাধান্য স্বীকৃত

ফ্রান্সে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র স্থাপিত

* "The king will respect our rights, for it is of us that he holds his own." Quoted by Lipson, p. 17.

† "In short, the Revolution of 1830 was the complement of the Revolution of 1789; for the future, the achievements of the revolutionary spirit—the principles of equality, secularism and constitutional liberty rested on secure foundations." *Ibid*, p. 18.

শাসনতান্ত্রিক স্বাধীনতা, ব্যক্তি-স্বাধীনতা প্রভৃতি গণতান্ত্রিক নীতি স্থায়ী ভিত্তিতে স্থাপিত হইল। অষ্টাদশ লুই সিংহাসনলাভের সময় যে সনন্দ স্বাক্ষর করিয়াছিলেন তাহা এখন হইতে ফরাসী জাতির জন্মগত ও অপরিবর্তনীয় অধিকারে পরিণত হইল। (৬) জুলাই বিপ্লবের ফলে যাজক সম্প্রদায় ও উগ্র রাজতান্ত্রিক দলের স্থলে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রাধান্য স্থাপিত হইল। উদারপন্থী মধ্যবিত্ত সমাজই জুলাই বিপ্লবের মাধ্যমে স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটাইয়াছিল।

জুলাই বিপ্লব: ফরাসী বিপ্লবের (১৭৮৯) পরিপূরক
যাজক সম্প্রদায় ও উগ্র রাজতান্ত্রিক সম্প্রদায়ের প্রাধান্য নাশ: মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রাধান্য লাভ

ইওরোপে (In Europe): ফ্রান্সের বাহিরে জুলাই বিপ্লবের প্রভাব দাবাগ্নির ন্যায় মুহূর্তে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। (ক) বেলজিয়ামে এই বিদ্রোহ জাতীয় স্বাধীনতার পক্ষে এক গভীর আগ্রহের সৃষ্টি করিল। বেলজিয়ামবাসিগণ ভিয়েনা সম্মেলনের অন্যায়মূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইল এবং হল্যাণ্ডের অরেঞ্জ পরিবারের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। ঐ বৎসরই লণ্ডন কন্‌ভেন্‌শনে (Convention of London) বেলজিয়ামের স্বাধীনতা ইওরোপীয় দেশগুলি স্বীকার করিয়া লইল। (খ) জার্মানিতে জুলাই বিপ্লবের ফলে এক ব্যাপক গণজাগরণ শুরু হইল। নানাস্থানে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে গিয়া খণ্ডযুদ্ধেরও সৃষ্টি হইল। স্যাক্সনি, হ্যানোভার, হেসি প্রভৃতি বিভিন্ন জার্মান রাজ্যে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্বীকৃত হইল। কিন্তু ইওরোপীয় কন্‌সার্টের নেতা মেটারনিকের তৎপরতায় ও সাহায্যে জার্মানির সর্বত্র পুনরায় শান্তি স্থাপিত হইল, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা নাকচ করিয়া স্বৈরাচারের পুনঃপ্রবর্তন করা হইল। স্যাক্সনির উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থা নাকচ করা হইল না সত্য, কিন্তু প্রকৃতক্ষেত্রে ইহার কোন মূল্য রহিল না। (গ) রাশিয়া-অধিকৃত পোল্যাণ্ডে এক বিরাট গণজাগরণের সৃষ্টি হইল। জার আলেকজাণ্ডার পোলগণকে উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থাধীনে রাখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা জুলাই

ইওরোপে জুলাই বিপ্লবের ফলাফল: জাতীয় স্বাধীনতার জন্য গভীর আগ্রহের সৃষ্টি
বেলজিয়ামের স্বাধীনতা
সাময়িকভাবে জার্মানির বিভিন্ন রাজ্যে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপন: মেটারনিকের সহায়তায় স্বৈরাচারের পুনঃস্থাপন

বিপ্লবের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া স্বাধীন পোল্যাণ্ড রাষ্ট্র পুনঃস্থাপিত করিতে এবং পোল্যাণ্ডের লুপ্তগৌরব ফিরাইয়া আনিতে চাহিল। দীর্ঘ ছয় বৎসর তাহারা রুশ-শক্তির বিরুদ্ধে যুঝিয়া অবশেষে নিরস্ত হইল। ইহার শাস্তিস্বরূপ তাহাদের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা নাকচ করিয়া তাহাদিগকে সরাসরি রুশ সরকারের শাসনাধীনে স্থাপন করা হইল। (ঘ) ইতালির পার্মা, মোডেনা, পোপের রাজ্য প্রভৃতি নানা অংশে গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দেখা দিলে অস্ট্রিয়া তাহা কঠোর হস্তে দমন করিল। (ঙ) পোর্তুগাল ও স্পেনের জনসাধারণ জুলাই বিপ্লবের সূত্র ধরিয়া গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা আদায় করিতে সমর্থ হইল। জুলাই বিপ্লবের পূর্ব হইতেই স্পেনে স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে বিরোধিতা চলিতেছিল। আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত গোলযোগের ফলে স্পেনে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সুযোগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। গণতান্ত্রিক ইংলণ্ডেও জুলাই বিপ্লবের প্রভাব পৌঁছিল। ইংলণ্ডের রক্ষণশীল দল বুঝিলেন যে, গণতান্ত্রিক প্রভাব হইতে ইংরেজ জনসাধারণকে দমন করিয়া রাখা সম্ভব হইবে না। ফলে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কার আইন গৃহীত হইল।

পোলদের স্বাধীনতা-স্পৃহা: রুশ দমননীতি

ইতালির পার্মা, মোডেনা প্রভৃতি রাজ্যে বিপ্লব—অস্ট্রিয়া কর্তৃক দমন

পোর্তুগাল ও স্পেনে বিপ্লবের প্রভাব: ইংলণ্ডের উপর প্রভাব ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কার আইন

মোট ফলের দিক হইতে বিচার করিলে জুলাই বিপ্লব কেবলমাত্র ফ্রান্স ও বেলজিয়ামে গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ প্রত্যক্ষ সাফল্যলাভে সমর্থ হইয়াছিল। ইতালি, জার্মানি প্রভৃতি স্থানে এই বিপ্লবের প্রভাবে অনুষ্ঠিত বিদ্রোহ ফলপ্রসূ হয় নাই। ইংলণ্ডে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কার আইনও জনসাধারণের দাবি পূরণ করে নাই। এমন কি ফ্রান্সের জুলাই বিপ্লব কেবলমাত্র মধ্যবিত্ত সমাজকেই ক্ষমতা দান করিয়াছিল। প্রজাতান্ত্রিকগণ ও শ্রমিক সম্প্রদায় এই বিপ্লবপ্রসূত শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনে সন্তুষ্ট হয় নাই। এই কারণেই ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে পুনরায় এক বিপ্লবের প্রয়োজন হইয়াছিল। তথাপি ইহা স্বীকার্য যে, ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ ইতিহাসে এই বিপ্লব ভগবানপ্রদত্ত ক্ষমতায় বিশ্বাসী স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের অবসান ঘটাইয়া নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপন

জুলাই বিপ্লবের আংশিক সাফল্য

করিয়াছিল এবং বিপ্লব-প্রসূত সাম্য, স্বাধীনতা, ধর্ম-নিরপেক্ষ শাসন সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা প্রভৃতি গণতান্ত্রিক নীতি দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করিয়াছিল। ইওরোপের ইতিহাসেও গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবোধ যে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই তাহার প্রমাণ আমরা জুলাই বিপ্লবের প্রভাবে যে ব্যাপক জাগরণ ঘটিয়াছিল তাহার মধ্যে দেখিতে পাই। গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ এই দুইটি ধারা স্বৈরাচারী শক্তিবর্গের অত্যাচারে অন্তর্মুখী হইয়াছিল মাত্র, নিশ্চিহ্ন হয় নাই এবং সুযোগ পাইলেই অত্যাচারের কঠোরতা উপেক্ষা করিয়াও আত্মপ্রকাশ করিবে এই সত্যই জুলাই বিপ্লব-প্রসূত জাগরণে উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

ফ্রান্সের ইতিহাসে বিপ্লবের গুরুত্ব

গণতন্ত্র ও জাতীয়তা বাদ অন্তর্মুখী

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই বিপ্লবের প্রভাবে বিভিন্ন দেশে জাতীয়তাবাদী বিপ্লব দেখা দিয়াছিল সে আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে। কিন্তু বিভিন্ন দেশের পরিস্থিতির বিভিন্নতা সত্ত্বেও এই সকল বিপ্লব কয়েকটি বিষয়ে সম্পূর্ণ সমধর্মী ছিল।*

বিভিন্ন দেশে জুলাই বিপ্লবের মধ্যে মৌলিক সামঞ্জস্য

প্রথমত, ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনীয় সাম্রাজ্যে বিদ্রোহ দেখা দিলে সেই সূত্রে ইওরোপের বিভিন্ন দেশে বিদ্রোহের সৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু সেগুলি সামরিক নেতৃত্বে পরিচালিত হইয়াছিল। জনসাধারণ বা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সেই সকল বিদ্রোহে নেতৃত্ব গ্রহণের কোন সুযোগ পায় নাই। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই বিপ্লবের সূত্র ধরিয়া ইওরোপের বিভিন্ন অংশে যে সকল বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল সেগুলির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে। ফলে, এই সকল বিদ্রোহে গণতান্ত্রিকতার প্রভাব বিশেষভাবে প্রতিফলিত হইয়াছিল।

(১) মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব,—গণতান্ত্রিকতা

(২) রক্ষণশীলতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরোধিতা

দ্বিতীয়ত, ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের ভিয়েনা চুক্তিতে যে রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল নীতির পুনঃপ্রবর্তন করা হইয়াছিল, উহার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ করাই ছিল জুলাই বিপ্লবের প্রধান উদ্দেশ্য। বিভিন্ন দেশের বিপ্লবের ক্ষেত্রে এই একই উদ্দেশ্য বিদ্যমান ছিল।

(৩) অর্থনৈতিক অব্যবস্থা ও দুর্বলতা

---

* Vide · David Thomson : *Europe Since Napoleon*, p 144.

তৃতীয়ত, নেপোলিয়নোত্তর যুগে ইওরোপে যে ব্যাপক অর্থনৈতিক অব্যবস্থা ও দুর্বলতা দেখা দিয়াছিল উহাও জুলাই বিপ্লবের অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে বিবেচ্য। এই অর্থনৈতিক কারণও তখন সকল দেশে বিদ্যমান ছিল।

(৪) সমাজ ও সরকারের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা

চতুর্থত, জুলাই বিপ্লব-প্রসূত বিভিন্ন বিপ্লবের সর্বপ্রধান উল্লেখযোগ্য ঐক্য বা সমতা পরিলক্ষিত হয় বিপ্লবীদের মূল উদ্দেশ্যের মধ্যে। এই সকল বিপ্লবের সর্বপ্রধান ও মূল উদ্দেশ্য ছিল সরকার ও সমাজের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা—অর্থাৎ সরকারকে সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল ও সমাজ-কল্যাণকামী করিয়া তোলা।*

পুনঃপ্রতিষ্ঠিত বুরবোঁ শাসন ও লুই ফিলিপ্পির শাসনের তুলনা (Comparison between the rule of the restored Bourbons & that of Louis Philippe): ন্যায্য-অধিকার নীতির প্রয়োগের ফলে অষ্টাদশ লুই ফ্রান্সের সিংহাসনে পুনঃস্থাপিত হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থা প্রথম কয়েক বৎসর চালু ছিল।

ন্যায্য-অধিকার নীতি প্রয়োগে বুরবোঁ রাজবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা : প্রথম ভাগে উদারপন্থী শাসন

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, প্রজাবর্গের সামাজিক মর্যাদা ও অর্থনৈতিক সুযোগ এবং আইনের চক্ষে সমতা প্রভৃতি উদারনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে একমাত্র ইংলণ্ড ভিন্ন সমগ্র ইওরোপে ফ্রান্স-ই সর্বাধিক গণতান্ত্রিক দেশে পরিণত হইল। ডিউক-ডি-বেরির হত্যার পূর্বাবধি অষ্টাদশ লুই-এর শাসনব্যবস্থা উদারপন্থী ছিল, সেকথা অনস্বীকার্য। অষ্টাদশ লুই নির্বাসিত জীবনের দুঃখ-দুর্দশার কথা স্মরণ করিয়া উদার পন্থা অনুসরণ করাই যুক্তি-

ডিউক-ডি বেরির হত্যাকাণ্ড : প্রতিক্রিয়ার শুরু

যুক্ত মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু ডিউক-ডি-বেরির হত্যাকাণ্ডের ফলে উদারপন্থীদের বিরুদ্ধে যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দিল অষ্টাদশ লুই-এর শাসনকালের অবশিষ্টাংশে তাহা প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। সংবাদপত্রের নিয়ন্ত্রণ, জনসাধারণের ভোটাধিকার হ্রাস, বিত্তশালী ব্যক্তিবর্গকে দুইটি করিয়া ভোট দিবার ক্ষমতা

* "What they had in common was a desire to bring Governments into closer relationship with society, as society had developed upto that date." *Ibid*, p. 144.

দান প্রভৃতি এই প্রতিক্রিয়ার পরিচায়ক। ইহার পর বিপ্লবের প্রভাব হইতে ফরাসী জাতিকে মুক্ত করিবার চেষ্টা চলিল। এইভাবে অষ্টাদশ লুই-এর শাসনকালের শেষ কয়েক বৎসর ফরাসী শাসনব্যবস্থা প্রতিক্রিয়াশীল হইয়া উঠিল। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীলতার চরম অভিব্যক্তি ঘটে অষ্টাদশ লুই-এর ভ্রাতা দশম চার্লসের অধীনে। প্রথম দিকে তিনি সংবাদপত্রের নিয়ন্ত্রণ উঠাইয়া দিয়া রাজনৈতিক বন্দিগণকে মুক্তিদান করিয়া এবং অষ্টাদশ লুই কর্তৃক স্বাক্ষরিত সনন্দ মানিয়া চলিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া জনসাধারণের সহানুভূতি লাভে সমর্থ হইলেও তাঁহার মূল উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াশীল শাসনব্যবস্থা স্থাপন করা। ক্রমেই তাঁহার শাসনব্যবস্থা অধিকতর প্রতিক্রিয়াপন্থী হইয়া উঠিল। শেষ পর্যন্ত পোলিগ্‌নাক্‌ মন্ত্রিসভা জাতীয় আইনসভা ভাঙিয়া দিয়া সংকুচিত ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নূতন আইনসভা গঠন করিতে চাহিলে এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হ্রাস করিলে ও সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটাধিকার দিবার ব্যবস্থা করা হইলে জুলাই বিপ্লব সংঘটিত হয়।

দশম চার্লসের আমলে প্রতিক্রিয়ার চরম পর্ব

লুই ফিলিপ্প জুলাই বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সের সিংহাসন লাভ করেন। পুনঃস্থাপিত বুর্বোঁ রাজগণের শাসন অপেক্ষা অর্লিয়েন্স বংশোদ্ভূত লুই ফিলিপ্পের শাসন নানাদিক দিয়া উন্নত ছিল, একথা অনস্বীকার্য। প্রথমত, লুই ফিলিপ্পের সিংহাসন লাভে ন্যায্য-অধিকার নীতির পরাজয় এবং ভগবান-প্রদত্ত ক্ষমতায় বিশ্বাসী বুর্বোঁ শাসনের অবসান ঘটিয়া জনসাধারণের নির্বাচিত রাজার শাসনের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। নীতির দিক দিয়া ইহা গণতন্ত্র ও উদার রাজনীতির জয়ের সূচনা করিয়াছিল। দ্বিতীয়ত, কার্যকলাপের দিক দিয়া বিবেচনা করিলেও লুই ফিলিপ্পের শাসনকাল বহুগুণে উদারপন্থী ছিল তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। দশম চার্লস্‌ বিপ্লবের নীতি ও দানকে অগ্রাহ্য করিয়া অভিজাতবর্গকে তাহাদের সম্পত্তির জন্য বিপুল পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিয়াছিলেন। বিপ্লবের কালে যে সকল রাজতন্ত্রের সমর্থক দেশত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, তাহাদিগকেও ক্ষতিপূরণ দিবার ব্যবস্থা তিনি করিয়াছিলেন। লুই ফিলিপ্পের আমলে সেই সকল বিপ্লবের নীতি-

ভগবান-প্রদত্ত রাজ-ক্ষমতার নীতির অবসান

উদারপন্থী কার্যকলাপ

বিপ্লব-বিরোধী আইন-কানুনের পরিবর্তন

বিরোধী সুযোগ-সুবিধা নাকচ করা হইয়াছিল। দশম চার্লস-প্রবর্তিত প্রথম পুত্রকে ভূসম্পত্তি দানের আইনে পুনরায় ভূসম্পত্তি একই হস্তে সঞ্চিত হইবার যে ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহাও নাকচ করা হইল। ফলে, বিরাট পরিমাণ ভূসম্পত্তির মালিক শ্রেণী আর গড়িয়া উঠিতে পারিল না। আইনসভার উচ্চ কক্ষের মধ্যে সম্পত্তির ভিত্তিতে কোন ব্যবধানের সৃষ্টি হইতে পারিল না।

ভোটাধিকারের প্রসার

তৃতীয়ত, পূর্বে যে পরিমাণ সম্পত্তি থাকিলে ভোটাধিকার পাওয়া যাইত তাহার প্রায় অর্ধেক সম্পত্তি থাকিলেই এখন ভোটদানের অধিকার দেওয়া হইল। চতুর্থত, রাজার দেহরক্ষিগণ এখন জাতীয় বাহিনী হইতে লইবার ব্যবস্থা করা হইল। পূর্বে রাজকীয় দেহরক্ষিগণকে সম্পূর্ণ পৃথগ্‌ভাবে নিয়োগ করা হইত। কিন্তু বিপ্লবের পর জাতীয়

রাজা জনসাধারণেরই মনোনীত রাজা

বাহিনীর একাংশের হস্তে রাজার রক্ষণাবেক্ষণের ভার ন্যস্ত হইবার অর্থ ছিল এই যে, রাজা জনসাধারণের রাজা, তাঁহাকে রক্ষা করিবার দায়িত্বও জনসাধারণের।*

পঞ্চমত, ধর্মাধিষ্ঠান যাহাতে শাসনব্যবস্থায় প্রভাব বিস্তার করিতে না পারে সেজন্য 'ক্যাথলিক ধর্ম রাষ্ট্রধর্ম'—এই শর্তটি সংবিধান হইতে উঠাইয়া দেওয়া হইল। ষষ্ঠত, লুই ফিলিপের আমলে নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বা কৃষক-মজুরদের শাসনক্ষমতা স্বীকৃত না হইলেও অভিজাত ও যাজক শ্রেণীর হাত হইতে শাসনক্ষমতা উচ্চমধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের হস্তে হস্তান্তরিত হইয়াছিল। গণতান্ত্রিক দিক দিয়া ইহাও অগ্রগতির পরিচায়ক।

শাসনব্যবস্থায় ধর্মাধিষ্ঠানের প্রাধান্য নাশ

মধ্যবিত্তের শাসন

লুই ফিলিপ্প ১৮৩০-৪৮ (Louis Philippe): লুই ফিলিপ শাসক হিসাবে যথেষ্ট বিচক্ষণ ছিলেন সন্দেহ নাই। তাঁহার সিংহাসন লাভের পশ্চাতে যে জনগণের সমর্থন রহিয়াছে এবং এই সমর্থন অক্ষুণ্ণ রাখার উপরই যে তাঁহার নিজের এবং নিজ বংশের সিংহাসনে অধিকার সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল, এই কথা তিনি কখনও ভুলেন নাই। ভগবানপ্রদত্ত ক্ষমতার স্থলে তিনি যে জনসাধারণের ক্ষমতায় বিশ্বাসী তাহার প্রমাণস্বরূপ তিনি নিজ পুত্রদিগকে সাধারণ স্কুলে ছাত্রহিসাবে ভর্তি করিলেন। অন্যান্য নাগরিকদের ন্যায় রাস্তায় তিনি ভ্রমণে বাহির হইতেন এবং যে-কোন

* Vide : *World History*, E. Fueter, pp. 67-68.

লোক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাহার বক্তব্য শুনিতেন। এইভাবে তিনি নাগরিক রাজতন্ত্রের (cit zen monarchy) সূচনা করিলেন।

লুই ফিলিপ্পির সাধারণ নাগরিক সুলভ ব্যবহার

বিপ্লবের নীতির প্রতি সহানুভূতিশীলতা

বিপ্লবের মূল-নীতির প্রতি তিনি সহানুভূতি-সম্পন্ন ছিলেন এবং এই কারণে তিনি বুরবোঁ রাজবংশের আমলের জাতীয় পতাকা ত্যাগ করিয়া বিপ্লব যুগের ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকা পুনরায় গ্রহণ করিলেন। নেপোলিয়নের প্রতিও তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। ফিলিপ্পের আদেশেই সেণ্ট্ হেলেনা হইতে নেপোলিয়নের দেহাবশেষ ফ্রান্সে আনীত হইল এবং উহা উপযুক্ত মর্যাদা সহকারে এক অতি মনোরম সমাধিসৌধে সমাহিত করা হইল।

পররাষ্ট্রক্ষেত্রে মূল উদ্দেশ্য শান্তিরক্ষা ও বাণিজ্যের প্রসার

লুই ফিলিপ্পের পররাষ্ট্রনীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল শান্তি রক্ষা করিয়া চলা এবং ফ্রান্সের বাণিজ্যের বিস্তার সাধন করা। এইরূপ উদার-নৈতিক এবং জনকল্যাণকর শাসনের বিরুদ্ধে ফরাসী জাতি কেন যে বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল তাহার কারণ ফ্রান্সের সমসাময়িক পরিস্থিতিতে খুঁজিতে হইবে। প্রথমত, জুলাই বিপ্লব ফরাসী জাতির মনে যে আশার সঞ্চার করিয়াছিল, লুই ফিলিপ্পের শাসন সেই আশানুরূপ কার্য করিতে পারে নাই।

ফিলিপ্পির পতনের

(ক) ন্যায্য-অধিকার নীতিতে বিশ্বাসীরা অসন্তুষ্ট, আশানুরূপ কার্য-সম্পাদনের অক্ষমতা

(ক) ন্যায্য অধিকার নীতিতে যাহারা বিশ্বাসী (legitimists) ছিল তাহারা দশম চার্লসের বংশধরকে সিংহাসন দানের পক্ষপাতী এবং ভগবানদত্ত রাজশক্তিতে বিশ্বাসী ছিল। সুতরাং জনসাধারণের নির্বাচিত লুই ফিলিপ্পের প্রতি তাহাদের কোন আনুগত্য ছিল না।

(খ) উগ্র ক্যাথলিকদের অসন্তোষ

(গ) প্রজাতান্ত্রিকদের অসন্তোষ

(খ) উগ্র ক্যাথলিকগণ ধর্মনিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিল না। তাহারা দশম চার্লসের আমলে যে-সকল সুবিধা ভোগ করিত তাহা ফিরিয়া পাইবার চেষ্টা করিতেছিল। (গ) প্রজাতান্ত্রিকরা লুই ফিলিপ্পের শাসন একক অধিনায়কত্বের নামান্তর বলিয়া বিবেচনা করিত। তাহারা প্রথমে ভাবিয়াছিল যে, লুই ফিলিপ্পের শাসনকালে, শ্রেণী-নির্বিশেষে ফরাসী জাতির উন্নতি সাধিত হইবে। কিন্তু ক্রমেই তাহারা দেখিতে পাইল যে, লুই ফিলিপ্প গণতন্ত্র বা অভিজাততন্ত্র কোনটাই মানিয়া চলেন না।

তিনি এক মধ্যপন্থা অনুসরণ করিতেছেন। তাঁহার শাসনব্যবস্থা না ছিল রক্ষণশীল, না ছিল উদারপন্থী, না ছিল নরমপন্থী। স্বভাবতই প্রজাতান্ত্রিকগণ লুই ফিলিপের শাসনব্যবস্থায় মোটেই খুশি হইল না। (ঘ) লুই ব্লাংক নামক একজন ফরাসী সমাজতান্ত্রিকের প্রচারকার্যের ফলে ফ্রান্সে সেই সময়ে এক শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক দলের সৃষ্টি হয়। তাহারা লুই ফিলিপের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়-প্রভাবিত রাজতন্ত্রের বিরোধী ছিল।* প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যই উপযুক্ত আর্থিক আয়ের ব্যবস্থা করা, কারখানাগুলির জাতীয়করণের এবং ধনী পুঁজিপতিদের বিলোপসাধনের তাহারা পক্ষপাতী ছিল। (ঙ) নেপোলিয়নের অধীনে সৈনিকের কাজ করিয়াছে এমন এক শ্রেণীর লোক এবং নেপোলিয়নের প্রতি শ্রদ্ধাবান সাধারণ লোক লইয়া বোনাপার্টিস্ট (Bonapartist) দলের সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহারা নেপোলিয়নের পরিবার-সম্ভূত লুই নেপোলিয়ন বোনাপার্টের সিংহাসনপ্রাপ্তির পক্ষপাতী ছিল। এইভাবে বিভিন্ন দল বিভিন্ন কারণে লুই ফিলিপের শাসনে সন্তুষ্ট ছিল না। দ্বিতীয়ত, আড়ম্বরপ্রিয় ফরাসী জাতি লুই ফিলিপের শান্তিবাদী নীতির মধ্যে জাতীয় গৌরববৃদ্ধির তথা উন্মাদনা সৃষ্টি করিবার মত কোন কিছু খুঁজিয়া পাইল না। তাহারা ক্রমেই কোনরূপ উত্তেজনার অভাবে বিরক্ত হইয়া উঠিল। প্রজাতান্ত্রিক নেতা লা মার্টিন বলিয়াছিলেন, 'ফ্রান্সের বৈচিত্র্যহীন শাসনজনিত অবসাদ' (la France's ennuie) ফিলিপের পতনের প্রধান কারণ ছিল। সেই সময়ে পররাষ্ট্রক্ষেত্রে লুই ফিলিপ গৌরবলোভী ফরাসী জাতিকে সম্মোহিত করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সেই সুযোগ গ্রহণ করেন নাই। (ক) জুলাই বিপ্লবের সূত্র ধরিয়া ইতালি ও পোল্যাণ্ডে বিদ্রোহ দেখা দিলে ফরাসী জাতি আশা করিয়াছিল যে, লুই ফিলিপ সেই দুই দেশে জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাহায্য ও সমর্থন করিবেন, কিন্তু লুই ফিলিপ এ

(ঘ) সমাজতান্ত্রিক দলের মধ্যবিত্ত-প্রাধান্যের বিরোধিতা

(ঙ) নেপোলিয়ন-ভক্তদের নেপোলিয়নের বংশধরকে সিংহাসনে স্থাপনের ইচ্ছা

শান্তিবাদী নীতিতে উন্মাদনার অভাব

দুর্বল পররাষ্ট্র-নীতি

ইতালি ও পোল্যাণ্ড

* "Louis Philippe committed a fatal mistake in not broadening the basis of this rule." Lipson, p. 26.

ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ রহিলেন। (খ) বেলজিয়ামের স্বাধীনতা-আন্দোলনকে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী লর্ড পামারস্টোন-ই নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। বিপ্লবের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত উদারনৈতিক শাসন-ব্যবস্থার শীর্ষে স্থাপিত ফরাসীরাজ ফ্রান্সকে বেলজিয়ামের স্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসাবে স্থাপন করিতে পারিলেন না। বেলজিয়ামবাসীরা লুই ফিলিপের পুত্রকে বেলজিয়ামের সিংহাসনে স্থাপন করিতে চাহিয়াছিল। তাহা হইলে বেলজিয়াম ফ্রান্সের অধীনে আসিত। কিন্তু পামারস্টোনের কূট-কৌশলে তাহা কার্যকরী হইল না। ইহাতে লুই ফিলিপ ফরাসী জাতির বিরাগভাজন হইলেন। (গ) মিশরের পাশা মহম্মদ আলি তুরস্ক আক্রমণ করিলে ইংলণ্ড, অস্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশ তুরস্কের পক্ষ গ্রহণ করিল। ফ্রান্স কিন্তু মহম্মদ আলিকে সমর্থন করিল। শেষ পর্যন্ত ইংলণ্ড ও অস্ট্রিয়ার চেষ্টায় তুরস্ক-মিশর দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিল। এক্ষেত্রেও ইংলণ্ডের নেতৃত্বই সাফল্য লাভ করিয়াছিল, ফ্রান্স মহম্মদ আলির পক্ষ অবলম্বন করিয়া নিজ মর্যাদা নাশ করিয়াছিল। (ঘ) স্পেনের রাজকন্যার সহিত নিজ পুত্রের বিবাহ দিয়া লুই ইংলণ্ডের সহিত সদ্ভাব বিনষ্ট করিয়াছিলেন। তারপর অস্ট্রিয়ার সহিত মিত্রতা স্থাপনের উদ্দেশ্যে তিনি অস্ট্রিয়ার সহিত যুগ্মভাবে সুইটজারল্যাণ্ডের প্রোটেস্টান্ট দমনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ইহা উদারপন্থী ফ্রান্সের মর্যাদার পরিপন্থী ছিল। (ঙ) আফ্রিকার উত্তর-উপকূলে আলজিয়ার্স ছিল ফরাসী-অধিকৃত স্থান। সেই সময়ে আফ্রিকার উপনিবেশ-বিস্তার ব্যাপারে ইওরোপীয় দেশগুলির মধ্যে এক দারুণ প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু লুই ফিলিপ ইংলণ্ডের ভয়ে আফ্রিকায় উপনিবেশ-বিস্তারের সুযোগও গ্রহণ করেন নাই। (চ) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মর্যাদালোভী ফরাসী জাতির সম্মুখে নেপোলিয়ন বোনাপার্টির আমলে ফ্রান্সের প্রাধান্যের স্মৃতি তখনও ম্লান হয় নাই। সেই জন্যই লুই ফিলিপের শান্তিবাদী, উন্মাদনাহীন পররাষ্ট্র-নীতি তাহাদের সমর্থন লাভ করিতে পারিল না। তাঁহার পতনের ইহাও ছিল একটি অন্যতম প্রধান কারণ। তৃতীয়ত, লুই ফিলিপের আমলে ফরাসী জাতির যথেষ্ট আর্থিক

বেলজিয়ামের স্বাধীনতা-আন্দোলন

মিশর-তুর্কী আন্দোলন

ইংলণ্ডের সহিত মিত্রতা নাশ

আফ্রিকার উপনিবেশ স্থাপনে অকৃতকার্যতা

উন্নতি সাধিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে কোন শান্তি স্থাপিত হয় নাই। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে মূল বুর্বোঁ পরিবারের সপক্ষে লা ভেণ্ডি (La Vendee) ও প্রভেন্স নামক স্থানে বিদ্রোহ দেখা দিল। স্ট্রাসবার্গ ও বোলোন নামক দুইটি স্থানে ১৮৩৬ ও ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়নের উত্তরাধিকারী লুই নেপোলিয়ন বোনাপার্টি বিদ্রোহের সৃষ্টি করিলেন। ১৮৩১ ও ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের সাধারণ লোকেরাও বিভিন্ন সহরে বিদ্রোহের সৃষ্টি করিল। এই সকল কারণে স্বভাবতই লুই ফিলিপ্পের শাসন দৃঢ় হইতে পারিল না।

আভ্যন্তরীণ শান্তির অভাব

চতুর্থত, জনসাধারণ ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অসন্তোষের মাত্রা যতই বৃদ্ধি পাইতেছিল লুই ফিলিপ্প ততই অসহায় হইয়া পড়িতেছিলেন। নির্বাচিত জাতীয় সভার অধিকাংশ সভ্য ছিলেন গিজো (Guizot) নামক নেতার অধীনে। কিন্তু ক্রমেই সেই সভায় এক সংস্কারপন্থী দলের সৃষ্টি হইল। এই দলের নেতা ছিলেন থিয়ার্স (Thiers)। থিয়ার্স ও তাঁহার সমর্থকগণ ভোটদানের ক্ষমতার প্রসার দাবি করিলেন। তাঁহাদের দাবির কোন মূল্যই দেওয়া হইল না।

লুই ফিলিপ্পের অসহায় অবস্থা

ক্রমে থিয়ার্সের দলের প্রচারকার্যের ফলে ফ্রান্সের সর্বত্র সংস্কারের দাবি উত্থিত হইল। 'গিজোর মন্ত্রিসভার পতন', 'ভোটাধিকারের প্রসার' প্রভৃতি দাবি ফ্রান্সের সর্বত্র ধ্বনিত হইল। লুই ফিলিপ্প ও তাঁহার পরিবারের সকলকে হত্যার একাধিকবার চেষ্টা করা হইল। ইহাতে লুই ফিলিপ্প ভীত হইলেন। তিনি সংস্কারসাধনে রাজী হইলেন, কিন্তু গিজো তখনও সংস্কারের পরিপন্থী রহিলেন। লুই গিজোকে পদচ্যুত করিলেন; কিন্তু ইহাতেও কোন কাজ হইল না। গিজো'র পদচ্যুতি এবং লুই ফিলিপ্পের উদারনৈতিক সংস্কার-সাধনে সম্মতি সংস্কারপন্থীদের নিরস্ত করিল বটে, কিন্তু প্রজাতান্ত্রিক দল জনসাধারণকে সেই সুযোগে রাজতন্ত্র তথা লুই ফিলিপ্পের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিল। পদচ্যুত মন্ত্রী গিজো'র বাসস্থানের সম্মুখে এক বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময়ে উচ্ছৃঙ্খল জনতা রক্ষীদের উপর গুলিবর্ষণ করিলে রক্ষীদল পাল্টা গুলিবর্ষণ করিয়া জনতার কয়েকজনকে হত্যা করিল (২৩শে

গিজো'র বিয়োগ ও পদচ্যুতি

বিক্ষোভ প্রদর্শনকালে গুলি চালনা

প্যারিসের সর্বত্র উচ্ছৃঙ্খলতা: ফিলিপ্পের সিংহাসন ত্যাগ

ফেব্রুয়ারি, ১৮৪৮)। এই সূত্রে প্যারিসের সর্বত্র মারামারি শুরু হইল। পরদিন (২৪শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৪৮) লুই ফিলিপ্প তাঁহার পৌত্রের পক্ষে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এইভাবে ফ্রান্সের সমাজতান্ত্রিক ও প্রজাতান্ত্রিকদের চেষ্টায় ফ্রান্সের রাজতন্ত্রের পতন ঘটিল।

ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের (১৮৪৮) ফলাফল ও গুরুত্ব (Effects & Importance of the February Revolution): ফ্রান্সে (In France): ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সের সমাজতন্ত্রবাদী প্রজাতান্ত্রিকগণ এবং সাধারণ প্রজাতান্ত্রিকগণ মিলিতভাবে এক অস্থায়ী সরকার গঠন করিল। লামার্টিন (Lamartine) হইলেন এই অস্থায়ী সরকারের প্রধান নেতা। ফ্রান্সের জাতীয় সভার (Chamber of Deputies) সদস্যদের মধ্য হইতে দশজনকে লইয়া এই অস্থায়ী সরকারের কার্য-নির্বাহক (Executive) সমিতি গঠিত হইল। বিখ্যাত সমাজতন্ত্রী লুই ব্লাংক্ এই সমিতির সভ্য নিযুক্ত হইলেন। প্রথমেই লুই ফিলিপ্পের পৌত্রের দাবি অস্বীকার করিয়া ফ্রান্সকে একটি প্রজাতান্ত্রিক দেশ বলিয়া ঘোষণা করা হইল। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হইল। জাতীয় সামরিক বাহিনীতে যে কোন শ্রেণীর লোক যোগদান করিতে পারিবে বলিয়া ঘোষণা করা হইল। এইভাবে ফ্রান্সের ইতিহাসে দ্বিতীয়বার প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপিত হইল।

সমাজতন্ত্রী প্রজাতান্ত্রিক ও সাধারণ প্রজাতান্ত্রিকদের মিলিতভাবে অস্থায়ী সরকার গঠন

ফ্রান্স প্রজাতান্ত্রিক দেশ বলিয়া ঘোষিত

সকলের জন্যই আর্থিক আয়ের ব্যবস্থা করা, মজুর শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করা এবং প্রজাতন্ত্রকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করা, এই প্রজাতান্ত্রিক সরকারের মূল উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষিত হইল। সমাজতন্ত্রবাদ বা অর্থনৈতিক ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপনের প্রকৃত চেষ্টা ফ্রান্সে ঐ সময়ে একবার করা হইয়াছিল। শাসনব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে জনকল্যাণকর করিয়া তোলাই ছিল এই নবপ্রতিষ্ঠিত প্রজাতান্ত্রিক সরকারের উদ্দেশ্য। লুই ব্লাংক্ ঘোষণা করিয়াছিলেন, "শ্রমিকের শ্রমের উপযুক্ত মূল্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা, দারিদ্র্য হইতে মানুষকে

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপনের প্রকৃত চেষ্টা

রক্ষা করা ও তাহাদিগকে শিক্ষাদান করা সরকারের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

জ্ঞানান্ধতা ও দারিদ্র্য হইতে জনগণকে উদ্ধারের চেষ্টা।

জ্ঞানান্ধতা ও দারিদ্র্য—এই দুই প্রকার 'দাসত্ব' হইতে জনগণকে মুক্ত করিয়া তাহাদিগকে মানুষের মর্যাদায় স্থাপন করা সরকার মাত্রেরই একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া প্রয়োজন।" বলা বাহুল্য, প্রজাতান্ত্রিক ফ্রান্সের শ্রমিক শ্রেণীর উন্নতিবিধানের চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। সরকারের তত্ত্বাবধানে কারখানা স্থাপন করিয়া দরিদ্র শ্রমিকদের উন্নতির চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু অভিজ্ঞতা ও সুনিশ্চিত পরিকল্পনার অভাব হেতু এই পরীক্ষা সফল হইল না। ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সমাজতান্ত্রিক পরীক্ষার বিফলতার পশ্চাতে সাধারণ প্রজাতান্ত্রিকদের একনিষ্ঠ সহযোগিতার অভাব অন্যতম প্রধান কারণ ছিল।

সরকারী কারখানা স্থাপন: বিফলতা

অস্থায়ী সরকার অতঃপর প্রজাতান্ত্রিক ফ্রান্সের শাসনপদ্ধতি স্থির করিতে মনোনিবেশ করিলেন। (১) প্রথমেই ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের 'নাগরিক অধিকারের ঘোষণা'র (Declaration of the Rights of man & citizen) অনুকরণে একটি অধিকারের ঘোষণা প্রকাশিত হইল। (২) প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে নির্বাচিত ৭৫০ জন সদস্যের এক-কক্ষযুক্ত একটি আইনসভা গঠনের ব্যবস্থা করা হইল। (৩) জনগণের একজন প্রেসিডেণ্ট বা রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করা স্থির হইল। এই রাষ্ট্রপতি চারি বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইবেন এবং দ্বিতীয়বার পদপ্রার্থী হইতে পারিবেন না।

প্রজাতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা গঠন:

নাগরিক অধিকারের ঘোষণা,

এক-কক্ষযুক্ত আইনসভা,

জনগণের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী বিপ্লব স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন করিয়াছিল, ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই বিপ্লব অভিজাত ও যাজক সম্প্রদায়ের প্রাধান্য নাশ করিয়াছিল এবং ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি বিপ্লব মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রাধান্য নাশ করিয়া জনগণের সামাজিক ও রাজনৈতিক সাম্য স্থাপন করিয়াছিল।

মধ্যবিত্ত-প্রাধান্য নাশ, জনগণের প্রাধান্য স্থাপন

ইওরোপে (In Europe): ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের প্রভাব এক প্রবল

ঝটিকার ন্যায় সমগ্র ইওরোপ মহাদেশকে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছিল।

ইওরোপের উপর ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের প্রভাব বিস্তার

ইহা হইতে প্রমাণিত হইল যে, গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের প্রভাব ইওরোপীয় কনসার্টের অত্যাচারে বিনষ্ট না হইয়া বরঞ্চ প্রসারলাভ করিয়াছিল। ইওরোপের পনরটি বিভিন্ন দেশে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের ফলে বিদ্রোহের সৃষ্টি হইয়াছিল। সমগ্র ইওরোপে এক মানসিক প্রস্তুতি পূর্ববর্তী অষ্টাদশ বৎসর যাবৎ চলিতেছিল। ইওরোপীয় দেশগুলি যেন একটি ইংগিতের অপেক্ষায় ছিল। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের ইংগিতে সর্বত্র স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে এক ব্যাপক বিদ্রোহের সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ফ্রান্সে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের আদর্শ ছিল প্রজাতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রবাদ স্থাপন। উহার মূল শক্তি 'কাজ করিবার অধিকার' (Right to work) দ্বারা প্রভাবিত ছিল। ইওরোপের অপরাপর অঞ্চলের বিদ্রোহ সমাজতন্ত্র দ্বারা প্রভাবিত ছিল না। সেগুলির আদর্শ ছিল ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও জাতীয়তার সাফল্য অর্জন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ইওরোপের বিদ্রোহের পশ্চাতে প্রধান প্রভাব দুইটি ছিল, Idea of Liberty and Spirit of Nationality.*

স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিদ্রোহ

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লব ও ইওরোপীয় দেশসমূহের বিপ্লবের পার্থক্য

জার্মানি

জার্মানির প্রাশিয়া, হ্যানোভার, স্যাক্সনি, ব্যাডেন, বেভেরিয়া প্রভৃতি স্থানে বিপ্লবাত্মক বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল। ফ্রাঙ্কফোর্ট নামক স্থানে এক বিপ্লবী পার্লামেণ্ট জার্মানির রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিয়াছিল। শেষ পর্যন্ত এই চেষ্টা অবশ্য ফলবতী হয় নাই। প্রাশিয়ার রাজা চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়াম নিজে ছিলেন উদারপন্থী। তিনি নিজ রাজ্যে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপন করিলেন। জার্মানির অন্যান্য অংশেও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইল।

অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে—যথা, ভিয়েনা, মিলান, বোহেমিয়া, হাঙ্গেরী প্রভৃতি স্থানে প্রতিক্রিয়াশীল শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লব দেখা দিল।

* Marriot : *A History of Europe*, p. 141.

১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দে হাঙ্গেরী অস্ট্রিয়ার অংশে পরিণত হইয়াছিল কিন্তু অস্ট্রিয়ার সহিত হাঙ্গেরীর রাজনৈতিক ঐক্য কোন দিনই সম্পূর্ণ হয় নাই; হাঙ্গেরী কতক পরিমাণে স্বায়ত্তশাসনাধিকার ভোগ করিত। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের সূত্রে হাঙ্গেরী জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া জাতীয় পার্লামেণ্ট, উদারনৈতিক সংস্কার, কর প্রথার সংস্কার, ম্যাগিয়ার ভাষার প্রাধান্য প্রভৃতি দাবি করিল। কিন্তু লুই কসুথ নামে জনৈক নেতা হাঙ্গেরীর পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করিলেন। অস্ট্রিয়ার সহিত মৈত্রী বজায় রাখিয়া হাঙ্গেরীর সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। ভিয়েনায় বিপ্লব শুরু হইলে মেটারনিক্ স্বয়ং আত্মরক্ষার্থ দেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। মেটারনিকের পতনের সংগে সংগে ইওরোপীয় কন্সার্ট বা মেটারনিক্-ব্যবস্থার (Metternich System) অবসান ঘটিল।

অস্ট্রিয়া

ইতালির টুরিণ, প্যালার্মো, ফ্লোরেন্স, সিসিলি, ট্যাস্কেনি, ন্যাপল্স, মোডেনা, পার্মা, পোপের রাজ্য প্রভৃতি স্থানে বিপ্লবাত্মক বিদ্রোহ ছড়াইয়া পড়িল। প্রত্যেক স্থানের শাসকই আত্মরক্ষার্থ উদারনৈতিক শাসনতন্ত্র স্থাপন করিলেন। কেহ কেহ দেশ ত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন।

ইতালি

সুতরাং ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের প্রভাব কেবলমাত্র ফ্রান্সের সীমার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল এমন নহে। ঐ বৎসর ইওরোপে এমন ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল যে, ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দকে "বিপ্লবের বৎসর" বলিয়া অভিহিত করা হয়।* ইওরোপের বিভিন্ন দেশে এই বিপ্লবের ফল দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই, কারণ, অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরীতে স্বৈরাচারী শক্তি শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করে এবং ইতালিতেও বিপ্লবিগণ পরাজিত হয়। এই দৃষ্টান্ত প্রাশিয়া ও জার্মানির অপরাপর রাজন্যগণকে উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থা নাকচ করিতে উৎসাহিত করে। সুতরাং গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের মোট সাফল্যের দিক হইতে বিচার করিলে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লব বিশেষ

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ 'বিপ্লবের বৎসর' বলিয়া খ্যাত

প্রত্যক্ষ ফল অপেক্ষা অপ্রত্যক্ষ ফল বেশি

* "When France catches cold Europe sneezes."—*Metternich*, vide Ketelbey, p. 176.

কার্যকরী হইয়াছিল বলা যায় না। কিন্তু এইজন্য এই বিপ্লবের গুরুত্ব কোন প্রকারেই হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই।

(১) 'মেটারনিক পদ্ধতি'র পতন

প্রথমত, এই বিপ্লবের ফলে 'মেটারনিক্-পদ্ধতি' (Metternich System) অর্থাৎ মেটারনিকের নেতৃত্বে ইওরোপীয় কন্সার্ট কর্তৃক জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র দমনের প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পতন ঘটিল। ইহা হইতে প্রমাণিত হইল যে, প্রগতিশীল ভাবধারাকে বলপূর্বক নির্মূল করা সম্ভব নহে। দ্বিতীয়ত, ইওরোপীয় কন্সার্ট ভিয়েনা চুক্তিকে কার্যকরী করিবার এবং প্রাক্-বিপ্লব যুগের রাজনৈতিক কাঠামোকে পুনরুজ্জীবিত করিবার যে চেষ্টা ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে করিতেছিল তাহা সম্পূর্ণভাবে বিফল হইল। যুগধর্মের ও ঐতিহাসিক ইঙ্গিতের বিরুদ্ধে কোন পূর্বতন ব্যবস্থাকে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির দ্বারা বাঁচাইয়া রাখা সম্ভব নহে এই সত্য-ই ফেব্রুয়ারি বিপ্লব প্রমাণিত করিল।

(২) প্রাক্-বিপ্লব যুগের রাজনৈতিক কাঠামো পুনঃস্থাপনের চেষ্টা বিফল

(৩) জার্মানি ও ইতালিতে গভীর জাতীয়তার সৃষ্টি

তৃতীয়ত, এই বিপ্লব প্রসূত জাগরণের ফলে জার্মানি ও ইতালির সর্বত্র এক গভীর জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হইল। এই জাতীয়তাবোধের ফলেই পরবর্তী কালে জার্মানি ও ইতালির ঐক্যসাধন সম্ভব হইয়াছিল। চতুর্থত, গণতন্ত্রের ইতিহাসে এই বিপ্লবের দান নেহাত কম ছিল না। এই বিপ্লবের পর ফ্রান্সের প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়। ইহার প্রভাব ক্রমে সমগ্র ইওরোপে বিস্তার লাভ করে। পঞ্চমত, সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা—অর্থাৎ অর্থনৈতিক ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপনের প্রকৃত চেষ্টা ফেব্রুয়ারি বিপ্লব হইতেই প্রথম শুরু হয়। পরবর্তী যুগে এই সমাজতান্ত্রিক প্রভাব সর্বত্র প্রসার লাভ করিয়াছিল। জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের ধারণা কার্যকরী করিবার চেষ্টা এই বিপ্লব হইতেই শুরু হয়। ইওরোপের রাজনৈতিক বিবর্তনের ইতিহাসে ইহার গুরুত্ব নেহাত কম ছিল না। ষষ্ঠত, এই বিপ্লবের ফলে জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরীর কৃষকগণ ভূমিদাসত্ব (serfdom) হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। স্বৈরাচারী শাসন পুনঃস্থাপিত হওয়ার পরও কৃষকদের এই স্বাধীনতা

(৪) প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার

(৫) সমাজতান্ত্রিক শাসনের সর্বপ্রথম চেষ্টা

বিনষ্ট হয় নাই। সুতরাং, অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার যুগ্মশক্তির তৎপরতায় ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লব দমন করা সম্ভব হইয়াছিল বটে, তথাপি জার্মানির রাজগণের অনেকেই বহুক পরিমাণে শাসনতান্ত্রিক উদারতা দেখাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই বিপ্লবের ফলে রাজগণের ক্ষমতা ভগবানপ্রদত্ত, এই ধারণা জার্মানির জনসাধারণের মন হইতে দূরীভূত হইয়াছিল।

(৬) কৃষকদের ভূমি-দাসত্বের অবসান

(৭) আংশিক সাফল্য

ফেব্রুয়ারি বিপ্লব-প্রসূত আন্দোলনের বিফলতার কারণ (Causes of the failure of the Revolutionary Movements following the February Revolution): ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে যে বিপ্লব দেখা দিয়াছিল উহার সূত্র ধরিয়া ইওরোপে অন্ততঃ পনরটি ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিপ্লবাত্মক আন্দোলন শুরু হইয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই বিপ্লব সর্বত্রই বিফল হইয়াছিল। ব্যাপকতা ও গুরুত্বের দিক্ দিয়া বিচার করিলে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লবের সহিত তুলনীয়। কিন্তু উদ্দেশ্য ও আদর্শের দিক্ দিয়া ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ফরাসী বিপ্লব-প্রসূত গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ এবং প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপনে সচেষ্ট হইয়াছিল। এইজন্য ইহাকে ফরাসী বিপ্লবের পরিপূরক বলা উচিত হইবে। কিন্তু এই বিপ্লব ইওরোপীয় জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতে সমর্থ হইল না। এই বিফলতার নানাবিধ কারণ ছিল।

বিফলতার বিভিন্ন কারণ:

প্রথমত, ইওরোপের বিভিন্ন অংশের বিপ্লবিগণের উদার জাতীয়তাবাদী আদর্শে মোটামুটি ঐক্য থাকিলেও তাহাদের এই উদ্দেশ্যের মধ্যেও পার্থক্য ছিল। ইহা ভিন্ন তাহাদের বিপ্লবী ধারা, কার্যকলাপ প্রভৃতির কোন একতা, ঐক্যমূলক সংগঠন বা যোগাযোগ ছিল না।*

আদর্শ, কার্যকলাপ প্রভৃতির অনৈক্য

দ্বিতীয়ত, ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, প্রায়

* "....they were deeply divided as to the most desirable procedures, methods, and aims of liberal nationalism. That was one reason why they failed." David Thomson, *Europe Since Napoleon*, p. 203.

সর্বত্রই ইহা শহরাঞ্চলকে কেন্দ্র করিয়া শুরু হইয়াছিল। প্যারিস, ব্রুসেলস্, রোম, বার্লিন, ভিয়েনা, বুদাপেস্ত, লণ্ডন, বার্মিংহাম এই সকল শহর ছিল বিপ্লবাত্মক আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল। শহরাঞ্চলে স্বভাবতই বিপ্লবের নেতৃত্ব ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ছাত্র-সমাজ, কবি, সাংবাদিক প্রভৃতির হস্তে। রাজনৈতিক বিপ্লবের প্রস্তুতির জন্য এই ধরণের বুদ্ধিজীবী নেতৃবর্গের গুরুত্বপূর্ণ অবদান স্বীকার করিলেও তাঁহাদের নেতৃত্ব কার্যকরীভাবে বিপ্লবকে সাফল্যের পথে লইয়া যাইতে সমর্থ ছিল না। ইহাই ছিল এই ধরণের নেতৃত্বের প্রধান ত্রুটি।*

শহরাঞ্চলে বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্বের দুর্বলতা

তৃতীয়ত, জমির মালিকরাও উদারনৈতিক বিপ্লবের বিরোধী ছিল। এমন কি, যে সকল দেশে পূর্বেকার বিপ্লবের ফলে অভিজাত সম্প্রদায় হইতে কৃষকদের হাতে জমি হস্তান্তরিত হইয়াছিল সেই সকল দেশের কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিপ্লব-বিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি হইয়াছিল। অথচ বিপ্লবের নেতৃত্ব শহরবাসীর হস্তে থাকিলেও এবং শহরাঞ্চলে বিপ্লব প্রথমে শুরু হইলেও বিপ্লবের সাফল্য কৃষক সম্প্রদায়ের সাহায্য ও সমর্থনের উপর নির্ভরশীল ছিল। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের প্রভাবে প্রভাবিত বিপ্লবাত্মক আন্দোলন ভূস্বামিগণ ও কৃষক সম্প্রদায়ের সমর্থন লাভ করা দূরে থাকুক, তাহাদের মধ্যে বিপ্লব-বিরোধী ভাব পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পাইয়াছিল।†

ভূস্বামী ও কৃষক সম্প্রদায়ের বিপ্লব-বিরোধিতা

চতুর্থত, প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিবর্গ জনসাধারণের প্রতিনিধি-সভা পার্লামেণ্ট-এর সাহায্যে শাসন-পরিচালনার বিরোধী ছিল। কিন্তু উগ্র গণতান্ত্রিকগণ রুশোর জনসাধারণের সার্বভৌমত্বের মতবাদ আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলনের সাফল্য ও ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লবের জেকোবিন (Jacobin) সম্প্রদায়ের উগ্র বামপন্থী প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া প্রাপ্তবয়স্কমাত্রেই ভোটাধিকার, এমন কি, রাজতন্ত্রের অবসান ও প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা চাহিয়াছিল। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের উদারনৈতিক ধারা এই দুই পক্ষের

প্রতিক্রিয়া ও উগ্র গণতন্ত্রের বিপ্লব-বিরোধিতা

---

* "It is their (intellectuals) leadership that gave the revolutions their fragility and biterness, if also their brilliance and heroism." *Ibid*, pp. 206-210.

† *Ibid*, p 207, also vide Hayes: *Political & Cultural History of Modern Europe*, Vol. III, pp. 101-102.

কাহারও মনঃপূত ছিল না। পঞ্চমত, শহরাঞ্চলে শিল্পশ্রমিকদের মধ্যে সমাজতন্ত্রবাদ কতক পরিমাণে প্রসারলাভ করিয়াছিল। তাহারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিকতার সহিত অর্থনৈতিক গণতান্ত্রিকতার (Economic Liberalism or Socialism) সংমিশ্রণ দাবি করিয়াছিল।*

সমাজতন্ত্রের প্রভাবে প্রভাবিত শিল্প-শ্রমিকের দাবি

ষষ্ঠত, ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টাণ্ট ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীতে 'ধর্ম' ও 'উদারতা' এই দুইয়ের সমর্থন পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু উহার পাশাপাশি ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টাণ্ট উভয় সম্প্রদায়ের একাংশ রাজনীতিক্ষেত্রে উদারতার বিরোধী ছিল। এমন কি, এই উদারতাকে তাহারা 'খ্রীস্টধর্ম বিরোধী' (Un-Christian) বলিয়া অভিহিত করিতেও দ্বিধাবোধ করিত না। পোপ ষোড়শ গ্রেগরী (Pope Gregory XVI, 1830-46) রাজনীতিক্ষেত্রে উদারতার বিরুদ্ধে একাধিক আদেশপত্র (Encylicals) জারি করিয়াছিলেন।†

ধর্ম সম্প্রদায়ের বিরোধিতা

সপ্তমত, ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি বিপ্লব-প্রসূত বিপ্লবাত্মক আন্দোলনের সমর্থক উদারনীতিবিলাসী ব্যক্তিমাত্রেই জাতীয়তার ভিত্তিতে রাষ্ট্রগঠনের জন্য আগ্রহান্বিত ছিল। উদারনীতির চরম ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহারা স্বভাবতই ইওরোপীয় জাতিবর্গের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার (Right of self-determination) স্থাপনে বদ্ধপরিকর ছিলেন। প্রত্যেক জাতি নিজ নিজ রাষ্ট্রগঠন করিয়া এবং উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থা স্থাপন করিয়া অর্থনৈতিক উন্নতি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি সাধন করুক ইহাই তাঁহারা চাহিতেন। এই সকল স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্রের মধ্যে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এক উন্নত ধরণের জীবনযাত্রা ও সমৃদ্ধ জাতীয় জীবনের প্রতিষ্ঠা হউক ইহাই ছিল তাঁহাদের আদর্শ। কিন্তু ইওরোপের রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় তখনও আমলা ও সামরিক কর্মচারিবর্গের প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল অধিক। গণতন্ত্র-ভিত্তিক জাতীয়-রাষ্ট্র বলিতে যাহা বুঝায় সেই ধরণের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা স্থাপনে তাঁহারা স্বভাবতই সম্মত ছিলেন না। তাঁহারা

উদারপন্থীদের নেতৃত্বের ত্রুটি—সংগঠন-শক্তির অভাব: আমলা ও সামরিক কর্মচারিবর্গের প্রচলিত ব্যবস্থা বজায় রাখিবার আগ্রহ

* David Thomson, pp. 207-208; Hayes, Vol. III, p. 103.
† "To some Christians 'liberal state' was not a 'Christian state'." Hayes, Vol. III, p. 102.

ছিলেন প্রচলিত রাষ্ট্র-ব্যবস্থা (Status Quo) বজায় রাখিবার পক্ষপাতী; এমতাবস্থায় বিভিন্ন জাতি ও উপজাতি-অধ্যুষিত রাষ্ট্রগুলিকে উদার নৈতিক জাতীয়-রাষ্ট্রে পরিণত করিতে হইলে প্রয়োজন ছিল অক্লান্ত ও অবিচ্ছিন্ন বিপ্লব; এজন্য প্রয়োজন ছিল প্রত্যেক জাতির লোকের মধ্যে এক সুদৃঢ় ঐক্যবদ্ধতা এবং ক্রমাগত বিপ্লব তথা যুদ্ধ চালাইয়া যাইবার শক্তি ও আগ্রহ। কিন্তু উদারনীতিতে বিশ্বাসী ব্যক্তিবর্গ ছিলেন মূলতঃ শক্তিকামী। এমতাবস্থায় উদারপন্থিগণ গণতান্ত্রিক জাতীয়-রাষ্ট্র গঠনের প্রেরণা যোগাইতে সমর্থ হইলেও এই আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার শক্তি বা সংগঠন গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই। ফলে, তাঁহারাই উদারনীতির বিফলতার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।* সর্বশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন, যে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের উদারনৈতিক ও জাতীয়তাবাদী বিপ্লবের পশ্চাতে রাজগণের সমর্থন ছিল না। হাঙ্গেরীর বিপ্লব দমনে রাশিয়ার জার নিকোলাস এক বিশাল সেনাবাহিনী দিয়া অস্ট্রিয়াকে সাহায্য করিয়াছিলেন। ইহাও ছিল এই আন্দোলনের অসাফল্যের অন্যতম কারণ। পরবর্তী কালে জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব যখন রাজগণ গ্রহণ করিলেন তখন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সহজেই সাফল্য অর্জন করিতে সমর্থ হইল। ইতালি, জার্মানি প্রভৃতি দেশের জাতীয় আন্দোলন ইহার উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহা ভিন্ন, একথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগ হইতেই বোহেমিয়া, ইতালি, অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া প্রভৃতি দেশে এক বিপ্লব-বিরোধী আন্দোলন শুরু হইয়াছিল।†

রাজগণের সমর্থনের অভাব

উপরি-উক্ত বিভিন্ন কারণে ফেব্রুয়ারি বিপ্লব-প্রসূত উদারনৈতিক আন্দোলন সাফল্যলাভে সমর্থ হয় নাই।

ফেব্রুয়ারি বিপ্লব-প্রসূত আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যের সমতা (Common elements in the Revolutionary Move-

* "....liberals themselves helped to create a situation which tended to modify if not to destroy liberalism." Hayes, Vol. III, p. 104.
† Vide Hayes, Vol. III, pp. 91-96.

ments following the February Revolution) : ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ফ্রান্সে বিপ্লব ঘটিলে উহার সূত্র ধরিয়া ইওরোপের বিভিন্ন অংশে জাতীয়তাবাদী বিপ্লব ও বিদ্রোহ দেখা দেয়। স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে এই সকল আন্দোলনের পৃথক্ পৃথক্ বৈশিষ্ট্য থাকিবে ইহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই। কিন্তু এই সকল বিপ্লবাত্মক আন্দোলনের ধারা মোটামুটি একই। ইহা ভিন্ন এই সকল আন্দোলন ছিল একই সামগ্রিক ধারার বিভিন্ন প্রকাশ-স্বরূপ। এদিক দিয়া বিচার করিলে এগুলি ছিল পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক।* তাই এই সকল বিপ্লবাত্মক আন্দোলনের পরস্পরের মধ্যে নিম্নলিখিত ঐক্যগুলি পরিলক্ষিত হয়।

একই বিপ্লবাত্মক ধারার বিভিন্ন প্রকাশ

প্রথমত, এই বিপ্লব সর্বত্রই ভিয়েনা চুক্তির প্রতিবাদে সংঘটিত হইয়াছিল। ভিয়েনা চুক্তিকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করাই ছিল এই সকল বিপ্লবাত্মক আন্দোলনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। ফ্রান্সে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ছিল ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের পরিপূরক। জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ ফরাসী জনসাধারণ রাজতন্ত্রের সহিত সকল প্রকার আপস-মীমাংসার মনোবৃত্তি ত্যাগ করিয়া প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা চাহিয়াছিল। জার্মানি ও ইতালিতেও ভিয়েনা চুক্তি অনুসারে স্থাপিত অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য ও রাজনৈতিক অধিকারের বিরুদ্ধে বিপ্লব দেখা দিয়াছিল। ভিয়েনা চুক্তিদ্বারা বিচ্ছিন্নীকৃত জার্মানি ও ইতালির রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় ঐক্য সাধনও এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল। অস্ট্রিয়ার অভ্যন্তরে—যেমন হাঙ্গেরীতে ম্যাগিয়ার ও স্লাভগণ জাতীয় স্বাধীনতা ও ঐক্যের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া আন্দোলন শুরু করিয়াছিল। অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যের বিভিন্নাংশে স্বৈরাচার-বিরোধী, প্রতিক্রিয়া-বিরোধী ও অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য-বিরোধী আন্দোলন দেখা দিয়াছিল। এইভাবে ইওরোপের বিভিন্নাংশে বিপ্লবের স্বরূপ কতক পরিমাণে বিভিন্ন হইলেও,

ভিয়েনা চুক্তির বিরোধিতা—জাতীয়তা ও গণতান্ত্রিকতা

* "Although the revolutions of 1848 and their sequels in 1849, 1850 are so diversified, they are also of one piece; and their origins and aims, their course and their outcomes have certain common features...Yet there is no simple or unitary pattern, but rather several interwoven designs." David Thomson, pp. 202-3.

এগুলির মধ্যে ভিয়েনা চুক্তির বিরোধিতা এবং জাতীয়তা ও গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়।

দ্বিতীয়ত, এই সকল আন্দোলনের ইংগিত আসিয়াছিল প্রধানত ইতালি ও ফ্রান্স হইতে। প্যারিসে ফেব্রুয়ারি বিপ্লব শুরু হইবার পূর্বেই ইতালির প্যালের্মো (Palermo) ও অপরাপর ইতালীয় শহরে বিপ্লব দেখা দিল।

একই প্রকার অনুপ্রেরণা

কিন্তু ইতালি এ বিষয়ে অগ্রণী হইলেও বিপ্লবের প্রকৃত ইংগিত ও প্রেরণা আসিয়াছিল ফ্রান্সের ফেব্রুয়ারি বিপ্লব হইতে। ইওরোপের অপরাপর স্থানের বিপ্লবের অনুপ্রেরণার দিক্ হইতে বিচার করিলেও বলা যাইতে পারে যে, ফ্রেব্রুয়ারি বিপ্লব-প্রসূত ইওরোপীয় বিপ্লবাত্মক আন্দোলন ইতালি এবং বিশেষভাবে ফ্রান্স কর্তৃক প্রভাবিত হইয়াছিল।

তৃতীয়ত, এই সকল বিপ্লবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, এগুলি মধ্য-ইওরোপেই সীমাবদ্ধ ছিল। পূর্ব-ইওরোপে—যেমন পোল্যাণ্ড ও রাশিয়ায়,

মধ্য-ইওরোপীয় ঘটনা

এমন কি, বেলজিয়াম বা ইংলণ্ডেও এই বিপ্লবের কোন কার্যকরী প্রভাব পরিলক্ষিত হয় নাই। সুতরাং এই সকল বিপ্লবকে মধ্য-ইওরোপীয় ঘটনা হিসাবেই বিবেচনা করিতে হইবে।

চতুর্থত, এই সকল বিপ্লবের নূতন রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা ও আদর্শের

রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাবের সমতা

প্রভাব ভিন্ন উদারনৈতিক গোপন সমিতিগুলির প্রচারকার্য, কৃষি-আশ্রয়ী দেশগুলির জনসংখ্যাধিক্য এবং শিল্প, বাণিজ্য ও পরিবহণ ব্যবস্থায় উন্নতির প্রত্যক্ষ প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়। এই সকল রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব সর্বত্রই সমানভাবে বিপ্লবাত্মক আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিল।

পঞ্চমত, এই সকল বিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, কবি, অধ্যাপক, ছাত্রসমাজ, সাংবাদিক প্রভৃতি বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। বিপ্লবের কেন্দ্র ছিল

শহর ও নগর-কেন্দ্রিক এবং বুদ্ধিজীবী নেতৃত্বে পরিচালিত বিপ্লব

নগর ও শহরাঞ্চল। কৃষক সম্প্রদায় বা ভূস্বামিগণ এই বিপ্লবের সমর্থন করা দূরের কথা, বিপ্লবের বিরোধিতা করিতেও দ্বিধাবোধ করে নাই। আর বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের নেতৃত্বের প্রধান ত্রুটি ছিল এই যে, উহা বিপ্লবের প্রেরণা

যোগাইতে সক্ষম হইলেও বিপ্লবকে সাফল্যের পথে আগাইয়া লইয়া যাইতে পারে নাই। এই সকল কারণেই ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লব ও উহার প্রভাবে প্রভাবিত বিপ্লবাত্মক আন্দোলন সাফল্যলাভ করিতে পারে নাই। এই বৈশিষ্ট্যও ইওরোপের নানা অংশের বিপ্লবে সমভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

ষষ্ঠত, ফেব্রুয়ারি বিপ্লব-প্রসূত বিপ্লবাত্মক আন্দোলনসমূহের বিফলতার কারণ আলোচনা করিলেও এই সকল বিপ্লবের বৈশিষ্ট্যের ঐক্য বুঝিতে পারা যায়। জাতীয়তাবাদী আশা-আকাঙ্ক্ষা-প্রণোদিত বিপ্লব বিভিন্ন জাতির লোক-অধ্যুষিত দেশে—যেমন অস্ট্রিয়ায়—যে জাতীয় ঐক্যের স্পৃহার সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা পরিতৃপ্ত হওয়া একপ্রকার অসম্ভব ছিল। কারণ, যে সুদৃঢ় সংঘবদ্ধতা থাকিলে জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় ঐক্য স্থাপন সম্ভব সেই পরিমাণ দৃঢ়তা, সংঘবদ্ধতা বা শক্তি অস্ট্রিয়ার অধীন বিভিন্ন জাতি এমন কি রাজনৈতিকক্ষেত্রে বিভক্ত জার্মান জাতি বা ইতালীয়দের মধ্যেও তখন ছিল না। সুতরাং জাতীয়তাবাদী উচ্চাকাঙ্ক্ষাই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাফল্যের পথ রুদ্ধ করিয়াছিল।*

জাতীয়তাবাদী আকাঙ্ক্ষা—জাতীয়তাবাদী বিপ্লবের অসাফল্যের কারণ

সর্বশেষে, এই সকল বিপ্লবের অসাফল্যের অপরাপর কারণ, যথা—ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্টদের একাংশের উদারনীতির বিরোধিতা, শিল্প-শ্রমিকের অর্থনৈতিক গণতান্ত্রিকতার (Economic liberalism or Socialism) দাবি, বিপ্লবীদের মধ্যে যোগাযোগ ও সংগঠনের অভাব প্রভৃতিতেও এগুলি যে মোটামুটি সমধর্মী ছিল তাহা উপলব্ধি করা যায়। এই বিপ্লবাত্মক আন্দোলন সর্বত্রই শহরকে কেন্দ্র করিয়া শুরু হইয়াছিল। বিপ্লবী জনতাকে সর্বত্রই একই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর চলাচলের পথ রোধ করিবার জন্য এবং শহরের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে সম্পূর্ণভাবে অচল করিবার উদ্দেশ্যে রাস্তার স্থানে স্থানে অবরোধের সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন

অপরাপর ক্ষেত্রে ঐক্য

* "The dreams of fraternal rose water revolution cherished by western nationalists like Lamartine and Mazzini were rudely dispelled". David Thomson, p. 208.
Also *Ibid*, pp. 202-208, Hayes: *Political and Cultural History of Modern Europe*, Vol. III, pp. 103-105.

১৮৪৬ ও ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ইওরোপে যে অজন্মা হইয়াছিল তাহার ফলে বিশেষ-ভাবে শহরাঞ্চলে যে দুর্দশার সৃষ্টি হইয়াছিল উহা শহরাঞ্চলের জনসাধারণকে সর্বত্র বিপ্লবাত্মক কার্যে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। এই সকল দিক্ দিয়া ইওরোপের বিপ্লবাত্মক আন্দোলনসমূহের মধ্যে যথেষ্ট সমতা বিদ্যমান ছিল একথা অনস্বীকার্য।

বেলজিয়ামের স্বাধীনতা অর্জন (Independence of Belgium): জুলাই বিপ্লবের (১৮৩০) ফলস্বরূপ বেলজিয়ামে এক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সৃষ্টি হইল। বেলজিয়ামবাসীরা হল্যাণ্ড হইতে পৃথক্ হইবার দাবি হল্যাণ্ডরাজের নিকট জানাইল। তাহারা হল্যাণ্ড রাজপরিবারের অধীনে থাকিতে রাজী ছিল বটে, কিন্তু শাসন-ব্যাপারে হল্যাণ্ড হইতে সম্পূর্ণভাবে পৃথক্ হইতে চাহিল। হল্যাণ্ডরাজ এই দাবি অগ্রাহ্য করিয়া বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলস অধিকার করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিলেন। তিনদিন ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া হল্যাণ্ডবাসীরা এই সেনাদলকে ব্রাসেল্স হইতে বহিষ্কৃত করিতে সমর্থ হইল। সঙ্গে সঙ্গে এক জাতীয় সভা অহ্বান করা হইল। এই সভা বেলজিয়ামকে হল্যাণ্ড হইতে সম্পূর্ণ-ভাবে পৃথক্ ও স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিল। হল্যাণ্ড-রাজ ইওরোপীয় কন্সার্টের সাহায্য চাহিলেন। কিন্তু ঐ সময়ে পোল্যাণ্ডে বিপ্লব দেখা দিলে রাশিয়া, প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া অধিকৃত পোলগণ সেই বিপ্লবের সমর্থন করায় অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া বেলজিয়াম-সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হইতে পারিল না। কেবলমাত্র ফ্রান্স ও ইংলণ্ড এই সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হইল। ফরাসী জাতির উদ্দেশ্য ছিল বেলজিয়াম দখল করা। বেলজিয়ামবাসীরাও ফরাসী-রাজের বা তাঁহার প্রতিনিধির অধীনে থাকিতে রাজী ছিল। এমন কি, তাহারা ফরাসীরাজ লুই ফিলিপের পুত্রকে (Duc de Nemours) বেলজি-য়ামের রাজা নির্বাচন করিয়াছিল (১৮৩১)। কিন্তু ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী পামারস্টোনের বিরোধিতায় শেষ পর্যন্ত সেক্সিকোবার্গের লিওপোল্ডকে বেলজিয়ামবাসী তাহাদের নিয়মতান্ত্রিক রাজা হিসাবে গ্রহণ করে। পামারস্টোনের উদারতায় ফলে বেলজিয়ামবাসী

জুলাই বিপ্লবের প্রভাব: স্বাধীনতা দাবি

হল্যাণ্ডরাজের দমন-নীতি

ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের হস্তক্ষেপ

লিওপোল্ডকে রাজা হিসাবে গ্রহণ

স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল এবং তাঁহার কূটকৌশলের ফলে ফরাসীরাজ লুই ফিলিপের পুত্রের স্থলে লিওপোল্ড বেলজিয়ামের সিংহাসন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। লিওপোল্ড ছিলেন ইংলণ্ডের রাজকন্যা (তৃতীয় জর্জের পৌত্রী) শার্লটির স্বামী এবং ভিক্টোরিয়ার খুল্লতাত। অবশ্য হল্যাণ্ড বেলজিয়ামের সহিত যুক্ত থাকা হেতু সরকারী ঋণের একাংশের ভার বেলজিয়ামকে গ্রহণ করিতে হইল। উপরন্তু লাক্সেমবার্গের একাংশও হল্যাণ্ডকে ফিরাইয়া দিতে হইল। এইভাবে বেলজিয়াম-সমস্যার সমাধান করা হইল। ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দের ১৯শে এপ্রিল ইওরোপীয় কন্সার্ট এক চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করিয়া বেলজিয়ামের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইল।

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে বেলজিয়ামের স্বাধীনতা ইওরোপীয় কনসার্ট কর্তৃক স্বীকৃত

ইহাই ছিল ভিয়েনা চুক্তির অকার্যকারিতার প্রথম ও প্রধান দৃষ্টান্ত। ইওরোপীয় কন্সার্টের পতনেরও ইহাই ছিল প্রথম পদক্ষেপ। পামারস্টোনের চেষ্টায় লিওপোল্ডের সিংহাসন লাভে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের জয় হইয়াছিল। ঐ সময় হইতে বেলজিয়ামবাসী তাহাদের জাতীয় জীবন দেশপ্রেম, সাহিত্য, শিল্প, সব কিছুর উন্নতি সাধন করিয়া গড়িয়া তোলে।

ভিয়েনা চুক্তি-ভঙ্গের এবং ইওরোপীয় কন্সার্টের পতনের প্রথম পদক্ষেপ

মেটারনিক্ : 'মেটারনিক্-পদ্ধতি' ও অস্ট্রিয়া (Metternich : 'Metternich System' & Austria) : ইওরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলি অপেক্ষা অস্ট্রিয়ার আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রীয় সমস্যা ছিল বহুগুণে জটিল। পূর্ব ও পশ্চিম ইওরোপের মধ্যস্থলে অবস্থিত থাকায় অস্ট্রিয়ার সমস্যার জটিলতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তদুপরি অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্য ছিল অসংহত, অস্ট্রিয়ার জনসাধারণ ছিল জার্মান, ম্যাগিয়ার, চেক, স্লোভাক, পোল, রুথেন্, ক্রোট, সার্বিয়ান প্রভৃতি বারোটি বিভিন্ন জাতির অপূর্ব সংমিশ্রণ। স্বভাবতই অস্ট্রিয়ার রাজনৈতিক সমস্যা ছিল যেমন জটিল তেমনি বিপদ-সংকুল।

অস্ট্রিয়ার আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রীয় সমস্যার জটিলতা

ফরাসী বিপ্লব-প্রসূত জাতীয়তাবোধ ইতালি ও জার্মানিতে এক গভীর জাতীয় ঐক্যের আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করিয়াছিল, কিন্তু অস্ট্রিয়াতে সেই প্রভাবের

জাতীয়তাবাদের প্রভাবে মিশ্রিত জনসমাজের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টির আশঙ্কা

ফল হইয়াছিল বিপরীত। বহু জাতির লোক লইয়া গঠিত জনসমাজের উপর জাতীয়তাবাদের প্রভাব স্বভাবতই অস্ট্রিয়া-সাম্রাজ্যকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিবে—এই আশংকা অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স্ মেটারনিকের নীতিকে বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল।

মেটারনিক্ ১৮০৮ হইতে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর অস্ট্রিয়ার আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র-নীতি পরিচালনা করিয়াছিলেন।

মেটারনিক্ অস্ট্রিয়ার ভাগ্যনিয়ন্তা: 'নেপোলিয়ন-বিজেতা' মেটারনিক্

নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ইওরোপীয় মিত্রশক্তির যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে মেটারনিক্ তাঁহার কূটকৌশল ও দূরদৃষ্টির দ্বারা অস্ট্রিয়ার পররাষ্ট্র নীতিকে অত্যন্ত শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নেপোলিয়নের পরাজয়ে তাঁহার দান নেহাৎ কম ছিল না। তিনি এইজন্য নিজেকে 'নেপোলিয়ন-বিজেতা' বলিয়া সগর্বে ঘোষণা করিতেন। ভিয়েনা সম্মেলনের তিনিই ছিলেন নিয়ামক। তাঁহার কূটকৌশল ও অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ভিয়েনা সম্মেলনে তাঁহাকে এক অপ্রতিহত ক্ষমতা দান করিয়াছিল।

মেটারনিক্ ছিলেন মার্জিতরুচিসম্পন্ন, প্রিয়দর্শন, সুচতুর ব্যক্তি। তাঁহার কূটনৈতিক জ্ঞান ছিল অপরিসীম। নিজ চরিত্রের দোষ-ত্রুটি ভিন্ন অপর সকল ব্যক্তি ও বিষয়ের দোষ-ত্রুটি তাঁহার দৃষ্টি এড়াইত না। লোক-চরিত্র উপলব্ধি করিবার অন্তর্দৃষ্টি তাঁহার ছিল অত্যন্ত প্রখর। তাঁহার ব্যবহারিক ভদ্রতা, সামাজিকতা তাঁহার চরিত্রকে আরও সুমধুর করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার ব্যক্তিত্বের এক অসাধারণ আকর্ষণী শক্তি ছিল। তাঁহার বহুমুখী প্রতিভা, তাঁহার সূক্ষ্ম কূটনৈতিক জ্ঞান, জটিল প্রশ্ন সমাধানের অসামান্য ক্ষমতা তাঁহাকে ভিয়েনা সম্মেলনের নেতৃত্ব গ্রহণে সাহায্য করিয়াছিল। অবশ্য সমসাময়িক রাজনীতিকদের দৃষ্টিতে মেটারনিক্ ছিলেন নিছক চক্রান্তকারী ও সুবিধাবাদী। জার আলেকজাণ্ডার তাঁহাকে স্পষ্ট ভাষায় 'মিথ্যাবাদী' বলিয়াছেন। উদারপন্থীরা তাঁহাকে প্রতিক্রিয়াশীল, সংকীর্ণমনা, প্রকৃত রাজনৈতিক জ্ঞানহীন কুচক্রী বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহাদের দৃষ্টিতে মেটারনিক্ ছিলেন জনগণের শত্রুস্বরূপ।

মেটারনিকের চরিত্র

মেটারনিক্ ছিলেন অস্ট্রিয়ার মন্ত্রী, স্বভাবতই অস্ট্রিয়ার স্বার্থরক্ষা করাই ছিল তাঁহার আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র-নীতির মূল উদ্দেশ্য। তিনি যখন অস্ট্রিয়ার মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন তখন অস্ট্রিয়ার হ্যাবস্‌বার্গ (Habsburg) রাজতন্ত্রের সম্মুখে দুইটি প্রধান সমস্যা ছিল : (১) জার্মানির উপর প্রাধান্য বজায় রাখা এবং এইজন্য প্রাশিয়ার প্রতিযোগিতা প্রতিরোধ করা ; (২) বিচ্ছিন্ন এবং অসংহত অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যকে সুসংবদ্ধ করা। মেটারনিকের অস্ট্রিয়া রাষ্ট্র পরিচালনার ভার গ্রহণকালে আভ্যন্তরীণ এবং পররাষ্ট্রীয় উভয় দিক্ দিয়াই অস্ট্রিয়ার পতনোন্মুখতা দেখা দিয়াছিল। অস্ট্রিয়াব শাসনব্যবস্থা ছিল প্রগতিহীন, অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল শোচনীয়।

মেটারনিকের সমস্যা : (১) জার্মানির উপর অস্ট্রিয়ার প্রাধান্যরক্ষা (২) অস্ট্রিয়ার বিক্ষিপ্ত সাম্রাজ্যকে সুসংবদ্ধ করা

সংরক্ষণনীতি অনুসরণ করিতে গিয়া উচ্চহারে শুল্ক স্থাপনের ফলে বৈদেশিক বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। সামন্ত-প্রথাজনিত ত্রুটির ফলে কৃষকদের দুরবস্থার সীমা ছিল না, কৃষি স্বভাবতই দিন দিন অবনতির দিকে যাইতেছিল। দৈনন্দিন ব্যবহারের সামগ্রীর মূল্যও বৃদ্ধি পাইতেছিল, সমগ্র দেশে এক গভীর বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছিল। তাই তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন : "আমি বড় অদ্ভুত সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছি ; এক যুগ আগে বা পরে আমার জন্মগ্রহণ করা উচিত ছিল। এক যুগ আগে আসিলে আমি জীবন উপভোগের সুযোগ পাইতাম, এক যুগ পরে আসিলে নূতন যুগ গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিতে পারিতাম, কিন্তু এখন আমার সমগ্র জীবনই এক পতনোন্মুখ রাষ্ট্রব্যবস্থাকে কোনক্রমে বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টায় ব্যয়িত হইতেছে।" এই উক্তি হইতে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়াই তিনি তাঁহার নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন—ব্যক্তিগত আদর্শের দ্বারা নহে। সুতরাং আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তাঁহার একমাত্র নীতি ছিল বর্তমানে যাহা আছে তাহাই রক্ষা করিয়া চলা। অস্ট্রিয়ার পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির চাপেই মেটারনিক সর্বপ্রকার প্রগতিপন্থী প্রভাব হইতে ইওরোপ তথা অস্ট্রিয়াকে মুক্ত রাখিতে চাহিয়াছিলেন। ঐ কারণেই তিনি তাঁহার সমগ্র শক্তি বিপ্লবী প্রভাবকে দমন করিতে নিয়োগ

মেটারনিকের আমলে পরিস্থিতির গুরুত্ব

অস্ট্রিয়ার স্বার্থরক্ষায় মেটারনিকের আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র-নীতি নিয়ন্ত্রিত

প্রগতিপন্থী প্রভাব হইতে অস্ট্রিয়াকে মুক্ত রাখা

করিয়াছিলেন। গণতন্ত্র বা জাতীয়তাবাদের প্রভাব অস্ট্রিয়ায় বিস্তৃত হইলে বিভিন্ন জাতির লোক লইয়া গঠিত অস্ট্রিয়ার অধিবাসীদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য আরও বৃদ্ধি পাইবে এবং অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যের কাঠামো বিপর্যস্ত হইবে, ইহাই ছিল তাঁহার আশংকা।

চিরাচরিত শাসন-ব্যবস্থা অপরিবর্তিত রাখা : গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের প্রভাব দমন,—'মেটারনিক-পদ্ধতি' (Metternich System)

আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা অপরিবর্তিত রাখিয়া জার্মানি এবং ইওরোপের অন্যান্য দেশের উদারপন্থী পরিবর্তন মানিয়া লওয়া অবাস্তব হইবে বিবেচনা করিয়া মেটাবনিক সমগ্র ইওরোপে বিপ্লবী প্রভাবকে দমন করিতে চাহিয়াছিলেন। এই কারণেই তিনি প্রয়োজন হইলে সামরিক শক্তির সাহায্যে বিপ্লবের পূর্বতন অবস্থা পুনঃস্থাপন করিতে চেষ্টিত ছিলেন। মেটারনিক্ কর্তৃক গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি উদারনৈতিক প্রভাব দমনেব নীতিই 'মেটারনিক্-পদ্ধতি' (Metternich System) নামে পরিচিত। ১৮১৫ হইতে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই পদ্ধতি ইওবোপে আন্তর্জাতিক পুলিসের কাজ করিয়াছিল। মেটারনিকের হস্তে ইওরোপীয় কন্সার্ট্ এক প্রতিক্রিয়ার যন্ত্রস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল।

রাশিয়ার রাজ্য-বিস্তারে বাধাদান

মেটারনিক্ রাশিয়ার রাজ্যবিস্তৃতির বিরোধী ছিলেন। কারণ, রাশিয়ার রাজ্যবিস্তৃতি ছিল অস্ট্রিয়ার নিরাপত্তার পরিপন্থী। অস্ট্রিয়ার স্বার্থের দিক দিয়া বিচার করিলে মেটারনিকের নীতির যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন করা চলে না।

আভ্যন্তরীণ-কার্যপন্থা

আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র উভয় ক্ষেত্রেই মেটারনিক্ উদারনীতির শত্রুতা সাধন করিয়া চলিয়াছিলেন। অস্ট্রিয়ার জাতীয় জীবন তখনও চিরাচরিত গতিপথ ধরিয়াই চলিতেছিল। উদারনৈতিক প্রভাবে সেই গতি যাহাতে বিভ্রান্ত না হইতে পারে সেইজন্য মেটারনিক্ আভ্যন্তরীণ কোন পরিবর্তন সাধন না করিয়া কেবলমাত্র স্বৈরাচারী ও প্রতিক্রিয়াশীল নীতি অবলম্বন করিয়া চলিয়াছিলেন।

পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে ১৮১৫ হইতে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মেটারনিক ইওরোপীয় কনসার্টকে নিজ ইচ্ছামত পরিচালনা করিয়া ইতালি, জার্মানি ও ইওরোপের

অন্যান্য স্থানের গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কণ্ঠরোধ করিয়াছিলেন। কার্লসবাড ডিক্রী (Carlsbad Decree) ও ট্রপো'র প্রোটোকোল (Protocol of Troppau) তাঁহার দমন-নীতির প্রকৃষ্ট প্রমাণস্বরূপ।

ইওরোপীয় কনসার্ট-এর কার্যকলাপ

মেটারনিকের আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র নীতির মধ্যে কোন দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় না। সংকীর্ণতা, ধ্বংসপ্রবণতা ও অদূরদর্শিতার পরিচয় তিনি প্রতি পদে পদে দিয়াছিলেন। সমসাময়িক ভাবধারার সহিত 'মেটারনিক্-পদ্ধতি' (Metternich System)-এর কোন সামঞ্জস্য ছিল না। তিনি যে যুগে বাস করিতেছিলেন সে-যুগের মানুষের মানসিক চেতনার যে দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটিতেছিল তাহা উপলব্ধি করিবার মত দূরদৃষ্টি তাঁহার ছিল না। তাঁহার পদ্ধতি বা 'সিস্টেম' (System)-এর মূল ত্রুটি ছিল এই যে, উহা গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী প্রভাব-প্রসূত সমস্যাগুলিকে শক্তিবলে দমন করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু সেগুলির উপযুক্ত সমাধানের চেষ্টা করে নাই।* উদার চিন্তাধারা-সম্বলিত বিদেশী পুস্তক অস্ট্রিয়ায় প্রবেশ করিতে না দিলেই অস্ট্রিয়াবাসী উদারনৈতিক প্রভাবমুক্ত থাকিবে এইরূপ অবাস্তব ধারণা তাঁহার ছিল। সুতরাং তিনি যখন দমন-নীতি দ্বারা অস্ট্রিয়া এবং ইওরোপের কৃত্রিম দৃষ্টিতে শান্তি বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তখন গণতন্ত্র ও জাতীয়তার প্রভাব অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার ন্যায় সমগ্র ইওরোপ তথা অস্ট্রিয়াকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতেছিল। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের সংগে সংগে এই চেতনার ব্যাপক প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়।

...ইর অভাব: সংকীর্ণ ধ্বংসপ্রবণ নীতি

মেটারনিক্ পদ্ধতির মূল ত্রুটি: উদারনীতি-প্রসূত সমস্যার সমাধান না করিয়া দমনের চেষ্টা

গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ ফল্গুধারার ন্যায় লোকচক্ষুর অন্তরালে প্রবাহিত

অস্ট্রিয়ার অভ্যন্তরে শাসনব্যবস্থাকে যুগধর্মের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া প্রগতিশীল না করায় এবং কৃষকদিগকে সামন্ত-প্রথা-জনিত অত্যাচার হইতে রক্ষা না করিয়া তিনি অস্ট্রিয়ার বিপ্লবের পথ উন্মুক্ত করিয়াছিলেন।

* "The fundamental weakness of Metternich's famous 'system' was that it only retarded, it could not avert the day of reckoning". Lipson, p. 128.

১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের প্রভাবে অস্ট্রিয়ার বিপ্লব দেখা দিলে মেটারনিক্ ও তাঁহার 'সিস্টেম'-এর সম্পূর্ণ পতন ঘটিল।

কৃষকদিগকে রক্ষা না করার কুফল

তথাপি নিরপেক্ষ বিচারে মেটারনিকের কার্য-নীতির আংশিক সাফল্যের কথা স্বীকার করিতে হয়। নেপোলিয়নের সহিত দীর্ঘকাল যুঝিয়া ইওরোপে শান্তি স্থাপিত হইলে উদারনৈতিক প্রভাববশত আবার কোন ব্যাপক অশান্তি দেখা দিলে ইওরোপের অপূরণীয় ক্ষতি হইত সন্দেহ নাই। মেটারনিক্ বা তাঁহার 'সিস্টেম' (System)-এর পক্ষে এইটুকু বলা উচিত যে, তিনি দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর ইওরোপে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি বজায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর নিরবচ্ছিন্ন শান্তি রক্ষা

অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী (Austria-Hungary): অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী ঊনবিংশ শতাব্দীতে পশ্চিম-ইওরোপ ও পূর্বাঞ্চলের মধ্যস্থলে এক অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক অবস্থানস্বরূপ ছিল। ইতালি, জার্মানি, পোল্যাণ্ড, বলকান অঞ্চল প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অস্ট্রিয়ার উপর সহজেই প্রভাব বিস্তার করিতে পারিত। ইহা ভিন্ন অস্ট্রিয়ার জনসাধারণ বারোটি ভিন্ন ভিন্ন জাতির লোক লইয়া গঠিত ছিল, যথা : জার্মান, ম্যাগিয়ার, স্লোভাক্, পোল, রুথেন্স্, ক্রোট্স্, ইতালিয়ান, রুমানিয়ান, চেক, স্লোভেনস্ প্রভৃতি। এইরূপ বিভিন্ন জাতির লোকদ্বারা অধ্যুষিত অস্ট্রিয়া- হাঙ্গেরী সাম্রাজ্য ফরাসী বিপ্লবের জাতীয়তাবাদী প্রভাবে স্বভাবতই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবার আশংকা ছিল। জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর জনগণকে এক মৌলিক ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ করিবার সুযোগ স্বভাবতই ছিল না। একজাতির লোক লইয়া গঠিত সেনাবাহিনী অন্য জাতির মধ্যে শৃংখলা বজায় রাখিবার জন্য প্রেরণ করিয়া কোন রকমে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর শাসনব্যবস্থাকে সংহত করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। অগ্রগতির পথ ত্যাগ করিয়া প্রাচীনপন্থী এবং রক্ষণশীল নীতির প্রয়োগের উপরই অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর রাজনৈতিক ঐক্য নির্ভরশীল ছিল। বিদেশী প্রভাব বিস্তারের ফলে অস্ট্রিয়ায় যাহাতে বিপ্লবী ধারা প্রবাহিত না হইতে পারে সেজন্য বিদেশী বিপ্লববাদের পুস্তকাদি পাঠ করা নিষিদ্ধ করিয়া

বিভিন্ন জাতির লোক-অধ্যুষিত অস্ট্রিয়া

দমন-নীতির উপর অস্ট্রিয়া নির্ভরশীল

দেওয়া হইয়াছিল। সমাজ-ব্যবস্থা ছিল সামন্ত-প্রথার অধীন। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল অত্যধিক দুর্বল ও দুর্দশাগ্রস্ত। ভিয়েনা কংগ্রেসে অস্ট্রিয়া যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল সেই সুবাদে অস্ট্রিয়া-হাংগেরীর সরকার নিজ দক্ষতা প্রমাণ করিতে ব্যস্ত ছিলেন। মেটারনিক তাঁহার অনুদার দমন-নীতির প্রয়োগ দ্বারা অন্তত জুলাই বিপ্লবের প্রভাব হইতে অস্ট্রিয়া-হাংগেরীকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, অস্ট্রিয়ার আভ্যন্তরীণ শৃংখলা বজায় রাখিতে গিয়া ইওরোপের সর্বত্র উদার-নীতি—গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদী ভাবধারার প্রকাশকে দমন করা তাঁহার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু দমন নীতি যতই কঠোরভাবে প্রযুক্ত হউক না কেন, উহার মধ্যেই উদারনীতির বীজ নিহিত থাকে। অস্ট্রিয়ার দমন-নীতি যতই কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হইতে লাগিল জনসাধারণের মধ্যে উহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার গোপন প্রস্তুতিও তেমনি অপ্রতিহত গতিতে চলিতে লাগিল। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে গ্যালিসিয়া অঞ্চলে বিদ্রোহ ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা কঠোর আঘাত আসিল ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি বিপ্লব হইতে। প্রথমেই অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা-নগরীতে বিপ্লব দেখা দিল। মেটারনিক্ ইংলণ্ডে পলাইয়া গিয়া প্রাণ বাঁচাইলেন। মিলান, ভেনিস, পাইডমণ্ট্-সার্ডিনিয়ার বিদ্রোহ ইতালিতে অস্ট্রিয়ার অধিকার প্রায় বিলুপ্ত করিতে চাহিয়াছিল। প্র্যাগ, বোহেমিয়া প্রভৃতি অঞ্চলেও বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু সর্বাধিক ভয়াবহ বিদ্রোহ দেখা দিল হাংগেরীতে। উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থা স্থাপনের উদ্দেশ্যে লুই কসুথ্ হাংগেরীর জাতীয়তাবাদী দলকে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে জাগাইয়া তুলিলেন। তিনি অস্ট্রিয়া হইতে হাংগেরীর স্বাতন্ত্র্য এবং ক্রোটস্, স্লোভেনস্, রুমানিয়ান প্রভৃতি জাতির লোককেও এই স্বাধীন হাংগেরীর অধীনে লইয়া যাইতে চাহিলেন। লুই কসুথ্ হাংগেরীর ম্যাগিয়ার জাতিকে স্বাধীন করিতে গিয়া ক্রোটস্, স্লোভেনস্ প্রভৃতি জাতিকে ম্যাগিয়ারদের অধীনে স্থাপন করিবার চেষ্টা করিলে হাংগেরীর বিরুদ্ধে এক আন্দোলন শুরু হইল। এইভাবে অস্ট্রিয়ার বিভিন্ন অংশে উদারনৈতিক আন্দোলন দেখা দেওয়া সত্ত্বেও এই আন্দোলনকারীদের

লোকচক্ষুর অন্তরালে জাতীয়তাবাদী উদারনৈতিক প্রস্তুতি

ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের প্রভাব

লুই কসুথ্

মধ্যে পরস্পর স্বার্থদ্বন্দ্ব এবং পরস্পর যোগাযোগের অভাব হেতু অস্ট্রিয়ার পক্ষে এই সকল বিদ্রোহ দমন করা সহজ হইল। একে একে বিদ্রোহিগণ পরাজিত হইয়া অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য স্বীকার করিয়া লইল। রুশ সামরিক সাহায্যেই হাঙ্গেরীর এই বিদ্রোহ দমন করা হইল। লুই কসুথ্ পরাজিত হইয়া দেশ হইতে পলায়ন করিলেন। পরবর্তী কয়েক বৎসর অস্ট্রিয়ায় আর কোন গোলযোগ দেখা দিল না।

বিদ্রোহ দমন

১৮১৫ হইতে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিপ্লবোত্তর যুগের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of the period from 1815—1848): ১৮১৫ হইতে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যে যুগ অতিবাহিত হইয়াছিল তাহা 'মেটারনিক্ যুগ' নামে পরিচিত। বস্তুত, ঐ যুগে মেটারনিক্ ছিলেন ইওরোপীয় রাজনীতির নিয়ামক। (১) দুইটি পরস্পর-বিরোধী ধারার সংঘর্ষ ঐ সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুই ধারার একটি ছিল প্রতিক্রিয়ার এবং অপরটি ছিল উদারনীতির। বিপ্লবী যুগের অবসানে নেপোলিয়নকে নির্বাসিত করা সম্ভব হইলেও উদারনৈতিক প্রভাব—গণতন্ত্র, জাতীয়তা, শাসনতান্ত্রিকতা, স্বাধীনতা ও সমতা—প্রভৃতিকে নির্বাসিত করা গেল না। অথচ ভিয়েনা সম্মেলনে স্থির হইল যে, এই সকল বিপ্লব-প্রসূত প্রভাবকে উপেক্ষা করিয়া বিপ্লবের পূর্বতন রাজনৈতিক অবস্থার পুনঃস্থাপন করা হইবে। এই কারণে সমবেত রাজনীতিকগণ প্রাক্ বিপ্লব যুগের স্বৈরতন্ত্রকে পুনরুজ্জীবিত করিতে সংকল্প করিলেন। স্বভাবতই এই দুই বিপরীতমুখী ধারার সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। (২) এই যুগ ইওরোপীয় জনগণের মধ্যে স্বাধীনতা, জাতীয় ঐক্য, গণতন্ত্র প্রভৃতি উদারনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করিয়াছিল। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার স্বপ্ন তাহারা দেখিতেছিল। প্রতিক্রিয়াশীল ইওরোপীয় কনসার্টের দমন-নীতির ফলে জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ফলবতী না হইলেও দিন দিনই বিপ্লবী প্রভাব তাহাদের মনে এক গভীর চেতনার সৃষ্টি করিতেছিল। যতদিন পর্যন্ত তাহারা তাহাদের দাবি আদায় করিতে না পারিল ততদিন পর্যন্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তাহারা সংগ্রাম চালাইয়া গেল। মোট সাফল্যের দিক হইতে বিচার

প্রতিক্রিয়া ও উদার নীতির সংঘর্ষ

স্বাধীনতা ও জাতীয় ঐক্য, গণতন্ত্র প্রভৃতি উদারনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা

মোট সাফল্য অকিঞ্চিৎকর

করিলে এই যুগে অবশ্য গণতন্ত্র ও জাতীয়তার ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু ঘটে নাই। আশা-আকাঙ্ক্ষার তুলনায় সাফল্যের পরিমাণ ছিল খুবই কম। এইজন্য কেটেল্‌বি (Ketelbey)'র মতে এই যুগ ছিল গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী 'আকাঙ্ক্ষার যুগ' (period of aspirations) সাফল্যের যুগ নহে।* এই যুগে: (ক) বেলজিয়াম হল্যাণ্ডের আধিপত্য হইতে মুক্ত হইয়াছিল। (খ) গ্রীস দেশ তুরস্কের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীন দেশ হিসাবে আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।† (গ) জার্মানির বিভিন্ন অংশে কতক পরিমাণ উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছিল; অন্ততঃ নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ইওরোপীয় স্বৈরাচারী শাসকগণ অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। (ঘ) ইহা ভিন্ন রাজার শক্তি ভগবান-প্রদত্ত এই কুসংস্কার হইতেও জনগণ নিজেদের সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করিয়াছিল।

(১) বেলজিয়ামের স্বাধীনতা
(২) গ্রীসের স্বাধীনতা
(৩) জার্মানির স্থানে স্থানে নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপন
(৪) রাজশক্তি ভগবান-প্রদত্ত—এই কুসংস্কার হইতে মুক্তি

মোট সাফল্যের দিক দিয়া বিচার করিয়া কেটেল্‌বি ১৮১৫—'৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কালকে সাফল্যের অপেক্ষা 'আকাঙ্ক্ষার যুগ' বলিয়া অভিহিত করা সমীচীন মনে করিয়াছেন (a period rather of aspirations than of achievements)। কিন্তু ইহা মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই যুগে মানসিক প্রস্তুতির ফলেই পরবর্তী কালে উদার-নীতির সাফল্য সম্ভব হইয়াছিল।

মানসিক প্রস্তুতির যুগ

১৮১৫ হইতে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যে কয়টি কংগ্রেসের অধিবেশন বসিয়াছিল তাহাতে মেটারনিকের নেতৃত্বে উদারনৈতিক অসন্তোষ দমনের কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল। ন্যাপল্‌স্‌, পোর্তুগাল, পাইড্‌মণ্ট এবং অপরাপর স্থান হইতে ফরাসী বিপ্লবের শেষ চিহ্নটুকুও মুছিয়া ফেলা হইল। কার্লসবাড্‌ ডিক্রী দ্বারা জার্মানিকে কঠোর প্রতিক্রিয়াশীল নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা হইল। ট্রপো'র প্রোটোকোল দ্বারা ইওরোপীয় কন্‌সার্ট যে-কোন দেশের আভ্যন্তরীণ

১৮১৫-'৩০ পর্যন্ত ইওরোপীয় কন্‌সার্ট কর্তৃক দমন-নীতির অনুসরণ

* 'In the realm of politics the period from 1815-1850 was one rather of aspiration than of achievements.' Ketelbey, p. 156.

† পরবর্তী অধ্যায়ে গ্রীসের স্বাধীনতা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা দ্রষ্টব্য।

ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া উদারনৈতিক আন্দোলন দমনের অধিকার অর্জন করিল। ১৮২২ হইতে ১৮৩০ খ্রীণ্টাব্দের জুলাই বিপ্লব পর্যন্ত পরবর্তী

১৮৩০-'৪৮ পর্যন্ত উদার নীতির প্রভাব বিস্তার—ইওরোপীয় কনসার্টের পতন

আট বৎসর মেটারনিক্ নিছক দমন নীতির দ্বারা ইওরোপে শান্তি বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তী অষ্টাদশ বৎসরে (১৮৩০-৪৮) উদার-নৈতিক প্রভাব এত বেশী বিস্তারলাভ করিয়াছিল যে ক্রমে ভিয়েনা সম্মেলন কর্তৃক স্থাপিত প্রাক-বিপ্লব যুগের স্বৈরাচারী কাঠামো ও ইওরোপীয় কনসার্ট ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। ১৮৪৮ খ্রীণ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবে

১৮১৫-'৪৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জাতীয়তা ও গণতন্ত্রের ক্ষেত্র প্রস্তুতির ফল—ইতালির ঐক্য, জার্মানির ঐক্য বলকান স্বাধীনতা

সেই পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে অধিক সাফল্যলাভ সম্ভব না হইলেও এই যুগে গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের প্রভাব ইওরোপের জনগণের মানসিক প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করিয়াছিল। তাহার ফলে পরবর্তী কালে ইতালির ঐক্য, জার্মানির ঐক্য, বলকান দেশগুলির স্বাধীনতা প্রভৃতির সাফল্য সম্ভব হইয়াছিল।

অষ্টাদশ অধ্যায়

গ্রীসের স্বাধীনতালাভ

(Independence of Greece)

রাশিয়ার জার পিটারের আমল হইতে (১৬৮২-১৭১৫) তুরস্ক সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া রুশ সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতি গৃহীত হয়। দ্বিতীয়

তুরস্ক সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে রুশ সাম্রাজ্য বিস্তার

ক্যাথারিণের আমলে (১৭৬২-'৯৬) এই নীতি বহুল পরিমাণে সাফল্যলাভ করে এবং রাশিয়া কৃষ্ণসাগর অঞ্চলের প্রাধান্য, ইউক্রেণ ও ক্রিমিয়ার আধিপত্য লাভে সমর্থ হয়। রুশ পররাষ্ট্র-নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল তুরস্ক সাম্রাজ্য গ্রাস করিয়া

কনস্টানটিনোপল দখল করা, বসফোরাস ও দার্দানেলিস প্রণালীর মধ্য দিয়া ভূমধ্যসাগরে প্রবেশ করা এবং তথায় রুশ প্রাধান্য স্থাপন করা। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে বুখারেস্ট-এর সন্ধি দ্বারা এবং ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে ভিয়েনা সন্ধি দ্বারা বেসারাবিয়া প্রভৃতি স্থানলাভের ফলে রাশিয়ার সীমা তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্দেশে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে তুরস্ক ইওরোপের 'রোগগ্রস্ত ব্যক্তি' (sick man of Europe) বলিয়া বিবেচিত হয়। বস্তুত, তুরস্ক সাম্রাজ্য তখন দুর্বলতার চরমে পেঁছিয়াছিল।

উনবিংশ শতাব্দীতে তুরস্ক ইওরোপের 'রোগগ্রস্ত ব্যক্তি' বলিয়া বিবেচিত

তুরস্ক সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে রুশ সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল ইংলণ্ড, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের স্বার্থের প্রতিকূল। এই কারণে একাধিকবার এই সকল ইওরোপীয় দেশ রুশ সাম্রাজ্য বিস্তারে বাধা দান করিয়াছিল। বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে তুরস্ক সাম্রাজ্যকে রক্ষা করা সম্ভব হইলেও তুরস্কের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতাবশত সাম্রাজ্যের পতন ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলি রোধ করিতে পারিল না। দুইটি বিশেষ কারণে এই আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রথমত, প্রাদেশিক শাসনকর্তা পাশাগণ (Pashas) সুলতানদের দুর্বলতার সুযোগে প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। নামেমাত্রই তাঁহারা সুলতানির অধীন ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর উদ্ধত পাশাদের মধ্যে আলবানিয়ার আলি এবং মিশরের মেহেমেৎ আলির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই দুইজনই স্বাধীন রাজ্য স্থাপনে বদ্ধপরিকর ছিলেন। দ্বিতীয়ত, তুরস্ক সাম্রাজ্যের দুর্বলতার পশ্চাতে জাতি, ধর্ম, আচার-ব্যবহার, কৃষ্টি প্রভৃতির পার্থক্য ছিল সর্বপ্রধান কারণ, তুরস্ক সাম্রাজ্য কোনপ্রকার স্বাভাবিক আনুগত্যের বন্ধন, শাসনব্যবস্থার ঐক্য বা কৃষ্টিমূলক সংহতি দ্বারা ঐক্যবদ্ধ ছিল না। শাসক ও শাসিতের মধ্যে পরস্পর ঘৃণা, ধর্মনৈতিক বিভেদ, ভাষা ও আচারব্যবহারগত পার্থক্য দিন দিনই তুরস্ক সাম্রাজ্যের ভিত্তি দুর্বল হইতে দুর্বলতর করিতেছিল।

ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির পক্ষে তুরস্ক সাম্রাজ্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তা

বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে তুরস্ক সাম্রাজ্য রক্ষা করা সম্ভব হইলেও আভ্যন্তরীণ দুর্বলতাবশত পতন-রোধ অসম্ভব

পাশাদের প্রাধান্য

প্রজাবর্গের স্বাভাবিক আনুগত্যের অভাব

১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে সারবিয়া (Serbia) বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া তুরস্কের সুলতানের নিকট হইতে স্বায়ত্তশাসন আদায় করিয়া লইল। কিন্তু গ্রীসই সর্বপ্রথম তুরস্ক সাম্রাজ্য হইতে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন হইতে সমর্থ হইয়াছিল।

সারবিয়ার স্বায়ত্ত-শাসনলাভ

গ্রীসের স্বাধীনতা-সংগ্রাম (Struggle for Independence by the Greeks): সারবিয়ার কৃষক সম্প্রদায় ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে তাহাদের নেতা কারা জর্জের নেতৃত্বে বিশাল তুরস্ক সাম্রাজ্যের সুলতানের বিরোধিতা শুরু করিল এবং বহু অত্যাচার-অবিচার সহ্য করিয়া স্বায়ত্তশাসন আদায় করিতে সমর্থ হইল। কিন্তু তখনও পশ্চিম-ইওরোপের শক্তিবর্গ সেদিকে দৃক্‌পাত করিল না। কিন্তু ১৮২০-২১ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীক দ্বীপ মোরিয়া (Morea) এবং গ্রীসদেশে তুরস্ক সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে এক ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দিলে সমগ্র ইওরোপে এক চাঞ্চল্য দেখা দিল।

গ্রীসের বিদ্রোহে ইওরোপের চাঞ্চল্য

প্রধানত দুইটি কারণে গ্রীকদের মনে স্বাধীনতার এক প্রবল আগ্রহ দেখা দিয়াছিল। (১) তুরস্ক সাম্রাজ্যের অধীনে গ্রীকগণ অত্যাচারিত হইতেছিল বলিয়া তাহারা স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করিয়াছিল—এইরূপ মনে করা ভুল। গ্রীকগণ তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকাকালীন যে পরিমাণ স্বায়ত্তশাসন ও ধর্মপালনের সুযোগ ভোগ করিত তাহা খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী দেশ আয়র্লণ্ডের ক্যাথলিকগণ বা অস্ট্রিয়ার প্রোটেস্টাণ্টগণও ভোগ করিত না।* ধর্ম-পালন, সম্পত্তি-সঞ্চয়, জন্ম ও শ্রেণীগত উচ্চ-নীচ-নির্বিশেষে সরকারী-পদ লাভ প্রভৃতি নানাপ্রকার স্বাধীনতা তাহারা ভোগ করিত। এইরূপ স্বাধীনতা ভোগ করিবার ফলেই গ্রীকদের মনে তুরস্ক সাম্রাজ্য হইতে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন হইবার ইচ্ছা ক্রমেই জাগিয়া উঠিবার সুযোগ পাইল। গ্রীক চার্চ মুসলমানদের প্রতি ঘৃণা পোষণে

বিদ্রোহের কারণ

(১) তুরস্ক সাম্রাজ্যের অধীনে গ্রীকদের নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা : স্বাধীনতা-স্পৃহা বৃদ্ধি

* "The Christian (*in Turkey*) was allowed a greater measure of liberty than that enjoyed in any other country in Europe. Catholics in Ireland and Protestants in Austria might envy him his privileges. He was free to exercise his religion, to educate himself as he pleased, to accumulate wealth; however humble his origin, in a system which accounted nothing of birth, he could hold high office in the Government." Lipson, p. 185.

ঐ সময়ে প্রাচীন গ্রীক ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি গ্রীকদের মধ্যে এক গভীর শ্রদ্ধা দেখা দিয়াছিল। প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যালোচনার মাধ্যমে গ্রীকগণ তাহাদের প্রাচীন গৌরব ও ঐতিহ্যের প্রতি যতই শ্রদ্ধাশীল হইতে লাগিল তাহাদের স্বাধীনতা-স্পৃহাও ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ভাষা, ধর্ম ও সাহিত্যের এক পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে প্রাচীন গৌরবে পুনরায় গ্রীসকে প্রতিষ্ঠিত করিবার এক আগ্রহ তাহাদের মনে জাগিয়া উঠিল। এই জাগরণ বা চেতনার পশ্চাতে কোরায়েস (Koraes) নামক একজন গ্রীক মনীষীর দান ছিল অপরিসীম।

(২) প্রাচীন গ্রীক ভাষা, সাহিত্য ও ঐতিহ্যের আলোচনা: প্রাচীন গৌরব ও স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্ম গ্রীকদের আগ্রহ

গ্রীকদের স্বাধীনতা-স্পৃহার প্রথম প্রকাশ আমরা দেখিতে পাই ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে। তুরস্ক-সুলতান ঐ সময়ে প্রাদেশিক শাসনকর্তা পাশা আলির (Ali) বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত ছিলেন। এই সুযোগে মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া (Moldavia and Wallachia) নামক দুইটি স্থানে বিদ্রোহ দেখা দেয়। আলেকজাণ্ডার ইপ্‌সিলাণ্টি (Alexander Ypsilanti) ছিলেন এই বিদ্রোহের নেতা। ইপ্‌সিলাণ্টি রাশিয়ার সাহায্য পাইবার আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু মেটারনিকের চেষ্টায় জার আলেকজাণ্ডার গ্রীকদিগকে সাহায্য দানে নিরস্ত হইলেন। মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়ার বিদ্রোহ অনায়াসে দমন করা হইল। ইতিমধ্যে মোরিয়া নামক গ্রীক দ্বীপে বিদ্রোহ দেখা দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে এই বিদ্রোহ এক বিরাট স্বাধীনতা-যুদ্ধে রূপান্তরিত হইল। এই বিদ্রোহের প্রস্তুতি পূর্ব হইতেই চলিতেছিল।

বিদ্রোহের প্রথম প্রকাশ: মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়ার বিদ্রোহ (১৮২৩)

মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়ার বিদ্রোহ দমন

ন্যায্য-অধিকার নীতিতে (Legitimacy) বিশ্বাসী ভিয়েনা সম্মেলন গ্রীকদের স্বাধীনতা আন্দোলনে কোন সাহায্যই করিবে না এই কথা উপলব্ধি করিয়া গ্রীকগণ 'হিটাইরিয়া ফিলিকি' (Hetairia Philike) বা 'ভ্রাতৃসংঘ' নামে গোপন সংঘ স্থাপন করে। ১৮১৪ হইতে ১৮২০ এই কয়েক বৎসরের মধ্যে এই সংঘের শাখা গ্রীসের সর্বত্র স্থাপিত হয়। প্রত্যেক স্থানের গণ্যমান্য গ্রীক মাত্রেই এই সংঘে যোগদান করেন। এই সংঘের নেতৃস্থানীয় বহু সভ্যের

'হিটাইরিয়া ফিলি'ক' নামে গোপন সংঘ স্থাপন

সহিত রাশিয়ার জার আলেকজাণ্ডারের যোগাযোগ ছিল এবং গ্রীক স্বাধীনতা-যুদ্ধে রুশ সরকারের সাহায্য পাওয়া যাইবে সেবিষয়ে গ্রীকগণ নিশ্চিত ছিল। ১৮২১ খ্রীস্টাব্দে মোরিয়ার বিদ্রোহের পূর্বেই গ্রীকদের স্বাধীনতা-যুদ্ধের প্রস্তুতি একপ্রকার সম্পূর্ণ হইয়াছিল। মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়ার কৃষকগণ গ্রীক ভূমাধিকারীদের অত্যাচারে জর্জরিত ছিল। সুতরাং সেখানে বিদ্রোহ দেখা দিলে তাহারা তেমন সাহায্য করে নাই। প্রধানত, এই কারণেই মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়ার বিদ্রোহ বিফল হয়। কিন্তু মোরিয়ার বিদ্রোহে এক স্বাভাবিক অনুপ্রেরণা দেখা গেল। সমগ্র দক্ষিণ-গ্রীসের দেশগুলিতে বিদ্রোহ দাবাগ্নির ন্যায় বিস্তৃত হইল। ক্রমে উত্তর-গ্রীসের থেসালি, ম্যাসিডোনিয়া প্রভৃতি স্থানেও বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। অসংখ্য মুসলমানের রক্তে এই বিদ্রোহ অভিশপ্ত হইয়া উঠিল। তুরস্ক সরকার নৃশংস অত্যাচারের সাহায্যে বিদ্রোহ দমন করিতে চাহিলেন। তুরস্কের সুলতান কনস্টান্টিনোপলের চার্চের অধিকর্তা পেট্রিয়ার্ক (Patriarch)-কে হত্যা করিয়া বিদ্রোহী কর্তৃক মুসলমান হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত—দীর্ঘ চারি বৎসর ধরিয়া এই স্বাধীনতা-যুদ্ধ সমভাবে চলিল।

রুশ সাহায্যের আশা

মোরিয়ার বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা লাভের স্বাভাবিক অনুপ্রেরণার সৃষ্টি

উভয় পক্ষের নৃশংসতা: পেট্রিয়ার্কের হত্যা

এদিকে তুরস্কের সুলতান মিশর প্রদেশের পাশা মেহেমেৎ আলির সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন। মেহেমেৎ আলি ছিলেন তুরস্কের সুলতানের অবাধ্য প্রাদেশিক শাসনকর্তা। কিন্তু পরিস্থিতি বিবেচনায় মোরিয়া, সিরিয়া ও দামাস্কাস, এই কয়টি স্থান পুরস্কার দানের প্রতিশ্রুতি দিয়া তুরস্কের সুলতান মেহেমেৎ আলিকে নিজ সাহায্যার্থে আমন্ত্রণ করিলেন। মেহেমেৎ আলি যুদ্ধে যোগদান করিলে যুদ্ধের গতি তুরস্কের অনুকূলে পরিবর্তিত হইল। এমতাবস্থায় রাশিয়া অত্যাচারিত গ্রীকদের রক্ষার্থে যুদ্ধে যোগদানে প্রস্তুত হইল। মেটারনিকের প্রভাবে গ্রীক স্বাধীনতা-যুদ্ধের প্রথম দিকে রাশিয়া নিরপেক্ষ ছিল বটে, কিন্তু রাশিয়ার চিরাচরিত নীতিই ছিল তুরস্কের সাম্রাজ্যাংশ গ্রাস করিয়া রুশ রাজ্যসীমা বিস্তৃত করা।

মেহেমেৎ আলির সাহায্য গ্রহণ

গ্রীকদের পক্ষে রাশিয়ার যোগদানের প্রস্তুতি

উপরন্তু বলকান দেশগুলির উপর প্রাধান্য বিস্তার করিয়া এক বিশাল স্লাভ সাম্রাজ্য গঠনের ইচ্ছাও রাশিয়ার ছিল। সুতরাং মেহেমেৎ আলির সাহায্য দান এবং পেট্রিয়ার্কের হত্যা রাশিয়ার যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পথ পরিষ্কার করিল। কিন্তু ইংলণ্ডের পক্ষে তুরস্ক সাম্রাজ্যের কোন অংশ রাশিয়াকে গ্রাস করিতে দেওয়া কাম্য ছিল না।

সুতরাং গ্রীক স্বাধীনতা-যুদ্ধে যোগদানের সুযোগে রাশিয়া যাহাতে গ্রীসের উপর আধিপত্য স্থাপন না করিতে পারে সেইজন্য ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্যানিং (Canning) রাশিয়ার সহিত যুগ্মভাবে তুরস্ককে যুদ্ধবিরতির জন্য চাপ দিতে মনস্থ করিলেন। ইতিমধ্যে প্রথম জার আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু হইয়াছিল। তখন প্রথম নিকোলাস ছিলেন রাশিয়ার জার। ক্যানিং প্রথম নিকোলাসের সহিত এক চুক্তি সম্পাদন করিলেন (৪ এপ্রিল, ১৮০৬)। এই চুক্তি দ্বারা স্থির হইল যে, তুরস্কের সুলতান যাহাতে গ্রীকদিগকে স্বায়ত্তশাসন দান করেন সেইজন্য ইংলণ্ড ও রাশিয়া যুগ্মভাবে চেষ্টা করিবে। কিন্তু প্রয়োজন হইলে তুরস্কের বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করা হইবে—এইরূপ কোন শর্ত স্বীকৃত হইল না। পর বৎসর ফ্রান্স ইংলণ্ড ও রাশিয়ার সহিত মিলিত হইলে এই তিনটি দেশ যুগ্মভাবে তুরস্কের উপর চাপ দিতে প্রস্তুত হইল। এমন কি তাহারা প্রয়োজন হইলে সামরিক শক্তির সাহায্যে তুরস্ককে গ্রীকদের স্বায়ত্ত-শাসন স্বীকার করিতে বাধ্য করিবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হইল।* এই সূত্রে ইংলণ্ড, রাশিয়া ও ফ্রান্সের এক সম্মিলিত নৌবাহিনী ন্যাভারিনো (Navarino)-এর জলযুদ্ধে তুরস্ক ও মিশরের নৌবহর ধ্বংস করিল (১৮২৭)। এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে তুরস্ক দুর্বল হইয়া পড়িলে স্বভাবতই গ্রীক স্বাধীনতাযুদ্ধের সাফল্যের আশা বৃদ্ধি পাইল। কিন্তু তুরস্ক সরকার তখনও গ্রীকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অবসান করিতে প্রস্তুত হইলেন না।

ইংলণ্ড কর্তৃক গ্রীসের স্বাধীনতা-যুদ্ধে রাশিয়ার এককভাবে হস্তক্ষেপে বাধা দান

ইংলণ্ড ও রাশিয়ার যুগ্ম ভাবে তুরস্কের উপর চাপ

ইংলণ্ড, রাশিয়া ও ফ্রান্স—প্রয়োজনবোধে তুরস্কের বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি প্রয়োগে প্রতিশ্রুত

ন্যাভারিনোর যুদ্ধ (১৮২৭)

পর বৎসর (১৮২৮) রাশিয়ার জার নিকোলাস এককভাবে তুরস্কের

* Treaty of London, 1827.

বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের প্রতিবাদ তিনি গ্রাহ্য করিলেন না। এক বৎসরের মধ্যে তিনি তুরস্ককে আড্রিয়ানোপ্‌ল (Adrianople)-এর সন্ধি (১৮২৯) স্থাপনে বাধ্য করিলেন। এই সন্ধির শর্তানুযায়ী : (১) মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া আইনত তুরস্ক সাম্রাজ্যাধীন রহিলেও প্রকৃত ক্ষেত্রে রাশিয়ার আধিপত্যাধীনে আসিল। (২) বসফোরাস ও দার্দানেলিস প্রণালীর অবাধ ব্যবহারের অধিকার রাশিয়াকে দেওয়া হইল। (৩) রাশিয়া গ্রীসকে স্বায়ত্তশাসনাধিকার দান করিয়া নিজ আধিপত্যাধীনে রাখিতে চাহিলে ইংলণ্ড ও অস্ট্রিয়া তাহাতে বাধা দিল। ইতিমধ্যে পামারস্টোন (Palmerston) ইংলণ্ডের পররাষ্ট্রসচিব নিযুক্ত হইলে তাঁহার চেষ্টায় গ্রীস-দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকৃত হইল। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে এই ব্যাপারের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইল। ইংলণ্ড, রাশিয়া ও ফ্রান্স গ্রীসের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য প্রতিশ্রুতি দিল। বেভেরিয়ার রাজা লুই-এর পুত্র ওথো (Otho) গ্রীসের রাজপদ গ্রহণ করিলেন। গ্রীসের স্বাধীনতা স্বীকৃত হইবার সংগে সংগে তুরস্ক সাম্রাজ্যের এক বিরাট অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল।

রাশিয়া এককভাবে যুদ্ধে অবতীর্ণ

আড্রিয়ানোপ্‌লের সন্ধি (১৮২৯)

গ্রীসের পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকৃত

ঊনবিংশ অধ্যায়

পূর্বাঞ্চল বা নিকট-প্রাচ্যের সমস্যা : ক্রিমিয়ার যুদ্ধ

(Eastern or Near Eastern Question : Crimean War)

পূর্বাঞ্চল বা নিকট-প্রাচ্যের* সমস্যা প্রধানত দুইটি কারণ হইতে উৎপত্তি লাভ করে। প্রথমত, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও বিভিন্ন জাতি-অধ্যুষিত তুরস্ক সাম্রাজ্যের পতনোন্মুখতা; দ্বিতীয়ত, তুরস্ক সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া কৃষ্ণসাগর, বসফোরাস্‌ ও দার্দানেলিস্‌ প্রণালীর উপর রাশিয়ার আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা।

পূর্বাঞ্চল বা নিকট-প্রাচ্য সমস্যার মূল কারণ : (১) তুরস্কের পতনোন্মুখতা, (২) রাশিয়ার বিস্তার-নীতি

এই সমস্যা আরও কয়েকটি কারণে অধিকতর জটিল হইয়া উঠিল।

* পূর্বাঞ্চল বা নিকট-প্রাচ্য বলিতে ইওরোপের পূর্বাঞ্চল বুঝায়। সুদূর বা দূরপ্রাচ্য বলিতে চীন, জাপান প্রভৃতি দেশ (আমাদের নিকট-প্রাচ্য) বুঝায়।

রাশিয়ার দুর্বলতার সুযোগে বলকান দেশগুলি স্বাধীন হইতে সচেষ্ট হইল। ইহা ভিন্ন বলকান দেশগুলির জনসংখ্যার প্রায় সকলেই ছিল খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী অথচ তুরস্ক ছিল মুসলমান দেশ। এই ধর্মের বৈষম্যও বলকান দেশগুলির মধ্যে তুরস্কের প্রতি এক বিদ্বেষভাব জাগাইয়া তুলিয়াছিল। তদুপরি তুরস্ক সরকারের শাসন পরিচালনার অক্ষমতা, অত্যাচারী ও প্রগতিহীন প্রাচীনপন্থী শাসন-পদ্ধতি এই সকল সমস্যার জটিলতা আরও বহুগুণে বাড়াইয়া দিয়াছিল।

রাজনৈতিক ধর্ম-নৈতিক প্রভৃতি কারণে সমস্যা জটিলতর

ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির—বিশেষত ইংলণ্ড অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের স্বার্থের দিক দিয়া রাশিয়ার দক্ষিণ-পূর্বদিকে, অর্থাৎ তুরস্কের দিকে রাজ্যবিস্তার মোটেই বাঞ্ছনীয় ছিল না। রাশিয়ার দক্ষিণ-পূর্বদিকে বিস্তারনীতি বন্ধ করিতে না পারিলে ইংলণ্ডের ভারতীয় সাম্রাজ্য বিপন্ন হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল। এই কারণে ইংলণ্ডের নীতি ছিল তুরস্ক সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা বিধান করা। অস্ট্রিয়ার পক্ষে রাশিয়ার বিস্তার-নীতির বাধা-দানের প্রয়োজন ছিল ততোধিক। কারণ, বলকান দেশ-গুলির বা দানিউব অঞ্চলে রাশিয়ার অধিকার বিস্তৃতি ছিল অস্ট্রিয়ার নিরাপত্তার পরিপন্থী। দানিউব নদী অস্ট্রিয়ার অর্থনৈতিক জীবনের মূল ভিত্তি। দানিউব নদীর মোহনায় রাশিয়ার অধিকার বিস্তৃত হইলে অস্ট্রিয়ার জলপথে বাণিজ্য. তথা অর্থনৈতিক জীবন সম্পূর্ণভাবে পঙ্গু হওয়ার আশঙ্কা ছিল। সুতরাং ফ্রান্সের ধর্মগত ও বাণিজ্যিক স্বার্থের দিক দিয়া রাশিয়ার তুরস্ক সাম্রাজ্য গ্রাসের নীতির বাধাদান একান্ত প্রয়োজন ছিল।

ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির স্বার্থ : ইংলণ্ডের ভারতীয় সাম্রাজ্য বিপন্ন হওয়ার ভয় অস্ট্রিয়ার নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হওয়ার ভয়, ফ্রান্সে ধর্ম-সংক্রান্ত ও বাণিজ্যিক স্বার্থ-হানির ভয়

সুতরাং আভ্যন্তরীণ, আন্তর্জাতিক, ধর্মনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে পূর্বাঞ্চলের সমস্যা ইওরোপের এক অত্যন্ত জটিল সমস্যায় পরিণত হইল। বস্তুত. রাশিয়ার জার পিটারের আমল (১৬৮২-১৭২৫) হইতেই তুরস্কের দুর্বলতার সুযোগে রাশিয়ার সাম্রাজ্য-বিস্তার নীতি শুরু হয়। দ্বিতীয় ক্যাথারিণের রাজত্বকালে এই নীতি সাফল্যের সহিত অনুসৃত হইয়াছিল। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের কুস্‌চুক্‌-কেইনার্‌জি (Kutchuk-Kainardji)-এর সন্ধি দ্বারা রাশিয়া কৃষ্ণসাগরের উত্তর তীরে আধিপত্য স্থাপনে সমর্থ

পিটার ও দ্বিতীয় ক্যাথারিণের আমলে রাশিয়ার তুরস্ক গ্রাসের নীতি : কুস্‌চুক-কেইনারজি (১৭৭৪)ও জ্যাসি'র সন্ধি (১৭৯২), ক্রিমিয়া দখল (১৭৮৩)

হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন ডন ও নীপার নদীর মোহনায় রুশ আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছিল। বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে রাশিয়া দানিউব ও কৃষ্ণসাগরে বাণিজ্যপোত চালনার অধিকার লাভ করিল। সর্বোপরি তুরস্ক সাম্রাজ্যের গ্রীকখ্রীষ্টানদের ধর্মাধিষ্ঠানের উপর অভিভাবকত্ব করিবার অধিকার রাশিয়াকে দেওয়া হইয়াছিল। রাণী দ্বিতীয় ক্যাথারিণের আমলেই জ্যাসি'র সন্ধি (Treaty of Jassy) দ্বারা (১৭৯২) রাশিয়া ওচাকভ্ (Ochakov) অধিকার করিয়াছিল। ইহার পূর্বেই (১৭৮৩) ক্যাথারিণ ক্রিমিয়া দখল করিয়া লইয়াছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে নিকট-প্রাচ্যের সমস্যা অত্যধিক জটিল আকার ধারণ করিয়াছিল। লর্ড মোরলে (Lord Morley) উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বাঞ্চলের সমস্যাকে "পরস্পর-বিরোধী বিভিন্ন জাতি, ধর্ম ও স্বার্থের সংঘাতে ক্রম-পরিবর্তনশীল এক জটিল সমস্যা"* বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে নিকট-প্রাচ্য সমস্যার জটিলতা : লর্ড মোরলে-এর বর্ণনা

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক বৎসর রাশিয়া নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় তুরস্কের দিকে মনোযোগ দিতে পারে নাই। কিন্তু ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে টিলজিট (Tilsit)-এর সন্ধির পর জার আলেকজাণ্ডার ও নেপোলিয়নের মধ্যে মৈত্রী স্থাপিত হইলে এবং রাশিয়া কর্তৃক তুরস্ক-গ্রাস নেপোলিয়ন কর্তৃক সমর্থিত হইবে এইরূপ ধারণার সৃষ্টি হইলে জার আলেকজাণ্ডার তুরস্কের দিকে পুনরায় দৃষ্টি দিলেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে নেপোলিয়নের নিকট হইতে কোন সাহায্য পাওয়া গেল না। তদুপরি ইওরোপে রাজনীতির দ্রুত পরিবর্তন হেতু রাশিয়া তুরস্ক-গ্রাস নীতিতে কোন সাফল্যলাভে সমর্থ হইল না। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে বুখারেস্ট্ (Bukharest) সন্ধি দ্বারা জার আলেকজাণ্ডার তুরস্কের সহিত দ্বন্দ্ব মিটাইয়া ফেলিলেন এবং তাহার পরিবর্তে বেসারাবিয়া (Bessarabia) নামক স্থানটি লাভ করিলেন। ইহার ফলে রাশিয়ার রাজ্যসীমা প্রুথ্ (Pruth) নদী পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিল।

টিলজিট্-এর সন্ধির পর হইতে রাশিয়ার তুরস্ক-গ্রাসের নীতি পুনরায় গ্রহণ

বুখারেস্ট্-এর সন্ধি (১৮১২)

১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে ভিয়েনা সম্মেলনের পর হইতে ইংলণ্ড ও অস্ট্রিয়ার তুরস্ক

---

* "...intractable and interwoven tangle of conflicting interests, rival peoples and antagonistic faiths."—*Lord Morley.* Quetod by Ketelbey, p. 192.

নীতির এক আমূল পরিবর্তন ঘটিল। এই দুই দেশই রাশিয়ার ক্ষমতা-বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হইয়া উঠিল। অস্ট্রিয়ার প্রিন্স্ মেটারনিক্ "ন্যায্য অধিকার" (Legitimacy) নীতির দোহাই দিয়া রাশিয়ার বলকান দেশগুলির উপর প্রাধান্য বিস্তৃতি রোধ করিতে চাহিলেন। ইংলণ্ডের ক্যাসালরী, ক্যানিং, পামারস্টোন প্রভৃতি সকলেই রাশিয়ার গ্রাস হইতে তুরস্ক সাম্রাজ্যকে রক্ষা করিবার নীতি অনুসরণ করিলেন। ফ্রান্স ধর্ম-সংক্রান্ত ও বাণিজ্যিক স্বার্থরক্ষার জন্য তুরস্ক সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা বিধানের পক্ষপাতী ছিল। রাশিয়ার সাম্রাজ্য বিস্তার ও শক্তিবৃদ্ধি ইওরোপে এক ভীতির সৃষ্টি করিবার সঙ্গে সঙ্গে পূর্বাঞ্চলের সমস্যার এক নূতন পর্যায় শুরু হইল।

ভিয়েনা সম্মেলনের পর হইতে ইওরোপীয় দেশগুলির তুরস্ক নীতির পরিবর্তন

রাশিয়ার বিস্তার-নীতির ফলে ইওরোপে ভীতির সঞ্চার

নিজেদের স্বার্থ ও নিরাপত্তার দিক বিবেচনা করিয়া ইওরোপীয় শক্তিগুলি রাশিয়ার ক্রম-বিস্তার নীতির প্রতি আর অমনোযোগী থাকিতে পারিল না। তুরস্ক সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে রাশিয়ার আক্রমণ ইওরোপের শক্তিবর্গের চেষ্টায় প্রতিহত হইবে, এবিষয়ে কোন সন্দেহ রহিল না বটে,—কিন্তু তুরস্কের আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইল না। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে সার্বিয়া তুরস্ক সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা আদায় করিতে সমর্থ হয়। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীস তুরস্কের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিবার উদ্দেশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং অ্যাড্রিয়ানোপ্‌লের সন্ধি দ্বারা গ্রীসের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়।

তুরস্ক সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা ইওরোপীয় শক্তিবর্গ দ্বারা রক্ষা পাইবার সম্ভাবনা : আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের অক্ষমতা

গ্রীসের স্বাধীনতা-যুদ্ধ দমন করিবার উদ্দেশ্যে তুরস্কের সুলতান মিশরের পাশা মেহেমেৎ (মহম্মদ) আলি ও তাঁহার পুত্র ইব্রাহিম আলির সাহায্য লইয়াছিলেন। এই সাহায্যের পুরস্কার-স্বরূপ সুলতান ক্রীট দ্বীপটির শাসনভার মেহেমেৎ আলিকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। মেহেমেৎ আলি বা ইব্রাহিম তাহাতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। নিজ বলে উপযুক্ত পুরস্কার আদায় করিবার জন্য ইব্রাহিম প্যালেস্টাইন আক্রমণ করিলেন এবং এ্যাকার ও দামস্কাস্ দখল করিলেন; এমন কি তিনি

গ্রীক স্বাধীনতা-যুদ্ধ : মেহেমেৎ আলির সহায়তা

মেহেমেৎ আলির অসন্তুষ্টি ও যুদ্ধ

কন্স্টান্টিনোপ্ল দখল করিতেও উদ্যত হইলেন। ইংলণ্ড, অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্স তখন বেলজিয়ামের স্বাধীনতা প্রশ্ন লইয়া বিব্রত। সুতরাং সুলতানের আবেদন অনুযায়ী তাহারা সাহায্য পাঠাইতে সমর্থ হইল না। পরিস্থিতির চাপে তুরস্কের সুলতান তাঁহার প্রধান শত্রু রাশিয়ার সাহায্য গ্রহণে বাধ্য হইলেন। রাশিয়ার যুদ্ধে যোগদানের সঙ্গে সঙ্গে ইওরোপীয় শক্তিগুলির চমক ভাঙ্গিল। রাশিয়াকে তুরস্ক সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার সুযোগ না দেওয়ার জন্য ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়া তুরস্কের সুলতানকে মেহেমেৎ আলির সহিত যুদ্ধ মিটাইয়া ফেলিতে বাধ্য করিল। এইজন্য তুরস্কের সুলতান মেহেমেৎ আলিকে সীরিয়া ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু রাশিয়া তুরস্ককে বিপদে সাহায্য দানের পুরস্কারস্বরূপ উন্কিয়ার স্কেলেসি (Unkiar Skelessi) নামক সন্ধি (১৮৩৩) দ্বারা (১) প্রয়োজনবোধে সামরিক সাহায্য দিয়া রাশিয়া তুরস্ককে রক্ষা করিবার অধিকার লাভ করিল; (২) দার্দানেলিস প্রণালীতে রুশ যুদ্ধ-জাহাজ চলাচলের অধিকার স্বীকৃত হইল; (৩) যুদ্ধের সময়ে রাশিয়া ভিন্ন অপর কোন দেশের জাহাজ দার্দানেলিস্ প্রণালীতে চলাচল নিষিদ্ধ হইল।

রাশিয়া কর্তৃক তুরস্ককে সাহায্যদান: ইওরোপীয় শক্তিবর্গের চমক ভঙ্গ

ইংলণ্ড, অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের চাপে যুদ্ধের অবসান: মেহেমেৎ আলির সীরিয়া লাভ

রাশিয়ার পুরস্কার—উনকিয়ার স্কেলেসির সন্ধি

এই সন্ধির শর্তাবলী ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে এক দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিল। ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী পামারস্টোন এই সন্ধিপত্র নাকচ করিতে এবং রাশিয়ার বিস্তার-নীতি বন্ধ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। অল্পকালের মধ্যেই (১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে) তুরস্কের সুলতান মেহেমেৎ আলির দখল হইতে সীরিয়া পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। ইংলণ্ড ও রাশিয়া মেহেমেৎ আলির শক্তি খর্ব করিবার পক্ষপাতী ছিল, কিন্তু ফ্রান্স এই যুদ্ধে গোপনে মেহেমেৎ আলিকে সাহায্য দিতে লাগিল। কিন্তু পামারস্টোনের কূটনৈতিক চেষ্টার ফলে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন কন্ভেন্শনে (Convention of London) এই সমস্যার মীমাংসা হইল। মেহেমেৎ আলি সীরিয়া ত্যাগ করিলেন; উন্কিয়ার স্কেলেসির সন্ধির শর্তাদির

মেহেমেৎ আলির বিরুদ্ধে তুরস্কের সুলতানের যুদ্ধ ঘোষণা

লণ্ডন কন্ভেন্শন্ (১৮৪০)

পরিবর্তন করিয়া যুদ্ধের সময় দার্দানেলিস্ প্রণালী সকল ইওরোপীয় শক্তির নিকটই সমভাবে বন্ধ থাকিবে স্থির হইল। এইভাবে ফরাসী কূটনৈতিক চাল বিফল করা হইল এবং রাশিয়ার ক্ষমতা কতক পরিমাণে খর্ব করা হইল। ইহা ভিন্ন, পামারস্টোন উন্‌কিয়ার স্কেলেসির সন্ধির শর্তাদির পরিবর্তন করিয়া একথাই প্রমাণ করিলেন যে, তুরস্কের তথা পূর্বাঞ্চলের সমস্যা একমাত্র রাশিয়ার শিরঃপীড়ার কারণ নহে, ইংলণ্ড সেই সমস্যা সমাধানে অংশ গ্রহণ করিবে। পামারস্টোনের চেষ্টার ফলেই কৃষ্ণসাগর রুশ হ্রদে পরিণত হইতে পারে নাই।

ইওরোপে শান্তি (১৮৪১-'৫৩)

পরবর্তী কয়েক বৎসর (১৮৪১-৫৩) পূর্বাঞ্চলের সমস্যায় কোনপ্রকার নূতন জটিলতা দেখা দিল না। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জার নিকোলাস পুনরায় তুরস্ক সাম্রাজ্য গ্রাস-নীতি গ্রহণ করিলে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ শুরু হইল।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ, ১৮৫৩-'৫৬ (Crimean War) কারণ: (Causes): ক্রিমিয়ার যুদ্ধ নিকট-প্রাচ্য সমস্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনের কন্‌ভেন্‌শনের পর কয়েক বৎসর পূর্বাঞ্চল বা নিকট-প্রাচ্য সমস্যার দ্বারা ইওরোপের শান্তি কোনপ্রকার ব্যাহত হয় নাই। কিন্তু ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার জার প্রথম নিকোলাস উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে মনে করিয়া ইংলণ্ডের সহিত যুগ্মভাবে তুরস্ক সাম্রাজ্য ভাগ করিয়া লইবার প্রস্তাব করিলেন। ইংলণ্ডের অমতে তুরস্ক সাম্রাজ্য ব্যবচ্ছেদ অসম্ভব হইবে বিবেচনা করিয়া নিকোলাস প্রস্তাবটি ইংলণ্ডের নিকটেই উত্থাপন করিয়াছিলেন। তুরস্ককে তিনি 'অত্যন্ত রোগগ্রস্ত ব্যক্তি' বলিয়া বর্ণনা করিলেন এবং এই দুর্বল 'রোগগ্রস্ত ব্যক্তি'র (sick man) মৃত্যুর পূর্বেই—অর্থাৎ তুরস্ক সাম্রাজ্যের পতনের পূর্বেই উহা ইংলণ্ড ও রাশিয়ার মধ্যে ভাগ করিয়া লইবার প্রস্তাব করিলেন।* ইংলণ্ড, মিশর ও ক্রীট দ্বীপ দখল করিয়া ভারতবর্ষের সহিত যোগাযোগের পথ নিরাপদ রাখিতে পারিবে এই ইঙ্গিতও তিনি দিলেন

রাশিয়ার জার প্রথম নিকোলাস কর্তৃক তুরস্ক সাম্রাজ্য ব্যবচ্ছেদের প্রস্তাব (১৮৫৩)

ইংলণ্ডকে মিশর ও ক্রীট দ্বীপ দিবার প্রস্তাব

* "When we have agreed, I am quite without anxiety as to the rest of Europe : it is immaterial what others may think or do." Czar Nicholas I to the English Ambassador to Russia. Quoted by C. D. Hazen, p. 560.

কিন্তু তুরস্ক সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রাখা (integrity of Turkey) ছিল ইংলণ্ডের চিরাচরিত রীতি। স্বভাবতই জার নিকোলাসের প্রস্তাব ইংলণ্ডের নিকট গ্রহণযোগ্য হইল না, উপরন্তু রাশিয়ার অভিপ্রায় সম্পর্কে ইংলণ্ডের এক গভীর সন্দেহের সৃষ্টি হইল।

ইংলণ্ড কর্তৃক নিকোলাসের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত

ঐ সময়ে রাশিয়া, ফ্রান্স ও তুরস্কের মধ্যে প্যালেস্টাইনে অবস্থিত খ্রীস্টানদের পবিত্র তীর্থস্থানের আধিপত্য লইয়া এক বিবাদ চলিতেছিল। যীশুখ্রীস্টের জন্ম ও জীবনের স্মৃতিজড়িত সকল স্থানই খ্রীস্টানদের পবিত্র তীর্থস্থান। ১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দের কুচুক-কেইনার্জির সন্ধির শর্তানুসারে তুরস্ক সাম্রাজ্যভুক্ত গ্রীকখ্রীস্টান* অর্থাৎ গোঁড়া খ্রীস্টানদের তীর্থস্থানগুলির এবং গ্রীকখ্রীস্টান যাজকদের অভিভাবকত্ব রাশিয়াকে দেওয়া হইয়াছিল। অপর দিকে ১৭৪০ খ্রীস্টাব্দের এক চুক্তি† দ্বারা ল্যাটিন খ্রীস্টানদের তীর্থস্থান ও ল্যাটিন খ্রীস্টানদের অভিভাবকত্ব দেওয়া হইয়াছিল ফ্রান্সকে। ফরাসী বিপ্লব-প্রসূত যুদ্ধের সময় এই সকল অধিকার কোন পক্ষই ভোগ করিবার সুযোগ পায় নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফ্রান্স ১৭৪০ খ্রীস্টাব্দের শর্তানুযায়ী পূর্বেকার অধিকার পুনরায় তুরস্কের সুলতানের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইল। রাশিয়ার জার নিকোলাস ফ্রান্সের এই সকল অধিকার নাকচ করিবার জন্য তুরস্কের সুলতানকে চাপ দিলেন। সুলতান উভয় সংকটে পড়িলেন। নিকোলাস কালক্ষেপ না করিয়া তুরস্ক সাম্রাজ্যের অধীন সকল গোঁড়া ক্যাথলিক ও তাহাদের ধর্মস্থানের উপর অভিভাবকত্ব দাবি করিলেন। তুরস্কের সুলতান ধর্মস্থানের উপর রাশিয়ার অভিভাবকত্ব স্বীকার করিলেও তাঁহার প্রজাবর্গের তথা তুরস্ক সাম্রাজ্যের যাবতীয় গ্রীক বা গোঁড়া খ্রীস্টানদের ধর্মাধিষ্ঠানের উপর রাশিয়ার কোনপ্রকার অধিকার

গ্রীক ও ল্যাটিন খ্রীষ্টানদের দ্বন্দ্ব

১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দের চুক্তির শর্তানুযায়ী ফ্রান্স কর্তৃক ল্যাটিন খ্রীষ্টানদের ধর্মস্থানের অভিভাবকত্ব দাবি: রাশিয়া কর্তৃক গ্রীকখ্রীষ্টান যাজক ও ধর্মস্থানের অভিভাবকত্ব দাবি

রাশিয়া কর্তৃক মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া দখল

* "গ্রীকখ্রীষ্টান বা গোঁড়া খ্রীষ্টান ব'লতে কনস্টান্টিনোপলের ধর্মাধিষ্ঠান হইতে প্রচারিত খ্রীষ্টধর্মাবলম্বদের বুঝায়: রোম হইতে প্রচারিত খ্রীষ্টধর্মাবলম্বদের ল্যাটিন খীষ্টান বলা হয়।"

† Capitulations of 1740.

স্বীকার করিতে রাজী হইলেন না। জার নিকোলাস সংগে সংগে মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া দখল করিয়া লইলেন। এই দুইটি স্থান আইনত তুরস্ক সুলতানের অধীন হইলেও প্রকৃতক্ষেত্রে রাশিয়ার প্রভাবাধীন ছিল।

তুরস্ক কর্তৃক রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

তখন রাশিয়া সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে এই দুইটি স্থান সম্পূর্ণভাবে অধিকার করিয়া লইল। তুরস্কের সুলতান রাশিয়ার সৈন্যবাহিনীর অপসরণ দাবি করিলেন, কিন্তু রাশিয়া সে-বিষয়ে কর্ণপাত না করিলে তিনি রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধ্য হইলেন (অক্টোবর ১৮৫৩)।

এই যুদ্ধে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স নিরপেক্ষ রহিল না। ইংলণ্ড রাশিয়ার শক্তিবৃদ্ধিতে শংকিত ছিল। ইহা ভিন্ন রাশিয়ার প্রতিক্রিয়াশীলতা উদারনৈতিক ইংরেজ জাতির নিকট সমর্থনযোগ্য ছিল না। ১৮৩০ ও ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র ইওরোপে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের প্রভাবে যখন ব্যাপকভাবে বিপ্লব দেখা দিয়াছিল তখন একমাত্র রাশিয়া-ই অনায়াসে প্রতিক্রিয়াশীল শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে অপরিবর্তিত রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। এমন কি হাংগেরীর বিদ্রোহ দমনে রাশিয়া যথেষ্ট সাহায্যও করিয়াছিল। ইওরোপের সর্বত্রই বিপ্লবের প্রভাবে কোন-না-কোন পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, কিন্তু একমাত্র রাশিয়ার প্রজাবর্গই সর্বপ্রকার উদারনৈতিক প্রভাব হইতে মুক্ত ছিল। বহুদিন যুদ্ধবিগ্রহ না থাকায় ইংরেজ জাতির অধিকাংশই তখন কোনপ্রকারে একটি যুদ্ধ বাধাইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছিল। লর্ড পামারস্টোন রাশিয়ার বিস্তার-নীতিতে বাধাদানের জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করিতে প্রস্তুত ছিলেন। ভারতবর্ষের সহিত যোগাযোগের পথ রাশিয়ার বিস্তার-নীতির ফলে বাধাপ্রাপ্ত হইবে এই আশংকা ছিল বৃটিশ সরকারের তুরস্ক-নীতির মূলসূত্র।

ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের নিরপেক্ষতা-নীতি পরিত্যক্ত

ইংরেজ জাতির যুদ্ধ-স্পৃহা

পামারস্টোনের যুদ্ধ-নীতি

ভূমধ্যসাগরের পূর্বাঞ্চলে বৃটিশ স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য রাশিয়ার গ্রাস হইতে তুরস্ককে রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন ছিল। এজন্য ইংলণ্ড তুরস্কের স্বাধীনতা ও সাম্রাজ্য রক্ষার নীতি গ্রহণ করিয়াছিল।* অপরদিকে ফ্রান্সের সম্রাট তৃতীয়

নেপোলিয়নের যুদ্ধ বাধাইবার প্রয়োজনীয়তা

* "...the British Government needed an independent Turkey for the security of the eastern Mediterranean." A. J. P. Taylor ; *The Struggle for Mastery in Europe*, p. 69.

নেপোলিয়ন রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। ইহার পশ্চাতেও কতকগুলি কারণ ছিল। প্রথমত, তৃতীয় নেপোলিয়ন জার নিকোলাসের ব্যক্তিগত ব্যবহারে সন্তুষ্ট ছিলেন না, কারণ নিকোলাস তাঁহাকে ফ্রান্সের সম্রাট বলিয়া স্বীকার করিলেও চিঠিপত্রাদিতে তাঁহাকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিতেন না। দ্বিতীয়ত, তৃতীয় নেপোলিয়ন ভিয়েনা চুক্তি ভংগ করিয়া ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়ন বোনাপার্টি'র পরাজয়ের অপমান দূর করিতে চাহিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন পূর্বের মস্কো অভিযানের ব্যর্থতার প্রতিশোধ নেপোলিয়ন রাশিয়ার বিরুদ্ধে গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন। তৃতীয়ত, এক চমকপ্রদ পররাষ্ট্র-নীতির অনুসরণ করিয়া এবং যুদ্ধজয়ের গৌরব অর্জন করিয়া নেপোলিয়ন বোনাপার্টি'র আমলের ঐতিহ্য তিনি ফিরাইয়া আনিতে চাহিয়াছিলেন। তৃতীয় নেপোলিয়ন ফরাসী প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতিপদে নির্বাচিত হইয়া কৌশলে স্বয়ং ফ্রান্সের সম্রাটপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং প্রজাতন্ত্রের অবসান ঘটাইয়া দ্বিতীয় ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ফরাসী জাতি যাহাতে চমকপ্রদ পররাষ্ট্র-নীতির উন্মাদনায় মাতিয়া থাকে এবং তাহাদের প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা যে তিনি বিনাশ করিয়াছেন সেদিকে মনোযোগ দিতে না পারে সেজন্য নেপোলিয়নের পক্ষে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার প্রয়োজন ছিল।* এই সকল কারণে ফ্রান্স ও ইংলণ্ড তুরস্কের পক্ষে যোগদান করিতে প্রস্তুত হইল। রুশ তুরস্কের যুদ্ধে অস্ট্রিয়ারও শঙ্কিত হইবার যথেষ্ট কারণ ছিল। রাশিয়া এবং তুরস্ক উভয় দেশই ছিল অস্ট্রিয়ার নিকটতম প্রতিবেশী দেশ। এই কারণে এই দুই দেশের পরস্পর যুদ্ধ অস্ট্রিয়ার নিরাপত্তার পরিপন্থী ছিল। ইহা ভিন্ন অস্ট্রিয়া রাশিয়ার বিস্তার-নীতি ভীতির চক্ষে দেখিত। অস্ট্রিয়ার চেষ্টায় ভিয়েনা নগরীতে অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের প্রতিনিধিবর্গের এক বৈঠক বসিল। এই বৈঠকে 'ভিয়েনা প্রস্তাবপত্র'

জার নিকোলাসের প্রতি তৃতীয় নেপোলিয়নের অসন্তুষ্টি

নেপোলিয়ন বোনাপার্টির মস্কো অভিযানের প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা

চমকপ্রদ পররাষ্ট্র-নীতির প্রয়োজনীয়তা

অস্ট্রিয়ার ভীতি

'ভিয়েনা প্রস্তাবপত্র'

---

* "Napoleon needed success for the sake of his domestic position." Vide *The Struggle for Mastery in Europe*, Taylor, pp. 65-66.

(Vienna Note) নামে এক প্রস্তাবপত্র স্বাক্ষরিত হইল। এই প্রস্তাবে কুচুক-কেইনারজি ও আড্রিয়ানোপলের সন্ধির শর্তানুযায়ী তুরস্কের খ্রীস্টান প্রজাবর্গের উপর রাশিয়াকে যে অধিকার দেওয়া হইয়াছিল, তাহা স্বীকার করা হইল, কিন্তু তাহার অতিরিক্ত কিছু যাহাতে রাশিয়া না করে সেই দিকে জার নিকোলাসের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইল। নিকোলাস নিজের সুবিধানুযায়ী এই প্রস্তাবের ব্যাখ্যা করিলেন। এ বিষয় লইয়া রাশিয়া, ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিল। রাশিয়া শেষ পর্যন্ত এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিল এবং মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া ত্যাগ করিতে অস্বীকার করিল। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স তুরস্কের পক্ষে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। কিন্তু রাশিয়া সংগে সংগে মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া হইতে সৈন্য অপসারণ করিয়া যুদ্ধের মূল কারণ দূর করিল। যদিও ইহাতে ইংগ ফরাসী মিত্রশক্তির পক্ষে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইবার আর কোন প্রত্যক্ষ কারণ ছিল না, তথাপি ইংগ ফরাসী মিত্রশক্তি তখনও কৃষ্ণসাগরে রুশ প্রাধান্য নাশ, দানিউব নদীতে নৌচলাচলের অবাধ স্বাধীনতা স্বীকৃতি ও তুর্কী খ্রীস্টানদের উপর রাশিয়ার অভিভাবকত্ব এই তিনটি শর্ত রাশিয়ার উপরে চাপাইবার উদ্দেশ্যেই যুদ্ধ চালাইতে লাগিল।

নিকোলাস কর্তৃক সুবিধানুযায়ী 'ভিয়েনা প্রস্তাবপত্রের' ব্যাখ্যা

রাশিয়া কর্তৃক ভিয়েনা প্রস্তাব অগ্রাহ্য : ইংলণ্ড ও ফ্রান্স কর্তৃক রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

অস্ট্রিয়া এই যুদ্ধে যোগদান না করিলেও সর্বদা রাশিয়ার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিল। ১৮৪৮-৪৯ খ্রীস্টাব্দে হাংগেরীর বিদ্রোহ দমনে এবং ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দে প্রাশিয়ার সহিত অস্ট্রিয়ার অলমুজ (Olmutz) নামক স্থান-সংক্রান্ত কূটনৈতিক বিবাদে রাশিয়া অস্ট্রিয়াকে সাহায্য দান করিয়াছিল। তথাপি অস্ট্রিয়া শত্রুভাবাপন্ন থাকায় ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়ের পথ সহজ হইয়াছিল। কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যেই অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার দ্বন্দ্বের সুযোগ লইয়া রাশিয়া ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছিল।

অস্ট্রিয়া প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধের অংশ গ্রহণ না করিলেও পরোক্ষভাবে শত্রুতাসাধন

প্রাশিয়া বিসমার্কের পরামর্শে এই যুদ্ধ হইতে বিরত রহিল। ইহার ফলে পরবর্তী কালে জার্মান ঐক্য সাধনের যুদ্ধে প্রাশিয়া রাশিয়ার বন্ধুত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

প্রাশিয়া যুদ্ধ হইতে বিরত

পূর্বাঞ্চলের সমস্যায় কোনপ্রকার স্বার্থ জড়িত না থাকা সত্ত্বেও

পাইডমণ্ট্ সার্ডিনিয়া পনর হাজার সৈন্যসহ মিত্রপক্ষে যোগদান করিল। এই যুদ্ধে যোগদানে পাইডমণ্ট্ সার্ডিনিয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ইতালীয় ঐক্যের সমস্যাকে এক আন্তর্জাতিক প্রশ্নে পরিণত করা ও ইওরোপীয় শক্তিবর্গের সহানুভূতি, বিশেষত ফ্রান্সের বন্ধুত্ব লাভ করা এবং ফ্রান্সের সহায়তায় ইতালিকে ঐক্যবদ্ধ করা।

পাইডমণ্ট-সার্ডিনিয়ার মিত্রপক্ষে যোগদান

যুদ্ধের ঘটনা (Events of the War): যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে রাশিয়া সিলিস্ট্রিয়া (Silistria) নামক স্থানটি আক্রমণ করিল। কিন্তু এই স্থানটি অপ্রত্যাশিতভাবে আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ চালাইতে লাগিল। এমন সময় অস্ট্রিয়া রাশিয়াকে এক চরমপত্র প্রেরণ করিল। ইহাতে রাশিয়াকে অনতিবিলম্বে মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া ত্যাগ করিতে বলা হইল। সিলিস্ট্রিয়ার অপ্রত্যাশিত যুদ্ধ-ক্ষমতা তদুপরি অস্ট্রিয়ার যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা নিকোলাসকে মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া ত্যাগে বাধ্য করিল। যে কারণে যুদ্ধ শুরু হইয়াছিল তাহা রাশিয়ার এই দুইটি স্থান ত্যাগের সংগে সংগে দূরীভূত হইল। কিন্তু মিত্রশক্তি তখন যুদ্ধ অবসানের পক্ষপাতী ছিল না। তাহারা রাশিয়াকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিবার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ চালাইতে লাগিল। এইভাবে যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হইল।

যুদ্ধের প্রথম পর্যায়

সিলিস্ট্রিয়া আক্রমণ: অস্ট্রিয়ার চরমপত্র: রাশিয়া কর্তৃক মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া ত্যাগ

যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায়

এই পর্যায়ে ক্রিমিয়া ও সিবাস্তোপোল আক্রমণ হইল প্রধান ঘটনা। ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মিত্রশক্তি আলমা (Alma) এর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ক্রিমিয়া দখল করিল। বালাক্লাভা ও ইংকারম্যান (Balaclava and Inkerman) এই দুই যুদ্ধে রাশিয়া পরাজিত হইলে সিবাস্তোপোলের পতন ঘটিল।

আলমা, বালাক্লাভা ও ইংকারম্যান-এর যুদ্ধ: রুশ পরাজয়

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পূর্বেই প্রথম নিকোলাসের মৃত্যু হইলে তাঁহার পরবর্তী জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে অধিককাল যুদ্ধ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইল না। কিন্তু যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে তিনি কার্স (Kars) নামক স্থানটি জয় করিয়া পরাজয়ের অপমান হইতে রক্ষা পাইলেন। এমন সময় অস্ট্রিয়া রাশিয়াকে

নিকোলাসের মৃত্যু: দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের সিংহাসন লাভ: রাশিয়া কর্তৃক কার্স দখল: অস্ট্রিয়ার দ্বিতীয় চরমপত্র: যুদ্ধাবসান

পুনরায় যুদ্ধের অবসান ঘটাইবার জন্য কতকগুলি শর্ত-সম্বলিত এক চরমপত্র দিলে রাশিয়া তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। প্যারিসের সন্ধির দ্বারা ক্রিমিয়ার যুদ্ধের অবসান ঘটিল।*

প্যারিসের সন্ধি (মার্চ, ১৮৫৬) (Peace of Paris) : প্যারিসের সন্ধি দ্বারা ক্রিমিয়ার যুদ্ধের অবসান হইল। এই সন্ধির শর্তগুলিকে তিন পর্যায়ে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথম পর্যায়ের শর্তদ্বারা : (১) যুদ্ধের

প্রথম পর্যায়ের শর্তাবলী

সময় কৃষ্ণসাগর ও দার্দানেলিস্ প্রণালী সকলের নিকট সমভাবে বন্ধ করা হইল; (২) সকল দেশের বাণিজ্য-পোত কৃষ্ণসাগর ও দার্দানেলিস্ প্রণালীতে চলাচলের সমান অধিকার পাইল; (৩) দানিউব নদীতে নৌচালনার অবাধ অধিকার সকল দেশকেই সমানভাবে দেওয়া হইল; (৪) কৃষ্ণসাগর বা দার্দানেলিস্ উপকূলে রাশিয়া বা তুরস্কের

দ্বিতীয় পর্যায়ের শর্তাবলী

সামরিক ঘাঁটি স্থাপন নিষিদ্ধ করা হইল। দ্বিতীয় পর্যায়ের শর্তদ্বারা : (১) রাশিয়া তুরস্কের গোঁড়া খ্রীষ্টান-দের উপর অভিভাবকত্ব ত্যাগ করিল, (২) রাশিয়া দক্ষিণ-বেসারাবিয়া তুরস্ককে ফিরাইয়া দিল, ফলে রুশ রাজ্যসীমা দানিউব অঞ্চল হইতে অপসৃত

তৃতীয় পর্যায়ের শর্তাবলী

হইল। তৃতীয় পর্যায়ের শর্তদ্বারা : (১) তুরস্ককে ইওরোপীয় আন্তর্জাতিক আইন-কানুনের অধীনে আসিতে এবং ইওরোপীয় শক্তি-সমবায়ে যোগদান করিতে দেওয়া হইল; (২) ইওরোপীয় শক্তিবর্গ তুরস্কের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিল; (৩) সার্বিয়ার স্বায়ত্তশাসন তুরস্ক স্বীকার করিয়া লইল এবং তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত প্রজাবর্গের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে মনোযোগ দিবার প্রতিশ্রুতি দান করিল।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ তথা প্যারিসের সন্ধির গুরুত্ব (Importance of the Crimean War or Peace of Paris) : প্রথমত, ইংরেজ প্রতিনিধি লর্ড ক্ল্যারেণ্ডনের প্রস্তাবক্রমে স্থির হইল, যে-কোন

---

* ক্রিমিয়ার যুদ্ধে সামরিক চিকিৎসা বিভাগের ত্রুটির ফলে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর মধ্যে দারুণ পীড়া দেখা দেয়। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল তাঁহার সেবাকার্য দ্বারা মিত্র ও শত্রুপক্ষের রুগ্ন ও আহত সৈনিকদের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। এই কারণে তিনি পৃথিবীর ইতিহাসে অমর হইয়া আছেন।

ইওরোপীয় শক্তি যুদ্ধ ঘোষণা করিবার পূর্বে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিবাদ মিটাইবার চেষ্টা অবশ্যই করিবে। এই সদিচ্ছা প্রকাশের মধ্যে কাহারো আন্তরিকতা ছিল না বটে, তথাপি আন্তর্জাতিক সংগঠনের মাধ্যমে ইওরোপে শান্তিরক্ষার প্রয়োজন যে অনুভূত হইতেছিল তাহা এই প্রস্তাব হইতেই বুঝা যায়।

আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষার্থে আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত

দ্বিতীয়ত, জলযুদ্ধ নিয়ন্ত্রণের একটি নূতন আন্তর্জাতিক নীতি প্যারিস সম্মেলনে স্থিরীকৃত হয়। নিরপেক্ষ দেশের জাহাজ হইতে শত্রুপক্ষের কোন জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত করা নিষিদ্ধ করা হইল। যুদ্ধ-সামগ্রীর (contraband of war) ক্ষেত্রে অবশ্য এই নীতি প্রযোজ্য হইবে না।

জলযুদ্ধ নিয়ন্ত্রণের নীতি গৃহীত

তৃতীয়ত, এই যুদ্ধের দ্বারা রাশিয়ার ক্রমবিস্তার নীতি রুদ্ধ হইল এবং রাশিয়ার আন্তর্জাতিক সম্মান ও প্রতিপত্তি বহুল পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইল। তুরস্ক আরও কিছুকাল নিরাপদে বাঁচিয়া থাকিবার অর্থাৎ একটি সাম্রাজ্য হিসাবে টিকিয়া থাকিবার সুযোগ লাভ করিল।

চতুর্থত, ফ্রান্সের সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন কর্তৃক বোনাপার্টির আমলের ফরাসী সাম্রাজ্যের মর্যাদা পুনরায় ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা অতি সামান্যভাবে সফল হইল।

রাশিয়ার আন্তর্জাতিক মর্যাদা হ্রাস ক্রমবিস্তার প্রতিহত: তৃতীয় নেপোলিয়নের গৌরব বৃদ্ধি

পঞ্চমত, ইংলণ্ড এই যুদ্ধের ফলে অত্যন্ত ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িল। উপরন্তু ইওরোপীয় মহাদেশে কোন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিবার মত সামরিক শক্তি ইংলণ্ডের নাই একথাও প্রমাণিত হইল। সমুদ্রবক্ষে প্রাধান্য এবং নিজ দেশরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি ও সামর্থ্য থাকিলেও ইওরোপীয় মহাদেশের স্থলযুদ্ধে তেমন তৎপরতা বা শক্তি দেখাইবার মত ক্ষমতা ইংলণ্ডের নাই একথাই ক্রিমিয়ার যুদ্ধে প্রমাণিত হইল।*

ইংলণ্ডের ঋণগ্রস্ততা

ষষ্ঠত, ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ভিয়েনা সম্মেলন কর্তৃক স্থাপিত এবং কন্সার্ট অব ইওরোপ কর্তৃক সংরক্ষিত ইওরোপীয় শান্তির যুগের অবসান ঘটাইয়া এক

* "One of the first and most important of these general results was the putting an end to Great Britain as a military factor in European politics." *World History*, Fueter, p. 220.

নূতন যুদ্ধের যুগের সূচনা করিল।* ইংরেজদের স্বার্থের দিক দিয়া বিচার করিয়া অনেকেই ইংলণ্ডের পক্ষে এই যুদ্ধে যোগদান নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক বলিয়াছেন, কিন্তু ইওরোপের বৃহত্তর স্বার্থের দিক দিয়া বিচার করিলে এই যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং এই বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে যুদ্ধে যোগদান করা ইংলণ্ডের পক্ষে অযৌক্তিক ছিল না।

ইংলণ্ডের জাতীয় ঋণ বৃদ্ধি

সপ্তমত, ইতালির রাজনৈতিক ঐক্য ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পরোক্ষ ফল হিসাবে বিবেচনা করা হইয়া থাকে। এই যুদ্ধে যোগদান করিয়াই পাইড্‌মণ্ট-সার্ডিনিয়ার প্রধান মন্ত্রী ক্যাভুর (Cavour) ইতালির ঐক্যের প্রশ্নকে এক আন্তর্জাতিক প্রশ্নে রূপান্তরিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং তৃতীয় নেপোলিয়নের সাহায্য ও সহানুভূতি লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইতালির ঐক্যের সূত্রপাত ক্রিমিয়ার যুদ্ধের মাধ্যমেই হইয়াছিল।† ইহা ভিন্ন ইতালির ঐক্যের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া জার্মানি ঐক্যবদ্ধ হইয়াছিল।

ইতালির ঐক্যের প্রথম পদক্ষেপ : ইতালির সমস্যা আন্তর্জাতিক সমস্যায় রূপান্তরিত

অষ্টমত, ক্রিমিয়ার যুদ্ধ রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থার দোষ-ত্রুটি সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল। এই যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়ের পশ্চাতে আভ্যন্তরীণ অব্যবস্থা কতদূর দায়ী ছিল সেই কথা উপলব্ধি করিয়া জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার এক ব্যাপক পুনরুজ্জীবনের পরিকল্পনা গ্রহণে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর ইওরোপে রুশ অগ্রগতি সম্পূর্ণভাবে প্রতিহত হওয়ায় রাশিয়ার পররাষ্ট্র-নীতি এক নূতন পন্থা অবলম্বনে বাধ্য হইয়াছিল। ফলে, মধ্য-এশিয়ায় পারস্য ও আফগানিস্তানের সীমা পর্যন্ত রাশিয়ার রাজ্য-সীমা বিস্তারলাভ করিল। দক্ষিণে ককেশাস পর্বতের পাদদেশ রুশ রাজ্যভুক্ত হইল। ইহা ভিন্ন, এই সময় হইতেই রুশ পররাষ্ট্র-নীতি ফ্রান্সের বিরোধিতা সাধনে

রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ পুনরুজ্জীবন

পারস্য ও আফগানিস্তানের দিকে রাশিয়ার অগ্রগতি

* "The Crimean War also opened an era of great wars on Europe." *Idem.*
† "Out of the mud of Crimea a new Italy was made and less obviously a new Germany." Ketelbey, p. 210.

প্রবৃত্ত হইল। ফ্রান্সের সহিত রাশিয়ার শত্রুতার কোন কারণ ছিল না। কিন্তু তৃতীয় নেপোলিয়নের ক্রিমিয়ার যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার ফল হিসাবেই দ্বিতীয় ফরাসী সাম্রাজ্য (Second French Empire)-এর পতন ঘটান রুশ পররাষ্ট্র-নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইল।

অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার শত্রুতা : জার্মানি ও ইতালির প্রাধান্য নাশ

নবমত, ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রাশিয়ার পূর্ব-সহানুভূতি ও সাহায্যের কথা বিস্মৃত হইয়া রাশিয়ার বিরোধিতা করার পরবর্তী বহু বৎসর ধরিয়া অস্ট্রিয়া রাশিয়ার সাহায্য ও সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল।* এই কারণেই অস্ট্রিয়াকে ইতালি ও জার্মানির হস্তে বার বার পরাজিত হইতে হইয়াছিল। ফলে, ইতালি ও জার্মানি হইতে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য চিরতরে লোপ পাইয়াছিল, এবং সেই স্থলে স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ ইতালি ও জার্মান রাজ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল।

ইওরোপের শান্তিভঙ্গ

তুরস্ক সাম্রাজ্যের টিকিবা থাকিবার সুযোগ

দশমত, এই যুদ্ধের ফলে তুরস্ক সাম্রাজ্য আরও কিছু কাল টিকিয়া থাকিবার সুযোগ পাইয়াছিল। তুরস্কের সুলতান দূরদর্শী নীতি অনুসরণ করিলে এই সময়ে নিজের শাসনব্যবস্থার ত্রুটি ও অপরাপর দুর্বলতা দূর করিয়া তুরস্ক সাম্রাজ্যকে স্থায়িত্বদানে সক্ষম হইতে পারিতেন।

সর্বশেষে ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ইওরোপের রাজনীতিক্ষেত্রে দীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের শান্তি ভঙ্গ করিয়া পরবর্তী কালের কয়েকটি যুদ্ধের সূত্রপাত করিয়াছিল।

সমালোচনা (Criticism) : অনেকের মতে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ যেমন অতি সামান্য কারণে শুরু হইয়াছিল, উহার প্রকৃতিও ছিল তেমনি সংকীর্ণ ও গৌরবহীন, আর উহার ফলাফল ছিল ততোধিক নগণ্য। এই যুদ্ধের যৌক্তিকতা সম্পর্কে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। ফরাসী ঐতিহাসিক

* "The Crimean War checked and humiliated Russia, gave a new lease of life to Turkey under the joint protection of the powers. Napoleon III gained a great advertisement, England a heavy National Debt, Austria an enemy for a generation." Ketelbey, p. 210.

কারণ অতি সামান্য, প্রকৃত সংকীর্ণ, ফলাফল নগণ্য

ও মন্ত্রী এ্যাডল্‌ফি থিয়ার্স (Adolphe Thiers) ইহাকে "কবরের চাবিকাঠি লইয়া হীন যাজকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-প্রসূত যুদ্ধ" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।* কিংলেক (Kinglake), স্যার রবার্ট মোরিয়ার** (Sir Robert Morier) প্রমুখ অনেকে ক্রিমিয়ার যুদ্ধকে আধুনিক যুগের সর্বাধিক অনাবশ্যক এবং অযৌক্তিক যুদ্ধ বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু লর্ড ক্রোমার (Lord Cromer) প্রমুখ অন্যান্য লেখকগণ সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন। ইঁহাদের মতে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ না ঘটিলে বলকান দেশগুলির স্বাধীনতা লাভ সম্ভব হইত না এবং কনস্টান্টিনোপল রাশিয়ার দখলে চলিয়া যাইত। বস্তুত, ক্রিমিয়ার যুদ্ধের ফলেই ইতালি ও জার্মানির রাজনৈতিক ঐক্য, বলকান দেশগুলির স্বাধীনতা প্রভৃতি ইওরোপীয় ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল।

থিয়ার্স, কিংলেক ও স্যার রবার্ট মোরিয়ার-এর অভিমত : আধুনিক যুগের সর্বাধিক অনাবশ্যকীয় যুদ্ধ

লর্ড ক্রোমার-এর মত : বলকান স্বাধীনতা ও তুরস্কের নিরাপত্তা যুদ্ধের ফলস্বরূপ

আধুনিক ঐতিহাসিক টেলর (A. J. P. Taylor)-এর মতে ইওরোপের শক্তিবর্গের পরস্পর সন্দেহ হইতেই এই যুদ্ধের সূচনা হইয়াছিল, পরস্পর আক্রমণ হইতে নহে। তথাপি এই যুদ্ধের যে প্রয়োজন ছিল না, একথা বলা চলে না।† তাঁহার মতে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ইওরোপের স্বার্থের জন্যই সংঘটিত হইয়াছিল, তুরস্কের স্বার্থে নহে। এই যুদ্ধ রাশিয়ার বিরুদ্ধে চালান হইয়াছিল, কিন্তু তাই বলিয়া উহা তুরস্কের স্বার্থ রক্ষার যুদ্ধ একথা বলা চলে না।†† টেলর এ কথা বলেন যে, ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে হাঙ্গেরীর বিদ্রোহ দমনে অস্ট্রিয়াকে সাহায্য করিয়া রাশিয়া অস্ট্রিয়ার উপর যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল সেই সূত্রে ইতালি ও জার্মানির উপর রাশিয়ার প্রাধান্যমূলক প্রভাব বিস্তৃত হওয়ার আশংকা ছিল। কারণ, ইতালি ও জার্মানি ছিল তখন

* "A war to give a few wretched monks the key of Grotto."—*Thiers.* Ketelbey, p. 191.

** "The only perfectly useless modern war that has been waged." Marriot : *A History of Europe,* p. 177.

† "Mutual fear, not mutual aggression, caused the Crimean War. Nevertheless it was not a war without a purpose." A. J. P. Taylor : *The Struggle for Mastery in Europe,* p. 61.

‡ "......it was fought against Russia not in favour of Turkey." *Idem,* also vide, David Thomson : *Europe Since Napoleon,* p. 227.

অস্ট্রিয়ার প্রাধান্যাধীন। এদিক দিয়া বিচার করিলে মধ্য-ইওরোপকে রুশ প্রাধান্য হইতে মুক্ত রাখাই ছিল ক্রিমিয়ার যুদ্ধের অন্যতম কারণ।

প্রত্যক্ষ ফলাফলের দিক দিয়া বিচার করিলে এই ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে, ক্রিমিয়ার যুদ্ধের ফলে দীর্ঘকাল কোন স্থায়ী ব্যবস্থা স্থাপিত হয় নাই; এই যুদ্ধের ফলে পূর্বাঞ্চলের সমস্যারও কোন উপযুক্ত সমাধান সম্ভব হয় নাই। পরবর্তী কয়েক বৎসরের মধ্যেই রাশিয়া প্যারিসের সন্ধির শর্তাদি ভাঙ্গিতে সমর্থ হইয়াছিল। সমসাময়িকভাবে ইওরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্র হইতে রাশিয়া অপসারিত হইলেও ঐ সময়ে রাশিয়া মধ্য-এশিয়ায় রাজ্য বিস্তার করিয়া সেই ক্ষতি পূরণ করিয়া লইয়াছিল। সুতরাং সেই লোকক্ষয়কারী বিশাল যুদ্ধের হয়ত কোন প্রয়োজনই ছিল না।

প্রত্যক্ষ ফল নগণ্য

ইতালির ঐক্য, জার্মানির ঐক্য, বলকান স্বাধীনতা ইত্যাদি ইহার গুরুত্বপূর্ণ পরোক্ষ ফল

তথাপি এই যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফলাফলের গুরুত্ব বিচার করিয়া ইহাকে অপ্রয়োজনীয় ও অযৌক্তিক যুদ্ধও বলা চলে না। এই যুদ্ধের অপ্রত্যাশিত ফল ও প্রভাব-ই ছিল ইহার প্রধান গুরুত্ব।* ইতালির ঐক্য, জার্মানির ঐক্য, বলকান স্বাধীনতা ও পুনর্গঠন, ভিয়েনা ব্যবস্থার লোপ—ইত্যাদি সব কিছুই ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সূত্র ধরিয়া ঘটিয়াছিল। ইহা ভিন্ন মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া এই দুইটি স্থানের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার স্বীকৃত হওয়ার ফলে, পরবর্তী কয়েক বৎসরের মধ্যেই (১৮৫৯) এই দুইটি স্থান ঐক্যবদ্ধ হইয়া একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘটিয়াছিল ক্রিমিয়ার যুদ্ধ এক বিরাট স্রোতস্বতীর ন্যায় দুই কূল ছাপাইয়া সমগ্র ইওরোপে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের এক প্লাবনের সৃষ্টি করিয়াছিল। সুতরাং ইওরোপীয় ইতিহাসে এই যুদ্ধের গুরুত্ব কম ছিল না।

---

* "It was a fumbling war, probably unnecessary, largely futile and certainly extravagant, yet rich in unintended consequences......It, therefore, cleared the way for remodelling of Germany and Italy by means of war." David Thomson, p. 227.

বিংশ অধ্যায়

তৃতীয় নেপোলিয়ন ও দ্বিতীয় ফরাসী সাম্রাজ্য

(Napoleon III & the Second French Empire)

তৃতীয় নেপোলিয়ন (Napoleon III) : ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের (১৮৪৮) ফলে ফ্রান্স এক প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হইল। তৃতীয় নেপোলিয়ন এই প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইলেন। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী বিপ্লব যেমন নেপোলিয়ন বোনাপার্টি'র উত্থানের সুযোগ সৃষ্টি করিয়াছিল, ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবও তেমনি তৃতীয় নেপোলিয়ন এর উত্থানের পথ প্রশস্ত করিয়াছিল।

ফেব্রুয়ারি বিপ্লব : লুই নেপোলিয়ন-এর উত্থান

প্রথম জীবন (Early Life) : লুই নেপোলিয়ন (৩য় নেপোলিয়ন) ছিলেন সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্টি'র ভ্রাতুষ্পুত্র এবং হল্যাণ্ডরাজ লুই বোনাপার্টি'র পুত্র। তিনি ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ওয়াটারলু'র যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে নেপোলিয়ন সাত বৎসরের বালক লুই বোনাপার্টি'কে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া নাকি বলিয়াছিলেন, "কে বলিতে পারে—এই শিশুর মধ্যেই হয় ত আমার পরিবারের ভবিষ্যৎ নিহিত রহিয়াছে।"* নেপোলিয়ন-এর পতনের পর বোনাপার্টি পরিবার নির্বাসিত হইলে লুই নেপোলিয়ন তাঁহার মাতার সংগে দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়া নানাপ্রকার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। মাতার নিকট হইতে নেপোলিয়ন বোনাপার্টি'র অনন্যসাধারণ ক্ষমতার কথা শুনিয়া তাঁহার মনে নেপোলিয়ন সম্পর্কে এক গভীর শ্রদ্ধার সৃষ্টি হয়। নির্বাসিত অবস্থায়ও লুই নেপোলিয়ন মনে-প্রাণে এই কথা বিশ্বাস করিতেন যে, এমন একদিন আসিবে যখন তিনি ফ্রান্সের সিংহাসনে আরোহণ করিবেন এবং নেপোলিয়ন বোনাপার্টি'র পদাঙ্ক অনুসরণ করিবার সুযোগ পাইবেন। তিনি সুইট্‌জারল্যাণ্ড, ইতালি, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে রাজ-সদৃশ সম্মানের সহিত সমাজের উর্ধ্বতন শ্রেণীর সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করেন।

লুই নেপোলিয়ন-এর জন্ম (১৮০৮)

সাত বৎসর বয়সে নির্বাসিত (১৮১৫)

নেপোলিয়ন বোনাপার্টির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা

ভবিষ্যৎ সম্পর্ক আশা, সুইট্‌জারল্যাণ্ড, ইতালি ও ইংলণ্ড ভ্রমণ

* "Who knows that the future of my race may not be with this boy."
—*Napoleon*, Vide, Ketelbey, p. 162.

ইতালিতে অবস্থানকালে তিনি নেপোলিয়ন-এর বৃদ্ধা মাতা লেটিজিয়া বোনাপার্টি'র সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার আশীর্বাদ গ্রহণ করেন। তিনি ইতালির 'কার্বোনারি' (Carbonary) নামক সন্ত্রাসবাদী দলের সদস্য হন। ইংলণ্ডে অবস্থান-কালে তিনি চার্টিস্ট্ আন্দোলনের (Chartist Movement) বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারকে স্পেশ্যাল কন্‌স্টেবল (Special Constable) হিসাবে সাহায্য করেন। কিন্তু এই সকল ভাগ্য-বিবর্তনের মধ্যেও তিনি ভবিষ্যতের আশা ত্যাগ করেন নাই। এমন কি, ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্ট্রাস্‌বার্গ নামক স্থানে অল্প সংখ্যক সৈন্য যোগাড় করিয়া ক্ষমতালাভের চেষ্টা করেন। কিন্তু ইহাতে তিনি অকৃতকার্য হন এবং ফরাসী সৈন্য কর্তৃক ধৃত হন। ফলে তিনি আমেরিকায় নির্বাসিত হন। অল্পকালের মধ্যে লুই নেপোলিয়ন আমেরিকা হইতে চলিয়া আসিতে সমর্থ হন। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসীরাজ লুই ফিলিপ্প (১৮৩০ ৪৮) নেপোলিয়ন বোনাপার্টি'র দেহাবশেষ সেণ্ট হেলেনা হইতে প্যারিসে সমাহিত করিবার ব্যবস্থা করিলে ফরাসী জাতির মধ্যে নেপোলিয়ন-এর প্রতি এক অতি গভীর শ্রদ্ধার প্রকাশ দেখা যায়। সেই সুযোগে লুই নেপোলিয়ন বোলোন্ (Boulogne) নামক স্থানে সামরিক শক্তির সাহায্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করেন। এবারও তিনি অকৃতকার্য হন এবং হ্যাম (Ham) নামক দুর্গে তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখা হয়। এখান হইতে তিনি ছদ্মবেশে পলায়ন করিতে সমর্থ হন।

ইতালিতে কার্বোনারি-এর সদস্য

ইংলণ্ডে স্পেশ্যাল কন্‌স্টেবল

স্ট্রাস্‌বার্গে ক্ষমতা লাভের চেষ্টা (১৮৩৬)

আমেরিকায় নির্বাসিত

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে বোলোন্ নামক স্থানে ক্ষমতালাভের বৃথা চেষ্টা : হ্যাম দুর্গে বন্দী

হ্যাম দুর্গ হইতে ছদ্মবেশে পলায়ন

দ্বিতীয় ফরাসী সাম্রাজ্যের উত্থান (Rise of the Second French Empire) : ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে লুই নেপোলিয়ন-এর ভাগ্যরবি উদিত হয়। লুই ফিলিপ্পর পতনের ফলে তাঁহার ফ্রান্সে ফিরিয়া আসিবার কোন বাধা রহিল না। তিনি নবপ্রতিষ্ঠিত ফরাসী প্রজাতন্ত্রের অধীনে কার্যগ্রহণে আগ্রহ জানাইলে তাঁহাকে প্রথমে আইনসভা বা গণপরিষদের সদস্য নির্বাচন

ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তন

করা হয়। এই সভার সদস্য হিসাবে লুই নেপোলিয়ন নিজ ক্ষমতার বিশেষ কোন পরিচয় দিতে সক্ষম না হইলেও তাঁহার সুমধুর ব্যবহার, বিচক্ষণতা এবং সর্বোপরি তাঁহার গাম্ভীর্য ও আত্মমর্যাদা ফরাসী জাতির শ্রদ্ধা অর্জন করিল। ঐ সময় 'নেপোলিয়ন' নামের মোহ জনসাধারণকে পাইয়া বসিয়াছিল। লুই নেপোলিয়ন এর নামের মধ্যে 'নেপোলিয়ন' শব্দটি থাকায় তিনিও ফরাসী জাতির প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। 'নেপোলিয়ন' নামধারী যে-কোন ব্যক্তিই তখন ফরাসী জাতির সমর্থন লাভের যোগ্য ছিল। জুলাই ও ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর ফরাসী জাতি দৃঢ় শাসনব্যবস্থার অধীনে শান্তিতে বাস করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। লুই নেপোলিয়ন-এর পক্ষে দৃঢ় এবং স্থায়ী শাসনব্যবস্থা স্থাপন করা সম্ভব হইবে এই ধারণা তাহাদের মনে বদ্ধমূল হইল; স্বভাবতই লুই নেপোলিয়ন যখন নূতন প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি-পদের জন্য নির্বাচন-প্রার্থী হইলেন তখন পঞ্চান্ন লক্ষেরও অধিক ভোটে তিনি নির্বাচিত হইলেন।* ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে লুই নেপোলিয়ন ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি-পদে অধিষ্ঠিত হইলেন।

গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত

'নেপোলিয়ন' নামের মোহ

ফরাসী জাতির শান্তিপূর্ণ জীবনের জন্য ব্যাকুলতা

লুই নেপোলিয়ন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত

নবপ্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি হিসাবে লুই নেপোলিয়নকে আইন-সভার সহিত যুঝিতে হইয়াছিল। পররাষ্ট্র-নীতি লইয়া আইনসভার সহিত তাঁহার মতানৈক্য দেখা দিল। আইনসভার অধিকাংশ সভ্যই ছিলেন ক্যাথলিক যাজক সম্প্রদায়ভুক্ত ও রাজতন্ত্রের সমর্থক। কিন্তু তাঁহারা চাহিয়াছিলেন বুরবোঁ, অন্তত অর্লিয়েন্স পরিবারের কোন বংশধরকে সিংহাসনে বসাইতে। ইহা ভিন্ন তাঁহারা বিপ্লবের ভয়েও অত্যন্ত ভীত ছিলেন। লেদ্রু রোলিন নামক উগ্র-বামপন্থী নেতার নেতৃত্বে এক বিপ্লবাত্মক বিদ্রোহ দেখা দিলে তাহা সহজেই দমন করা হইল বটে, কিন্তু এই ভীতির ফলে আইনসভার বামপন্থী অনেক সদস্যকে সভার

রাষ্ট্রপতি ও আইন-সভার মধ্যে মতানৈক্য

* Louis Napoleon five and half-million votes (55,00000); Cavaignac a million and a half (15,00000). Ledru-Rollin three hundred and seventy thousand (370,000); Lamartine seventeen thousand (17,000) only.

সদস্যপদ হইতে বহিষ্কৃত করা হইল। ইহা ভিন্ন বামপন্থীদের প্রভাব কমাইবার উদ্দেশ্যে ভোটাধিকারও হ্রাস করা হইল। ভোটদাতাকে ভোট দিবার পূর্ববর্তী তিন বৎসর একই স্থানে বাস করিতে হইবে—এই আইন গৃহীত হওয়ার ফলে এক বিশালসংখ্যক ভোটদাতার ভোটাধিকার নাকচ হইয়া গেল। যে সকল শ্রমজীবী একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে বাধ্য হইত তাহাদের অনেকেই ভোটাধিকার হারাইল। এইভাবে আইনসভা পূর্বাপেক্ষা অধিক রাজতান্ত্রিক হইয়া উঠিল এবং রাষ্ট্রপতির সহিত আইনসভার মতানৈক্য দিন দিন বাড়িয়া চলিল। কিন্তু আইনসভার সদস্যদের সহিত তাঁহার মতানৈক্য হইলেও জনসাধারণের নিকট তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রিয়।

আইনসভায় বামপন্থী প্রভাব দমনের চেষ্টা

শ্রমজীবীদের ভোটাধিকার হ্রাস: তিন বৎসর একই স্থানে বসবাসের আইন

লুই নেপোলিয়ন দেখিলেন যে, ইতিমধ্যে তাঁহার রাষ্ট্রপতি-পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার চারি বৎসরকাল প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছে। তিনি পুনরায় যাহাতে রাষ্ট্রপতি-পদে নির্বাচিত হইতে পারেন সেইজন্য প্রজাতান্ত্রিক শাসনবিধির পরিবর্তনের চেষ্টা করিলেন। আইনসভার দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে এই শাসনবিধির পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা সম্ভব ছিল, কিন্তু লুই-এর দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতি-পদে নির্বাচনপ্রার্থী হওয়ার জন্য দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন পাওয়া গেল না। তখন লুই জনসাধারণের সহায়তা লাভের আশায় এক কূটনৈতিক চাল চালিলেন। তিনি প্রাপ্তবয়স্ক মাত্রেরই ভোটাধিকার পুনঃস্থাপনের চেষ্টা করিলেন। একই স্থানে তিন বৎসর বাস করিবার ভোটাধিকার লাভের যে নীতি কিছুদিন পূর্বে আইনসভা কর্তৃক গৃহীত হইয়াছিল তাহা তিনি নাকচ করিবার চেষ্টা করিলেন। আইনসভা ইহার বিরোধিতা করিলে লুই নেপোলিয়ন আইনসভা ভাঙ্গিয়া দিলেন। থিয়ার্স, ক্যাভাইগনাক্ প্রমুখ কয়েকজন সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হইল। লুই-এর বিরোধী পক্ষ প্যারিস নগরীতে সশস্ত্র বিদ্রোহের চেষ্টা করিলে অতি সহজেই তাহা দমন করা হইল।

লুই নেপোলিয়ন কর্তৃক শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের চেষ্টা

লুই নেপোলিয়ন কর্তৃক জনসাধারণের সমর্থন লাভের চেষ্টা

লুই নেপোলিয়ন কর্তৃক আইনসভা ভঙ্গ

লুই নেপোলিয়ন এক নূতন শাসনতন্ত্রের প্রস্তাব জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করিলেন। এই শাসনতন্ত্র অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি দশ বৎসর পর্যন্ত নিজপদে বহাল থাকিবেন। আইনসভা দুইটি কক্ষ লইয়া গঠিত হইবে। উর্ধ্বকক্ষের নাম হইবে কাউন্সিল-অব-স্টেট্। এই কাউন্সিলের সদস্যগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হইবেন। এই সভার দায়িত্ব ছিল প্রয়োজনীয় আইনের প্রস্তাব বা খসড়া প্রস্তুত করা। নিম্নকক্ষ বা লেজিস্লেটিভ এ্যাসেম্বলী প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিমাত্রেরই ভোটে নির্বাচিত হইবে। আইন পাস করা, বাজেট পাস করা ইত্যাদি যাবতীয় কাজের দায়িত্ব থাকিবে এই সভার উপর। জনসাধারণের ব্যক্তি-স্বাধীনতা, নাগরিক অধিকার ইত্যাদি নিরাপত্তা রক্ষার ভার দেওয়া হইল সিনেট নামে প্রেসিডেণ্ট বা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত একটি ক্ষুদ্র সমিতির উপর। বিপুল ভোটাধিক্যে এই নূতন শাসনতন্ত্র ফরাসী জনসাধারণ কর্তৃক গৃহীত হইল।* ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর তারিখে লুই নেপোলিয়ন এই নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হইলেন। এই ঘটনার এক বৎসরের মধ্যে (১৮৫২) লুই নেপোলিয়ন 'তৃতীয় নেপোলিয়ন' উপাধি ধারণ করিয়া ফরাসী সাম্রাজ্যের সম্রাটপদ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তিনি জনসাধারণের মত গ্রহণে ত্রুটি করিলেন না। সিনেটের প্রস্তাব-ক্রমে তিনি সম্রাটপদ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়া জনসাধারণের মতের জন্য ভোট গ্রহণ করিলেন। 'নেপোলিয়ন' নামের মোহ এবারও তাঁহাকে জয়যুক্ত করিল।† বিপুল ভোটাধিক্যে ফরাসী জাতি লুই নেপোলিয়নকে তাহাদের সম্রাট বলিয়া গ্রহণ করিল। ফ্রান্সে দ্বিতীয়বার সম্রাট ও সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইল।

নূতন শাসনতন্ত্র

দুই-কক্ষযুক্ত আইন-সভা: কাউন্সিল অব-ষ্টেট্ ও এ্যাসেম্বলী

সিনেট

জনসাধারণের মতানু-ক্রমে সম্রাটপদ গ্রহণ

দ্বিতীয় ফরাসী সাম্রাজ্যের প্রকৃতি (Character of the Second French Empire): সম্রাটপদ গ্রহণের পর তৃতীয় নেপোলিয়ন ফরাসী শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হইলেন।

* "There were 7,439,000 who voted *yes* and only 640,000 *noes*." Grant & Temperley, p. 269.

† "It was submitted to a plebiscite, and 7,824,000 were returned as saying *yes* while only 253,000 said *no*." Ibid, p. 219.

সম্রাটপদে অধিষ্ঠিত হইয়াই তৃতীয় নেপোলিয়ন তাঁহার খুল্লতাত নেপোলিয়ন বোনাপার্টি'র শাসনব্যবস্থার অনুকরণে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে সচেষ্ট হইলেন। তিনি বলপূর্বক ফরাসী প্রজাতন্ত্রের অবসান ঘটাইয়া দ্বিতীয় ফরাসী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সুতরাং এই অবৈধ কার্যকে বৈধতার রূপদান করিবার উদ্দেশ্য তিনি বাহ্যত (১) পার্লামেণ্টারী শাসন, (২) গণভোট দ্বারা রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান ও (৩) জনকল্যাণকর সংস্কার সাধন—এই তিনটি নীতি অনুসরণ করিয়া চলিলেন। তিনি স্বৈরতন্ত্র ও গণতন্ত্রের এক অভূতপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটাইয়াছিলেন। সিনেট, কাউন্সিল-অব-স্টেট্, এ্যাসেম্বলী প্রভৃতি সভা সমিতিগুলি তখনও রহিল। সিনেট ও কাউন্সিলের সদস্যমাত্রেই সম্রাটের মনোনীত ব্যক্তি হইবেন। বিচারপতি, বড় বড় শহর ও নগরের মেয়র প্রভৃতি সকলেই সম্রাট কর্তৃক মনোনীত হইবেন। এ্যাসেম্বলীর কোনপ্রকার আইনের প্রস্তাব আনয়নের ক্ষমতা রহিল না. এ্যাসেম্বলীর সদস্য নির্বাচনে সম্রাটের সপক্ষে সরকারী কর্মচারিগণ জনসাধারণকে প্রভাবিত করিতে সর্বদা প্রস্তুত রহিলেন। এইভাবে গণতান্ত্রিক কাঠামোর অন্তরালে সম্রাটের স্বৈরাচারী শাসন স্থাপিত হইল। দৃশ্যত তৃতীয় নেপোলিয়ন-এর শাসনব্যবস্থা প্রজাহিতৈষী বলিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক ছিল। কারণ, ফরাসী বিপ্লব-প্রসূত জনসাধারণের সার্বভৌমত্বের ধারণাই ছিল এই শাসনব্যবস্থার ভিত্তি। নেপোলিয়ন জনগণের মতানুক্রমে যেমন সম্রাটপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন তেমনি শাসনব্যাপারেও জনসাধারণের মতামতের মূল্য দেওয়ার বাহ্যিক ইচ্ছার তাঁহার অভাব ছিল না। কিন্তু এই বাহ্যিক গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থার অন্তরালে সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ করা, নির্বাচন প্রভাবিত করা, বিদ্যালয়গুলিতে সম্রাটের প্রতি আনুগত্য শিক্ষা দেওয়া, এ্যাসেম্বলী বা গণপরিষদের কার্য নিয়ন্ত্রণ করা ইত্যাদি একক প্রাধান্য স্থাপনের যাবতীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল। নেপোলিয়ন বোনাপার্টি'র অধীনে কনসালেট্ (Consulate) শাসনব্যবস্থায় যেরূপ একক প্রাধান্যের

সম্রাট শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী

তাঁহার উদ্দেশ্য

সিনেট, কাউন্সিল ও এ্যাসেম্বলী

দৃশ্যত প্রজাহিতৈষী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, বস্তুত স্বৈরাচারী একক প্রাধান্য

নেপোলিয়ন বোনাপার্টির কনসালেট্-এর অনুকরণ

-ব্যবস্থা ছিল সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন-এর অধীনেও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইল।

তৃতীয় নেপোলিয়ন-এর দেশ ও দেশবাসী প্রীতি

একক প্রাধান্য স্থাপিত হইলেও তৃতীয় নেপোলিয়ন ফ্রান্স ও ফরাসী জাতির উন্নতির কথা সর্বাগ্রে চিন্তা করিতেন। দেশ ও দেশবাসীর প্রতি তাঁহার ভালবাসা যে গভীর ছিল তাহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। কিন্তু স্বৈরাচারী শাসক হিসাবে দেশ ও দেশবাসীর উন্নতিসাধনে সর্বপ্রথমই প্রয়োজন ছিল

স্বৈরাচারী শাসনের সহিত দেশবাসীর উন্নতির সামঞ্জস্য বিধান

অপ্রতিহত একক প্রাধান্যের এবং এই একক প্রাধান্যের ভিত্তি ছিল সামরিক বাহিনী। সুতরাং তাঁহার শাসন-নীতি-ই ছিল স্বৈরাচারী ক্ষমতার সহিত দেশ ও দেশ-বাসীর উন্নতির সামঞ্জস্য বিধান করা; জনমতের উপর ভিত্তি করিয়া একক প্রাধান্য স্থাপন করা।*

তৃতীয় নেপোলিয়নের আভ্যন্তরীণ নীতি (Internal Policy of Napoleon III): দ্বিতীয় ফরাসী সাম্রাজ্যাধীন অর্থাৎ তৃতীয় নেপোলিয়নের আমলে ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটিয়াছিল।

তৃতীয় নেপোলিয়ন-এর নীতি নেপোলিয়ন বোনাপার্টির জীবনী হইতে গৃহীত

তৃতীয় নেপোলিয়ন তাঁহার জীবনের আদর্শ ও কার্য-নীতি নেপোলিয়ন বোনাপার্টির জীবন হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ফরাসী প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি-পদে নির্বাচিত হওয়ার বহু পূর্বেই তিনি "নেপোলিয়ন-এর কল্পনা" (Nepoleoinc Ideas) নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। এই পুস্তকে তিনি নেপোলিয়ন বোনাপার্টির শাসননীতির মূলকথার উল্লেখ করেন। তাঁহার মতে

দুইটি মূল নীতি: (১) স্বৈরাচারী শাসনাধীনে ফরাসী বিপ্লবের সুফলগুলি সংরক্ষণ, (২) স্বৈরাচারী শাসন স্থাপন

নেপোলিয়ন বোনাপার্টির প্রথম উদ্দেশ্য ছিল ফরাসী-বিপ্লবের মূল্যবান দানগুলিকে স্থায়ী করা, এবং এই উদ্দেশ্যে অপ্রতিহত একক ক্ষমতা গ্রহণ করা; দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক ও

* "Technically his power was based upon the will of the people as expressed in the plebiscite: actually it rested upon the army. In short, the fundamental idea underlying the Napoleonic regime was that of inverted democracy—Cæsarism. founded upon popular basis."—Lipson, p. 32.

ব্যক্তিস্বাধীনতা স্থাপন করা। তৃতীয় নেপোলিয়নও এই দুইটি নীতি অনুসরণ করিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। তিনি সুদৃঢ় শাসনব্যবস্থার সহিত স্বাধীনতার সামঞ্জস্য বিধান করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি নেপোলিয়ন বোনাপার্টির আমলের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করিতে চাহিয়াছিলেন এবং সেইজন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা প্রবর্তন করিলেন।

গণতান্ত্রিক কাঠামোর পশ্চাতে একক প্রাধান্য স্থাপন

(১) তিনি গণতান্ত্রিক কাঠামো অপরিবর্তিত রাখিয়া শাসনব্যবস্থার প্রকৃত ক্ষমতা নিজহস্তে গ্রহণ করিলেন। সিনেট ও কাউন্সিলের সদস্যগণ, বিচারপতিগণ, শহর ও নগরের মেয়রগণ সকলেই সম্রাট কর্তৃক মনোনীত হইলেন। এ্যাসেম্বলী বা গণপরিষদের নির্বাচন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটেই হইবে স্বীকৃত হইল, কিন্তু নির্বাচন প্রভাবিত করা এ্যাসেম্বলীর আইনের প্রস্তাব আনয়নের ক্ষমত হ্রাস করিয়া এ্যাসেম্বলীকে সম্রাটের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করিতে বাধ্য করা হইল।

শিক্ষা-ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ

(২) স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে ফরাসী জাতি শিক্ষালাভের সংগে সংগে নিয়মানুবর্তিতা ও সম্রাটের প্রতি আনুগত্য শিক্ষা করিতে পারে সেইজন্য শিক্ষাবিভাগকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিলেন।

সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ

(৩) সংবাদপত্রগুলির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা হইল। সরকারী অনুমতি ভিন্ন কোন নূতন সংবাদপত্র প্রকাশ করা বা সরকারের বিরুদ্ধে কোনপ্রকার মন্তব্য করা নিষিদ্ধ হইল। সামান্য ত্রুটির জন্য সংবাদপত্র প্রকাশ বন্ধ করিতে বাধ্য করা হইত। সাধারণ পুস্তক প্রকাশ সম্পর্কেও অনুরূপ ব্যবস্থা চালু ছিল।

সভা-সমিতিতে যোগদানের অধিকার নিয়ন্ত্রণ

(৪) সভা-সমিতিতে যোগদানের অধিকার আইনত অব্যাহত রহিল বটে, কিন্তু সভা-সমিতি নিয়ন্ত্রণের কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইল।

কল্যাণকর কার্যের দ্বারা জনসাধারণের স্বাধীনতা হরণের ক্ষতিপূরণের চেষ্টা

(৫) তৃতীয় নেপোলিয়ন সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক উন্নতিসাধন করিয়া ফরাসী জাতির কৃতজ্ঞতা অর্জন করিতে চাহিলেন। তাঁহার স্বৈরাচারী একক প্রাধান্যের ফলে ফরাসী জাতি যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা হারাইয়াছিল তাহার ক্ষতি তিনি সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যের দ্বারা

পূরণ করিতে চাহিলেন। জনকল্যাণ ও সমাজ উন্নয়ন কার্যাদি সরকারী পরিকল্পনার সর্বাগ্রে স্থানলাভ করিল। দরিদ্র জনসাধারণের প্রতি তিনি যে আন্তরিক সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন তাহা তাঁহার রচিত "দারিদ্র্যের অবসান" (*Extinction of Pauperism*) নামক পুস্তকে প্রকাশ পাইয়াছে। শিল্প ও বাণিজ্য তাঁহার উৎসাহে দ্রুতগতিতে উন্নতির পথে ধাবিত হইল। সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া শিল্পপতিগণ যাহাতে দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণ গ্রহণ করিতে পারে সেইজন্য 'ক্রেডিট্ ফঁসিয়ার' (*Credit foncier*) নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হইল। বৃহৎ শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় দীর্ঘ-মেয়াদী প্রচুর পরিমাণ অর্থ সাহায্য দিবার ব্যবস্থা করা হইল। 'ক্রেডিট্ মোবিলিয়ার' (*Credit mobilier*) নামক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ব্যাংক অব্ ফ্রান্সের শাখা দেশের সর্বত্র স্থাপন করা হইল। রেলপথের প্রসার ও উন্নতি বিধান করিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুবিধা বৃদ্ধি করা হইল; ডাকবিভাগও পূর্বাপেক্ষা বহু গুণে উন্নত করা হইল। এই সকল ব্যবস্থার ফলে দেশের সর্বত্র এক ব্যাপক পুনরুজ্জীবন শুরু হইল এবং দেশের শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্য আশাতীতভাবে উন্নতি লাভ করিল। নূতন নূতন প্রয়োজনের তাগিদে নূতন নূতন যন্ত্রপাতিও আবিষ্কৃত হইতে লাগিল। কুড়ি বৎসরের মধ্যে ফ্রান্সের মোট শিল্পোৎপাদন দ্বিগুণ হইল।

দরিদ্রের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি

শিল্প ও বাণিজ্যের উৎসাহ: শিল্প-ঋণের ব্যবস্থা—ক্রেডিট্ ফঁসিয়ার, ক্রেডিট্ মোবিলিয়ার

ব্যাঙ্ক অব ফ্রান্স-এর শাখা স্থাপন

রেলপথ ও ডাক-বিভাগের উন্নতি, শিল্প ও বাণিজ্যের আশাতীত উন্নতি: নূতন যন্ত্রপাতি আবিষ্কার, দ্বিগুণ শিল্পোৎপাদন

(৬) শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির ফলে শ্রমজীবীদের মজুরিও শতকরা প্রায় চল্লিশভাগ বৃদ্ধি পাইল, কিন্তু মোট আয়ের অধিকাংশই মুষ্টিমেয় শিল্পপতিদের হস্তে সঞ্চিত হওয়ায় এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় শ্রমজীবিগণের দুর্দশার তেমন লাঘব হইল না। কসাইদের একচেটিয়া কারবারের অধিকার নাকচ করিয়া প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মাংসের দাম কমাইবার এবং দরিদ্রের নিকট বাজার-দর অপেক্ষা সস্তায় রুটি বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করা হইল। কোনপ্রকার অজন্মা বা অন্য কোন দৈব-

শ্রমজীবীদের উন্নতি, দরিদ্রের জন্য সস্তায় রুটির ব্যবস্থা

দৈব-দুর্ঘটনার সময় সরকারী সাহায্যদান, বেকার সমস্যা দূরীকরণ, সরকারী কারখানা স্থাপন

দুর্ঘটনায় প্রপীড়িত লোকদের জন্য সাহায্যভাণ্ডার, সরকারী সাহায্যদান, বেকার সমস্যা দূর করিবার উদ্দেশ্যে সরকারী কারখানা স্থাপন ইত্যাদি নানা-প্রকার আধুনিক ব্যবস্থা তৃতীয় নেপোলিয়ন-এর আমলে অবলম্বিত হইয়াছিল।

প্যারিস ও অন্যান্য শহরে প্রাসাদ ও হর্ম্যাদি নির্মাণ

(৭) প্যারিস ও অন্যান্য শহরগুলিতে নূতন নূতন প্রাসাদ ও অন্যান্য আধুনিক রুচিসম্মত হর্ম্যাদি নির্মাণ করা হইল। প্যারিস্ তৃতীয় নেপোলিয়নের আমলেই উহার আধুনিক রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণ, লুভার মিউজিয়াম (Louvre Museum)-এর প্রসার প্রভৃতি নানাবিধ কাজ সেই সময়ে সম্পন্ন করা হইয়াছিল।

উদারনৈতিক শাসন-ব্যবস্থা স্থাপন

(৮) ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তৃতীয় নেপোলিয়ন তাঁহার স্বৈরাচারী একক অধিনায়কত্ব কতক পরিমাণে হ্রাস করিয়া উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থা স্থাপন করেন। এজন্য ১৮৬০-৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দশ বৎসর ফ্রান্স 'উদারনৈতিক সাম্রাজ্য' (Liberal Empire) নামে পরিচিত ছিল। তাঁহার পররাষ্ট্র নীতির বিফলতার সংগে সংগে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তিনি উদারনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে শুরু করিলেন। কিন্তু ইতালির যুদ্ধে যোগদান করিয়া (১৮৫৯) তিনি ফ্রান্সের ক্যাথলিক যাজক সম্প্রদায়ের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি ছিলেন অবাধ-বাণিজ্যনীতিতে বিশ্বাসী। তিনি ইংলণ্ডের সহিত এক বাণিজ্যিক চুক্তি (Cobden Treaty) স্বাক্ষর করিয়া ইংলণ্ড হইতে আমদানি দ্রব্যের উপর শুল্ক কমাইয়া দিলেন। ইহাতে শিল্পপতিগণ তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইল। তৃতীয় নেপোলিয়ন মনে-প্রাণে বিশ্বাস করিতেন যে, অবাধ-বাণিজ্যের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক ও উহার ফলে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান শুরু হইলে আন্তর্জাতিক শান্তি আপনা হইতেই স্থাপিত হইবে। শ্রম-জীবীদের অবস্থার উন্নতিসাধনের চেষ্টাও তিনি করিয়া-ছিলেন। এই সকল কারণে ব্যবসায়ী শ্রেণী তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইল। সুতরাং যাজক সম্প্রদায় ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের বিরাগভাজন হইয়াও তিনি জনসাধারণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া

ইতালির যুদ্ধ : যাজক সম্প্রদায়ের অসন্তুষ্টি

অবাধ-বাণিজ্যনীতি : ব্যবসায়ী ও শিল্প-পতিদের অসন্তুষ্টি

সিনেট ও এ্যাসেম্ব্লীকে সরকারী নীতি ও কার্য-কলাপ সমালোচনায় অধিকার দান

তাঁহার শাসনব্যবস্থার পশ্চাতে জাতির সমর্থন লাভ করিতে চাহিলেন। এই-জন্য তিনি সিনেট (Senate) ও এ্যাসেম্ব্লীকে (Assembly) সরকারী নীতি ও কার্যকলাপের সমালোচনা করিবার অধিকার দিলেন। বাজেট পাস করিবার ক্ষমতাও এ্যাসেম্ব্লীকে দেওয়া হইল। ক্রমে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সভা-সমিতিতে সমবেত হইবার অবাধ অধিকার, দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা গঠন প্রভৃতি গণ-তান্ত্রিক সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হইল। কিন্তু এই সব সত্ত্বেও সম্রাট-বিরোধী জনমত দিন দিনই শক্তিশালী হইয়া উঠিতে লাগিল। তৃতীয় নেপোলিয়ন-এর বিরোধী দলগুলি এই সুযোগ ছাড়িল না। প্রজা-তান্ত্রিক দল, ক্যাথলিক যাজক সম্প্রদায়, বুর্বোঁ রাজ-বংশের সমর্থকগণ, লুই ফিলিপের পরিবারের (অর্লিয়েন্স পরিবার) সমর্থকগণ, এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায় সমবেতভাবে তৃতীয় নেপো-লিয়নের পতন ঘটাইতে বদ্ধপরিকর হইল।

বাজেট পাসের অধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সভা-সমিতির অধিকার, দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা স্থাপন

বিরোধী দলের সমবেত আক্রমণ

লুই নেপোলিয়ন-এর পররাষ্ট্র-নীতি (Louis Napoleon's Foreign Policy): তৃতীয় নেপোলিয়ন-এর পররাষ্ট্র-নীতির সাফল্যের একটি বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। পররাষ্ট্র-নীতির সাফল্যের উপর তাঁহার আন্তর্জাতিক মর্যাদাই কেবল নির্ভর করিত না, তাঁহার আভ্যন্তরীণ নীতির সাফল্যও সম্পূর্ণভাবে তাঁহার পররাষ্ট্র-নীতির উপর নির্ভরশীল ছিল।

পররাষ্ট্র-নীতির সাফল্যের উপর আভ্যন্তরীণ নীতির সাফল্য নির্ভরশীল

ব্যক্তিগত ইচ্ছার দিক দিয়া দেখিতে গেলে তৃতীয় নেপোলিয়ন আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে শান্তিরক্ষা করিয়া চলিবার পক্ষপাতী ছিলেন।* কিন্তু গৌরবলিপ্সু ফরাসী জাতির সম্রাট হিসাবে আন্তর্জাতিক গৌরব অর্জন করা তাঁহার একান্ত প্রয়োজন ছিল; আর যুদ্ধ জয় করাই ছিল সেই গৌরব অর্জনের একমাত্র পন্থা। ইহা ভিন্ন তৃতীয় নেপোলিয়ন একথাও জানিতেন যে, লুই ফিলিপের পতনের একমাত্র কারণই ছিল তাঁহার শান্তিবাদী পররাষ্ট্র-নীতি। এই কারণে নিজের সম্রাটপদ রক্ষার জন্যই তৃতীয় নেপোলিয়নকে যুদ্ধনীতি গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

ব্যক্তিগতভাবে শান্তি-রক্ষার পক্ষপাতী

ভাবপ্রবণ, গৌরবলিপ্সু ফরাসী জাতির জন্য যুদ্ধের প্রয়োজন

* "He declared when he became Emperor that the Empire did not mean war."—"*The Empire is Peace*"—'La Empire, C'est La Paix.' Louis Napoleon III's Bordeaux speech; Vide Lipson, p. 208; Riker p. 256.

তৃতীয় নেপোলিয়ন প্রজাতন্ত্রের অবসান ঘটাইয়া সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার এই ক্ষমতালাভের পশ্চাতে জনগণের যে সমর্থন ছিল তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এই জনগণকে ফরাসী বিপ্লব-প্রসূত গণতান্ত্রিক সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত রাখিয়া একক প্রাধান্য রক্ষা করিতে হইলে জনসাধারণের দৃষ্টি ও চিন্তাধারা দেশের অভ্যন্তর হইতে আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে নিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন ছিল। তাহাদের দীর্ঘকালের কষ্টলব্ধ সুযোগ-সুবিধা যে নাশ হইয়াছে তাহাদিগকে সে-বিষয় চিন্তা করিবার সুযোগ না দেওয়াই ছিল তৃতীয় নেপোলিয়নের উদ্দেশ্য। এইজন্য খুব চমকপ্রদ পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করা প্রয়োজন ছিল। নেপোলিয়ন বোনাপার্টির উত্তরাধিকারী হিসাবে তাঁহার পক্ষে নেপোলিয়ন বোনাপার্টির আমলের ফরাসী গৌরব পুনরুদ্ধার করা সমীচীন ছিল। স্বভাবতই তৃতীয় নেপোলিয়ন ভাবপ্রবণ ফরাসী জাতিকে এক গৌরবোজ্জ্বল পররাষ্ট্র নীতির দ্বারা চমৎকৃত করিতে চাহিয়াছিলেন।

জনগণকে চমকপ্রদ পররাষ্ট্র-নীতি দ্বারা ভুলাইয়া রাখিবার প্রয়োজন

নেপোলিয়ন বোনাপার্টির উত্তরাধিকারী হিসাবে নেপোলিয়ন-এর যুগের গৌরব ফিরাইয়া আনিবার উদ্দেশ্য

প্রথম দিকে সাফল্য: ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বিরাট পরিবর্তন

প্রথম দিকে তৃতীয় নেপোলিয়ন সাফল্য অর্জন করিলেন বটে, কিন্তু ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তাঁহার পররাষ্ট্র-নীতি তথা তাঁহার রাজত্বের ইতিহাসে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটিল।

(১) তুরস্ক সাম্রাজ্যের গ্রীক-খ্রীষ্টান ও ল্যাটিন-খ্রীষ্টান যাজকদের মধ্যে জেরুজালেম-এর পবিত্র স্থানগুলির আধিপত্য লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে তৃতীয় নেপোলিয়ন ল্যাটিন-খ্রীষ্টানদের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। ফ্রান্সের ক্যাথলিক যাজক সম্প্রদায়ের সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই প্রধানত তিনি এইরূপ করিয়াছিলেন। অপরদিকে রাশিয়া গ্রীক-খ্রীষ্টানদের পক্ষ অবলম্বন করিল। এই সূত্রে ক্রমে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের (১৮৫৩-৫৬) সৃষ্টি হইল। ব্যক্তিগত ভাবে তৃতীয় নেপোলিয়ন গ্রীক ও ল্যাটিন-খ্রীষ্টানদের ধর্ম সংক্রান্ত দ্বন্দ্বের দিকে মোটেই মনোযোগ দিবার পক্ষপাতী ছিলেন না, কিন্তু ফরাসী ক্যাথলিক যাজক সম্প্রদায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়া তাঁহার

গ্রীক ও ল্যাটিন-খ্রীষ্টানদের দ্বন্দ্ব: ল্যাটিন-খ্রীষ্টানদের পক্ষে ফ্রান্স গ্রীক-খ্রীষ্টানদের পক্ষে রাশিয়া

পক্ষে সম্ভব ছিল না। ইহা ভিন্ন ক্রিমিয়ার যুদ্ধে (Crimean War) অংশ গ্রহণ করিয়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গৌরব অর্জনের সম্ভাবনা ছিল। এই যুদ্ধে রাশিয়াকে পরাজিত করিয়া নেপোলিয়ন বোনাপার্টি'র মস্কো অভিযানের পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগও ছিল। প্যারিসের সন্ধি (১৮৫৬) দ্বারা এই যুদ্ধের অবসান ঘটে। তৃতীয় নেপোলিয়ন এই যুদ্ধে যোগদান করিয়া তাঁহার অভিপ্রেত আত্মগৌরব বৃদ্ধি করিতে এবং ফরাসী জাতির সম্মুখে এক চমকপ্রদ পররাষ্ট্রীয় সাফল্য অর্জনে সমর্থ হন।

ক্যাথলিক যাজক সম্প্রদায়ের হিকাপ্ত্ব, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গৌরব অর্জন ও মস্কো অভিযানের প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ

(২) তৃতীয় নেপোলিয়ন ব্যক্তিগতভাবে উদারপন্থী ছিলেন। তিনি জাতীয়তাবাদের দাবী স্বীকার করিতেন। একই জাতীয় এবং একই ভাষাভাষী জনসমাজের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের দাবী তিনি স্বীকার করিতেন। নির্বাসিত অবস্থায় তিনি যখন ইতালিতে গিয়াছিলেন তখন হইতেই তিনি ইতালিবাসীদের জাতীয় ঐক্য ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন হইয়া উঠেন। তিনি ইতালীয়দের কার্বোনারি (Carbonari) নামক গোপন সন্ত্রাসবাদী দলের সভ্য হইয়াছিলেন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে পাইডমণ্ট্-সার্ডিনিয়া ইংগ-ফরাসী মিত্রশক্তির পক্ষে যোগদান করে। এই সাহায্যের পুরস্কারস্বরূপ তৃতীয় নেপোলিয়ন ইতালির জাতীয় ঐক্য ও স্বাধীনতা অর্জনে সহায়তাদানে প্রতিশ্রুত হন। প্যারিসের সন্ধির অল্পকাল পরেই প্লোমবিয়ারিস্-এর চুক্তি (Pact of Plombieres) স্বাক্ষর করিয়া তিনি পাইড্-মণ্ট্-সার্ডিনিয়াকে সমগ্র ইতালির স্বাধীনতা ও জাতীয় ঐক্য সাধনের যুদ্ধে সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি দেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে পাইড্-মণ্ট্-সার্ডিনিয়া ইতালি হইতে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য অবসানে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। নেপোলিয়ন নিজ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পাইড্মণ্ট্-সার্ডিনিয়ার পক্ষে যোগদান করিলেন। ফরাসী সাহায্যে পাইডমণ্ট-সার্ডিনিয়ার অল্পসংখ্যক সৈন্য আশাতীতভাবে অস্ট্রিয়ার সৈন্যদিগকে পরাজিত করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। ম্যাজেন্টা

তৃতীয় নেপোলিয়ন-এর উদারনীতি

ইতালির জাতীয় ঐক্য ও স্বাধীনতার প্রতি সহানুভূতি

প্লোমবিয়ারিস্-এর চুক্তি

ম্যাজেন্টা ও সোলফেরিনো'র যুদ্ধ জয়লাভ

(Magenta) ও সোল্‌ফেরিনো (Solferino)'র যুদ্ধে অস্ট্রিয়া পরাজিত হইল। এই অপ্রতিহত বিজয় অভিযানের মধ্যে তৃতীয় নেপোলিয়ন আকস্মিকভাবে যুদ্ধ ত্যাগ করিলেন এবং পাইডমণ্ট্‌-সার্ডিনিয়ার সহিত কোনপ্রকার পরামর্শ না করিয়াই অস্ট্রিয়ার সহিত ভিল্লাফ্রাঙ্কা (Villa-franca)'-র সন্ধি স্বাক্ষর করিলেন। তৃতীয় নেপোলিয়ন-এর এইরূপ আচরণের পশ্চাতে যে কোন যুক্তি ছিল না এমন নহে।

ভিল্লাফ্রাঙ্কা'র সন্ধি

প্রথমত, ভেনিসিয়া নামক স্থানে অস্ট্রিয়ার দেড়লক্ষ সৈন্য ছিল, ইহাদের সাহায্যে আরও এক লক্ষ সৈন্য অস্ট্রিয়া হইতে অগ্রসর হইতেছিল। নেপোলিয়ন-এর মোট সৈন্য অপেক্ষা অস্ট্রিয়ার সৈন্যসংখ্যা বাড়িয়া গেলে অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করা সম্ভব হইবে না এই আশংকাও ছিল। তদুপরি প্রাশিয়া অস্ট্রিয়ার সাহায্যার্থে অগ্রসর হইবে, সেই আশংকাও ছিল।

কারণ: (১) অস্ট্রিয়ার সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি

দ্বিতীয়ত, পাইডমণ্ট্‌-সার্ডিনিয়ার অগ্রগতি ও প্রচারকার্যে উৎসাহিত হইয়া রোমাগ্না বা রোমানা (Romagna) নামক স্থানটি পোপের অধীনতা অস্বীকার করিল। রোমানা, পার্মা ও মোডেনা পাইডমণ্ট্‌-সার্ডিনিয়ার সহিত যুক্ত হইতে চাহিল। পোপের আধিপত্য বিনষ্ট হইতেছে দেখিয়া ফরাসী যাজক সম্প্রদায় তৃতীয় নেপোলিয়ন-এর প্রতি অসন্তুষ্ট হইল।

(২) রোমানা নামক স্থানের বিদ্রোহ: ফরাসী ক্যাথলিকদের অসন্তুষ্টি

তৃতীয়ত, ফরাসী জাতির দূরদর্শী ব্যক্তিমাত্রেরই এবং তৃতীয় নেপোলিয়ন নিজেও ফ্রান্সের সীমান্তে ঐক্যবদ্ধ ইতালি রাষ্ট্র গড়িয়া উঠা ফ্রান্সের নিরাপত্তা ও প্রাধান্যের পরিপন্থী বলিয়া মনে করিলেন। এই সকল কারণে তৃতীয় নেপোলিয়ন ইতালীয় ঐক্য সম্পন্ন হওয়ার পূর্বেই যুদ্ধ ত্যাগ করিলেন।

(৩) ফ্রান্সের নিকট ঐক্যবদ্ধ ইতালি-ফরাসী প্রাধান্য ও নিরাপত্তার পরিপন্থী

প্লোম্‌বিয়ারিস্‌-এর চুক্তি অনুসারে ইতালীয় ঐক্যে সাহায্যদানের বিনিময়ে তৃতীয় নেপোলিয়ন-এর স্যাভয় ও নিস্‌ নামক স্থান দুইটি পাওয়ার কথা ছিল। নেপোলিয়ন ইতালীয় ঐক্য সম্পূর্ণ করিতে আর রাজী ছিলেন না বলিয়াই ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধিতে ঐ স্থান দুইটি দাবী করিলেন না। তথাপি ইহা স্বীকার্য যে, তিনি ইতালীয় ঐক্যের প্রথম এবং অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপে

নেপোলিয়ন-এর সহায়তায় ইতালির ঐক্যের প্রথম পদক্ষেপ

সাহায্য করিয়াছিলেন। পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়া ও লোম্বার্ডি তাঁহার সাহায্যেই ঐক্যবদ্ধ হইয়াছিল।

তৃতীয় নেপোলিয়ন-এর আকস্মিকভাবে যুদ্ধ ত্যাগ ইতালীয়দের, বিশেষত পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়ার প্রধানমন্ত্রী ক্যাভুরের মনে এক দারুণ ঘৃণার উদ্রেক করিল। সুতরাং তাঁহার ইতালীয় নীতি ফ্রান্সের ক্যাথলিক যাজক সম্প্রদায়ের অসন্তুষ্টি, ফরাসী জাতির মধ্যে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই ভীতি ও বিদ্বেষ এবং সর্বোপরি ইতালীয়দের ঘৃণার সৃষ্টি করিল। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় তৃতীয় নেপোলিয়ন স্যাভয় ও নিস্‌ নামক স্থান দুইটির বিনিময়ে পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়ার সহিত মধ্য-ইতালীয় রাজ্যগুলির ঐক্যবদ্ধ হওয়া সমর্থন করিলেন। ইহার ফলে তিনি ইংলণ্ডেরও বিরাগভাজন হইলেন। তাঁহার ইতালীয় নীতির বিফলতা যতই প্রকট হইতে লাগিল তিনি ফরাসী জাতিকে ততই শাসনতান্ত্রিক উদারতা দেখাইতে লাগিলেন। এইভাবে পররাষ্ট্র-নীতির বিফলতাজনিত বিদ্বেষ তিনি হ্রাস করিতে চাহিলেন।

ইতালীয় নীতির ফল ফরাসী যাজক সম্প্রদায়ের অসন্তুষ্টি জাতির ভীতি ও বিদ্বেষ, ইতালীয়দের ঘৃণা

স্যাভয় ও নিস্‌ দখল : মধ্য-ইতালি পাইড্‌-মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়ার সহিত যুক্ত, পররাষ্ট্র-নীতির বিফলতা : শাসন-তান্ত্রিক উদারতা

(৩) তৃতীয় নেপোলিয়ন ইতালীয় ঐক্যের সহায়তা করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার অধীন পোলগণ জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া আন্দোলন শুরু করিলে তিনি তাহাদিগকে সাহায্যদান করিলেন। ইহার ফলে রাশিয়ার সহিত তাঁহার বিরোধের সৃষ্টি হইল। ক্রমেই তৃতীয় নেপোলিয়নের মর্যাদা হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে লাগিল।

পোল বিদ্রোহীদিগকে সাহায্যদান

(৪) পররাষ্ট্র-নীতির এইরূপ ক্রম-বিফলতার পরও তৃতীয় নেপোলিয়ন সাবধানতা অবলম্বন করিলেন না। ইওরোপ মহাদেশে তাঁহার বিফলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমেরিকায় সাম্রাজ্য বিস্তারের পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেন। মেক্সিকো নামক স্থানে অন্তর্বিপ্লব দেখা দিলে সেখানকার প্রজাতান্ত্রিক সরকার দুই বৎসরের জন্য বিদেশী বণিকদের প্রাপ্য অর্থ দেওয়া বন্ধ থাকিবে বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও স্পেনের বণিকদের বহু অর্থ মেক্সিকো

মেক্সিকো অভিযানের বিফলতা

সরকারের নিকট প্রাপ্য ছিল। ফলে এই তিনটি দেশ মেক্সিকো সরকারকে প্রাপ্য অর্থ আদায় দিতে বাধ্য করিবার জন্য সেখানে সৈন্য প্রেরণ করিল। মেক্সিকো সরকার বাধ্য হইয়া বিদেশী বণিকদের প্রাপ্য মিটাইতে রাজী হইলেন। কিন্তু সেই সুযোগে তৃতীয় নেপোলিয়ন মেক্সিকোর প্রজাতান্ত্রিক সরকারের স্থলে অস্ট্রিয়ার সম্রাটের ভ্রাতাকে মেক্সিকোর সিংহাসনে স্থাপন করিতে চাহিলেন। তাঁহার সৈন্য প্রথম দিকে জয়লাভ করিল বটে, কিন্তু আমেরিকার অন্তর্যুদ্ধের অবসান হওয়ার সংগে সংগে আমেরিকার চাপে তৃতীয় নেপোলিয়ন মেক্সিকো হইতে সৈন্য অপসারণে বাধ্য হইলেন (১৮৬৭)। এই অভিযানে বিফলতার ফলে তৃতীয় নেপোলিয়ন-এর প্রতি ফরাসী জাতির বিদ্বেষ আরও বৃদ্ধি পাইল। সীরিয়ার ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের স্বার্থ-রক্ষা, কোচিন চীনে (Cochin China) ফরাসী উপনিবেশ স্থাপন কোন কিছুই এই বিদ্বেষ হ্রাস করিতে সমর্থ হইল না।

সীরিয়ার ক্যাথলিক স্বার্থরক্ষা, কোচিন চীনে ফরাসী উপনিবেশ বিস্তার

(৫) তৃতীয় নেপোলিয়ন প্রাশিয়ার সহিত মিত্রতার পক্ষপাতী ছিলেন। ইতালীয় ঐক্যের সাহায্য করিতে গিয়া নেপোলিয়ন অস্ট্রিয়ার সহিত শত্রু-ভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। অস্ট্রিয়ার সামরিক শক্তি-সম্পর্কে তাঁহার অযথা ভয় ছিল। এই কারণে তিনি কেবলমাত্র প্রাশিয়ার মিত্রতাই কামনা করিতেন না, প্রাশিয়া উত্তর-জার্মানির উপর প্রাধান্য বিস্তার করিয়া অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধ-শক্তি হিসাবে শক্তি সঞ্চয় করুক ইহাই ছিল তৃতীয় নেপোলিয়ন-এর আন্তরিক ইচ্ছা। কিন্তু প্রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী বিসমার্কের প্রকৃত উদ্দেশ্য তিনি বুঝিতে পারেন নাই। তাই প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে যুদ্ধ বাধিলে তিনি নিরপেক্ষ রহিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া যুদ্ধে শ্রান্ত হইয়া পড়িলে তিনি মধ্যস্থতা করিবেন। কিন্তু স্যাডোয়ার (Sidowa) যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটিলে তাঁহার ভ্রম দূর হইল। প্রাশিয়ার অধীনে উত্তর-জার্মানি ঐক্যবদ্ধ হওয়ায় ফ্রান্সের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হইবে এই কথা তিনি তখন উপলব্ধি করিলেন। কিন্তু ইহার পরও তিনি ইওরোপীয় শক্তিবর্গের সহিত মিত্রতা স্থাপনে তৎপর

নেপোলিয়ন-এর জার্মান নীতি

স্যাডোয়ার যুদ্ধ (১৮৬৬): নেপোলিয়ন-এর ভ্রম দূরীভূত

সেডানের যুদ্ধ (১৮৭০) নেপোলিয়ন-এর পতন

হইলেন না। ফলে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়া দক্ষিণ জার্মানির দেশগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইল এবং নির্বাহক শক্তিকে সহজেই সেডান (Sedan) এর যুদ্ধে পরাজিত করিল। এই যুদ্ধে পরাজয়ের সংগে সংগে তৃতীয় নেপোলিয়নকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ফরাসী জাতি তৃতীয়বার প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপন করিল। ফ্রান্সের দ্বিতীয় সাম্রাজ্যেরও পতন হইল।

ফ্রান্সে তৃতীয়বার প্রজাতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা স্থাপন

তৃতীয় নেপোলিয়নের চরিত্র ও কৃতিত্ব বিচার

(Character and Estimate of Napoleon III): তৃতীয় নেপোলিয়নের চরিত্রে নানাপ্রকার পরস্পর-বিরোধী গুণের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। ফরাসী জাতি বা ইওরোপের কেহই তাঁহার চরিত্র সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ধারণা করিতে পারেন নাই।

চরিত্র

তাঁহার চরিত্রের অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করিয়া অনেকেই নানা-প্রকার মন্তব্য করিয়াছেন। তাঁহাকে রাজনীতিক, নির্বোধ, দুরাত্মা প্রভৃতি বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। কোন কোন বিষয়ে তিনি ম্যাকিয়াভেলি সুলভ (Machiavellian) রাজনীতিজ্ঞানের পরিচয় দিতেন, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে নিছক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় ব্যবহার করিতেন। তাঁহার চরিত্রে নানাপ্রকার সদগুণের পরিচয় পাওয়া যায়। দয়া, উদারতা, অমায়িকতা তাঁহার চরিত্রকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করিয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং নিজস্ব দুর্বলতা তাঁহার চরিত্রকে এক কৃত্রিম রূপ দান করিয়াছিল। তাঁহার পরিকল্পনা, আশা আকাংক্ষা তাঁহার ক্ষমতার অনুপাতে ছিল অত্যধিক উচ্চ। তিনি ছিলেন ভাবপ্রবণ, অবাস্তব আদর্শবাদী। রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা ছিল তাঁহার চরিত্রের অন্যতম প্রধান দুর্বলতা।* তিনি ফরাসী জনগণের মধ্যে যে আশার সঞ্চার করিয়াছিলেন তাহা পরিতৃপ্ত করিবার

দুর্জ্ঞেয় চরিত্র

তাঁহার সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার মন্তব্য

তাঁহার সদ্গুণ

পরিস্থিতির ফলে চরিত্রের কৃত্রিম রূপ

ভাবপ্রবণতা ও অবাস্তবতা

*"Always a dreamer and intriguer rather than a practical statesman."
David Thomson, p. 241.

ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। তিনি অত্যধিক ভাবপ্রবণ ছিলেন বলিয়াই বাস্তবতার সহিত অনেক ক্ষেত্রেই যোগসূত্র হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন।

আভ্যন্তরীণ সাফল্য: স্বৈরাচারী একক প্রাধান্য

তৃতীয় নেপোলিয়নের শাসনকালের প্রথম দিকে তাঁহার আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র-নীতির সাফল্য নেহাৎ কম ছিল না। গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতির সহিত স্বৈরাচারী একক অধিনায়কত্বের এক অভিনব সংমিশ্রণ তিনি সাধন করিয়াছিলেন। স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি প্রত্যেক শিক্ষালয়ে নিয়মানুবর্তিতা ও সম্রাটের প্রতি আনুগত্য সৃষ্টির ব্যবস্থা তিনি করিয়াছিলেন। সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ, সভা-সমিতি নিয়ন্ত্রণ, নির্বাচন প্রভাবিতকরণ প্রভৃতি নানাপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া তিনি নিজ শক্তি বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হন। কিন্তু তিনি ফরাসী জাতির রাজনৈতিক স্বাধীনতা হরণের বিনিময়ে দেশের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন সাধন করেন। শিল্প, বাণিজ্য, ব্যাংক ব্যবস্থা, রেলপথ, শিল্পপতিগণকে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণদান প্রভৃতি নানাপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া তিনি জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। দরিদ্র জনসাধারণের ও শ্রমজীবীদের প্রতি তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি ছিল। বিপদকালে জনসাধারণের সাহায্যার্থে সাহায্য-ভাণ্ডার স্থাপন, দরিদ্রদের জন্য অল্প মূল্যে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ, শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি ইত্যাদি এবং সর্বোপরি অবাধ বাণিজ্য-নীতি অনুসরণ করিয়া তিনি ফ্রান্সের অর্থনৈতিক জীবনে এক যুগান্তর আনয়ন করেন। প্যারিস নগরী ও অন্যান্য বহু শহর তাঁহার আমলেই আধুনিক রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল।

রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিনিময়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতিসাধন

দরিদ্র জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতি

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যুগান্তর

পররাষ্ট্রক্ষেত্রে তিনি প্রথম দিকে নিজ এবং ফরাসী দেশের গৌরব বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যোগদান করিয়া তিনি ভাবপ্রবণ, গৌরবলিপ্সু ফরাসী জাতির শ্রদ্ধা অর্জন করেন বটে, কিন্তু ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তাঁহার পররাষ্ট্র-নীতির বিফলতা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও তাঁহার জনপ্রিয়তা

ক্রিমিয়ার যুদ্ধে গৌরব অর্জন

হ্রাস পাইতে থাকে। তাঁহার উদার মনোবৃত্তির ফলেই ইতালির ঐক্য সাধন সম্ভব হইয়াছিল। ফরাসী স্বার্থের এবং নিজ সম্রাট-পদের অনিশ্চয়তার কথা না ভাবিয়াই তিনি ইতালীয় ঐক্যের যুদ্ধে পাইডমণ্ট্-সার্ডিনিয়াকে সাহায্যদানে অগ্রসর হন। ইহার ফলে ফরাসী যাজক সম্প্রদায় এবং ফরাসী জাতির মধ্যে যাঁহাদের ঐক্যবদ্ধ ইতালি ফরাসী স্বার্থের প্রতিকূল বলিয়া বুঝিবার মত দূরদৃষ্টি ছিল—তাঁহাদের সকলেই বিরাগভাজন হইলেন। অপর দিকে আকস্মিকভাবে ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধি স্থাপন করিয়া তিনি ইতালিবাসীদেরও ঘৃণার পাত্র হইলেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে স্যাভয় ও নিস্ দখল করিয়া তিনি ইংলণ্ডের বিরাগভাজন হইলেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তাঁহার পররাষ্ট্র নীতির প্রতি পদক্ষেপেই তাঁহার জনপ্রিয়তাও হ্রাস পাইতে লাগিল। পোলদের বিদ্রোহে সাহায্যদান করিয়া তিনি অযথা রাশিয়ার বিদ্বেষভাজন হইয়াছিলেন।

তাঁহার অদূরদর্শী পররাষ্ট্র-নীতি

পররাষ্ট্র-নীতির বিফলতা, জন প্রিয়তা হ্রাস

প্রাশিয়ার প্রতি মিত্রতার নীতি তাঁহার অদূরদর্শিতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রাশিয়ার শক্তিবৃদ্ধি তিনি চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার ফলে শেষ পর্যন্ত ফ্রান্সেরই যে সমূহ ক্ষতির কারণ ছিল তাহা তিনি উপলব্ধি করেন নাই। তিনি মেক্সিকোর সিংহাসনে ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী ম্যাক্সিমিলিয়নকে স্থাপনের জন্য অভিযান প্রেরণ করিয়া শেষ পর্যন্ত বিফল হইয়াছিলেন। ইহার ফলে তাঁহার প্রতি ফরাসী জাতির বিদ্বেষ বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তিনি যখন মেক্সিকো অভিযানে ব্যস্ত ছিলেন সেই সময়ে প্রাশিয়া স্যাডোয়ার যুদ্ধে অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করিয়া উত্তর-জার্মানির রাজ্যগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে। এই যুদ্ধে তৃতীয় নেপোলিয়ন নিরপেক্ষ থাকিয়া তাঁহার জীবনের বৃহত্তম রাজনৈতিক ভুল করিয়াছিলেন। স্যাডোয়ার যুদ্ধের পরও তিনি প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে শক্তিবৃদ্ধির জন্য কোন দেশের সহিত মিত্রতা স্থাপনে তৎপর হন নাই। ফলে, সেডানের যুদ্ধে তাঁহার পরাজয় ঘটে। এই পরাজয়ের ফলে তাঁহাকে সম্রাটপদ ত্যাগ করিতে হয়।

ভ্রান্ত জার্মান-নীতি

মেক্সিকো অভিযানের বিফলতা

স্যাডোয়ার যুদ্ধে নিরপেক্ষতা বৃহত্তম রাজনৈতিক ভুল

সেডানের যুদ্ধে পরাজয় (১৮৭০)

তৃতীয় নেপোলিয়নের পররাষ্ট্র-নীতির বিফলতাই ছিল তাঁহার পতনের কারণ। ভাবপ্রবণ, গৌরবলিপ্সু ফরাসী জাতির নিকট চমকপ্রদ পররাষ্ট্র নীতির সাফল্যই ছিল আনুগত্যের একমাত্র শর্ত। সুতরাং পররাষ্ট্র নীতির বিফলতা তাঁহার পতন ঘটাইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই।

চমকপ্রদ পররাষ্ট্র-নীতি ফরাসী জাতির আনুগত্যের শর্ত

তৃতীয় নেপোলিয়নের পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে ইওরোপের সর্বাপেক্ষা যুদ্ধপ্রিয় (Fire brand) ব্যক্তি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু অন্তরের দিক দিয়া তিনি না ছিলেন বিপ্লববাদী, না ছিলেন যুদ্ধ-নীতির সমর্থক। "বিপ্লবের নীতিকে অস্বীকার করিয়া তিনি বিপ্লবকালীন পররাষ্ট্র-নীতি অনুসরণ করিতে চাহিয়াছিলেন, আর যুদ্ধ না করিয়াও ইওরোপের পুনর্গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন।"* কারণ ভিয়েনার সন্ধির শর্তাদি বোনাপার্টি নামধারী কোন ব্যক্তির পক্ষেই মানিয়া লওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু তাঁহার উপরি-উক্ত নীতি কার্যকরী করিতে গিয়া তাঁহাকে বারবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল। বস্তুতঃ, তাঁহার রাজত্বকাল যুদ্ধ বিগ্রহেই কাটিয়াছিল। নেপোলিয়ন বোনাপার্টের বৈদেশিক নীতির পুনঃপ্রবর্তন করিতে গিয়া এবং ফরাসী জাতিকে চমকপ্রদ পররাষ্ট্র-নীতি দ্বারা চমৎকৃত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি যুদ্ধনীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ-সৃষ্টির ব্যাপারে তাঁহার যথেষ্ট প্রভাব ছিল। ইতালীয় ঐক্যের যুদ্ধ, মেক্সিকো অভিযান, পোল-বিদ্রোহে সামরিক সাহায্যদান, প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রভৃতিতে তিনি লিপ্ত ছিলেন। নেপোলিয়ন বোনাপার্টের নীতির পুনঃপ্রবর্তনের চেষ্টায় তিনি বিফল হইয়াছিলেন এবং সেইজন্য 'ক্ষুদ্র নেপোলিয়ন' (Little Napoleon)† নাম অর্জন করিয়াছিলেন।

'Fire brand'

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ, ইতালীয় ঐক্যের যুদ্ধ, মেক্সিকো অভিযান, পোলদের সামরিক সাহায্য দান, প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ

* "He wished to accomplish a revolutionary foreign policy without calling on the spirit of revolution, and to remodel Europe without a war." Taylor, p. 25.

† *Napoleon de petit :* Victor Hugo scornfully dubbed him. Vide : D. Thomson, p. 246.

পররাষ্ট্র-নীতিতে তিনি কোন দূরদর্শিতার পরিচয় দেন নাই। তথাপি ফ্রান্স ও ইওরোপের ইতিহাসে তৃতীয় নেপোলিয়নের দান নেহাৎ কম নহে। ফরাসী জাতির আভ্যন্তরীণ উন্নতিবিধান, ইতালির ঐক্যসাধনে সহায়তা ও পরাধীন পোলগণের জাতীয়তা আন্দোলনে সাহায্যদান ইত্যাদি তাঁহার কীর্তি হিসাবে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অমর হইয়া থাকিবে। সুয়েজ ও পানামা খাল খননের পরিকল্পনা তাঁহারই মনে সর্বপ্রথম স্থান পাইয়াছিল।* এই দুইটি খাল খননের পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার ব্যাপারেও তাঁহার দান কম ছিল না। ফরাসী জাতির কৃতজ্ঞতা অর্জন করিবার মত বহু কিছু তিনি করিয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও উদার নীতির প্রসারে তাঁহার দান অবিস্মরণীয়। তাঁহার পররাষ্ট্র-নীতির বিফলতা তাঁহার অপরাপর সাফল্যের মর্যাদা সম্পূর্ণভাবে ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

ফ্রান্স ও ইওরোপের ইতিহাসে তৃতীয় নেপোলিয়নের দান

সুয়েজ ও পানামা খালের পরিকল্পনা

পররাষ্ট্র-নীতির বিফলতা তাঁহার সাফল্য ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই

তাঁহার কৃতিত্ব বিচারে একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, তাঁহাকে বিস্‌মার্কের ন্যায় দূরদর্শী, কূটকৌশলী রাজনীতিকের বিরুদ্ধে যুঝিতে হইয়াছিল। বিস্‌মার্ক ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক। কূটচালে তাঁহার নিকট নেপোলিয়ন কেন সেই সময়কার অপর যে-কোন রাজনীতিকের পরাজয় স্বীকার করা অবশ্যম্ভাবী ছিল। ইহা ভিন্ন, নেপোলিয়ন বোনাপার্টির (Napoleon I) মৌলিকতা ও সামরিক কৃতিত্বের সহিত তুলনায় তৃতীয় নেপোলিয়নের কৃতিত্ব অকিঞ্চিৎকর মনে হইলেও ফ্রান্সের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আধুনিক ইওরোপের রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠনে তাঁহার উল্লেখযোগ্য দান ছিল।†

বিস্‌মার্কের ন্যায় কূটকৌশলী রাজনীতিকের সহিত যুঝিবার ক্ষমতার অভাব

নেপোলিয়ন বোনাপার্টির তুলনায় অকিঞ্চিৎকর কিন্তু ফ্রান্সের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য দান

---

* "The Suez and the Panama canals were foreseen by him, and he contributed to the ultimate completion of both." Grant and Temperley, p. 215.

† "The Second Empire, judged in terms of military glory or original achievement, was indeed only a pale shadow of the First. But it has considerable importance for the material development of France and for shaping of modern Europe." David Thomson, p. 247.

উদাহরণস্বরূপ ইতালির জাতীয় ঐক্যসাধনে তাঁহার কার্যকরী সাহায্য দানের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সকল দিক দিয়া বিচার করিলে ঐতিহাসিক তৃতীয়গণ নেপোলিয়নের কৃতিত্ব আলোচনায় তাঁহার প্রতি যে অবিচার করিয়াছেন একথা স্বীকার করিতেই হইবে।*

ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক তৃতীয় নেপোলিয়নের প্রতি অবিচার

তৃতীয় নেপোলিয়নের পতনের কারণ (Causes of Napoleon III's downfall): তৃতীয় নেপোলিয়নের পতনের কারণ তাঁহার ব্যক্তিগত অক্ষমতা এবং সমসাময়িক কালের ফরাসী ও ইওরোপীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে খুঁজিতে হইবে।

ব্যক্তিগত অক্ষমতা ও সমসাময়িক পরিস্থিতি

প্রথমত, ব্যক্তিগত চরিত্রের দিক দিয়া বিচার করিলে তাঁহার অবাস্তব আদর্শবাদিতা ও আশা-আকাংক্ষা, তাঁহার ভাবপ্রবণতা ও রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা তাঁহার পতনের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল একথা বলা যাইতে পারে। তিনি তাঁহার পরিকল্পনা ও উচ্চাকাংক্ষা সর্বসাধারণ্যে প্রকাশ করিয়া নেপোলিয়ন বোনাপার্টির আমলের মর্যাদায় ফ্রান্সকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবার যে আশা সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই। তদানীন্তন ফ্রান্সের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নিজেকে বাঁচাইয়া চলিতে গিয়া তিনি নিজের চরিত্র ও আশা-আকাংক্ষাকে এক কৃত্রিম রূপ দান করিয়াছিলেন।

(১) অতৃপ্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা।

দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি দূরদর্শিতা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। পাইডমণ্ট্-সার্ডিনিয়াকে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দান করিয়া তিনি তাঁহার উদারনীতির পরিচয় দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ফ্রান্সের স্বার্থের দিক দিয়া বিচারে ঐক্যবদ্ধ এবং সেইহেতু শক্তিশালী ইতালি গঠনে সাহায্য দান করা যে অদূরদর্শিতার পরিচায়ক সেকথা তিনি উপলব্ধি করেন নাই।

(২) রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা

তৃতীয়ত, মেক্সিকো অভিযানের অদূরদর্শিতা এবং প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার যুদ্ধে (স্যাডোয়ার যুদ্ধ) নিরপেক্ষতার নীতি অবলম্বন করিয়া তিনি সর্বনাশাত্মক

* "Louis Napoleon Bonaparte, otherwise known as Napoleon III, emperor of the French, is a man to whom both history and historians have done scant justice." Riker, pp. 454-456.

ভুল করিয়াছিলেন। স্যাডোয়ার যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার পরাজয়ের পরও তৃতীয় নেপোলিয়ন প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে ফ্রান্সকে শক্তিশালী করিয়া তুলিবার জন্য প্রয়োজনীয় কোন মিত্র শক্তির সহিত চুক্তিবদ্ধ হইবার চেষ্টা করেন নাই। এই সব অদূরদর্শিতার ফলে তিনি যে ভুল করিয়াছিলেন, তাহা-ই তাঁহার পতনের অন্যতম প্রধান কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।*

(৩) ইওরোপে কোন মিত্রশক্তির সাহায্য লাভে অক্ষমতা

চতুর্থত, তৃতীয় নেপোলিয়ন অন্তরে যুদ্ধ-নীতির বিরোধী ছিলেন। সম্রাটপদ গ্রহণ করিয়া তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, 'সাম্রাজ্য অর্থ হইল শান্তি'—অর্থাৎ তাঁহার সম্রাটপদ গ্রহণ যুদ্ধনীতি অনুসরণের ইঙ্গিত নহে। অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন, তিনি তাঁহার সাম্রাজ্যের আদর্শ ও উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু ফরাসী প্রজাতন্ত্রের স্থলে সাম্রাজ্যের পুনঃস্থাপন করিয়া তিনি ফরাসী জাতির স্বাধীনতা যেমন হরণ করিয়াছিলেন তেমনি উহার ক্ষতিপূরণ হিসাবে নেপোলিয়ন বোনাপার্টির আমলে ফ্রান্স যে গৌরব অর্জন করিয়াছিল অনুরূপ গৌরবে ফ্রান্সকে প্রতিষ্ঠিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় সাম্রাজ্য প্রথম সাম্রাজ্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করিবে সে আশা স্বভাবতই ফরাসী জাতির মনে জাগিয়াছিল ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। ফরাসী জাতিকে পররাষ্ট্রক্ষেত্রে গৌরবের আসনে স্থাপন করিতে পারিলেই গৌরবলোভী ফরাসী জাতির সম্রাট হওয়া সম্ভব ছিল। এজন্য অন্তরে শান্তিবাদী হইলেও তৃতীয় নেপোলিয়নকে নিজের সিংহাসন রক্ষার জন্য যুদ্ধ-নীতির অনুসরণ করিতে হইয়াছিল। ইহা ই ছিল নেপোলিয়নের পরিস্থিতির ট্র্যাজেডি (Tragedy)।

(৪) পরস্পর-বিরোধী শান্তি ও যুদ্ধ-নীতি

পঞ্চমত, প্রজাতন্ত্রের অবসান ঘটাইয়া নেপোলিয়ন কর্তৃক ফ্রান্সের সম্রাটপদ গ্রহণের ফলে ফরাসী জাতির চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের মনে ঘৃণা ও বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছিল। তৃতীয় নেপোলিয়নের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা যথেষ্ট ফলপ্রসূ হইলেও এই চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ তাঁহার শাসন বরদাস্ত করিতে

(৫) চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের শক্তিশালী বিরোধিতা

* "He lacked the foresight that would have saved him from some of his blunders, and he lacked the insight that would have enabled him to discern the merits and failings of others." Riker, p. 455.

রাজী ছিলেন না। বৈদেশিক ব্যাপারে দুর্নীতিও তাঁহাদিগকে ভুলাইতে পারে নাই বা পারিত না, বলা বাহুল্য। এই শ্রেণীর বিরোধিতাও তৃতীয় নেপোলিয়নের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ।*

(৬) রাশিয়ার সহানুভূতি বিনষ্ট

ষষ্ঠত, পোল্যাণ্ডবাসীদের বিদ্রোহে তৃতীয় নেপোলিয়ন তাঁহার উদার নীতির বশবর্তী হইয়া বিদ্রোহীদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইহার দ্বারা প্যারিসের সন্ধির পর (১৮৫৬) হইতে রাশিয়ার সহিত তিনি যে মিত্রতা-নীতির অনুসরণ করিতেছিলেন উহার মূলে নিজেই কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন। অপর দিকে বিসমার্ক পোল্যাণ্ডবাসীদের বিদ্রোহে রাশিয়াকে সাহায্য করিয়া রাশিয়াকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এইভাবে প্রয়োজনবোধে রাশিয়াকে মিত্র হিসাবে পাইবার পথ তৃতীয় নেপোলিয়ন বন্ধ করিয়াছিলেন।

(৭) বিসমার্কের তুলনায় তৃতীয় নেপোলিয়নের ক্ষুদ্রত্ব

সর্বশেষে, তৃতীয় নেপোলিয়নের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ সেই সময়ের ইওরোপীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দেখিতে হইবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক ও কূট-কৌশলী ছিলেন বিসমার্ক। তাঁহার কূটকৌশলের সহিত আঁটিয়া উঠিবার মত শক্তি তৃতীয় নেপোলিয়ন বা অপর কোন রাষ্ট্রের রাজনীতিকেরও ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইওরোপীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে বিসমার্কের সর্বাত্মক প্রাধান্য ও ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে তৃতীয় নেপোলিয়নের পতনের জন্য তাঁহার নিজ দায়িত্ব কতক পরিমাণে হ্রাস পাইবে একথা বলা বাহুল্য। সুতরাং তদানীন্তন রাজনৈতিক পরিস্থিতিও তৃতীয় নেপোলিয়নের পতনের কারণ ছিল, স্বীকার করিতে হইবে।

---

* "The conflict between the intellectual and influential classes and the *coup d' etat* government still continued and doubtless contributed eventually to the fall of the Second Empire." Fueter, p. 207.

একবিংশ অধ্যায়

ইতালির ঐক্য

(Ita ian Uaification)

ভিয়েনা কংগ্রেসের পূর্বে ও পরে ইতালি (Italy before and after the Congress of Vienna) : ফরাসী বিপ্লবের কয়েক শতাব্দী পূর্ব হইতেই ইতালি বহুসংখ্যক পরস্পর-বিবদমান রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই সকল রাজ্যের আত্মকলহে প্রায়ই বিদেশী সামরিক সাহায্য গ্রহণ করা হইত। স্বভাবতই ইতালি উপদ্বীপে কোনপ্রকার রাজনৈতিক ঐক্য বা জাতীয়তাবোধ-এর উদ্ভব হয় নাই।

ফরাসী বিপ্লবের কয়েক শতক পূর্ব হইতেই ইতালি পরস্পর বিবদমান রাজ্যে বিভক্ত

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে নেপোলিয়ন বোনাপার্টি'র সাম্রাজ্যভুক্ত অবস্থায় ইতালিতে শাসনতান্ত্রিক ঐক্য স্থাপিত হয়, সমগ্র ইতালিতে একইপ্রকার আইন কানুন, একই-প্রকার শাসন স্থাপিত হয়। নেপোলিয়নের পতনের পর ভিয়েনা কংগ্রেস "ন্যায্য অধিকার নীতি" (Principle of Legitimacy)-র প্রয়োগে উত্তর-ইতালিতে অস্ট্রিয়ার আধিপত্য পুনঃস্থাপন করে। টাস্কেনি, পার্মা ও মোডেনায় অস্ট্রিয়ার রাজপরিবার-সম্ভূত রাজগণ রাজত্ব করিতেন, ফলে এই সকল স্থানেও অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ ছিল। দক্ষিণ-ইতালির সিসিলি ও ন্যাপলস্ রাজ্য বুর্বোঁ রাজবংশের অধীনে পুনঃস্থাপন করা হইয়াছিল। মধ্য-ইতালি ছিল পোপের অধীন। মধ্য-ইতালিস্থ পোপের রাজ্য উত্তর ও দক্ষিণ ইতালিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। এই সকল দেশের প্রত্যেকটির স্থানীয় স্বার্থ, ইতিহাস ও ঐতিহ্য সমগ্র ইতালীয় জাতির ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পরিপন্থী ছিল। কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব এবং নেপোলিয়নের অধীনে থাকাকালীন শাসনতান্ত্রিক ঐক্যের অভিজ্ঞতা ইতালীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবোধ ও দেশাত্মবোধের সৃষ্টি করিয়াছিল। তাহারা মানুষ মাত্রেরই সমতা, সমাজ ও আইনের দৃষ্টিতে সকলের সমান অধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা,

নেপোলিয়নের অধীনে শাসনতান্ত্রিক ঐক্যস্থাপন

ভিয়েনা কংগ্রেস কর্তৃক ন্যায্য-অধিকার নীতির প্রয়োগ: ইতালি পুনরায় খণ্ড-বিভক্ত

স্থানীয় স্বার্থ, ইতিহাস ও ঐতিহ্য জাতীয় ঐক্যের পরিপন্থী

ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়নের প্রভাবে ইতালীয়দের মধ্যে গভীর জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেমের সৃষ্টি

স্বাধিকার প্রভৃতি ফরাসী বিপ্লব-প্রসূত প্রভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। ভিয়েনা কংগ্রেস তাহাদের এই আশা-আকাঙ্ক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করিলে তাহাদের মধ্যে এক দারুণ হতাশার সৃষ্টি হইল। 'ন্যায্য-অধিকার নীতি' প্রয়োগ করিতে গিয়া ভিয়েনা কংগ্রেস ইতালিকে শতধা-বিচ্ছিন্ন দেশে পরিণত করিল; 'ইতালি' নামটি নিছক ভৌগোলিক নামে (Geographical expression) পর্যবসিত হইল। প্রকৃতক্ষেত্রে ইতালি বলিতে কোন একটি ঐক্যবদ্ধ দেশ বুঝাইত না। ইতালি তখন বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইতালির লোম্বার্ডি, পার্মা, টাস্কেনি, মোডেনা, লুক্কা, পোপের রাজ্য, পাইডমণ্ট্-সার্ডিনিয়া ও সিসিলি-ন্যাপল্স্—এই আটটি ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত ছিল।* এই সকল রাজ্যের মধ্যে কোনপ্রকার রাজনৈতিক যোগাযোগ বা অর্থনৈতিক সম্বন্ধ রক্ষার চেষ্টা করা হইত না। এক দেশ হইতে অপর দেশে কোন-প্রকার সামগ্রী রপ্তানি করিতে গেলে অতি উচ্চ হারে শুল্ক দিতে হইত। শিল্প বা বাণিজ্য বৃদ্ধির পক্ষে স্বভাবতই এই সকল ব্যবস্থা বাধাস্বরূপ ছিল। এইরূপ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে সমগ্র ইতালির ঐক্যের আশা সুদূরপরাহত ছিল সন্দেহ নাই। প্রত্যেক অংশের সরকারই ছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল। কিন্তু এই গভীর হতাশা সত্ত্বেও দক্ষিণ-ইতালির রাজ্যগুলির মধ্যে 'কার্বোনারি' (Carbonari) নামে গোপন সন্ত্রাস-বাদী দলের সৃষ্টি হইল। এই গোপন সমিতির প্রধান কেন্দ্র ছিল ন্যাপল্স্। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনে বিদ্রোহ দেখা দিলে ন্যাপল্স্-এ উহার প্রভাব বিস্তৃত হইল। 'কার্বোনারি'র সভ্যগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল এবং বুর্বোঁ বংশের রাজা দ্বিতীয় ফার্ডিনাণ্ডের নিকট হইতে এক উদারনৈতিক শাসনতন্ত্র আদায় করিল। কিন্তু দ্বিতীয় ফার্ডিনাণ্ড (১৮১৫-৪৮) নিজ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিলেন না।

ভিয়েনা কংগ্রেস কর্তৃক ইতালীয়দের আশা-আকাঙ্ক্ষা উপেক্ষিত: 'ইতালি' ভৌগোলিক নামে পর্যবসিত

আটটি প্রধান অংশে ইতালি বিভক্ত

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক যোগা-যোগের অভাব

'কার্বোনারি' নামক গোপন সন্ত্রাসবাদী দলের সৃষ্টি

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া ন্যাপল্স্-এ বিদ্রোহ: অস্ট্রিয়ার সাহায্যে দমন

* "We have no flag, no political name, no rank, among European nations. We have no common centre, no common fact, no common market. We are dismembered into eight states...." Lipson, p. 163.

অস্ট্রিয়ার সামরিক সাহায্য লইয়া তিনি বিদ্রোহীদিগকে সমুচিত শাস্তি দিলেন এবং উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থা নাকচ করিয়া পুনরায় স্বৈরাচারের প্রবর্তন করিলেন। ন্যাপল্স্-এর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া পাইডমণ্ট্বাসীরাও প্রথম ভিক্টর ইমান্যুয়েল-এর নিকট হইতে এক শাসনতন্ত্র আদায় করিল। শেষ পর্যন্ত এখানেও অস্ট্রিয়ার সাহায্যে স্বৈরতন্ত্র পুনরায় স্থাপিত হইল।

পাইড্মণ্ট্-এর বিদ্রোহ অস্ট্রিয়ার সাহায্যে দমন

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই বিপ্লবের প্রভাবে ইতালির মোডেনা, পার্মা ও পোপের রাজ্যে বিদ্রোহ দেখা দিল। বিদ্রোহীরা ফ্রান্স হইতে সাহায্য লাভের আশা করিয়াছিল। কিন্তু মেটারনিকের ভয়ে ফরাসীরাজ লুই ফিলিপ সাহায্য প্রেরণ করিতে পারিলেন না। অস্ট্রিয়ার হস্তক্ষেপে ইতালির বিদ্রোহ সহজেই দমন করা হইল। আপাতদৃষ্টিতে ১৮২০ ও ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লব ফলপ্রসূ না হইলেও এগুলির গুরুত্ব নেহাৎ কম ছিল না। এই দুই বিদ্রোহে অকৃতকার্য হওয়ার ফলে ইতালিবাসীরা বুঝিতে পারিয়াছিল যে, ইতালিকে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য হইতে মুক্ত করিতে না পারিলে ইতালির জাতীয়তার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে না। সুতরাং ঐ সময় হইতে সমগ্র ইতালির জনগণ অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হইতে লাগিল। একই শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ফলেই ইতালিবাসীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ আরও বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই বিপ্লবের প্রভাব: মোডেনা, পার্মা ও পোপের রাজ্যে বিদ্রোহ অস্ট্রিয়া কর্তৃক দমন

বিদ্রোহ বিফল হইলেও গুরুত্বপূর্ণ: অস্ট্রিয়ার প্রাধান্যনাশে ইতালিবাসী ঐক্যবদ্ধ

ইতালিবাসীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেম বৃদ্ধি ও অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে তাহাদের মানসিক প্রস্তুতির কার্যে যোসেফ ম্যাৎসিনির (Giuseppe Mazzini) দান ইতালির ইতিহাসে অমর হইয়া আছে।

যোসেফ্ ম্যাৎসিনির অমর দান

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করিবার ফলে ম্যাৎসিনিকে কিছুকাল কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয়। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে দেশ হইতে নির্বাসিত করা হয়। ঐ সময় হইতে তিনি 'ইয়ং ইতালি' (Young Italy) নামে এক নূতন সমিতি গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। আত্মত্যাগ, দেশাত্মবোধ, একনিষ্ঠ জাতীয়তাবোধ

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ: ম্যাৎসিনির কারাদণ্ড ও নির্বাসন

প্রভৃতির আদর্শে ইতালির যুব-সমাজকে তিনি স্বাধীনতা ও জাতীয় ঐক্য-সাধনের পথে পরিচালিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার নেতৃত্বে ইতালির

'ইয়ং ইতালি' আন্দোলন

বহুসংখ্যক যুবক দেশের জন্য আত্মত্যাগ এবং সর্বপ্রকার দুঃখ-কষ্ট বরণ করিতে অগ্রসর হইল। সমগ্র ইতালিতে ম্যাৎসিনির 'ইয়ং ইতালি' আন্দোলন ছড়াইয়া পড়িল। তাঁহার কর্মপন্থা যেমন ছিল সুস্পষ্ট তেমনি ছিল প্রেরণাদায়ক। তিনি দুইটি বিষয়ের উপর বিশেষ জোর দিলেন : প্রথমত, ইতালি হইতে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য দূর করিতে

ম্যাৎসিনি-র কর্মপন্থা : (১) অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য দূর করা (২) আত্মনির্ভরতা ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়া সাফল্য অর্জন করা—বিদেশী সাহায্যে নহে

হইবে, দ্বিতীয়ত অস্ট্রিয়ার অধীনতা হইতে মুক্ত হইতে হইলে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইবে, কিন্তু এই যুদ্ধে ইতালিবাসীরা ঐক্যবদ্ধভাবেই একমাত্র নিজেদের শক্তির উপর নির্ভর করিলেই তবে জয়যুক্ত হইতে পারিবে। তিনি বলিলেন যে, কেবলমাত্র একনিষ্ঠতা, আত্মনির্ভর-শীলতা ও সততার সহিত ইতালিবাসী যদি তাহাদের আদর্শের দিকে অগ্রসর হয় তাহা হইলেই অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করা সম্ভব হইবে—কেবলমাত্র সামরিক শক্তির সাহায্যে ইহা সম্ভব নহে। তিনি বিদেশী সামরিক সাহায্য গ্রহণ বা কূট-কৌশলের পক্ষপাতী ছিলেন না। দুই কোটি ইতালিবাসী যদি তাহাদের ন্যায্য-অধিকারের জন্য আত্মপ্রত্যয় ও নিষ্ঠার সহিত যে কোন দুঃখবরণে

ইতালির ঐক্য অলীক কল্পনা নহে—এই ধারণার সৃষ্টি

প্রস্তুত হয় তাহা হইলেই অস্ট্রিয়ার পক্ষে ইতালিতে আধিপত্য বজায় রাখা সম্ভব হইবে না—এই ছিল তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস। শতধা-বিচ্ছিন্ন ইতালিতে যখন জাতীয় ঐক্যের আশা একপ্রকার নির্মূল হইয়া গিয়াছিল সেই সময়ে সুইট্‌জারল্যাণ্ড, ফ্রান্স এবং প্রধানত ইংলণ্ডে নির্বাসিত অবস্থায় থাকিয়া তিনি সমগ্র ইতালির জনসাধারণের মধ্যে ইতালির ঐক্য যে অবাস্তব কল্পনা নহে সেই ধারণা জন্মাইতে সমর্থ হন। 'সমগ্র ইতালি ও সকল ইতালিবাসীদের নামে আন্দোলন

ইতালির ঐক্যের মানসিক প্রস্তুতি

করিও অন্য কোন নামে নহে',—এই কথা তিনি ইতালি-বাসীদের সর্বদা বলিতেন। এইভাবে সমগ্র ইতালি এবং সকল ইতালিবাসীদের মধ্যে এক জাতীয় জাগরণ তিনি সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইতালির ঐক্যের মানসিক প্রস্তুতি ম্যাৎসিনির একনিষ্ঠ আন্দোলনের ফলেই সম্ভব হইয়াছিল।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের প্রভাবে সমগ্র ইতালিতে ব্যাপক বিপ্লবাত্মক আন্দোলন শুরু হইল, কিন্তু বিপ্লবীদের মধ্যে যোগাযোগ ও সংগঠনের অভাব হেতু অস্ট্রিয়া সহজেই উহা দমন করিতে সমর্থ হইল।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের বিফলতা: বিদেশী সাহায্য একান্ত প্রয়োজন—এই শিক্ষা লাভ

এই বিপ্লবের ফলে ইতালিবাসী এই সত্যটি উপলব্ধি করিল যে, বিদেশী সাহায্য ভিন্ন অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য নাশ করা সম্ভব হইবে না। পাইডমণ্ট্-সার্ডিনিয়ার প্রধানমন্ত্রী কাউণ্ট্ ক্যাভুরই সর্বপ্রথম এই কথা বুঝিতে পারিলেন

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ইতালীয় বিদ্রোহের অপর একটি গুরুত্ব ছিল। এই বিদ্রোহে পাইডমণ্ট্-সার্ডিনিয়ার স্যাভয়বংশীয় রাজা চার্লস্ এলবার্ট নিজের এবং নিজ পরিবারের স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া ইতালীয়দের পক্ষে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।

চার্লস এলবার্ট কর্তৃক ইতালির জাতীয় আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ

কাস্টোজ্জা (Custozza) এবং নোভারা (Novara)'র যুদ্ধে চার্লস্ এলবার্ট অস্ট্রিয়ার হস্তে পরাজিত হন। তিনি পাইডমণ্ট্-সার্ডিনিয়ার এক উদার শাসনব্যবস্থা স্থাপন করেন। ইতালিবাসীদের জাতীয় স্বার্থের প্রতি এইরূপ সহানুভূতি প্রদর্শনের ফলে স্যাভয় রাজপরিবার ইতালীয় ঐক্যের নেতৃত্বলাভে সমর্থ হয়। স্যাভয় রাজপরিবারের জাতীয়তাবোধের দৃষ্টান্ত সমগ্র ইতালীয় জাতিকে এক নিঃস্বার্থ জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল।

কাস্টোজ্জা ও নোভারা'র যুদ্ধে এলবার্টের পরাজয়

নোভারা-এর যুদ্ধের পর (১৮৪৯) চার্লস্ এলবার্টকে সিংহাসন ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। অস্ট্রিয়া এলবার্টের পুত্র ভিক্টর ইমান্যুয়েলকে স্বপক্ষে রাখিবার উদ্দেশ্যে খুব সহজ শর্তেই সন্ধি স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছিল। কিন্তু অস্ট্রিয়া এই সুযোগে ভিক্টর ইমান্যুয়েলকে চার্লস্ এলবার্ট কর্তৃক প্রবর্তিত উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থা নাকচ করিতে জানাইলে তিনি এই প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁহার এই দৃঢ়তা এবং জাতীয়তাবোধ তাঁহাকে অত্যন্ত জনপ্রিয় করিয়া তুলিল। ইতালিবাসীরা ভিক্টর ইমান্যুয়েলকে "সাধু রাজা" (Honest King) উপাধিতে ভূষিত করিল। পাইডমণ্ট্-সার্ডিনিয়ার রাজপরিবার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের

চার্লস্ এলবার্টের দৃষ্টান্তে ইতালীয়দের মনে নিঃস্বার্থ জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি

ভিক্টর ইমান্যুয়েলের দৃঢ় জাতীয়তাবোধ: 'সাধু রাজা' উপাধি

পাইডমণ্ট্-সার্ডিনিয়া আন্দোলনকারীদের আশ্রয়স্থল

কেন্দ্রস্থলে পরিণত হইল এবং পাইডমণ্ট্‌-সার্ডিনিয়া ইতালীর ঐক্য আন্দোলনকারীদের আশ্রয়স্থল হইয়া দাঁড়াইল।

১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে ভিক্টর ইমানুয়েল কাউণ্ট্‌ ক্যাভুরকে প্রধানমন্ত্রি পদে নিযুক্ত করেন। ক্যাভুর বিশ্বাস করিতেন যে, পাইডমণ্ট্‌-সার্ডিনিয়া যদি ইতালিবাসীর জাতীয় জাগরণকে কার্যকরী করিতে সক্ষম হয় তাহা হইলে অনায়াসেই ইতালির স্বাধীনতা ও ঐক্য স্থাপন করা সম্ভব হইবে। ক্যাভুর ম্যাৎসিনির ন্যায় অবাস্তব আদর্শবাদী ছিলেন না। তিনি ছিলেন স্বমত-পোষক বাস্তববাদী। ম্যাৎসিনির ন্যায় তিনিও ইতালির স্বাধীনতা ও ঐক্যসাধনে বদ্ধপরিকর ছিলেন। কিন্তু তিনি মনে করিতেন যে, বিদেশী সাহায্য ভিন্ন ইতালীয় ঐক্যসাধন বা স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নহে। এবিষয়ে তাঁহার মত ছিল ম্যাৎসিনির মতের সম্পূর্ণ বিপরীত।

কাণ্টে ক্যাভুর প্রধানমন্ত্রি পদে নিযুক্ত (১৮৫২)

ক্যাভুরের মতবাদ ও কর্মপন্থা

ক্যাভুর পাইডমণ্ট-সার্ডিনিয়ার নেতৃত্বে ইতালিকে স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন। পাইডমণ্ট্‌-সার্ডিনিয়া রাজ্য যাহাতে এই আন্দোলনের নেতৃত্বলাভের উপযোগী হইতে পারে সেইজন্য তিনি তথায় এক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপন করেন। এইভাবে তিনি ইতালিবাসীদের মনে স্যাভয় পরিবারের শাসনের প্রতি এক গভীর শ্রদ্ধার সৃষ্টি করেন এবং তাহাদের সম্মুখে স্বায়ত্তশাসনের এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

পাইডমণ্ট-সার্ডিনিয়ায় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপন: স্যাভয় পরিবারের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার সৃষ্টি

বিদেশী সাহায্য লাভ করিতে হইলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন ছিল ইতালির সমস্যা সম্পর্কে ইওরোপীয় দেশগুলির মধ্যে সহানুভূতি সৃষ্টি করা। এই উদ্দেশ্যে ক্যাভুর ক্রিমিয়ার যুদ্ধে মিত্রশক্তির পক্ষে (ইংলণ্ড, ফ্রান্স, তুরস্ক) যোগদান করেন। তিনি ছিলেন অসামান্য কূটকৌশলী। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে অংশ গ্রহণের সুযোগে তিনি অতি ক্ষুদ্র প্রদেশের প্রতিনিধি হইয়াও প্যারিসের বৈঠকে এক মর্যাদাপূর্ণ স্থানলাভে সমর্থ হন। এই বৈঠকে তিনি ইতালির স্বাধীনতার প্রশ্ন উত্থাপন করেন এবং ইতালির সমস্যার যথাযোগ্য সমাধান করিতে না পারিলে ইওরোপে শান্তিরক্ষা করা

ক্যাভুর কর্তৃক ক্রিমিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণ: ইতালীয় সমস্যা এক আন্তর্জাতিক সমস্যায় পরিণত

সম্ভব হইবে না, এই কথা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন। ইংলণ্ড ইতালির স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল এই কথা ইংরেজ প্রতিনিধি ক্ল্যারেণ্ডনের বক্তৃতায় স্পষ্টভাবে বুঝা গেল। ক্যাভুর উদারচেতা ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের সহানুভূতি অর্জনেও সমর্থ হন। এখন হইতে ইতালির স্বাধীনতা এক আন্তর্জাতিক সমস্যায় পরিণত হইল।

ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সহানুভূতি লাভ

ইহার অল্পকালের মধ্যে ম্যাৎসিনির সমর্থনে অরসিনি (Orsini) নামক জনৈক ব্যক্তি তৃতীয় নেপোলিয়ন ও তাঁহার রাণীর উপর বোমা নিক্ষেপ করে। তৃতীয় নেপোলিয়ন ও তাঁহার রাণী রক্ষা পাইলেও তাঁহাদের অনুচরবর্গের কয়েকজন হতাহত হন। এই ঘটনা লইয়া তৃতীয় নেপোলিয়ন ও পাইডমণ্ট-সার্ডিনিয়ার মধ্যে মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উহা মিটিয়া যায়।* অল্পকাল পরে (১৮৫৮) ক্যাভুর প্লোম্বিয়ারিস্ নামক স্থানে তৃতীয় নেপোলিয়নের সহিত সাক্ষাৎ করেন। সেখানে উভয়ের মধ্যে স্থির হয় যে, আল্পস্ পর্বত হইতে আড্রিয়াটিক সাগর পর্যন্ত ইতালি স্বাধীন হইবে এবং এজন্য অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইবে। পাইডমণ্ট-সার্ডিনিয়া লোম্বার্ডি, ভেনিসিয়া ও পোপের রাজ্যের কতকাংশ অধিকার করিবে এবং ফ্রান্স সামরিক সাহায্যদানের পুরস্কারস্বরূপ স্যাভয় ও নিস্ পাইবে। এই সকল শর্ত সম্বলিত 'প্লোম্বিয়ারিস্ চুক্তি' (Pact of Plombieres) নামে এক চুক্তিপত্র উভয়ের মধ্যে স্বাক্ষরিত হইল (২১শে জুলাই, ১৮৫৮)।

প্লোম্বিয়ারস্-এর চুক্তি (১৮৫৮)

ফ্রান্সের সামরিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়ামাত্রেই ক্যাভুর সামরিক প্রস্তুতির দিকে মনোযোগ দিলেন। অস্ট্রিয়া পাইডমণ্ট-সার্ডিনিয়ার এই সামরিক প্রস্তুতিতে বাধা দিল। পাইডমণ্ট-সার্ডিনিয়ার সেনাবাহিনী ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য অস্ট্রিয়া দাবি জানাইলে ক্যাভুর উহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। এই সূত্রে অস্ট্রিয়া পাইডমণ্ট-সার্ডিনিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলে (১৮৫৯) ফ্রান্সের সামরিক শক্তির সাহায্যে পাইডমণ্ট-সার্ডিনিয়া ম্যাজেণ্টা

অস্ট্রিয়া ও পাইডমণ্ট-সার্ডিনিয়ার যুদ্ধ (১৮৫৯)

* Vide : David Thomson, p. 276.

(Magenta) ও সোল্‌ফেরিনো (Solferino)'র যুদ্ধে অস্ট্রিয়াকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিল। ফলে, লোম্বার্ডি ও মিলান মিত্রশক্তির অর্থাৎ পাইড্‌মণ্ট্ ও ফ্রান্সের যুগ্ম বাহিনীর অধিকারে আসিল। মিত্রশক্তি যখন এইভাবে উত্তরোত্তর জয়লাভ করিতেছিল তখন আকস্মিকভাবে তৃতীয় নেপোলিয়ন অস্ট্রিয়ার সহিত ভিল্লাফ্রাংকা (Villafranca) নামক সন্ধি স্থাপন করেন। তিনি মিত্রশক্তি পাইড্‌মণ্ট্-সার্ডিনিয়ার সহিত এবিষয়ে কোনপ্রকার আলাপ-আলোচনা না করিয়াই এই সন্ধিতে স্বাক্ষর করেন। তৃতীয় নেপোলিয়নের ইতালীয় নীতি ফরাসী ক্যাথলিক যাজকদের মনঃপূত ছিল না, ইহা ভিন্ন ফ্রান্সের অতি নিকটে ঐক্যবদ্ধ ইতালি ফ্রান্সের নিরাপত্তা ও প্রাধান্যের পরিপন্থী হইবে—এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া তৃতীয় নেপোলিয়ন আকস্মিকভাবে যুদ্ধ ত্যাগ করিয়াছিলেন। ভিল্লাফ্রাংকার সন্ধির দ্বারা পাইড্‌মণ্ট্-সার্ডিনিয়া লোম্বার্ডি দখল করিল, ভেনিসিয়া অস্ট্রিয়ার অধীনেই রহিল, ইতালির রাজ্যগুলি লইয়া পোপের সভাপতিত্বে একটি রাষ্ট্র-সংঘ স্থাপিত হইল; মোডেনা ও টাস্কেনির ডিউকগণ যাহারা জনগণের বিদ্রোহের ফলে দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন তাঁহারা নিজ নিজ দেশে ফিরিয়া যাইবেন স্থির হইল।

ম্যাজেণ্টা ও সোল্‌ফেরিনো'র যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার পরাজয়

তৃতীয় নেপোলিয়ন কর্তৃক আকস্মিকভাবে যুদ্ধ ত্যাগ

ভিল্লাফ্রাংকার সন্ধি

ভিল্লাফ্রাংকা সন্ধির শর্ত: পাইড্‌মণ্ট্-সার্ডিনিয়ার লোম্বার্ডি লাভ

তৃতীয় নেপোলিয়নের বিশ্বাসঘাতকতায় ইতালিবাসীদের মনে তাঁহার প্রতি দারুণ ঘৃণার সৃষ্টি হইল; ক্যাভুর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন। ক্যাভুর ভিক্টর ইমান্যুয়েলকে ভিল্লাফ্রাংকার সন্ধি বর্জন করিতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু ভিক্টর ইমান্যুয়েল ক্যাভুরের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া এক্ষেত্রে ক্যাভুর অপেক্ষা অধিক দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। কারণ তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, এইরূপ ক্রম-বিবর্তনের মধ্য দিয়াই ইতালির স্বাধীনতা ও ঐক্যসাধন সম্ভব হইবে। ভিক্টর ইমান্যুয়েল ভিল্লাফ্রাংকার সন্ধি অনুমোদন করিলে ক্যাভুর বিরক্তিবশত পদত্যাগ করিলেন।

নেপোলিয়নের বিশ্বাসঘাতকতা: ইতালিবাসীর ঘৃণা, ক্যাভুরের পদত্যাগ

এদিকে টাস্কেনি, মোডেনা, পার্মা রোমানা প্রভৃতি স্থান ভিল্লাফ্রাংকার

সন্ধির শর্তাদি অগ্রাহ্য করিল। তাহারা তাহাদের পূর্বেকার স্বৈরাচারী শাসকগণকে পুনরায় গ্রহণ করিতে রাজী হইল না। এই সকল স্থানের জনসাধারণ এক গণভোটের দ্বারা পাইডমণ্ট-সার্ডিনিয়ার সহিত সংযুক্তির ইচ্ছা প্রকাশ করিল। পাইডমণ্ট-সার্ডিনিয়া কিন্তু এই গণভোট অনুসারে এই সকল স্থান অধিকার করিতে ইতস্তত: করিতে লাগিল, কারণ এইরূপ পন্থা অনুসরণ করিলে ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়ার বিরাগভাজন হওয়ার আশংকা ছিল। কিন্তু গোপনে পাইডমণ্ট-সার্ডিনিয়া হইতে ঐ সকল স্থানের জনসাধারণকে সর্বপ্রকার উৎসাহ দেওয়া হইতে লাগিল। ফরাসী-রাজ তৃতীয় নেপোলিয়নও বুঝিলেন যে, জনগণের মত উপেক্ষা করিয়া সামরিক শক্তির সাহায্যে মোডেনা, পার্মা প্রভৃতি স্থানে স্বৈরাচারী শাসকদের পুনঃস্থাপন করা যুক্তিযুক্ত হইবে না। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স বা অস্ট্রিয়ার সৈন্যের সাহায্যে মোডেনা, পার্মা প্রভৃতি স্থানে স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা স্থাপনের বিরোধিতা করিল। এইরূপ পরিস্থিতিতে ক্যাভুর পুনরায় প্রধানমন্ত্রী পদে ফিরিয়া আসিলেন (১৮৬০)। তিনি তৃতীয় নেপোলিয়নকে স্যাভয় ও নিস্—এই দুইটি স্থান উৎকোচস্বরূপ দান করিতে রাজী হইলেন। নেপোলিয়নও মধ্য-ইতালির মোডেনা, পার্মা প্রভৃতি স্থানের জনগণের ইচ্ছানুসারে পাইডমণ্ট-সার্ডিনিয়ার সহিত সংযুক্তির নীতি মানিয়া লইলেন। গণভোটের দ্বারা মধ্য ইতালির টাস্কেনি, পার্মা, মোডেনা, রোমানা, পাইডমণ্ট-সার্ডিনিয়ার সহিত সংযুক্তির ইচ্ছা প্রকাশ করিল। পাইডমণ্ট-সার্ডিনিয়া তখন লোম্বার্ডি, মোডেনা, পার্মা, টাস্কেনি প্রভৃতি স্থান অধিকার করিলে ইতালি ঐক্যের পথে বহুদূর অগ্রসর হইল।

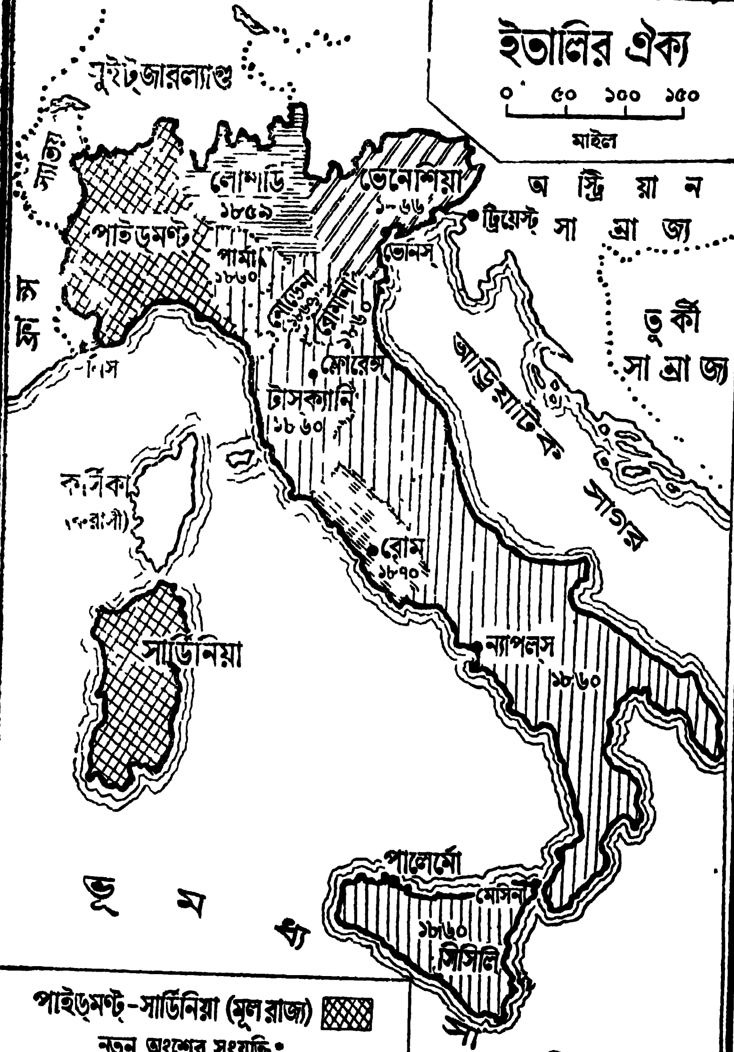
টাস্কেনি, মোডেনা, পার্মা, রোমানা কর্তৃক ভিল্লাফ্রাংকা সন্ধির শর্ত অগ্রাহ্য : পাইডমণ্ট-সার্ডিনিয়ার সহিত সংযুক্তির আগ্রহ

ইংলণ্ড কর্তৃক সামরিক সাহায্যে স্বৈরতন্ত্র স্থাপনের বিরোধিতা

তৃতীয় নেপোলিয়নের স্যাভয় ও নিস্ প্রাপ্তি : মধ্য ইতালীয় রাজ্যগুলির পাইডমণ্ট-সার্ডিনিয়ার সহিত সংযুক্ত

১৮৬০ খ্রীস্টাব্দের প্রথম দিকে সিসিলিতে তথাকার স্বৈরাচারী রাজা দ্বিতীয় ফ্রান্সিসের (১৮৪৮-৬০) বিরুদ্ধে এক গণতান্ত্রিক বিদ্রোহ দেখা দেয়। গ্যারিবল্ডি নামক স্বনামধন্য জনপ্রিয় নেতা বিদ্রোহীদের সাহায্যার্থে সৈন্যসহ সিসিলিতে গমন করেন। গ্যারিবাল্ডি ছিলেন একজন অনন্যসাধারণ সামরিক নেতা; তাঁহার নামে ইতালি-

সিসিলিতে গণতান্ত্রিক বিদ্রোহ



ইতালির ঐক্য
০ ৫০ ১০০ ১৫০
মাইল
সুইট্জারল্যাণ্ড
লোম্বার্ডি
১৮৫৯
ভেনেশিয়া
১৮৬৬
ট্রিয়েস্ট
অস্ট্রিয়ান সাম্রাজ্য
পাইডমণ্ট
পার্মা
১৮৬০
ভেনিস
তুর্কী সাম্রাজ্য
নিস
ফ্লোরেন্স
টাসক্যানি
১৮৬০
অ্যাড্রিয়াটিক সাগর
কর্সিকা
(ফরাসী)
রোম
১৮৭০
সার্ডিনিয়া
ন্যাপলস
১৮৬০
পালের্মো
মেসিনা
১৮৬০
সিসিলি
ভূমধ্য সাগর
পাইড্মণ্ট-সার্ডিনিয়া (মূল রাজ্য)
নূতন অংশের সংযুক্তি:
১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ
১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ
১৮৬৬ "
১৮৭০ "
ফ্রান্সকে প্রদত্ত (১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ)

বাসীদের মনে এক গভীর শ্রদ্ধার সৃষ্টি হইত। গ্যারিবল্ডি তাঁহার সহস্র অনুচরসহ অনায়াসে সিসিলি অধিকার করিলেন। সিসিলি জয় করিয়া তিনি ন্যাপল্‌সে গমন করেন। সেখানে এরূপ্রকার বিনা-যুদ্ধেই তিনি ন্যাপল্‌স্‌ অধিকার করিলেন। সিসিলি-ন্যাপল্‌সের রাজা দ্বিতীয় ফ্রান্সিস্‌ ন্যাপল্‌স্‌ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। গ্যারিবল্ডি অতঃপর রোমনগরী দখল করিবার জন্য অগ্রসর হইতে মনস্থ করিলেন। রোম-নগরীতে তখন পোপের সাহায্যার্থে একদল ফরাসী সৈন্য মোতায়েন ছিল। রোমনগরী আক্রমণ করিলে ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা ছিল।

গ্যারিবল্ডির সিসিলি অধিকার

ন্যাপল্‌স্‌ অধিকার

এই পরিস্থিতি উপস্থিত হইলে কূটকৌশলী ক্যাভুর দেখিলেন যে, রোমের বিরুদ্ধে গ্যারিবল্ডির অভিযান যেভাবেই হউক রোধ করিতে হইবে। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, রোমনগরী এবং পোপের বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ না করিলে তৃতীয় নেপো-লিয়ন পোপের রাজ্যের অন্যান্য অংশ পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডি-নিয়ার সহিত সংযুক্ত হওয়ার বিরোধিতা করিবেন না। তৃতীয় নেপোলিয়নের সহিত আলোচনা করিয়া তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার ধারণাই সত্য। কালক্ষেপ না করিয়া ক্যাভুর পোপের রাজ্যাংশ দখল করিলেন। পোপের রাজ্য দখল করিয়া ক্যাভুর কর্তৃক প্রেরিত সৈন্যবাহিনী ন্যাপল্‌সে প্রবেশ করিল। সেখানে এবং সিসিলিতে এক গণভোট গ্রহণ করা হইল। বিপুল ভোটাধিক্যে এই দুইটি স্থান পাইড্‌মণ্ট্‌ সার্ডিনিয়ার সহিত সংযুক্ত হইল। রোম ও ভেনিশিয়া ভিন্ন সমগ্র ইতালি স্যাভয় পরিবারের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হইল।

ক্যাভুরের কূটকৌশল

ক্যাভুর কর্তৃক পোপের রাজ্যাংশ দখল

সিসিলি ও ন্যাপল্‌সে গণভোট : পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়ার সহিত সংযুক্তি

পরবর্তী কালের ঐতিহাসিক ঘটনার চাপে রোম ও ভেনিশিয়া পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়ার সহিত যুক্ত হইয়াছিল। ভেনিশিয়ায় অস্ট্রিয়ার এক সামরিক বাহিনী মোতায়েন ছিল; রোমে ছিল এক ফরাসী বাহিনী। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার যুদ্ধে ইতালিও প্রাশিয়ার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল। স্যাডোয়ার যুদ্ধে অস্ট্রিয়া পরাজিত হইলে একদিকে যেমন জার্মান ঐক্য আংশিকভাবে সম্পন্ন

স্যাডোয়ার যুদ্ধ : ভেনিশিয়া লাভ (১৮৬৬)

হয়, তেমনি অপর দিকে অস্ট্রিয়া ইতালিকে ভেনিশিয়া ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে সেডানের যুদ্ধে প্রাশিয়া ফ্রান্সকে পরাজিত করে। ঐ যুদ্ধের ফলে প্রাশিয়ার মিত্রশক্তি ইতালি রোমনগরী লাভ করে এবং ফ্রান্স রোম হইতে সৈন্য অপসারণে বাধ্য হয়। এইভাবে জার্মান ঐক্যের জন্য সংঘটিত দুইটি যুদ্ধের ফলে ইতালি ভেনিশিয়া ও রোম—এই দুইটি স্থান লাভ করে। ইতালিবাসীদের বহুকালের অভিপ্রেত জাতীয় ঐক্য ও স্বাধীনতা স্থাপিত হয়।

সেডানের যুদ্ধ : রোম নগরী লাভ (১৮৭০)

ইতালির জাতীয় ঐক্য ও স্বাধীনতা স্থাপিত

যোসেফ ম্যাৎসিনি (Giuseppe Mazzini) : ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে জেনোয়া নামক স্থানে যোসেফ্ ম্যাৎসিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ছিলেন জেনোয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাশাস্ত্রের অধ্যাপক। বাল্যকাল হইতেই ম্যাৎসিনি নিজ দেশ ও দেশবাসীর দুঃখ দুর্দশার কথা ভাবিয়া আকুল হইতেন। অন্যান্য ছাত্রেরা যখন বালকসুলভ আনন্দে উৎফুল্ল থাকিত ম্যাৎসিনি তখন সেই আমোদ-আহ্লাদ ত্যাগ করিয়া দেশের ভবিষ্যৎ চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার স্বদেশপ্রীতি ছিল অপরিসীম। বালকসুলভ মনোবৃত্তির জন্যই তিনি একবার স্থির করিলেন যে, তিনি নিজ দেশের দুঃখ-দুর্দশার প্রতীক হিসাবে সর্বদা শোকব্যঞ্জক কালো পোষাক পরিধান করিবেন।*

ম্যাৎসিনির বাল্যজীবন

তাঁহার স্বদেশপ্রীতি

প্রথম জীবনে সাহিত্যের প্রতি ম্যাৎসিনির বিশেষ অনুরাগ ছিল। কিন্তু তিনি তাঁহার এই গভীর সাহিত্যানুরাগও স্বদেশসেবার কার্যে আহুতি দিয়াছিলেন। তিনি 'কার্বোনারি' (Carbonari) নামক বিপ্লবী সঙ্ঘের সভ্য হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু 'কার্বোনারি'র কর্মপন্থায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। তথাপি এই সঙ্ঘ

কার্বোনারিতে যোগদান

* "In the midst of the noisy tumultuous life of the students around me, I was sombre and absorbed and appeared like one suddenly grown old. I childishly determined to dress always in black, fancying myself in mourning for my country." *Mazzini's Autobiography.* Quoted by Hazen, p. 145.

দেশসেবার কার্যে নিযুক্ত ছিল কেবলমাত্র সেইজন্যই তিনি এই সংঘের সভ্য হইয়াছিলেন। এই সংঘের সভ্য হওয়ার জন্য ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে কারারুদ্ধ করা হয়। স্যাভোনা (Savona) নামক দুর্গে ছয় মাস বন্দী থাকার পর ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মুক্তিলাভ করেন। তাঁহাকে সঙ্গে সঙ্গে দেশ হইতে নির্বাসিত করা হয়। পরবর্তী দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর ম্যাৎসিনি তাঁহার নির্বাসিত জীবন সুইটজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে অতিবাহিত করেন। তিনি এই সকল দেশ হইতে স্বদেশের কল্যাণার্থে আন্দোলন চালাইতে থাকেন। 'কার্বোনারি'র ধ্বংসাত্মক কর্মপন্থায় ম্যাৎসিনি বিশ্বাস করিতেন না। এইজন্য তিনি 'ইয়ং ইতালি' (Young Italy) নামে এক নূতন সংঘ বা সমিতি গঠন করিলেন। এই সমিতিতে চল্লিশ বৎসরের অনধিক বয়সের ইতালীয়দের গ্রহণ করা হইত।

স্যাভোনার দুর্গে বন্দী : মুক্তিলাভের পর নির্বাসিত

'ইয়ং ইতালি' সঙ্ঘ স্থাপন

তাঁহার উদ্দেশ্য ও নীতি (His Aims & Policy): ম্যাৎসিনির উদ্দেশ্য ছিল শতধা-বিচ্ছিন্ন ইতালিকে ঐক্যবদ্ধ ও স্বাধীন করা। তিনি ইতালিতে এক প্রজাতান্ত্রিক সরকার স্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন। ইতালির স্বাধীনতা অর্জন ও ঐক্যসাধন ম্যাৎসিনির নিকট এক ধর্মস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আত্মনির্ভরতা ও আত্মত্যাগের দ্বারা তিনি এই উদ্দেশ্যকে সফল করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যেই তিনি তাঁহার 'ইয়ং ইতালি' আন্দোলন শুরু করেন। তাঁহার নীতি ছিল 'কার্বোনারি'র ধ্বংসাত্মক নীতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। তিনি স্থির করিলেন যে, (১) ইতালি হইতে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য দূর করিতে হইবে; ইতালির ঐক্য বা উন্নতির প্রথম শর্তই ছিল অস্ট্রিয়ার আধিপত্যের অবসান করা। (২) অস্ট্রিয়াকে ইতালির আধিপত্য হইতে বিতাড়িত করিতে হইলে যুদ্ধ অপরিহার্য ছিল। কিন্তু ইতালিবাসীদিগকে নিজেদের শক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াই এই যুদ্ধে অবতরণ করিতে হইবে। কূটনীতির বা বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভর

তাঁহার উদ্দেশ্য : ইতালির স্বাধীনতা ও ঐক্য স্থাপন

তাঁহার নীতি : (১) অস্ট্রিয়ার আধিপত্য নাশ, (২) অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ, (৩) আত্মনির্ভরশীলতা ও নিজ আদর্শে বিশ্বাস

করার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। (৩) ইহা ভিন্ন ইতালিবাসীদিগকে আত্মনির্ভরশীল হইতে হইবে। কেবলমাত্র শক্তির সাহায্যে সাফল্য লাভ করা সম্ভব হইবে না। নিজ শক্তিতে এবং নিজ আদর্শে বিশ্বাস থাকিলেই তাহারা সাফল্য অর্জন করিতে সক্ষম হইবে। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, সমগ্র ইতালিবাসী যদি ঐক্যবদ্ধভাবে এবং একাগ্রতা সহকারে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয় তাহা হইলে তাহাদের জয় অবশ্যম্ভাবী। ইতালির জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা কার্যকরী করিতে ইতালিকে একাই চেষ্টা করিতে হইবে *

'ইয়ং ইতালি' আন্দোলন

ম্যাৎসিনি ইতালির যুবশক্তিকে সংঘবদ্ধ করিবার জন্য যে আহ্বান জানাইলেন তাহাতে সমগ্র ইতালির যুবসমাজ অত্যাচার, অবিচার, কারাবাস প্রভৃতির ভয়ে ভীত না হইয়া দলে দলে তাঁহার 'ইয়ং ইতালি' সংঘে যোগদান করিল। অল্পকালের মধ্যেই ইতালীয় উপদ্বীপের সর্বত্র এই আন্দোলন ছড়াইয়া পড়িল।

ইতালিবাসীদের মনে এক নবচেতনার সৃষ্টি

গভীর হতাশায় নিমজ্জিত ইতালিবাসীদের মধ্যে এক নব-চেতনা—এক ব্যাপক জাগরণের সৃষ্টি হইল। তিনি শতধা-বিচ্ছিন্ন ইতালি জাতিকে সমগ্র ইতালি এবং সমগ্র ইতালীয় জাতি সম্পর্কে চিন্তা করিবার আদর্শে অনুপ্রাণিত করিলেন। তিনি তাহাদিগকে এই কথা-ই বুঝাইলেন যে, দুই কোটি ইতালিবাসী ঐক্যবদ্ধভাবে তাহাদের দাবি কার্যকরী করিতে চাহিলে অস্ট্রিয়ার পক্ষে তাহা দমন করা সম্ভব হইবে না। এইভাবে এক গভীর হতাশার মধ্যে ম্যাৎসিনি আশার সঞ্চার করিলেন।

ইতালীয় ঐক্য-আন্দোলনে ম্যাৎসিনির অবদান (Mazzini's Contributions to Italian Unity) : প্রত্যেক বিপ্লবের পূর্বে মানসিক প্রস্তুতি বা চেতনার প্রয়োজন। ফরাসী বিপ্লবের পূর্বে এইরূপ জাগরণ সৃষ্টি করিয়াছিলেন ফরাসী দার্শনিকগণ। ইতালির ঐক্য ও স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য যে জাগরণের প্রয়োজন ছিল তাহার সৃষ্টি করিয়াছিলেন যোসেফ্ ম্যাৎসিনি। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, স্বার্থান্বেষী ও ধ্বংসাত্মক নীতি অনুসরণ

ইতালির স্বাধীনতা ও ঐক্যের মানসিক প্রস্তুতি

* *Italia fara da se* : 'Italy will go it alone'. Quoted by David Thomson, p. 275.

করিয়া কার্বোনারি ইতালিবাসীকে তাহাদের আদর্শে পৌঁছাইতে সমর্থ হইবে না। জাতীয় ঐক্য ও স্বাধীনতার আদর্শে পৌঁছাইতে হইলে গঠনমূলক কর্মপন্থা অবলম্বনের প্রয়োজন। এই কারণে তিনি 'ইয়ং ইতালি' নামে এক যুবসঙ্ঘ স্থাপন করেন; দেশপ্রেমিক, ভবিষ্যৎদর্শী ম্যাৎসিনি তাঁহার 'ইয়ং ইতালি' আন্দোলনের দ্বারা ইতালিবাসীদের মধ্যে স্বদেশের স্বাধীনতা, দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবাদের আদর্শের প্রতি এক গভীর অনুরাগের সৃষ্টি করেন। ইতালির স্বাধীনতা অর্জন এবং জাতীয় ঐক্য স্থাপনের আদর্শ ইতালীয়দের এক নূতন ধর্মস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। ম্যাৎসিনি নিজে হইলেন এই গভীর জাতীয় অনুভূতির প্রতীকস্বরূপ। তাঁহার আদর্শ ও ব্যক্তিত্বের প্রভাব ও প্রেরণা ইতালিবাসীদের মধ্যে এক নবজাগরণের সৃষ্টি করিল।

স্বাধীনতা ও জাতীয় ঐক্য—ইতালি-বাসীদের এক নূতন ধর্মস্বরূপ

ম্যাৎসিনির কর্মপন্থা অনুসরণ করিলে ইতালি হয়ত নিজ অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে সক্ষম হইত না। তথাপি তাঁহার আদর্শ ও সংগঠন-শক্তির ফলে সমগ্র ইতালীয় জাতির মধ্যে স্বাধীনতা ও ঐক্যের যে চেতনা ও স্পৃহার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা না হইলে ইতালীয় জাতীয় ঐক্যসাধন সম্ভব হইত না। তিনি ইতালিবাসীর মানসিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

ম্যাৎসিনির কার্যের ফলেই ইতালীয় স্বাধীনতা ও ঐক্য বাস্তবে পরিণত

রক্ষণশীল ব্যক্তিরা ম্যাৎসিনির মতবাদ অত্যন্ত চরমপন্থী ও অবাস্তব বলিয়া মনে করিতেন। অপর একদল তাঁহার স্বাধীনতা অর্জনের পরিকল্পনা সমর্থন করিতেন, কিন্তু ইতালির ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পরিকল্পনা নিছক বাতুলতা বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহারা মনে করিতেন যে দীর্ঘকাল ধরিয়া রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে পরস্পর-বিচ্ছিন্নতা ইতালিবাসীর এক চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব হইলেও সমগ্র ইতালির ঐক্যসাধন মোটেই সম্ভব ছিল না। ইহা ভিন্ন, ঐ সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন আদর্শের অনুসরণ করিতেছিল। কোন কোন দল ছিল রাজতান্ত্রিক; অপর একদল সমগ্র ইতালিতে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা স্থাপনে ইচ্ছুক ছিল। ম্যাৎসিনি নিজে ছিলেন প্রজাতন্ত্রের

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল: ইতালীয়দের মতামত বিভ্রান্ত

পক্ষপাতী। যাহা হউক, এইরূপ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে বিভিন্ন আদর্শ যখন ইতালিবাসীকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল তখন ম্যাৎসিনি তাঁহার ব্যক্তিত্ব, আদর্শ, দেশাত্মবোধ ও আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত দ্বারা এবং সর্বোপরি তাঁহার সংগঠনী শক্তির সাহায্যে সমগ্র ইতালিতে এক অপূর্ব জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশপ্রীতির চেতনার সৃষ্টি করেন। এই চেতনার চরম পরিণতি ঘটিল ইতালির স্বাধীনতা ও জাতীয় ঐক্যে।

ম্যাৎসিনির প্রেরণার পরিণতি—ইতালির স্বাধীনতা ও ঐক্য

কাউন্ট্ ক্যাভুর (Count Cavour) : ক্যাউন্ট্ ক্যাভুর ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে পাইড্‌মন্টের এক অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে তিনি সামরিক বিভাগে ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে কার্য গ্রহণ করেন। উদার মতবাদ ও রাজনীতির প্রতি তাঁহার অনুরাগের ফলে অল্পকালের মধ্যেই তাঁহাকে সামরিক চাকরি ত্যাগ করিতে হয়। তিনি সরকারী চাকরি ত্যাগ করিয়া কৃষিকার্যে মনোযোগ দিলেন। কিন্তু তাঁহার রাজনীতির প্রতি অনুরাগ মোটেই কমিল না। তিনি দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভের উদ্দেশ্যে তিনি বহুবার এই দুই দেশে ভ্রমণ করিলেন। ইংলণ্ডের রাজনীতি তাঁহার মনোগ্রাহী ছিল বলিয়া তিনি দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি ইংলণ্ডের পার্লামেন্টে শ্রোতা হিসাবে বসিয়া থাকিয়া তথাকার গণতান্ত্রিক কার্যপ্রণালী সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করিলেন। ফলে, ইংরেজ শাসন পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁহার এক অতি উচ্চ ধারণা জন্মিল এবং নিজ দেশেও অনুরূপ শাসনব্যবস্থা স্থাপনের ইচ্ছা তাঁহার মনে জাগিল। নিয়মতান্ত্রিকতার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইলে তিনি বিপ্লবী পন্থায় আস্থা হারাইলেন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর পাইড্‌মন্টে একটি উদার শাসনতন্ত্র ও পার্লামেণ্ট স্থাপিত হইলে ক্যাভুর অত্যন্ত উৎসাহিত হইলেন। ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও নিয়মতান্ত্রিকতার মাধ্যমেই ইতালির উন্নতিসাধন করা সম্ভব হইবে এই বিশ্বাস তাঁহার মনে

প্রথম জীবন : সামরিক বিভাগে যোগদান

ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের রাজনীতি ও অর্থনীতি সম্পর্কে ধারণা লাভ

নিয়মতান্ত্রিকতার প্রতি শ্রদ্ধা

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে পাইডমণ্ট পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত ; ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে মন্ত্রিপদে নিযুক্ত ; ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে প্রধানমন্ত্রী

বদ্ধমূল হইল। তিনি ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে পাইডমণ্ট পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হইলেন। দুই বৎসর পর (১৮৫০) তিনি মন্ত্রিসভার সদস্য হইলেন। ইহার আরও দুই বৎসর পর তিনি স্বয়ং প্রধানমন্ত্রি পদে নিযুক্ত হইলেন।

চরিত্র

ক্যাভুরের চরিত্রে সূক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তা, প্রখর অন্তর্দৃষ্টি, গভীর জ্ঞান, বিবেচনা, নির্ভীকতা ও দৃঢ় সংকল্পের এক অভূতপূর্ব সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার রাষ্ট্র-পরিচালনার ক্ষমতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং কূটনৈতিক ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। পরিস্থিতির সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া চলিবার শক্তি তাঁহার ছিল অতুলনীয়। কূটনৈতিক চালে তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

ক্যাভুরের উদ্দেশ্য ও নীতি (His Aims and Principles) : ম্যাৎসিনির ন্যায় ক্যাভুরেরও একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ইতালির স্বাধীনতা অর্জন ও ঐক্যসাধন। কিন্তু তাঁহার কার্যপন্থা ছিল ম্যাৎসিনির কার্যপন্থা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। তাঁহার নীতি ছিল অত্যন্ত বাস্তববাদী। ম্যাৎসিনি আত্মশক্তি ও আত্মপ্রত্যয়ের উপর জোর দিতেন, বিদেশী সাহায্য গ্রহণের তিনি মোটেই পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু ক্যাভুর বিশ্বাস করিতেন যে, একমাত্র বিদেশী শক্তির সাহায্যেই ইতালির স্বাধীনতা ও ঐক্যসাধন সম্ভব। ম্যাৎসিনির ন্যায় তিনি অস্ট্রিয়ার সামরিক শক্তিকে তুচ্ছজ্ঞান করিতেন না। এই কারণে তিনি ইতালির সমস্যাকে একটি আন্তর্জাতিক সমস্যায় পরিণত করিয়া ইওরোপীয় অপরাপর শক্তির সহানুভূতিলাভে সচেষ্ট হন। ক্যাভুরের নীতি ও কর্মপন্থাকে চারিভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত, অস্ট্রিয়ার আধিপত্য হইতে ইতালিকে মুক্ত করিতে হইবে; দ্বিতীয়ত, ইতালির স্বাধীনতা ও ঐক্য আন্দোলনের নেতৃত্ব পাইডমণ্ট-সার্ডিনিয়াকে গ্রহণ করিতে হইবে; তৃতীয়ত, ব্যবসায়-বাণিজ্য—অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক উন্নতির দ্বারা পাইডমণ্ট-সার্ডিনিয়াকে ইতালির নেতৃত্বের যোগ্য করিয়া তুলিতে

উদ্দেশ্য : স্বাধীনতা-লাভ ও ঐক্যসাধন

ম্যাৎসিনি ও ক্যাভুর

ক্যাভুরের নীতি : (১) অস্ট্রিয়ার আধিপত্য নাশ, (২) পাইডমণ্ট-সার্ডিনিয়াকে ইতালির স্বাধীনতা ও ঐক্য-আন্দোলনের নেতৃত্বপদে স্থাপন, (৩) অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়া পাইডমণ্ট-সার্ডিনিয়াকে আদর্শ রাজ্যে পরিণতকরণ, (৪) আন্তর্জাতিক সাহায্যলাভ

হইবে—পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়াকে এক আদর্শ রাজ্যে পরিণত করিতে হইবে ; চতুর্থত, বিদেশী সাহায্য লাভ করিয়া অস্ট্রিয়াকে ইতালি হইতে বিতাড়িত করিতে হইবে এবং এজন্য ইতালীয় সমস্যাকে আন্তর্জাতিক সমস্যায় পরিণত করিতে হইবে।

ক্যাভুরের প্রচার কার্য

ইওরোপীয় দেশগুলির সহানুভূতিলাভের উদ্দেশ্যে উদার মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রেরই নৈতিক সমর্থন পাওয়ার জন্য ক্যাভুর প্রচারকার্য শুরু করিলেন। সংবাদপত্রাদির মাধ্যমে তিনি ইওরোপীয় দেশসমূহে উদারনৈতিক চেতনাকে ইতালির সপক্ষে জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইংলণ্ডের 'মর্ণিং পোস্ট' (Morning Post), 'দি টাইমস্‌' (The Times) এবং ফ্রান্সের 'লা ম্যাটিন' (La Matin), 'লা ইণ্ডিপেণ্ডেন্স বেলজিগ' (L' Independence Belge) নামক সংবাদপত্রে তিনি নিয়মিতভাবে প্রবন্ধ লিখিয়া ইতালির সমস্যাগুলির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ আরম্ভ হইলে তাঁহার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইল। অতি সূক্ষ্ম কূটনৈতিক চালের দ্বারা এই যুদ্ধের মাধ্যমে তিনি ইতালির সমস্যা সমাধানের পথ প্রস্তুত করিলেন।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ

ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ক্যাভুর ইংগ ফরাসী পক্ষে যোগদান করিলেন এবং যুদ্ধ শেষে পুরস্কারস্বরূপ প্যারিসের সন্ধির আন্তর্জাতিক বৈঠকে ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশগুলির সহিত পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়াকেও সমমর্যাদার আসনে স্থাপন করিলেন।

প্যারিসের শান্তি বৈঠকে অংশ গ্রহণ

পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়ার প্রতিনিধি হিসাবে ক্যাভুর এই আন্তর্জাতিক শান্তি-সম্মেলনে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের প্রতিনিধিদের সমমর্যাদাপূর্ণ আসন গ্রহণ করিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল ইতালির সমস্যার প্রতি ইওরোপীয় দেশগুলির দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং ইতালির স্বাধীনতা ও ঐক্য অর্জনে তাহাদের সাহায্য লাভ করা। কালক্রমে ক্যাভুরের কূটকৌশল সাফল্যমণ্ডিত হইল। তিনি ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের—বিশেষত উদারচেতা ফরাসীরাজ তৃতীয় নেপোলিয়নের সহানুভূতি লাভে সমর্থ হইলেন।

ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সহানুভূতি লাভ

ইংলণ্ড অবশ্য ইতালিকে কোন সামরিক সাহায্য দিতে প্রস্তুত ছিল না, কারণ পামারস্টোনের পররাষ্ট্রীয় নীতির মূল সূত্র ছিল

অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যকে সঞ্জীবিত করিয়া ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে শক্তি-সাম্য বজায় রাখা। কিন্তু নীতিগতভাবে ইংলণ্ড ও ইতালির জাতীয় ঐক্য আন্দোলনের সমর্থন করিত।* ইহার অল্পকাল পরে (১৮৫৮) ক্যাভুর ফরাসীরাজ তৃতীয় নেপোলিয়নের সহিত প্লোম্বিয়ারিসের চুক্তি (Pact of Plombieres) সম্পাদন করিলেন। এই চুক্তির শর্তানুসারে স্যাভয় ও নিস্ নামক দুইটি স্থান লাভের বিনিময়ে তৃতীয় নেপোলিয়ন আল্পস্ পর্বত হইতে আড্রিয়াটিক সাগর পর্যন্ত ইতালীয় দেশগুলির স্বাধীনতা অর্জনে এবং পাইড্‌মণ্ট্-সার্ডিনিয়াকে লোম্বার্ডি নামক স্থানটি দখল করিতে সাহায্য দান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। অপর দিকে ক্যাভুর ইংলণ্ডের সহিত সদ্ভাব রাখিয়া চলিলেন। পামারস্টোন্ ও রাসেলের মন্ত্রিত্বকালে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র-নীতিও ইতালির স্বাধীনতা ও একতার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল।

প্লোম্বিয়ারিসের তৃতীয় নেপোলিয়নের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি

প্লোম্বিয়ারিসের চুক্তির পর ক্যাভুর পাইড্‌মণ্ট্-সার্ডিনিয়ার সামরিক সংগঠনে মনোযোগ দিলেন। এই সূত্রে অস্ট্রিয়ার সহিত পাইডমণ্ট্-সার্ডিনিয়ার যুদ্ধ শুরু হইল। তৃতীয় নেপোলিয়নের সামরিক সাহায্যে পাইড্‌মণ্ট্-সার্ডিনিয়া উত্তরোত্তর জয়লাভ করিতে লাগিল এমন সময়ে নিজ স্বার্থ বিবেচনা করিয়া তৃতীয় নেপোলিয়ন এককভাবে অস্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধ মিটাইয়া ফেলিলেন। ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধি দ্বারা পাইড্‌মণ্ট্ সার্ডিনিয়া লোম্বার্ডি লাভ করিল বটে, কিন্তু তৃতীয় নেপোলিয়নের বিশ্বাসঘাতকতায় ক্যাভুর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। তিনি ভিক্টর ইমান্যুয়েলকে এই সন্ধি বর্জন করিতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু ভিক্টর ইমান্যুয়েল ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধি গ্রহণ করিলে ক্যাভুর পদত্যাগ করিলেন।

অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ

ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধি

ক্যাভুরের পদত্যাগ

কয়েক মাস পর (১৮৬০) ক্যাভুর দেশের পরিস্থিতির বিবেচনায় পুনরায় মন্ত্রিপদ গ্রহণে রাজী হইলেন। ইতিমধ্যে মধ্য-ইতালির মোডেনা, পার্মা, ট্যাস্কেনি ও রোমানা পাইড্‌মণ্ট্-সার্ডিনিয়ার সহিত সংযুক্তির আগ্রহ প্রকাশ করিল।

ক্যাভুরের পুনরায় মন্ত্রিপদ গ্রহণ

* "It was an axiom of Palmerston's foreign policy that survivial of the Austrian Empire was necessary for the maintenance, as between France and Russia, of balance of power in Europe."—David Thomson, p. 275.

ক্যাভুর দেখিলেন যে, তৃতীয় নেপোলিয়নের অমতে ঐ সকল স্থান অধিকার করিলে অস্ট্রিয়া এবং ফ্রান্স উভয় শক্তিরই বিরাগভাজন হইতে হইবে। ইহা ভিন্ন কূটকৌশলী ক্যাভুর ইহাও বুঝিলেন যে, স্যাভয় ও নিস্ স্থান দুইটি তৃতীয় নেপোলিয়নকে উৎকোচস্বরূপ না দিলে মধ্য-ইতালীয় রাজ্যগুলির সহিত ঐক্যবদ্ধ হওয়া সম্ভব হইবে না। এজন্য তিনি তৃতীয় নেপোলিয়নকে এই দুইটি স্থান ছাড়িয়া দিলেন এবং বিনা বাধায় মধ্য-ইতালির মোডেনা, পার্মা প্রভৃতি রাজ্য পাইড্‌মণ্ট-সার্ডিনিয়ার সহিত একত্রিত করিয়া লইলেন। ইহার ফলে ইতালীয় ঐক্য বহুদূর অগ্রসর হইল।

মধ্য-ইতালির মোডেনা, পার্মা, টাস্কেনি ও রোমানা পাইডমণ্ট-সার্ডিনিয়ার সহিত ঐক্যবদ্ধ

গ্যারিবল্ডি (Garibaldi) : অপরদিকে সিসিলিতে গণতান্ত্রিক বিদ্রোহ দেখা দিলে গ্যারিবল্ডি তাঁহার 'সহস্র সৈন্য' লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং বুর্‌বোঁবংশের রাজা দ্বিতীয় ফ্রান্সিসের নিকট হইতে সিসিলি দখল করিলেন। সিসিলি হইতে তিনি ন্যাপল্‌সে উপস্থিত হইলেন। ন্যাপল্‌স্‌ও অনায়াসে তাঁহার করতলগত হইল। ফার্ডিনাও দেশত্যাগ করিয়া পলাইয়া গেলেন। গ্যারিবল্ডি অতঃপর রোম এবং পোপের অন্যান্য রাজ্যাংশ দখল করিতে অগ্রসর হইবার জন্য প্রস্তুত হইলে ক্যাভুর প্রমাদ গণিলেন। তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, রোম ও ভেনিশিয়া আক্রমণ করিলে ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধ অনিবার্য। ইহা ভিন্ন রোম ও পোপের রাজ্য যদি ন্যাপল্‌স্‌ ও সিসিলির সহিত যুক্ত হয়, তাহা হইলে পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়ার পক্ষে সমগ্র ইতালিকে ঐক্যবদ্ধ করা হয়ত সম্ভব হইবে না। এইজন্য তিনি তৃতীয় নেপোলিয়নের সহিত গোপনে আলাপ-আলোচনা করিয়া রোম ও ভেনিশিয়া ভিন্ন পোপের অন্যান্য রাজ্যগুলি দখল করিয়া লইলেন। রোম নগরী আক্রমণ না করিলে তৃতীয় নেপোলিয়নের এই বিষয়ে কোন আপত্তি ছিল না। ইহার পর ক্যাভুর ন্যাপল্‌সে পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়ার সৈন্য প্রেরণ করিলেন। প্রকৃত দেশপ্রেমিক গ্যারিবল্ডি শেষ পর্যন্ত কোন বাধা দিলেন না। ন্যাপল্‌স্‌ ও সিসিলিতে গণভোট গ্রহণ করা হইল এবং বিপুল ভোটাধিক্যে এই দুইটি স্থান পাইড্‌মণ্ট-সার্ডিনিয়ার সহিত ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করিলে সমগ্র ইতালি ঐক্যবদ্ধ হইল। কেবলমাত্র রোম নগরী

গ্যারিবল্ডি কর্তৃক সিসিলি ও ন্যাপল্‌স্‌ জয়

পোপের রাজ্যাংশ দখল

ন্যাপল্‌স্‌ ও সিসিলির সংযুক্তি

ও ভেনিশিয়া তখনও বিচ্ছিন্ন রহিল। রোমে ফরাসী সৈন্য পোপের সাহায্যার্থে মোতায়েন ছিল এবং ভেনিশিয়া অস্ট্রিয়ার অধীনে ছিল। অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার যুদ্ধে প্রাশিয়ার পক্ষ সমর্থন করিবার ফলে ইতালি ভেনিশিয়া এবং প্রাশিয়া ও ফ্রান্সের যুদ্ধের পর রোম নগরী লাভ করে।

ক্যাভুরের কৃতিত্ব বিচার (Estimate of Cavour) : আধুনিক ইতালির প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা ছিলেন কাউন্ট্ ক্যাভুর। ইতালির স্বাধীনতা ও ঐক্য অর্জনে তাঁহার দানই ছিল সর্বাধিক। কেটেলবি (Ketelbey)'র মতে ক্যাভুর তাঁহার রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক ক্ষমতার দ্বারা ম্যাৎসিনি ও গ্যারিবল্ডির চেষ্টাকে ইতালির প্রকৃত স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগাইয়াছিলেন। ম্যাৎসিনির প্রেরণা ও গ্যারিবল্ডির সামরিক শক্তি—এই দুইয়ের সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছিলেন ক্যাভুর। ক্যাভুর ম্যাৎসিনির আদর্শকে যদি বাস্তবে রূপদান না করিতেন, গ্যারিবল্ডির সামরিক বিজয়কে যদি তিনি সমগ্র ইতালির স্বার্থে নিয়োজিত না করিতেন তাহা হইলে ইতালির ঐক্যসাধন সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ। ইতালির সমস্যা সমাধানে ক্যাভুরকে অনেক সময়েই কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, কিন্তু প্রখর বুদ্ধিমত্তা, অন্তর্দৃষ্টি এবং কূটকৌশলের দ্বারা তিনি সেই সকল বাধা লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তিনি বাস্তবতার সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনে সচেষ্ট ছিলেন। ইতালির প্রয়োজন সম্পর্কে তাঁহার ধারণা ছিল অতি স্পষ্ট। সূক্ষ্ম কূটকৌশলের দ্বারা তিনি ইতালীয় সমস্যাগুলিকে আন্তর্জাতিক সমস্যায় রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যোগদান করিয়া তিনি আন্তর্জাতিক মর্যাদা ও ফ্রান্সের সাহায্যলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইওরোপীয় দেশগুলির উদারনৈতিক চেতনা বিশেষত তৃতীয় নেপোলিয়নের উদারতার পূর্ণ সুযোগ তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। সমসাময়িক তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন কূটকৌশলী রাজনীতিকদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। একমাত্র জার্মান রাজনীতিক ও প্রধানমন্ত্রী বিসমার্কের সহিত তাঁহার তুলনা করা চলে।

আধুনিক ইতালির জনক

ম্যাৎসিনি ও গ্যারিবল্ডির কার্যের সামঞ্জস্য বিধান

বাস্তববাদী দেশসেবক

ইতালির সমস্যা আন্তর্জাতিক সমস্যায় রূপান্তরিত

সমসাময়িক রাজনীতিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, একমাত্র বিসমার্কের সহিত তুলনীয়

রাষ্ট্রপরিচালক ও সংস্কারক হিসাবেও ক্যাভুর উদারতা ও গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় কৃষি, শিল্প, ব্যবসায় বাণিজ্য, রেলপথ প্রভৃতির উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। ইতালির স্বাধীনতা ও ঐক্যসাধন করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, তিনি ইতালিবাসীদের মধ্যে এক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের চেষ্টাও করিয়াছিলেন। সামরিক সংস্কারের দিক দিয়াও তাঁহার উল্লেখযোগ্য দান রহিয়াছে। তিনি ইতালির সামরিক শক্তিকে আধুনিক পদ্ধতিতে পুনর্গঠন করিয়াছিলেন।

সুদক্ষ রাষ্ট্রপরিচালক ও সংস্কারক

দ্বাবিংশ অধ্যায়

জার্মানির ঐক্য

(German Unification)

ফরাসী বিপ্লবের পূর্বে জার্মানি দুই শতেরও অধিক ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই রাজ্যগুলি কেবল নামেই পবিত্র রোমান সম্রাটের অধীন ছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগুলি ছিল স্বাধীন। নেপোলিয়ন যখন জার্মানি জয় করেন তখন তিনি জার্মানির অসংখ্য ক্ষুদ্র রাজ্যের পরিবর্তে উনচল্লিশটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ রাজ্য গঠন করেন। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের বিলোপসাধন করিয়া জার্মানির ৩৯টি রাজ্য লইয়া 'কন্‌ফেডারেশন-অব-দি রাইন' (Confederation of the Rhine) নামে এক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা স্থাপন করেন। ফরাসী বিপ্লব, নেপোলিয়নের সংগঠন এবং পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের বিলুপ্তির ফলে জার্মান জাতির মধ্যে এক গভীর একতার ভাব জাগিয়া উঠে। সর্বোপরি নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে মুক্তি-সংগ্রামে (War of Liberation) জার্মানির জনসাধারণ অংশ গ্রহণ করিবার ফলে সমগ্র জার্মানির মধ্যে এক ব্যাপক জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধের সৃষ্টি হয়। কিন্তু ভিয়েনা

ফরাসী বিপ্লবের পূর্বে জার্মানি দুই শতেরও অধিক ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত

নেপোলিয়নের অধীনে ৩৯টি রাজ্য লইয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা স্থাপন

ফরাসী বিপ্লব, নেপোলিয়ন ও মুক্তি-সংগ্রামের প্রভাব : জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধ

কংগ্রেস জার্মান জাতির ঐক্যের আশা-আকাঙ্ক্ষা উপেক্ষা করিয়া জার্মানির রাজ্যগুলিকে এক অসংবদ্ধ রাষ্ট্রসংঘে পুনর্গঠিত করে এবং এই রাষ্ট্রসংঘকে অস্ট্রিয়ার অধীনে স্থাপন করে। 'ন্যায্য-অধিকার' (Legitimacy) নীতির প্রয়োগ দ্বারাই ভিয়েনা কংগ্রেস জার্মানির উপর অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিল। অস্ট্রিয়ার নেতৃত্বাধীনে সমগ্র জার্মানির রাজ্যগুলির একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ডায়েট (Diet) বা সভা স্থাপিত হয়। এই ডায়েট-এর দুইটি কক্ষ ছিল—ক্ষুদ্রসভা ও সাধারণসভা। ক্ষুদ্রসভার মোট ১৭ জন সদস্যের মধ্যে ১১টি বৃহৎ রাজ্য হইতে ১১ জন এবং বাকী ২৮টি রাজ্য হইতে মোট ৬ জন সদস্য গ্রহণ করা হইত। সাধারণসভায় বৃহৎ রাজ্যগুলি চারিটি করিয়া ভোট, ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি একটি করিয়া এবং অপরাপর রাজ্যগুলি দুই অথবা তিনটি করিয়া ভোটের অধিকারী ছিল। ক্ষুদ্রসভা ও সাধারণসভা লইয়া গঠিত ডায়েট কন্‌ফেডারেশন-অব দি-রাইন নামক যুক্তরাষ্ট্রীয় সংগঠনের যাবতীয় কার্যের দায়িত্ব প্রাপ্ত ছিল। ডায়েটের সদস্যগণের মধ্যে মতৈক্যের কোনপ্রকার সম্ভাবনা না থাকায় কোনপ্রকারের পরিবর্তনও ডায়েট হইতে আশা করা বৃথা ছিল। অস্ট্রিয়াকে এই ডায়েট-এর সভাপতিত্বের অধিকার দেওয়া হইয়াছিল।

ন্যায্য-অধিকার নীতির প্রয়োগ দ্বারা ভিয়েনা কংগ্রেস কর্তৃক জার্মানিকে পুনরায় অস্ট্রিয়ার অধীনে স্থাপন

ডায়েট এর গঠনপদ্ধতি

অস্ট্রিয়ার সভাপতিত্ব

উপরি উক্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা স্থাপিত হইলেও প্রকৃতক্ষেত্রে সমগ্র জার্মানির উপর প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার এক প্রতিক্রিয়াশীল আধিপত্যের সৃষ্টি হইল। এই প্রতিক্রিয়ার মূল উদ্দেশ্য ছিল জার্মানিতে ফরাসী-বিপ্লব-প্রসূত উদারনৈতিক আন্দোলন দমন করা। জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ স্বাধীনতাকামী জার্মান জাতির জনগণ যাহারা নেপোলিয়ন বোনাপার্টির বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রামে জয়যুক্ত হইয়াছিল তাহাদের পক্ষে এইরূপ প্রতিক্রিয়াশীল প্রাধান্যাধীনে থাকা আশ্চর্যজনক বলিয়া মনে হইলেও, ইহার কয়েকটি বিশেষ কারণ ছিল। প্রথমত, নেপোলিয়নের সহিত দীর্ঘকাল যুদ্ধের ফলে তাহাদের পক্ষে ঐ সময় কোনপ্রকার সংগঠনকার্যে মনোযোগ দেওয়া সম্ভব ছিল না।

প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার প্রতিক্রিয়াশীল আধিপত্য

জার্মান জাতির প্রতিক্রিয়াশীল শাসন মানিয়া চলার কারণ:

দ্বিতীয়ত, জার্মানির বিভিন্ন রাজ্যগুলির মধ্যে পরস্পর মতবিরোধ ও বিদ্বেষভাব থাকায় ঐক্যবদ্ধভাবে কোনপ্রকার সংস্কারের পরিকল্পনা কার্যকরী করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এই সকল রাজ্যের মধ্যে কয়েকটি অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য বিলোপ করিয়া জার্মানিকে প্রাশিয়ার অধীনে ঐক্যবদ্ধ করিবার পক্ষপাতী ছিল ; অপর কয়েকটি অস্ট্রিয়ার অধীনে অধুনাবিলুপ্ত পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের পুনর্গঠনের পক্ষপাতী ছিল আবার আরও কয়েকটি এক ঐক্যবদ্ধ প্রজাতান্ত্রিক জার্মান রাষ্ট্র স্থাপনে ইচ্ছুক ছিল। তৃতীয়ত, নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে জার্মান জাতিকে মুক্তি-সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করিতে জার্মানির সাহিত্যিক ও মনীষিগণ এক অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। পুনরায় জার্মানির বিশ্ববিদ্যালয়গুলি জাতীয়তাবোধ সৃষ্টির চেষ্টা করিলে বলপূর্বক সেগুলিকে দমন করা হইল। বিশেষত জেনা (Jena) বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে লিপ্‌জিগ্‌-এর যুদ্ধজয়ের স্মারক অনুষ্ঠানে প্রতিক্রিয়ার কুশপুত্তলিকা (effigy) পোড়াইয়াছিল। এই যুবকসুলভ মনোবৃত্তির প্রকাশকে মেটারনিক্‌ তথা সকল প্রতিক্রিয়াপন্থিগণ অত্যন্ত সন্দেহের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। এই ঘটনার দুই বৎসর পর (১৮১৯) ফন্‌ কট্‌জেবু (Von Kotzebue) নামে জনৈক প্রতিক্রিয়াপন্থী নাট্যকারকে হত্যা করা হইলে মেটারনিক্‌, রাশিয়ার জার আলেকজাণ্ডার এবং প্রাশিয়ার রাজা ফ্রেডারিক উইলিয়াম জার্মানিতে উদারনৈতিক আন্দোলন দমনে বদ্ধপরিকর হইলেন। প্রাশিয়ার রাজা যে শাসনতান্ত্রিক সুযোগ জনসাধারণকে দিয়াছিলেন তাহা নাকচ করিলেন।

(১) জার্মান জাতির ভ্রান্তি

(২) জার্মান রাজ্যগুলির পরস্পর বিদ্বেষভাব

(৩) জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের (ক) লিপ্‌জিগ স্মৃতি অনুষ্ঠান

(খ) কট্‌জেবু হত্যা

জার্মানির প্রতিক্রিয়াপন্থী রাজগণ কর্তৃক 'কার্লস্‌বাড্‌ ডিক্রি' (Carlsbad Decrees) নামে কতকগুলি আইন পাস করিয়া উদারনৈতিক আন্দোলন সম্পূর্ণভাবে দমন ও স্বৈরাচারী শাসন-ব্যবস্থা জার্মানির সর্বত্র স্থাপনের পরিকল্পনা গৃহীত হইল। অতঃপর ডায়েট-এর অধিবেশনে 'কার্লস্‌বাড্‌ ডিক্রি' একপ্রকার জোর করিয়াই পাস করা হইল। এই আইনসমষ্টির দ্বারা ছাত্রদের সংঘ, ব্যায়াম সমিতিগুলি রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্র—এই সন্দেহে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করা হইল।

কার্লস্‌বাড্‌ ডিক্রি

সংবাদপত্রগুলিকে অত্যন্ত কঠোর নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা হইল। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র ও অধ্যাপকদের কার্যকলাপের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখিবার জন্য 'কিউরেটর' (Curator) নামে এক শ্রেণীর গোয়েন্দা নিযুক্ত করা হইল। এইভাবে জার্মানির সর্বত্র এক ভয়াবহ স্বৈরাচারী ও প্রতিক্রিয়াশীল শাসন স্থাপিত হইল।

গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমন

এমতাবস্থায় জার্মানির জনসাধারণের মধ্যে এক গভীর হতাশার সৃষ্টি হইল। উইমার (Weimar), বেভেরিয়া, উর্টেমবার্গ, ব্যাডেন প্রভৃতি স্থানে সামান্য পরিমাণ উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছিল, কিন্তু অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার বিরোধিতায় জার্মানিতে উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থা কার্যকরী রহিল না। জার্মানির রাজ্যগুলির মধ্যে প্রাশিয়াই ছিল প্রধান। স্বভাবতই প্রাশিয়ার বিরোধিতাকে উপেক্ষা করিয়া কোন রাজ্যই শাসনতান্ত্রিক সংস্কারসাধনে সক্ষম হইল না।

উইমার, বেভেরিয়া, উর্টেমবার্গ, ব্যাডেন প্রভৃত রাজ্যে গণতান্ত্রিক অগ্রগতি প্রাশিয়ার বিরোধিতায় গণতান্ত্রিক আন্দোলন ব্যাহত

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই বিপ্লবের প্রভাবে জার্মানির স্যাক্সনি, হেসি, হ্যানোভার প্রভৃতি রাজ্যে উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থা চালু করা হইয়াছিল। কিন্তু মেটারনিকের সহায়তায় এই সকল স্থানে পুনরায় প্রতিক্রিয়াশীল শাসন স্থাপিত হইয়াছিল। পরবর্তী আঠার বৎসর জার্মানির কোন স্থানেই উদারনীতির সাফল্য না ঘটিলেও পরোক্ষভাবে জার্মানির জাতীয় ঐক্যের পথ প্রস্তুত হইতেছিল। দুইটি ভিন্নমুখী ধারা জার্মান জাতিকে ঐক্যের পথে লইয়া যাইতেছিল; একটি হইল প্রাশিয়ার জোলভারেন্ (Zollverein) নামক শুল্ক-সংঘ, অপরটি প্যান-জার্মানিজম্ (Pan-Germanism) বা জার্মান জাতির লোকমাত্রেরই একতাবদ্ধ হওয়ার ইচ্ছা।

জুলাই বিপ্লবের প্রভাব: মেটারনিকের সহায়তায় স্বৈরতন্ত্রের পুনঃস্থাপন

ঐক্যের পথ প্রস্তুত

পরোক্ষভাবে জার্মানির জাতীয় ঐক্যের পথ প্রশস্ত

(১) ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়া ও অপরাপর কয়েকটি ক্ষুদ্র জার্মান রাজ্যের মধ্যে এক শুল্ক (customs)-সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রাশিয়ার রাজ্যসীমা ছিল অসংহত। শুল্ক স্থাপন করিয়া ভিন্ন রাজ্য হইতে দ্রব্যাদি আমদানির পথ রুদ্ধ করা হইলেও ঐরূপ অসংহত ও অবিন্যস্ত সীমা লঙ্ঘন করিয়া গোপনে

মাল আমদানি করা চলিতেছিল। এই কারণে নিজ স্বার্থ রক্ষার্থ এবং শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে প্রাশিয়া প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সহিত ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে "জোল্‌ভারেন" (Zollverein) নামে এক শুল্ক সংঘ (customs-union) স্থাপন করেন এই সংঘের সদস্য-রাজ্যগুলির মধ্যে এক অবাধ বাণিজ্য নীতির অনুসরণ করা হয়। ক্রমে এই সংঘে জার্মানির অপরাপর রাজ্যগুলিও যোগদান করে। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানির সকল রাজ্যই এই শুল্ক-সংঘের সদস্য হয়। এই সংঘের নেতৃত্ব ছিল প্রাশিয়ার উপর।

জোল্‌ভারেন (১৮১৯)

প্রাশিয়ার নেতৃত্ব

জোল্‌ভারেন্-এর গুরুত্ব* ছিল প্রধানত তিন প্রকারের। প্রথমত, এই শুল্ক-সংঘের মাধ্যমে জার্মানির কয়েকটি রাজ্যের মধ্যে পরস্পর যোগাযোগ, আদান-প্রদান ও একাত্মবোধ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। দ্বিতীয়ত, জোল্‌ভারেন্ সংশ্লিষ্ট দেশগুলির শিল্পোন্নতির সহায়ক হইয়াছিল। ইহার ফলে এই শুল্ক-সংঘের সভাদেশ-গুলির অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব ও শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তৃতীয়ত, ইহার অর্থনৈতিক একতা রাজনৈতিক ঐক্যের পথ প্রশস্ত করিয়াছিল। এই সংঘে যোগদানের ফলে জার্মান রাষ্ট্রগুলি প্রাশিয়ার নেতৃত্বাধীনে আসিয়াছিল। এই অর্থনৈতিক নেতৃত্বের মাধ্যমেই প্রাশিয়া জার্মানির রাজনৈতিক নেতৃত্বের যোগ্যতা অর্জন করিয়াছিল। জার্মানির অপরাপর রাষ্ট্রগুলির মধ্যেও প্রাশিয়ার নেতৃত্ব সম্পর্কে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সৃষ্টি হইয়াছিল।

জোল্‌ভারেন্-এর গুরুত্ব

অস্ট্রিয়ার নেতৃত্ব ছাড়াও জার্মানির আত্মরক্ষা করিবার শক্তি আছে এই আত্মপ্রত্যয় জোল্‌ভারেন্-এর সাফল্যের মধ্য দিয়াই জন্মিতে লাগিল। বস্তুত, জার্মানির জাতীয় ঐক্যের সূত্রপাত হইয়াছিল এই জোল্‌ভারেন্ বা শুল্ক-সংঘ স্থাপনের মাধ্যমে।

প্রাশিয়ার নেতৃত্বে আস্থা

(২) জার্মানির রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাভাবিক বিবর্তন যখন মেটারনিকের

* "Race, religion, language, whatever their binding power, would not alone suffice to keep a nation together, or to bind it together if disunited. It was the happy idea of the Zollverein (customs-union) that made the unity of Germany under Prussian leadership inevitable."—A. Phillips, p. 6.

প্রতিক্রিয়াশীল নীতির ফলে ব্যাহত হইয়াছিল ঐ সময়ে জার্মান জাতির মধ্যে এক মানসিক পুনরুজ্জীবন দেখা দেয়। ফরাসী বিপ্লবোত্তর জার্মানিতে সাহিত্য, কাব্য, ইতিহাস ও দর্শনের এক অভূতপূর্ব বিকাশ দেখা যায়। ফিক্টি (Fichte), হেগেল (Hegel), স্টাইন (Stein), হ্যসার (Hausser), বোহমার (Bohmer), ডাহলম্যান (Dahlmann) প্রভৃতি মনীষিগণ জার্মানিতে এক জাগৃতির সৃষ্টি করেন। বন্, বার্লিন, মিউনিক্, লিপ্‌জিগ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ছিল এই নব-জাগৃতির কেন্দ্রস্বরূপ। কবি, দার্শনিক, ঐতিহাসিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ জার্মান জাতির মধ্যে এক গভীর জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি করেন। সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার স্থলে জার্মান জাতির মধ্যে এক উদার স্বাদেশিকতার ভাব জাগরিত হয়।

জার্মানির নব-জাগৃতি

জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি

১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের প্রভাবে জার্মানির সর্বত্র এক গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তামূলক আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। বেভেরিয়া, ব্যাডেন, স্যাক্সনি, হ্যানোভার, শ্লেজভিগ্-হলস্টাইন প্রভৃতি দেশের জনসাধারণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এমন কি অস্ট্রিয়াও এই বিপ্লবের প্রভাব হইতে রক্ষা পায় নাই। হ্যানোভার, স্যাক্সনি প্রভৃতি স্থানের রাজগণ শাসনতান্ত্রিক সংস্কার-সাধনে বাধ্য হন। প্রাশিয়ার রাজা চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়ামও এক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চালু করেন।

ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের প্রভাব: বেভেরিয়া, ব্যাডেন প্রভৃতি স্থানে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা স্থাপন

জার্মানির গণতান্ত্রিক আন্দোলনকারিগণ প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে নির্বাচিত এক প্রতিনিধিসভা আহ্বান করেন। এই প্রতিনিধিসভা ফ্রাংক্‌ফোর্ট পার্লামেন্ট (Frankfort Parliament) নামে পরিচিত। এই পার্লামেন্টে অস্ট্রিয়ার প্রতিনিধি-গণও উপস্থিত ছিলেন। ফ্রাংক্‌ফোর্ট পার্লামেন্টের প্রধান কাজ ছিল সমগ্র জার্মানির জন্য একটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা রচনা করা।

ফ্রাংকফোর্ট পার্লামেন্ট (১৮৪৮-৪৯)

ফ্রাংক্‌ফোর্ট পার্লামেন্ট জার্মান গণতান্ত্রিক জাতীয়তা-বাদের স্বতঃস্ফূর্ত এবং চরম প্রকাশ বলিয়া বিবেচ্য। জার্মানির রাজনৈতিক ইতিহাস নূতনভাবে গড়িয়া তুলিবার এক অপূর্ব সুযোগ এই পার্লামেন্টের নিকট উন্মুক্ত ছিল। জার্মানির প্রধান

ফ্রাংকফোর্ট পার্লামেন্ট জার্মান জাতীয়তা-বোধের চরম অভিব্যক্তি

শত্রু অস্ট্রিয়া তখন আভ্যন্তরীণ বিপ্লব দমনে ব্যস্ত প্রাশিয়া ও অপরাপর জার্মান রাজ্যের স্বৈরাচারী শাসকগণ তখন ভীত, সন্ত্রস্ত এবং বিপ্লবাত্মক বিদ্রোহ এড়াইয়া চলিতে ব্যস্ত। এমতাবস্থায় সমগ্র জার্মানির জন্য একটি শাসনতন্ত্র গ্রহণ করিয়া শতধা বিচ্ছিন্ন জার্মানির রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ঐক্যসাধন সহজ ছিল সন্দেহ নাই। এইরূপ করিতে পারিলে জার্মানির ইতিহাসের গতি পরিবর্তিত হইত এবং যুদ্ধ বিগ্রহের দ্বারা জার্মানির ঐক্য সাধনের প্রয়োজন আর থাকিত না। প্রথমেই ফ্রাংকফোর্ট পার্লামেণ্ট একটি অস্থায়ী সরকার (Provisional Govt.) স্থাপন করে। সমগ্র জার্মানির জন্য একজন ভাইকার (Vicar) বা প্রতিনিধি ও একটি মন্ত্রিসভা নিযুক্ত করা হয়। জার্মানির রাজগণ এই ব্যবস্থা মানিয়া লইলেন। আর্কডিউক জন প্রথম ভাইকারপদে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু ফ্রাংকফোর্ট পার্লামেণ্টের আইনজীবী ও অধ্যাপক সদস্যগণ জার্মান জাতির মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights), জার্মানির রাজ্যসীমা প্রভৃতির উপর দীর্ঘ বক্তৃতায় কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

ফ্রাঙ্কফোর্ট পার্লা-মেণ্টের সুযোগ

দ্রুত কার্য সম্পাদনের উপরই যখন তাঁহাদের সাফল্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল ছিল তখন তাঁহারা নিজ নিজ মতবাদ যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিতেই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।—

সদস্যদের দীর্ঘ বক্তৃতায় অযথা কালক্ষেপ

এমন সময় শ্লেজ্‌ভিগ ও হল্‌স্টাইন নামে জার্মান-অধ্যুষিত ডেনমার্কের দুইটি ডাচি (Duchy) জার্মানির সহিত সংযুক্ত হইতে চাহিল। ডেনমার্ক ইহাতে বাধা দিলে প্রাশিয়া শ্লেজ্‌ভিগ্‌-হলস্টাইনের পক্ষ অবলম্বন করিল। কিন্তু ইওরোপীয় শক্তিবর্গের হস্তক্ষেপের ফলে প্রাশিয়া ডেনমার্কের সহিত আপস-মীমাংসা করিতে বাধ্য হইল। ফলে এই দুইটি স্থান ডেনমার্কের অধীনেই রহিয়া গেল। ম্যাল্‌মো-এর চুক্তি (Convention of Malmoe) দ্বারা ডেনমার্ক ও প্রাশিয়ার মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইল। শ্লেজ্‌ভিগ্‌-হল্‌স্টাইন ফ্রাংকফোর্ট পার্লামেণ্টের নিকট জার্মানির সহিত সংযুক্তির জন্য আবেদন জানাইলে পার্লামেণ্ট ম্যাল্‌মো-এর চুক্তির প্রতিবাদ করিল। অস্থায়ী সরকারের মন্ত্রিসভা প্রাশিয়ার রাজা চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়ামকে এই চুক্তি নাকচ করিতে বলিলেন, কিন্তু তিনি ইহাতে স্বীকৃত

ম্যাল্‌মো-এর চুক্তি

ফ্রাঙ্কফোর্ট শহরে গণবিক্ষোভ ও বিদ্রোহ

হইলেন না। বাধা হইয়াই ফ্রাংকফোর্ট পার্লামেণ্ট ম্যালমো-এর চুক্তি অনুমোদন করিল। ফলে, ফ্রাংক্‌ফোর্ট শহরে এক দারুণ বিক্ষোভ দেখা দিল। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে মারামারিও শুরু হইল। পার্লামেণ্টের দুইজন সদস্যও প্রাণ হারাইলেন। জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসাবে সম্মিলিত ফ্রাংকফোর্ট পার্লামেণ্ট ক্রমেই জনসাধারণের স্বাভাবিক আনুগত্য হারাইল। প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার সামরিক সাহায্যে ফ্রাংক্‌ফোর্ট শহরের বিদ্রোহ দমন করা হইল বটে, কিন্তু ইহাতে ফ্রাংক্‌ফোর্ট পার্লামেণ্টের মর্যাদা ও জনপ্রিয়তা বহু পরিমাণে হ্রাস পাইল।

অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার সহায়তায় বিদ্রোহ দমন: ফ্রাঙ্কফোর্ট পার্লামেণ্টের মর্যাদা ও জনপ্রিয়তা হ্রাস

ফ্রাংকফোর্ট শহরের বিদ্রোহ দমনকালে অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া এই পার্লামেণ্টের দুর্বলতার পরিচয় পাইয়াছিল। তাহারা এই সুযোগ গ্রহণে পশ্চাদ্‌পদ হইল না। দ্রুতগতিতে প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া নিজ নিজ দেশের বিপ্লবাত্মক সর্বপ্রকার আন্দোলন বলপূর্বক দমন করিতে লাগিল।

প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া কর্তৃক ফ্রাঙ্কফোর্ট পার্লামেণ্টের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ

ফ্রাঙ্ক্‌ফোর্ট পার্লামেণ্টের কার্যকলাপ (Work of the Frankfort Parliament) : এদিকে ফ্রাংক্‌ফোর্ট পার্লামেণ্ট ঐক্যবদ্ধ জার্মানির সহিত অস্ট্রিয়ার কিরূপ সম্পর্ক থাকিবে এবং জার্মানির যুক্তরাষ্ট্রের জন্য কিরূপ শাসনতন্ত্র গঠন করা হইবে—এই দুই সমস্যা সমাধানে ব্যস্ত হইল। অস্ট্রিয়াকে ঐক্যবদ্ধ জার্মানির অংশ হিসাবে রাখা হইবে অথবা জার্মানি হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইবে এই প্রশ্ন লইয়া নানাপ্রকার আলোচনা চলিল। অবশেষে স্থির হইল যে, জার্মানির কোন অংশই অ-জার্মান রাজ্যের অংশ হিসাবে থাকিতে পারিবে না অর্থাৎ অস্ট্রিয়ার অধীন জার্মান অংশগুলির উপর অস্ট্রিয়ার কোনরূপ প্রাধান্য থাকিবে না। জার্মানির অনেক স্থান তখন অস্ট্রিয়ার হ্যাবস্‌বার্গ পরিবারের অধীন ছিল। এইজন্য অস্ট্রিয়া এইরূপ মীমাংসায় স্বভাবতই রাজী হইল না। ফ্রাংক্‌ফোর্ট পার্লামেণ্ট অস্ট্রিয়াকে জার্মান রাষ্ট্র হইতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়া এই আপত্তিকর প্রত্যুত্তর দিল। এইভাবে জার্মান-অস্ট্রিয়ার সমস্যার সমাধান করা হইল।

ফ্রাঙ্কফোর্ট পার্লামেণ্টের কার্যাদি

(১) অস্ট্রিয়াকে জার্মান কন্‌ফেডারেশন হইতে বিতাড়নের প্রস্তাব গৃহীত

সমগ্র জার্মানির যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থার স্বরূপ কি হওয়া উচিত সেই সমস্যার সমাধান করা হইল প্রাশিয়ার রাজা চতুর্থ উইলিয়ামকে ঐক্যবদ্ধ জার্মান সাম্রাজ্যের সম্রাটপদ দান করিয়া। জার্মানিতে প্রাশিয়ার রাজা তথা প্রাশিয়াকে প্রাধান্য দানের পশ্চাতে প্রধান যুক্তি ছিল প্রাশিয়ার নেতৃত্বের ক্ষমতা এবং নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রাশিয়ার কৃতিত্ব ও ক্ষতিস্বীকার।

(২) প্রাশিয়ার রাজা চতুর্থ উইলিয়ামকে সমগ্র জার্মানির সম্রাট-পদ দানের প্রস্তাব

এই সকল ব্যবস্থা অবলম্বনে যে দীর্ঘ এক বৎসর ব্যয়িত হইল ইতিমধ্যে অস্ট্রিয়া ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি বিপ্লব-প্রসূত বিদ্রোহ দমনে সমর্থ হয়। রাশিয়া হাঙ্গেরীর বিপ্লব দমনে অস্ট্রিয়াকে সাহায্য দান করে। ইতালিতে অস্ট্রিয়ার অধিকৃত স্থানগুলিতেও বিদ্রোহ দমন করা হয়। প্রাশিয়ার রাজা ফ্রেডারিক অস্ট্রিয়ার সাফল্য এবং ফ্রাংকফোর্ট পার্লামেণ্টের দুর্বলতা লক্ষ্য করিয়া ক্রমেই প্রতিক্রিয়াপন্থী হইয়া উঠিতে লাগিলেন। ফ্রাংকফোর্ট পার্লামেণ্ট যখন তাঁহাকে জার্মানির সম্রাট-পদ দানের প্রস্তাব করিল তখন তিনি অস্ট্রিয়া ও জার্মানির অপরাপর রাজগণের আপত্তির ভয়ে উহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। অস্ট্রিয়া ও জার্মান রাজগণের আপত্তির প্রশ্ন ভিন্ন স্বৈরাচারী পন্থায় বিশ্বাসী ফ্রেডারিক নিয়মতান্ত্রিক সম্রাটপদ গ্রহণে নিজেও বিশেষ উৎসাহী ছিলেন না। তিনি ফ্রাংকফোর্ট পার্লামেণ্ট কর্তৃক গৃহীত শাসনতন্ত্র অনুমোদন করিলেন না। তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া বেভেরিয়া, অস্ট্রিয়া, হ্যানোভার, স্যাক্সনি ও ওয়ার্টেমবার্গ প্রভৃতি স্থানের প্রতিনিধিবর্গও এই শাসনতন্ত্র প্রত্যাখ্যান করিলেন। প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া নিজ নিজ প্রতিনিধিগণকে ফ্রাংকফোর্ট পার্লামেণ্ট ত্যাগের আদেশ দিলে ফ্রাংকফোর্ট পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া গেল। ফ্রাংকফোর্ট পার্লামেণ্টের কার্য-কলাপ বিফলতায় পর্যবসিত হইল।

ফ্রাংকফোর্ট পার্লামেণ্টের অবধা কালক্ষেপ: প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া কর্তৃক ইতালিতে বিপ্লব দমন

ফ্রেডারিক উইলিয়াম কর্তৃক জার্মানির সম্রাটপদ প্রত্যাখ্যান

ফ্রাংকফোর্ট পার্লামেণ্টের বিফলতা

ফ্রাংকফোর্ট পার্লামেণ্টের বিফলতার জন্য প্রধানত চতুর্থ ফ্রেডারিকই দায়ী ছিলেন। কিন্তু তিনি ফ্রাংকফোর্ট পার্লামেণ্টের সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিলেও জার্মান ঐক্য সম্পর্কে তখনও সচেষ্ট ছিলেন। তিনি হ্যানোভার, স্যাক্সনি

বেভেরিয়া ও ওয়ার্টেমবার্গ এই কয়েকটি রাজ্যের সহযোগে ঐক্যবদ্ধ জার্মানির এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন এবং ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে আরফার্ট (Erfurt) নামক স্থানে জার্মান পার্লামেন্টের এক অধিবেশন আহ্বান করেন। রাশিয়ার সাহায্যপুষ্ট অস্ট্রিয়া এই পরিকল্পনার বিরোধিতা শুরু করে। অস্ট্রিয়ার বিরোধিতার ফলে জার্মানির বেভেরিয়া, স্যাক্সনি প্রভৃতি অপরাপর রাজ্য যেগুলি ফ্রেডারিকের সহিত প্রথমে সহযোগিতা করিতেছিল সেগুলি পৃষ্ঠভঙ্গ দিল। কিন্তু অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রাশিয়া এককভাবে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে সাহস পাইল না। ভিয়েনা সম্মেলনের অব্যবহিত পরে জার্মানিতে যে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছিল সেই পুরাতন শাসনব্যবস্থাই অস্ট্রিয়া জার্মানির উপর পুনঃস্থাপন করিল। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে ওলমুজের চুক্তি (Convention of Olmutz) দ্বারা প্রাশিয়া অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। সাময়িক কালের জন্য জার্মান জাতীয়তাবাদের এইভাবে অপমৃত্যু ঘটিল।*

আরফার্ট সম্মেলন (১৮৫০)

অস্ট্রিয়া কর্তৃক আরফার্ট সম্মেলনের বিরোধিতা: সম্মেলনের বিফলতা

ওলমুজের চুক্তি: জার্মানিতে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য পুনঃস্থাপিত

ওলমুজের চুক্তি প্রাশিয়ার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়াছিল। এই অপমানের জন্য দায়ী ছিল প্রাশিয়ার সামরিক দুর্বলতা। সুতরাং পরবর্তী কয়েক বৎসর প্রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ নীতির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করা। শান্তিপূর্ণ উপায়ে জার্মানির ঐক্যসাধনে অকৃতকার্য হইয়া প্রাশিয়া সামরিক সাহায্যে তাহা সম্পন্ন করিতে বদ্ধপরিকর হইল।

প্রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্য: সামরিক শক্তিবৃদ্ধি

প্রথম উইলিয়াম (William I): চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়ামের মৃত্যু ঘটিলে তাঁহার ভ্রাতা প্রথম উইলিয়াম প্রাশিয়ার রাজা হইলেন (১৮৬১)। তিনি ছিলেন যেমন সাহসী, বাস্তববাদী ও বীরত্বপূর্ণ, তেমনি সৎ, ন্যায়পরায়ণ ও দেশপ্রেমিক।

প্রথম উইলিয়ামের সিংহাসন লাভ

* "Federal Diet had been restored under Habsburg patronage; the policy of *Status Quo*, which was the embodiment of Austrian statesmanship had prevailed; Austria had triumphed, and behind was the armed and reactionary Russia."—Ketelbey, p. 282.

উইলিয়াম উদার নীতির প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন না, কিন্তু পরিস্থিতি বিবেচনায় তিনি নিজ রক্ষণশীলতা ত্যাগ করিতেও পশ্চাদ্‌পদ হইতেন না। প্রাশিয়ার স্বার্থবৃদ্ধি কিভাবে হইতে পারে সেই সম্পর্কে তাঁহার ধারণা ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট।* তিনি কখনও অবাস্তব আদর্শ অনুসরণ করিতেন না। তাঁহার দূরদৃষ্টি ছিল অত্যন্ত প্রখর। লোকচরিত্র সম্পর্কে তাঁহার অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি ছিল। রাজকীয় কর্মচারীদের প্রতি তিনি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন এবং প্রত্যেককেই তিনি নিজ বিবেচনা অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের স্বাধীনতা দিতেন। বিস্‌মার্কের সহিত নানাবিষয়ে মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁহাকে নিজ মত অনুসরণে বাধাদান করেন নাই। তাঁহার আমল হইতেই প্রাশিয়ার প্রকৃত পুনরুজ্জীবন শুরু হইয়াছিল।

প্রথম উইলিয়ামের চরিত্র

প্রথম উইলিয়াম সামরিক শক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন। প্রাশিয়ার ভবিষ্যৎ সামরিক শক্তির উপর নির্ভরশীল ইহাই ছিল তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস। তিনি প্রাশিয়াকে জার্মানির নেতৃত্বে স্থাপন করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। সেইজন্য প্রয়োজন ছিল সামরিক শক্তির সম্প্রসারণ। সুতরাং সামরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য সামরিকবৃত্তি বাধ্যতামূলক করা হইল। কিন্তু উদারপন্থীরা সামরিক শক্তির সাহায্যে জার্মানির ঐক্যসাধনের পক্ষপাতী ছিল না। তাহারা জাতীয়তাবাদী জনমত গঠন করিয়া জার্মানির বিভিন্ন অংশকে ঐক্যবদ্ধ করিতে চাহিয়াছিল। প্রাশিয়ার জাতীয় প্রতিনিধিসভায় (Chamber of Deputies) উদারপন্থীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকায় তাহারা রাজা প্রথম উইলিয়ামের সামরিক শক্তি-বৃদ্ধির পরিকল্পনা অনুযায়ী অর্থ সাহায্য দানে অস্বীকার করিল। উইলিয়াম জাতীয় প্রতিনিধিসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া পুনরায় নির্বাচনের আদেশ জারী করিলেন। এইবার উদারপন্থী সদস্যদের সংখ্যা পূর্বাপেক্ষাও অধিক হইল। প্রথম উইলিয়াম অনন্যোপায় হইয়া পদত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন, এমন কি পদত্যাগপত্র স্বাক্ষরও করিলেন। কিন্তু

প্রথম উইলিয়ামের সহিত প্রাশিয়ার জাতীয় প্রতিনিধি-সভার বিরোধ

উইলিয়ামের পদ-ত্যাগের সংকল্প

* "He had a natural gift of perceiving what was attainable and an unembarased clearness of view, which was shown, above all in his almost unerring judgment of man." Vide, Ketelbey, p. 234.

শেষ চেষ্টা হিসাবে তিনি অটো ফন্ বিসমার্ক নামক এক অসাধারণ ক্ষমতাবান ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ করিলেন। বিসমার্কের প্রধানমন্ত্রী পদ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে জার্মান ঐক্যের আদর্শ বাস্তবে পরিণত হইতে চলিল

বিসমার্কের নিয়োগ

বিস্‌মার্ক ও জার্মান ঐক্য (Bismarck & the German Unification) : ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বিসমার্ক প্রাশিয়ার শাসন-পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। প্রাশিয়ার ইতিহাসের তখন এক সংকটপূর্ণ মুহূর্ত। রাষ্ট্র পরিচালনা সম্পর্কে বিসমার্কের নিজস্ব ধারণা ছিল যেমন স্পষ্ট, তেমনি দৃঢ়। তিনি প্রথমেই রাজা প্রথম উইলিয়ামকে এই কথা বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, পার্লামেন্টের সহিত দ্বন্দ্বে তিনি সর্বদা তাঁহার পার্শ্বে থাকিবেনএবং পরাজয় যদি ঘটেই তবে তিনি তাহা রাজার সহিত এক সঙ্গেই বরণ করিবেন। বিসমার্কের দৃঢ় সংকল্প রাজা উইলিয়ামের মনে সাহসের সঞ্চার করিল। নূতন উৎসাহ ও উদ্যম লইয়া তিনি পুনরায় রাজকার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রাশিয়ার ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইল।

প্রাশিয়ার জাতীয় জীবনের সঙ্কট-মুহূর্তে বিস্‌মার্ক কর্তৃক দায়িত্ব গ্রহণ (১৮৬২)

বিস্‌মার্কের দৃঢ় সংকল্প

বিসমার্কের রাজনৈতিক মতবাদ এবং নীতি প্রাশিয়ার রাজতন্ত্রের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। রাজতন্ত্রের মাধ্যমেই প্রাশিয়ার উন্নতি সম্ভব। প্রাশিয়ার যাহা কিছু উন্নতি, রাজতন্ত্রের মধ্য দিয়াই সাধিত হইয়াছে,* সুতরাং রাজার ক্ষমতা কোনভাবে ক্ষুণ্ণ করা প্রাশিয়ার জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী হইবে। প্রাশিয়ার রাজতন্ত্রের অধীনে সমগ্র জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করাই ছিল বিসমার্কের উদ্দেশ্য। এইজন্য প্রয়োজন ছিল জার্মানি হইতে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য নাশ করা। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণের বহু পূর্বেই তিনি স্পষ্ট ভাষায় এই কথা-ই প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, জার্মানিতে অস্ট্রিয়ার কোন স্থান নাই। প্রধানমন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে বিসমার্ক তাঁহার সেই উদ্দেশ্য সফল করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। অস্ট্রিয়াকে

বিস্‌মার্কের রাজনীতি

অস্ট্রিয়াকে জার্মানি হইতে বিতাড়নের উদ্দেশ্যে শক্তি সঞ্চয়

* "Germany was made by an autocratic, not by a liberal government." Hazen, p. 213.

জার্মানির নেতৃত্ব হইতে সরাইতে হইলে যুদ্ধ অনিবার্য ছিল। সুতরাং পূর্বাহ্নেই শক্তি সঞ্চয় করা ছিল একান্ত প্রয়োজন। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, আইনসভায় বক্তৃতা অথবা ভোটের দ্বারা—অর্থাৎ গণতান্ত্রিক উপায়ে কোন সমস্যার-ই সমাধান সম্ভব নহে। একমাত্র সামরিক শক্তি ও দৃঢ়তার দ্বারাই ইহা সম্ভব।

সামরিক শক্তিতে বিশ্বাস

প্রাশিয়ার প্রতিনিধি সভার বিরোধিতা উপেক্ষা করিয়া বিস্‌মার্ক সামরিক শক্তির সাহায্যে প্রয়োজনীয় অর্থ যোগাড় করিলেন। ১৮৬২ হইতে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রাশিয়ার ডায়েট বা প্রতিনিধি সভার নিম্নকক্ষ প্রতি বৎসর সরকারী বাজেট প্রত্যাখ্যান করিয়া চলিল। উর্ধ্বকক্ষ অবশ্য বাজেট পাস করিয়া চলিল। উর্ধ্বকক্ষের বাজেট পাসকেই আইনতঃ গ্রাহ্য ধরিয়া লইয়া বিস্‌মার্ক কর আদায় করিয়া চলিলেন। প্রাশিয়ার শাসনতন্ত্র এইভাবে স্বৈরতন্ত্রে পরিণত হইল। আইনবহির্ভূত উপায়ে আদায়ীকৃত অর্থের দ্বারা প্রাশিয়ার সেনাবাহিনী পুনর্গঠন করা হইল। সামরিক গঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল জার্মানি হইতে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য নাশ করিয়া প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করা। সামরিক সংগঠন সম্পূর্ণ হইলে বিস্‌মার্ক তাঁহার "Blood and iron" নীতি প্রয়োগে অগ্রসর হইলেন। সামান্য ছয় বৎসরের মধ্যে তিনি ডেনমার্ক (১৮৬৪), অস্ট্রিয়া (১৮৬৬) ও ফ্রান্সকে (১৮৭০) পরাজিত করিয়া জার্মানির ঐক্য সম্পন্ন করিলেন।

ডায়েট-এর সহিত বিরোধ : ডায়েটের মতামত উপেক্ষিত

বিসমার্কের 'Blood and iron' নীতির প্রয়োগ

শ্লেজ্‌ভিগ্‌-হল্‌স্টাইন্‌ সমস্যা (Schleswig-Holstein Question): জার্মানির ঐক্যসাধনে বিস্‌মার্কের সর্বপ্রথম সুযোগ আসিল শ্লেজ্‌ভিগ্‌-হল্‌স্টাইন সমস্যার জটিলতার মাধ্যমে। শ্লেজ্‌ভিগ ও হল্‌স্টাইন্‌ নামক দুইটি ডাচি (Duchy) আইনতঃ ডেনমার্কের অধীনে ছিল, কিন্তু প্রকৃত ক্ষেত্রে এই দুইটি দেশ স্বাধীন-ই ছিল। হল্‌স্টাইনের অধিবাসীমাত্রেই ছিল জার্মান। শ্লেজ্‌ভিগের অধিবাসীদের দুই-তৃতীয়াংশ ছিল জার্মান ও অপর এক-তৃতীয়াংশ ছিল ডেন। ডেনমার্কের রাজা ছিলেন এই দুই স্থানের ডিউক। হল্‌স্টাইন জার্মান কন্‌ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং এই সূত্রে হল্‌স্টাইনের ডিউক হিসাবে

ডেনমার্কের রাজার শ্লেজ্‌ভিগ্‌-হল্‌স্টাইন্‌ দখলের চেষ্টা

ডেনমার্কের রাজা ছিলেন ফ্রাঙ্ক্‌ফোর্ট পার্লামেন্টের সদস্য। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে হল্‌স্টাইন্‌ ও শ্লেজ্‌ভিগ্‌ ডেনমার্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া জার্মানির সহিত সংযুক্তি দাবি করিল। প্রাশিয়া এই বিদ্রোহে হল্‌স্টাইনের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল বটে, কিন্তু ইওরোপীয় শক্তিবর্গের চাপে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন প্রোটোকোল (London Protocol) দ্বারা এই দুইটি ডাচির উপর ডেনমার্কের প্রাধান্যই স্বীকৃত হইল। অবশ্য এই দুই স্থানের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার অক্ষুণ্ণ রহিল। কিন্তু ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ডেনমার্ক পার্লামেন্টের জাতীয়তাবাদী দল পোল্যাণ্ডের বিদ্রোহে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের ব্যস্ততার সুযোগ লইয়া শ্লেজ্‌ভিগ্‌-হল্‌স্টাইনের উপর এক নূতন শাসনতন্ত্র চাপাইয়া দিল। এই শাসনতন্ত্র চালু করিবার ফলে এই দুই স্থানের স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হইল এবং শ্লেজ্‌ভিগ্‌-হল্‌স্টাইন্‌ ডেনমার্কের রাজ্যভুক্ত হইয়া পড়িল। বিস্‌মার্ক অস্ট্রিয়ার সহিত যুগ্মভাগে ডেনমার্কের রাজা নবম খ্রীষ্টানকে (Christian IX) লণ্ডন প্রোটোকোলের (১৮৫২) শর্ত মানিয়া চলিতে এবং এই দুইটি ডাচিকে ডেনমার্কের রাজ্য হইতে সম্পূর্ণ আলাদা রাখিতে জানাইলেন। তৃতীয় নেপোলিয়নের ইতালীয় নীতির ফলে ভীত-সন্ত্রস্ত অস্ট্রিয়া তখন প্রাশিয়ার সহিত মিত্রতার জন্য অত্যন্ত আগ্রহান্বিত ছিল।

ডেনমার্ক কর্তৃক শ্লেজ্‌ভিগ-হল্‌স্টাইনে নূতন শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন

স্বভাবতই অস্ট্রিয়া বিস্‌মার্কের সহিত সামরিক চুক্তির প্রস্তাবে রাজী হইল। বিস্‌মার্ক মনে মনে জানিতেন যে, ডেনমার্ক প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার যুগ্ম প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিবে। ডেনমার্ক এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেই তাঁহার স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা ছিল, কারণ এই সূত্রে তিনি ডেনমার্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সৃষ্টি করিতে পারিবেন, উপরন্তু অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধেও ভবিষ্যতে যুদ্ধ-সৃষ্টির পথ প্রস্তুত করিয়া রাখিতে সমর্থ হইবেন। ডেনমার্ক শ্লেজ্‌ভিগ্‌-হল্‌স্টাইনের উপর অধিকার ত্যাগ করিতে অস্বীকার করিলে অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া ডেনমার্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল (১৮৬৪, ফেব্রুয়ারি)। ফলে ঐ বৎসরই ডেনমার্ক ভিয়েনার চুক্তি দ্বারা (১৮৬৪, অক্টোবর) শ্লেজ্‌ভিগ্‌-হল্‌স্টাইনের

বিস্‌মার্ক কর্তৃক অস্ট্রিয়ার সহায়তা লাভ

বিস্‌মার্কের সুযোগ

ডেনমার্কের পরাজয় ভিয়েনা চুক্তি

উপর, অধিকার ত্যাগ করিল। বিস্‌মার্কের পক্ষে এত সহজে শ্লেজ্‌ভিগ-হল্‌স্টাইন্‌ সমস্যা সমাধানে সমর্থ হওয়ার কারণ এই ছিল যে, ঐ সময়ে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না এবং রাশিয়া পোল্যাণ্ডের বিদ্রোহ (১৮৬৩) দমনে প্রাশিয়ার সাহায্য পাইয়াছিল বলিয়া প্রাশিয়ার নিকট যথেষ্ট কৃতজ্ঞ ছিল। এই সুযোগে বিস্‌মার্ক অস্ট্রিয়ার সাহায্য লইয়া ডেনমার্ক হইতে শ্লেজ্‌ভিগ্‌-হল্‌স্টাইন্‌ নামক ডাচি দুইটি জয় করিয়া লইয়াছিলেন। প্রথমে এই দুইটি স্থানের উপর অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার যুগ্ম অধিকার স্থাপিত হইল। কিন্তু এই দুই স্থানের ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা লইয়া প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে শীঘ্রই মতভেদ দেখা দিল। বিস্‌মার্কের উদ্দেশ্য ছিল এই দুইটি স্থান প্রাশিয়ার রাজ্যভুক্ত করা, অপর পক্ষে অস্ট্রিয়া এবং শ্লেজ্‌ভিগ্‌-হল্‌স্টাইনের অধিবাসিগণ চাহিয়াছিল এই দুইটি স্থান লইয়া রাইন কন্‌ফেডারেশনের অধীনে একটি পৃথক রাজ্য গঠন। এই ব্যাপার লইয়া প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে যুদ্ধ প্রায় বাধিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু প্রাশিয়ার রাজার চেষ্টায় অবশেষে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে গেস্টিন-এর চুক্তি (Convention of Gastein) দ্বারা প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে এ বিষয়ের আপস-মীমাংসা হইল। এই দুই স্থানের উপর অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া উভয় দেশেরই অধিকার স্বীকৃত হইল, তবে এগুলির শাসনভার অস্ট্রিয়ার উপরই দেওয়া হইল। ল্যয়েনবার্গ (Lauenburg) নামক স্থানটি অবশ্য প্রাশিয়া অস্ট্রিয়ার নিকট হইতে ক্রয় করিয়া লইল।

প্রথমে শ্লেজ্‌ভিগ-হল্‌স্টাইনের উপর প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার যুগ্ম প্রাধান্য স্থাপন

শ্লেজ্‌ভিগ-হল্‌স্টাইনের ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা লইয়া প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে মতভেদ

গেস্টিন-এর-চুক্তি (১৮৬৫)

শ্লেজ্‌ভিগ্‌-হল্‌স্টাইনের উপর প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার অধিকার স্বীকৃত

অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার যুদ্ধ, ১৮৬৬ (Austro-Prussian War, 1866): বিস্‌মার্ক কিন্তু গেস্টিন-এর চুক্তিতে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তিনি এই চুক্তিকে "কাগজ দিয়া ফাটল বন্ধ করা" বলিয়া বর্ণনা করিলেন এবং গেস্টিন্‌ ব্যবস্থা ক্ষণস্থায়ী হইবে মনে করিয়া লইয়াই বিস্‌মার্ক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। কূটনৈতিক চালের দ্বারা তিনি প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার দ্বন্দ্বে ... নিরপেক্ষ রাখিতে সচেষ্ট হইলেন। ইতালিকে ভেনিশিয়া প্রাপ্তির

গেস্টিন-এর চুক্তিতে বিস্‌মার্কের অসন্তুষ্টি ... বণলের কন্‌ফেড়

লোভ দেখাইয়া তিনি নিজপক্ষে আনিলেন। এইভাবে অষ্ট্রিয়াকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়া বিসমার্ক যুদ্ধ শুরু করিবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়া শ্লেজ্‌ভিগ্-হল্‌স্টাইন্ প্রশ্নটি জার্মান কন্‌ফেডারেশনের (Diet) বা প্রতিনিধি সভার নিকট উপস্থিত করিল। বিসমার্ক এই আচরণকে গেষ্টিনের চুক্তির পরিপন্থী বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং অষ্ট্রিয়া গেষ্টিনের চুক্তির মর্যাদা রক্ষা করে নাই এই অজুহাতে হল্‌স্টাইন্-এ সৈন্য প্রেরণ করিলেন। অষ্ট্রিয়া কন্‌ফেডারেশন অব দি-রাইনের প্রতিনিধি সভা বা ডায়েট এ প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার প্রস্তাব করিল। এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে অষ্ট্রিয়ার নেতৃত্বে জার্মান রাষ্ট্রগুলি যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। প্রাশিয়ার সেনানায়ক মোল্টকি (Moltke) এর সমরকৌশলে মাত্র সাত সপ্তাহের মধ্যেই অষ্ট্রিয়া স্যাডোয়া বা কনিগ্র্যাৎস্ (Sadowa or Koniggratz) নামক যুদ্ধে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইল। এই যুদ্ধকে এজন্য 'সাত সপ্তাহের যুদ্ধ' (Seven Weeks' War) বলা হয়। এই যুদ্ধের অব্যবহিত পরে অপরাপর ক্ষুদ্র জার্মান রাষ্ট্রগুলিও প্রাশিয়ার হস্তে পরাজিত হইল। স্যাডোয়ার যুদ্ধ ইওরোপীয় ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধগুলির অন্যতম।

বিসমার্ক কর্তৃক কূট-কৌশলে অষ্ট্রিয়াকে নির্বান্ধবকরণ

অষ্ট্রিয়া কর্তৃক গেষ্টিনের চুক্তিভঙ্গের অজুহাতে যুদ্ধ

স্যাডোয়া বা কনিগ্র্যাৎস্-এর যুদ্ধ (১৮৬৬)

স্যাডোয়ার যুদ্ধের পর বিসমার্ক তাঁহার দূরদর্শিতার চরম পরিচয় দান করেন। প্রাশিয়ার রাজা প্রথম উইলিয়ামের ইচ্ছা ছিল অষ্ট্রিয়ার রাজ্যাংশ দখল করা, কিন্তু বিসমার্ক ইহাতে রাজী হন নাই। তাঁহার নীতি ছিল অষ্ট্রিয়াকে বন্ধুভাবাপন্ন রাখা যাহাতে ভবিষ্যতে প্রাশিয়া অষ্ট্রিয়ার সহায়তা লাভ করিতে পারে। ফলে, প্র্যাগের সন্ধি (Treaty of Prague) দ্বারা অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইল। এই সন্ধি দ্বারা (১) অষ্ট্রিয়া ইতালিকে ভেনিশিয়া দান করিল। ভেনিশিয়া ভিন্ন অষ্ট্রিয়াকে অপর কোন রাজ্যাংশ হারাইতে হইল না। (২) অষ্ট্রিয়া জার্মান কন্‌ফেডারেশন চিরতরে ত্যাগ করিল। জার্মান কন্‌ফেডারেশন সঙ্গে সঙ্গে ভাঙিয়া দেওয়া হইল। (৩) প্রাশিয়ার নেতৃত্বাধীনে উত্তর-জার্মান রাজ্যগুলি লইয়া

বিসমার্কের দূরদর্শিতা

প্র্যাগের সন্ধি (১৮৬৬)

শর্তাদি

উত্তর-জার্মান রাষ্ট্রসংঘ স্থাপন অস্ট্রিয়া স্বীকার করিয়া লইল। মেইন নদীর উত্তরের সকল জার্মান রাজ্য* প্রাশিয়ার অধীনে আসিল। জার্মান ঐক্য সাফল্যের পথে বহুদূর অগ্রসর হইল। (৪) অস্ট্রিয়া যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হইল।

স্যাডোয়ার যুদ্ধের গুরুত্ব (Importance of the Battle of Sadowa) : ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের স্যাডোয়ার যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার পরাজয় ইওরোপীয় ইতিহাসের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই যুদ্ধ অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, ফ্রান্স, এমন কি, ইওরোপের ইতিহাসের গতিকে প্রভূতভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। (১) এই যুদ্ধ মধ্য-ইওরোপের রাজনৈতিক ভারসাম্য (Balance) সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত করিয়া ক্ষুদ্র প্রাশিয়া রাজ্যকে এক অভূতপূর্ব সম্মান ও শক্তির অধিকারী করে।

মধ্য-ইওরোপের রাজনৈতিক ভারসাম্যের পরিবর্তন : প্রাশিয়ার মর্যাদা বৃদ্ধি

বিরুদ্ধে প্রাশিয়ার সাফল্য সমগ্র ইওরোপে এক গভীর প্রভাব বিস্তার করে। প্রাশিয়ার সামরিক শক্তি এবং কূটনৈতিক ক্ষমতা সম্পর্কে ইওরোপীয় দেশগুলির মধ্যে এক অতি উচ্চ ধারণার সৃষ্টি হয়। (২) স্যাডোয়ার যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার পরাজয়ের ফলে মধ্য-ইওরোপের রাজনৈতিক কেন্দ্র ভিয়েনা হইতে বার্লিনে স্থানান্তরিত হয়। বার্লিন মধ্য-ইওরোপীয় রাজনীতির প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। (৩) এই যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার পরাজয় ফরাসী স্বার্থের দিক দিয়া কাম্য ছিল না। ফ্রান্সের সীমান্তে ঐক্যবদ্ধ জার্মানি ফরাসী স্বার্থের ও প্রাধান্যের পরিপন্থী ছিল। কিন্তু ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন এই যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকিয়া প্রাশিয়াকে জার্মান ঐক্যের পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করিয়াছিলেন। ফলে, তাঁহার মর্যাদা ও জনপ্রিয়তা বহু পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ফরাসী জাতি স্যাডোয়ার যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার পরাজয়কে নিজেদের পরাজয় বলিয়াই মনে করে। শুধু তৃতীয় নেপোলিয়নের-ই নহে ফরাসী মর্যাদা

মধ্য-ইওরোপের রাজনৈতিক কেন্দ্র ভিয়েনা হইতে বার্লিনে স্থানান্তরিত

ফরাসীরাজ তৃতীয় নেপোলিয়নের নির্বুদ্ধিতা

* "Duchies of Schleswig-Holstein, Kingdom of Hanover, Electorate of Hesse-Cassel, part of Darmstadt and the city of Frankfort." Lipson, p. 74.

ও প্রতিপত্তিও এই যুদ্ধের ফলে অনেকটা ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। স্যাডোয়ার যুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের এক ব্যাপক মনোবৃত্তি ফরাসী জাতির মধ্যে জাগিয়া উঠে।

ইতালির ভেনিশিয়া লাভ

(৪) স্যাডোয়ার যুদ্ধে ইতালি প্রাশিয়ার পক্ষে ছিল। এই কারণে প্র্যাগের সন্ধি দ্বারা ইতালি অষ্ট্রিয়ার নিকট হইতে ভেনিশিয়া লাভ করিয়াছিল। ইহার ফলে ইতালীয় ঐক্য প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছিল। একমাত্র রোম ও ট্রেনটিনো (Trentino) তখনও ইতালীয় রাজ্যের বাহিরে ছিল। (৫) প্রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ ইতিহাসেও এই যুদ্ধের গুরুত্ব নেহাৎ কম ছিল না। এই যুদ্ধে জয়লাভ বিস্‌মার্কের নীতির সাফল্যের এক অতি চমকপ্রদ নিদর্শন হিসাবে পরিগণিত হয়। বিস্‌মার্কের প্রতি জার্মানির সর্বত্র এক অতি গভীর আনুগত্য ও শ্রদ্ধার সৃষ্টি হয়। বিস্‌মার্কের ক্ষমতা প্রাশিয়া তথা জার্মান রাজ্যগুলির উপর অপ্রতিহত হইয়া উঠে। বিস্‌মার্ক জার্মান জাতির নিকট এক অতি উচ্চ সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত হন।

বিস্‌মার্কের মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি

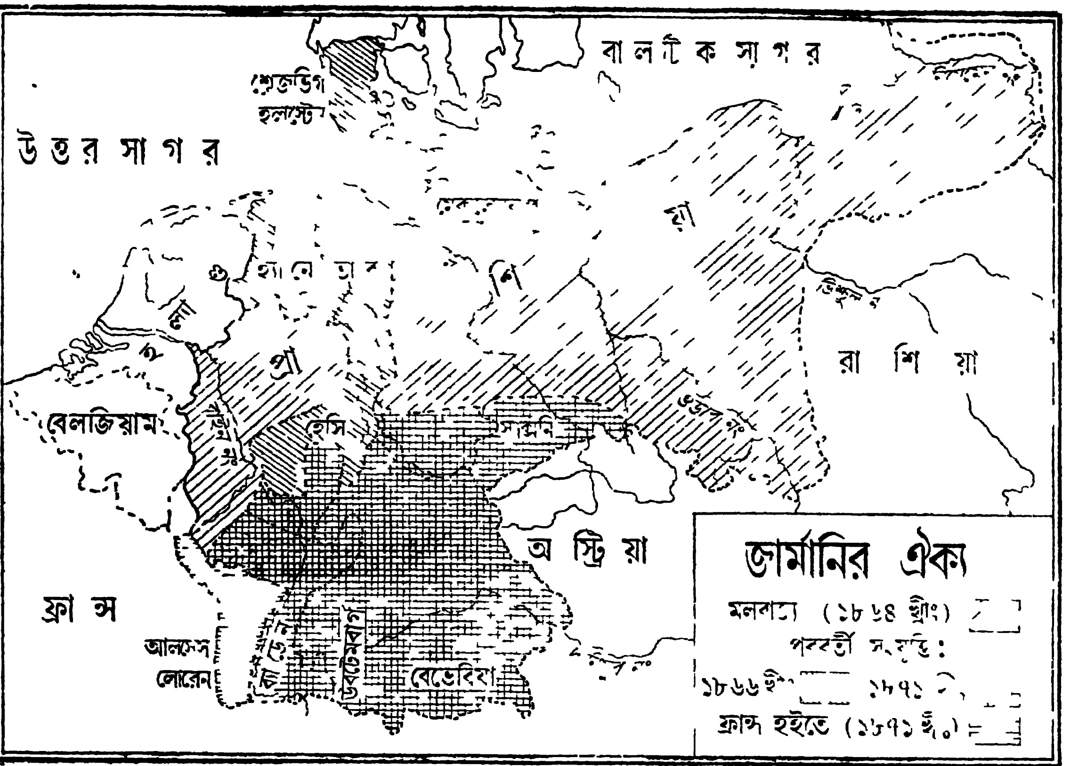
(৬) স্যাডোয়ার যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার ফলে অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের ভিত্তি পর্যন্ত কম্পিত হইয়া উঠে। প্রতিক্রিয়ায় বিশ্বাসী অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যে ঐ সময় হইতে এক জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ও বিস্তার পরিলক্ষিত হয়। দুর্বল অষ্ট্রিয়া সরকার এই নূতন ভাবধারাকে স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এইসকল কারণে স্যাডোয়ার যুদ্ধ তথা ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দ ইওরোপীয় ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ বৎসর বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রকম্পিত

ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার যুদ্ধ, ১৮৭০ (Franco-Prussian War): ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার যুদ্ধের প্রকৃত কারণ ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের স্যাডোয়ার যুদ্ধে প্রাশিয়ার বিজয়ের মধ্যেই নিহিত ছিল। প্রাশিয়ার উত্তর-জার্মান কনফেডারেশনের উপর প্রাধান্য এবং সামরিক শক্তিবৃদ্ধি মধ্য-ইওরোপের শক্তি-সাম্য বিনষ্ট করিয়া দিয়াছিল। এই কারণে ফরাসী জাতির মধ্যে এই যুদ্ধে অষ্ট্রিয়ার পরাজয় ফ্রান্সের পরাজয়ের শামিল বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল।*

স্যাডোয়ার যুদ্ধে অষ্ট্রিয়ার পরাজয় ফ্রান্সের পরাজয় বলিয়া বিবেচিত

* "It was France who was defeated at Sadowa."—*Thiers*, Vide, Ketelbey, p. 271.


জার্মানির ঐক্য
মূলরাজ্য (১৮৬৪ খ্রীঃ)
পরবর্তী সংযুক্তি:
ফ্রান্স হইতে (১৮৭১ খ্রীঃ)
উত্তর সাগর
বালটিক সাগর
শ্লেজভিগ
হলস্টেন
রাশিয়া
অস্ট্রিয়া
ফ্রান্স
বেলজিয়াম
আলসেস
লোরেন
বেভেরিয়া
হেসি
প্রা
শি
য়া

ফলে, ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার মধ্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব জাগিয়াছিল তাহাই ছিল ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার যুদ্ধের মূল কারণ। স্যাডোয়ার যুদ্ধের পরবর্তী কয়েক বৎসর ধরিয়া এই দুই দেশের জনসাধারণের মধ্যে এই ধারণাই ক্রমে বদ্ধমূল হইতে লাগিল যে, শেষ পর্যন্ত এই দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ বাধিবেই। স্যাডোয়ার যুদ্ধে প্রকৃতপক্ষে ফ্রান্সের-ই পরাজয় ঘটিয়াছে এই ধারণা ফরাসী জাতির মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল। কিন্তু জার্মানগণ ফরাসী জাতির পক্ষে এইরূপ মনে করা অন্যায় ও অযৌক্তিক বলিয়া বিবেচনা করে। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে জার্মানিরও যে কোন অভিযোগ না ছিল এমন নহে। ফরাসী রাজগণ নিজ স্বার্থের খাতিরেই জার্মানিকে দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন এই ঐতিহাসিক সত্যের উপর নির্ভর করিয়া জার্মানি ফরাসী জাতির প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। এইভাবে দুই জাতির মধ্যে বিদ্বেষভাব ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার পরস্পর বিদ্বেষ

বিদ্বেষভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত

বিস্‌মার্ক এবিষয়ে নিঃসন্দেহ ছিলেন যে, জার্মান ঐক্যসাধনে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রাশিয়ার যুদ্ধ অনিবার্য।* কারণ প্রাশিয়ার সহিত তথা উত্তর-জার্মান কন্‌ফেডারেশনের সহিত দক্ষিণ-জার্মানির অংশগুলির সংযুক্তি ফ্রান্স কখনও সহজে ঘটিতে দিবে না। সুতরাং বিস্‌মার্ক যুদ্ধের বিষয়ে নিশ্চিত হইয়া কেবলমাত্র যুদ্ধটি যাহাতে উপযুক্ত সময়ে শুরু হইতে পারে সে বিষয়ে মনোযোগী হইলেন। তিনি এরূপ অবস্থার সৃষ্টি করিতে চাহিলেন যাহাতে ফ্রান্স নিজেই প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এইরূপ ঘটিলে ইওরোপীয় জনসাধারণের মনে প্রাশিয়া আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে এই ধারণার সৃষ্টি হইবে। এতদ্ভিন্ন দক্ষিণ-জার্মানির রাজ্যগুলি উত্তর-জার্মানির সহিত যুক্ত হওয়ার পক্ষপাতী ছিল না। এই সকল রাজ্যের মধ্যে জাতীয়তাবোধ ও জাতীয়

ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রাশিয়ার যুদ্ধ অনিবার্য বলিয়া বিস্‌মার্ক কর্তৃক বিবেচিত

ফ্রান্সকে আক্রমণকারী দেশ হিসাবে প্রমাণ করিয়া বিস্‌মার্কের ইওরোপীয় জনমতের সহানুভূতি লাভের চেষ্টা: দক্ষিণ-জার্মানিতে জাতীয়তা-বোধ ও ঐক্যের স্পৃহা জাগাইবার প্রয়োজনীয়তা

* "A war with France lay in the logic of history."—*Bismarck*, Vide, Ketelbey, p. 270.

ঐক্যের স্পৃহা জাগাইবার উদ্দেশ্যও প্রাশিয়ার পক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়া ফ্রান্স কর্তৃক আক্রান্ত হওয়াই যুক্তিযুক্ত ছিল।

ফ্রান্সের পররাষ্ট্র সচিব গ্র্যামোণ্টের প্রাশিয়ার প্রতি বিদ্বেষভাব

ঐ সময়ে ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন গ্র্যামোণ্টের ডিউক (Duke of Gramont)। ইনি প্রাশিয়ার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিলেন। ইহা ভিন্ন রাজনৈতিক হিসাবেও তাঁহার দূর-দৃষ্টি বা বিচক্ষণতা যে খুব বেশী ছিল এমন নহে। ফলে, বিস্মার্কের অভীষ্টাসিদ্ধির অসুবিধা হইল না। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনে এক বিদ্রোহ দেখা দিল। এই বিদ্রোহের ফলে স্পেনের রাণী ইসাবেলাকে দেশ ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। স্পেনবাসী প্রাশিয়ার রাজ বংশোদ্ভূত যুবরাজ লিওপোল্ডকে স্পেনের সিংহাসনে স্থাপন করিতে চাহিল।

স্পেনের সিংহাসনে লিওপোল্ড হোহেনৎসলার্নের দাবি : ফ্রান্সের বিরোধিতা

লিওপোল্ড দক্ষিণ-জার্মানির এক ক্ষুদ্র রাজ্যের যুবরাজ ছিলেন। তিনি ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী ছিলেন। লিওপোল্ড হোহেনৎসলার্ন পরিবার ভিন্ন নেপোলিয়ন বোনাপার্টির পরিবারের সহিতও আত্মীয়তাসূত্রে জড়িত ছিলেন। স্বভাবত প্রাশিয়া ও ফ্রান্স তাঁহার সিংহাসনলাভে কোন-প্রকার বিরোধিতা করিবে না বলিয়া স্পেনবাসীরা ভাবিয়াছিল। কিন্তু ফ্রান্স ইহার বিরোধিতা করিল। প্রাশিয়ার শক্তিবৃদ্ধি ফ্রান্সের অভিপ্রেত ছিল না এবং এই কারণেই স্পেনীয় সিংহাসনে হোহেনৎসলার্ন পরিবারের কেহ স্থাপিত হউক ইহা ফ্রান্স চাহিত না।

স্পেনীয় সিংহাসনে লিওপোল্ডের দাবি প্রত্যাহার

এইরূপ পরিস্থিতিতে লিওপোল্ড নিজ দাবি প্রত্যাহার করিলেন। ফলে, সাময়িকভাবে ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার প্রকাশ্য দ্বন্দ্বের আশঙ্কা দূরীভূত হইল। বিস্মার্ক কিন্তু এই পরিস্থিতি সহজ মনে গ্রহণ করিলেন না। তাঁহার উদ্দেশ্য কিন্তু ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধের দ্বারা জার্মান ঐক্য সম্পূর্ণ করা।

বিস্মার্কের চেষ্টায় লিওপোল্ডকে পুনরায় স্পেনের সিংহাসন গ্রহণে আমন্ত্রণ

সেইজন্য তিনি স্পেন সরকারকে পুনরায় লিওপোল্ডের সিংহাসন অধিকার সম্পর্কে বিবেচনা করিতে অনুরোধ করিলেন। ইহার ফলে স্পেনীয় সরকার পুনরায় লিওপোল্ডকে সিংহাসন গ্রহণ করিতে আমন্ত্রণ জানাইলেন। এইবার বিস্মার্কের কূটকৌশলে লিওপোল্ড স্পেনীয় সিংহাসন গ্রহণে রাজী হইলেন। কিন্তু

ফ্রান্স এই ব্যবস্থা নাকচ করিবার জন্য চেষ্টা শুরু করিল। স্পেনের সিংহাসনে হোহেনজোলার্ণ পরিবারের যুবরাজকে স্থাপন করিলে প্রাশিয়ার শক্তি অপ্রতিহত হইয়া পড়িবে এবং ইওরোপীয় শক্তি-সাম্য (Balance of Power) বিনষ্ট হইবে; ইহা ভিন্ন ফরাসী নিরাপত্তার দিক দিয়াও এই ব্যবস্থা মোটেই অভিপ্রেত ছিল না। এই সকল যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া ফরাসী সরকার হোহেনজোলার্ণ উত্তরাধিকার প্রতিহত করিতে সচেষ্ট হইলেন। ফরাসী জাতির মধ্যে এই বিষয় লইয়া এক ব্যাপক আন্দোলনের সৃষ্টি হইল। ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডিউক-অব-গ্র্যামোণ্ট হোহেনজোলার্ণ লিওপোল্ডের স্পেনীয় সিংহাসনলাভে বাধা দানে বদ্ধ-পরিকর হইলেন এবং এই সূত্রে প্রয়োজনবোধে প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবেন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। সমগ্র ফরাসী জাতির মধ্যে যুদ্ধের এক উন্মাদনার সৃষ্টি হইল।

ফ্রান্সের বিরোধিতা

ফ্রান্সের পররাষ্ট্র-সচিব গ্র্যামোণ্ট লিওপোল্ডের স্পেনীয় সিংহাসন-লাভে বাধা দানে দৃঢ়সংকল্প

ফরাসী সরকার বার্লিনে অবস্থিত ফরাসী দূতকে হোহেনজোলার্ণ উত্তরাধিকার প্রত্যাহারের দাবি উত্থাপন করিতে আদেশ করিলেন। ফরাসী দূত কাউণ্ট বেনিদিত্তি (Count Benedetti) বিস্মার্কের নিকট হইতে এবিষয়ে কোন সন্তোষজনক উত্তর না পাইয়া এমস্ (Ems) নামক স্থানে রাজা প্রথম উইলিয়ামের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ঐ সময়ে প্রথম ফ্রেডারিক এমস্ নামক স্থানে স্বাস্থ্যলাভের জন্য গিয়াছিলেন বেনিদিত্তি লিওপোল্ড হোহেনজোলার্ণের স্পেনীয় সিংহাসন দাবি প্রত্যাহারের জন্য ফ্রেডারিককে অনুরোধ জানাইলেন। ইতিমধ্যে ফরাসী পররাষ্ট্র-মন্ত্রী গ্র্যামোণ্ট এক বক্তৃতায় প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করিয়াছিলেন। বেনিদিত্তির নিকট এই সকল কথার উল্লেখ করিয়া প্রথম ফ্রেডারিক উইলিয়াম তাঁহার আত্মীয় লিওপোল্ডের স্পেনীয় সিংহাসন অধিকার প্রত্যাখ্যান সম্পর্কে কোনপ্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে অক্ষমতা জানাইলেন। কিন্তু তিনি ফরাসী দূত বেনিদিত্তিকে উপযুক্ত মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শনে ত্রুটি করিলেন না। ফ্রেডারিক নিজে

কাউণ্ট বেনিদিত্তির দৌত্য

এমস্ নামক স্থানে প্রাশিয়ার রাজা উইলিয়ামের সহিত বেনিদিত্তির সাক্ষাৎকার

লিওপোল্ডের দাবি-ত্যাগ সম্পর্কে কোন দায়িত্ব গ্রহণে উইলিয়ামের অস্বীকৃতি

শান্তিপূর্ণ উপায়ে এই উত্তরাধিকার প্রশ্নের সমস্যা সমাধানের পক্ষপাতী এই কথাও জানাইয়াছিলেন।) বস্তুত, উইলিয়াম যে যুদ্ধের পক্ষপাতী ছিলেন না তাহার প্রমাণ হিসাবে বলা যাইতে পারে যে, তিনি লিওপোল্ডকে স্পেনীয় সিংহাসন গ্রহণ না করিতে উপদেশ দিয়া টেলিগ্রামও করিয়াছিলেন। এই টেলিগ্রামের নকল তিনি স্পেনীয় ও ফরাসী সরকারের নিকটও পাঠাইয়াছিলেন। ফলে, প্রাশিয়ারাজ ফ্রেডারিক ও ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের মনে যুদ্ধের সম্ভাবনা অন্ততঃ সাময়িকভাবে দূর হইয়াছে বলিয়া ধারণা জন্মিয়াছিল। কিন্তু এই দুই দেশেরই মন্ত্রিগণ যুদ্ধের জন্য ব্যস্ত ছিলেন। ফরাসী পররাষ্ট্র-মন্ত্রী গ্র্যামোণ্ট্ ও জার্মান মন্ত্রী বিস্‌মার্ক—উভয়েই যুদ্ধ সৃষ্টির জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। গ্র্যামোণ্ট্ বেনিদিত্তিকে আদেশ দিলেন যে, তিনি যেন প্রথম ফ্রেডারিক উইলিয়ামের নিকট হইতে ভবিষ্যতে কখনও স্পেনীয় সিংহাসনে হোহেন্‌জলার্ণ উত্তরাধিকার সমর্থন করিবেন না, এরূপ এমন গ্যারাণ্টিপত্র স্বাক্ষর করাইয়া লন। এমন কি, প্রাশিয়ার রাজা ফ্রেডারিকের নিকট ফ্রান্স হইতে এক অপমানসূচক গ্যারাণ্টিপত্রের খস্‌ড়াও প্রেরণ করা হইয়াছিল। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জুলাই এমস্ নামক স্থানে বেনিদিত্তি পুনরায় ফ্রেডারিক উইলিয়ামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া গ্যারাণ্টিপত্রের উল্লেখ করিলে ফ্রেডারিক উইলিয়াম দৃঢ়তার সহিত এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। অবশ্য বেনিদিত্তির প্রতি তিনি ভদ্রতার কোন ত্রুটি করেন নাই। ফ্রেডারিক বেনিদিত্তির সহিত এই সাক্ষাতের কথা তারযোগে বিস্‌মার্ককে ঐ দিনই জানাইয়া দেন। ঐ দিনই রাত্রিতে বিস্‌মার্ক যখন মোল্ট্‌কি ও রুন্ (Moltke and Roon) নামক দুইজন প্রাশিয়ার সেনানায়কের সহিত ভোজসভায় বসিয়াছেন এমন সময় রাজা ফ্রেডারিক উইলিয়ামের টেলিগ্রাম তাঁহার নিকট পৌঁছিল। বিস্‌মার্ক মোল্ট্‌কি ও রুন্-এর

উইলিয়াম শান্তিরক্ষার পক্ষপাতী: লিওপোল্ডকে স্পেনীয় সিংহাসনের উপর দাবী ত্যাগের উপদেশ দান

বিসমার্ক ও গ্র্যামোণ্টের যুদ্ধসৃষ্টির আগ্রহ

ভবিষ্যতে স্পেনীয় সিংহাসনে হোহেন্‌জলার্ণ দাবি ত্যাগের গ্যারাণ্টিপত্র আদায়ের জন্য বেনিদিত্তিকে প্রেরণ

এমস্-এ দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার: ফ্রেডারিক উইলিয়াম কর্তৃক বেনিদিত্তির প্রস্তাব দৃঢ়তার সহিত প্রত্যাখ্যাত

এমস্ টেলিগ্রাম

সহিত পরামর্শক্রমে এমস্ হইতে প্রাপ্ত টেলিগ্রামের কতক কতক অংশ বাদ দিয়া প্রকাশ করিবেন স্থির করিলেন। বিস্মার্ক ও প্রাশিয়ার সামরিক নেতাগণ যে-কোন উপায়ে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে সচেষ্ট ছিলেন।

বিস্মার্কের সুযোগ এমস্ টেলিগ্রামের কতক কতক অংশ বাদ দিয়া প্রকাশ

এমস্-এর টেলিগ্রামের কতক অংশ বাদ দিয়া প্রকাশ করিলে ফ্রান্সের আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগিবে এবং অভিপ্রেত যুদ্ধের সৃষ্টি হইবে এইরূপ আশা বিস্মার্কের ছিল।* পরের দিন এমস্ টেলিগ্রাম-এর এক সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রাশিয়ার সকল সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইল। মূল টেলিগ্রামের কতক কতক অংশ বাদ দিয়া প্রকাশ করিবার ফলে উহার অর্থের অনেক তারতম্য ঘটিল।† ইহার এইরূপ অর্থ হইল যে, বেনিদিত্তি প্রাশিয়ার রাজার নিকট হইতে হোহেঞ্জলার্ণ পরিবার কোনকালেই স্পেনীয় সিংহাসনের দাবিদার হইবে না—এই প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিতে গিয়া একপ্রকার অপমানিতই হইয়াছেন।

এই টেলিগ্রাম প্রকাশের অভিপ্রেত ফল দেখা গেল। ফ্রান্সের সর্বত্র

* "If I do this it will have the effect of a red rag upon the Gallic bull."—*Bismarck*, Vide, Ketelbey, p. 275.

† Ems telegram despatched by Abken, King William's Secretary:

"His Majesty writes to me: 'Count Beneditti spoke to me on the Promenade in order to demand from me finally, in a very importunate manner, that I should authorise him to telegraph at once that I had bound myself for all future time never again to give my consent if the Hohenzollerns should renew their candidature. *I refused at last somewhat sternly, as it is neither right nor possible to undertake engagements of this kind a tout jamais. Naturally I told him that I had as yet received no news, and as he was earlier informed about Paris and Madrid than myself he could clearly see that my Government once more had no hand in the matter'. His Majesty has since received a letter from the Prince.* His Majesty *having told Count Benedetti that he has awaiting news from the Prince,* has decided *with reference to the above demand, upon the representation of Count Eulenburg and myself* not to receive Count Benedetti again, *but only* to (and) let him be informed through an aide-de-camp that His Majesty *had now received confirmation of the news which Benedetti had already received from Paris, and* had nothing further to say to the ambassador. *His Majesty leaves it to your Excellency whether Benedetti's fresh demand and its rejection should not at once be communicated both to our ambassadors and to the press*".

Italics-এ লেখা কথাগুলি বিস্মার্ক বাদ দিয়াছিলেন। Vide, Ketelbey, pp. 275-6.

প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার দাবি ধ্বনিত হইতে লাগিল। ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন যুদ্ধ এড়াইবার চেষ্টা করিয়াও অকৃতকার্য হইলেন। জনসাধারণের যুদ্ধোন্মত্ততা ও গ্র্যামোন্টের যুদ্ধ ঘোষণার আকাঙ্ক্ষা শেষ পর্যন্ত জয়ী হইল। ১৫ই জুলাই, ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। জার্মানিতেও এই যুদ্ধ এক ব্যাপক উদ্দীপনার সৃষ্টি করিল। দক্ষিণ-জার্মানির জার্মানগণও এই যুদ্ধে ফ্রান্সকে সমর্থন করিল না। ফরাসী সরকার কর্তৃক প্রাশিয়ার রাজার নিকট হইতে হোহেন্‌জলার্ণ উত্তরাধিকার সমর্থন না করিবার প্রতিশ্রুতি গ্রহণের চেষ্টাকে তাহারা অন্যায় আচরণ বলিয়া বিবেচনা করিল। এই সূত্রে দক্ষিণ-জার্মানির জার্মানদের মধ্যেও এক জাতীয়তাবোধের উদ্রেক হইল। বিসমার্ক দক্ষিণ-জার্মানির জাতীয়তাবোধ এবং ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ—একই কূটনৈতিক চালে সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইলেন।

ফ্রান্স কর্তৃক যুদ্ধ ঘোষণা (১৫ই জুলাই, ১৮৭০)

দক্ষিণ-জার্মানিতে জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি

বিসমার্কের সাফল্য

একাধিক কারণে ফ্রান্সের পক্ষে এই যুদ্ধ ঘোষণা করা অনুচিত হইয়াছিল। প্রথমত, ফরাসী সৈন্য যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত-ভাবে প্রস্তুত ছিল না। যুদ্ধে রওনা হইবার মুহূর্তেও তাহাদের সাজসরঞ্জাম ও অন্যান্য নানাবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। দ্বিতীয়ত, বিসমার্কের কূটকৌশলে ফ্রান্স তখন ইওরোপ মহাদেশে একেবারে নির্বান্ধব হইয়া পড়িয়াছিল। এমতাবস্থায় যুদ্ধ শুরু করায় সহজেই ফরাসী সৈন্য প্রাশিয়ার হস্তে পরাজিত হইতে লাগিল। উইসেনবার্গ (Weissenburg), স্পিকেরেন্ (Spicheren), ওয়ার্থ (Worth, গ্র্যাভেল্যোৎ (Gravelotte)-এর যুদ্ধে ফরাসী সৈন্য প্রাশিয়ার হস্তে পরাজিত হইল।

ফ্রান্সের যুদ্ধ ঘোষণার অযৌক্তিকতা

ফরাসী পরাজয়: উইসেনবার্গ, স্পিকেরেন্, ওয়ার্থ, গ্র্যাভেল্যোৎ-এর যুদ্ধ

প্রাশিয়ার সেনাপতি মোল্ট্‌কির সমরকৌশলের নিকট ফরাসী সেনাপতি ম্যাকমেহন্ (MacMahon) পুনঃপুনঃ পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। অবশেষে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর সেডানের (Sedan) যুদ্ধে ফরাসী সৈন্য সম্পূর্ণভাবে

সেডানের যুদ্ধ (১লা সেপ্টেম্বর, ১৮৭০)

পরাজিত হইল। পর দিন ফরাসী সৈন্য জার্মান সৈন্যের নিকট আত্মসমর্পণ করিল, সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন স্বয়ং বন্দী হইলেন। এই সংবাদ ফ্রান্সে পৌঁছিবামাত্র এক ব্যাপক বিদ্রোহ শুরু হইল। দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের অবসান ঘটাইয়া ফরাসী জাতি পুনরায় ফ্রান্সকে প্রজাতান্ত্রিক দেশ বলিয়া ঘোষণা করিল (সেপ্টেম্বর ৪, ১৮৭০)। এই নবপ্রতিষ্ঠিত প্রজাতান্ত্রিক সরকার আরও কিছুকাল যুদ্ধ চালাইয়া অবশেষে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারি ভার্সাই-এর সন্ধি নামে এক প্রাথমিক চুক্তি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইল। অবশেষে ঐ বৎসর মে মাসে ফ্রাঙ্কফোর্ট-এর সন্ধি (Treaty of Frankfort) দ্বারা দুই দেশের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইল।

তৃতীয় নেপোলিয়ন বন্দী

দ্বিতীয় ফরাসী সাম্রাজ্যের অবসান : ফ্রান্স প্রজাতান্ত্রিক দেশ বলিয়া ঘোষিত

এই সন্ধির শর্তানুযায়ী ফ্রান্স লোরেন (Lorraine) নামক স্থানের একাংশ আলসেস্, মেৎস দুর্গটি ও ষ্ট্রাস্‌বার্গ প্রাশিয়ার নিকট হস্তান্তরিত করিতে বাধ্য হইল ; ইহা ভিন্ন পাঁচশত কোটি ফ্রাঙ্ক যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিতে স্বীকৃত হইল। তিন বৎসরের মধ্যে এই ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে স্থির হইল এবং ততদিন পর্যন্ত প্রাশিয়ার এক সামরিক বাহিনী ফরাসী খরচে ফ্রান্সে অবস্থান করিবে, এই ব্যবস্থাও করা হইল। ফ্রান্স পোপের সাহায্যার্থে রোমে অবস্থিত ফরাসী সৈন্য অপসারণে বাধ্য হইল। দক্ষিণ-জার্মানি উত্তর-জার্মান কন্‌ফেডারেশনের সহিত যুক্ত হইল।

ফ্রাঙ্কফোর্টের সন্ধি শর্তাদি

সেডানের যুদ্ধের ফলাফল (Results of the Battle of Sedan) : প্রথমত, এই যুদ্ধের ফলে ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের পরাজয় ঘটিল এবং দ্বিতীয় ফরাসী সাম্রাজ্যের অবসান হইয়া প্রজাতন্ত্র পুনঃস্থাপিত হইল। দ্বিতীয়ত, এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে ফ্রান্স রোম হইতে ফরাসী সৈন্য অপসারণে বাধ্য হইলে ইতালি রোম দখল করিল। ফলে ইতালির ঐক্য সম্পূর্ণ হইল। তৃতীয়ত, এই যুদ্ধের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ফল হইল জার্মানির ঐক্য। জার্মান ঐক্য সম্পূর্ণ করিতে বিস্মার্ক ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছুক

ফলাফল : (১) দ্বিতীয় ফরাসী সাম্রাজ্যের পতন

(২) ইতালি কর্তৃক রোম লাভ ; ইতালির ঐক্য সম্পূর্ণ

ছিলেন, এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। দক্ষিণ-জার্মানির রাজ্যগুলি—বেভেরিয়া, উর্টেমবার্গ প্রভৃতি উত্তর-জার্মান রাষ্ট্রসংঘের সহিত সংযুক্ত হইল। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারি জার্মানির সেনানায়ক ও রাজন্যবর্গের সম্মুখে প্রথম ফ্রেডারিক উইলিয়াম জার্মানির সম্রাট বলিয়া ঘোষিত হইলেন।

(৩) জার্মান ঐক্য সম্পূর্ণ: দক্ষিণ-জার্মানির উত্তর-জার্মান ফেডারেশনে যোগদান

চতুর্থত, ঐক্যবদ্ধ জার্মানি ইওরোপের ইতিহাসে এক শক্তিশালী দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। পঞ্চমত, সেডানের যুদ্ধ ইওরোপীয় কূটনীতির এক পরিবর্তন ঘটাইয়াছিল। সেডানের যুদ্ধে পরাজয়ের পূর্বাবধি ফ্রান্সের পররাষ্ট্র-নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল রাইন অঞ্চলে ফরাসী প্রভাব-প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখা এবং প্রাশিয়ার পূর্ববর্তী বিজয়ের অর্থাৎ স্যাডোয়ার যুদ্ধে বিজয়ের সুফল যথাসম্ভব বিনাশ করা। কিন্তু সেডানের যুদ্ধে পরাজয়ের পর ফ্রান্স সম্পূর্ণ আত্মরক্ষামূলক পররাষ্ট্র-নীতি গ্রহণে বাধ্য হইল। ফরাসী রাজ্যসীমার নিরাপত্তা বিধান করাই তখন ফ্রান্সের প্রধান উদ্দেশ্যে পরিণত হয়।* ষষ্ঠত, এই যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয় এবং প্রাশিয়ার জয়লাভের সুযোগ লইয়া রাশিয়া পুনরায় ইওরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করিল এবং প্যারিসের সন্ধি নাকচ করিবার উদ্দেশ্যে সামরিক প্রস্তুতি শুরু করিল।

(৪) জার্মানি এক শক্তিশালী দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত

(৫) ইওরোপীয় কূট-নীতির পরিবর্তন

(৬) ইওরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রে রাশিয়ার পুনঃপ্রবেশ

ইওরোপীয় কূটনীতির পরিবর্তন

বিস্‌মার্ক ও তাঁহার রাজনীতি (Bismarck & His Political Principles) : ওটো ফন্ বিস্‌মার্ক (Otto Von Bismarck) ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাণ্ডেন্‌বার্গের এক অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। রাজনৈতিক ক্ষমতা ও ঐতিহাসিক ধারাকে প্রভাবিত করিবার শক্তির দিক দিয়া বিচার করিলে তিনিই ছিলেন উনবিংশ

বংশ-পরিচয়

*"European diplomacy took a new character after the battle of Sedan. Until September 2, 1870, the object of the French policy (so far as it had one) was to undo the earlier Prussian victories and to establish French influence on Rhine, after 2 September the French accepted the fact of German unity and were only concerned to defend the integrity of their national territory". Taylor, pp. 210—11.

শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।* তিনি অভিজাত বংশের মর্যাদা সম্পর্কে সর্বদাই সচেতন ছিলেন। অভিজাত সম্প্রদায়সুলভ সংকীর্ণতা ও রক্ষণশীলতা তাঁহার চরিত্রে বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। বন্ ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপন করিয়া তিনি প্রাশিয়ার সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন, কিন্তু বৈচিত্র্যহীন চাকরি জীবনের একঘেয়েমি তাঁহার পছন্দ হইল না। তিনি চাকরি ত্যাগ করিয়া পিতার জমিদারি দেখিতে লাগিলেন। আট বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টায় তিনি জমিদারির প্রভূত উন্নতিসাধন করিতে সক্ষম হইলেন। এই কয় বৎসর জমিদারি রক্ষণাবেক্ষণ ও জমিদারির উন্নতি-সাধন ভিন্ন তিনি স্থানীয় অর্থাৎ গ্রাম্য রাজনীতিতেও অংশ গ্রহণ এবং নানা-প্রকার গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন। প্রথম জীবনে বিস্মার্ক প্রজাতন্ত্রের সমর্থন করিতেন, কিন্তু প্রজাতান্ত্রিকদের অবাস্তব ধারণা ও কর্মপন্থা তাঁহাকে প্রজাতন্ত্রের বিরোধী করিয়া তুলিয়াছিল। তথাপি তিনি কখনও তাঁহার নিজ মাতার উদারনৈতিক প্রভাব একেবারে কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু অল্প-কালের মধ্যেই তিনি সম্পূর্ণভাবে রাজতন্ত্রে বিশ্বাসী হইয়া উঠেন। ধর্মের দিক দিয়াও তাঁহার পরিবর্তন ঘটে—পূর্বে তিনি ছিলেন নাস্তিক, কিন্তু ক্রমেই তিনি গোঁড়া প্রোটেষ্টাণ্ট-এ পরিণত হন।

অভিজাত সম্প্রদায়-সুলভ সংকীর্ণতা ও রক্ষণশীলতা

বন ও বার্লিন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ

বৈচিত্র্যহীন চাকরি জীবন পরিত্যাগ—জমিদারি রক্ষণাবেক্ষণ

প্রথম জীবনে বিস্মার্ক প্রজাতন্ত্রের পক্ষ-পাতী—পরে প্রজা-তন্ত্রের বিরোধী—ক্রমে ঘোর রাজ-তান্ত্রিকে পরিণত

১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়ার রাজা চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়াম উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে এক প্রতিনিধিসভা (Prussian Diet) আহ্বান করেন। বিস্মার্ক এই সভার সদস্য নির্বাচিত হন। এই সময় হইতেই তিনি তাঁহার রাজনৈতিক মতবাদ প্রকাশের সুযোগ পাইয়াছিলেন। ১৮৪৭ হইতে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই চারি বৎসর বিস্মার্কের রাজনৈতিক জীবনের এক

রাজতন্ত্রের উগ্র সমর্থক বিস্মার্ক

*"...Was the greatest man the age produced, greatest in the political manifestations of his powers and in the influence which his achievements have exercised in the history of the world." Ketelbey, p. 234.

"This man who ranks among the greatest heroes of German history and among the most important statesmen of the modern world."—David Thomson, p. 281.

গুরুত্বপূর্ণ কাল বলা যাইতে পারে। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনি নিজেকে রাজতন্ত্রের উগ্র সমর্থক বলিয়া প্রমাণিত করেন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের প্রভাব রোধ করা ছিল তাঁহার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। গণতন্ত্রের সম্প্রসারণ তিনি পছন্দ করিতেন না, গণতন্ত্রের প্রতি তাঁহার ঘৃণা তিনি প্রকাশ্যভাবে প্রচার করিতেও কুণ্ঠাবোধ করিতেন না।

বিস্‌মার্কের রাজনৈতিক মতবাদ (Political Principles of Bismarck): ১৮৪৭ হইতে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চারি বৎসরের মধ্যে বিস্‌মার্কের রাজনৈতিক মতবাদ ও ধারণা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ লাভ করে। (১) তিনি রাজা অপেক্ষাও অধিকতর রাজতান্ত্রিক ছিলেন। রাজতন্ত্রের প্রতি তাঁহার অন্ধ আনুগত্য তাঁহাকে রাজতন্ত্রের এক অসাধারণ শক্তিশালী সমর্থকে পরিণত করিয়াছিল। রাজতন্ত্রের শক্তিবৃদ্ধির মাধ্যমেই জার্মানির নিরাপত্তা ও উন্নতি বিধান সম্ভব—ইহাই ছিল তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস। তাহার রক্ষণশীল মনোবৃত্তি রাজতন্ত্রের কোনপ্রকার ক্ষমতা হ্রাস সহ্য করিতে পারিত না। (২) গণতন্ত্রের প্রতি তাঁহার অশ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। গণতান্ত্রিক আন্দোলনকারীরা তাহার নিকট বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহীর সমতুল্য ছিল। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সহিত প্রাশিয়ার শাসনব্যবস্থা জড়িত হউক ইহা তিনি চাহিতেন না। (৩) বিপ্লবের প্রতিও তিনি ছিলেন বিরুদ্ধভাবাপন্ন। বিপ্লব দমনে তিনি স্বৈরাচারী অস্ট্রিয়া সরকারের সহিত মিলিতভাবে অগ্রসর হইতে প্রস্তুত ছিলেন। বিপ্লব ও বিপ্লবের প্রভাব হইতে প্রাশিয়াকে তিনি মুক্ত রাখিতে চাহিয়াছিলেন। (৪) বিস্‌মার্ক সামরিক শক্তি, যুদ্ধ বিগ্রহ ইত্যাদি আসুরিক শক্তিতে আস্থাবান্ ছিলেন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্পষ্ট ভাষায় এই কথাই বলিয়াছিলেন যে, প্রাশিয়ার উন্নতি একমাত্র সামরিক শক্তি-বৃদ্ধি দ্বারাই সম্ভব—গণতন্ত্রের মাধ্যমে নহে। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, 'জটিল সমস্যার সমাধান একমাত্র সামরিক শক্তি দ্বারাই সম্ভব, বক্তৃতা বা ভোটের দ্বারা নহে।' তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, সামরিক শক্তি অর্থাৎ "Blood and iron" নীতির অনুসরণই প্রাশিয়ার উন্নতির একমাত্র পন্থা।

(১) রাজতন্ত্রের শক্তি-বৃদ্ধি—উন্নতির একমাত্র পন্থা

(২) গণতন্ত্রের প্রতি ঘৃণা

(৩) বিপ্লবের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন

(৪) সামরিক শক্তিতে বিশ্বাস—Blood and iron'—নীতি

এই সকল মতবাদের প্রয়োগ আমরা দেখিতে পাই প্রাশিয়ার গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের প্রতি বিস্মার্কের প্রকাশ্য অশ্রদ্ধায়। ইহা ভিন্ন ফ্রাঙ্কফোর্ট পার্লামেণ্ট সমগ্র জার্মানির রাজমুকুট প্রাশিয়ার রাজাকে অর্পণ করিতে চাহিলে বিস্মার্ক উহা প্রত্যাখ্যান করার পক্ষপাতী ছিলেন। চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়াম সমগ্র জার্মানির ক্ষমতাহীন সম্রাট-পদ গ্রহণে অস্বীকৃত হইলে বিস্মার্ক সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রেডারিক উইলিয়াম কর্তৃক আহুত আরফার্ট (Erfurt) সম্মেলন বিফলতায় পর্যবসিত হইলে বিস্মার্কই সর্বাপেক্ষা অধিক আনন্দিত হইয়াছিলেন। বিস্মার্কের উদ্দেশ্য ছিল প্রাশিয়ার রাজতন্ত্রের অধীনে সমগ্র জার্মানিকে একতাবদ্ধ করা। বিস্মার্কের রক্ষণশীলতা এবং রাজতন্ত্রে বিশ্বাস এত অধিক ছিল যে, ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে যখন প্রাশিয়াকে ওলমুজ (Olmutz)-এর সন্ধি দ্বারা ভিয়েনা কংগ্রেস কর্তৃক গঠিত কন্‌ফেডা-রেশন-অব-দি-রাইন-এর শাসনতন্ত্র গ্রহণে বাধ্য করে, তখন তিনি অষ্ট্রিয়াকে সমর্থন করিয়াছিলেন। কারণ, এই শাসনতন্ত্রে রাজশক্তির প্রাধান্য ছিল। এই সকল দৃষ্টান্ত হইতেই বিস্মার্কের রাজনৈতিক মত সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করা যায়।*

বিস্মার্কের রাজনৈতিক মতবাদের বিভিন্ন অভিব্যক্তি

১৮৪৭ হইতে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বিস্মার্ক নিজ ক্ষমতার পরিচয় দান করেন এবং রাজা চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়ামের সুনজরে পতিত হন। চতুর্থ ফ্রেডারিক বিস্মার্কের রাজতন্ত্র-প্রীতিতে সন্তুষ্ট হইলেও তাঁহার উগ্র রাজতান্ত্রিকতায় তিনি খুব বেশী আস্থাবান্ ছিলেন না। তিনি বিস্মার্ক সম্পর্কে নিজ মন্তব্য এক স্থানে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। এই মন্তব্যটি এইরূপ:

১৮৪৭-১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বিস্মার্কের রাজতন্ত্র প্রীতিতে চতুর্থ উইলিয়ামের সন্তুষ্টি

* "Bismarck's political ideas centred in his ardent belief in the Prussian monarchy". Hazen, p. 217.

"Prussia ought to unite with Austria in order to crush common enemy, the Revolution." – *Bismarck*, vide, *Hazen*, p. 218.

"I look for Prussian honour in Prussia's abstinence before all things from every shameful union with democracy,"—*Bismarck*, Ibid, p. 218.

"Not by speeches and majority votes are the great questions of the day decided—that was the great blunder of 1848 and 1849—but by blood and iron."—*Bismarck*, Ibid, p. 220.

"দেশে যখন সামরিক শাসনের প্রয়োজন হইবে কেবল মাত্র তখনই তাঁহাকে (বিস্মার্ককে) মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করা যাইতে পারে।"* সুতরাং দেশের পরিস্থিতি বিবেচনায় ফ্রেডারিক বিস্মার্ককে মন্ত্রিপদে গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না। তিনি তাঁহাকে জার্মান কন্‌ফেডারেশনের যুক্তরাষ্ট্রীয় সভার (Federal Diet) সদস্য নিযুক্ত করিলেন।

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে বিস্মার্ক ফ্রাঙ্ক্‌ফোর্ট ডায়েট-এর সদস্য নিযুক্ত

ফ্রাঙ্কফোর্ট যুক্তরাষ্ট্রীয় সভার সদস্য হিসাবে বিস্মার্ক (Bismarck as a member of the Federal Diet of Frankfort or Frankfurt): ফ্রাঙ্ক্‌ফোর্ট যুক্তরাষ্ট্রীয় সভার সদস্য হিসাবে বিস্মার্ক দীর্ঘ আট বৎসর যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন পরবর্তী জীবনে তাহা বিস্মার্ককে এক অপ্রতিহত রাজনৈতিক ক্ষমতা দান করিয়াছিল। যুদ্ধামোদী এবং উৎকট রক্ষণশীল বিস্মার্ক এক দূরদর্শী রাজনীতিক-এ পরিণত হইয়াছিলেন। ফ্রাঙ্ক্‌ফোর্ট যুক্তরাষ্ট্রীয় সভায় সদস্য হিসাবে তিনি জার্মানির বিভিন্ন অংশের সদস্যদের সহিত ব্যক্তিগত পরিচয় এবং তাঁহাদের রাজনৈতিক ধারণা সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিলেন। ফ্রাঙ্কফোর্ট সভার সদস্য থাকাকালীনই তিনি রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত হিসাবে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন প্যারিস, ভিয়েনা এবং লণ্ডনেও কার্যব্যপদেশে তাঁহাকে যাইতে হইয়াছিল। এইভাবে ১৮৫১ হইতে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ এগার বৎসর বিস্মার্ক জার্মান এবং ইওরোপীয় রাজনীতি সম্পর্কে এক ব্যাপক ও গভীর অভিজ্ঞতা লাভ করেন। ইওরোপের খ্যাতনামা রাজনীতিকদের মধ্যে একমাত্র ক্যাভুর ভিন্ন সকলের সহিতই তিনি ঘনিষ্ঠতা লাভ করেন। এই সকল কারণে রাজনীতি-সংক্রান্ত কপটতা ও কূটকৌশল, মিথ্যাচার ও স্বার্থপরতা সম্পর্কে তিনি ব্যাপক

ফ্রাঙ্কফোর্টে দীর্ঘ আট বৎসর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা লাভ

জার্মানির রাজনীতিকদের সহিত পরিচয়

রাশিয়া, ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে গমনের ফলে অভিজ্ঞতা

ইওরোপীয় রাজনীতিকদের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়

* "Only to be employed when the bayonet governs unrestricted." Marginal note left by Frederick William IV, Vide, Lipson, p. 67.

অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। ফ্রাঙ্কফোর্ট সভার সদস্য থাকাকালীনই তিনি জার্মানির ঐক্যের সমস্যা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করিয়াছিলেন। জার্মানিতে প্রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়া—উভয় দেশের স্থান হইবে না, অর্থাৎ প্রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়ার যে কোন একটি জার্মানির নেতৃত্বে স্থাপিত হইবে অপরটিকে সেই নেতৃত্ব ত্যাগ করিতে হইবে—এই ধারণাই তাঁহার জন্মিয়াছিল।

ফ্রাঙ্কফোর্ট সভার সদস্য থাকাকালে জার্মানির ঐক্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম উইলিয়াম প্রাশিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি জার্মানির ঐক্যসাধনে বদ্ধপরিকর ছিলেন। এজন্য সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করিয়া অষ্ট্রিয়াকে জার্মানির নেতৃত্ব হইতে বিতাড়িত করিবার প্রয়োজন ছিল। প্রাশিয়ার ডায়েট বা প্রতিনিধি সভা তাহার সামরিক সংগঠনের প্রয়োজনীয় অর্থদানে অস্বীকার করিলে ক্রমে শাসনতান্ত্রিক এক অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। ঐ সময়ে তিনি তাঁহার পিতার স্বহস্তে লিখিত বিস্মার্ক সম্পর্কে মন্তব্যটি দেখিতে পান এবং শেষ চেষ্টা হিসাবে তাঁহাকে মন্ত্রিসভার সভাপতি বা প্রধানমন্ত্রিপদে নিযুক্ত করেন।

প্রথম উইলিয়ামের সিংহাসন লাভ (১৮৬১) প্রাশিয়ার ডায়েটের সহিত বিরোধ

বিসমার্কের মন্ত্রিসভার সভাপতিপদে নিয়োগ

মন্ত্রিসভার সভাপতি হিসাবে বিস্মার্ক (Bismarck as the President of the Prussian Minsitry): ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর বিস্মার্ক প্রাশিয়ার মন্ত্রিসভার সভাপতির পদ গ্রহণ করিলেন। ঐ সময় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল তিনি জার্মানির ভাগ্যনিয়ন্তার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রাশিয়ার রাজনৈতিক ইতিহাসের এক সঙ্কট মুহূর্তে বিস্মার্ক রাষ্ট্র-ভার গ্রহণে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। অপর কোন রাজনীতিক এইরূপ অচল এবং সমস্যাসংকুল অবস্থায় এতটা সাহস দেখাইতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। তিনি প্রথমেই রাজা উইলিয়ামকে এই আশ্বাস দিলেন যে, তিনি রাজতন্ত্রের রক্ষার জন্যই সচেষ্ট থাকিবেন এবং পতন যদি ঘটে তবে রাজার সহিত তিনি একই সঙ্গে তাহা বরণ করিবেন।*

প্রাশিয়ার সঙ্কট মুহূর্তে বিস্মার্কের রাষ্ট্রভার গ্রহণ

* "I will rather perish with the king than forsake Your Majesty in contest with Parliamentary government.'—*Bismarck*. Vide, Hazen p. 216.

বিস্‌মার্কের উদ্দেশ্য ও নীতি (Bismarck's aims & policy) : মন্ত্রিসভার সভাপতি হিসাবে বিস্‌মার্কের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল (১) প্রাশিয়ার অধীনে সমগ্র জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করা। জার্মানির ঐক্যসাধন করিতে গিয়া প্রাশিয়ার প্রাধান্যের বিলুপ্তি তিনি চাহিতেন না। ইতালীয় ঐক্য পাইডমণ্ট-সার্ডিনিয়ার আত্মবিলুপ্তির মাধ্যমে সাধিত হইয়াছিল। বিস্‌মার্ক কিন্তু প্রাশিয়ার ঐরূপ আত্মবিলুপ্তির মাধ্যমে জার্মানির ঐক্যসাধনের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি প্রাশিয়া এবং প্রাশিয়ার রাজার অধীনে সমগ্র জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। (২) জার্মানিকে একতাবদ্ধ করিবার সর্বপ্রথম পদক্ষেপ-ই ছিল জার্মানির উপর হইতে অস্ট্রিয়ার নেতৃত্বের অবসান ঘটান। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দেই তিনি এই কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, জার্মানিতে প্রাশিয়া এবং অস্ট্রিয়া উভয়ের স্থান নাই—এই দুইয়ের একটিকে নতি স্বীকার করিতে হইবে।* সুতরাং জার্মানির ঐক্যসাধনের অবশ্য গ্রহণীয় প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে অস্ট্রিয়াকে বিতাড়নের প্রয়োজন ছিল। এইজন্য আবার প্রয়োজন ছিল সামরিক শক্তির। বিস্‌মার্ক ছিলেন সামরিক শক্তিতে বিশ্বাসী। যুদ্ধ-বিগ্রহ, রক্তপাত প্রভৃতি আসুরিক নীতির তিনি সমর্থক ছিলেন এবং গণতন্ত্রের তিনি ছিলেন অনমনীয় শত্রু। তিনি বলিতেন, "বক্তৃতা বা ভোটের দ্বারা জটিল সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নহে—একমাত্র 'blood and iron' নীতি—অর্থাৎ সামরিক শক্তির দ্বারাই ইহা সম্ভব।" ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, বিস্‌মার্ক সামরিক শক্তি দ্বারাই প্রাশিয়ার ভবিষ্যৎ উন্নতিবিধান করিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন।

(উদ্দেশ্য :
(১) প্রাশিয়ার অধীনে জার্মানির ঐক্যসাধন

(২) জার্মানি হইতে অস্ট্রিয়ার নেতৃত্বের অবসান ঘটান

'Blood and iron' নীতি

প্রতিনিধি সভা 'ডায়েট'র সহিত দ্বন্দ্ব (Conflict with the Diet) : বিস্‌মার্কের 'blood and iron' নীতি ডায়েটের উদারপন্থী সদস্য মাত্রেরই মনঃপূত হইল না। কিন্তু তাঁহাদের সকল প্রকার বাধা ও সমালোচনা উপেক্ষা করিয়া বিস্‌মার্ক সামরিক সংগঠনের কার্যে অগ্রসর

* "As early as 1853 he (Bismarck) said in a report to Berlin that there was not room in Germany for two powers, that one or the other must bend." Hazen, p. 219.

হইতে লাগিলেন। ডায়েটের দুই কক্ষের মধ্যে উর্ধ্বকক্ষ ছিল রাজতান্ত্রিক।

প্রাশিয়ার ডায়েট বা প্রতিনিধি সভার সহিত বিরোধ

সরকারী বাজেট বা অর্থবিল (money bill) নিম্নকক্ষ প্রত্যাখ্যান করিত, কিন্তু উর্ধ্বকক্ষ তাহা অনুমোদন করিত। বিসমার্ক উর্ধ্বকক্ষের অনুমোদনের উপর নির্ভর করিয়াই প্রয়োজনীয় কর আদায় করিতে লাগিলেন। আপাতদৃষ্টিতে

অবৈধ উপায়ে অর্থ সংগ্রহ: শাসনতন্ত্র মূল্যহীন

প্রাশিয়ার শাসনতন্ত্র তখন চালু থাকিলেও প্রকৃতক্ষেত্রে উহার কোন মূল্য ছিল না। ইহা ভিন্ন প্রাশিয়ার প্রতিনিধি সভা ছিল মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় হইতে গঠিত। স্বভাবতই বিস্‌মার্ক যখন এই সভার মতামত উপেক্ষা করিয়া নিজ ইচ্ছানুযায়ী

বিস্‌মার্কের অপ্রতিহত প্রতিপত্তি

চলিতে লাগিলেন তখন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ভিন্ন অপর কোন সম্প্রদায় হইতে কোনপ্রকার প্রতিবাদ আসিল না। উপরন্তু বিস্‌মার্ক অল্পকালের মধ্যেই এমন এক চমকপ্রদ পররাষ্ট্র-নীতি অনুসরণ করিলেন যে, জনসাধারণের মধ্যে তাঁহার প্রতিপত্তি ক্রমেই অপ্রতিহত হইয়া উঠিল।

বিস্‌মার্ক অল্প সময়ের মধ্যেই প্রাশিয়ার সামরিক সংগঠন সম্পূর্ণ

প্রাশিয়ার রাজতন্ত্র সামরিক শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত

করিলেন। প্রাশিয়ার রাজতন্ত্রকে তিনি এক দুর্ধর্ষ এবং অপ্রতিহত সামরিক শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত প্রাশিয়ার রাজতন্ত্রের এই ক্ষমতা অটুট ছিল।

পোলগণের বিদ্রোহ, ১৮৬৩ (Polish Rebellion, 1863): বিস্‌মার্কের প্রাশিয়ার শাসনকার্যের দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথম

পোল বিদ্রোহ (১৮৬৩)

আন্তর্জাতিক সমস্যা দেখা দিল ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের পোল-গণের বিদ্রোহে। রাশিয়ার অধীনে পোলগণ রুশ আধিপত্য হইতে মুক্তি-লাভের ইচ্ছায় ঐ বৎসর এক ব্যাপক বিদ্রোহ শুরু করে।

বিস্‌মার্ক কর্তৃক রাশিয়াকে সাহায্য-দান: রাশিয়ার মিত্রতা লাভ

ইওরোপের অধিকাংশ দেশই তাহাদের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন ছিল। কিন্তু বিস্‌মার্ক পোলদের বিদ্রোহ দমনে রাশিয়ার জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারকে সাহায্য দান করিতেও কুণ্ঠবোধ করিলেন না। 'বিস্‌মার্কের এইরূপ আচরণের পশ্চাতে

তিনটি বিশেষ কারণ ছিল; প্রথমত, তিনি বিপ্লবের বিরোধী ছিলেন। দ্বিতীয়ত, পোল্যাণ্ড স্বাধীন হইলে প্রাশিয়া কর্তৃক অধিকৃত পোল্যাণ্ডের রাজ্যাংশ ডান্‌জিগ এবং থর্ন দাবি করিবে। তৃতীয়ত, অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী বিবেচনা করিয়া রাশিয়াকে মিত্রশক্তি হিসাবে লাভ করা প্রাশিয়ার পক্ষে প্রয়োজন ছিল। প্রাশিয়ার সাহায্যে রাশিয়া দৃঢ় হস্তে পোলগণের বিদ্রোহ দমন করিল।

রাশিয়াকে সাহায্য-দানের পশ্চাতে যুক্তি

বিস্‌মার্ক ও অস্ট্রিয়া (Bismarck & Austria): ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে আর এক জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। ঐ বৎসর অষ্ট্রিয়ার সম্রাট জার্মান কন্‌ফেডারেশনের শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন সাধনের জন্য ফ্রাঙ্কফোর্ট নামক স্থানে জার্মানির রাজগণের এক সভা আহ্বান করেন। জার্মান কন্‌ফেডারেশনের শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিয়া অষ্ট্রিয়া জার্মানির উপর নিজ প্রাধান্য স্থাপনে প্রয়াসী হইয়াছে বিবেচনা করিয়া বিস্‌মার্ক রাজা প্রথম উইলিয়ামকে অষ্ট্রিয়ার সম্রাটের ব্যক্তিগত অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া সেই সভায় যোগদানের আমন্ত্রণ প্রত্যাখান করিতে বাধ্য করেন। এইভাবে জার্মানির উপর অষ্ট্রিয়ার নেতৃত্ব কায়েম করিবার চেষ্টা বিস্‌মার্ক কর্তৃক ব্যাহত হয়।

অষ্ট্রিয়া কর্তৃক জার্মান কন্‌ফেডারেশনের শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের চেষ্টা ব্যাহত

ডেনমার্ক, অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ (Danish, Austro-Prussian & Franco-Prussian Wars): ১৮৬৪ হইতে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মাত্র ছয় বৎসরের মধ্যে বিস্‌মার্ক তিনটি যুদ্ধে প্রাশিয়াকে জয়যুক্ত করিয়া জার্মানির ঐক্য সাধন করেন।

১৮৬৪ হইতে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনটি যুদ্ধ

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ডেনমার্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে স্যাডোয়ার যুদ্ধ এবং ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সেডানের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বিস্‌মার্ক সামান্য ছয় বৎসরের মধ্যে প্রাশিয়ার অধিনায়কত্বে সমগ্র জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করিলেন। (বিশদ আলোচনা পূর্বে করা হইয়াছে)।

ডেনমার্ক, অষ্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ: জার্মানির ঐক্যসাধন

বিস্‌মার্কের পররাষ্ট্র-নীতি, ১৮৭১-৯০ (Bismarck's foreign policy, 1871-90): ১৮৭১ হইতে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ কুড়ি বৎসর বিসমার্ক জার্মানির চ্যান্সেলর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। নবগঠিত জার্মান সাম্রাজ্যের সংহতি ও পুনরুজ্জীবনের জন্য এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জার্মানির মর্যাদা ও প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সামরিক শক্তি ও যুদ্ধ-নীতিতে বিশ্বাসী বিস্‌মার্ক ইওরোপ মহাদেশে শান্তি বজায় রাখিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। নেপোলিয়নের সহিত যুদ্ধাবসানে অষ্ট্রিয়ার প্রিন্স মেটারনিক যেমন অষ্ট্রিয়ার স্বার্থ বিবেচনা করিয়া শান্তিকামী হইয়া উঠিয়াছিলেন সেইরূপ বিস্‌মার্কও ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে যুদ্ধের পরবর্তী কুড়ি বৎসর স্যাডোয়া ও সেডানের যুদ্ধের দ্বারা মধ্য-ইওরোপে যে নূতন শক্তি-সাম্যের (New Balance of Power) সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা রক্ষা করিয়া চলিলেন।

বিস্‌মার্কের পররাষ্ট্র-নীতির উদ্দেশ্য: (ক) ইওরোপের শান্তি বজায় রাখা

(খ) নূতন শক্তি-সাম্য (New Balance of Power) বজায় রাখা

এই নূতন শক্তি সাম্যের মূল কথা ছিল ইওরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রে জার্মানির প্রাধান্য বজায় রাখা। কিন্তু ইহা বজায় রাখিতে হইলে ফ্রান্সকে দুর্বল, নির্বান্ধব অবস্থায় রাখা এবং অপরদিকে জার্মানির মিত্রশক্তি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন ছিল। ফ্রান্সের মর্যাদা ও স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিয়া-ই জার্মানির ঐক্য সম্পন্ন হইয়াছিল। স্বভাবতই ফ্রান্স এই পরাভবের প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ খুঁজিবে এই বিবেচনা করিয়া বিস্‌মার্ক কূটনৈতিক চালে ফ্রান্সকে ইওরোপ মহাদেশে মিত্রহীন করিয়া রাখিতে চাহিলেন।

(গ) ফ্রান্সকে দুর্বল ও মিত্রহীন রাখা: জার্মানির মিত্রশক্তি বৃদ্ধি করা

সমগ্র ইওরোপে যাহাতে শান্তি বজায় থাকে, এবং জার্মানি যুদ্ধনীতি ত্যাগ করিয়া শান্তিকামী হইয়াছে সেই কথা ইওরোপীয় দেশগুলি যাহাতে বুঝিতে পারে সেজন্য বিস্‌মার্ক জার্মানিকে একটি "পরিতৃপ্ত দেশ" (Satiated country) অর্থাৎ জার্মানির পক্ষে রাজ্য-বৃদ্ধির আর প্রয়োজন নাই—বলিয়া ঘোষণা করিলেন। মোল্টকি (Moltkey)-র ন্যায় সমরপ্রিয় নেতা এবং যুদ্ধোন্মত্ত প্রাশিয়াবাসীকে শান্তিনীতিতে বিশ্বাসী করিয়া তোলা বিস্‌মার্কের পক্ষেও সহজ ছিল না।

জার্মানি 'Satiated' দেশ বলিয়া ঘোষিত

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে মোল্ট্‌কি এবং অপরাপর যুদ্ধপ্রিয় নেতৃবৃন্দ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রায় বাধাইয়া বসিয়াছিলেন। ইওরোপীয় শক্তিবর্গ বিশেষত রাশিয়ার চেষ্টায় এই পরিস্থিতি হইতে অব্যাহতি পাওয়া সম্ভব হইয়াছিল। এই ঘটনা ভিন্ন অপরাপর ক্ষেত্রে বিস্‌মার্ক চ্যান্সেলর পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন তাঁহার পররাষ্ট্র-নীতির মূল সূত্রগুলি কার্যকরী করিয়া চলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

মোল্ট্‌কি ও প্রাশিয়া-বাসীদের যুদ্ধপ্রীতি

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে সেডানের যুদ্ধ হইয়াছিল, তখন ইওরোপীয় শক্তিবর্গের মধ্যে পরস্পর মৈত্রীভাব তেমন ছিল না। ফ্রান্স ও ইংল্যণ্ড তখন পরস্পর বিদ্বেষভাবাপন্ন; ইতালি ও অষ্ট্রিয়া একে অপরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন; একমাত্র রাশিয়া ও জার্মানির মধ্যে প্রকৃত মিত্রতা তখন পরিলক্ষিত হয়। বিস্‌মার্ক স্যাডোয়ার যুদ্ধের পর অষ্ট্রিয়ার প্রতি যে সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহাতে অষ্ট্রিয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ ছিল এবং সেইহেতু অষ্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে জার্মানির বিরুদ্ধে মৈত্রী স্থাপনের সম্ভাবনা ছিল না। অপর দিকে রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়ার মধ্যে বল্‌কান অঞ্চলের প্রাধান্য লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল। বিস্‌মার্ক ইওরোপীয় দেশগুলির এইরূপ পরস্পর বিচ্ছিন্নতার সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিলেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বার্লিনে রাশিয়া, জার্মানি ও অষ্ট্রিয়ার এক যুগ্ম বৈঠক আহ্বান করিলেন এবং কূটকৌশলে অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়া—দুইটি পরস্পর-বিরোধী দেশকে জার্মানির সহিত এক মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ করিলেন। এই চুক্তি 'ড্রেইকাইজারবাণ্ড' (Dreikaiserbund) বা 'তিন সম্রাটের চুক্তি' নামে পরিচিত। এই চুক্তি ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বার্লিনের কংগ্রেসের বৈঠক পর্যন্ত অটুট ছিল। কিন্তু বার্লিন কংগ্রেসে বিস্‌মার্কের নেতৃত্বে ইওরোপীয় শক্তিগুলি রাশিয়াকে তুরস্ক সাম্রাজ্য হইতে স্যান ষ্টিফানোর সন্ধির (Treaty of San Stefano) ফলে লব্ধ সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত করে। ফলে, রাশিয়া বিস্‌মার্কের উপর অসন্তুষ্ট হয় এবং তিন সম্রাটের চুক্তি ত্যাগ করে।*

ইওরোপীয় শক্তিবর্গের পরস্পর বিচ্ছিন্নতা

'Dreikaiserbund' বা 'তিন সম্রাটের চুক্তি' (১৮৭৩)

বার্লিন কংগ্রেসের পর 'তিন সম্রাটের চুক্তি' ভঙ্গ (১৮৭৮)

* Vide, Ketelbey, p. 377.

বিস্‌মার্ক ফ্রান্সের বিরুদ্ধে জার্মানির শক্তি দৃঢ় রাখিবার উদ্দেশ্যে অস্ট্রিয়ার সহিত দ্বি-শক্তি (Dual Alliance) স্বাক্ষর করেন (১৮৭৯)। এই চুক্তির দ্বারাও জার্মানি রাশিয়ার আক্রমণের বিরুদ্ধে পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হয়।

জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে 'দ্বি-শক্তি চুক্তি' বা Dual Alliance (১৮৭৯)

ইহার পর ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে বিস্‌মার্ক গোপনে ফ্রান্সকে টিউনিস (Tunis) নামক স্থানটি দখল করিতে উৎসাহিত করেন। ফলে, ইতালি ও ফ্রান্সের মধ্যে বিরোধিতা দেখা দেয়। এই বিরোধিতার সুযোগ লইয়া বিস্‌মার্ক ইতালিকে দীর্ঘকালের শত্রু অস্ট্রিয়ার প্রতি বিদ্বেষ ভুলিয়া গিযা 'দ্বি-শক্তি চুক্তি' (Dual Alliance)-তে যোগদানে স্বীকৃত করাইলেন। ফলে, 'দ্বি-শক্তি চুক্তি' 'ত্রি-শক্তি চুক্তি' (Triple Alliance)-তে পরিণত হইল। এই চুক্তি দ্বারা জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও ইতালি—এই তিনটি দেশ রাশিয়া ও ফ্রান্সের আক্রমণের বিরুদ্ধে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্যদানে প্রতিশ্রুত হইল।

'দ্বি শক্তি চুক্তি' বা Dual Alliance 'ত্রি শক্তি চুক্তি' বা Triple Alliance-এ পরিণত (১৮৮২)

বিস্‌মার্ক ফ্রান্সকে ইংলণ্ডের শত্রুদেশে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে ইংলণ্ড মিশর দেশ দখলের উৎসাহ দান করিলেন। ফলে ইঙ্গ-ফরাসী বিরোধের সৃষ্টি হইল। এই সুযোগে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড ও ইতালির মধ্যে এক নৌ-চুক্তি (Naval understanding) স্থাপিত হইল। এইভাবে ফ্রান্সকে ইংলণ্ড হইতেও সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন রাখা হইল। ইহা ভিন্ন ফ্রান্সের প্রজাতান্ত্রিক সরকার যাহাতে পরিবর্তিত না হয় সেই চেষ্টাও পরোক্ষভাবে বিস্‌মার্ক করিতে ত্রুটি করেন নাই।

ইংলণ্ডকে ফ্রান্সের শত্রুদেশে পরিণত করিবার জন্য বিস্‌মার্ক কর্তৃক ইংলণ্ডকে মিশর দখলে উৎসাহিত

জার্মানির ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন ঘোর রাজতান্ত্রিক, কিন্তু ফ্রান্সের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন প্রজাতান্ত্রিক। ইহার কারণ ছিল এই যে, তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সর্বপ্রকার শাসনব্যবস্থার মধ্যে দুর্বলতম। এইজন্যই বিস্‌মার্ক ফ্রান্সে প্রজাতান্ত্রিক সরকার অপরিবর্তিত রাখিবার পক্ষপাতী ছিলেন।

ফ্রান্সকে দুর্বল প্রজাতান্ত্রিক দেশ হিসাবে রাখিবার জন্য বিস্‌মার্কের অপচেষ্টা

(১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে 'তিন সম্রাটের চুক্তি' (Dreikaiserbund) ভাঙ্গিয়া গেলেও ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে বিস্‌মার্ক পুনরায় ইহা স্থাপন করিতে সক্ষম হন। কিন্তু বুলগেরিয়া ১৮৮৪-৮৫ খ্রীষ্টাব্দে রুমেলিয়া রাজ্যটি দখল করিয়া এক ঐক্যবদ্ধ ও স্বাধীন বুলগেরিয়া গঠন করিতে চাহিলে রাশিয়া তাহাতে বাধা দেয়। ইংলণ্ড ও অস্ট্রিয়া বুল্‌গার জাতির এই ঐক্য-স্পৃহা সমর্থন করে। এই সূত্রে অস্ট্রিয়া, জার্মানি ও রাশিয়ার মধ্যে যে 'তিন সম্রাটের চুক্তি' ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় স্থাপিত হইয়াছিল তাহা ভাঙ্গিয়া যায়। ফলে, রাশিয়া ও অস্ট্রিয়াব মধ্যে যুদ্ধ প্রায় আসন্ন হইয়া উঠে। বিস্‌মার্ক দেখিলেন যে, রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে যুদ্ধ বাধিলে অস্ট্রিয়ার মিত্রশক্তি হিসাবে জার্মানির বিরুদ্ধেও রাশিয়ার যুদ্ধ ঘোষণার সম্ভাবনা আছে। ইহা ভিন্ন রাশিয়াকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিলে ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে মিত্রতা স্থাপনের সম্ভাবনাও রহিয়া যায। এই সব বিবেচনা করিয়া কূটকৌশলী বিস্‌মার্ক রাশিয়াকে জার্মানির সহিত 'রি-ইন্‌সিওরেন্স চুক্তি' (Re-insurance Treaty) নামে এক গোপন চুক্তি স্বাক্ষর করাইতে সক্ষম হইলেন। এই চুক্তির দ্বারা রাশিয়া বা জার্মানি তৃতীয় কোন শক্তি কর্তৃক আক্রান্ত হইলে পরস্পর সাহায্যমূলক নিরপেক্ষতা (benevolent neutrality) অবলম্বন করিতে প্রতিশ্রুত হইল।)

'তিন সম্রাটের চুক্তি' বা Dreikaiserbund-এর পুনঃস্থাপন (১৮৮১)

বুলগেরিয়া-সঙ্কট : 'তিন সম্রাটের চুক্তি' নাশ

Re-insurance Treaty

এইভাবে বিস্‌মার্ক বিভিন্ন চুক্তি দ্বারা (১) অস্ট্রিয়ার আক্রমণের বিরুদ্ধে রাশিয়ার সাহায্যমূলক নিরপেক্ষতা, (২) রাশিয়ার আক্রমণের বিরুদ্ধে অস্ট্রিয়ার নিরপেক্ষতা, (৩) ফরাসী আক্রমণের বিরুদ্ধে ইতালির সহায়তা, (৪) রাশিয়া ও ফ্রান্সের যুগ্ম আক্রমণের বিরুদ্ধে অস্ট্রিয়া ও ইতালির সহায়তা লাভের ব্যবস্থা করিলেন।

বিস্‌মার্ক কর্তৃক জার্মানির নিরাপত্তার ব্যবস্থা

বিস্‌মার্ক ইংলণ্ডের সহিতও গোপন চুক্তি সম্পাদনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রথমে ডিজরেইলি এবং পরে সল্‌স্‌বেরির সহিত তিনি এ-বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করিয়া অকৃতকার্য হন, কারণ ব্রিটিশ সরকার পার্লামেণ্ট এবং রাণী ভিক্টোরিয়ার অজ্ঞাতসারে কোন গোপন চুক্তি স্বাক্ষর করিতে অস্বীকৃত

হন ইংলণ্ডের সহিত গোপন চুক্তি স্বাক্ষর করিতে পারিলে বিসমার্ক জার্মানিকে দৃঢ়তর করিতে পারিতেন, কারণ ইহার ফলে একদিকে ফ্রান্স হইতে ইংলণ্ডকে বিচ্ছিন্ন রাখিবার সুযোগ হইত, অপর দিকে রাশিযার শত্রুদেশ ইংলণ্ডের মিত্রতা রাশিয়ার সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে জার্মানির শক্তি বৃদ্ধি করিত।

ইংলণ্ডের সহিত গোপন চুক্তি সম্পাদনে বিস্মার্কের অকৃতকার্যতা

কিন্তু ইংলণ্ডের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইতে না পারিয়া বিসমার্ক রাশিযার সহিত মৈত্রী দৃঢ়তর করিবার নীতি অনুসরণ করিযাছিলেন, কারণ রাশিয়া ছিল ইংলণ্ডের শত্রুদেশ। ইহা ভিন্ন ইংলণ্ডকে মিশর দেশ দখলে উৎসাহিত করিয়া বিসমার্ক জার্মানির মিত্রদেশ ইতালির সহিত ইংলণ্ডের এক নৌ-চুক্তি সম্পাদনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং ফ্রান্সের সহিত ইংলণ্ডের বিরোধ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

ইংলণ্ডকে ফ্রান্সের শত্রু এবং ইতালির মিত্রদেশে পরিণত করিতে কৃতকার্য

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী কয়েক বৎসর বিস্মার্কের আফ্রিকায় উপনিবেশ বিস্তার-নীতি ইংলণ্ডের অসন্তুষ্টির সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু কূটকৌশলী বিসমার্ক ইংলণ্ডের সহিত এবিষয় লইয়া কোনপ্রকার বিদ্বেষ-সৃষ্টির পথ বন্ধ করিতে সমর্থ হন, এমন কি জার্মান ঔপনিবেশিক বিস্তার-নীতি ইংলণ্ড কর্তৃক সমর্থিত হয়।* ১৮৮৪-৮৫ খ্রীষ্টাব্দে আফ্রিকায় উপনিবেশ বিস্তার সম্পর্কে ইংলণ্ড ও জার্মানির মধ্যে আপস-মীমাংসা সম্ভব হয়।

ইংলণ্ডের সহিত সদ্ভাব রক্ষা

অনন্যসাধারণ কূটকৌশলী বিসমার্ক ১৮৭১-১৮৯০ পর্যন্ত দীর্ঘ কুড়ি বৎসর জার্মানির স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ইওরোপীয় শক্তিবর্গকে এমনভাবে এক জটিল চুক্তির জালে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, তাহার ফলে ফ্রান্স সেডানের যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের কোন সুযোগ পায় নাই

* "If Germany is to become a colonising power, all I say is 'God speed her !" She becomes our ally and partner, in the execution of the great purposes of Providence for the advantage of mankind", Gladstone to House of Commons, 1885, Vide, Ketelbey, p. 383.

উপরন্তু ইওরোপ মহাদেশে শান্তি ভঙ্গ করাও সম্ভব হয় নাই। এই আন্তর্জাতিক শান্তির সুযোগে বিস্‌মার্ক জার্মানির আভ্যন্তরীণ উন্নয়ন সাধন করিয়াছিলেন। আন্তর্জাতিক রাজনীতি-ক্ষেত্রে বিস্‌মার্কের ন্যায় দূরদর্শী রাজনীতিক, কূটকৌশলী ব্যক্তি খুব কমই আবির্ভূত হইয়াছেন। রাজনীতি ও কূটকৌশলকে তিনি এক শিল্পে পরিণত করিয়াছিলেন এবং তিনি নিজেই ছিলেন উহার প্রধান শিল্পী। একমাত্র বিস্‌মার্ক-ই যাদুকরসুলভ চাতুরী দ্বারা অষ্ট্রিয়া, রাশিয়া, ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও ইতালি—এই পাঁচটি দেশের তিনটিকে সর্বদা নিজ পক্ষে রাখিতে এবং অপর দুইটিকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।* তাঁহার সময়ে বার্লিন ইওরোপীয় রাজনীতির কেন্দ্রস্থলে পরিণত হইয়াছিল এবং জার্মানি ইওরোপীয় রাজনীতির নিয়ন্তাস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। শক্তি, সামর্থ্য ও মর্যাদায় জার্মানি তখন ইওরোপের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেশে পরিণত হইয়াছিল।

কূটকৌশল ও রাজনীতিতে বিস্‌মার্কের শিল্পীসুলভ অনন্যসাধারণ ক্ষমতা

বার্লিন ইওরোপীয় রাজনীতির কেন্দ্রস্থল—জার্মানি ইওরোপীয় রাজনীতির নিয়ন্তাস্বরূপ

বিস্‌মার্কের আন্তর্জাতিক চুক্তি-নীতির দুর্বলতা (Weakness of the Bismarckian System of Alliances): বিস্‌মার্ক যতদিন জার্মানির চ্যান্সেলর-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ততদিন পর্যন্ত পররাষ্ট্রের সহিত মিত্রতামূলক চুক্তির মাধ্যমে ইওরোপের শান্তি বজায় রাখা এবং ফ্রান্স তথা অপরাপর যে-কোন রাষ্ট্রের সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে জার্মানিকে নিরাপদ রাখিবার নীতি সফল হইয়াছিল সন্দেহ নাই। তথাপি ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহার পররাষ্ট্র-নীতির কতকগুলি সহজাত দুর্বলতা ছিল, যেগুলি তাঁহার ন্যায় কূটনৈতিক, দূরদর্শী রাজনীতিকের আমলে প্রকাশলাভ না করিলেও পরবর্তী কালে প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল এবং বিস্‌মার্ক স্থাপিত মৈত্রী-নীতি (System of Alliances) বিফলতায় পর্যবসিত হইয়াছিল।

বিস্‌মার্কের-পররাষ্ট্র-নীতির সাফল্য তাঁহার ব্যক্তিগত সাফল্য

* "In foreign affairs he remained as ever the supreme artist, statesman and diplomatist. He was the only man who could juggle with five balls of which at least two were always in the air". Vide, Ketelbey p. 351.'

প্রথমত, বিস্মার্কের মিত্রতামূলক চুক্তির মাধ্যমে পররাষ্ট্র-নীতির পরিচালন-ব্যবস্থা ছিল অত্যধিক জটিলতাপূর্ণ। বিস্মার্কের ন্যায় কূটকৌশলী যাদুকর ভিন্ন এই জটিল ব্যবস্থার পরিচালনা অপর কাহারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে বিস্মার্কের পদত্যাগের পরবর্তী চব্বিশ বৎসরের মধ্যে (১৮৯০-১৯১৪) চারিজন চ্যান্সেলরের কেহ-ই বিস্মার্কের ন্যায় কূটকৌশলী ছিলেন না। স্বভাবতই বিস্মার্ক-প্রবর্তিত পররাষ্ট্র-ব্যবস্থা লোপ পাইয়াছিল।

মিত্রতা চুক্তির মাধ্যমে পররাষ্ট্র-নীতি পরিচালনা ব্যবস্থার জটিলতা : বিস্মার্ক ভিন্ন অপর কেহ ইহা পরিচালনায় অক্ষম

দ্বিতীয়ত, বিস্মার্কের পররাষ্ট্র-নীতির মূলসূত্র ছিল আন্তর্জাতিক বিবাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ এড়াইয়া চলা। এই যুদ্ধ এড়াইয়া চলার মনোবৃত্তির মধ্যেই তাঁহার পররাষ্ট্র-নীতির সাফল্য নিহিত ছিল—মৈত্রী-নীতির মধ্যে ততটা নহে।

যুদ্ধ এড়াইয়া চলাই এই ব্যবস্থার সাফল্যের মূল কারণ—মৈত্রী-নীতি নহে

তৃতীয়ত, 'তিন সম্রাটের চুক্তি'র পশ্চাতে জার্মানি, রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়ার স্বার্থের কোন ঐক্য ছিল না। বার্লিন-কংগ্রেস (১৮৭৮) ও বুলগেরিয়া-সঙ্কটের সময় (১৮৮৫) রাশিয়া ইহা স্পষ্টভাবে বুঝিয়াছিল। এই কারণে বার্লিন-কংগ্রেসের পর এই চুক্তি ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল এবং ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ইহা পুনরুজ্জীবিত হইলেও বুলগেরিয়া-সঙ্কটের পর পুনরায় ভাঙ্গিয়া যায়। বিস্মার্কের পদত্যাগের পূর্ব হইতেই রাশিয়া ফ্রান্সের সহিত মৈত্রীর জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া উঠে এবং ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে বিস্মার্ক চ্যান্সেলর-পদ ত্যাগ করিলে ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে মৈত্রী স্থাপিত হয়।

'তিন সম্রাটের চুক্তি'র পশ্চাতে স্বার্থের ঐক্যের অভাব

চতুর্থত, বিস্মার্কের মৈত্রী-নীতির মূল ভিত্তি ছিল ত্রি-শক্তি চুক্তি বা Triple Alliance এই ত্রি-শক্তি চুক্তি বস্তুতপক্ষে ছিল এক অতি দুর্বল সংগঠন, কারণ অষ্ট্রিয়া ও ইতালির মধ্যে কোন আন্তরিক সদ্ভাব ছিল না। এই দুই দেশ বহুকাল ধরিয়া পরস্পরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিল। অষ্ট্রিয়ার পরাজয়ের মাধ্যমেই ইতালীয় ঐক্য সম্পন্ন হইয়াছিল।

ত্রি-শক্তি চুক্তির দুর্বলতা—অষ্ট্রিয়া ও ইতালির আন্তরিক সদ্ভাবের অভাব

পঞ্চমত, বিস্মার্কের পররাষ্ট্র-নীতিতে ইংলণ্ডের সহিত

desired
from every
m the Court,
er and passion

দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনবিধি পরিবর্তন করিয়া তিনি বিচার-ব্যবস্থারও উন্নতিবিধান করিলেন। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থারও উন্নতিবিধান করা হইল এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির গঠনে জনসাধারণের ভোটগ্রহণের নীতি প্রবর্তিত হইল।

শিল্প-সংরক্ষণ নীতি

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বিস্‌মার্ক জার্মানির অর্থনীতি ও শিল্পনীতির আমূল পরিবর্তনে মনোযোগী হইলেন। পূর্বে জার্মানিতে সংরক্ষণ-নীতি একপ্রকার ছিল না বলিলেই চলে। বিদেশী জিনিসের উপর অতি সামান্য শুল্ক স্থাপন করা হইত। ফলে, একপ্রকার অবাধ-বাণিজ্যই প্রচলিত ছিল। বিস্‌মার্ক এই শুল্কের পরিমাণ বহুগুণে বৃদ্ধি করিয়া দেশীয় শিল্পগুলিকে সম্পূর্ণ সংরক্ষণ দান করেন। ফলে শুল্কলব্ধ অর্থ হইতে সরকারী আয় যেমন বৃদ্ধি পাইত, দেশীয় শিল্পও তেমনি গড়িয়া উঠিতে লাগিল।* এই নীতি অনুসরণ করিবার ফলে জার্মানি অপরাপর দেশকে জার্মান সাম্রাজ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুযোগদানের বিনিময়ে অপরাপর দেশে সুযোগ-সুবিধা গ্রহণে সমর্থ হইল। অথচ পূর্বে ঐরূপ সুযোগ জার্মানি অপর দেশ হইতে পাইত না। পরবর্তী এক বৎসরের মধ্যে জার্মানির শিল্পের যে অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটিয়াছিল তাহা হইতেই বিস্‌মার্কের সংরক্ষণ-নীতির সাফল্য প্রমাণিত হইয়াছিল।

সংরক্ষণ নীতির সুফল: শিল্পোন্নতি

কুলটুরক্যাম্ফ (Kulturkampf)

জার্মানির ঐক্য সম্পূর্ণ হওয়ার পরবর্তী পনর বৎসর ধরিয়া জার্মানিতে এক তীব্র ধর্মদ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এই ধর্মদ্বন্দ্ব 'কুলটুরক্যাম্ফ' বা 'কৃষ্টির জন্য যুদ্ধ' (Kulturkampf or War for Civilization) নামে পরিচিত। মার্টিন ল্যুথার যখন প্রোটেস্টাণ্ট ধর্ম প্রচার করেন ঐ সময় হইতেই জার্মানির অধিবাসিগণ ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টাণ্ট এই দুই দলে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। দক্ষিণ-জার্মানির বেভেরিয়া, ব্যাডেন এবং পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানির কতক অংশ ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী ছিল।

"We have hitherto, owing to our policy of open door, been the dumping ground for the over-production of other countries. It is this in my opinion, that has depressed prices in Germany, that has prevented the growth of our industries, the development of our economic life."

—*Bismarck*, Vide, Hazen, p. 288.

প্রাশিয়া প্রভৃতি উত্তর-জার্মানির দেশগুলি ছিল প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মাবলম্বী। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়ার যে নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইয়াছিল উহাতে ধর্ম-ব্যাপারে স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়াছিল। এই সুযোগ লইয়া ক্যাথলিকগণ, বিশেষত জেসুইট্ যাজকগণ ক্যাথলিক ধর্ম প্রচারের চেষ্টা করিতে আরম্ভ করে। ফলে, প্রোটেস্টাণ্ট ও ক্যাথলিকদের মধ্যে বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়।

ক্যাথলিকদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ

প্রাশিয়ার হস্তে ক্যাথলিক রাষ্ট্র অষ্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের পরাজয় (১৮৬৬, ১৮৭০) জার্মানির ক্যাথলিকগণের দুঃখের কারণ হইয়া উঠে। ক্রমে এই ধর্মদ্বন্দ্ব রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে রূপান্তরিত হয়। ক্যাথলিকগণ 'সেণ্টার' (Centre) নামে এক রাজনৈতিক দল গঠন করিয়া জার্মান জাতীয় প্রতিনিধি সভা রাইকস্ট্যাগ্-এর সদস্যপদ দখল করিতে উদ্যোগী হয়। এই দলের উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রের উপরে চার্চ বা ধর্মাধিষ্ঠানের প্রাধান্য স্থাপন করা। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে পোপ নবম পায়াস বা পাই (Pius IX) ঘোষণা করিলেন যে, পোপের ক্ষমতা রাজা, সম্রাট প্রভৃতি শাসকগণ অপেক্ষাও অধিক। এই ঘোষণার ফলে জার্মানিতে রাষ্ট্র ও ধর্মাধিষ্ঠানের মধ্যে বিবাদ শুরু হইল। প্রোটেস্টাণ্ট্ ও

ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টাণ্ট, ক্যাথলিক ও প্রাচীনপন্থী ক্যাথলিকদের মধ্যে বিরোধ

প্রাচীনপন্থী ক্যাথলিকগণ (Old Catholics) পোপের এই ঘোষণার তীব্র প্রতিবাদ করিল। ফলে প্রাচীনপন্থী ক্যাথলিকদের অনেককেই ধর্মাধিষ্ঠান হইতে বহিষ্কৃত করা হইল। যাহারা ক্যাথলিক ধর্মাধিষ্ঠানে যাজক ও শিক্ষকতার কাজ করিত তাহারা পদচ্যুত হইল। প্রাচীনপন্থী ক্যাথলিকগণ সরকারের নিকট তাহাদের স্বার্থরক্ষার জন্য আবেদন করিল। এই ধর্মদ্বন্দ্বের পশ্চাতে রাজনৈতিক মতলব ছিল বলিয়া বিস্‌মার্ক মনে করিতেন এবং জার্মানির ঐক্যের যাহারা বিরোধী

ক্যাথলিক-বিরোধী আইন

ছিল তাহারা এই দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিতেছে এই বিবেচনা করিয়া তিনি কতকগুলি আইন-প্রণয়নের ব্যবস্থা করিলেন। এই সকল আইন দ্বারা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ধর্মাধিষ্ঠানের প্রভাব সম্পূর্ণভাবে দূর করা হইল। শিক্ষা ব্যাপারে চার্চের স্থলে সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। শাসন-সংক্রান্ত কোন বিষয়েই চার্চের কোন প্রাধান্য বা প্রভাব রাখা হইল না। ক্যাথলিক চার্চের শিক্ষালয়গুলির সরকারী পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হইল।

যাজকদের নিয়োগ ও পদচ্যুতির ব্যাপারেও সরকারের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার স্থাপিত হইল। পূর্বে প্রোটেস্টান্ট্ ও ক্যাথলিকদের মধ্যে বিবাহ এমন কি প্রাচীনপন্থী ক্যাথলিক ও সাধারণ ক্যাথলিকদের মধ্যে বিবাহ ক্যাথলিক ধর্মযাজকগণ স্বীকার করিত না। ক্যাথলিক যাজকদের এই ক্ষমতা খর্ব করিবার জন্য সরকার কর্তৃক রেজেষ্ট্রি দ্বারা বিবাহ-প্রথা (Marriage by Registration) বাধ্যতামূলক করা হইল। ইহা ভিন্ন জেসুইট্ যাজকদিগের দেশ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইল। এইভাবে ক্যাথলিক চার্চের উপর এক কঠোর প্রতিক্রিয়া শুরু হইল। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে নবম পাই (Pius IX)-এর মৃত্যু হইলে ত্রয়োদশ লিও (Leo XIII) পোপ হইলেন। তিনি ছিলেন শান্তিপ্রিয়, স্থিরবুদ্ধি, বিচক্ষণ ব্যক্তি। তাঁহার আমলে জার্মান সরকার ক্যাথলিক-বিরোধী আইনগুলি ক্রমে বাতিল করিয়া দিলেন। রেজিস্ট্রেশন দ্বারা বিবাহ-প্রথা জেসুইটদের দেশ হইতে বহিষ্কার প্রভৃতি কয়েকটি আইন ভিন্ন অপরাপর আইনগুলি বাতিল হইয়া গেল। এদিকে বিস্মার্ক সমাজতান্ত্রিকদের আন্দোলনের প্রভাব হইতে জার্মানিকে রক্ষা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলে কুলটুর্‌ক্যাম্ফ্-এর অবসান ঘটিল।

পোপ ত্রয়োদশ লিও'র আমলে কুলটুর্‌ক্যাম্ফ-এর অবসান

জার্মানির 'সোসিয়াল ডিমোক্রেটিক' বা সাম্যবাদী-গণতান্ত্রিকগণ (Social Democrats) ছিল সর্বাপেক্ষা সুগঠিত রাজনৈতিক দল। তাহারা ছিল রাজতন্ত্রের এবং যুদ্ধনীতির বিরোধী। স্বভাবতই তাহারা জার্মানবাসী হইয়াও জার্মানির সম্রাটের প্রতি অনুগত ছিল না। সমাজতান্ত্রিক নেতা লাইবনেক্ট্ (Liebnecht), বেবেল (Bebel) প্রভৃতি উত্তর জার্মান কন্‌ফেডারেশন স্থাপন, ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং জার্মানির সহিত আলসেস্-লোরেন নামক স্থানের সংযুক্তির বিরোধিতা করিয়াছিলেন। সম্রাট প্রথম উইলিয়াম সমাজতন্ত্র মতবাদকে তাঁহার ব্যক্তিগত শত্রু বলিয়া মনে করিতেন। বিস্মার্ক সমাজতান্ত্রিক ও সমাজতন্ত্রের প্রতি ঘৃণা এবং বিদ্বেষভাবাপন্ন থাকিলেও তখনও তিনি সমাজতন্ত্র দমনের কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে পর পর দুইবার সম্রাট প্রথম উইলিয়ামের প্রাণনাশের চেষ্টা হইলে বিস্মার্ক সমাজ-তান্ত্রিকগণকে দমন করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। তিনি দুইটি নীতি অবলম্বন

জার্মানীতে সমাজতন্ত্র-বাদের অগ্রগতি

করিয়া সমাজতন্ত্রবাদের অবসান ঘটাইতে চাহিলেন। একদিকে তিনি সমাজতন্ত্রবাদ ও সমাজতান্ত্রিকদের বিরুদ্ধে কঠোর আইন ও দমন-নীতি অবলম্বন করিলেন, অপর দিকে স্বতঃ-প্রবৃত্তভাবে শ্রমিক শ্রেণীর উন্নতিকল্পে নানাপ্রকার ব্যবস্থার প্রবর্তন করিতে লাগিলেন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দেই তিনি রাইকৃস্টাগের সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, শ্রমিক শ্রেণীর উন্নতির যে কোন যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাব বা পরিকল্পনা তিনি বিবেচনা করিতে প্রস্তুত আছেন।*

সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিস্‌মার্কের নীতি :
(১) দমন
(২) শ্রমিকদের উন্নয়ন

দমন-নীতি অনুসরণ করিয়া বিস্‌মার্ক কতকগুলি কঠোর আইন-কানুন পাস করিলেন। দেশের সর্বত্র সভা সমিতি নিষিদ্ধ হইল। প্রচলিত শাসন-ব্যবস্থার সমালোচনামূলক অথবা সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যা সম্বলিত কোনপ্রকার পুস্তক প্রকাশ বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করা হইল। পুলিশের ক্ষমতা বাড়াইয়া দিয়া কেবলমাত্র সন্দেহবশে গ্রেপ্তার এবং অন্যান্য নানাপ্রাকার জোরজুলুম চলিল। বহু সমাজতান্ত্রিক নেতা পুলিশের হস্তে নির্যাতিত হইল। কিন্তু এই সব ব্যবস্থা সত্ত্বেও সমাজ-তন্ত্রবাদকে নাশ করা সম্ভব হইল না। গোপন সমিতি ও ছদ্মনামে নানা-প্রকার সঙ্ঘের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন চলিতে লাগিল। অত্যাচার বা দমন-নীতির দ্বারা কোন আদর্শ বা ভাবধারাকে রুদ্ধ করা সম্ভব নহে। স্বভাবতই সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শ শত অত্যাচারের মধ্যেও শক্তি সঞ্চয় করিতে লাগিল। শ্রমিক শ্রেণীর দুরবস্থার মধ্যেই সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রকৃত কারণ নিহিত ছিল। বিস্‌মার্ক নিজেও ক্রমে এই সত্য উপলব্ধি করিলেন। কেবল অত্যাচার দ্বারা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন দমন করা সহজ হইবে না বিবেচনা করিয়া তিনি কতকগুলি শ্রমিকহিতৈষী আইন পাস করিলেন। শ্রমিকদের অসুস্থতা, শারীরিক অকর্মণ্যতা, দুর্ঘটনা, বৃদ্ধবয়স ইত্যাদি জনিত বেকারত্বের কালে আর্থিক সাহায্যের জন্য তিনি বীমার ব্যবস্থা করিলেন।† এই

দমন-নীতি

শ্রমিক উন্নয়নমূলক কার্য-কলাপ

* "I will further every endeavour which positively aims at improving the condition of the working classes"—*Bismarck*, vide, Hazen p. 29.

† "Give to working man the right to employment as long as he has health, assure him care when he is sick and maintenance when he is old." Bismarck to the Reichstag, vide, Hazen., p. 292.

সকল আইন প্রণয়ন করিতে গিয়া বিস্‌মার্ক তীব্র প্রতিবাদের সম্মুখীন হইয়াছিলেন, তথাপি ক্রমে ক্রমে তিনি তাঁহার অভিপ্রেত আইনগুলি পাস করাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার এই শ্রমিক উন্নয়ন পরিকল্পনার তিনি নাম দিয়াছিলেন 'স্টেট্ সোসিয়েলিজম্' (State Socialism)।

বিস্‌মার্কের সমাজতান্ত্রিক কার্যকলাপ সমাজতান্ত্রিকদের মনঃপূত হয় নাই। কারণ, এগুলি তাহাদের দাবির তুলনায় ছিল অতি নগণ্য। ফলে, তাহাদের আন্দোলন পূর্ণোদ্যমেই চলিতেছিল। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে রাইক্‌স্টাগের পঁয়ত্রিশ জন সদস্য সমাজতান্ত্রিকদের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ইহা হইতে বিস্‌মার্ক সমাজতন্ত্রবাদকে শেষ পর্যন্ত দমন করিতে পারেন নাই একথাই প্রমাণিত হইয়াছিল।

সমাজতন্ত্র দমনে অক্ষমতা

কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম, ১৮৮৮—১৯১৮ (Kaiser William II) : ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট উইলিয়াম ৯১ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার পুত্র তৃতীয় ফ্রেডারিক সম্রাট হইলেন। কিন্তু ফ্রেডারিক ক্যান্সার রোগে ভুগিতে-ছিলেন। সামান্য তিন মাসের মধ্যেই (৯ই মার্চ হইতে ১৫ই জুন, ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ) তাঁহারও মৃত্যু হয়। ফলে, তাঁহার উনত্রিশ বৎসরের পুত্র দ্বিতীয় উইলিয়াম সম্রাট হইলেন।

তৃতীয় ফ্রেডারিক (৯ই মার্চ হইতে ১৫ই জুন, ১৮৮৮)

প্রাশিয়ার ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গৌরবময় যুগে দ্বিতীয় উইলিয়ামের বাল্যকাল অতিবাহিত হইয়াছিল। স্যাডোয়া ও সেডানের যুদ্ধে প্রাশিয়ার বিজয়, বিস্‌মার্কের পৃথিবীব্যাপী খ্যাতি, প্রাশিয়ার আন্তর্জাতিক সম্মান প্রভৃতির প্রভাবে তখন জার্মানির জাতীয় জীবনে এক অভূতপূর্ব দেশাত্মবোধ, আত্মশ্লাঘা ও আত্ম-চেতনা জাগিয়াছিল। বালক উইলিয়ামের মনে এবং চরিত্রে এগুলি এক গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তিনি দৃঢ়চেতা, কর্মদক্ষ, দুঃসাহসিক এবং স্বমত-পোষক ব্যক্তি হিসাবে গড়িয়া উঠিলেন। তাঁহার চরিত্রে উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ভাবপ্রবণতা, অস্থিরমতিত্ব, অনমনীয়তা প্রভৃতি নানা বৈশিষ্ট্যের এক অদ্ভুত সমন্বয় ঘটিয়াছিল। তিনি ভগবান-প্রদত্ত রাজক্ষমতায় বিশ্বাসী ছিলেন।

দ্বিতীয় উইলিয়ামের সম্রাট-পদ লাভ

উইলিয়ামের চরিত্র

বন্ (Bonn) বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে ইতিহাসের অধ্যাপক মোরেন-ব্রেকার (Maurenbrecher) বিস্মার্কের রাজনীতি সম্পর্কে দ্বিতীয় উইলিয়ামের মনে এক গভীর শ্রদ্ধা জাগাইয়াছিলেন। বিস্মার্কের প্রতি উইলিয়ামের কিরূপ গভীর শ্রদ্ধা ছিল তাহা বিস্মার্কের নিকট তাঁহারই লিখিত পত্র (২১শে ডিসেম্বর, ১৮৮৭) হইতে বুঝিতে পারা যায়। তিনি এই পত্রে লিখিয়াছিলেন: "আপনার প্রতি আমার আন্তরিক প্রীতি ও গভীর শ্রদ্ধার নিদর্শন-হিসাবে এইটুকু বলিতে পারি, আপনার অসুবিধার সৃষ্টি করা অথবা আপনার যাহা মনঃপূত নহে সেরূপ কোন কিছু করা অপেক্ষা আমি আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছেদন করিতেও কুণ্ঠিত হইব না।"* কিন্তু এইরূপ পত্রালাপের মধ্যেও উইলিয়ামের চরিত্রের অনমনীয়তা নানাভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল।

তাঁহার শিক্ষা: বিস্মার্কের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা

সম্রাট-পদ লাভ করিবার অনতিকালের মধ্যেই দ্বিতীয় উইলিয়াম এবং বিস্মার্কের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিল। দ্বিতীয় উইলিয়াম দেখিলেন যে, মন্ত্রিগণের উপর বিস্মার্কের প্রভাব ও প্রতিপত্তি তাঁহার নিজ প্রভাব ও প্রতিপত্তি অপেক্ষা বহুগুণ বেশী। উইলিয়াম তাঁহার পিতামহ প্রথম উইলিয়ামের ন্যায় সম্রাট-পদ অলঙ্কৃত করিয়াই সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি নিজেই প্রকৃত শাসনকার্য পরিচালনার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তিনি সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীকে অটুট আনুগত্য ও আজ্ঞানুবর্তিতার প্রয়োজনীয়তা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন। ভগবানের প্রতিনিধি হিসাবে জনসাধারণকে শান্তি, সুশাসন, ন্যায্য-বিচার প্রভৃতির প্রতিশ্রুতিও তিনি দিয়াছিলেন। এই সব হইতেই দ্বিতীয় উইলিয়ামের স্বমত-পোষণের এবং নিজ প্রাধান্য স্থাপনের আকাঙ্ক্ষার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বিস্মার্ক নিজেও যে তাহা না বুঝিয়াছিলেন এমন নহে। "উইলিয়াম নিজেই নিজের চ্যান্সেলর হইবেন" এই ভবিষ্যৎ-বাণী বহুপূর্বে বিস্মার্ক স্বয়ংই করিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি তিনি বৃদ্ধ

বিস্মার্কের সহিত মতানৈক্য

উইলিয়ামের ব্যক্তিগত প্রাধান্য-লিপ্সা

* "The great and affectionate respect and heart felt attachment which I cherish for your Highness—and for you I would let my limbs be hewn piecemeal, one after another, rather than undertake anything that would be disagreeable to you or cause you difficulties......" Prince William in a letter to Bismarck, Dec. 21, 1887 ; Vide, Hazen, p. 299.

সম্রাট প্রথম উইলিয়ামের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই পদত্যাগ না করিয়া ভুল করিয়াছিলেন।

বিস্মার্কের সহিত প্রকাশ্য বিরোধিতার কারণ: (১) নিজ অধিকার সম্পর্কে অত্যধিক সচেতনতা, (২) রাজসভায় বিস্মার্কের প্রাধান্যের বিরোধিতা

দ্বিতীয় উইলিয়ামের: (১) নিজ অধিকার সম্পর্কে ধারণা এবং তাহা কার্যকরী করিবার মনোবৃত্তি, (২) বার্লিন রাজসভায় স্বার্থ-প্রসূত রেষারেষি এবং বিসমার্কের প্রাধান্য-বিরোধী প্ররোচনা তাঁহাকে ক্রমেই বিস্মার্কের স্বৈরাচারী একক প্রাধান্যের প্রতি বিদ্রোহী করিয়া তুলিল, (৩) কিন্তু সম্রাট (কাইজার) দ্বিতীয় উইলিয়াম যখন দেখিলেন যে, শাসন-সংক্রান্ত এবং পররাষ্ট্র-সম্পর্কিত অনেক কিছুই তাঁহার নিকট গোপন রাখা হইতেছে তখন তিনি বিসমার্কের প্রতি সন্দিহান হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার কাজে বাধা সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। বিস্মার্ক এবং উইলিয়াম উভয়েই ছিলেন স্বৈরপ্রকৃতির লোক। স্বভাবতই দুইয়ের মতানৈক্য শীঘ্রই তীব্র আকার ধারণ করিল। তাঁহাদের বয়সের ব্যবধানও ছিল তাঁহাদের মতানৈক্যের তীব্রতার অন্যতম কারণ।

(৩) শাসন ও পররাষ্ট্র-সম্পর্কিত বিষয়ে বিস্মার্কের গোপনীয়তা: উইলিয়ামের সন্দেহ

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে উভয়ের মতানৈক্য চরমে পৌঁছিল। উইলিয়াম বিস্মার্ককে স্পষ্টই বলিলেন যে, রাজার 'আদেশ' (command) তাঁহাকে অবশ্যই পালন করিতে হইবে। বিস্মার্ক তদুত্তরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কি আপনার নিজ ইচ্ছানুযায়ী চলিবার বাধা সৃষ্টি করিতেছি?" উইলিয়াম বলিলেন: "হ্যাঁ"।* ইহার পর বিস্মার্কের পদত্যাগ ভিন্ন গত্যন্তর রহিল না, বস্তুতপক্ষে ইহা ছিল তাঁহার পদচ্যুতিরই সামিল। এইভাবে জার্মান রাষ্ট্রের পরিচালকের পদচ্যুতি সমসাময়িক এক ব্যঙ্গচিত্রে "Dropping the Pilot" নামে বর্ণিত হইয়াছিল।

বিস্মার্কের পদচ্যুতি ("Dropping the Pilot")

* 'The crisis came in March 1890 The Emperor began to talk of 'Commands', a word which Bismarck had not heard on the lips of his old master. He insisted that his will should be carried out, if not by Bismarck, the by another. 'Then I understand, 'Your Majesty', said Bismarck, speaking in English, "that I am in your way" 'Yes' was the answer." Ketelbey, pp. 355-56

কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের পররাষ্ট্র-নীতি (Foreign Policy of Kaiser William II) : কাইজার উইলিয়ামের পররাষ্ট্র-নীতির মূলসূত্র ছিল তিনটি : (১) সমগ্র পৃথিবীর রাজনীতিক্ষেত্রে জার্মানির প্রাধান্য স্থাপন (*Welt Politic i.e.* World Politics), (২) জার্মানির সাম্রাজ্য বিস্তৃতি, (৩) ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক প্রাধান্য স্থাপন, (৪) সামুদ্রিক প্রাধান্য অর্জন এবং সেই উদ্দেশ্যে যুদ্ধজাহাজের সংখ্যাবৃদ্ধি। বিসমার্কের পররাষ্ট্র নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিক গোলযোগ এড়াইয়া চলা, শত্রুপক্ষ ফ্রান্সকে দুর্বল করিয়া রাখা এবং ইংলণ্ডের সহিত সদ্ভাব বজায় রাখা। এই কারণে তিনি জার্মানিকে 'পরিতৃপ্ত দেশ' (Satiated country) বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু উইলিয়ামের রাজ্যবিস্তার-নীতি বিসমার্কের সাবধানী পররাষ্ট্র নীতির পথ ত্যাগ করাইয়া জার্মানিকে শক্তির দ্বন্দ্বে আগাইয়া লইয়া চলিল। তাঁহার পররাষ্ট্র-নীতি পরিচালনার অক্ষমতা বিসমার্কের চেষ্টায় স্থাপিত বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহিত মিত্রতার দ্রুত অবসান ঘটাইল। বিসমার্কের অপসারণের অব্যবহিত পরেই রাশিয়ার সহিত "রি-ইন্সিওরেন্স চুক্তি" (Re-insurance Treaty) পরিত্যক্ত হইল। ক্রমে রাশিয়া ফ্রান্সের দিকে আকৃষ্ট হইল এবং এই দুই দেশের মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হইল। ইংলণ্ডের সহিতও জার্মানির দ্বন্দ্ব বাধিতে বেশী দিন লাগিল না। সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর উইলিয়াম ইংলণ্ডের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন এবং সেইজন্য জাঞ্জিবার ও উইটু (Witu) নামক দুইটি উপনিবেশের পরিবর্তে ইংলণ্ড হইতে হ্যালিগোল্যাণ্ড (Helgoland) পাইয়াছিলেন (১৮০৯)। জার্মানির সামুদ্রিক প্রাধান্যের জন্য হ্যালিগোল্যাণ্ড দখল করা একান্ত প্রয়োজন ছিল। ইহার অল্পকাল পর (১৮৯৩) ইংলণ্ড আফ্রিকায় ফরাসী প্রাধান্য প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে মধ্য-আফ্রিকা জার্মান প্রাধান্যধীন বলিয়া স্বীকার করে। ফ্রান্স ইহার তীব্র প্রতিবাদ

কাইজার উইলিয়ামের পররাষ্ট্র নীতির উদ্দেশ্য : (১) Welt Politic, (২) সাম্রাজ্য বিস্তার, (৩) সামুদ্রিক প্রাধান্য অর্জন

বিসমার্কের পররাষ্ট্র-নীতি পরিত্যক্ত

রাশিয়ার সহিত 'রি-ইন্সিওরেন্স চুক্তি' পরিত্যক্ত

ইংলণ্ডের সহিত সদ্ভাবের ফলে হ্যালিগোল্যাণ্ড লাভ

ইংলণ্ড কর্তৃক মধ্য-আফ্রিকায় জার্মানির অধিকার স্বীকৃত

করে, কারণ ইহার ফলে আফ্রিকার কঙ্গো অঞ্চলে ফরাসী প্রাধান্য ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কাইজার উইলিয়াম মধ্য-আফ্রিকায় প্রাধান্য স্থাপনের ইচ্ছা ত্যাগ করিলেন, কিন্তু তাহার বিনিময়ে ফ্রান্স হইতে কোনপ্রকার সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করিবার প্রয়োজন তিনি বুঝিলেন না। কিন্তু ক্রমেই ইঙ্গ-জার্মান সম্প্রীতি নষ্ট হইতে লাগিল। দক্ষিণ-আফ্রিকায় ব্রিটিশ নীতির ফলে বুওয়র যুদ্ধ (Boer War) শুরু হয়। এই যুদ্ধে জার্মানি গোপনে বুওয়রগণকে উৎসাহিত করায় ইঙ্গ-জার্মান মৈত্রী বিনষ্ট হয়। চীনদেশে জার্মানি কিয়া-ও-চাও (Kia-o-chau) এবং রাশিয়া পোর্ট আর্থার (Port Arthur) দখল করিলে জার্মানি ও রাশিযার প্রতি ইংলণ্ডের বিরোধ বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। এই সুযোগ পাইয়া কাইজার জার্মানি, রাশিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে ইংরেজ-বিরোধী এক অতি শক্তিশালী মিত্রসঙ্ঘ গড়িয়া তুলিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি সেই সুযোগও গ্রহণ করেন নাই।

বুওয়র যুদ্ধে জার্মানি কর্তৃক ইংলণ্ডের বিরোধিতা, চীনদেশে জার্মানি ও রাশিয়ার অধিকার-বিস্তৃতিতে ইংলণ্ডের অসন্তুষ্টি, কাইজার কর্তৃক জার্মানি, রাশিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে মিত্রতা স্থাপনের সুযোগ ত্যাগ

বুওয়র যুদ্ধে ইংলণ্ডের মিত্রহীনতা ব্রিটিশ সরকারকে ইওরোপীয় শক্তি-বর্গের সহিত মৈত্রীবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত করাইল। সুতরাং জার্মানির এবং আমেরিকার সহিত মিত্রতা স্থাপনের জন্য ইংলণ্ড সচেষ্ট হইল। ফ্রান্স বা রাশিয়ার সহিত মিত্রতা স্থাপনের প্রশ্ন ছিল না, কারণ এই দুই দেশের সহিত ইংলণ্ডের বিরোধ ছিল অধিক। ১৮৯৯-১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড জার্মানির সহিত মিত্রতাবদ্ধ হওয়ার আন্তরিক চেষ্টা করে, কিন্তু কাইজার উইলিয়াম সেই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া ইংলণ্ডের সহিত সদ্ভাব রক্ষার সুযোগ হারাইলেন। ইহার অব্যবহিত পরে ইংলণ্ড জাপানের সহিত মিত্রতা চুক্তি স্বাক্ষর করে (১৯০২)। এইভাবে ব্রিটিশ সরকার আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতা দূর করিতে সমর্থ হন।

জার্মানি ও আমেরিকার সহিত মিত্রতা স্থাপনের জন্য ইংলণ্ডের চেষ্টা: কাইজার কর্তৃক সুযোগ ত্যাগ

ইংলণ্ড ও জাপানের চুক্তি (১৯০২)

এদিকে বাগদাদে রেলপথ স্থাপিত হইলে জার্মানি বার্লিনের সহিত বাগদাদের রেলপথের যোগাযোগ স্থাপন করিয়া পারস্য উপসাগরে নৌঘাঁটি স্থাপনের চেষ্টা শুরু করে। ইহার ফলে

বার্লিন-বাগদাদ রেলপথের পরিকল্পনা

ইংলণ্ডে ভীতির সৃষ্টি হয়, কারণ ইহার ফলে পারস্য উপসাগরে জার্মান প্রাধান্য স্থাপিত হইবার সম্ভাবনা ছিল। ইংলণ্ডের বিরোধিতায় জার্মানি শেষ পর্যন্ত এই রেলপথে সংযোগ স্থাপনে কৃতকার্য হইল না। এ-বিষয় লইয়াও ইঙ্গ-জার্মানি বিরোধ বৃদ্ধি পাইল।

জার্মানির সাম্রাজ্য বিস্তার, ঔপনিবেশিক, বাণিজ্যিক এবং সামুদ্রিক প্রাধান্য স্থাপন নীতির ফলে এক দিক দিয়া যেমন ইঙ্গ-জার্মান বিরোধ দিন দিনই বাড়িয়া চলিল, অপর দিকে তেমনি ইঙ্গ-ফরাসী বিরোধের তীব্রতা কমিয়া আসিল। ইংলণ্ড দেখিল যে, ঔপনিবেশিক তথা সামুদ্রিক প্রাধান্যের ক্ষেত্রে ফ্রান্স বা রাশিয়া অপেক্ষা জার্মানিই অধিকতর শক্তিশালী শত্রু। এই কারণে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে পূর্বেকার বিরোধ ভুলিয়া গিয়া ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে এক মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানি নৌবাহিনী ও যুদ্ধজাহাজের সংখ্যাবৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ইহার অল্পকালের মধ্যেই রাশিয়া, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের সহিত মিত্রতা চুক্তিতে আবদ্ধ হইলে 'ত্রয়ীশক্তি-চুক্তি' বা ট্রিপল আঁতাত (Triple Entente) গঠিত হইল। বিসমার্ক-স্থাপিত "ত্রি-শক্তি চুক্তির" (Triple Alliance)—জার্মান, অস্ট্রিয়া ও ইতালি—প্রত্যুত্তর হিসাবে "ট্রিপল আঁতাত" স্থাপিত হইল। এইভাবে কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের পররাষ্ট্র-নীতির ফলে বিসমার্কের বৈদেশিক চুক্তির দ্বারা জার্মানির নিরাপত্তার ব্যবস্থা বিধ্বস্ত হইয়া গেল। ইওরোপ পরস্পর-বিরোধী দুই সামরিক জোটে বিভক্ত হইয়া প্রথম মহাযুদ্ধের জন্য দ্রুত প্রস্তুত হইতে লাগিল।

ইঙ্গ-ফরাসী মৈত্রী

ইংলণ্ড ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে Triple Entente স্থাপন

বিসমার্ক-স্থাপিত Triple Alliance-এর প্রত্যুত্তর

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

রাশিয়া (১৮১৫—১৯১৯)

(Russia, 1815—1919)

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাশিয়া (Russia at the opening of the 19th century) ঃ পিটার-দি-গ্রেট (১৬৮২-১৭২৫) ও দ্বিতীয় ক্যাথারিণের (১৭৬২—১৭৯৬) চেষ্টায় রাশিয়া বহু শতাব্দীর আলস্যসুষুপ্তি কাটাইয়া ইওরোপীয় রাজনীতিতে এক শক্তিশালী দেশ হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তথাপি উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাশিয়া একটি ইওরোপীয় শক্তি অপেক্ষা এশিয়ার শক্তি হিসাবে বিবেচিত হইত। ইওরোপীয় সভ্যতার অগ্রগতির দ্রুত পদক্ষেপের সহিত চলিবার মত সামর্থ্য রাশিয়ার তখন ছিল না। আভ্যন্তরীণক্ষেত্রে তখনও রাশিয়া মধ্যযুগীয় তন্দ্রা সম্পূর্ণভাবে কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাশিয়ার অনগ্রসর সভ্যতা

সমাজ (Society) ঃ রাশিয়ার সমাজ তখন জমিদার ও কৃষকশ্রেণী—এই দুইভাগে বিভক্ত ছিল। কৃষক সম্প্রদায় তখন ভূমিদাস হিসাবে ভূমাধিকারীর জমিচাষ, ব্যক্তিগত কাজকর্ম এবং করভার বহন করিতে আইনত বাধ্য ছিল। জমিদারগণের অবৈধ অর্থ-শোষণ, জবরদস্তিমূলক শ্রমগ্রহণ ইত্যাদির ফলে কৃষক-শ্রেণীর দুর্দশার সীমা ছিল না।* জমিদারগণ সার্ফ (Serf) বা ভূমিদাসদিগকে গরু-ভেড়ার ন্যায় বিক্রয় করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। রাজার ব্যক্তিগত জমিজমা যাহারা চাষ করিত তাহাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল। তাহারা 'মির' (Mir) নামক গ্রাম্য সমিতি গঠন করিয়া নিজেদের কাজকর্ম পরিচালনা করিত। তাহারা কতক কতক স্বায়ত্তশাসন-মূলক অধিকারও ভোগ করিত। কিন্তু জমিদারদের অধীন কৃষকদের ন্যায়

কৃষকগণ ভূমিদাস (serf) : জমিদারগণের অধীনে কৃষকদের শোচনীয় অবস্থা

রাজকীয় জমির কৃষকদের অবস্থা

---

* "· the negroes on the American plantations were happier than the Russian private serfs." Vide, Lipson, p. 82.

তাহাদিগকেও নানাপ্রকার কর দিতে হইত। একস্থান হইতে অপরস্থানে ইচ্ছামত চলিয়া যাওয়ার অধিকারও তাহাদের ছিল না। সম্পত্তি ভোগ-দখলের ব্যাপারেও তাহাদিগকে নানাপ্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হইত।

কৃষকদের এইরূপ দুরবস্থা বহুকাল পূর্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। পিটার বা ক্যাথারিণ রাশিয়ার যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিয়া গেলেও সার্ফ প্রথার উচ্ছেদ করিয়া কৃষকদের উন্নতি-বিধানের প্রয়োজন মনে করেন নাই।

কৃষকদের উন্নতিবিধানে পিটার ও ক্যাথারিণের উদাসীনতা

শাসন (Administration): শাসন-ব্যাপারেও অব্যবস্থার চূড়ান্ত ছিল। পিটার, ক্যাথারিণের আমলের কর্মদক্ষতা বা নিপুণতা শাসনব্যবস্থায় তখন ছিল না। অন্যায়, অবিচার ও দুর্নীতি শাসনব্যবস্থার সর্বত্র প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল।* রাজকীয় কর্মচারী পদগুলি তখন বিক্রয় করা হইত এবং যে সর্বোচ্চ মূল্য দিতে প্রস্তুত থাকিত তাহাকেই যে-কোন পদে নিযুক্ত করা হইত। কার্যক্ষমতা অথবা সততার কোন প্রয়োজন স্বভাবতই তখন ছিল না। রাজকর্মচারিগণের বেতন ছিল অতি সামান্য। সুতরাং তাহারা বেপরোয়াভাবে উৎকোচ গ্রহণে সংকোচ বোধ করিত না। বস্তুত ইহাই ছিল তখনকার সর্বজনস্বীকৃত নীতি। বিচার-ব্যবস্থা তখন একেবারে পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছিল। বিচারালয়ে ন্যায়বিচার পাওয়াটাই ছিল তখন আশ্চর্যের বিষয়। উচ্চ-নীচ সকল বিচারালয়ে উৎকোচ গ্রহণ করা হইত এবং উৎকোচের পরিমাণের উপরই বিচার নির্ভর করিত।

শাসনব্যবস্থায় ব্যাপক দুর্নীতি ও অপকর্মতা

বিচার-ব্যবস্থায় দুর্নীতি

রাশিয়ার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বলিয়া কিছু ছিল না। তথাপি ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব সেখানে একেবারে যে আলোড়ন সৃষ্টি করে নাই এমন নহে। কৃষক সম্প্রদায় দুর্দশার চরমে পৌঁছিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদের বিপ্লব সৃষ্টির প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব করিবার শক্তি ছিল না। কিন্তু বিপ্লবের প্রভাব দেখা গেল অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে। অভিজাত সম্প্রদায় সরকারী কর্মচারীশ্রেণীর ঔদ্ধত্যে অসন্তুষ্ট ছিল। ইহা ভিন্ন

ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব

* "Everything was corrupt, everything unjust, everything dishonest." Vide, Lipson, p. 83.

নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে রাশিয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলে অভিজাতশ্রেণীভুক্ত বহু সরকারী কর্মচারী পশ্চিম-ইওরোপ এবং ফ্রান্সে যুদ্ধব্যপদেশ সাময়িকভাবে অবস্থান করিয়া যে উদার মনোভাব লইয়া দেশে ফিরিয়াছিলেন তাহাও রাশিয়ায় বিপ্লবের প্রভাব বিস্তারের সাহায্য করিয়াছিল। আমেরিকার বিপ্লব যেমন ফরাসী জাতিকে প্রভাবিত করিয়াছিল, তেমনি ফরাসী বিপ্লব রুশদিগকে তাহাদের দুরবস্থা সম্পর্কে সচেতন করিয়া তুলিয়াছিল। বিপ্লব ও নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাহাদের সুস্পষ্ট ধারণা জন্মিল। গুপ্ত সমিতি গঠন করিয়া তাহারা বিপ্লবাত্মক প্রচারকার্য চালাইল। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে Union of Public Good নামে বিপ্লবাত্মক সুসংগঠিত সমিতি স্থাপিত হইল, ক্রমে অবশ্য এই সমিতি উত্তর অংশের সমিতি (Society of the North) ও দক্ষিণ অংশের সমিতি (Society of the South) নামে দুইটি সমিতিতে বিভক্ত হইয়া পড়িল। এই সমিতি দুইটি পশ্চিম-ইওরোপীয় রাজনৈতিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ ছিল। ব্যক্তি-স্বাধীনতা, উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থা, উন্নত ধরনের জীবনযাত্রা প্রভৃতির আদর্শ কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে এই সকল সমিতি আন্দোলন চালাইয়াছিল। কিন্তু রুশ জনসাধারণ তখনও দেশাত্মবোধ বা উদারনৈতিক ভাবধারা গ্রহণের উপযুক্ত হইয়া উঠে নাই। স্বভাবতই মুষ্টিমেয় দেশপ্রেমিকের প্রচেষ্টা স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার চাপে বিফলতায় পর্যবসিত হইয়াছিল।

অভিজাতশ্রেণী কর্তৃক উদারনৈতিক আন্দোলনের নেতৃত্ব

'Union of Public Good': Society of the North, Society of the South

রুশদের দেশাত্মবোধ ও উদারনৈতিক চেতনার অভাবহেতু উদারনৈতিক আন্দোলনের ব্যর্থতা

জার প্রথম আলেকজাণ্ডার, ১৮০১—১৮২৫ (Czar-Alexander I): ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়নের পতনের সময় রাশিয়ার জার ছিলেন প্রথম আলেকজাণ্ডার। ঐ সময়ে তাঁহার বয়স ছিল আটত্রিশ বৎসর। তিনি বাল্যকালে লা হার্পি (La Harpe) নামে একজন সুইট্জারল্যাণ্ডবাসী বিদ্বান ব্যক্তির নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। লা হার্পি ছিলেন উদারনীতিতে বিশ্বাসী। স্বভাবতই আলেকজাণ্ডারের মনে তাঁহার রাজনৈতিক ধারণার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল।

জার প্রথম আলেকজাণ্ডারের বাল্যজীবন

ফলে, বাল্যকাল হইতেই জার আলেকজাণ্ডার সংস্কার, প্রজাহিতৈষী শাসন-ব্যবস্থা এবং শাসনতান্ত্রিকতার প্রতি অনুরক্ত হইয়া উঠেন।

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জারপদ লাভ করেন। নেপোলিয়নের যুগে তিনি ইওরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রে এক অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেন। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি টিল্‌জিটের সন্ধির দ্বারা নেপোলিয়নের সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে ঐ মিত্রতা ত্যাগ করিয়া তিনি নেপোলিয়নের এক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং অপ্রতিহত শত্রুতে পরিণত হন। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে শাসনভার প্রাপ্ত হওয়ার সময় হইতে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়নের পতনের পূর্ব পর্যন্ত জার আলেকজাণ্ডার তাঁহার উদারনীতি অনুযায়ী শাসন-সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিবার বিশেষ সুযোগ পান নাই। ১৮০৫ হইতে নেপোলিয়নের পতনের পূর্ব পর্যন্ত রাশিয়া অবিশ্রাম যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। সুতরাং উদারনৈতিক সংস্কারের সুযোগ বা অবসর তখন ছিল না। ইহা ভিন্ন আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থা তখন এত বেশী দুর্নীতিগ্রস্ত ছিল যে, উহার কোন একাংশের উন্নতি-বিধান করা একপ্রকার অসম্ভব ছিল। সমগ্র শাসনব্যবস্থার আমূল সংস্কার-সাধন করিতে না পারিলে আংশিকভাবে কোন উন্নতিতে বা সংস্কারকার্যে হস্তক্ষেপ করিবার মত পরিস্থিতি তখন ছিল না। দুর্নীতিগ্রস্ত রাজকর্মচারিগণ কোনপ্রকার সংস্কারকার্যের পক্ষপাতী ছিল না, এমন কি উহাতে সর্বপ্রকার বাধার সৃষ্টি করিবার জন্য তাহারা বদ্ধপরিকর ছিল। সুতরাং নেপোলিয়নের যুদ্ধাবসানের পূর্বে জার আলেকজাণ্ডার কোন উল্লেখযোগ্য শাসন-সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই।

নেপোলিয়নের পতনে আলেকজাণ্ডারের দান

রুশ শাসন-ব্যবস্থার ব্যাপক দুর্নীতি

কিন্তু তাঁহার উদার মতবাদ এবং নেপোলিয়নের পতনে তাঁহার গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণের জন্য তিনি তদানীন্তন ইওরোপের সর্বাপেক্ষা উদারচেতা রাজা বলিয়া বিবেচিত হইতেন। ১৮১৪-'১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইওরোপীয় পুনর্গঠনে আলেকজাণ্ডার উল্লেখযোগ্য উদারনৈতিক প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায়ই ভিয়েনা সম্মেলনে ফ্রান্সের প্রতি যথেষ্ট উদারতা প্রদর্শন করা হইয়াছিল। জার আলেকজাণ্ডারের সনির্বন্ধতায়ই অষ্টাদশ

ভিয়েনা সম্মেলনে জার আলেকজাণ্ডারের গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ

লুই ফরাসী জাতিকে কতক কতক শাসনতান্ত্রিক সুযোগ-সুবিধা,—ব্যক্তি-স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রভৃতি দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। জার্মানির প্রতিও তিনি অধিকতর উদার মনোভাব অবলম্বনের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু তাহা কার্যে পরিণত করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

ভিয়েনা চুক্তির শর্তানুযায়ী জার আলেকজাণ্ডার ওয়ারসো অব গ্র্যাণ্ড ডাচির (Grand Duchy of Warsaw) অধিকাংশ পাইয়াছিলেন। পোল্যাণ্ডের ঐ অংশকে তিনি 'পোল্যাণ্ড-রাজ্য' নামক একটি রাজ্যে পরিণত করেন এবং নিজ শাসনাধীনে রাখিলেও পোলবাসীকে কতক স্বায়ত্তশাসন অধিকার দান করেন। পোল্যাণ্ডের আভ্যন্তরীণ শাসনব্যাপারে আলেকজাণ্ডার যথেষ্ট উদারতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। জারের অধীনতা স্বীকার করা ভিন্ন পোলদের স্বাধীনতা কোনভাবেই তিনি ব্যাহত করেন নাই।* পোল্যাণ্ডে তিনি এক উদার শাসনতন্ত্রের প্রবর্তন করেন। সংবাদপত্রের এবং ধর্মপালনের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পোলগণ ভোগ করিত। পোল ভাষা সেখানে সরকারী ভাষা বলিয়া স্বীকৃত ছিল। ইংলণ্ড অথবা ফ্রান্সে ঐ সময়ে যে-সকল শর্ত পূরণ করিলে ভোটাধিকার পাওয়া যাইত তাহা অপেক্ষাও সহজ শর্তে পোলদিগকে ভোটাধিকার দেওয়া হইয়াছিল। পোল্যাণ্ডে এই উদার শাসনতন্ত্র কার্যকরী হইলে আলেকজাণ্ডার রাশিয়ায়ও অনুরূপ শাসনতন্ত্র স্থাপনের আশা পোষণ করিতেন।

পোল্যাণ্ডবাসীদের স্বায়ত্তশাসন দান

অবশ্য রাশিয়ায়ও কতক কতক উদারনৈতিক সংস্কার তিনি ইতিমধ্যে প্রবর্তন করিয়াছিলেন। নেপোলিয়নের সহিত দীর্ঘকাল যুদ্ধের ফলে দেশে অর্থনৈতিক জীবনের যে ক্ষতি হইয়াছিল তাহা পূরণ করিবার উদ্দেশ্যে জার আলেকজাণ্ডার বহুবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। শাসনব্যবস্থার ব্যাপক দুর্নীতি দূর করিয়া শাসনকার্যে দক্ষতা তিনি আনিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু রুশ

রাশিয়ার অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন

* He showed his liberal tendency even more unmistakably in his Police policy. The only connection between the two was in the person of the ruler. The Czar of Russia was to be the king of Poland." Vide, Hazen, p 588.

শাসন-ব্যবস্থায় দুর্নীতি এত বেশী ব্যাপক এবং বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছিল যে, তিনি এ বিষয়ে অতি সামান্যই সাফল্যলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হাসপাতাল, জেলখানা, পরিবহণ-ব্যবস্থা, কৃষি ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের তিনি উল্লেখযোগ্য উন্নতি-সাধন করিয়াছিলেন। জার পিটারের আমল হইতে শাসনব্যবস্থায় প্রত্যেক বিভাগের জন্য কয়েকজন রাজকর্মচারী সমষ্টিগতভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। জার আলেকজাণ্ডার এই ব্যবস্থা উঠাইয়া দিয়া প্রত্যেক বিভাগের জন্য একজন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী নিয়োগের প্রথা প্রবর্তন করেন। জার আলেকজাণ্ডার রাশিয়ার সার্ফদের (Serfs) অবস্থার উন্নয়নের কথা ভাবিতেন। অবশ্য তাঁহার আমলে সার্ফদের দুর্গতির কোন উপশম করা সম্ভব হয় নাই, তথাপি তিনি সার্ফপ্রথার দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে প্রকাশ্য মন্তব্য করিয়া ভবিষ্যতে উহার উচ্ছেদের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া গিয়াছিলেন। দেশে উচ্চ শিক্ষা যাহাতে বৃদ্ধি পায় সেজন্য তিনি কয়েকটি নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন এবং পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সংস্কার করিয়াছিলেন।

জনকল্যাণকর সংস্কার কার্যাদি

শাসনব্যবস্থার সংস্কার

শিক্ষার উন্নতি

পররাষ্ট্র-নীতি (Foreign Policy): পররাষ্ট্রক্ষেত্রে জার প্রথম আলেকজাণ্ডার উদার-নীতির সমর্থন করিতেন। ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি ও স্পেনে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের প্রতি তিনি সহানুভূতি-সম্পন্ন ছিলেন। এই সকল দেশে তিনি তাঁহার অনুচর-গণের সাহায্যে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের উৎসাহ দান করিয়াছিলেন। তাঁহার উদারনৈতিক মতবাদ ও কার্যাবলী অষ্ট্রিয়ার প্রিন্স্ মেটারনিকের প্রতিক্রিয়াশীলতাকে কতক পরিমাণে ব্যাহত করিয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু আলেকজাণ্ডারের অস্থিরচিত্ততা এবং কর্মপন্থা ও নীতির মধ্যে সামঞ্জস্যহীনতার সুযোগ লইয়া মেটারনিক্ তাঁহাকে নিজ দলে টানিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। মেটারনিকের কূটকৌশলের নিকট জার আলেক-জাণ্ডার পরাজিত হইয়াছিলেন। মেটারনিক্ তাঁহাকে একথা বুঝাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন যে, উদারনীতি অনুসরণের একমাত্র এবং অবশ্যম্ভাবী ফল হইল অরাজকতা এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতি বজায় রাখিতে হইলে সর্বপ্রকার উদার-পন্থী কার্যকলাপ দমন করা একান্ত প্রয়োজন। একথা জার আলেকজাণ্ডারকে

ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি ও স্পেনে উদারনৈতিক সংস্কারের সহায়তা

বুঝাইতে মেটারনিকের দৃষ্টান্তের অভাব ছিল না। ফরাসী প্রতিনিধি-সভায় উগ্র সমাজতান্ত্রিকদের প্রাধান্য, জার্মানিতে ছাত্রসমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা, কট্‌জেবু হত্যা, গোপন সমিতিগুলির ক্রম-বিস্তার এবং জার আলেকজাণ্ডারের নিজস্ব সেনাবাহিনীর একাংশের বিদ্রোহের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া মেটারনিক্ জার আলেকজাণ্ডারের উদারনৈতিক চেতনাকে আংশিকভাবে প্রশমিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন পোল্যাণ্ডবাসীদের প্রতি জারের উদারতা রুশ জাতির অসন্তোষের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। রাশিয়ায় উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থা স্থাপন না করিয়া রাশিয়ার পূর্ব-শত্রু পোলদিগের প্রতি উদারতা প্রদর্শনে রুশ জাতির উদারপন্থিগণ জারের কার্যাদির সমালোচনা করিলে তিনি ক্রমেই প্রতিক্রিয়াপন্থী হইয়া উঠিতে লাগিলেন। ১৮১৫ হইতে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পাঁচ বৎসর আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রক্ষেত্রে উদারনীতির পৃষ্ঠপোষকতার পর ১৮২০-২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি প্রতিক্রিয়াশীল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার কার্যাদির সমালোচনাকে তিনি অকৃতজ্ঞতা বলিয়া মনে করিলেন এবং দমন-নীতির দ্বারা সর্বপ্রকার সমালোচনা এবং উদারনীতির প্রকাশকে বন্ধ করিতে সচেষ্ট হইলেন।

মেটারনিকের প্রভাব: আলেকজাণ্ডারের প্রতিক্রিয়াশীলতা

১৮১৫-'২০ খ্রীঃ পর্যন্ত উদারনীতির পৃষ্ঠপোষকতা

১৮২০-'২৫ খ্রীষ্টাব্দ: প্রতিক্রিয়াশীলতা

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তিরক্ষার প্রস্তাব জার আলেকজাণ্ডারই প্রথম উত্থাপন করিয়াছিলেন এবং পবিত্র চুক্তি (Holy Alliance) তাঁহার আন্তর্জাতিকতারই ফলস্বরূপ। কিন্তু বিপ্লবের ভীতি এবং উদারনীতির ভয়াবহ ফলের কথা ভাবিয়া তিনি প্রতিক্রিয়াশীল হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং প্রোটো-কোল-অব্-ট্রপো (Protocol of Troppau) স্বাক্ষর করিতে দ্বিধাবোধ করে নাই।

প্রথম আলেকজাণ্ডার উদারনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন বটে তথাপি তিনি ছিলেন ঘোর সাম্রাজ্যবাদী। তিনি ফিন্‌ল্যাণ্ড জয় করিয়াছিলেন। তুরস্ককে ভাগ করিয়া লইবার এবং এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে তিনি নেপোলিয়নের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়াছিলেন।

সাম্রাজ্যবাদিতা

জার প্রথম আলেকজাণ্ডারের চরিত্র (Character of

Czar Alexander I) : জার প্রথম আলেকজাণ্ডারের চরিত্র যেমন ছিল অদ্ভুত তেমনি রহস্যাবৃত। তিনি ছিলেন বাস্তবতাবর্জিত আদর্শবাদী। তাঁহার নীতি এবং কার্যকলাপের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য ছিল না। দৃঢ়সংকল্প বা স্থিরবুদ্ধির পরিচয় তিনি কখনও দেন নাই। অতি সামান্য কারণেই তিনি বিচলিত হইয়া উঠিতেন। আত্মম্ভরিতা, ভাবপ্রবণতা এবং অবাস্তববাদিতা ছিল তাঁহার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ধর্ম-বিষয়ে তাঁহার বিশ্বাস ছিল অতি গভীর। আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্যবৃদ্ধি এবং বিভিন্ন দেশের রাজগণের মধ্যে ভ্রাতৃভাব স্থাপনের মাধ্যমে তিনি ইওরোপীয় রাজনীতিতে স্থায়ী শান্তি এবং শৃঙ্খলা আনিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন একজন একনিষ্ঠ আন্তর্জাতিকতাবাদী। কূটকৌশলে তিনি ছিলেন অনভিজ্ঞ, তাঁহার চিন্তাধারা ছিল অসংলগ্ন। তিনি কোন সময়ে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, কখনও বা সাম্রাজ্যবাদী আবার কখনও বা প্রতিক্রিয়াশীল ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি রুশোর (Rousseau) গণতান্ত্রিক মতবাদে প্রভাবিত হইয়াছিলেন, কিন্তু মেটারনিকের প্রভাবে শেষ পর্যন্ত তিনি ঘোর প্রতিক্রিয়াপন্থী হইয়া উঠিয়াছিলেন। পরস্পর-বিরোধী প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া তিনি কতকটা অব্যবস্থিতচিত্ততার পরিচয় দিয়াছিলেন। মেটারনিক তাঁহাকে বিকৃতমস্তিষ্ক বলিয়াই মনে করিতেন। সমসাময়িক ইওরোপের নিকট তিনি ছিলেন এক দুর্বোধ্য, দুর্জ্ঞেয় এবং রহস্যাবৃত চরিত্রের লোক।

চরিত্র

জার প্রথম নিকোলাস, ১৮২৫-'৫৫ (Czar Nicholas I) : অপুত্রক অবস্থায় জার প্রথম আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতা প্রথম নিকোলাস জার হইলেন। তাঁহার সিংহাসন লাভে প্রতিক্রিয়ার চরম প্রকাশের সুযোগ ঘটিল। জার প্রথম নিকোলাস ছিলেন প্রতিক্রিয়ার প্রতীকস্বরূপ। তাঁহার আমলে শাসনতান্ত্রিকতা, উদারনীতি, সব কিছুরই অপমৃত্যু ঘটিয়াছিল। দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর ধরিয়া নিকোলাস স্বৈরাচারকে স্বেচ্ছাচারে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। যে যুগে সমগ্র ইওরোপ প্রতিক্রিয়া এবং উদারনীতির সংঘর্ষে আলোড়িত হইতেছিল ঐ সময়ে রাশিয়ার প্রথম নিকোলাসের দমন-নীতির ফলে এক শক্তিশালী স্বৈরতন্ত্র অধিকতর দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হইয়াছিল।

প্রথম নিকোলাস
রাশিয়ার প্রতিক্রিয়ার
চরম বিকাশ

প্রথম নিকোলাস প্রথম জীবনে সেনাবাহিনীতে যোগদান করিয়াছিলেন।. তাঁহার শিক্ষা সেনাবাহিনীতে অবস্থানকালেই সম্পন্ন হইয়াছিল। স্বভাবতই সৈনিকসুলভ কঠোরতা, সংকীর্ণতা এবং বাস্তবতা তাঁহার চরিত্রে স্থান পাইয়াছিল। তিনি দুর্নীতি দূর করিবার পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু চিরাচরিত প্রথা ত্যাগ করিয়া যুগধর্মের সহিত চলিবার মত মানসিক উৎকর্ষ তাঁহার ছিল না। আভ্যন্তরীণ এবং পররাষ্ট্রক্ষেত্রে তিনি প্রতিক্রিয়া এবং স্বৈরতন্ত্রের সহায়ক হিসাবে দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর কাজ করিয়া গিয়াছিলেন।

চরিত্র

আভ্যন্তরীণ কার্যকলাপ (Internal Affairs): জার প্রথম আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতাদের মধ্যে সিংহাসন লইয়া অন্তর্বিরোধের সৃষ্টি হয়। ভ্রাতাদের মধ্যে কন্‌স্টান্‌টাইন্ ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ। কিন্তু প্রথম আলেকজাণ্ডার মৃত্যুর পূর্বে কন্‌স্টান্‌টাইন্‌কে প্রথম নিকোলাসের সপক্ষে নিজ দাবি ত্যাগ করিতে স্বীকৃত করাইয়াছিলেন। কিন্তু রাশিয়ার সামরিক কর্মচারিগণ এবং উদারপন্থিগণ নিকোলাসের স্থলে কন্‌স্টান্‌টাইনকে সিংহাসনে স্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন। কারণ তাঁহারা নিকোলাসের প্রতিক্রিয়াশীলতার কথা জানিতেন। নিকোলাস কন্‌স্টান্‌টাইনের দাবি উপেক্ষা করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলে সামরিক কর্মচারী এবং গুপ্ত সমিতিগুলি (২৬শে ডিসেম্বর, ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে) এক বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। ডিসেম্বর মাসে এই বিদ্রোহ হইয়াছিল বলিয়া এই সকল বিদ্রোহী 'ডিসেমব্রিস্ট্' বা 'ডেকাব্রিস্ট' (Decembrists or Decabrists) নামে পরিচিত। উপযুক্ত সংগঠন এবং পরস্পর যোগাযোগের অভাবের ফলে এই বিদ্রোহ বিফল হইল। নিকোলাস বিদ্রোহীগণকে সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত করিয়া তাহাদের শাস্তি দিলেন। ডিসেমব্রিস্ট্ বিদ্রোহীরা আপাতদৃষ্টিতে বিফল হইলেও তাহাদের আত্মত্যাগের আদর্শ পরবর্তী কালে বহু রাশিয়াবাসীকে ব্যক্তি-স্বাধীনতার জন্য সর্বপ্রকার অত্যাচার উপেক্ষা করিয়া জারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল।

ডিসেমব্রিস্ট্ বিদ্রোহ

বিদ্রোহের সুফল

প্রথম নিকোলাস স্বভাবতই ছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল। ডেকাব্রিস্ট্ বিদ্রোহ তাঁহাকে অধিকতর প্রতিক্রিয়াশীল স্বৈরাচারী শাসকে পরিণত করিল। তিনি গুপ্তচর বাহিনী এবং কঠোর নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার সাহায্যে দেশে এক ভয়াবহ স্বৈরতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিলেন।

নিকোলাসের দমন-নীতি

গুপ্তচর বাহিনীর নাম ছিল থার্ড সেক্‌শন্ (Third Section)। ইহারা ছিল অসীম ক্ষমতার অধিকারী। ইচ্ছামত যে-কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা অথবা কয়েদ করা, যে-কোন ব্যক্তির প্রাণনাশ করা, যে-কোন ব্যক্তিকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা অথবা অন্য যে-কোনভাবে নির্যাতন করিবার অবাধ অধিকার তাহাদের ছিল।

থার্ড সেকশন্

সংবাদপত্র ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা বলিয়া কিছুই ছিল না। সংবাদপত্র অথবা অন্য কোনপ্রকার পুস্তকাদি এবং বক্তৃতা সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইল। সঙ্গীতের মাধ্যমে কোনপ্রকার উদারনৈতিক ভাবধারা যাহাতে প্রকাশ না পাইতে পারে সেজন্য সঙ্গীত-রচনাও সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। যে সকল কর্মচারী এই সকল নিয়ন্ত্রণ কাযের ভারপ্রাপ্ত ছিল তাহাদিগের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত করা হইয়াছিল (১৮৪৮)। এই কমিটির কার্যাদির উপর নজর রাখিবার জন্য আরও একটি কমিটি নিয়োগ করা হইয়াছিল। ১৮৩২ হইতে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কুড়ি বৎসরের মধ্যে মোট দেড়লক্ষ লোক দেশ হইতে নির্বাসিত হইয়াছিল।

সরকারী নিয়ন্ত্রণের কঠোরতা

দেশবাসী যাহাতে রাজনীতি বিষয়ে মনোযোগ না দিতে পারে সেইজন্য নিকোলাস সাহিত্য ও শিক্ষার উৎসাহ দান করিতেন, কিন্তু তাহারা যাহাতে কোনপ্রকার উদারনৈতিক প্রভাবে প্রভাবিত না হইতে পারে সেই কারণে বিদেশী গ্রন্থাদি রাশিয়ায় আমদানি করা নিষিদ্ধ ছিল। অবশ্য তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় কবি পুস্‌কিন্ (Pushkin), ঔপন্যাসিক ডস্টোইয়েভ্‌স্কি (Dostoievski), তুর্গেনিভ (Turgeniev) এবং গোগোল (Gogol) তাঁহাদের রচনার দ্বারা ঐ যুগকে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। এই কারণে প্রথম নিকোলাসের রাজত্বকাল "রাশিয়ার অগাষ্টিয়ান যুগ" (Augustian Age of Russia) নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

দেশীয় সাহিত্য উৎসাহিত : বিদেশী গ্রন্থাদির আমদানি নিষিদ্ধ

"রাশিয়ার অগাষ্টিয়ান যুগ"

বিদেশ হইতে কোনপ্রকার উদারনৈতিক প্রভাব যাহাতে রুশবাসীকে স্পর্শ করিতে না পারে সেজন্য নিকোলাস রাশিয়ার প্রজাদিগের বিদেশ-ভ্রমণ নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পাঠ্যসূচী সরকার নির্ধারণ করিয়া দিতেন। দর্শনশাস্ত্র

বিদেশ-ভ্রমণ নিষিদ্ধ

ধর্মযাজক ভিন্ন অপর কাহারো পক্ষে পাঠ করা নিষিদ্ধ ছিল। অধ্যাপকগণ এবং ছাত্রদের উপরও সতর্ক দৃষ্টি রাখা হইত। সামরিক স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ব্যাপকভাবে সামরিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল রাজার অনুগত প্রজা সৃষ্টি করা।

বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রণ

ধর্মবিষয়েও কোনপ্রকার স্বাধীনতা ছিল না। রাশিয়ার চার্চ ছিল গোঁড়া ক্যাথলিক চার্চ (Orthodox Church)। কেহ এই ধর্মত্যাগ করিয়া অপর কোন ধর্ম অবলম্বন করিলে তাহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইত এবং তাহাকে দীর্ঘকাল সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইত।

ধর্মবিষয়ে নির্যাতন

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই বিপ্লবের প্রভাবে রাশিয়ার অধিকৃত পোল্যাণ্ডে উদারনৈতিক বিদ্রোহ দেখা দিলে নিকোলাস উহা দমনের জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল জীবনমরণ সংগ্রাম করিয়াও পোলগণ কৃতকার্য হইতে পারিল না। ফলে, নিকোলাস পোলদের স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার নাকচ করিলেন। এতকাল পোল্যাণ্ড একটি স্বতন্ত্র দেশ হিসাবে রাশিয়ার জারের অধীন ছিল। কিন্তু এই স্বাতন্ত্র্যনাশ করিয়া পোল্যাণ্ডের ভূখণ্ডকে রাশিয়ার সহিত যুক্ত করিয়া লওয়া হইল। পূর্বে পোলভাষা এই স্থানের সরকারী ভাষা ছিল। নিকোলাস পোলভাষার স্থলে রুশভাষা তথাকার বিচারালয়, শাসনব্যবস্থা প্রভৃতিতে চালু করিলেন। পোল্যাণ্ডের ক্যাথলিক চার্চগুলির পরিবর্তে গোঁড়া চার্চ স্থাপন করা হইল। এইভাবে আভ্যন্তরীণক্ষেত্রে নিকোলাস এক অতিশয় প্রতিক্রিয়াশীল স্বৈরতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিলেন।

পোল বিদ্রোহ দমন

পররাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ (External Affairs): পররাষ্ট্রক্ষেত্রে প্রথম নিকোলাস প্রতিক্রিয়াশীল নীতির অনুসরণ করিয়াছিলেন। অপরাপর দেশে উদারনৈতিক আন্দোলন দমনের জন্য তিনি সামরিক সাহায্য দানে সর্বদা প্রস্তুত থাকিতেন। তাঁহার এই প্রতিক্রিয়াশীলতা সমগ্র ইওরোপে তাঁহার বিরুদ্ধে এক দারুণ ঘৃণার উদ্রেক করিয়াছিল।

পররাষ্ট্রক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়ার অনুসরণ

তুরস্কের বিরুদ্ধে প্রথম নিকোলাস চিরাচরিত রুশনীতির অনুসরণ করিয়া

চালিয়াছিলেন। গ্রীকদের স্বাধীনতা-যুদ্ধে তিনি ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সহিত যুগ্মভাবে তুরস্ককে গ্রীক-স্বাধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। এই সূত্রে নাভারিনোর যুদ্ধে (১৮২৭) তুরস্ককে তিনি পরাজিত করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধের অব্যবহিত পরে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ত্যাগ করিলে নিকোলাস এককভাবে গ্রীকদিগের সাহায্যদান করিয়াছিলেন। প্রধানত নিকোলাসের চেষ্টায়ই তুরস্ক আড্রিয়ানোপলের সন্ধি দ্বারা গ্রীক-স্বাধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইযাছিল। গ্রীকদের সাহায্য করিবার ব্যাপারে নিকোলাস কোন উদারনৈতিক মনোবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হন নাই। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল গ্রীসকে তুরস্কের অধীনতা হইতে মুক্ত করিয়া রাশিয়ার তাঁবেদার রাজ্যে পরিণত করা, কিন্তু ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের হস্তক্ষেপের ফলে গ্রীসের স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়াছিল এবং গ্রীসে রুশ প্রাধান্য স্থাপনের পথ রুদ্ধ হইয়াছিল।

তুরস্কের বিরুদ্ধে চিরাচরিত রুশনীতির অনুসরণ

গ্রীক-স্বাধীনতা যুদ্ধে রাশিয়ার স্বার্থ-প্রণোদিত সহায়তা

গ্রীক যুদ্ধে তুর্কী সুলতান নিজ সামন্ত-রাজ মিশরের পাশার সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ঐ যুদ্ধে তুরস্ককে সাহায্য করিতে আসিয়া মিশরের পাশা মেহেমেৎ আলি তুরস্কের সামরিক দুর্বলতার পরিচয় পাইয়াছিলেন। এই দুর্বলতার সুযোগ লইয়া তিনি তুরস্কের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং তুরস্কের রাজধানী কনস্টান্টিনোপলের নিকট উপস্থিত হন। ঐ সময়ে তুর্কী সুলতান ইওরোপীয় শক্তিবর্গের নিকট আবেদন করিয়াও কোন সাহায্য পান নাই, কিন্তু জার প্রথম নিকোলাস তুরস্কের সাহায্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই সাহায্যের বিনিময়ে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে উন্‌কেইর স্কেলেসি'র (Unkair Skelessi) সন্ধি দ্বারা নিকোলাস কৃষ্ণসাগরের উপর আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হন। কৃষ্ণসাগর প্রায় 'রুশ-হ্রদ' (Russian Lake)-এ পরিণত হয়।

উন্‌কেইর স্কেলেসি'র চুক্তি (১৮৩৩)

উদারনৈতিক আন্দোলন দমনে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্যদানের শর্ত-সম্বলিত এক চুক্তি রাশিয়া, অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। এই চুক্তির শর্তানুযায়ী ১৮৪৪-'৪৯ খ্রীষ্টাব্দে হাঙ্গেরীতে বিদ্রোহ দেখা দিলে প্রথম নিকোলাস অষ্ট্রিয়ার

হাঙ্গেরীর বিদ্রোহ দমনে রুশ সহায়তা

সাহায্যার্থে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। নিকোলাসের সাহায্যেই হাঙ্গেরীর বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হইয়াছিল।

জার্মানির ঐক্যসাধনে নিকোলাসের বিরোধিতা

জার্মানির ইতিহাসেও নিকোলাস গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। ফ্রাঙ্কফোর্ট পার্লামেণ্ট (১৮৪৮) যখন সমগ্র জার্মানির সম্রাটপদ প্রাশিয়ার রাজা চতুর্থ উইলিয়ামকে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিল তখন প্রধানত প্রথম নিকোলাসের বিরোধিতার আশঙ্কা করিয়াই চতুর্থ উইলিয়াম উহা গ্রহণে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন। এইভাবে প্রথম নিকোলাস ইওরোপের রাজনীতিক্ষেত্রের নিয়ন্তাস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিলেন।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়ের গুরুত্ব

ক্রিমিয়ার যুদ্ধে প্রথম নিকোলাস সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হওয়ায় রাশিয়ার সামরিক শক্তি সম্পর্কে রাশিয়া এবং ইওরোপীয় দেশগুলির মধ্যে যে ধারণা জন্মিয়াছিল তাহা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইল। রুশজাতি নিকোলাসের সংকীর্ণ, অত্যাচারী স্বৈরতন্ত্র এতদিন যাবৎ এই ভাবিয়াই মানিয়া চলিয়াছিল যে, রাশিয়া ইওরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ। কিন্তু ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রাশিয়ার শোচনীয় পরাজয় তাহাদিগকে নিকোলাসের স্বৈরতন্ত্রের বিরোধী করিয়া তুলিল। নিকোলাসের শাসনব্যবস্থার ত্রুটি ও দুর্বলতা যেন আকস্মিকভাবে সকলের নিকট ধরা পড়িল। এইভাবে আভ্যন্তরীণ অসন্তোষ, পররাষ্ট্রক্ষেত্রে পরাজয়ের গ্লানির* মধ্যে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের শেষভাগে প্রথম নিকোলাসের মৃত্যু হইল।

নিকোলাসের মৃত্যু

জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার, ১৮৫৫-৮১ (Czar Alexander II): ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে জার নিকোলাসের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার জারপদ লাভ করিলেন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে পরাজয় রাশিয়াবাসীদের মনে স্বৈরতন্ত্রের অকর্মণ্যতা সম্পর্কে যে ধারণা এবং অসন্তোষের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার ফলে রাশিয়ার শাসনব্যবস্থা এবং সমাজ-জীবনে সংস্কারসাধনের প্রয়োজন ও সুযোগ

সংস্কারের সুযোগ

* *Ibid*, p. 588.

উভয়ই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। উদারচেতা দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার সিংহাসনে আরোহণ করিলে রাশিয়ায় এক ব্যাপক সংস্কার-পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইল।

দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার ছিলেন দয়াপ্রবণ, কর্তব্যনিষ্ঠ, জনকল্যাণকামী শাসক। উদারনীতির প্রতি তাঁহার কোন আন্তরিক সহানুভূতি ছিল না বটে, কিন্তু, রাশিয়া এবং রাশিয়াবাসীর প্রতি তাঁহার অন্তরের টান ছিল অত্যন্ত প্রবল। রাশিয়ার মর্যাদা সম্পর্কে তিনি ছিলেন সর্বদাই সচেতন। দেশ এবং দেশবাসীর কল্যাণার্থে কখন কি প্রয়োজন তাহা উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল। পিতা প্রথম নিকোলাসের সামরিক প্রীতি বা প্রথম আলেকজাণ্ডারের অবাস্তববাদিতা বা ভাবপ্রবণতাও তাঁহার ছিল না। পিতা প্রথম নিকোলাসের স্বৈরাচারী শাসনের আবহাওয়ায় মানুষ হওয়ার ফলে গণতন্ত্র বা উদারতার প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক ঘৃণা ছিল। কিন্তু প্রয়োজনের খাতিরে উদারনৈতিক বা গণতান্ত্রিক সংস্কারসাধনেও তিনি পশ্চাদপদ ছিলেন না। তাঁহার বহুমুখী সংস্কার কার্যের জন্য বিশেষত রাশিয়ার সার্ফগণকে মুক্তিদানের জন্য তিনি 'মুক্তিদাতা জার' (Czar Liberator) নামে পরিচিত।

দ্বিতীয় আলেক-জাণ্ডারের চরিত্র

আভ্যন্তরীণ সংস্কার (Internal Reforms): ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়ের ফলে রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ শাসনের নানাবিধ দোষ-ত্রুটিই প্রধানত দায়ী ছিল। দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার এই সকল দোষ-ত্রুটি দূর করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেন। তিনি সমসাময়িক উদারনৈতিক প্রভাব সম্পূর্ণভাবে এড়াইতে পারিলেন না। স্বৈরাচারী প্রতিক্রিয়া তিনি যথাসম্ভব হ্রাস করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু শাসনব্যবস্থার সংস্কারে তিনি রাজকীয় অধিকার এবং ক্ষমতা যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিলেন। প্রথমেই তিনি ডিসেমব্রিস্ট্ বা ডেকাব্রিস্ট্ নামক বিদ্রোহীদিগকে নির্বাসন দণ্ড হইতে মুক্ত দিলেন। ডেকাব্রিস্ট্গণ দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর পূর্বে দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের পিতা প্রথম নিকোলাসের আমলে রাজদ্রোহের অপরাধে সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হইয়াছিল।

(১) ডিসেমব্রিস্ট্দের মুক্তিদান

অতঃপর জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগাইয়া নূতন নূতন শিল্প গড়িয়া তুলিবার

চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার চেষ্টায় শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি উৎসাহিত হইল। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কার্যকরী করিয়া রেলপথের উন্নতিসাধন করিয়া তিনি ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়ের কারণগুলি দূর করিবার চেষ্টা করিলেন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়ের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল রাশিয়ার রেলপথের অভাব। সুতরাং সামরিক এবং অর্থনৈতিক প্রয়োজনে রেলপথের উন্নতি এবং বিস্তৃতি সাধন করা হইল।

(২) অর্থনৈতিক উন্নয়ন (৩) রেলপথের উন্নতি সাধন

দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সংস্কার ছিল সার্ফগণের মুক্তি দান। রাশিয়ায় জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই ছিল সার্ফ। সার্ফগণ ছিল জমিদারশ্রেণীর ভূমি-দাস। তাহারা অর্থ দিয়া, দৈহিক পরিশ্রম করিয়া এবং নানাপ্রকার দুর্বিষহ নির্যাতন ভোগ করিয়াও জমিদারশ্রেণীর সন্তুষ্টি-বিধানে বাধ্য ছিল। জমিদারশ্রেণীর স্বার্থবুদ্ধি ও তাহাদিগকে নানাভাবে সেবা করিবার জন্য যেন সার্ফশ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছিল। এই কুপ্রথার ফল ঐ সময়ের অর্থ নৈতিক অবনতির মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। অর্থ নৈতিক অবনতি, ব্যাপক বিদ্রোহের সম্ভাবনা প্রভৃতি সার্ফ প্রথার প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। বস্তুতপক্ষে, ১৮২৮ হইতে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বহুবার কৃষক বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ইওরোপের অপর কোন দেশে সার্ফপ্রথা চালু ছিল না। একমাত্র রাশিয়ায় এই ভূমি-দাসত্ব প্রচলিত ছিল বলিয়া আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে রাশিয়ার মর্যাদাও যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হইতেছিল। জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার 'মুক্তির ঘোষণা' (Edict of Emancipation) দ্বারা সার্ফপ্রথার উচ্ছেদসাধন করিলেন (১৮৬১)। সার্ফদের মুক্তির সামাজিক, অর্থ নৈতিক এবং রাজনৈতিক গুরুত্ব নেহাৎ কম ছিল না।

(৪) সার্ফপ্রথার উচ্ছেদ (১৮৬১)

প্রথমত, এই 'মুক্তির ঘোষণা' দ্বারা রাশিয়ার সার্ফদিগকে স্বাধীন প্রজার মর্যাদা দান করা হইয়াছিল। পূর্বে তাহাদের কোনপ্রকার রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার ভোগ করিবার অনুমতি ছিল না। এখন সকল স্বাধীন প্রজার ন্যায় তাহারা সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার লাভ করিল। জমিদারগণের দাসত্ব হইতে তাহারা এখন সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হইল। দ্বিতীয়ত,

সার্ফপ্রথার উচ্ছেদের গুরুত্ব: (ক) সার্ফগণ রাজনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত

তাহারা যে সকল জমি ভূমি-দাস হিসাবে চাষ করিত তাহার উপর তাহাদের মালিকানা স্বীকৃত হইল। জমির ক্ষতিপূরণ তাহাদিগকে দিতে হইল বটে, কিন্তু জার সরকারী তহবিল হইতে সামান্য সুদে উনপঞ্চাশ বৎসরের মেয়াদে তাহাদিগকে ঋণ দিয়া সাহায্য করিলেন। সুতরাং সার্ফদের মুক্তির সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফল ছিল এই যে, তাহারা কেবল স্বাধীন প্রজার মর্যাদাই পাইল না, জমির উপর মালিকানা স্বীকৃত হওয়ায় তাহাদের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিরও উন্নতি ঘটিল। তৃতীয়ত, বিরাট সংখ্যক সার্ফদের মুক্তি রাশিয়ার সামাজিকক্ষেত্রেও এক বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছিল। সার্ফদের মুক্তি নৈতিকতার জয় বলিয়া বিবেচনা করাও অসমীচীন হইবে না।

(খ) জমির উপর সার্ফদের স্বত্ব স্বীকৃত

(গ) সামাজিক বিপ্লব

'মুক্তির ঘোষণা'র পর আলেকজাণ্ডার আরও নানাপ্রকার সংস্কার-কার্যে হস্তক্ষেপ করিলেন। রাশিয়ার ইতিহাসে সর্বপ্রথম তিনি জনমতের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া লইলেন। সংবাদপত্রের এবং স্বমত প্রকাশের কঠোর নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে রাশিয়ায় এক দারুণ জনমতের সৃষ্টি হইলে আলেকজাণ্ডার সংবাদপত্র ও স্বমত প্রকাশের নিয়ন্ত্রণের কঠোরতা বহুল পরিমাণে হ্রাস করিলেন। বিদেশভ্রমণের উপর যে নিষেধাজ্ঞা ছিল তাহা তিনি নাকচ করিয়া দিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়-গুলির উপর হইতেও নিয়ন্ত্রণ উঠাইয়া দিলেন।

(৫) সংবাদপত্র ও স্বমত প্রকাশের স্বাধীনতা

সামরিক বাহিনী ও নৌ-বাহিনীর পুনর্গঠন দ্বারা তিনি দেশের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করিলেন। প্রতি বৎসর রাশিয়ার বাজেট জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করিবার নীতি তিনি গ্রহণ করিলেন।

(৬) সামরিক ও নৌ-বাহিনীর উন্নতিসাধন

রাশিয়ার বিচার-ব্যবস্থা যেমন ছিল দুর্নীতিগ্রস্ত তেমনি সংহতিবিহীন। জার আলেকজাণ্ডার বিচার-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করিলেন। পূর্বেকার বিচার-ব্যবস্থার কাঠামো সম্পূর্ণভাবে ভাঙ্গিয়া দিয়া তিনি এক নূতন কাঠামো প্রস্তুত করিলেন। বিচার ও শাসনব্যবস্থার পৃথকীকরণ করিয়া তিনি ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার পথ প্রস্তুত করিলেন। ম্যাজিস্ট্রেটগণ যাহাতে নির্ভীকভাবে

(৭) বিচার-ব্যবস্থার উন্নয়ন: জুরি প্রথার প্রচলন

বিচার করিতে পারেন সেজন্য প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা তাঁহাদিগকে দেওয়া হইল। জুরির সাহায্যে বিচার-ব্যবস্থার তিনি প্রচলন করিলেন। সুদক্ষ বিচারকদের লইয়া ট্রাইবুন্যাল (Tribunal) গঠন করা হইল। ইহা ভিন্ন দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনবিধিরও সংস্কার সাধন করা হইয়াছিল।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রাশিয়ার শাসনব্যবস্থার অকর্মণ্যতা সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত হইয়াছিল। জনসাধারণের স্বাভাবিক সহানুভূতি ও সমর্থন পশ্চাতে না থাকিলে যুদ্ধবিগ্রহাদির সময় পরাজয় অনিবার্য এই শিক্ষাই ক্রিমিয়ার যুদ্ধ হইতে রাশিয়া লাভ করিয়াছিল। দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার সেই কারণে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার প্রচলন করিয়া এবং অত্যধিক কেন্দ্রীভূত স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার ক্ষমতা স্থানীয় প্রতিনিধি সভার হস্তে কতক পরিমাণে ন্যস্ত করিয়া একক প্রাধান্যের দোষ-ত্রুটি আংশিকভাবে হ্রাস করিলেন। দেশের বিভিন্ন অংশে 'জেমস্ট্‌ভো' (Zemstvo) নামে স্থানীয় প্রতিনিধি সভা গঠন করিয়া সেগুলিকে স্থানীয় শান্তিরক্ষক (Justices of the Peace), নির্বাচন, রাস্তা, পুল, প্রাথমিক শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতির তত্ত্বাবধান এবং দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর সময়ে জনসাধারণকে রক্ষা করিবার ভার দেওয়া হইল। তাহাদের কার্যের উপর নজর রাখিবার এবং প্রয়োজন হইলে তাহাদের কার্যাদি নাকচ করিবার ভার ছিল প্রাদেশিক গবর্ণরের উপর। পোল্যাণ্ডে তিনি পুনরায় স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

(৮) শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন : 'জেমস্ট্‌ভো' নামক প্রতিনিধি সভা গঠন

উপরি-উক্ত ব্যাপক সংস্কার-কার্যের দ্বারা জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার পিটার-দি-গ্রেটের ন্যায় রাশিয়াকে পশ্চিম-ইওরোপীয় দেশগুলির সমপর্যায়ে আনিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছিলেন, রাশিয়াকে আধুনিক দেশে রূপান্তরিত করিবার কাজে দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার পিটারের ন্যায়ই স্মরণীয়।

দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের দান, পিটারের কার্যাদির সহিত তুলনীয়

জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের সংস্কারের সমালোচনা (Criticism of Czar Alexander II's Reforms): রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ উন্নতি-সাধনে জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের দান ছিল অপরিসীম, ইহা অনস্বীকার্য। একমাত্র পিটারের সহিত তাঁহাকে এবিষয়ে তুলনা করা চলে।

রাশিয়ার নবজীবনের সূচনা

তাঁহার ব্যাপক সংস্কার-কার্যের ফলে রাশিয়ায় এক নবজীবনের সূচনা হইয়াছিল। সামাজিক, রাজনৈতিক এবং আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে তাঁহার সংস্কারের গুরুত্ব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার সংস্কার-কার্যের অধিকাংশই শেষ পর্যন্ত বিফলতায় পর্যবসিত হইয়াছিল।

প্রথমত, সার্ফগণকে স্বাধীন প্রজার মর্যাদায় স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে জমির মালিকানা দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে সার্ফদিগকে সন্তুষ্টিবিধান করা সম্ভব হয় নাই। তাহাদের মুক্তি তাহাদের অর্থনৈতিক অবস্থার বিশেষ কিছু উন্নতিসাধনে সমর্থ হয় নাই। 'মির' (Mir) নামক গ্রাম্য সমবায় সমিতির উপর গ্রামের সকল জমির তত্ত্বাবধানের ভার দেওয়া হইয়াছিল। এই সমবায় সমিতিগুলি শেষ পর্যন্ত জমিদারের ন্যায়ই অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছিল। সার্ফগণ আশা করিয়াছিল যে, যুগ যুগান্তর ধরিয়া তাহাদের শ্রমে পুষ্ট জমিদারদের নিকট হইতে তাহাদিগকে যে জমি দখল করিতে দেওয়া হইয়াছিল সেজন্য তাহাদিগকে কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না। কিন্তু ক্ষতিপূরণ তাহাদিগকে দিতে হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন অপরাপর নানাবিধ করভারও তাহাদের উপর স্থাপন করায় নবলব্ধ স্বাধীনতায় তাহারা নিরাশ হইয়া পড়িল। 'এই স্বাধীনতার মূল্য কি?' এইরূপ প্রশ্ন তাহাদের মনে স্বভাবতই জাগিতে লাগিল।

সার্ফদের অসন্তুষ্টি

দ্বিতীয়ত, তাঁহার বিচার-ব্যবস্থার সংস্কারও উপযুক্ত বিচারক ও জুরির অভাবে আশানুরূপ সাফল্যলাভ করে নাই। অবশ্য ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, তিনি তাঁহার সংস্কার দ্বারা রাশিয়ায় ন্যায্য বিচার সম্পর্কে ধারণা অর্থাৎ বিচার-ব্যবস্থা যে দুর্নীতিমুক্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন সেই ধারণা জনসাধারণের মধ্যে বিস্তার করিয়াছিলেন।

বিচার-ব্যবস্থার সংস্কারে আশানুরূপ সাফল্য-লাভে অকৃতকার্যতা

তৃতীয়ত, দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের উদারনৈতিক সংস্কার তাঁহার সংস্কারের বিফলতার জন্য পরোক্ষভাবে দায়ী ছিল বলা যাইতে পারে। ডেকাব্রিস্ট্‌দিগকে মুক্তিদান এবং পোল্যাণ্ডে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করিবার ফলে পোলদের মধ্যেও স্বাধীনতা-স্পৃহা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাহারা জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের এই সকল উদারনৈতিক কার্যকলাপকে তাঁহার দুর্বলতার পরিচায়ক বলিয়া মনে করিল। তাহারা ১৭৭২

পোল বিদ্রোহ (১৮৬৩)

খ্রীষ্টাব্দে পোল্যাণ্ডের পূর্ব-ব্যবচ্ছেদে পোল্যাণ্ডের যে রাজ্যসীমা ছিল তাহা ফিরাইয়া আনিতে বদ্ধপরিকর হইয়া ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। আলেকজাণ্ডার কঠোর হস্তে এই বিদ্রোহ দমন করিলেন। কিন্তু এই অকৃতজ্ঞতার ফলে আলেকজাণ্ডার পোলাণ্ডের স্বায়ত্তশাসনমূলক যাবতীয় ব্যবস্থার বিলোপ-সাধন করিলেন এবং পোলদিগকে সম্পূর্ণভাবে রাশিয়ার পদানত করিলেন। তাহাদের কৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য পর্যন্ত বিনাশের চেষ্টা করা হইল। পোলদের অকৃতজ্ঞতা দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের উদারনৈতিক সংস্কারকার্যে বাধার সৃষ্টি করিল। তিনি ক্রমেই প্রতিক্রিয়াপন্থী হইয়া উঠিলেন।

নিহিলিষ্ট্ আন্দোলন

পোলদের বিদ্রোহ ভিন্ন রাশিয়ায় 'নিহিলিস্ট্'* (Nihilist) আন্দোলন নামে এক রাজতন্ত্র-বিরোধী আন্দোলন শুরু হইলে আলেকজাণ্ডারের উদারনৈতিক মতবাদ সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হইয়া গেল। তিনি সম্পূর্ণভাবে প্রতিক্রিয়াপন্থী হইয়া উঠিলেন।

* নিহিলিজম্ বা নিহিলিস্ট্দের মতবাদ (**Nihilism**): উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী এক চরমপন্থী দলের সৃষ্টি হয়। তাহাদের মতবাদ 'নিহিলিজম্' (Nihilism) নামে পরিচিতি লাভ করে। রুশ বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিতে এই মতবাদ প্রথম উদ্ভাবিত হইয়াছিল। পরে (১৮৬২ খ্রী:) তুর্গেনিভ তাঁহার বিখ্যাত উপন্যাস 'ফাদার এ্যাণ্ড সন্স' (Father and Sons)-এর নায়ক ব্যাজারফের কথার মধ্য দিয়া নিহিলিজমের ব্যাখ্যা করেন। নিহিলিষ্টদের মতে তদানীন্তন সামাজিক, পারিবারিক তথা জাতীয় জীবনের সবকিছুই ছিল অকল্যাণকর এবং সেই হেতু সব কিছুই ধ্বংস সাধন করা প্রয়োজন ছিল। আয়, রাষ্ট্র, চার্চ কোন কিছুরই প্রাধান্য তাহারা স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিল না। নিহিলিষ্টগণ কোন প্রকার প্রাধান্য স্বীকার করিত না বা কোন প্রচলিত প্রথার বিশ্বাস করিত না। তাহারা ছিল ঘোর বস্তুবাদী। ব্যক্তির বস্তুগত জীবনে কাজে লাগে না এরূপ কোন কিছুরই কোন মূল্য আছে একথা তাহারা স্বীকার করিত না। তাহাদের মতে একজন মুচি সেক্সপিয়র বা গ্যেটে অপেক্ষা সমাজের বহুগুণে বেশি কল্যাণ সাধন করিয়া থাকে; কারণ একজোড়া জুতা কবিতা অপেক্ষা অধিক কাজে লাগে।

নিহিলিজম্ প্রচলিত সামাজিক, পারিবারিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের ধ্বংস সাধন করিয়া নূতনভাবে এক সর্বজনমঙ্গলকর সমাজজীবন গড়িয়া তুলিবার পক্ষপাতী ছিল। ইহাই ছিল নিহিলিজম্-এর গঠনমূলক দিক। অবশ্য কিভাবে ভবিষ্যৎ সমাজজীবন গড়িয়া উঠিবে সেই বিষয়ে সকল নিহিলিষ্ট্ একমত ছিল না। কেহ কেহ প্রাকৃতিক বিবর্তনের উপরই সেই ভার ছাড়িয়া দিবার পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু অনেকেই প্রচলিত সবকিছু সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করিয়া বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও জৈবতত্ত্বের ভিত্তিতে নূতন সমাজজীবন গঠনের পক্ষপাতী ছিল। নূতন সমাজ-ব্যবস্থায় ধর্মের কোন প্রয়োজনীয়তা তাহারা স্বীকার করিত না। পারিবারিক জীবন, সম্পত্তি ভোগ, শাসনব্যবস্থা সবকিছুই সম্পূর্ণ সাম্যবাদের ভিত্তিতে তাহারা স্থাপনের পক্ষপাতী ছিল।

চতুর্থত, দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার ছিলেন অব্যবস্থিতচিত্ত খেয়ালী শাসক। পরিস্থিতির চাপে তিনি ব্যাপক সংস্কার-পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু ইহার পশ্চাতে আদর্শের কোন প্রেরণা ছিল না। ফলে, একবার ব্যাহত হওয়ামাত্র নিজের সংস্কার নাকচ করিতে এবং সর্বপ্রকার সংস্কার প্রচেষ্টার বিরোধিতা করিতে তিনি দ্বিধাবোধ করেন নাই।* পোলদের বিদ্রোহ এবং নিহিলিস্ট্‌দের আন্দোলন তাঁহার সংস্কার-স্পৃহাকে সহজেই দমন করিয়াছিল, কারণ প্রকৃত সংস্কারক তিনি ছিলেন না। সংস্কারের প্রয়োজনের স্বীকৃতি তাঁহার অন্তরে ছিল না বলিয়াই তিনি এইরূপ আকস্মিকভাবে প্রতি-ক্রিয়াশীল হইতে পারিয়াছিলেন। পরবর্তী কয়েক বৎসর প্রতিক্রিয়াশীল

নিহিলিস্ট্‌ আন্দোলন পশ্চিম-ইওরোপীয় দেশেও বিস্তার লাভ করিয়াছিল। সেই সকল দেশে বিশেষত ফ্রান্সে নিহিলিজম্‌ বাকুনিন (Bakunin)-এর বিপ্লবভিত্তিক সমাজতন্ত্রবাদের (Revolutionary Socialism) সহিত মিশিয়া গিয়াছিল।

নিহিলিজম্‌ প্রধানত শিক্ষক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচার লাভ করে। শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায় ও উগ্র সংস্কারপন্থীদের মধ্যে এই আন্দোলন প্রসার লাভ করিলে শীঘ্রই নিহিলিজম্‌ সন্ত্রাসবাদে রূপান্তরিত হইয়া পড়ে। রাশিয়ার নিহিলিস্ট্‌দের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ সরকারের ভীতির কারণ হইয়া দাঁড়ায়। নিহিলিস্ট্‌দের প্রচারকার্য বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে সংবাদপত্রের কঠোর নিয়ন্ত্রণ শুরু হইলে তাহারা ডাক্তার, নার্স, শিক্ষক, শিল্পশ্রমিক প্রভৃতির ছদ্মবেশে জনসাধারণের সহিত মিশিয়া প্রচারকার্য চালাইতে থাকে। সরকার এই আন্দোলন দমনে বদ্ধপরিকর হইয়া ১৮৬৩ হইতে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মোট দেড় লক্ষ লোককে সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত করেন। এইরূপ পরিস্থিতিতে নিহিলিস্ট্‌গণ সরকারের গুপ্তচর, পুলিশ এমনকি জার দ্বিতীয় আলেক-জাণ্ডারের প্রাণনাশ করিতে বদ্ধপরিকর হইল। সেন্ট পিটার্সবার্গের পুলিশের প্রধান কর্মচারী ও খারকফ্‌ প্রদেশের গবর্নর প্রিন্স ক্রপট্‌কিন্‌ নিহিলিস্ট্‌দের হাতে প্রাণ হারাইয়াছিলেন। জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের জীবননাশের একাধিকবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। রুশ সরকার নিহিলিস্ট্‌ আন্দোলন দমনের জন্য ক্রমেই কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতে আন্দোলনের তীব্রতা আরও বৃদ্ধি পাইল। দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার অবশেষে বাধ্য হইয়া আপস-মীমাংসার চেষ্টায় জনসাধারণের প্রতিনিধিসভা আহ্বান করিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু ইহার কিছুদিনের মধ্যেই (১৮৮১) জনৈক আততায়ীর হস্তে তিনি প্রাণ হারাইলেন। আপস-মীমাংসার পথ বন্ধ হইল এবং নিহিলিস্ট্‌ আন্দোলনও ক্রমে থামিয়া গেল।*

*"A Nihilist......is one who does not bow down before any authority, who does not take any principle by faith, whatever reverences that principle may be entwined in." Ketelbey, p. 297.

Also vide : Garner : *Political Science aud Government*, p. 414 fn.

স্বৈরাচারী শাসনের পর ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে এক আততায়ীর হস্তে তিনি প্রাণ হারাইলেন।

তথাপি আলেকজাণ্ডার কর্তৃক সার্ফদের মুক্তিসাধন, রাশিয়ার ব্যাপক অর্থনৈতিক উন্নতিবিধান এবং শাসন ও বিচার-ব্যবস্থার সংস্কার রাশিয়ার পরবর্তী ইতিহাসে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সার্ফদের মুক্তিই অবশ্য তাঁহার সংস্কারগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক সফল হইয়াছিল। তিনি প্রকৃতই "মুক্তিদাতা জার" (Czar Liberator) নামের যোগ্য ছিলেন।

পররাষ্ট্র-নীতি (Foreign Policy): ক্রিমিয়ার যুদ্ধের শেষভাগে দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্যারিসের সন্ধির ফলে দক্ষিণ-পূর্ব ইওরোপে রাশিয়ার অগ্রগতি সম্পূর্ণভাবে প্রতিহত হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার রাজত্বকালের প্রথম দিকে রাশিয়া ইওরোপীয় রাজনীতি-ক্ষেত্র হইতে সাময়িকভাবে অপসরণ করিয়াছিল। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে পোলগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে ফরাসী সম্রাট বিদ্রোহী-দিগকে সাহায্য দান করিয়াছিলেন। এই সূত্রে রাশিয়া ফ্রান্সের সহিত মিত্রতা ছিন্ন করিয়া প্রাশিয়ার সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইয়াছিল। বিসমার্ক পোলবিদ্রোহ দমনে রাশিয়াকে সাহায্য করিয়াছিলেন। এই কারণে পরবর্তী কালে জার্মান ঐক্যসাধন এবং অষ্ট্রিয়াকে জার্মানি হইতে বিতাড়ন বহু পরিমাণে সহজ হইয়াছিল, কারণ রাশিয়া ছিল জার্মানির প্রতি ঐ সময়ে সহানুভূতিসম্পন্ন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে অষ্ট্রিয়া পূর্ব-উপকার বিস্মৃত হইয়া রাশিয়ার উপর চাপ দেওয়ার ফলে রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়ার মধ্যে দারুণ বিদ্বেষের সৃষ্টি হইয়াছিল। এইজন্য অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে রাশিয়ার পক্ষেও প্রাশিয়ার মিত্রতালাভ প্রয়োজনীয় ছিল। সুতরাং রাশিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে মৈত্রীর ফলে উভয় দেশই উপকৃত হইয়াছিল। প্রাশিয়ার মিত্রতার সাহায্যে জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার প্যারিস সন্ধির শর্তাদি নাকচ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং ক্রমেই ইওরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রে পুনঃপ্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তুরস্কের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া স্যান ষ্টিফানো (San Stefano)-এর সন্ধি দ্বারা তুরস্কের সুলতান হইতে নানা-প্রকার সুযোগ-সুবিধা আদায় করিয়াছিলেন। ফলে, কৃষ্ণসাগরের উপর

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর ইওরোপীয় রাজনীতি হইতে রাশিয়ার অপসরণ

স্যান ষ্টিফানো ও বার্লিন চুক্তি

রাশিয়ার আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছিল। অবশ্য ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের বার্লিন চুক্তিতে স্যান ষ্টিফানোর সন্ধির আমূল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল এবং রাশিয়াকে তুরস্ক হইতে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধার অনেক কিছুই ত্যাগ করিতে হইয়াছিল।*

এশিয়ায় রাজ্যবিস্তার

ইওরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রে দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার বিশেষ সাফল্য অর্জন করিতে না পারিলেও এশিয়া অঞ্চলে তিনি যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি রাশিয়ার সাম্রাজ্য আফগানিস্থানের সীমা পর্যন্ত প্রসারিত করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন দক্ষিণে তিনি রাশিয়ার রাজ্য-সীমা ককেশাস্ পর্বতের সানুদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছিলেন। চীনদেশের সহিত তিনি এক চুক্তি স্বাক্ষর করেন এবং উহার ফলে ব্লাডিভস্টক্ বন্দর দখল করিতে সমর্থ হন।

ব্লাডিভষ্টক বন্দর দখল

জার তৃতীয় আলেকজাণ্ডার, ১৮৮১—১৮৯৪ (Czar Alexander III): ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে আততায়ীর হস্তে "মুক্তিদাতা জার" (Czar Liberator) নিহত হইলে রাশিয়ায় চরম প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের রাজত্বকালের শেষদিকে সংস্কার কার্যাদি রুদ্ধ হইয়া প্রতিক্রিয়া শুরু হইয়াছিল, তাহা পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। তাঁহার এইভাবে মৃত্যু হওয়ায় প্রতিক্রিয়াশীলতার মাত্রা চরমে উঠিল। পরবর্তী জার তৃতীয় আলেকজাণ্ডার প্রথম হইতেই উদারনীতি ও সংস্কারের বিরোধিতা শুরু করিলেন। তিনি প্রথম নিকোলাসের আমলের দমননীতির পুনঃপ্রবর্তন করিলেন।

চরম প্রতিক্রিয়ার পুনঃপ্রবর্তন

তৃতীয় আলেকজাণ্ডার ভগবান-প্রদত্ত রাজক্ষমতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি মনে করিতেন যে, জনকল্যাণের জন্য ভগবান স্বৈরাচারী শাসকদিগকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন।† ফলে রাশিয়ার জাতীয় জীবনের প্রতি স্তরে তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের স্বৈরাচারী একক প্রাধান্যের কঠোরতা অনুভূত হইতে লাগিল। পোবিডোনোস্টেভ (Pobedonostev) নামে এক প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রীর প্রভাবে প্রভাবিত

পোবিডোনোষ্টেভ-এর প্রভাব

* বিশদ আলোচনা বার্লিন চুক্তি অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

† "The Voice of God orders us to stand firm at the helm to govt. ...with faith in the autocratic power, which we are called of strengthen and preserve, for the good of the people, from every kind of encroachment Vide, Lipson, p. 107.

তৃতীয় আলেকজাণ্ডার সর্বপ্রকার উদারনৈতিক ভাবধারার এক প্রচণ্ড শত্রুতে পরিণত হইলেন। পোবিডোনোস্টেভ গণতন্ত্রকে সর্বাপেক্ষা জটিল এবং পীড়াদায়ক শাসনব্যবস্থা বলিয়া বিবেচনা করিতেন। স্বভাবতই তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের আমলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বলিয়া কিছু রহিল না। নানা অজুহাতে সংবাদপত্রগুলির প্রকাশ বন্ধ করিতে বাধ্য করা হইল। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর প্রথম নিকোলাসের আমলের নিয়ন্ত্রণ পুনরায় স্থাপন করা হইল। প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির উপরও অনুরূপ নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা স্থাপন করা হইল। জেম্স্ট্ভো নামক স্থানীয় প্রতিনিধিসভাগুলি উঠাইয়া দেওয়া হইল। বিচারালয়গুলির স্বাধীনতা হরণ করা হইল। দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের সংস্কারের সুফলগুলি এইভাবে নাশ করিয়া তৃতীয় আলেকজাণ্ডার এক ভয়াবহ স্বৈরতন্ত্র স্থাপন করিলেন।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ

বিচারালয় ও শিক্ষায়তন নিয়ন্ত্রণ

গ্রামের কৃষক সম্প্রদায় 'মুক্তির ঘোষণা' (Edict of Emancipation) দ্বারা স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছিল, কিন্তু তৃতীয় আলেকজাণ্ডার তাহাদিগকে জমিদারশ্রেণীর অধীনে পুনরায় স্থাপন করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। তাহাদের উপর জমিদারশ্রেণীকে পুলিশের কাজ করিবার ভার দেওয়া হইল। শ্রমিকের পক্ষে চুক্তিভঙ্গ করা ফৌজদারী অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল। Justices of Peace পূর্বে নির্বাচিত হইতেন। কিন্তু তৃতীয় আলেকজাণ্ডার এই সকল পদ জমিদারশ্রেণী হইতে মনোনীত 'ল্যাণ্ড ক্যাপ্টেন' (Land Captains) নামে একশ্রেণীর কর্মচারীকে দিলেন। তিনি দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের শাসন এবং বিচারকার্যের পৃথকীকরণ নীতি ত্যাগ করিয়া এই উভয়প্রকার কাজই একশ্রেণীর কর্মচারীর উপর ন্যস্ত করিলেন। বিচারের নামে অবিচার চালাইবার কোন অসুবিধা আর রহিল না।

স্বাধীন কৃষক শ্রেণীকে জমিদারদের অধীনে স্থাপন

ল্যাণ্ড ক্যাপ্টেন নিয়োগ

'জেম্স্ট্ভো' নামক স্থানীয় প্রতিনিধি সভাগুলি সামাজিক এবং জনকল্যাণকর কাজের দ্বারা রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ উন্নতিসাধনে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু তৃতীয় আলেকজাণ্ডার এই সকল প্রতিনিধি সভার কার্যাদি সন্দেহের চক্ষে

জেম্স্ট্ভো-এর স্বাধীনতা হ্রাস

দেখিতে লাগিলেন এবং নিজ মনোনীত ব্যক্তিগণ যাহাতে এই সকল সভায় স্থান পায় সেই ব্যবস্থা করিলেন।

তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের রাজত্বকালে এইভাবে প্রতিক্রিয়াশীল অত্যাচার চলিতে লাগিল। জনসাধারণের সহিত সরকারের খাদ্য-খাদক সম্পর্ক স্থাপিত হইল। ব্যক্তিস্বাধীনতা, আইনের দৃষ্টিতে সমতা, নিরপেক্ষ বিচার প্রভৃতি সভ্য সমাজের শাসনব্যবস্থার যাবতীয় বৈশিষ্ট্য রাশিয়া হইতে অপসৃত হইল।

ব্যক্তিস্বাধীনতা, নিরপেক্ষ বিচার, আইনের চক্ষে সমতা বিলুপ্ত

একদিকে অবশ্য রাশিয়ার জাতীয় জীবনে ঐ সময়ে এক যুগান্তকারী ঘটনার সূত্রপাত হইয়াছিল। তৃতীয় আলেকজাণ্ডারেব রাজত্বকাল পর্যন্ত রাশিয়া ছিল কৃষিপ্রধান দেশ। শিল্প বলিতে তখন প্রধানতঃ কুটির-শিল্পকেই বুঝাইত। কিন্তু দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের আমলে শিল্পোন্নতিতে যে উৎসাহ-দান শুরু হইয়াছিল, তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের আমলেও তাহা পূর্ণোদ্যমে চলিয়াছিল। কতকগুলি আধুনিক ধরণের শিল্প তাঁহার আমলে রাশিয়ায় গড়িয়া উঠে। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে সার্জিয়াস্-ডি-উইটি (Sergius de Witte) বাণিজ্য ও অর্থ সচিব নিযুক্ত হইলে রাশিয়ায় এক শিল্পবিপ্লবের সূচনা হয়। রাশিয়ার বিশাল জনসংখ্যাকে কাজে খাটাইয়া রাশিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদকে তৈয়ারী সামগ্রীতে পরিণত করিতে পারিলে কৃষির উপর নির্ভরশীলতা যেমন হ্রাস পাইবে, জনসাধারণের জীবন-যাত্রার মানও তেমনি উন্নত হইবে। ইহা ভিন্ন তাহাদের করদানের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাইবে। এই সকল বিবেচনা করিয়া উইটি এক ব্যাপক শিল্পোন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেন। বিদেশী শিল্পপতিগণকে নানাপ্রকার সুযোগ-সুবিধা দান করিয়া তিনি তাঁহাদিগকে রাশিয়ার নানাপ্রকার শিল্প গড়িয়া তুলিতে আমন্ত্রণ করিলেন। ফলে প্রভূত পরিমাণ বিদেশী মূলধন রাশিয়ার শিল্পগঠনে নিয়োজিত হইল। বিদেশী মূলধনের অধিকাংশ আসিল ফ্রান্স হইতে। এই সূত্রে তৃতীয় আলেকজাণ্ডার প্রজাতান্ত্রিক ফ্রান্সের সহিত অনিচ্ছাসত্ত্বেও মিত্রতা চুক্তি (Dual Alliance) সম্পাদনে বাধ্য হইয়াছিলেন। শিল্পোন্নতির অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে পরিবহণ-ব্যবস্থারও উন্নতি সাধন করা হইল। প্রতি বৎসর প্রায় ১,৪০০ মাইল নূতন রেলপথ নির্মাণ করা হইতে লাগিল।

রাশিয়ার শিল্পোন্নতি

শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল। ইহাদের মধ্যে ভবিষ্যৎ উদারনৈতিক বিপ্লবের বীজ সহজেই ছড়ান সম্ভব হইল। অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং শ্রমিক শ্রেণীর মাধ্যমে ভবিষ্যতে রুশ রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের সূত্রপাতের কথা বিবেচনা করিলে তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের রাজত্বকালকে রাশিয়ার ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বলিয়া অভিহিত করা অনুচিত হইবে না।

ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক উন্নতির সূত্রপাত

তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের সংকীর্ণ স্বৈরাচারী ভাবধারা, ধর্ম, ভাষা এবং কৃষ্টিকেও প্রভাবিত করিল। রাশিয়ায় বসবাসকারী বিভিন্ন জাতির লোকদিগকে তিনি রুশ ভাষা, সংস্কৃতি এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য গ্রহণে বাধ্য করিতে চাহিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র রাশিয়ায় এক শাসন, এক ধর্ম, এক ভাষা ও সংস্কৃতি প্রবর্তন। এই কারণে ইহুদি, পোল, ফিন্ প্রভৃতি জাতির লোকের উপর রুশ বৈশিষ্ট্য (Russification) চাপাইবার সর্বপ্রকার চেষ্টা শুরু হইল। ইহুদিদের উপর অকথ্য অত্যাচার শুরু হইল। স্থানে স্থানে ইহুদিদের সহিত মারামারি চলিল। ইহুদিদের উপর সরকারী সহায়তায় আক্রমণ চালান হইল। এই সকল আক্রমণ 'প্রোগ্রাম' (Progrom) নামে পরিচিত ছিল। বহুসংখ্যক ইহুদি ঐ সময়ে প্রাণ হারাইল এবং অনেক ইহুদি রাশিয়া ত্যাগ করিয়া অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। দক্ষিণ-রাশিয়ার প্রোটেস্টাণ্ট্ ধর্মাবলম্বীদের উপরও অনুরূপ অত্যাচার শুরু হইয়াছিল। তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ঐক্য স্থাপনের নীতির ফলে দেশের সর্বত্র গভীর অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছিল। ভবিষ্যতে এই নীতির কুফল নানাভাবে প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল।

তৃতীয় আলেক-জাণ্ডারের 'Russification' নীতি

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় নিকোলাস জারপদ লাভ করিলেন। তাঁহার রাজত্ব কালে রাশিয়া দ্রুত বিপ্লবের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

মৃত্যু (১৮৯৪)

জার দ্বিতীয় নিকোলাস, ১৮৯৪-১৯১৭ (Czar Nicholas II): দ্বিতীয় নিকোলাসের সিংহাসন আরোহণের ফলে রাশিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতির কোনপ্রকার পরিবর্তন ঘটিল না। রাশিয়ার

শিক্ষিত সমাজ দ্বিতীয় নিকোলাসের জার পদলাভের সঙ্গে সঙ্গে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন আশা করিয়াছিলেন। আইন-প্রণয়ন এবং শাসনব্যাপারে জাতির প্রতিনিধিগণও অংশ লাভ করুন ইহাই ছিল রাশিয়ার শিক্ষিত সমাজের ইচ্ছা।

দ্বিতীয় নিকোলাসের স্বৈরাচারী মনোবৃত্তি

কিন্তু নিকোলাস জনসাধারণের শাসনব্যবস্থায় অংশ গ্রহণের আশা 'অলীক কল্পনা মাত্র' বলিয়া অভিহিত করিলে দেশের সর্বত্র বিশেষত শিক্ষিত সমাজে এক দারুণ হতাশার সৃষ্টি হইল। দ্বিতীয় নিকোলাস অবশ্য স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা অপরিবর্তিত রাখিযা জাতির সেবায আত্মনিযোগ করিবেন এই ঘোষণা করিলেন।* কিন্তু নিয়তির পরিহাসে তাঁহার রাজত্বকালেই রশিযায় স্বৈরতন্ত্রের অবসান ঘটিয়াছিল।

দ্বিতীয় নিকোলাস স্বৈরাচারী শাসনে বিশ্বাসী ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু স্বৈরাচারী শাসন পরিচালনার প্রযোজনীয় ব্যক্তিত্ব তাঁহাব ছিল না। তিনি

তাঁহার অকর্মণ্যতা: রাণী ও রাস্‌পুটিন, পোবিডোনোস্টেভ ও প্লেহ্‌বির প্রতিক্রিয়াশীল কার্যকলাপ

তাঁহার রাণীর প্রভাবাধীন ছিলেন। স্বয়ং রাণী আলেকজান্দ্রা ছিলেন রাস্‌পুটিন (Rusputin) নামে জনৈক হীন প্রকৃতির ধর্মযাজকের প্রভাবাধীন। রাস্‌পুটিনের ইঙ্গিতেই রাণী চলিতেন, স্বভাবতই নিকোলাসের স্বৈরাচারী মনোবৃত্তির সহিত রাণী ও রাস্‌পুটিনের খেয়ালখুশির সংমিশ্রণে রাশিয়ায় এক ভয়াবহ কঠোর শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হইতে লাগিল। পোবিডোনোস্টেভ (Pobedonostev) এবং প্লেহ্‌বি (Pleheve) নামক দুইজন প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রী শাসনের নামে অত্যাচার চালাইলেন। ইহুদিদিগের উপর 'প্রোগ্রাম' (Progrom) অর্থাৎ পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী আক্রমণ করা হইতে লাগিল।

পুলিশের অত্যাচার, উদারনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী সন্দেহে শিক্ষিত

প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ

সমাজের উপর অকথ্য অত্যাচার, রাশিয়ার বসবাসকারী ভিন্ন জাতির লোকদের উপর রুশ ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি বলপূর্বক চাপান প্রভৃতি যাবতীয় প্রতিক্রিয়াশীল পন্থা তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের

* 'He created intense disappointment among the educated classes by characterising as 'senseless dreams' the ardent desire of the nation to be admitted to a share in legislation." Vide, Lipson, p. 111.

'Devoting all my efforts to the prosperity of the nation. I will preserve the principles of autocracy as firmly and unswervingly as my late father." —Nicholas, Vide, Lipson, 111-12.

আমল অনুযায়ী অনুসৃত হইল। বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষায়তন হইতে উদারনৈতিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন অধ্যাপক ও শিক্ষকদিগকে পদচ্যুত করা এবং তাঁহাদিগকে নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করা, গুপ্তচরগণের রিপোর্টের উপর বিশ্বাস করিয়া যে-কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা এবং শাস্তিদান প্রভৃতি ব্যাপকভাবে চলিল। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার একজন স্বনামধন্য অধ্যাপক ভিনোগ্রাডোভ্ (Professor Vinogradoff) ইংলণ্ডে আশ্রয় লইয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন: "তল্লাসী, গ্রেপ্তার অথবা নির্বাসনদণ্ড হইতে কেহ-ই রেহাই পাইবেন এমন অবস্থা নাই। ব্যক্তিগত জীবনও সরকারী নিয়ন্ত্রণমুক্ত নহে। রাশিয়াতে আমরা এইরূপ আইন-কানুনের অধীনে আছি।"* অধ্যাপক মিলিউকভ্ (Professor Miliukov) একজন খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়, সংবাদ-পত্র প্রভৃতির কঠোর নিয়ন্ত্রণ

তাঁহার মতবাদ সরকারের মনঃপূত ছিল না বলিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করা হইয়াছিল। সরকারী ইচ্ছানুযায়ী যে-সকল সংবাদপত্র চলিতে রাজী হইল না সেগুলির প্রকাশ বন্ধ করা হইল। গ্রীণ-এর 'ইংলণ্ডের ইতিহাস' (Green's *History of England*) এবং ব্রাইস্-এর 'আমেরিকান্ কমন্ওয়েল্থ' (Bryce's *American Commonwealth*) পাঠ নিষিদ্ধ হইল। ছাত্রসমাজের বিরুদ্ধে বহুসংখ্যক গুপ্তচর নিয়োগ করা হইল। মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ ছাত্র সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হইল অথবা দেশত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষা করিল।

১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে ফিন্ল্যাণ্ড রশিয়ার সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। ঐ সময় হইতে ফিন্ল্যাণ্ড স্বায়ত্তশাসন ভোগ করিয়া আসিতেছিল। রাশিয়ার জার-এর অধীনতা স্বীকার করিয়া ফিন্গণ নিজ শাসনতন্ত্র অনুযায়ী শাসন পরিচালনা করিতেছিল, এবং ফিন্ল্যাণ্ডের নিজস্ব সেনাবাহিনী, মুদ্রানীতি ও ডাক বিভাগ ছিল। তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের আমল হইতেই ফিন্ল্যাণ্ডের

* "Nobody is secure against search, arrest, imprisonment and relegation to the remotest part of the Empire. From political supervision the solicitude of the authorities has spread into interference with all kinds of private affairs. ......Such is the legal protection we are now enjoying in Russia." Prof. Vinogradoff, vide, Hazen, p. 606.

এই স্বাতন্ত্র্য নাশের চেষ্টা চলিতেছিল বটে, কিন্তু দ্বিতীয় নিকোলাস ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে এক ঘোষণা দ্বারা ফিন্‌ল্যাণ্ডের শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা বহুল পরিমাণে হ্রাস করিলেন। পূর্বে ফিন্‌ল্যাণ্ড-সংক্রান্ত যাবতীয় আইন-কানুন ফিন্‌দের ডায়েট (Diet)-এ পাস করা হইত। কিন্তু দ্বিতীয় নিকোলাস কেবলমাত্র স্থানীয় বিষয়-সংক্রান্ত আইন-কানুন পাস করা ভিন্ন ডায়েটের অন্যান্য ক্ষমতা নিজ হাতে গ্রহণ করিলেন। ফলে, ফিন্‌ল্যাণ্ড রাশিয়ার স্বৈরাচারী শাসনাধীনে স্থাপিত হইল। ফিন্‌ল্যাণ্ডের সেনাবাহিনী রুশ সেনাবাহিনীর সহিত সংযুক্ত করা হইল। পূর্বে যে-সকল সরকারী পদে কেবলমাত্র ফিন্‌গণই নিযুক্ত হইত সে-সকল পদে এখন রুশগণকে নিযুক্ত করা হইতে লাগিল। এইভাবে ফিন্‌গণের জাতীয়তাবোধ ও স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণভাবে নাশ করিবার চেষ্টা চলিল।

ফিন্‌ল্যাণ্ডের স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার হ্রাস

একমাত্র অর্থনৈতিকক্ষেত্রে যে পুনরুজ্জীবন তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের আমল হইতে শুরু হইয়াছিল তাহা পূর্ণোদ্যমে চলিয়াছিল। কাউণ্ট উইটির চেষ্টায় রাশিয়ার শিল্পোন্নতি দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হইতেছিল। শিল্পোন্নতির অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে শ্রমিকগণ ক্রমেই নিজ শক্তি সম্পর্কে সচেতন হইয়া উঠিল। দলবদ্ধভাবে যুঝিয়া মালিকশ্রেণীর নিকট হইতে সুযোগ-সুবিধা আদায় করা অনেক সহজ, এই কথা তাহারা উপলব্ধি করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া উঠিল। শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন শিল্পপতিগণের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই যুগান্তকারী পরিবর্তন রাজনীতিক্ষেত্রেও প্রকাশ পাইল। জমিদার-শ্রেণীর নিকট হইতে ক্রমে রাজনৈতিক প্রাধান্য শিল্পপতি ও বণিক শ্রেণীর হস্তে চলিয়া যাইতে লাগিল। এই পরিস্থিতিতে শিল্প শ্রমিকদের মধ্য হইতে কতকগুলি নূতন রাজনৈতিক দলের উৎপত্তি হইল। এই সকল দলের মধ্যে 'সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রবাদী' (Social Democrats) দলই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক বিপ্লবের মাধ্যমে সামাজিক বিপ্লব সাধন। স্বৈরাচারী শাসনের কঠোরতা উপেক্ষা করিয়া সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রী-দল ধর্মঘট দ্বারা তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করিতে

অর্থনৈতিক উন্নতি

শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক চেতনা লাভ

লাগিল। এই সকল ধর্মঘটের দ্বারা কেবলমাত্র শ্রমিকদের অর্থনৈতিক দুর্গতি দূর করাই যে উদ্দেশ্য ছিল এমন নহে, এগুলির মাধ্যমে রাজনৈতিক চেতনা-বৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা আদায়ের চেষ্টাও চলিতেছিল। এই ধর্মঘট যাহাতে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক অভাব-অভিযোগ দূর করিবার উদ্দেশ্যেই সম্পূর্ণভাবে প্রযুক্ত হয় এবং রাজনৈতিক প্রভাবে প্রভাবিত হইতে না পারে সেজন্য সরকার গুপ্তচরদের সাহায্যে শ্রমিকদের মধ্যে প্রচারকার্য শুরু করিলেন। প্রয়োজনবোধে সরকার গোপনে অর্থ সাহায্য দান করিয়া শ্রমিক ইউনিয়নগুলির কার্যকলাপ কেবলমাত্র অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে সীমাবদ্ধ রাখিতে চাহিলেন। কিন্তু এই চেষ্টার ফল হইল বিপরীত। আর্থিক সাহায্যপুষ্ট শ্রমিক ইউনিয়নগুলি অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হিসাবেই ক্রমে রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের জন্য সচেষ্ট হইয়া উঠিল।

ইউনিয়নগুলিকে রাজনীতি হইতে মুক্ত রাখিতে সরকারের চেষ্টা

১৯০৪-৫ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া ও জাপানের মধ্যে এক যুদ্ধ বাধিল এই যুদ্ধে ক্ষুদ্র জাপানদেশের নিকট বিশাল রাশিয়াদেশ সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইলে স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে জনসাধারণ অধিকতর সচেতন হইয়া উঠিল। রাজকর্মচারীদের দুর্নীতি ও অকর্মণ্যতার দরুণই এই শোচনীয় পরাজয় ঘটিয়াছে এই ধারণা সকলের মনে বদ্ধমূল হইল। মন্ত্রী প্লেহ্‌বি (Plehve)-কে জাপানের সহিত যুদ্ধ যখন চলিতেছিল তখনই গোপনে হত্যা করা হইয়াছিল। এই সূত্রে রুশ-সরকার প্রায় পাঁচ হাজার লোককে বিনা বিচারে নির্বাসিত বা বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। পরবর্তী মন্ত্রী প্রিন্স্‌ মিরস্কি (Prince Mirsky) ছিলেন উদারচেতা ব্যক্তি। তিনি রাজনৈতিক দলগুলিকে তাহাদের অভিযোগ এবং দাবি সরকারের নিকট পেশ করিতে আদেশ দিলেন। দেশের বিভিন্ন অংশের জেমস্ট্‌ভোগুলি যুক্তভাবে ১১ দফা দাবি উত্থাপন করিল। ব্যক্তিস্বাধীনতা, সম্পত্তি ভোগদখলের স্বাধীনতা, স্বমত প্রকাশের এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, স্বায়ত্তশাসনাধিকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি, নির্বাচনমূলক প্রতিনিধি সভা গঠন এবং শাসনতন্ত্র গঠনের জন্য সংবিধান-সভা স্থাপন ই তাহাদের প্রধান প্রধান দাবি।

রুশ-জাপান যুদ্ধ (১৯০৪-৫)

প্রিন্স মিরস্কির উদারতা

১১ দফা সংস্কার দাবি

সংস্কার-দাবি লইয়া দেশের সর্বত্র এক দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারি এক ব্যাপক শ্রমিক ধর্মঘট শুরু হইল। এই সূত্রে ২২শে জানুয়ারি ফাদার গ্যাপন (Father Gapon) নামে একজন ধর্ম-যাজকের নেতৃত্বে পেট্রোগ্রাডে ধর্মঘটী শ্রমিকদের এক শোভাযাত্রা বাহির হইল। এই শোভাযাত্রা জার নিকোলাসের নিকট তাহাদের দাবি পেশ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছিল। এমন সময় তাহাদের উপর সেনাবাহিনী গুলিবর্ষণ করিলে বহুসংখ্যক শ্রমিক হতাহত হইল। এই দিনের রক্তস্নানে রাশিয়ার বিপ্লবী আন্দোলন অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠিল। ২২শে জানুয়ারি, ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ রুশ বিপ্লবের ইতিহাসে "রক্তরাঙ্গা রবিবার" (Red Sunday) নামে পরিচিত। এই দিনের ঘটনার ফলে রাশিয়ার সর্বত্র বিপ্লবাত্মক কার্যাদি শুরু হইল। গ্রামাঞ্চলে কৃষকগণ জমিদারশ্রেণীর সম্পত্তি, ঘরবাড়ী ধূলিসাৎ করিল। শহর অঞ্চলে পুলিশ কর্মচারী, গুপ্তচর প্রভৃতিকে হত্যা করা হইতে লাগিল। জার নিকোলাসের প্রতিক্রিয়াপন্থী খুল্লতাত ডিউক সার্জিয়াসকেও (Duke Sergius) হত্যা করা হইল। এইভাবে জারতন্ত্রের ভিত্তি অবধি প্রকম্পিত হইয়া উঠিলে নিকোলাস জাতীয় সভা আহ্বানের দাবি মানিয়া লইলেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মার্চ তারিখে নিকোলাস জাতীয় সভা (National Assembly or Duma) আহ্বান করিবার ইচ্ছা ঘোষণা করিলেন। দুই মাস পরে তিনি 'বুলিঘিন্ শাসনতন্ত্র' (Bulyghin Constitution) নামে একটি শাসনতন্ত্র প্রস্তুত করিলেন। এই শাসনতন্ত্র অনুযায়ী জাতীয় সভার পরিবর্তে একটি 'ইম্পিরিয়াল ডুমা' (Imperial Duma) স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইল। এই সভাকে কেবলমাত্র পরামর্শ দানের ক্ষমতা দেওয়া হইল। ইম্পিরিয়াল ডুমার নির্বাচনে গ্রাম্য ডাক্তার, শিক্ষক, শিল্প শ্রমিকগণ এবং সম্পত্তিহীন গ্রামবাসীকে ভোটাধিকার দেওয়া হইল না। দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা স্থাপনের নীতিও গ্রহণ করা হইল না। এই শাসনতন্ত্র কাহারও সন্তুষ্টি বিধান না করায় সমগ্র রাশিয়ায় এক ব্যাপক রাজনৈতিক ধর্মঘট শুরু হইল। রাশিয়ার সমাজজীবন একেবারে অচল হইয়া পড়িলে ৩০শে অক্টোবর (১৯০৫ খ্রীঃ) একটি ঘোষণা

'রক্তরাঙ্গা রবিবার' (২২শে জানুয়ারি, ১৯০৫)

বুলিঘিন্ শাসনতন্ত্র

অক্টোবর, ১৯০৫ খ্রীঃ

(October Manifesto) দ্বারা নিকোলাস ডুমাকে আইন-প্রণয়নের সম্পূর্ণ ক্ষমতা দান করিলেন। রুশবাসীর নাগরিক অধিকার স্বীকৃত হইল এবং সেইভাবে ভোটদানের ক্ষমতার প্রসারের প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হইল। শ্রমিকগণও ভোটাধিকার লাভ করিল। ২৪শে ডিসেম্বর (১৯০৫ খ্রীঃ) এক সরকারী আদেশ দ্বারা এই সকল সংস্কার কার্যকরী করা হইল।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মে তারিখে জাতীয় সভা ডুমার প্রথম অধিবেশন শুরু হইল। নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ কয়েকটি প্রধান দলে বিভক্ত ছিলেন। উদারনীতিতে বিশ্বাসী দল 'কন্‌ষ্টিটিউশন্যাল ডিমোক্র্যাট' (Constitutional Democrats) নামে পরিচিত ছিলেন। সাধারণো তাঁহারা 'ক্যাডেট' (Cadets) নামে অভিহিত হইতেন। রক্ষণশীল দল (Conservatives) নিকোলাস প্রদত্ত অক্টোবর ঘোষণার উপর আস্থাবান্ ছিলেন। এইজন্য তাঁহারা অক্টোবরিস্ট্ (Octoborists) নামেও অভিহিত হইতেন। শ্রমিকদল হইতে মোট ১০৬ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হইযাছিলেন। ইহা ভিন্ন 'স্বায়ত্ত-শাসনবাদী' দল (Autonomists) নামে পোল ও অপরাপর সংখ্যালঘু জাতির প্রতিনিধিবর্গও নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ইহারা নিজ নিজ এলাকায স্বাযত্তশাসন স্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন। "ক্যাডেট"গণ ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের অনুকরণে দায়িত্বমূলক মন্ত্রিসভা গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে নিকোলাস কয়েকটি ঘোষণা জারি করিয়া ডুমার পররাষ্ট্র-নীতি সম্পর্কে আলোচনা অথবা সামরিক বাহিনী, নৌ-বাহিনী প্রভৃতি সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করিবার অধিকার নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন দেশের মৌলিক আইন-কানুন পরিবর্তনের অধিকারও ডুমাকে দেওয়া হইল না। দুই মাস ধরিয়া জার এবং ডুমার মধ্যে বিবাদ চলিল। অবশেষে নিকোলাস ডুমা ভাঙ্গিয়া দিলেন (২১শে জুলাই, ১৯০৬ খ্রীঃ)।

প্রথম ডুমা (মে ২০ হইতে জুলাই ২১, ১৯০৬)

ডুমার ক্ষমতা হ্রাস

নূতন নির্বাচনের সময় সরকারী পক্ষ হইতে অক্টোবরিস্ট্ এবং প্রতিক্রিয়াশীল দলের প্রতিনিধিগণকে সাহায্য দান করা হইল। উদারনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিগণকে গ্রেপ্তার করিয়া অথবা অন্যান্য অবৈধ কৌশলে নির্বাচন হইতে দূরে রাখা হইল অথবা নানাপ্রকার দুর্নীতির আশ্রয় লইয়া নির্বাচনে তাঁহাদিগকে

দ্বিতীয় ডুমা (মার্চ ৫ হইতে জুন ১৬, ১৯০৭)

পরাজিত করা হইল। ক্যাডেট দল মাত্র ৫০ হইতে ৬০টি আসন পাইল। দ্বিতীয় ডুমারও বেশীদিন অধিবেশনে থাকা সম্ভব হইল না। নিকোলাস তাঁহার প্রতি ক্যাডেট দলের আনুগত্যহীনতার অজুহাতে ক্যাডেট প্রতিনিধিগণকে ডুমা হইতে বিতাড়িত করিতে চাহিলে শেষ পর্যন্ত ডুমা ভাঙ্গিয়া দিতে হইল।

তৃতীয় ডুমা
(১৯০৭-১৯১২)

তৃতীয় ডুমা অবশ্য ১৯০৭ হইতে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অধিবেশনে রহিল। এই ডুমার একমাত্র উল্লেখযোগ্য কাজ ছিল কৃষকদিগকে নিজ নিজ ভূ-সম্পত্তির মালিকানা দান। পূর্বে গ্রামের সকল জমি কৃষকদিগকে সমষ্টিগতভাবে ভোগদখল করিতে হইত। এখন এ বিষয়ে তাহারা সম্পূর্ণভাবে স্বাধীনতা লাভ করিল।

চতুর্থ ডুমা
(১৯১২-১৯১৭)

চতুর্থ ডুমা নির্বাচনে প্রতিক্রিয়াশীল দলের সদস্যসংখ্যা সর্বাধিক হইল (১৫৫ জন)। ক্যাডেট প্রতিনিধিগণের সংখ্যা ছিল মাত্র ৫২ জন। অক্টোবরিস্টগণ অবশ্য এই সময় হইতে ক্যাডেটদের সহিত মিলিতভাবে সরকারের বিরোধিতা করিতে শুরু করিল। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের ঘোষণা অনুযায়ী শাসনতন্ত্র স্থাপিত হয় নাই এই অজুহাতে তাহারা সরকারের পক্ষ ত্যাগ করিয়া বিরোধী পক্ষে যোগদান করিলে ক্রমেই শাসনতন্ত্র-সংক্রান্ত বিবাদ বাড়িয়া চলিল। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে 'প্রোগ্রেসিভ ব্লক' (Progressive Bloc) নামে এক নূতন দলের সৃষ্টি হইলে সংস্কার আন্দোলন আরও শক্তিশালী হইয়া উঠিল। জার নিকোলাসের অদূরদর্শিতার ফলে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের রুশ-বিপ্লবে জারতন্ত্রের অবসান ঘটিল।

রুশ-বিপ্লব (১৯১৭)

রুশ-বিপ্লব, ১৯১৭ (The Russian Revolution): ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে রুশ-বিপ্লব আধুনিক ইতিহাসের এক অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সন্দেহ নাই। যুগ-যুগান্তের পুঞ্জীভূত অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের এই বিপ্লব বর্তমান-পৃথিবীর বিস্ময় ও ভীতির সৃষ্টি করিয়াছে।

রুশ-বিপ্লব আধুনিক ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

রুশ-বিপ্লবের মূলতঃ দুইটি কারণ :
(১) জারতন্ত্রের অক্ষমতা,
(২) জনসাধারণের মানসিক চেতনা

রুশ-বিপ্লবের পশ্চাতে দুইটি মূল কারণ বিদ্যমান ছিল : (১) জারতন্ত্রের শাসন-পরিচালনার অক্ষমতা, (২) রুশ জনসাধারণের চিন্তাধারার উপর পাশ্চাত্ত্য দেশের

প্রভাব। এই দুই মূল কারণের পরিপ্রেক্ষিতে অপরাপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণের আলোচনার মাধ্যমেই রুশ-বিপ্লবের প্রকৃতি ও গতি অনুধাবন করা সহজ হইবে।

নানাবিধ কারণের ফলে বিপ্লব সংঘটিত

বলা বাহুল্য কোন বিপ্লবই কোন একটি বা একই প্রকার কারণে সংঘটিত হয় না। বিপ্লবের পশ্চাতে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ, রাজনৈতিক, সামাজিক ও মানসিক নানাপ্রকার কারণ থাকে। রুশ-বিপ্লবের পশ্চাতেও অনুরূপ নানাপ্রকার কারণ ছিল সন্দেহ নাই। উপরি-উক্ত মূল কারণ এবং অন্যান্য কারণের মধ্যে ফরাসী বিপ্লবের কারণগুলির আভাস পাওয়া যায়।

(২) রাজনৈতিক : জারতন্ত্রের অকর্মণ্যতা : দ্বিতীয় নিকোলাস

জারতন্ত্রের শাসনপরিচালনার অক্ষমতা জার দ্বিতীয় নিকোলাসের আমলে (১৮৯৪-১৯১৭) সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। দ্বিতীয় নিকোলাসের শাসন যেমন ছিল স্বৈরাচারী তেমনি ছিল অকার্যকর। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল একেবারে অসহনীয়। রাশিয়ার প্রজাহিতৈষী জারগণ দেশের উন্নতিসাধনে সক্ষম হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় নিকোলাসও ব্যক্তিগতভাবে দেশপ্রেমিক ও প্রজাবর্গের শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু স্বৈরাচারের প্রধান ত্রুটি-ই হইল এই যে, যখনই রাজা বা জারের কর্মকুশলতার অভাব দেখা দিবে তখনই উহার পতন ঘটিবে। ফরাসী বিপ্লব হইতেও এই শিক্ষা-ই পাওয়া গিয়াছিল। দ্বিতীয় নিকোলাসের প্রজাহিতৈষণা ও দেশপ্রেম তাঁহার দুর্বলতা ও অকর্মণ্যতাকে ঢাকিয়া রাখিতে পারিল না। তিনি ছিলেন ভীরু, কাপুরুষ, তদুপরি অব্যবস্থিতচিত্ত। তিনি ছিলেন তাঁহার রাণী আলেকজান্দ্রার সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন। রাণী আলেকজান্দ্রা নিজে ছিলেন রাসপুটিন (Rusputin) নামক এক সাইবেরিয়াবাসী ধর্মযাজকের প্রভাবাধীন। রাসপুটিনের প্রভাব শাসনকার্য এবং শাসননীতিতেও প্রতিফলিত হইত। ফরাসীরাজ ষোড়শ লুই-এর ন্যায় দ্বিতীয় নিকোলাসও নিজ রাণীর সর্বনাশাত্মক প্রভাব হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিতে পারিলেন না। ফরাসীরাজের ন্যায় তিনিও স্বার্থান্বেষী অভিজাত সম্প্রদায়ের উপর অত্যধিক নির্ভরশীল হইয়া পড়িলেন। এইরূপ পরিস্থিতির অবশ্যম্ভাবী ফল

শাসনকার্যে রাণী ও রাসপুটিনের প্রভাব

হিসাবে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে দেশে এক বিদ্রোহ দেখা দিল। নিকোলাস বাধ্য হইয়াই ডুমা (Duma) নামে এক পার্লামেণ্ট বা জাতীয় সভা স্থাপন করিলেন। কিন্তু এই পার্লামেণ্টে রক্ষণশীল দলের প্রতিনিধিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় নিকোলাসের পক্ষে স্বৈরাচারী শাসন চালু রাখার কোন অসুবিধা হইল না। পার্লামেণ্টে বিরোধী পক্ষ ছিল 'সোশিয়্যাল ডিমোক্রেটিক পার্টি' (Social Democratic Party)। একই দলের একাংশের নাম ছিল 'বল্‌শেভিক্'। ক্রমে এই বল্‌শেভিকগণই শক্তিশালী হইয়া উঠে। এই দলের শক্তি ও সংগঠন দৃঢ়তর হইবা উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ায় বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতে থাকে।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ : (ডুমা) পার্লামেণ্ট গঠন

বল্‌শেভিক্ দল

সামাজিক ক্ষেত্রেও অনুরূপ অব্যবস্থা ও অসন্তোষ বিদ্যমান ছিল। সমাজ-ব্যবস্থা ছিল সপ্তদশ শতাব্দীর সমাজ-ব্যবস্থার অনুরূপ। কয়েকটি বৃহৎ শহর ভিন্ন অপর কোথাও মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলিয়া কিছু ছিল না। প্রতি এক হাজার রুশের মধ্যে ১৭ জন ছিল অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত, ১২৫ জন ছিল ব্যবসায়ী ও শহরের বাসিন্দা এবং অবশিষ্ট আট শতেরও অধিক ছিল কৃষক। জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার রাশিয়ার 'সার্ফ' প্রথার উচ্ছেদসাধন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু 'মির' নামক যে গ্রাম্য সমিতির উপর জমির তত্ত্বাবধানের ভার দেওয়া হইয়াছিল তাহা এক অত্যাচারী প্রতিষ্ঠানে পর্যবসিত হইয়াছিল। গ্রামের কৃষকদের ভূসম্পত্তি সমগ্র গ্রামবাসীর যুগ্ম সম্পত্তি বলিয়া বিবেচিত হইত। সুতরাং প্রয়োজন হইলেও কোন কৃষক নিজ জমি বিক্রয় করিতে পারিত না। এই অসুবিধা ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের পর দূর করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে কৃষকদের সুবিধা না হইয়া বরঞ্চ অসুবিধাই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। অনেক কৃষকই স্বাধীনভাবে জমি চাষ করিতে সক্ষম হইল না, কেহ কেহ জমি বিক্রয় করিয়া দিল। এইভাবে কৃষকদের দুরবস্থা দিন দিনই বাড়িয়া চলিল।

(২) সামাজিক : মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অভাব—কৃষক শ্রেণীর সংখ্যাধিক্য

(৩) অর্থনৈতিক : কৃষক শ্রেণীর দুর্দশা

শ্রমজীবীদের অবস্থাও কৃষকদের অপেক্ষা কোনদিকেই ভাল ছিল না। শিল্পোন্নতির আনুষঙ্গিক ফ্যাক্টরী-প্রথার যাবতীয় অসুবিধা তাহাদিগকে ভোগ

করিতে হইত। অত্যাচারী ও প্রাচীনপন্থী সরকারের অধীনে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির কোন আশা ছিল না। কোনপ্রকার ধর্মঘট করা বা ট্রেড্ ইউনিয়ন গঠন করা নিষিদ্ধ হইয়াছিল। বলপূর্বক বহু ট্রেড্ ইউনিয়ন ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছিল। শ্রমজীবিগণ এই অসহনীয় অবস্থায় নীরবে কালাতিপাত করিতেছিল। সমাজতান্ত্রিক মতবাদ ও সাম্যবাদী প্রচার এইভাবে অত্যাচারিত ও দুর্দশাগ্রস্ত পঁচিশ লক্ষ রুশ মজুরের উপর স্বভাবতই গভীর প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহের সময় রাশিয়ার মজুর সম্প্রদায় ধর্মঘট ইত্যাদি করিয়া তাহাদের রাজনৈতিক চেতনার পরিচয় দান করিয়াছিল। সরকারী অত্যাচার উপেক্ষা করিয়া তাহারা মস্কো, সেন্ট্ পিটার্সবার্গ প্রভৃতি বড বড় শহরে ধর্মঘট ও মারামারি করিতে পশ্চাদ্পদ হয় নাই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইলে রুশ শ্রমিক-সমাজ অধিকতর সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী হইয়া উঠে।

শ্রমজীবীদের দুরবস্থা

শ্রমিক সম্প্রদায়—সমাজতান্ত্রিক প্রচারের সুযোগ্যপাত্র

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহে রুশ শ্রমিকদের অংশ গ্রহণ

শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক দিয়াও রুশগণ ইওরোপের অপরাপর দেশ হইতে পশ্চাদ্পদ ছিল। কৃষক ও মজুর শ্রেণী গঠিত রুশ জনসাধারণ ছিল অশিক্ষিত। সমগ্র ইওরোপীয় দেশসমূহের মধ্যে রাশিয়ায় অশিক্ষিতের সংখ্যা ছিল সর্বাধিক। ভড্কা (Vodka) নামক এক প্রকার মদ সকলেই পান করিত। দারিদ্র্য, অশিক্ষা, মাদক পানীয় প্রভৃতির ফলে রুশ জনসাধারণ—অর্থাৎ কৃষক ও মজুর শ্রেণী অতিশয় নিম্নস্তরের জীবন যাপন করিত। সমাজতান্ত্রিক প্রচারকার্য স্বভাবতই তাহাদের মনোগ্রাহী হইল। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে 'সোশিয়্যাল ডিমোক্রেটিক পার্টি' নামে এক রাজনৈতিক দল গঠিত হইলে ক্রমেই ইহার সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই দলের একাংশ বল্‌শেভিক্ নামে পরিচিত ছিল। 'বল্‌শেভিক্' (Bolshevik) কথাটির মূল অর্থ হইল সংখ্যাগরিষ্ঠ। অপর পক্ষে সংখ্যালঘিষ্ঠ দল ছিল 'মেন্‌শেভিক্' (Menshevik) নামে পরিচিত। এইভাবে রাজনৈতিক চেতনাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রুশ-বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতেছিল।

(৪) শিক্ষা-বিষয়ক ও সাংস্কৃতিক

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণ থাকিলেই বিপ্লব সৃষ্টি হইতে

এমন কোন কথা নাই। এই সকল অভাব-অভিযোগের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া চাই। ফরাসী বিপ্লবের পূর্বে যেমন ফরাসী দার্শনিকগণ বিপ্লবের মানসিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করিয়াছিলেন অনুরূপ মানসিক প্রস্তুতি বিপ্লব-মাত্রেরই প্রয়োজন হইয়া থাকে। রাশিয়ার জনসাধারণের মানসিক প্রস্তুতির কাজ আরম্ভ করিলেন রুশ সাহিত্যসেবী গোর্কি, টলস্টয়, ডস্টিয়েভস্কি, তুর্গেনিভ্, আইভ্যান প্যাভ্লভ প্রভৃতি। এই সকল সাহিত্যসেবীর রচনার প্রভাবে রুশ জনসাধারণের মানসিক চেতনা বৃদ্ধি পাইল, ফলে স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার প্রতি তাহাদের এক দারুণ ঘৃণার উদ্রেক হইল। বাকুনিন ও কার্ল মার্কসের গ্রন্থ পাঠের ফলে রাশিয়ার জনসাধারণ, এমন কি অভিজাত ও মালিক শ্রেণীর মধ্যেও অত্যাচারী জার-তন্ত্রের অবসানের আগ্রহ দেখা দিল।

(৫) মানসিক : গোর্কি, টলস্টয়, তুর্গেনিভ, আইভ্যান প্যাভ্লভ ও ডস্টিয়েভস্কির রচনা : বাকুনিন ও কার্ল মার্কসের প্রভাব

এইভাবে রুশ-বিপ্লবের প্রস্তুতি যখন প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিল তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়ের ফলে জনসাধারণের আর্থিক দুর্দশা বিপ্লবের প্রত্যক্ষ কারণ হইয়া দাঁড়াইল। দেশের সর্বত্র জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে এক গভীর বিদ্বেষ এবং এই বিদ্বেষ ক্রমে প্রকাশ্য বিক্ষোভে পরিণত হইল। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে পেট্রোগ্রাড শহরে বিক্ষোভ প্রদর্শনকালে দাঙ্গা শুরু হইল। ক্রমে এই দাঙ্গা বিপ্লবে রূপলাভ করিল। শ্রমিকগণ কারখানার কাজ ত্যাগ করিয়া ধর্মঘট শুরু করিল। এই ব্যাপক দাঙ্গা ও ধর্মঘট দমনের জন্য সরকার সেনাবাহিনীকে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু সেনা-বাহিনী ধর্মঘটী শ্রমিক বা দাঙ্গাকারীদের দমন না করিয়া বিপ্লবাত্মক কার্যের সহায়তা করিতে লাগিল। এইভাবে জারতন্ত্রের অবসান যখন অবশ্যম্ভাবী তখন সৈনিক ও শ্রমিকদের প্রতিনিধিগণ 'সোভিয়েট' নামে এক বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিলেন। এই 'সোভিয়েট'-এর উদ্দেশ্য ছিল বিপ্লবকে সম্পূর্ণ-ভাবে জয়যুক্ত করিয়া দেশে কার্যকরী ও জনকল্যাণকর শাসনব্যবস্থা স্থাপন করা। এই সময়ে অকর্মণ্য জার দ্বিতীয় নিকোলাসকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করা হয়। ডুমা বা পার্লামেন্ট শাসনকার্য পরিচালনার জন্য একটি অস্থায়ী সরকার স্থাপন

(৬) প্রত্যক্ষ কারণ : প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়—জনসাধারণের দুর্দশা

জারতন্ত্রের পতন : অস্থায়ী সরকার গঠন

করে। জারতন্ত্রের পতনের সঙ্গে সঙ্গে রুশ-বিপ্লবের প্রথম পর্যায় সমাপ্ত হয়। শূন্য জারপদে আর কাহাকেও বসান হইল না, সুতরাং বাহ্যতঃ রাশিয়া এক প্রজাতান্ত্রিক দেশে পরিণত হইল।

অস্থায়ী সরকারের সমস্যা (Problems of the Provisional Government): ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের রুশ-বিপ্লবে জারতন্ত্রের পতন হইয়াছিল বটে, কিন্তু ইহার ফলে জনসাধারণের হাতে শাসনব্যবস্থা ন্যস্ত হয় নাই। ইহার জন্য দ্বিতীয় একটি বিপ্লবের প্রয়োজন ছিল।

অস্থায়ী সরকার পার্লামেন্টের (ডুমা) সদস্যদের মধ্য হইতে নির্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু প্রকৃত শাসনক্ষমতা ছিল সোভিয়েট-এর হস্তে। অস্থায়ী সরকারের নেতা অধ্যাপক মিলিন্‌কভ্ উদার-নৈতিক সংস্কারকার্যে হস্তক্ষেপ করিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি ঘোষণা করিলেন যে, জাতীয় সংবিধান সভা কর্তৃক রাশিয়ার নূতন শাসনতন্ত্র গঠন করা হইবে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সভা-সমিতিতে যোগদানের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার করা হইল। কিন্তু এই সকল উদারনৈতিক সংস্কারের ফলেও দেশের কোন প্রকৃত উন্নতি ঘটিল না। কারণ, ঐ সময়ের প্রধান প্রয়োজনই ছিল অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন। অর্থনৈতিক কারণই ছিল রুশ-বিপ্লবের প্রধান কারণ, কিন্তু এবিষয়ের দ্রুত কোন উন্নতি সাধিত না হওয়ায় জনসাধারণের মধ্যে দারুণ অসন্তোষ দেখা দিল। ইহা ভিন্ন অস্থায়ী সরকার অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবর্গ লইয়া গঠিত হইয়াছিল। অপর পক্ষে সোভিয়েট-এর সদস্যগণ ছিলেন প্রোলিটারিয়েট শ্রেণীভুক্ত। স্বভাবতই উদার এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলন হিসাবে রুশ-বিপ্লবের অগ্রগতি সম্ভব হইবে না। সোভিয়েট ও অস্থায়ী সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যহেতু এই সরকারের পতন ঘটিল। সরকার পক্ষ চাহিয়াছিলেন পাশ্চাত্ত্য দেশের ভূমি-সংক্রান্ত আইন কানুন অনুসরণ করিয়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি-বিধান করা। অথচ জনসাধারণের দাবি ছিল 'শান্তি, খাদ্য ও জমি'। যুদ্ধ এবং বিপ্লবের ফলে দেশে যে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাতে দ্রুত উন্নতিসাধনের সুযোগ ছিল না। জনসাধারণেরও ধৈর্য ধরিয়া থাকিবার অবস্থা ছিল না।

অস্থায়ী সরকারের উদার নীতি: অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনে বিলম্ব: জনসাধারণের অসন্তুষ্টি

ব্যাপক অরাজকতা: ফিন্ ও পোলদের রুশ রাষ্ট্রসংঘ ত্যাগ

ফলে, ব্যাপকভাবে জমিদার ও অভিজাত শ্রেণীর সম্পত্তি লুণ্ঠন, ধর্মঘট, যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যবাহিনীর যুদ্ধত্যাগ প্রভৃতি শুরু হইল। সমগ্র দেশে এক ব্যাপক অরাজকতা দেখা দিল। এই সুযোগে পোল ও ফিনগণ রাশিয়ার রাষ্ট্রসংঘ ত্যাগ করিল।

এমন সময়ে মেনশেভিক দলের নেতা কেরেনস্কি শাসনব্যবস্থা হস্তগত করিলেন। তিনি চাহিয়াছিলেন শাসনতান্ত্রিক উপায়ে সমাজতন্ত্রবাদ স্থাপন ও গণতান্ত্রিক সংস্কারসাধন। পররাষ্ট্রক্ষেত্রে যুদ্ধ চালাইয়া যাওয়াই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। কিন্তু মেনশেভিকদের বিরোধী পক্ষ বলশেভিক দলের নেতা লেনিন, ট্রট্স্কি, প্রভৃতি যুদ্ধ পরিচালনার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহারা চাহিয়াছিলেন প্রচলিত শাসনব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করিয়া প্রোলিটারিয়েটদের শাসন প্রবর্তন করা। যাহা হউক কেরেনস্কি সাময়িকভাবে সাফল্যের সহিত-ই আভ্যন্তরীণ শাসন এবং যুদ্ধ পরিচালনা করিয়া চলিলেন।

মেনশেভিক নেতা কেরেনস্কি কর্তৃক শাসনব্যবস্থা হস্তগত

কিন্তু বলশেভিকদের প্রচারকার্যে প্রভাবিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে রুশ সেনাবাহিনী বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। দেশের অভ্যন্তরেও প্রোলিটারিয়েট শাসন প্রবর্তনের এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা জনসাধারণের মধ্যে দেখা গেল। সেনাবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহী মনোভাব দেখা দিলে জার্মানবাহিনী সহজেই রুশ সীমান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং রিগা (Riga) নামক স্থানটি দখল করিয়া লইল। এই পরিস্থিতিতে স্বভাবতই কেরেনস্কির জনপ্রিয়তা সমূলে বিনষ্ট হইল এবং বলশেভিক দল এই সুযোগে দেশের শাসনভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিল। এইভাবে রুশ-বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায় সম্পন্ন হইল (নভেম্বর ৬, ৭, ১৯১৭)।

কেরেনস্কির শাসন-ব্যবস্থার পতন: বলশেভিক শাসন স্থাপন

রুশ-বিপ্লব—সাফল্যের কারণ (Causes of the success of the Russian Revolution): বিপ্লব শুরু করা অপেক্ষা উহাকে সাফল্যমণ্ডিত করা স্বভাবতই কঠিনতর। নেতৃত্বের ক্ষমতা ও দক্ষতা, উপস্থিত পরিস্থিতি, জনসাধারণের মানসিক প্রস্তুতি এবং অপরাপর নানাবিধ কারণে বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে। রুশ-বিপ্লবের সাফল্যের কারণ হিসাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

সাফল্যের মৌলিক কারণ

প্রথমত, বিপ্লবের সাফল্যের অন্যতম কারণ ছিল এই যে, রাশিয়ার জারের শাসনের সর্বাধিক অকর্মণ্য ও দুর্বলতম মুহূর্তে বিপ্লব শুরু হইয়াছিল।

বিপ্লবের ক্ষেত্র হিসাবে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রুশ পরাজয় রাশিয়ায় এক ব্যাপক সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতার সৃষ্টি করিয়াছিল। সকল প্রকার কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে জনসাধারণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল। প্রচলিত রীতি-নীতি সব কিছুই তখন অচল হইয়া পড়িয়াছিল। এই সকল কারণে রাশিয়া বিপ্লবের ক্ষেত্র হিসাবে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত ছিল, বিপ্লবের সাফল্যের জন্য ইহার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

নেতৃত্ব, ভাবধারা ও আনুগত্য : লেনিন, কমিউনিজম্ ও জনসাধারণের আস্থা

দ্বিতীয়ত, ব্যাপক রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে শৃঙ্খলা আনয়নের জন্য প্রয়োজন ছিল নূতন, অখণ্ড আনুগত্যের, নূতন ভাবধারার ও জনসাধারণের সুদক্ষ নেতৃত্বের (Man, doctrine and faith)—নূতন, সুদক্ষ নেতা হিসাবে লেনিন, নূতন ভাবধারা হিসাবে কমিউনিজম্ এবং প্রচলিত সমাজব্যবস্থা, রীতি-নীতি প্রভৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন জনসমাজ তখন যে-কোন নূতন নেতৃত্বে, নূতন জীবনাদর্শে আস্থাবান্। এই তিনটি উপাদান রাশিয়ায় উপস্থিত ছিল।

লেনিনের দূরদর্শিতা

তৃতীয়ত, ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে লেনিনের দূরদর্শিতা রুশ-বিপ্লবকে রক্ষা করিয়াছিল। তিনি যখন দেখিতে পাইলেন যে, পরিপূর্ণ কমিউনিজম্ দেশের সর্বনাশ সাধন করিতে চলিয়াছে তখন তিনি কমিউনিজমের মূল নীতি-বিরোধী ব্যক্তিগত ব্যবসায় (Private trading) বৈধ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এমন কি, বিদেশী মূলধনের সাহায্য লইয়া রুশ বিপ্লবকে সুদৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তিতে স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে তিনি ইংলণ্ড ও জার্মানির সঙ্গে বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তিনি ট্রট্স্কি ও জিনোভিয়েফ্-এর সহিত একমত ছিলেন না। এক কথায় লেনিনের বাস্তববাদী দূরদর্শী নীতি বিপ্লবের সাফল্যের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল।

চতুর্থত, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রুশ সেনাবাহিনীর শোচনীয় পরাজয় ঘটিতে থাকিলে যে ব্যাপক হতাশা ও বিশৃঙ্খলা শুরু হইয়াছিল তাহাতেও বিপ্লবের সাফল্য সহজতর হইয়াছিল, কারণ সেনাবাহিনীরও এক বিরাট অংশ এই বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল।

রুশ সেনাবাহিনীর বিপ্লবে অংশ গ্রহণ

সর্বশেষ, রুশ বিপ্লবের প্রাথমিক পর্যায়ে রাশিয়ায় যে অন্তর্যুদ্ধ দেখা দিয়াছিল তাহাতে বিদেশী রাষ্ট্রবর্গ বিপ্লব-বিরোধী দলকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিল। কিন্তু রুশদের মধ্যে এই বিদেশী আক্রমণের ফলে যে ঐক্যের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা বিপ্লবকে সাফল্যের পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছিল।*

বিদেশী হস্তক্ষেপের ফলে রুশ ঐক্যবৃদ্ধি

বল্‌শেভিক্ শাসন (Bolshevik Government): বল্‌শেভিক্ সরকার শাসনভার গ্রহণ করিয়াই সম্মুখীন সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হইলেন। ঐ সময়কার প্রধান সমস্যাগুলি ছিল: (১) বিপ্লবকে স্থায়ী করা এবং বিপ্লবের পশ্চাতে জনসাধারণের সমর্থন লাভ করা, (২) মার্কস্‌বাদকে কার্যকরী করা, (৩) বৈদেশিক যুদ্ধের অবসান করা।

বল্‌শেভিক সরকারের সমস্যা

নব-প্রতিষ্ঠিত বল্‌শেভিক্ সরকারের নেতা ছিলেন ট্রট্স্কি ও লেনিন। তাঁহারা বিপ্লবের সুফলগুলি যাহাতে স্থায়ী হয় সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন, মানুষে মানুষে সমতা স্থাপন, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পার্থক্য দূর করিবার জন্য জমি, শ্রম, মূলধন প্রভৃতি উৎপাদনের উপাদান মাত্রেরই রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়া ন্যায্য বণ্টন (Fair Distribution) ব্যবস্থা প্রচলন করিতে তাঁহারা মনোযোগী হইলেন। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া কাহারও কিছু রহিল না, সমষ্টির কল্যাণের জন্য সম্পত্তি মাত্রেরই জাতীয়করণ করা হইল। কারখানা,

সম্পত্তি জাতীয়করণ

*"But as formerly in the *Vendee* (in France) so now in Russia, the mere fact of foreign interference consolidated loyalty to the revolutionary regime and made the reputation of its defenders." Fisher: *A History of Europe*, p. 118-19.

শিল্পপ্রতিষ্ঠান, ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রভৃতির কোনরূপ ক্ষতিপূরণ না দিয়াই জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হইল। সরকারী ঋণ বাতিল করিয়া সরকারের আর্থিক অবস্থার উন্নতিসাধন করা হইল। দেশে শ্রমিক ও মূলধনীর মধ্যে কোন পার্থক্য রহিল না। প্রত্যেকের শ্রম করিয়া জীবিকা উপার্জন বাধ্যতামূলক করা হইল। সমগ্র রুশ জাতি হইল শ্রমিকের জাতি এবং রুশ রাষ্ট্র হইল শ্রমিকের নিয়োগ-কর্তা। এইভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা উৎপাদনের উপাদানের মালিকানা রাষ্ট্র-সম্পত্তিতে পরিণত করিয়া শোষণমুক্ত শ্রেণীভেদহীন এক সমাজের প্রতিষ্ঠা করা হইল। ফলে, সর্বসাধারণ্যে বল্‌শেভিক সরকারের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাইল।

শ্রেণী ও শোষণমুক্ত সমাজ স্থাপন

কিন্তু সম্পত্তি জাতীয়করণের ফলে যাহাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল তাহারা স্বভাবতই বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। এই বিদ্রোহ বলপূর্বক দমন করা হইল। এই সূত্রে বহুসংখ্যক ব্যক্তির প্রাণনাশ করা হইয়াছিল। ভূতপূর্ব জার দ্বিতীয় নিকোলাসও ঐ সময়ে প্রাণ হারাইয়াছিলেন।

বিদ্রোহ দমন: বহু ব্যক্তির প্রাণনাশ

পররাষ্ট্রক্ষেত্রে বল্‌শেভিক্ সরকার শান্তিস্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন। আভ্যন্তরীণ উন্নয়ন এবং জাতীয় জীবনকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপনই ছিল তখনকার সর্বপ্রধান সমস্যা। বৈদেশিক যুদ্ধে শক্তি এবং সামর্থ্য ব্যয় না করিয়া আভ্যন্তরীণ উন্নতিবিধানের জন্য বল্‌শেভিক্ সরকার জার্মানির সহিত ব্রেস্ট্-লিট্‌ভস্কের (Brest-Litvosk) সন্ধি স্বাক্ষর করিলেন। এই সন্ধির শর্তানুযায়ী রাশিয়াকে বহু স্থান ত্যাগ করিতে হইল, কিন্তু জাতির স্বার্থের খাতিরে বল্‌শেভিক সরকার সেই পন্থা অবলম্বন করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। পিটার-দি গ্রেটের পরবর্তী কালে যে সকল স্থান রাশিয়ার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল তাহার প্রায় সব কিছুই এই সন্ধির শর্তানুসারে ফিরাইয়া দিতে হইল (ম্যাপ দ্রষ্টব্য)। বৈদেশিক যুদ্ধের এইভাবে অবসান ঘটাইয়া বল্‌শেভিক সরকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকার্যে অধিকতর মনোযোগ দিতে সমর্থ হইলেন।

বৈদেশিক যুদ্ধের অবসান: ব্রেস্ট-লিট্‌ভস্কের সন্ধি

কিন্তু বল্‌শেভিক্ সরকারের সর্বাপেক্ষা অধিক বিপদ আসিল বাহির হইতে। বল্‌শেভিক্‌গণ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা পৃথিবীর সর্বত্র স্থাপিত হউক

এই ইচ্ছা করিত। তাহাদের প্রচারের আন্তর্জাতিক আবেদন ইওরোপীয় শক্তিবর্গের মধ্যে এক দারুণ ভীতির সঞ্চার করিল। যুদ্ধের ফলে প্রত্যেক দেশেই তখন অর্থনৈতিক দুর্দশা চরমে পৌঁছিয়াছিল। এমতাবস্থায় সমাজতান্ত্রিক প্রচারকার্য এবং রাশিয়ার বল্‌শেভিক্‌ বিপ্লবের সাফল্য অপরাপর দেশের জনসাধারণকেও প্রভাবিত করা ছিল স্বাভাবিক। এই কারণে ইওরোপীয় শক্তিমাত্রই প্রমাদ গণিল। তাহারা রাশিয়ার অভ্যন্তরস্থ বিপ্লব-বিরোধী দলের শক্তিবৃদ্ধির জন্য সর্বপ্রকার গোপন চেষ্টা করিতে লাগিল। এই বিপ্লব-বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন কেরেন্‌স্কি, কর্‌নিলভ, ডেনিকিন্‌ ও র‍্যাঙ্গেল। ইংলণ্ড, জাপান ও ফ্রান্স রুশ-বিপ্লব দমন করিবার জন্য রাশিয়ায় সৈন্য পাঠাইতেও দ্বিধাবোধ করিল না। কিন্তু বল্‌শেভিক্‌ সরকারের পশ্চাতে জনগণের সমর্থন থাকায় এই অপচেষ্টায় রাশিয়ার কোন ক্ষতিসাধন করা সম্ভব হইল না। রাশিয়ার কৃষক-মজুরদের সহায়তা এবং বিপ্লব-বিরোধী দলের মধ্যে ঐক্যের অভাব বল্‌শেভিক্‌ সরকারের শক্তি বৃদ্ধি করিল। বিদেশী আক্রমণ স্বভাবতই বিফলতায় পর্যবসিত হইল। ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ-কর্তৃক রুশ-বিপ্লব দমনের চেষ্টা ঐ সকল দেশের জনসাধারণ সমর্থন না করায় সৈন্য পাঠাইয়া রুশ বিপ্লব দমনের আগ্রহ ক্রমেই হ্রাসপ্রাপ্ত হইল। অবশেষে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জাপান প্রভৃতি দেশ নিজ নিজ সৈন্য রাশিয়া হইতে অপসারণ করিল। বল্‌শেভিক্‌ বিপ্লব-বিরোধী দলগুলিকে দমন করা বল্‌শেভিক্‌ সরকারের পক্ষে তখন আর কঠিন হইল না। ফলে রুশ-বিপ্লব স্থায়ী এবং সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত হইল। বিদেশী সরকারগুলি অবশ্য তখন বল্‌শেভিক্‌ সরকারকে স্বীকার করিলেন না। কিন্তু ক্রমে পরিস্থিতির চাপে বল্‌শেভিক্‌ সরকার ইওরোপীয় শক্তিবর্গের স্বীকৃতিলাভে সমর্থ হইয়াছিল।

বল্‌শেভিকদের আন্তর্জাতিক আবেদন: ইওরোপীয় শক্তিবর্গের ভীতি

ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জাপান কর্তৃক রুশ-বিপ্লব দমনের জন্য সৈন্য প্রেরণ

বৈদেশিক সৈন্যের অপসারণ: রুশ-বিপ্লবের জয়

———

চতুর্বিংশ অধ্যায়

নিকট-প্রাচ্যের সমস্যা : বার্লিন কংগ্রেস

(Near Eastern Question : Congress of Berlin)

পূর্বাঞ্চলের সমস্যা (The Eastern Question) : ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়ের অব্যবহিত পরে পূর্বাঞ্চল অথবা নিকট-প্রাচ্যের সমস্যা সাময়িকভাবে জটিলতামুক্ত ছিল বটে, কিন্তু উহার কোন স্থায়ী সমাধান তখনও সম্ভব হয় নাই। জনৈক রুশ রাজনীতিক পূর্বাঞ্চলের সমস্যাকে গেঁটেবাতের সহিত তুলনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, গেঁটেবাতের ন্যায়ই ইহা হাত বা পা, কখন কোথায় কিভাবে দেখা দিবে তাহা বলা কঠিন।*

পূর্বাঞ্চলের সমস্যা 'গেঁটেবাত'-এর সহিত তুলনীয়

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ইওরোপের বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে সংঘটিত হইয়াছিল ; স্লাভ্, গ্রীক প্রভৃতি জাতির স্বার্থবৃদ্ধি তাহাতে হয় নাই। তদুপরি ক্রিমিয়ার যুদ্ধ বৃহৎ শক্তিবর্গের ও পরস্পর স্বার্থদ্বন্দ্বের মীমাংসা করিতে সক্ষম হয় নাই। রাশিয়া ক্রিমিয়ার যুদ্ধে শুধু অপমানিত হইয়াছিল এমন নহে, কৃষ্ণসাগরে রুশ-প্রাধান্য নাশের ফলে রাশিয়ার ভীতিরও সঞ্চার হইয়াছিল। ইংলণ্ড তুরস্ক সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া ভূমধ্যসাগরের পূর্বাঞ্চলে নিজ স্বার্থ বজায় রাখিতে সচেষ্ট ছিল। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে সুয়েজ খাল চালু হইলে ব্রিটিশ স্বার্থ-রক্ষার্থ তুরস্ক সাম্রাজ্য রক্ষা করা ব্রিটিশ পররাষ্ট্র নীতির অন্যতম প্রধান নীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অথ নৈতিকক্ষেত্রে ফ্রান্স তুরস্ককে সাহায্য করিতেছিল। ফরাসী মূলধন যাহা তুরস্ক সাম্রাজ্যে খাটান হইয়াছিল উহার নিরাপত্তার জন্যও তুরস্ক সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা রক্ষা করা ছিল ফরাসী সরকারের স্বার্থ। অষ্ট্রিয়ার পক্ষে দানিউব অঞ্চলে রুশ-প্রাধান্য বিস্তার কাম্য ছিল না, কারণ,

* "This damned Eastern Question is like the gout. Sometimes it takes you in the leg, sometimes it nips your hand."—Vide, Ketelb y, P. 301.

দানিউব ছিল অস্ট্রিয়ার অর্থনৈতিক জীবনের যোগসূত্রস্বরূপ। এমতাবস্থায় ইওরোপীয় শক্তিগুলি পূর্বাঞ্চলে শান্তি বজায় রাখিবারই পক্ষপাতী ছিল। পূর্বাঞ্চলের সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা না হইলেও অন্ততঃ সাময়িকভাবেও শান্তি বজায় থাকুক ইহাই ছিল বিভিন্ন ইওরোপীয় রাষ্ট্রের ইচ্ছা। একমাত্র জার্মানির সেই অঞ্চলে কোন সরাসরি স্বার্থ ছিল না বলিয়া জার্মানি পূর্বাঞ্চলের সমস্যার স্থায়ী সমাধান কামনা করিত, কারণ পূর্বাঞ্চলের সমস্যা লইয়া কোনপ্রকার দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়া জার্মানির স্বার্থের প্রতিকূল ছিল।

কিন্তু সেই সময় পূর্বাঞ্চলের সমস্যা দেখা দিল বল্‌কান অঞ্চলে স্লাভ্ জাতির লোকদের স্বাধীনতা-স্পৃহা হইতে।*

তুর্কী সুলতান কর্তৃক পূর্বাঞ্চলের সমস্যা সমাধানের সুযোগ ত্যাগ

প্যারিসের সন্ধি (১৮৫৬ খ্রীঃ) তুর্কী সুলতানকে নিজশক্তি বৃদ্ধি করিয়া অথবা উদারনৈতিক সংস্কার দ্বারা সাম্রাজ্যাধীন প্রজাবর্গের আনুগত্য ও শ্রদ্ধা অর্জন করিয়া পূর্বাঞ্চলের সমস্যার স্থায়ী সমাধানের সুযোগ দান করিয়াছিল। কিন্তু তুর্কী সুলতান এই দুইয়ের কোন পন্থা-ই অনুসরণ করেন নাই। স্বভাবতই স্বাধীনতাকামী বল্‌কান জাতির রাজনৈতিক চেতনা এবং তুর্কী সুলতানের প্যারিস সন্ধির শর্তানুযায়ী সংস্কারসাধনে নিষ্ক্রিয়তার ফলে পূর্বাঞ্চলের সমস্যার পুনরুদ্ভব ঘটিল।

বল্‌কান রাজ্যগুলির স্বাধীনতা-স্পৃহা

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে গ্রীস স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছিল বটে, কিন্তু নবগঠিত স্বাধীন গ্রীসের রাজ্যসীমা গ্রীকগণের সন্তুষ্টিবিধান করিতে পারে নাই। তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত গ্রীকপ্রধান স্থানগুলিও গ্রীসের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য তাহারা সচেষ্ট ছিল। ইহা ভিন্ন সার্বিয়া এবং দানিউব নদীর উত্তর তীরস্থ মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া নামক দুইটি প্রদেশ তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইলেও প্রকৃতক্ষেত্রে যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করিত। এই সকল স্থানে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য এক প্রবল আগ্রহ দেখা দিল।

মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়ায় পূর্বাঞ্চলের সমস্যার পুনরুদ্ভব (Reappearance of the Eastern Question in Moldavia

* Vide, Taylor, pp. 228-29.

& Wallachia): দানিউব প্রদেশস্থ মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়ার অধিবাসিগণ একই জাতির লোক ছিল বলিয়া তাহারা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আশা পোষণ করিত। উভয় স্থানের অধিবাসিগণ নিজেদের 'রুমানিয়ান' (Roumanians) বলিয়া পরিচয় দিত এবং তাহাদের ভাষা, ঐতিহ্য সব কিছুই তাহাদের ঐক্যভাব বৃদ্ধির সহায়ক ছিল। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কী সুলতান প্যারিসের সন্ধি দ্বারা মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া এই দুইটি প্রদেশকে স্বাধীন জাতীয় শাসন-ব্যবস্থা স্থাপন, ধর্মপালনের স্বাধীনতা, আইন-প্রণয়ন এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের স্বাধীনতাদানে প্রতিশ্রুত ছিলেন। এই সকল প্রতিশ্রুতি স্বভাবতই তাহাদের স্বাধীনতা এবং ঐক্য-স্পৃহা বৃদ্ধি করিয়াছিল।

মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়ার ঐক্যবদ্ধ হওয়ার স্পৃহা

মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া একত্রিতভাবে রুমানিয়া স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করুক ইহা ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের অভিপ্রেত ছিল, কারণ এইরূপ স্বাধীন রাষ্ট্র তুরস্ক ও রাশিয়ার মধ্যবর্তী-রাজ্য (Buffer state) হিসাবে গড়িয়া উঠিলে তুরস্ক সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে রাশিয়ার অগ্রগতি প্রতিহত হইবার সম্ভাবনা ছিল। ইহা ভিন্ন তৃতীয় নেপোলিয়ন স্বভাবতই ছিলেন জাতীয়তাবাদের সমর্থক। নিজ দেশে না হইলেও অপরাপর দেশে উদার-নৈতিক আন্দোলন সাফল্যলাভ করুক ইহা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল এবং এজন্য তিনি সাহায্যদানে কুণ্ঠিত ছিলেন না। তৃতীয় নেপোলিয়ন রাশিয়ার জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারকে 'রুমানিয়া' নামক রাষ্ট্র-গঠনের পক্ষে প্রভাবিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সহানুভূতি

কিন্তু অষ্ট্রিয়া এবং তুরস্কের আপত্তিতে রুমানিয়া রাষ্ট্র-গঠন সম্ভব হয় নাই।

অষ্ট্রিয়া ও তুরস্কের বিরোধিতা

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ইওরোপীয় শক্তিবর্গ প্যারিস নগরীতে এক বৈঠকে সম্মিলিত হইয়া স্থির করিল যে, মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া পৃথক প্রদেশ হিসাবেই থাকিবে, কিন্তু তাহারা নিজ নিজ শাসনকর্তা নির্বাচন করিবে। উভয় দেশেই একটি করিয়া পার্লামেণ্ট স্থাপিত হইবে এবং উভয় দেশের পরস্পর সম্পর্কিত সমস্যাগুলির বিচার-বিবেচনার ভার একটি যুগ্ম-সভার হস্তে ন্যস্ত থাকিবে।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের প্যারিস বৈঠকের সিদ্ধান্ত

মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়ার অধিবাসীদের নিকট ইওরোপীয় শক্তিবর্গের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য ছিল না। ইতালীয় ঐক্যের দৃষ্টান্ত তাহাদের মনে অনুরূপ জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি করিয়াছিল। স্বভাবতই তাহারা ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের প্যারিস সম্মেলনের সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করিয়া চলিতে বদ্ধপরিকর হইল। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে উভয় প্রদেশই আলেকজাণ্ডার কৌজা (Alexander Couza) নামে এক অভিজাত ব্যক্তিকে শাসনকর্তা নির্বাচন করিল। এবিষয় লইয়া ইওরোপীয় শক্তিবর্গের মধ্যে, বিশেষত অষ্ট্রিয়ায় কতকটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইলেও ইতালির সহিত অষ্ট্রিয়ার যুদ্ধ তখন চলিতেছিল বলিয়া মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়ার একই শাসকের অধীনে স্থাপিত হওয়ার পক্ষে কোন বাধা হইল না। ইহার কিছুকাল পরে (১৮৬২) উভয় প্রদেশ একই পার্লামেন্টের অধীনে আসিল। সংযুক্ত প্রদেশদ্বয়ের রাজধানী হইল বুকারেস্ট্ এবং ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রের নাম হইল রুমানিয়া। রুমানিয়া অবশ্য তখনও তুর্কী সুলতানকে বাৎসরিক কর দিতেছিল। সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য এই বাৎসরিক কর দেওয়াও বন্ধ করা প্রয়োজন ছিল।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া কর্তৃক একই শাসক নির্বাচন

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়ার সংযুক্তি : রুমানিয়া রাজ্যের উৎপত্তি

আলেকজাণ্ডার কৌজা প্রজাহিতৈষী শাসক ছিলেন। তিনি রুমানিয়ার কৃষকসমাজকে জমিদারশ্রেণীর দাসত্ব হইতে মুক্তিদান করেন। শিক্ষার বিস্তারের জন্য তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং বুকারেস্ট্ ও জ্যাসির বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাঁহার সংস্কার-নীতি রুমানিয়ার অভিজাত সম্প্রদায়ের অসন্তোষের কারণ হইয়াছিল। অপরদিকে কৃষকগণও অধিকতর সুযোগ-সুবিধার আশা পোষণ করিত বলিয়া আলেকজাণ্ডার তাহাদের যে উন্নতিবিধান করিয়াছিলেন তাহাতে তাহারা সন্তুষ্ট হয় নাই। এইভাবে বিভিন্ন দিকে তাঁহার বিরুদ্ধে অসন্তোষের সৃষ্টি হইলে তাঁহার বিরুদ্ধপক্ষ ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে সমর্থ হয়।

আলেকজাণ্ডার কৌজা (১৮৫৯-৬৬)

পরবর্তী শাসক ছিলেন হোহেঞ্জোলার্ণ বংশের প্রিন্স্ ক্যারোল। তিনি রুমানিয়াকে মধ্যযুগীয় অনগ্রসর রাষ্ট্র হইতে অগ্রগতিশীল আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করিয়াছিলেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে

প্রিন্স্ ক্যারোল (১৮৬৬-১৯১৪)

তিনি রুমানিয়াকে একটি রাজতান্ত্রিক রাজ্যে পরিণত করেন এবং 'প্রিন্স্' উপাধির পরিবর্তে 'রাজা' উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁহার উদারতার ফলে রুমানিয়া ইংলণ্ডের ন্যায় একটি নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে পরিণত হইয়াছিল। তিনি রেলপথ, শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতির উন্নতির দ্বারা রুমানিয়ার অর্থ-নৈতিক পুনরুজ্জীবন সাধন করিয়াছিলেন। পররাষ্ট্র-নীতিতে তিনি প্রাশিয়ার প্রভাবাধীন ছিলেন। ক্যারোল ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন, ঐ বৎসর তিনি রাজপদ ত্যাগ করেন।

তুর্কী সরকারের ধর্মান্ধ অত্যাচারী নীতি : বল্‌কান দেশগুলিতে স্বাধীনতা আন্দোলন

রুমানিয়া রাজ্যের উৎপত্তির পর সাময়িকভাবে নিকট প্রাচ্য বা পূর্বাঞ্চলের সমস্যার কোন প্রকাশ পরিলক্ষিত হইল না বটে, কিন্তু ঐ সময়ে তুর্কী সরকার নিজ প্রজাবর্গের উপর যে অত্যাচার চালাইয়াছিলেন তাহাতে বল্‌কান দেশগুলির মধ্যে এক দারুণ অসন্তোষের সৃষ্টি হইতেছিল। তুর্কী সরকারের ধর্মান্ধ নীতি বল্‌কানের খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী দেশগুলির মধ্যে ক্রমেই বিদ্রোহের প্রস্তুতির সহায়তা করিতেছিল। স্লাভ্ জাতি-অধ্যুষিত বল্‌কান দেশগুলির প্রতি স্লাভ্ রাশিয়ার স্বাভাবিক সহানুভূতি ছিল। তুরস্ক সাম্রাজ্য হইতে বল্‌কান দেশগুলির স্বাধীনতার জন্য সার্বিয়া, বোস্‌নিয়া, মণ্টিনিগ্রো, বুলগেরিয়া প্রভৃতি স্থানে বহু গোপন সমিতি স্থাপিত হইল।

বোস্‌নিয়া ও হার্‌জেগোভিনা নামক স্থানে পূর্বাঞ্চল সমস্যার পুনরাবৃত্তি (Eastern Questions in Bosnia and Herzegovina) : ১৮৭৫ এবং ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বোস্‌নিয়া ও হার্‌জে-গোভিনা নামক দুইটি স্থানে এক ব্যাপক স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হইলে পূর্বাঞ্চলের সমস্যা পুনরায় দেখা দিল। এই দুই স্থানের আন্দোলনের পশ্চাতে তিনটি কারণ ছিল : (১) জাতীয়তা-বোধ, (২) সামাজিক ও (৩) অর্থনৈতিক। অপরাপর বল্‌কান দেশগুলির ন্যায় এই দুই স্থানেও স্বাধীনতার স্পৃহা জাগিয়াছিল। ইহা ভিন্ন উভয় স্থানেরই সামাজিক ব্যবস্থা ছিল সামন্ততান্ত্রিক। কৃষকগণ একদিকে তুর্কী রাজকর্মচারীদের শোষণে দারিদ্র্যের চরমে পৌঁছিয়া-ছিল অপরদিকে জমিদারশ্রেণীর অন্যায় অত্যাচারে তাহা-দের জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। সম্পত্তি রক্ষার লোভে অধিকাংশ

বোস্‌নিয়া ও হার্‌জেগোভিনায় স্বাধীনতা আন্দোলন

জাতীয়তাবোধ, অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক কারণ

জমিদাররাই ইস্‌লাম ধর্ম অবলম্বন করিয়া তুর্কী রাজকর্মচারীদের অপেক্ষাও অধিকতর নির্মম ও নিষ্ঠুরভাবে কৃষকদিগকে শোষণ করিতে শুরু করিয়াছিল।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে হারজেগোভিনায় আন্দোলন শুরু : বোস্‌নিয়ার আন্দোলনে যোগদান

ফলে, ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে হারজেগোভিনার কৃষকসম্প্রদায় কোনপ্রকার করদান অথবা বিনাপারিশ্রমিকে শ্রমদান বন্ধ করিল। তুর্কী সুলতান অত্যাচার দ্বারা এই আন্দোলন দমন করিতে চাহিলেন। কিন্তু অপরাপর বল্‌কান দেশগুলির সাহায্য ও সহানুভূতির ফলে আন্দোলনকারিগণ তুর্কী সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করিল। ক্রমে, বোস্‌নিয়াও এই আন্দোলনে যোগদান করিল। ইহার অব্যবহিত পরে সার্বিয়া ও মন্টিনিগ্রো তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল।

বুলগেরিয়ার আন্দোলনে যোগদান : তুর্কী সরকার কর্তৃক বুলগেরিয়ায় হত্যাকাণ্ড

ক্রমে তুরস্ক, সাম্রাজ্য-বিরোধী আন্দোলন দাবাগ্নির মত বল্‌কান দেশগুলির মধ্যে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। বুলগেরিয়াবাসীরাও এই আন্দোলনে যোগদান করিলে বিপ্লব ক্রমেই তুরস্কের নিকটবর্তী হইতেছে দেখিয়া তুর্কী সৈন্য বুলগেরিয়ায় প্রবেশ করিল এবং বহু সহস্র নরনারী ও শিশুকে হত্যা করিল।

বুলগেরিয়ার ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ইওরোপের খ্রীষ্টান দেশগুলিতে এক দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি করে। ইংলণ্ডে গ্ল্যাড্‌স্টোন তুর্কী সুলতানের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের দাবি উত্থাপন করেন। কিন্তু ইংলণ্ডের তদানীন্তন প্রধান-

ইওরোপীয় দেশগুলির নিষ্ক্রিয়তা : তুরস্কের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধ ঘোষণা

মন্ত্রী ডিজ্‌রেলী ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করিয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে যাইতে স্বীকৃত হইলেন না। তুরস্কের বিরোধিতা করিয়া তিনি তুরস্কের দুর্বলতা-বৃদ্ধি এবং উহার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে রাশিয়ার শক্তিবৃদ্ধির পক্ষপাতী ছিলেন না, কারণ ব্রিটিশ-ভারতীয় সাম্রাজ্যের প্রধান শত্রু ছিল রাশিয়া। অপরাপর ইওরোপীয় দেশগুলির মধ্যেও বুলগেরিয়ার হত্যাকাণ্ডের জন্য তুরস্কের বিরুদ্ধে সক্রিয় বিরোধিতার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। কিন্তু রাশিয়া এবিষয়ে নিরপেক্ষ রহিল না। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল রাশিয়া তুর্কী সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল।

রাশিয়া-অস্ট্রিয়া মৈত্রী

তুর্কী সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার পূর্বে রাশিয়া অস্ট্রিয়ার সহিত এক মিত্রতা-চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিল (জানুয়ারি, ১৮৭৭)। এই চুক্তির শর্তানুসারে রুশ-তুর্কী যুদ্ধে অস্ট্রিয়া নিরপেক্ষ

থাকিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছিল। বিনিময়ে অষ্ট্রিয়া বোস্‌নিয়া ও হার্‌জেগোভিনার উপর প্রাধান্য বিস্তারের অধিকার পাইবে স্থির হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন এই যুদ্ধে রাশিয়া রুমানিয়ার সাহায্যলাভেও সমর্থ হইয়াছিল।

রাশিয়া কর্তৃক রুমানিয়ার সাহায্য লাভ

ককেশাস্‌, দানিউব অঞ্চলে রাশিয়া তুর্কী সৈন্যকে সমভাবে পরাজিত করিয়া অগ্রসর হইলে তুর্কী সুলতান একবৎসরের মধ্যেই (১৮৭৮) স্যান ষ্টিফানোর সন্ধিদ্বারা রাশিয়ার সহিত যুদ্ধ মিটাইতে বাধ্য হইলেন।

তুরস্কের পরাজয়

স্যান স্টিফানোর সন্ধি, ১৮৭৮, মার্চ (The Treaty of San Stefano): স্যান ষ্টিফানোর সন্ধিদ্বারা তুরস্ক (১) রুমানিয়া, মন্টি-নিগ্রো এবং সার্বিয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। (২) বোস্‌-নিয়া ও হার্‌জেগোভিনা রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়ার যুগ্ম আধিপত্যাধীনে স্থাপিত হইল। এই দুইস্থানে অনতিবিলম্বে উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থার প্রচলন করা হইবে স্থির হইল। (৩) দানিউব নদীর তীরস্থ তুরস্কের দুর্গগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে এবং আর্মেনিয়ায় শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সাধন করিতে হইবে স্বীকৃত হইল। (৪) রাশিয়া বাটুম (Batum), কারস্‌ (Kars), বেসারাবিয়া (Bessarabia) ও দব্‌রুদ্‌জা (Dobrudja) লাভ করিল। (৫) স্যান ষ্টিফানোর সন্ধির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শর্ত ছিল এক বৃহৎ বুলগেরিয়া রাজ্যের গঠন। দানিউব নদী হইতে ইজিয়ান সাগর, কৃষ্ণসাগর ও ম্যাসিডনিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড লইয়া এই নূতন বুলগেরিয়া রাজ্য গঠিত হইল। এই রাজ্য তুরস্কের করদ-রাজ্য হিসাবে বিবেচিত হইবে; কিন্তু আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যাপারে ইহার স্বাধীনতা এবং নিজস্ব সামরিক বাহিনী থাকিবে স্থির হইল।

স্যান ষ্টিফানোর সন্ধির শর্তাদি

স্যান ষ্টিফানোর সন্ধি ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসের সন্ধির রুশ-বিরোধী শর্তগুলি নাকচ করিয়া বলকান দেশসমূহে রাশিয়াকে এক অপ্রতিহত ক্ষমতা দান করিয়াছিল। ফলে, কৃষ্ণসাগর কাস্পিয়ান সাগরের ন্যায় একটি রুশ-হ্রদে পরিণত হইয়াছিল।

প্যারিসের সন্ধি নাকচ: বলকান দেশসমূহে রুশ প্রাধান্য

বার্লিন কংগ্রেস, ১৮৭৮ (Congress of Berlin): প্যারিসের সন্ধিদ্বারা তুরস্ক সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে রাশিয়ার বিস্তার-নীতি প্রতিহত করা হইয়াছিল। ফলে, তুরস্ক সাম্রাজ্য-সংরক্ষণের নীতি প্যারিস সন্ধিতে সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী হইয়াছিল। বল্‌কান অঞ্চলে এবং কৃষ্ণসাগরের উপর রাশিয়ার একক প্রাধান্য স্থাপনের স্পৃহা ঐ সন্ধিদ্বারা রোধ করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু ১৮৭৭-৭৮ খ্রীষ্টাব্দের যুদ্ধের দ্বারা রাশিয়া তুর্কী সুলতানকে স্যান ষ্টিফানোর সন্ধি গ্রহণে বাধ্য করিয়া প্যারিসের সন্ধিতে রাশিয়ার পরাভবের ক্ষতিপূরণ করিয়া লইয়াছিল। রাশিয়া কর্তৃক এককভাবে প্যারিসের সন্ধির শর্তাদি এইভাবে নাকচ করায় পশ্চিম-ইওরোপীয় দেশগুলিতে এবং ইংলণ্ডে দারুণ প্রতিবাদ শুরু হইল। একমাত্র রাশিয়া ও বুলগেরিয়া ভিন্ন অপর কোন দেশ—এমন কি বল্‌কান দেশগুলিও স্যান ষ্টিফানোর সন্ধির শর্তাদি সহজ মনে গ্রহণ করিতে পারিল না।

ইওরোপে স্যান ষ্টিফানোর সন্ধির বিরোধিতা

ম্যাসিডনিয়া পর্যন্ত রুশ প্রাধান্য বিস্তৃত হওয়ায় গ্রীস অসন্তুষ্ট হইল, বেসারাবিয়া রাশিয়া কর্তৃক অধিকৃত হওয়ায় এবং বিনিময়ে নিকৃষ্টতর স্থান দব্‌রুদ্‌জা প্রাপ্তিতে রুমানিয়া ক্ষুণ্ণ হইল। পশ্চিম-ইওরোপীয় শক্তিবর্গ অষ্ট্রিয়া, জার্মানি প্রভৃতি রাশিয়া কর্তৃক প্যারিসের সন্ধির এইরূপ পরিবর্তনে এবং রুশ-প্রাধান্য বিস্তারে শঙ্কিত হইয়া উঠিল। ভূমধ্যসাগরের দিকে রুশ অগ্রগতিতে ইংলণ্ড ভীত ও সন্ত্রস্ত হইল। ফলে; স্যান ষ্টিফানোর সন্ধি আন্তর্জাতিক বৈঠকে উপস্থাপিত করিবার জন্য রাশিয়ার উপর চাপ দেওয়া হইল। ইংলণ্ড এবিষয়ে নেতৃত্ব গ্রহণ করিল। তুরস্ক সাম্রাজ্যের কিয়দংশ লাভ করিবার স্বার্থপর মনোবৃত্তি লইয়া অষ্ট্রিয়াও ইংলণ্ডের পক্ষ অবলম্বন করিল।

গ্রীস, রুমানিয়া, অষ্ট্রিয়া, জার্মানি, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের অসন্তুষ্টি

রাশিয়া প্রথমে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের দাবি উপেক্ষা করিয়া চলিল। কিন্তু ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী ডিজ্‌রেলীর দৃঢ়তায় এবং এবিষয় লইয়া তিনি রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে পারেন ইহা উপলব্ধি করিয়া রাশিয়া অবশেষে এক আন্তর্জাতিক বৈঠকে স্যান ষ্টিফানোর সন্ধির শর্তাদি পুনর্বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করিতে স্বীকৃত হইল। ইহা ভিন্ন রাশিয়ার

ডিজ্‌রেলীর দৃঢ়তায় স্যান ষ্টিফানোর সন্ধির শর্তাদি আন্তর্জাতিক বৈঠকে উপস্থাপনে রাশিয়ার স্বীকৃতি


রাশিয়া
অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী
মোলডাভিয়া
ওয়ালাচিয়া
দবরুদজা
দানিয়ুব নং
সার্বিয়া
বুলগেরিয়া
পূর্ব রুমেলিয়া
ম্যাসিডোনিয়া
ইতালি
গ্রীস
ভূমধ্য সাগর
বলকান রাজ্যসমূহ
বুলগেরিয়া (স্যান স্টিফানোর সন্ধি)
বার্লিনের চুক্তি (১৮৭৮) :
সার্বিয়ার সহিত সংযুক্ত
রুমানিয়ার সহিত সংযুক্ত
রুমানিয়া হইতে রাশিয়ার সহিত সংযুক্ত
০ ৫০ ১০০
মাইল

সহিত অষ্ট্রিয়ার বিরোধ শুরু হইলে বিস্মার্ক অষ্ট্রিয়ার পক্ষ অবলম্বন করিবেন ইহাও রাশিয়া উপলব্ধি করিয়াছিল।

বার্লিন চুক্তির শর্তাদি (Terms of the Berlin Treaty) : ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে বার্লিনে বিস্মার্কের সভাপতিত্বে এক আন্তর্জাতিক বৈঠকে স্যান ষ্টিফানোর সন্ধির পরিবর্তন করিয়া 'বার্লিন-চুক্তি' নামে নূতন এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল (জুলাই ১৩, ১৮৭৮)। রাশিয়া বার্লিন চুক্তি গ্রহণে বাধ্য হইল। বার্লিন চুক্তির শর্তানুসারে (১) বেসারাবিয়া, কারস্, বাটুম এবং আর্মেনিয়ার একাংশের উপর রাশিয়ার অধিকার স্বীকৃত হইল। (২) সার্বিয়া, মন্টিনিগ্রো ও রুমানিয়ার স্বাধীনতা তুর্কী সুলতান স্বীকার করিয়া লইলেন। রাশিয়াকে বেসারাবিয়া দানের ক্ষতিপূরণস্বরূপ রুমানিয়াকে দব্রুদ্জা দেওয়া হইল। (৩) বোস্নিয়া ও হার্জেগোভিনার শাসনভার অষ্ট্রিয়ার উপর স্থাপন করা হইল। অষ্ট্রিয়াকে এই দুই দেশের মধ্যবর্তী নবিবাজার (Novibazar)-এ সৈন্য মোতায়েন করিবার অধিকার দেওয়া হইল। (৪) স্যান ষ্টিফানোর সন্ধি দ্বারা যে বিশাল বুলগেরিয়া রাজ্য গঠন করা হইয়াছিল উহাকে বিভক্ত করিয়া পূর্ব-রুমেলিয়া এবং বুলগেরিয়া নামে দুইটি রাজ্য গঠন করা হইল। বুলগেরিয়া নামেমাত্র তুরস্ক সাম্রাজ্যভুক্ত রহিল। বুলগেরিয়াবাসীরা নিজেদের শাসনকর্তা নির্বাচন করিবে এবং স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতা লাভ করিবে স্থির হইল। পূর্ব-রুমেলিয়া তুরস্ক সাম্রাজ্যের অংশ হিসাবেই রহিল বটে, কিন্তু তুর্কী সুলতান খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী ভিন্ন অপর কাহাকেও রুমেলিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিবেন না এবং রুমেলিয়াবাসীদের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দান করিবেন স্থির হইল। (৫) অপর একটি চুক্তিদ্বারা ইংলণ্ড তুরস্ক সাম্রাজ্যের অবশিষ্টাংশ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্যদানের শর্তে তুর্কী সুলতানের নিকট হইতে সাইপ্রাস দখল করিল। (৬) বার্লিন কংগ্রেসে সমবেত শক্তিবর্গ গ্রীসকে থেস্যালি (Thessaly) নামক গ্রীক-অধ্যুষিত স্থানটি দিবার জন্য সুপারিশ করিলেন। ইহা অবশ্য বার্লিন চুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

বার্লিন চুক্তির শর্তাদি

সমালোচনা (Criticism) : বার্লিন চুক্তির শর্তানুসারে তুরস্ক সাম্রাজ্য স্যান ষ্টিফানোর সন্ধিদ্বারা হৃত স্থানগুলির মধ্যে মোট ত্রিশ হাজার বর্গমাইল এবং প্রায় পঁচিশ লক্ষ প্রজা ফিরিয়া পাইল। বার্লিন-

চুক্তির সাফল্য সম্পর্কে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডিজ্‌রেলী সগর্বে ঘোষণা করিয়াছিলেন: "There is again a Turkey in Europe." তিনি বার্লিন কংগ্রেস হইতে ফিরিয়া "আমরা সসম্মানে শান্তিরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছি"—এইরূপ উক্তি করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু নিরপেক্ষ বিচারে বার্লিন চুক্তির গুণ অপেক্ষা দোষ-ত্রুটিই যে অধিক ছিল তাহা স্পষ্টভাবেই বুঝিতে পারা যায়। ইহাতে রাশিয়ার কূটনৈতিক পরাজয় ঘটিয়াছিল বটে, কিন্তু অষ্ট্রিয়া, গ্রেটব্রিটেন প্রভৃতি দেশের পক্ষেও উহা সাফল্যের পরিচায়ক ছিল না।* (১) বার্লিন চুক্তির সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য ত্রুটি হইল এই যে, পূর্বাঞ্চলের সমস্যার কোন যুক্তিযুক্ত বা স্থায়ী সমাধান করিতে ইহা সক্ষম হয় নাই। তুরস্ক সাম্রাজ্যের আসন্ন পতনোন্মুখতা বোধ করিয়া বার্লিন কংগ্রেস তথা ডিজ্‌রেলী উহার অনিবার্য পতনের আনুষঙ্গিক সমস্যা জটিলতর করিয়া তুলিয়াছিলেন মাত্র। (২) বার্লিন চুক্তি বলকান অঞ্চলের জাতীয়তাস্পৃহা উপেক্ষা করিয়াছিল। বিশাল বুলগেরিয়াকে পূর্ব-রুমেলিয়া ও বুলগেরিয়া—এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া বার্লিন কংগ্রেসে সমবেত রাজনীতিকগণ অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। মাত্র সাত বৎসরের মধ্যেই (১৮৮৫) এই দুই অংশ একত্রিত হইয়া ঐক্যবদ্ধ বুলগেরিয়ার উৎপত্তি হইয়াছিল। বার্লিন কংগ্রেসের দীর্ঘ কুড়ি বৎসর পূর্বেই (১৮৫৮ খ্রীঃ) দূরদর্শী ব্রিটিশ রাজনীতিক গ্ল্যাড্‌স্টোন বলিয়াছিলেন যে, তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলে রুশ সাম্রাজ্য বিস্তারের কার্যকরী এবং স্থায়ী বাধা সৃষ্টি করিবার একমাত্র পথ হইল বল্‌কান রাজ্যগুলিকে স্বাধীনতা দান করা। স্বাধীন বল্‌কান রাশিয়ার বিস্তার প্রতিহত করিবার একমাত্র উপায়—এই কথাই তিনি বলিয়াছিলেন।† কিন্তু বার্লিনে সমবেত কূটনীতিকগণ এই সত্য

বার্লিন চুক্তির সাফল্য সম্পর্কে ডিজ্‌রেলীর উক্তি

দোষ-ত্রুটি: (১) পূর্বাঞ্চলের সমস্যা সমাধানে অকৃতকার্যতা

(২) জাতীয়তার অবমাননা—বুলগেরিয়া বিভক্ত

* "If the Congress was a defeat for Russia, it was not a complete success for Austria-Hungary or even for Great Britain." Taylor, p. 252.

† "Surely the best resistance to be offered to Russia is by strength and freedom of those countries which have to resist her. You want to place a living barrier between Russia and Turkey. There is no barrier like the breasts of free men." Gladstone, May, 4, 1858, Vide, *Grant & Temperley*, p. 385.

উপলব্ধি করিবার মত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন না। (৩) সার্বিয়াকে অষ্ট্রিয়ার শাসনাধীন অঞ্চলসমূহের দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া বার্লিন কংগ্রেস সার্বিয়াবাসীদের প্রতি গুরুতর অবিচার করিয়াছিল। ইহার ফলে বল্‌কান অঞ্চলে জার্মানির সাহায্যপুষ্ট অষ্ট্রিয়ার প্রাধান্য স্থাপিত হওয়ায় বল্‌কান সমস্যার জটিলতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই সূত্রেই ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম মহাযুদ্ধের সূচনা হইয়াছিল। (৪) মানবতার দিক হইতে বিচার করিলেও বার্লিন চুক্তি সমর্থনযোগ্য ছিল না। ম্যাসিডনিয়াকে স্যান ষ্টিফানোর সন্ধিদ্বারা গঠিত বিশাল বুলগেরিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তুরস্ক সাম্রাজ্যের সহিত পুনঃসংযুক্তি করা মানবতা বা রাজনৈতিক দূরদর্শিতা—কোন দিক দিয়াই সমর্থনযোগ্য ছিল না। বল্‌কান অঞ্চলের অধিকাংশ খ্রীষ্টান দেশগুলিই যখন স্বাধীনতা অর্জন করিয়া নিজ নিজ উন্নতি-সাধনের সুযোগ লাভ করিয়াছিল তখনও ম্যাসিডনিয়ার খ্রীষ্টানগণ প্রাচীন-পন্থী স্বৈরাচারী তুরস্ক শাসনাধীনে আরও বহুকাল নির্যাতিত হইয়াছিল। বুলগেরিয়ার অংশ হিসাবে থাকিলে ম্যাসিডনিয়াবাসীদের যে উন্নতি হইত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ম্যাসিডনিয়াকে তুরস্ক সাম্রাজ্যভুক্ত রাখিবার ফলেই ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে বল্‌কান যুদ্ধের সূত্রপাত হইয়াছিল। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের বল্‌কান যুদ্ধও বুলগেরিয়াকে বিভক্ত করিবার ফলেই সংঘটিত হইয়াছিল।

(৩) সার্বিয়ার প্রতি অবিচার

(৪) মানবতা ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার দিক দিয়া সমর্থনযোগ্য নহে

(৫) বার্লিন কংগ্রেসে বিস্‌মার্ক বল্‌কান অঞ্চলে অষ্ট্রিয়ার প্রাধান্য স্থাপনের সহায়তা করিয়া ভবিষ্যতে অষ্ট্রিয়ার উপর নিজ প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন। ঐ সময় হইতেই অষ্ট্রিয়া ও জার্মানির মধ্যে এক দৃঢ় মৈত্রী স্থাপিত হয়। ঐ মৈত্রী প্রথম মহাযুদ্ধের সময় পর্যন্ত অটুট ছিল।

(৫) বিস্‌মার্ক কর্তৃক অষ্ট্রিয়ার উপর প্রভাব বিস্তারের সুযোগ

(৬) ইংলণ্ড কর্তৃক সাইপ্রাস দখল নীতি-বিরুদ্ধ ছিল বলা বাহুল্য। তুর্কী সুলতানের মিত্রশক্তি হিসাবে ইংলণ্ড বার্লিন কংগ্রেসে যোগদান করিয়া মিত্রতার মূল্যস্বরূপ সাইপ্রাস দখল করায় একদিকে যেমন ব্রিটিশ সরকার-অনুসৃত তুরস্ক-সংরক্ষণ নীতির অবমাননা করা হইয়াছিল, অপরদিকে ইংলণ্ডের সততার

(৬) ইংলণ্ডের স্বার্থ-পরতা

সন্দিহান হইয়া এবং ইংরেজ-মৈত্রীর প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারিয়া তুরস্ক জার্মানির দিকেই ঝুঁকিয়াছিল।

ডিজ্‌রেলীর "Peace with honour" এবং "There is again a Turkey in Europe"—এই উভয় উক্তি-ই যে তাঁহার অদূরদর্শিতার পরিচায়ক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মিত্রশক্তি হিসাবে বার্লিন কংগ্রেসে যোগদান করিয়া মিত্রতার মূল্য হিসাবে সাইপ্রাস দখল করা যে সম্মানজনক ছিল না তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন; শান্তির কথা বিবেচনা করিলেও এই কথা বলিতে হয় যে, ম্যাসিডনিয়ার সমস্যার কোন যুক্তিযুক্ত সমাধান না করিয়া বার্লিন কংগ্রেস পরবর্তী বহু বৎসর ইওরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রে এক জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছিল এবং শেষ পর্যন্ত সেই সূত্র ধরিয়াই ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে বল্‌কান যুদ্ধের সৃষ্টি হইয়াছিল।* অনুরূপ বোস্‌নিয়ার সমস্যা হইতে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উদ্ভব ঘটিয়াছিল। এই যুদ্ধে অষ্ট্রিয়ার হ্যাবস্‌বার্গ রাজপরিবারের সর্বনাশ সাধিত হইয়াছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধও বল্‌কান সমস্যা সমাধানে বার্লিন কংগ্রেসের অকৃতকার্যতার ফলেই সংঘটিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। ঐতিহাসিক এ. জে. পি. টেইলর-এর মতে স্যান স্টিফানোর সন্ধি যদি বার্লিন কংগ্রেস কর্তৃক অপরিবর্তিত না হইত তাহা হইলে তুরস্ক ও অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্য অদ্যাপি টিকিয়া থাকিত।† ১৮৭৮ হইতে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইওরোপে যে শান্তি বজায় ছিল তাহা কেবল বার্লিন কংগ্রেসের সাফল্যের জন্য নহে। ঐসময়ে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের দুর্বলতা-ই ছিল ইহার প্রধান কারণ।†† বার্লিন চুক্তির ফলে ইওরোপে পুনরায় তুর্কী শক্তির যে পুনরুজ্জীবন ঘটিয়াছিল তাহা মুমূর্ষু তুরস্ক সাম্রাজ্যের মৃত্যুযন্ত্রণা বৃদ্ধিরই সামিল ছিল। উপসংহারে ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বল্‌কান

ডিজ্‌রেলীর উক্তির অসত্যতা

ঐতিহাসিক টেইলর-এর অভিমত

বার্লিন চুক্তির পরবর্তী কালে আন্তর্জাতিক শান্তির কারণ

ইওরোপের রাজনৈতিক দুর্বলতা

*Taylor, pp. 252 53.

† "If the treaty of San Stefano had been maintained, both the Ottoman empire and Austria Hungary might have survived to the present day." *Idem*

††'That the Settlement of Berlin actually lasted without, serious disturbance for a generation is a tribute as much to the importance and mutual rivalries of the powers and to the ineffectiveness of the Concert of Europe as to the enduring nature of its terms......" Ketelbey, p. 312.

অঞ্চলে যে পরস্পর-বিরোধী স্বার্থ ও আদর্শের দ্বন্দ্ব চলিতেছিল সেই অবস্থায় পূর্বাঞ্চলের সমস্যার কোন স্থায়ী সমাধান আশা করা ছিল দুরাশা মাত্র।

তথাপি ইহা স্বীকার্য যে, বার্লিন কংগ্রেস উহার কার্যকলাপ অপেক্ষা বার্লিন শহরে উহার অধিবেশন ও উহার সংগঠনের জন্যই সমধিক প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিল এবং ইওরোপীয় ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা হিসাবে পরিগণিত হইয়াছিল। (১) বার্লিনে এই সম্মেলনের অধিবেশন জার্মানির নবলব্ধ আন্তর্জাতিক মর্যাদা ও প্রতিপত্তির স্বীকৃতিস্বরূপ ছিল। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসের সন্ধিতে প্রাশিয়া দুর্বল নগণ্য শক্তি হিসাবে স্থান পাইয়াছিল। কিন্তু উহার বাইশ বৎসর পর জার্মানির রাজধানী বার্লিনের আন্তর্জাতিক কর্মকেন্দ্রে পরিণতি জার্মানি ও জার্মান জাতির মর্যাদার যেমন পরিচায়ক তেমনি জার্মানির ভবিষ্যৎ প্রাধান্যেরও ইঙ্গিতস্বরূপ। (২) কিন্তু অপর দিক দিয়া দেখিতে গেলে বার্লিনে বিস্‌মার্কের সভাপতিত্বে এই কংগ্রেসের অধিবেশন আহূত হওয়ার ফলে জার্মানিকে আন্তর্জাতিক শক্তি-সাম্য বজায় রাখিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ইহার ফলেই জার্মানি ও রাশিয়ার মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই আশঙ্কা করিয়াই বিস্‌মার্ক প্রথমে এই বৈঠক বার্লিনে না বসিয়া প্যারিসে আহূত হউক সেই চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই সময়ে ইওরোপে জার্মানির যে প্রতিপত্তি ও মর্যাদার সৃষ্টি হইয়াছিল উহার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবেই বিস্‌মার্ককে শেষ পর্যন্ত 'সাধু দালাল' (Honest Broker) সাজিতে হইয়াছিল। জার্মানির পক্ষে একদিকে যেমন অষ্ট্রিয়ার মিত্রতা রক্ষা করিয়া ভবিষ্যতে ফ্রান্স ও অষ্ট্রিয়ার মৈত্রীর পথ রুদ্ধ করা প্রয়োজন ছিল, তেমনি জার্মানির অন্তর্গত পোল্যাণ্ডের রাজ্যাংশে যাহাতে কোনপ্রকার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ঘটিতে না পারে সেজন্য রাশিয়ার সহিত মৈত্রী রক্ষা করিয়া চলিবারও প্রয়োজন ছিল। কারণ পোল্যাণ্ডের এক বিশাল অংশ ছিল রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত। এদিক দিয়া জার্মানি ও রাশিয়ার স্বার্থ ছিল সমপ্রকার। সুতরাং একদিকে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যেমন রাশিয়াকে সাহায্য করা বিস্‌মার্কের পক্ষে সম্ভব ছিল না, অনুরূপ রাশিয়াকেও সম্পূর্ণ শত্রুতে পরিণত করা সম্ভব ছিল না। আবার রাশিয়া ও ইংলণ্ডের

বার্লিন আন্তর্জাতিক কর্মকেন্দ্রে পরিণত

'সাধু দালাল'-এর ভূমিকায় বিস্‌মার্ক

পারস্পরিক সম্পর্কও যাহাতে দ্বন্দ্বমূলক না হইয়া উঠে সেদিকেও বিস্মার্ককে নজর রাখিতে হইয়াছিল। রাশিয়া ও ইংলণ্ডের মধ্যে যুদ্ধ বাধিলে বিস্মার্কের খুশি হইবারই কারণ ছিল বটে, কিন্তু সেইরূপ যুদ্ধ ঘটিলে শেষ পর্যন্ত অষ্ট্রিয়া নিজ স্বার্থ রক্ষার্থ যদি সেই যুদ্ধে যোগদান করে তাহা হইলে ইঙ্গ-রুশ যুদ্ধ ইওরোপীয় যুদ্ধে পরিণত হইবে এই ভয় বিস্মার্কের ছিল। সুতরাং সেই পরিস্থিতিরও যাহাতে উদ্ভব না ঘটে, তাহাও তাঁহাকে দেখিতে হইয়াছিল। কারণ, এইরূপ ঘটিলে ফ্রান্স ফ্রাঙ্কফার্ট-এর সন্ধি নাকচ করিয়া জার্মানির নিকট হইতে হৃত রাজ্যাংশ পুনরুদ্ধার করিতে অগ্রসর হওয়ার আশঙ্কা ছিল। সর্বশেষে, তুরস্কের বিরুদ্ধে রাশিয়াকে সাহায্য করিয়া পুনরায় ক্রিমিয়ার যুদ্ধকালীন ইঙ্গ ফরাসী-অষ্ট্রীয় মৈত্রী গঠনের কোন সুযোগদান করাও বিস্মার্কের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ, তাহা হইলে জার্মানির প্রধান শক্তি ফ্রান্সের শক্তিবৃদ্ধি ঘটিবে এবং ফ্রাঙ্কফার্ট-এর সন্ধি ভঙ্গের আশঙ্কা জন্মিবে। সুতরাং নবগঠিত ঐক্যবদ্ধ জার্মানির উত্থানের ফলে বার্লিনকে কেন্দ্র করিয়া ইওরোপে যে এক নূতন রাজনৈতিক শক্তি-সাম্যের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার প্রমাণ বার্লিন বৈঠকে পাওয়া গিয়াছিল।*

বিস্মার্কের সম্মুখে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির জটিলতা

বার্লিনের নেতৃত্বে ইওরোপে নূতন শক্তি-সাম্যের উদ্ভব

বার্লিন কংগ্রেসের পরবর্তী কালে পূর্বাঞ্চলের সমস্যার স্বরূপ, ১৮৭৮-১৯১৪ (Nature of Eastern Question, 1878-1914): বার্লিন চুক্তিতে পূর্বাঞ্চলের সমস্যার সমাধান হয় নাই, উপরন্তু ইওরোপীয় শক্তিবর্গের পরস্পর-বিরোধী স্বার্থপর নীতির ফলে বল্‌কান অঞ্চল ইওরোপের তথা সমগ্র পৃথিবীর রাজনৈতিক ঝটিকা-কেন্দ্রে পরিণত হইল। বার্লিন কংগ্রেসের অকৃতকার্যতার ফলে বল্‌কান অঞ্চলে নূতন নূতন সমস্যার উদ্ভব হইতে লাগিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের বহু বৎসর অবধিও এই সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব হয় নাই। ফলে, তুরস্ক সাম্রাজ্যের পতনে সেই

বল্‌কান সমস্যার জটিলতা

*"Tne Congress of Berlin marked an epoch in where it met, not in what it did."—Taylor, p. 253.

"The Congress of Berlin was important for what it was rather than for what it did."

সমস্যাগুলির শেষ পরিণতি ঘটে। উপরন্তু নিম্নলিখিত কারণে বল্‌কান তথা পূর্বাঞ্চলের সমস্যার জটিলতা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

কারণ : (১) বার্লিন চুক্তিতে বল্‌কান জাতীয়তার উপেক্ষা

(১) বার্লিন চুক্তি বল্‌কান জাতিগুলির জাতীয়তাবোধ ও স্বাধীনতার আশা-আকাঙ্ক্ষা উপেক্ষা করিয়াছিল। যে সকল বল্‌কান রাজ্য স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছিল সেগুলিকে জাতীয়তার ভিত্তিতে পুনর্গঠন না করায় স্বভাবতই সেই সব রাজ্যের অধিবাসিগণ নিজ নিজ দেশের সীমা বৃদ্ধি করিয়া তাহাদের মধ্যে যাহারা তখনও তুরস্ক সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল তাহাদিগকে নিজেদের সহিত ঐক্যবদ্ধ করিতে সচেষ্ট হইল। (২) ইহা ভিন্ন যে-সকল বল্‌কান জাতি তখনও তুরস্ক সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল অথবা অন্য কোন রাষ্ট্রের শাসনাধীনে স্থাপিত হইয়াছিল সেগুলিও স্বাধীনতা দাবি করিতে লাগিল। ঐ সময়ে তুরস্ক সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে "তরুণ তুর্কী" (Young Turk) বিদ্রোহ দেখা দিলে বল্‌কান দেশগুলিতে স্বাধীনতা অর্জনের বা রাজ্যবিস্তারের সুযোগ বৃদ্ধি পাইল।

(২) তুরস্ক সাম্রাজ্যভুক্ত বল্‌কান জাতির স্বাধীনতা-স্পৃহা

(৩) বোসনিয়া ও হার্জেগোভিনাকে অস্ট্রিয়ার শাসনাধীনে স্থাপন করিবার ফলে বল্‌কান অঞ্চলে জটিলতা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। জার্মানির সাহায্যপুষ্ট অস্ট্রিয়ার বল্‌কান অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার-নীতির ফলেই ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম মহাযুদ্ধের সূত্রপাত হইয়াছিল।

(৩) বোস্‌নিয়া ও হার্জেগোভিনার উপর অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য

(৪) বার্লিন চুক্তিতে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের স্বার্থপরতার পরিচয় পাইয়া তুর্কী সুলতান জার্মানির সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইয়াছিলেন। তুরস্কের সুলতান জার্মানির ও নিজ রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য বার্লিন হইতে বাগদাদ পর্যন্ত একটি রেলপথ প্রস্তুতের জন্য সচেষ্ট হইলেন।

(৪) তুরস্ক-জার্মান মিত্রতা

(৫) এই সকল কারণ ভিন্ন বল্‌কান দেশগুলি পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদ এবং ইওরোপীয় শক্তিবর্গের স্বার্থের সংঘাতে পূর্বাঞ্চলের সমস্যা এক অতিশয় জটিল সমস্যায় পরিণত হইল। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী কালের বুলগেরিয়া, গ্রীস, তুরস্ক, আর্মেনিয়া প্রভৃতি স্থানের ইতিহাসে এই সমস্যার জটিলতা পরিলক্ষিত হয়।

(৫) বল্‌কান দেশগুলির পরস্পর স্বার্থদ্বন্দ্ব

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের পর বুলগেরিয়া (Bulgaria after 1878): বুল্‌গার জাতির জাতীয়তার আশা-আকাঙ্ক্ষা উপেক্ষা করিয়া

বার্লিন কংগ্রেস বৃহৎ বুল্‌গেরিয়াকে পূর্ব-রুমেলিয়া ও বুলগেরিয়ায় বিভক্ত করিয়াছিল। কিন্তু এই কৃত্রিম বিভাগ ইতিহাসের ধারা ও ইঙ্গিতের বিরোধী ছিল বলিয়াই উহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। রুশ প্রাধান্যাধীন বৃহৎ বুল্‌গেরিয়া গঠনের ভীতির ফলেই ইওরোপীয় শক্তিবর্গ এই অদূরদর্শী নীতি অনুসরণ করিয়াছিল। কিন্তু জাতীয়-চেতনায় উদ্বুদ্ধ বুল্‌গার জাতি বার্লিন চুক্তির শর্ত উপেক্ষা করিয়া ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব-রুমেলিয়া ও বুল্‌গেরিয়াকে ঐক্যবদ্ধ করিল। ব্যাটেনবার্গের প্রিন্স আলেকজাণ্ডার এই ঐক্যবদ্ধ বুল্‌গেরিয়ার শাসনভার গ্রহণ করিলেন। ইনি রাশিয়ার জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের নিকট-আত্মীয় ছিলেন। পূর্ব-রুমেলিয়া এবং বুল্‌গেরিয়ার ঐক্যসাধনে ষ্টিফেন স্ট্যাম্বোলোভ্ (Stephen Stambolov) নামে একজন বুল্‌গার নেতার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বার্লিন কংগ্রেস কর্তৃক বুলগেরিয়ার কৃত্রিম বিভাগ

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বুল্‌গেরিয়া ও পূর্ব-রুমেলিয়ার ঐক্যসাধন

রুমেলিয়া ও বুলগেরিয়া ঐক্যবদ্ধ হওয়ায় বল্‌কান অঞ্চলের শক্তি-সাম্য (Balance of Power) বিনষ্ট হইয়াছে এই অজুহাতে সার্বিয়া বুল্‌গেরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। অবশ্য ইহার মূল কারণ ছিল বুল্‌গেরিয়ার রাজ্যবৃদ্ধিতে সার্বিয়ার ঈর্ষা।

সার্বিয়া কর্তৃক যুদ্ধ ঘোষণা

কিন্তু বুল্‌গেরিয়া আক্রমণ করিতে গিয়া সার্বিয়ান সৈন্য শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইল, এমন কি বুল্‌গেরিয়ার সৈন্য সার্বিয়ার অভ্যন্তর দেশে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইল। এই সময়ে অষ্ট্রিয়ার চাপে বুল্‌গেরিয়া যুদ্ধ ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইল এবং বুকারেস্ট্ (Bucharest)-এর সন্ধিদ্বারা যুদ্ধের পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরিয়া যাইতে উভয় দেশ স্বীকার করিল।

সার্বিয়ার পরাজয়: বুকারেষ্ট্-এর সন্ধি

স্যান ষ্টিফানোর সন্ধিদ্বারা যে বৃহৎ বুল্‌গেরিয়া রাজ্য গঠন করা হইয়াছিল উহা বিভক্ত করিয়া রুমেলিয়া ও বুলগেরিয়া এই দুইটি রাজ্যগঠনের জন্য বার্লিন কংগ্রেসে সমবেত সদস্যদের মধ্যে ডিজ্‌রেলীই ছিলেন প্রধানত দায়ী। ডিজ্‌রেলী বৃহৎ বুল্‌গেরিয়ার উপর রুশ প্রাধান্য স্থাপিত হইবে মনে করিয়া বুলগেরিয়ার আকার যথাসম্ভব ক্ষুদ্র হউক এই ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু বুল্‌গেরিয়া রাশিয়ার তাঁবেদার রাজ্য হিসাবে থাকিতে রাজী নহে এই প্রমাণ পাওয়ায়

ইওরোপীয় শক্তিবর্গের বুল্‌গেরিয়ার নীতির পরিবর্তন

সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ড ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বুল্‌গেরিয়া ও রুমেলিয়ার ঐক্যবদ্ধ হওয়া সমর্থন করিল।* অপরদিকে রাশিয়া বুল্‌গেরিয়ার বিরোধিতা শুরু করিল। স্যান ষ্টিফানোর সন্ধির পর হইতে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কয়েক বৎসরের মধ্যেই ইওরোপীয় শক্তিবর্গের বিশেষত ইংলণ্ড, রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়ার বল্‌কান নীতির পরিবর্তন ঘটিল। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্ক ও ইওরোপের শক্তিবর্গ বুল্‌গেরিয়া ও রুমেলিয়ার ঐক্য অনুমোদন করিলে রাশিয়া অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইল। ঐ বৎসরই রাশিয়া এক ষড়যন্ত্রের দ্বারা আলেকজাণ্ডারকে বুল্‌গেরিয়ার শাসনভার ত্যাগ করিতে বাধ্য করিল। পরবর্তী শাসক ফার্ডিনাণ্ড মেক্সিকোবার্গ ১৮৭৮ হইতে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করিয়াছিলেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'রাজা' উপাধি গ্রহণ করিয়া তুর্কী সুলতানের অধীনতা সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেন। ফলে, তুর্কী সুলতান বুল্‌গেরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন, কিন্তু রাশিয়ার নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া বুল্‌গেরিয়া তুর্কী সুলতানকে ক্ষতিপূরণ দান করিলে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্কের পার্লামেণ্ট বুল্‌গেরিয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার করিয়াছিল।

তুরস্ক ও ইওরোপীয় শক্তিবর্গ কর্তৃক বুল্‌গেরিয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকৃত (১৮৮৬)

আর্মেনিয়ান সমস্যা (Armenian Problem) ঊনবিংশ শতাব্দীতে তুর্কী সরকারের দমন-নীতির ফলে আর্মেনিয়াবাসীর দুর্দশার সীমা ছিল না। ইংলণ্ড ছিল আর্মেনিয়ার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। বার্লিনের চুক্তি এবং সাইপ্রাসের চুক্তিতে (Cyprus Convention) ইংলণ্ড আর্মেনিয়ানদের জন্য তুর্কী সুলতানের নিকট হইতে নানাপ্রকার সুযোগ-সুবিধা আদায় করিয়াছিল; তুর্কী সুলতান আর্মেনিয়ার উদারনৈতিক সংস্কারসাধনেরও প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। কিন্তু কার্যত তিনি এই সকল প্রতিশ্রুতি পালন করেন নাই। আর্মেনিয়ানগণ তুর্কী সরকার হইতে সুযোগ-সুবিধা আদায় করিবার উদ্দেশ্যে আন্দোলন শুরু করিলে তুর্কী সুলতান আব্দুল হামিদ দেখিলেন যে, আর্মেনিয়ার বুল্‌গেরিয়ার মত আরও একটি স্বাধীন রাজ্য গড়িয়া উঠিবার আশঙ্কা আছে। সুতরাং

আর্মেনিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলন : তুর্কী দমন-নীতি

*"A Bulgaria friendly to the Porte and jealous of foreign influence, would be a far surer bulwark against foreign aggression than two Bulgarias severed in administration..." Lord Salisbury, Vide, Ketelbey, p. 315.

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে আর্মেনিয়ান আন্দোলনকারিগণ তুর্কী সরকারের বিরোধিতা করিলে আর্মেনিয়াবাসীদের উপর অত্যাচার শুরু হইল। ১৮৯৪ ও ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে মোট পঞ্চাশ হাজার আর্মেনিয়ান তুর্কীদের অত্যাচারে প্রাণ হারাইল। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে কন্স্টান্টিনোপলস্থ আর্মেনিয়ানগণ তুর্কী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিলে একদিনে ছয় হাজার আর্মেনিয়ানকে হত্যা করা হইল। ইওরোপীয় শক্তিবর্গ স্বার্থের বশবর্তী হইয়া এবিষয়ে হস্তক্ষেপে বিরত রহিল। আর্মেনিয়ানগণও অবশেষে বুল্গারদের ন্যায় অকৃতজ্ঞ হইতে পারে এই আশঙ্কায় রাশিয়া আর্মেনিয়ানদিগকে কোনপ্রকার সাহায্য-দানে অগ্রসর হইল না। ইহা ভিন্ন আর্মেনিয়ানগণ রুশদের ন্যায় গ্রীক খ্রীষ্টান (Orthodox or Greek Christians) ছিল না, এইজন্য ধর্মের দিক দিয়াও রাশিয়া কোন দায়িত্ব উপলব্ধি করিল না। জার্মানি ও অষ্ট্রিয়া তখন নিজ নিজ স্বার্থের খাতিরে তুর্কী সুলতানের সহিত সদ্ভাব বজায় রাখিয়া চলিতেছিল। কেবলমাত্র ইংলণ্ড ছিল আর্মেনিয়ানদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। কিন্তু ইংলণ্ডের প্রতিবাদ তুর্কী সুলতান মোটেই গ্রাহ্য করিলেন না। ইংলণ্ড কর্তৃক তুরস্ক সাম্রাজ্য-সংরক্ষণ নীতির পরিণাম উপলব্ধি করিয়া লর্ড সল্সবেরি দুঃখের সহিত বলিয়াছিলেন যে, তুরস্ককে এতদিন সাহায্য করিয়া ইংলণ্ড ভুল করিয়াছে।*

আর্মেনিয়ার হত্যাকাণ্ড (১৮৯৪, ১৮৯৫ খ্রী:)

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ছয় হাজার আর্মেনিয়ান হত্যা

ইওরোপীয় শক্তিবর্গের নিষ্ক্রিয়তা: ইংলণ্ডের প্রতিবাদ

গ্রীস ও তুরস্কের যুদ্ধ (Graeco-Turkish War): বার্লিন কংগ্রেসে সমবেত রাজনীতিকদের সুপারিশ অনুযায়ী ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কী সুলতান অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও গ্রীসকে ইপাইরাস (Epirus) ও থেস্সালির (Thessaly) একাংশ দান করিয়াছিলেন। কিন্তু এই ক্ষুদ্র রাজ্যাংশ পাইয়া গ্রীসের জাতীয়তার আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইল না। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘকাল আইওনিয়ার গ্রীক দ্বীপপুঞ্জ ইংলণ্ডের শাসনাধীন ছিল। লর্ড পামারস্টোন যখন প্রধানমন্ত্রী তখন তিনি এই কয়টি দ্বীপ গ্রীসকে

ক্রীট্‌বাসীদের অপরিতৃপ্ত জাতীয়তা-স্পৃহা

* "Lord Salisbury, together with most of his countrymen came to a significant conclusion, that in supporting Turkey hitherto England put her money on the wrong horse." Vide, Ketelbey, p. 318.

ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রীক দ্বীপ ক্রীট্ তখনও তুরস্ক সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। তুর্কী শাসনাধীনে ক্রীট্‌বাসীরা বল্‌কানদের ন্যায়-ই অত্যাচারিত হইতেছিল। ১৮৩০ হইতে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তাহারা মোট চৌদ্দবার বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল। তুর্কী অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়া গ্রীসের সহিত ঐক্যবদ্ধ হইবার উদ্দেশ্যে ক্রীট্‌বাসীদের বিদ্রোহে গ্রীকগণ স্বভাবতই সম্পূর্ণ সহানুভূতিশীল ছিল। কিন্তু ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে তুর্কী সুলতানের নিকট হইতে তাহারা সংস্কারের মৌখিক প্রতিশ্রুতি ভিন্ন আর কিছুই আদায় করিতে সক্ষম হয় নাই। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ক্রীট্‌বাসীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং স্বেচ্ছায় গ্রীসের সহিত সংযুক্তির ইচ্ছা প্রকাশ করে। গ্রীস ক্রীট্‌বাসীদের সাহায্যের জন্য এক সেনাবাহিনী প্রেরণ করে এবং তুরস্ক সাম্রাজ্যভুক্ত থেস্‌ালির অংশ আক্রমণ করে। এই সূত্রে গ্রীস ও তুরস্কের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয় (১৮৯৭)। জার্মানির সাহায্যপুষ্ট তুর্কী সুলতান সহজেই গ্রীসকে পরাজিত করিয়া কয়েকটি সামরিক ঘাঁটি এবং প্রভূত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ আদায় করিলেন। আর্মেনিয়ার সমস্যার ক্ষেত্রে যেরূপ স্বার্থপর ও পরস্পর-বিরোধিতার ফলে ইওরোপীয় শক্তিবর্গ কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে নাই, এক্ষেত্রে সেইরূপ না হইলেও এই সমস্যার সমাধানে অযথা বিলম্ব ঘটিয়াছিল। অষ্ট্রিয়া ও জার্মানি ছিল তুরস্কের পক্ষে। তাহারা তুর্কী সুলতানের স্বার্থ-বিরোধী কোনও প্রস্তাব গ্রহণে রাজী ছিল না। কিন্তু ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালি ও রাশিয়ার চাপে তুর্কী সুলতান ক্রীটে স্বায়ত্তশাসন স্থাপনে বাধ্য হইলেন। এই চারি দেশের এক যুগ্ম সমিতির হস্তে ক্রীটের শাসন-ব্যবস্থা স্থাপন করা হইল। গ্রীসের রাজা জর্জের পুত্র যুবরাজ জর্জ ক্রীটের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে ক্রীট্‌বাসীরা তুরস্ক সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ গোলযোগের সুযোগ লইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এইবারও গ্রীস সাহায্য প্রেরণ করিলে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের চেষ্টায় গ্রীস সৈন্য অপসারণে বাধ্য হয়। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের বল্‌কান যুদ্ধের পর অবশ্য ক্রীট্ গ্রীসের সহিত ঐক্যবদ্ধ হয়।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ক্রীট্ বিদ্রোহ

গ্রীস-তুরস্ক যুদ্ধ (১৮৯৭)

ইওরোপীয় শক্তিবর্গের সনির্বন্ধতায় ক্রীটে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীসের সহিত ক্রীটের সংযুক্তি

তুরস্কে বিপ্লবী আন্দোলন (Revolution in Turkey): ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে পূর্বাঞ্চলের সমস্যায় এক নূতন জটিলতা দেখা দেয়। ঐ বৎসর জুলাই মাসে তুরস্কে এক বিপ্লবী আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলন "তরুণ বা নবীন তুর্কী আন্দোলন" (Young Turk Movement) নামে পরিচিত। তুর্কী সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদের অত্যাচারে দেশত্যাগী একদল তুরস্কবাসী এই বিপ্লবী দল গঠন করিয়াছিল। দেশ ত্যাগ করে নাই এমন বহু সংখ্যক তুর্কী যুবকও এই দলে যোগদান করিয়াছিল। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুবসমাজ লইয়া গঠিত 'তরুণ তুর্কী' দল তুর্কী সুলতানের অত্যাচারী শাসনের পরিবর্তে নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা-স্থাপনে বদ্ধপরিকর ছিল। তাহারা গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া স্বমত প্রকাশের স্বাধীনতা, উদার শাসনতন্ত্র স্থাপন, প্রতিনিধিমূলক পার্লামেণ্ট এবং ধর্মপালনের স্বাধীনতা দাবি করিল। তাহাদের আন্দোলন দ্রুত সমগ্র তুর্কী জাতির মধ্যে এক নব-চেতনার সৃষ্টি করিল। এমন কি, তুর্কীসৈন্যের মধ্যেও এই চেতনা জাগিল। এইরূপ অবস্থায় সুলতান দ্বিতীয় হামিদ প্রমাদ গণিলেন। পরিস্থিতির চাপে তিনি 'তরুণ তুর্কী' আন্দোলনকারীদের দাবি মানিয়া লইতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই আব্দুল হামিদ এই সকল উদারনৈতিক সংস্কার নাকচ করিয়া স্বৈরাচারী হইয়া উঠিলে 'তরুণ তুর্কী' দল তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার ভ্রাতা পঞ্চম মোহম্মদকে সুলতানপদে স্থাপন করিল (১৯০৯)।

'তরুণ তুর্কী' আন্দোলন

দ্বিতীয় হামিদের পদ-চ্যুতি : পঞ্চম মোহম্মদকে সুলতান পদে স্থাপন

এই বিপ্লবের গুরুত্ব সমগ্র বল্কান অঞ্চলে পরিলক্ষিত হইল। এই সুযোগে বুল্গেরিয়া তুরস্ক সাম্রাজ্য হইতে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন হইয়া গেল। বোসনিয়া ও হার্জেগোভিনা নামক স্থান দুইটি অষ্ট্রিয়া সম্পূর্ণভাবে দখল করিয়া লইল। ঐ সময় ইতালিও সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোযোগী ছিল। তুরস্কের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া ইতালি আফ্রিকাস্থ তুরস্ক সাম্রাজ্যাংশ ট্রিপোলি (Tripoli) দখল করিয়া লইল।

'তরুণ তুর্কী' আন্দোলনের ফলাফল

অষ্ট্রিয়া কর্তৃক বোসনিয়া ও হার্জেগোভিনা অধিকৃত হওয়ায় সার্বিয়া অত্যন্ত বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়াছিল। কারণ এই দুই স্থানের অধিবাসিগণ

সার্বিয়ানদের ন্যায় স্লাভ্ জাতির লোক ছিল। ইহা ভিন্ন বল্‌কান অঞ্চলে জার্মানির প্রাধান্য-বিস্তৃতি এবং বল্‌কান অঞ্চলে অষ্ট্রিয়ার রাজ্যবিস্তারে রাশিয়ার অসন্তুষ্টি ক্রমেই বল্‌কান রাজনীতিক্ষেত্রে এক জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছিল। এই জটিলতার ফলেই ১৯১২, ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে বল্‌কান যুদ্ধ এবং ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সৃষ্টি হইয়াছিল।

বল্‌কান অঞ্চলের জটিলতা

প্রথম বল্‌কান যুদ্ধ, ১৯১২ (The First Balkan War): 'তরুণ তুর্কী' আন্দোলনের সাফল্যের পরও তুর্কী সরকার তুরস্ক সাম্রাজ্যভুক্ত বিভিন্ন জাতিকে স্বায়ত্তশাসন দানের কোন চেষ্টা করিলেন না। উপরন্তু তুর্কী সরকার অত্যাচারের দ্বারা জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দমন করিয়া সাম্রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ় করিতে সচেষ্ট হইলেন। এই সময়ে গ্রীসদেশের মন্ত্রী ভেনিজেলোস্ (Venizelos) গ্রীস, সার্বিয়া, মন্টিনিগ্রো ও বুল্‌গেরিয়া এই কয়টি খ্রীষ্টান দেশ লইয়া 'বল্‌কান লীগ' (Balkan League) নামে একটি সংঘ স্থাপন করেন। এই সংঘের উদ্দেশ্য ছিল তুর্কী সরকারের অত্যাচার রোধ করা। অপরদিকে তুর্কী সরকার ম্যাসিডনিয়াকে দমন-নীতির দ্বারা আনুগত্যপূর্ণ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বল্‌কান লীগ অত্যাচারিত ম্যাসিডনিয়াবাসীকে উদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যে তুর্কী সুলতানকে ম্যাসিডনিয়ায় প্রতিশ্রুত সংস্কার সাধনের জন্য চাপ দিল। ইওরোপীয় শক্তিবর্গ বল্‌কান লীগকে তুরস্কের বিরুদ্ধে কোনপ্রকার আক্রমণাত্মক নীতি অনুসরণ করিতে নিষেধ করিল। কিন্তু তুরস্ক ম্যাসিডনিয়ায় কোনপ্রকার সংস্কার প্রবর্তন করিতে অস্বীকৃত হইলে বল্‌কান লীগ ইওরোপীয় শক্তিবর্গের নিষেধ না মানিয়া চতুর্দিক হইতে তুরস্ক সাম্রাজ্য আক্রমণ করিল। এই যুদ্ধ বল্‌কান যুদ্ধ নামে পরিচিত।

'বল্‌কান লীগ'

তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

সর্বত্র পরাজিত হইয়া তুর্কী সরকার লণ্ডনের চুক্তি (Treaty of London) স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইল (১৯১৩)। এই চুক্তির শর্তানুসারে কেবলমাত্র কন্‌স্টান্‌টিনোপল্ এবং থ্রেসের ক্ষুদ্র একাংশ বাদে সমগ্র বল্‌কান অঞ্চল—অর্থাৎ তুরস্ক সাম্রাজ্যভুক্ত ইওরোপীয় অঞ্চল স্বাধীন হইয়া গেল। ইহা ভিন্ন গ্রীসকে ক্রীট্ দ্বীপটিও ছাড়িয়া দিতে হইল।

লণ্ডন চুক্তি (১৯১৩)

দ্বিতীয় বল্‌কান যুদ্ধ, ১৯১৩ (The Second Balkan War): প্রথম বল্‌কান যুদ্ধের পর ম্যাসিডনিয়া দখল লইয়া বল্‌কান দেশগুলির মধ্যে এক নীচ স্বার্থপরতা শুরু হইল। বুল্‌গেরিয়া ও সার্বিয়ার মধ্যে এই বিষয় লইয়া শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ বাধিল। গ্রীস ও রুমানিয়া সার্বিয়ার পক্ষ অবলম্বন করিয়া শেষ পর্যন্ত বুল্‌গেরিয়া পরাজিত হয় এবং বুকারেস্ট্‌-এর সন্ধি দ্বারা (১৯১৩) ম্যাসিডনিয়ার উপর দাবি ত্যাগ করে। ইহা ভিন্ন রুমানিয়াকে বুল্‌গেরিয়ার একাংশ দান করিতে বাধ্য হয়। দ্বিতীয় বল্‌কান যুদ্ধের সুযোগে তুরস্ক আড্রিয়ানোপল এবং থ্রেস-এর একাংশ পুনর্দখল করিয়াছিল। বুকারেস্ট্‌-এর সন্ধিদ্বারা এই শর্তও অনুমোদিত হয়।

বুকারেস্ট্‌-এর সন্ধি (১৯১৩)

প্রথম ও দ্বিতীয় বল্‌কান যুদ্ধের গুরুত্ব (Importance of the First and the Second Balkan War): (১) ১৯১২ এবং ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের বল্‌কান যুদ্ধের ফলে ইওরোপ মহাদেশে তুরস্ক সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ পতন ঘটে। কেবলমাত্র কন্‌স্টান্টিনোপল্‌ এবং থ্রেস-এর অতি ক্ষুদ্র একাংশ ভিন্ন অপরাপর সকল তুরস্ক সাম্রাজ্য হইতে স্বাধীন হইয়া পড়ে।

তুরস্কের ইওরোপীয় সাম্রাজ্যাংশের পতন

(২) তুরস্ক সাম্রাজ্য হইতে বল্‌কান অঞ্চল সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন হইলেও বল্‌কান রাজ্যগুলির মধ্যে পরস্পর সৌহার্দ্য স্থাপিত হইল না; উপরন্তু সেগুলির পরস্পর ঈর্ষা বৃদ্ধি পাইল। (৩) বল্‌কান যুদ্ধের ফলে সার্বিয়া ও অষ্ট্রিয়ার শত্রুতা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল। বল্‌কান অঞ্চলে অষ্ট্রিয়ার প্রাধান্য-বিস্তারের প্রধান বিরোধী ছিল সার্বিয়া। স্লাভ্‌জাতি-অধ্যুষিত সার্বিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে যে স্বাভাবিক সৌহার্দ্য ছিল তাহা রুশ-অষ্ট্রিয়ার পরস্পর বিদ্বেষের ফলে অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছিল। অষ্ট্রিয়ার আক্রমণ হইতে স্লাভ্‌জাতিকে রক্ষা করা সার্বিয়া এবং রাশিয়া উভয় দেশেরই প্রধান দায়িত্বে পরিণত হইয়াছিল। অপরদিকে জার্মানির সাহায্য-প্রাপ্ত অষ্ট্রিয়াও যথেষ্ট শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। ফলে, এই পরস্পর-বিরোধী মনোভাব ক্রমে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরিণতি লাভ করে।

বল্‌কান অঞ্চলে পরস্পরের বিদ্বেষ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুতি

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

তৃতীয় প্রজাতন্ত্রাধীন ফ্রান্স

(France under the Third Republic)

তৃতীয় প্রজাতন্ত্রের সমস্যাসমূহ : (Problems of the Third Republic) : সেডানের যুদ্ধে জার্মানির হস্তে ফ্রান্সের পরাজয় ফরাসী দেশের রাজনৈতিক ও জাতীয় জীবনে এক বিরাট পরিবর্তনের সূচনা করিয়াছিল। সেডানের পরাজয়ের এবং ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের আত্মসমর্পণের সংবাদ ফ্রান্সে পৌঁছিবামাত্র ফরাসী জাতি ফ্রান্সকে এক প্রজাতান্ত্রিক দেশ বলিয়া ঘোষণা করিল। নূতনভাবে সংবিধান রচিত হওয়ার পূর্বাবধি শাসনব্যবস্থা পরিচালনার ভার 'জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকার' (Government of National Defence) নামে এক অস্থায়ী সরকারের ও 'জাতীয় সভা' (National Assembly) নামে একটি নির্বাচিত প্রতিনিধি সভার হস্তে ন্যস্ত করা হইল। এই সরকারের সম্মুখীন সমস্যাগুলি ছিল যেমন জটিল তেমনি বিভিন্ন ধরণের, যথা : (১) প্যারিসে 'কম্যুন'-বিদ্রোহ-প্রসূত অন্তর্দ্বন্দ্বের দমন ; (২) জার্মানিকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দান ; (৩) সামরিক ও শাসনতান্ত্রিক সংগঠন ; এবং (৪) চার্চ ও সমাজতন্ত্রবাদ-প্রসূত সমস্যার সমাধান।

অস্থায়ী সরকার—জাতীয় সভা

অস্থায়ী সরকারের সমস্যা

জাতীয় সভা সর্বপ্রথমেই জার্মানির সহিত চুক্তির শর্তাদি অনুমোদনের জন্য বর্দো (Bordeaux) নামক শহরে এক অধিবেশনে সম্মিলিত হইল। এদিকে প্যারিসবাসীর আপ্রাণ চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া জার্মান সৈন্য প্রথমে প্যারিস নগরীতে প্রবেশ করিয়া কয়েকদিন পর ফ্রান্সের অন্যত্র অপসরণ করিয়াছিল। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত জার্মান সৈন্য ফ্রান্সে অবস্থান করিবে ইহাই ছিল বিসমার্কের উদ্দেশ্য।

বর্দো অধিবেশন—প্যারিস কম্যুনের মর্যাদা আঘাতপ্রাপ্ত

'কম্যুন'-এর বিদ্রোহ (Revolt of the Commune) : 'কম্যুন'

(Commune) ছিল সমাজতন্ত্রবাদী, প্রজাতন্ত্রবাদী, সর্বপ্রকার শাসন-ব্যবস্থা-বর্জিত অরাজকতায় বিশ্বাসী—বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাবলম্বী জনসাধারণের একটি অদ্ভুত সংগঠন। প্যারিসের কম্যুন বহুবার ফ্রান্সের সর্বত্র বিদ্রোহের সূচনা করিয়াছিল। পূর্ববর্তী একশত বৎসরের মধ্যে অন্তত দশবার এই 'কম্যুন' ফরাসী দেশের মধ্যে বিদ্রোহবহ্নি জ্বালাইয়া তুলিয়াছিল। এই সংগঠনের সদস্যগণ সমগ্র ফরাসী দেশকে শহর ও গ্রামের ভিত্তিতে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক শহর ও গ্রামে একটি করিয়া 'কম্যুন' স্থাপন এবং উহার উপর স্থানীয় শাসনভার অর্পণের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহারা ফরাসী শাসনব্যবস্থায় অকেন্দ্রীকরণ দাবি করিয়াছিলেন।

'কম্যুন'—ইহার মতবাদ ও দাবি

তৃতীয় নেপোলিয়নের পতনের সঙ্গে সঙ্গে যে জাতীয় সভা নির্বাচিত হইল উহাতে কম্যুনের সমর্থকগণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারে নাই। জাতীয় সভায় রাজতন্ত্রের সমর্থকদের সংখ্যাই ছিল অধিক। ফলে, কম্যুনের সদস্যদের মনে এই ধারণা ও ভীতি জাগিয়াছিল যে, জাতীয় সভা হয়ত পুনরায় রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিবে। তদুপরি কম্যুনের কর্মকেন্দ্র প্যারিস নগরীকে উপেক্ষা করিয়া জাতীয় সভা যখন বর্দো শহরে অধিবেশনে সমবেত হইল তখন কম্যুনের সদস্যদের মর্যাদা আঘাতপ্রাপ্ত হইল। জাতীয় সভা যখন ফরাসী রাজতন্ত্রের স্মৃতি-বিজড়িত ভার্সাই শহরে উহার স্থায়ী কর্মকেন্দ্র স্থাপন করিল তখন জাতীয় সভা যে প্যারিস নগরীর রাজনৈতিক আবহাওয়া এড়াইয়া চলিতে ইচ্ছুক একথা 'কম্যুন' স্পষ্টভাবেই বুঝিতে পারিল। ইহা ভিন্ন প্যারিস নগরী জার্মান সৈন্যদের আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্যও প্রাণপণ চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। স্বভাবতই 'কম্যুন' জাতীয় সভার এই ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইল। প্যারিস নগরীর ঐতিহ্য, প্যারিস শহরবাসীর দুঃখ-কষ্ট, প্যারিস শহর রক্ষার জন্য তাহাদের স্বার্থত্যাগ প্রভৃতি সব কিছুই ফরাসী অস্থায়ী সরকার তথা জাতীয় সভা উপেক্ষা করিয়াছে দেখিয়া এবং প্রজাতান্ত্রিকতা বিলোপের আশঙ্কা করিয়া 'কম্যুন' এক অন্তর্দ্বন্দ্বের সূচনা করিল। জাতীয় বাহিনী (National Guard) প্যারিস নগরী যাহাতে অস্থায়ী সরকার কর্তৃক কোনভাবে আক্রান্ত হইতে না পারে সেই ব্যবস্থা করিল। গাম্বেটা (Gambeta) ছিলেন ইহার

জাতীয় সভায় রাজতান্ত্রিক সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা

'কম্যুন'কর্তৃক বিদ্রোহ ঘোষণা

অধিনায়ক। সরকার পক্ষ বিদ্রোহীদের দমন করিতে চেষ্টা করিয়া বিফল হইলেন। থিয়ার্স (Thiers) প্যারিস শহর হইতে সরকারী সৈন্য অপসারণ করিলে উহা সম্পূর্ণভাবে বিদ্রোহী কম্যুনের অধিকারে চলিয়া গেল। প্যারিস কম্যুন একটি সমাজতান্ত্রিক সরকার গঠন করিল। প্যারিস কম্যুন সমগ্র ফ্রান্সকে কম্যুনে বিভক্ত করিবার আদর্শ গ্রহণ করিয়া শাসন-ব্যাপারে চরম অকেন্দ্রীকরণের নীতি কার্যকরী করিতে চাহিল। বিভিন্ন কম্যুনের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত একটি কেন্দ্রীয় সরকার সমগ্র দেশের শাসনকার্যের পরিদর্শনমূলক ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে, একথাও কম্যুনের সদস্যগণ প্রচার করিলেন। তাঁহারা রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অধীনে শাসনকার্যের কেন্দ্রীকরণ-নীতিকে অত্যাচারী ও স্বৈরাচারী ব্যবস্থা বলিয়া নিন্দাবাদ করিলেন। তাঁহারা জনসাধারণের স্বেচ্ছায় সাহায্যদানের মাধ্যমে শাসনব্যবস্থা গঠন করিয়া শোষণ, অন্যায়, অবিচার, স্বার্থান্বেষণ প্রভৃতি শাসনব্যবস্থা হইতে বিলুপ্ত করিতে চাহিলেন।

প্যারিসের কম্যুন কর্তৃক সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপন

কিন্তু কম্যুনের সদস্যদের মধ্যেও একতার অভাব ছিল। তাঁহারা মন্ত্রী নিয়োগ, সমাজতান্ত্রিক পতাকা গ্রহণ প্রভৃতি সবই করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহারা ভার্সাই-এ স্থাপিত অস্থায়ী সরকারের বিরুদ্ধে আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না। কম্যুন বিদ্রোহকে জয়যুক্ত করিতে গিয়া তাঁহারা ভার্সাই আক্রমণ করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু এই সৈন্য কেবল অকৃতকার্য-ই হইল না, সেনাবাহিনীর বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিও প্রাণ হারাইলেন। কম্যুন প্যারিসের বহু বিত্তশালী এবং রাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ব্যক্তিকে আটক করিয়া উহার পাল্টা জবাব দিল।

কম্যুন প্রতিষ্ঠিত সরকারের মতানৈক্য

ভার্সাই আক্রমণ ব্যর্থ

থিয়ার্স ফ্রান্সের শাসনতান্ত্রিক ঐক্য বিনাশের পক্ষপাতী ছিলেন না। প্রজাতান্ত্রিকতা ফ্রান্সে বিনাশপ্রাপ্ত হইতে চলিয়াছে সেই মিথ্যা প্রচার করিয়া প্যারিস কম্যুন কিভাবে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে তিনি সেকথা সর্বজনসমক্ষে প্রকাশ করিলেন। কিন্তু তখনও ভার্সাই-এর সরকারের হস্তে যথেষ্ট সৈন্যসংখ্যা ছিল না যাহা দ্বারা প্যারিস শহর জয় করা যাইতে পারে। কিন্তু শীঘ্রই জার্মানি ও সুইট্‌জারল্যাণ্ড হইতে ফরাসী সৈন্য দেশে

ভার্সাই সরকার কর্তৃক প্যারিস শহর আক্রমণ

ফিরিয়া আসিলে প্যারিস শহর পুনর্দখল করা সম্ভব হইল। কিন্তু প্যারিস শহর রক্ষা করা অসম্ভব দেখিয়া কম্যুনের সদস্যগণ যে সকল ব্যক্তিকে আটক রাখিয়াছিলেন তাহাদিগকে হত্যা করাইলেন। ভার্সাই সরকারের সেনাবাহিনীও প্যারিস শহরে প্রবেশ করিয়া বিদ্রোহীদের উপযুক্ত শাস্তিদানে দ্বিধা করিল না। প্যারিসের রাস্তা-ঘাট অসংখ্য প্যারিসবাসীর রক্তে রঞ্জিত হইল। জার্মান সৈন্য প্যারিস শহরে প্রবেশ করিবার কালেও এইরূপ বীভৎসতা অনুষ্ঠিত হয় নাই। অবশেষে গাম্বেটার সনির্বন্ধ অনুরোধে অন্তর্যুদ্ধের অবসান ঘটিল। ভার্সাই সরকারের সামরিক বাহিনীও হত্যাকাণ্ড বন্ধ করিল। এইভাবে প্যারিস শহর পুনর্দখল করিয়া ফ্রান্সের রাজনৈতিক একতা রক্ষা করা হইল। কম্যুন বিদ্রোহীদল সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইল।

প্যারিস শহরে বীভৎসতার অনুষ্ঠান

'কম্যুন' বিদ্রোহ দমন

জার্মানির সহিত শান্তি-চুক্তি সম্পাদন (Peace Treaty with Germany): জার্মানির হস্তে পরাজয়ের ফলে ফ্রান্স ইওরোপ মহাদেশের বিভিন্ন শক্তিগুলির তুলনায় অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িল। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বাবধি ফ্রান্স ছিল ইওরোপের শ্রেষ্ঠ শক্তি। কিন্তু জার্মানির হস্তে সেডানের যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে ফ্রান্স রাষ্ট্রনৈতিক মর্যাদা ও শক্তি হিসাবে ইওরোপে চতুর্থ বা পঞ্চম পর্যায়ে নামিয়া গিয়াছিল। স্বভাবতই নূতন প্রজাতান্ত্রিক অস্থায়ী সরকারের প্রধান সমস্যাই ছিল ফ্রান্সের পুনর্গঠন। জাতীয় সভা বর্দো শহরে প্রথম অধিবেশনে সমবেত হইয়া থিয়ার্সকে (Thiers) শাসনব্যবস্থার প্রধান (Chief of the Executive) নির্বাচন করিয়াছিল। অল্পকালের মধ্যেই অবশ্য এই উপাধি পরিবর্তন করিয়া থিয়ার্সকে 'ফরাসী প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট' উপাধি দেওয়া হইল। প্রেসিডেন্ট অবশ্য জাতীয় সভার নিকট তাঁহার শাসনসংক্রান্ত কার্যাদির জন্য দায়ী থাকিলেন। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র জাতীয় সভার উপর ন্যস্ত একথাও বলা হইল। সুতরাং থিয়ার্সের সরকার একটি পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থা ছিল একথা বলা যাইতে পারে। বস্তুত, জাতীয় সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন হারাইবার সঙ্গে সঙ্গেই থিয়ার্স পদত্যাগ করিয়াছিলেন (১৮৭৩)।

থিয়ার্স ফরাসী প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট

পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থা

অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা করিয়া থিয়ার্সের সরকার দেখিলেন যে, জার্মানির সহিত যুদ্ধ, জার্মানির নিকট আল্‌সেস্-লোরেন ছাড়িয়া দেওয়া এবং কম্যুন বিদ্রোহ সব কিছুর ফলে ফরাসী রাষ্ট্রের এক অভাবনীয় আর্থিক ক্ষতি ঘটিযাছে। জনসংখ্যারও যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হইয়াছিল বলা বাহুল্য। কিন্তু জার্মান সৈন্যকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিবার একমাত্র উপায ছিল ফ্রাঙ্কফোর্ট-এর সন্ধির শর্তানুসারে স্বীকৃত ক্ষতিপূরণ মিটাইয়া দেওয়া। প্রেসিডেন্ট থিয়ার্সের কর্মতৎপরতায় ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই জার্মানির প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ মিটাইয়া দেওয়া হইল। ফলে, জার্মান সেনাবাহিনীও ফ্রান্স পরিত্যাগ করিয়া গেল। থিযার্স তাঁহার এই কর্মতৎপরতা দ্বারা ফরাসী জাতিকে জার্মান সামরিক প্রাধান্যমুক্ত করিলে কৃতজ্ঞ দেশবাসী কর্তৃক 'দেশের মুক্তিদাতা' (The Liberator of the Territory) উপাধিতে ভূষিত হইলেন।

অর্থনৈতিক বিপর্যয়

জার্মানিকে ক্ষতিপূরণ দান—জার্মান সৈন্যের অপসরণ

সামরিক ও শাসনতান্ত্রিক পুনর্গঠন (Military & Administrative Reorganisation): এদিকে সেনাবাহিনীর পুনর্গঠন করাও একান্ত প্রয়োজন ছিল। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে একটি সামরিক আইন পাস করিয়া সামরিক কর্তব্য সম্পাদন প্রত্যেক নাগরিকের উপর বাধ্যতামূলক দায়িত্ব বলিয়া ঘোষণা করা হইল। জাতীয় বাহিনী (National Guard) যাহা কম্যুন বিদ্রোহীদের পক্ষে ছিল তাহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের সামরিক আইন অদ্যাপি ফরাসী সামরিক পদ্ধতির ভিত্তি হিসাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। নূতন নূতন দুর্গ নির্মাণ ও যুদ্ধাস্ত্র তৈয়ার করা হইল এবং নূতন ধরণের ও সহজে বহনযোগ্য অস্ত্রশস্ত্র ফরাসী সৈন্যদিগকে দেওয়া হইল। এইভাবে সেডানের যুদ্ধে পর্যুদস্ত ফরাসী সেনাবাহিনীকে সুসংগঠিত ও শক্তিশালী করিয়া তোলা হইল।

সামরিক পুনর্গঠন: ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের সামরিক আইন

এযাবৎ অস্থায়ী প্রজাতান্ত্রিক সরকার ও জাতীয় সভা ফ্রান্সের শাসনকার্য পরিচালনা করিতেছিলেন। এই অস্থায়ী শাসনব্যবস্থার প্রেসিডেন্ট হিসাবে থিয়ার্স শান্তি স্থাপন ও ক্ষতিপূরণ দান করিয়া দেশকে জার্মান সৈন্যদলের কবল হইতে মুক্ত করিয়া, অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন ও সামরিক পুনর্গঠন সম্পাদন করিলেন।

থিয়ার্সের পদত্যাগ: ম্যাকম্যাহন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত

জাতীয় সভায় রাজতন্ত্রের সমর্থকদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রথম হইতেই ছিল। থিয়ার্সের কার্যের দ্বারা দেশের অবস্থা উন্নততর হইবামাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠদল থিয়ার্সের বিপক্ষে চলিয়া গেলে থিয়ার্স পদত্যাগ করিলেন। অতঃপর মার্শাল ম্যাক্‌ম্যাহন(Marshal Macmahon) প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হইলেন (১৮৭৩)।

ম্যাক্‌ম্যাহন প্রেসিডেণ্ট-পদ লাভের অব্যবহিত পরেই শাসনতন্ত্র গঠনের প্রশ্ন উঠিল। রাজতন্ত্রের সমর্থকদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল, সেজন্য তখন রাজতন্ত্র-ই পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া সকলে মনে করিল। বুর্বোঁ বংশের অনৈক বংশধর কম্‌টি ডি সেমবর্ড (Comte de Chambord)-কে তাহারা পঞ্চম হেনরী উপাধি দান করিয়া সিংহাসনে স্থাপন করিতে মনস্থ করিল। কিন্তু কম্‌টি ডি সেমবর্ড বিপ্লবী ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা গ্রহণ করিতে রাজী হইলেন না। তিনি বুর্বোঁ বংশের শ্বেত পতাকা জাতীয় পতাকা হিসাবে গ্রহণ করিবেন বলিয়া জিদ ধরিলে শেষ পর্যন্ত রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রশ্ন বাতিল হইয়া গেল। মার্শাল ম্যাক্‌ম্যাহন সাত বৎসরের জন্য স্থায়ী প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হইলেন। প্রজাতন্ত্রের সমর্থক গাম্বেটার দেশব্যাপী আন্দোলনের ফলে ফরাসী জাতির মনে যে প্রজাতান্ত্রিকতার আদর্শ জাগিয়া উঠিয়াছিল তাহাতে রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইলে দেশে প্রকাশ্য বিক্ষোভের সৃষ্টি হইত তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। যাহা হউক, রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার আশা দূরীভূত হইলে শাসনতন্ত্র গঠনের কাজ শুরু হইল।

রাজতন্ত্র পুনঃস্থাপনের আশা বিলুপ্ত

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে এক আইন পাস করিয়া সিনেট ও চেম্বার-অব-ডেপুটিজ্ (Chamber of Deputies) বা প্রতিনিধি সভা—এই দুই কক্ষ-যুক্ত একটি আইনসভা গঠনের ব্যবস্থা হইল। চল্লিশ বৎসরের ঊর্ধ্ববয়স্ক ৩০০ জন সদস্য লইয়া সিনেট এবং প্রতি চারিবৎসর অন্তর অন্তর জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া প্রতিনিধি সভা গঠিত হইবে স্থির হইল।

নূতন প্রজাতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র—দ্বি-কক্ষযুক্ত আইনসভা

এই শাসনতন্ত্র ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টারী শাসন-পদ্ধতির অনুকরণে গঠিত হইয়াছিল। মন্ত্রিসভা সমষ্টিগতভাবে এবং ব্যক্তিগতভাবে শাসনকার্যের জন্য প্রতিনিধি সভার নিকট দায়ী থাকিবেন। মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অধিক সংখ্যক সদস্য ভোটদান করিলে মন্ত্রিসভাকে

দায়িত্বমূলক মন্ত্রিসভা

পদত্যাগ করিতে হইবে। মন্ত্রিসভাকেই শাসনকার্যের প্রকৃত ক্ষমতা দেওয়া হইল। প্রেসিডেণ্ট কেবল নামেমাত্রই শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্চে স্থাপিত রহিলেন। প্রেসিডেণ্ট ও সিনেট অবশ্য ইচ্ছা করিলে প্রতিনিধি সভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারিবেন এই নীতিও গৃহীত হইল। কিন্তু নূতন সাধারণ নির্বাচনে প্রতিনিধি সভায় প্রজাতান্ত্রিক দল সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিল। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সিনেটেও প্রজাতান্ত্রিক দলের যথেষ্ট সংখ্যক সদস্য নির্বাচিত হইলে ফ্রান্সে প্রজাতান্ত্রিকতা চিরতরে কায়েম হইবার পথ প্রশস্ত হইল। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজতন্ত্রের সমর্থক ম্যাক্‌ম্যাহন স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিলে সেই স্থলে জুলেস্ গ্রীভি (Jules Grévy) নামক প্রজাতান্ত্রিক নেতা ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্ট পদে নির্বাচিত হইলেন। সেই সময় হইতে অদ্যাবধি ফ্রান্সে প্রজাতান্ত্রিক শাসন চলিয়া আসিতেছে।

প্রজাতান্ত্রিক সরকারের স্থায়িত্ব লাভ

বুলাঞ্জিস্ট্ আন্দোলন (Boulangist Movement) : জেনারেল বুলাঙ্গার (Boulanger) ছিলেন ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ সামরিক কর্মচারিবর্গের অন্যতম। তিনি যেমন ছিলেন সুদর্শন, জনপ্রিয় ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন তেমনি ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও নীতিজ্ঞানহীন। তিনি তাঁহার অধীন সৈনিকদের নানাপ্রকার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করিয়া তাহাদিগকে নিজের সমর্থক দলে পরিণত করেন। তারপর তিনি জার্মানির নিকট হইতে আলসেস্ লোরেন্ পুনরুদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যে ফ্রান্সে এক ব্যাপক প্রচারকার্য শুরু করেন। তিনি ফরাসী প্রজাতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার সংস্কার দাবি করেন। তাঁহার কর্মপন্থা অবশ্য তেমন সুস্পষ্ট ছিল না। যাহা হউক, দেশের রাজতান্ত্রিক, যাজক সম্প্রদায় তথা যে-কোন অকৃতকার্য, হতাশ ব্যক্তিমাত্রেই বুলাঙ্গারের পক্ষে যোগদান করিলে দেশে 'বুলাঞ্জিস্ট্' আন্দোলন শুরু হইল। শেষ পর্যন্ত সরকার তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু জনসাধারণ তাঁহাকে প্রতিনিধি সভার সদস্য নির্বাচিত করিল। ইতিমধ্যে বুলাঙ্গারের বিরুদ্ধে দেশের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ করিবার অভিযোগ আনীত হইলে তাঁহার বিচারভার সিনেটের উপর অর্পণ করা হইল। বুলাঙ্গার দেশ হইতে পলাইয়া গেলেন। ইহার দুই বৎসর পর তিনি ব্রাসেলস্-এ

জেনারেল বুলাঙ্গার

বুলাঞ্জিস্ট্ আন্দোলন

আন্দোলনের অসাফল্য

আত্মহত্যা করিলেন। তাঁহার পলায়নের সঙ্গে সঙ্গে বুলাঙ্গিস্ট্ আন্দোলনেরও অবসান ঘটিল এবং তাঁহার দলেরও পতন হইল।

ড্রেফুস ঘটনা (Dreyfus Affair): ক্যাপ্টেন আল্‌ফ্রেড ড্রেফুস (Alfred Dreyfus) ছিলেন জনৈক আল্‌সেশিয়ান ইহুদি। এস্টার-হেজি (Esterhazy) নামক অপর একজন সামরিক কর্মচারী ড্রেফুসের বিরুদ্ধে সামরিক গোপন তথ্যাদি প্রকাশ করিয়া দেওয়ার এক মিথ্যা অভিযোগ আনিলে সামরিক স্কুলের প্রাঙ্গণে ড্রেফুসের পোশাক হইতে সামরিক কর্ম-চারীর প্রতীক চিহ্ন (Badge of rank) ছিঁড়িয়া ফেলিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করা হইল এবং ডেভিল্‌স্ দ্বীপ (Devil's Island)-এ যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। ড্রেফুসের বক্তব্য কেহ শুনিল না। কিন্তু কিছুকাল পরে কর্ণেল পিকার্ট (Colonel Picquart) সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হইলে তিনি ড্রেফুসের বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা সেই তথ্য সংগ্রহ করিলেন। কর্ণেল পিকার্ট ড্রেফুসের পুনর্বিচার দাবি করিলেন, কিন্তু তাহাতে তিনি অকৃতকার্য হইলেন এবং শেষ পর্যন্ত পদচ্যুত হইলেন। এই ব্যাপার লইয়া দেশে দুইটি পরস্পর-বিরোধী দলের সৃষ্টি হইল। এমিল জোলা ড্রেফুসের বিচারের প্রতি কটাক্ষপাত করিলে তাঁহাকেও গ্রেপ্তার করা হইল এবং এক বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। তিনি কারাগার হইতে পলাইয়া গিয়া বিদেশে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। এইভাবে ড্রেফুসের পুনর্বিচার সম্ভব হইল না। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণেল হেনরী স্বীকারোক্তি করিলেন যে, তিনি ড্রেফুসের বিরুদ্ধে অভিযোগ-সংক্রান্ত কাগজপত্র জাল করিয়াছিলেন। এই স্বীকারোক্তির পর তিনি আত্মহত্যা করিলেন। এস্টারহেজিও অনুরূপ স্বীকারোক্তি করিয়া দেশ হইতে পলাইয়া গেলেন। এই ঘটনার পর ড্রেফুসকে নির্বাসন হইতে ফিরাইয়া আনিয়া পুনরায় বিচারে যাব-জ্জীবন কারাবাসের পরিবর্তে দশ বৎসর কারাদণ্ড দেওয়া হইল, কিন্তু প্রেসিডেণ্ট এই দণ্ডাদেশ মকুব করিয়া দিলেন। ইহাতে ড্রেফুস-বিরোধী দলের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হইল। অপরপক্ষে ড্রেফুসের সমর্থক-গণ ড্রেফুস নির্দোষ সেই কথা বিচারে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন

ড্রেফুসের বিরুদ্ধে অভিযোগ

এমিল জোলা

ড্রেফুসের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগের সত্য-প্রকাশ

ড্রেফুসের পুনর্বিচার

করিতে লাগিল

অবশেষে ড্রেফুসের পুনর্বার বিচার হইল (১৯০৬)। এবার তাঁহাকে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলিয়া ঘোষণা করা হইল এবং তাঁহার পদোন্নতি ঘটিল। পিকার্টকেও অনুরূপ পুনর্নিয়োগ করা হইল এবং তাঁহারও পদোন্নতি ঘটিল। ড্রেফুসের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ জাল করিবার ষড়যন্ত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের পদচ্যুতি ও শাস্তি হইল। ড্রেফুস-বিচারে শেষ পর্যন্ত ন্যায় ও সততার জয় ঘটিলে, তৃতীয় প্রজাতন্ত্রের উপর জনসাধারণের শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইল।

ড্রেফুসের তৃতীয় বার বিচার—নির্দোষ সাব্যস্ত

চার্চ কর্তৃক সমাজতন্ত্রবাদের বিরোধিতা (Opposition to Socialism by the Church): ফরাসী বিপ্লবের প্রারম্ভ হইতেই ফরাসী চার্চ, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ধর্মাধিষ্ঠান, রাষ্ট্রের অধীন একটি বিভাগ বলিয়া গণ্য হইল। কিন্তু ফরাসী চার্চ ফরাসী প্রজাতন্ত্রের উপর আস্থাবান ছিল না। তৃতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রতি ফরাসী চার্চের বিরোধিতা বুলাঙ্গিস্ট্ আন্দোলন ও ড্রেফুস বিচার-সংক্রান্ত আন্দোলনে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। বহু ধর্মযাজক এই দুই আন্দোলনের কালে তৃতীয় প্রজাতান্ত্রিক সরকারের বিপক্ষে যোগদান করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন চার্চ ও ধর্মযাজকগণ বিরাট পরিমাণ সম্পত্তি ও অর্থ সঞ্চয় করিয়া নিজ নিজ শক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি করিয়াছিল। সেই সময়ে শিক্ষায়তনগুলির অধিকাংশ-ই ছিল চার্চের পরিচালনাধীন। সেই সূত্রে যাজক সম্প্রদায় রক্ষণশীলতা ও প্রজাতান্ত্রিকতার বিরোধিতা প্রচারের সুযোগ পাইত। এমতাবস্থায় ফরাসী যাজক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এক তীব্র জনমতের সৃষ্টি হইল। ওয়ালডেক্-রুশো (Waldeck-Rousseau) মন্ত্রিসভা ও প্রজাতান্ত্রিক সরকারের নিরাপত্তার জন্য চার্চের ক্ষমতা হ্রাস করা একান্ত প্রয়োজন বোধ করিলেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে একটি আইন (Law of Associations) পাস করিয়া নূতন কোন ধর্মসংঘ বা রাজনৈতিক সংঘ গঠন করিতে সরকারের অনুমতি গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক বলিয়া ঘোষণা করা হইল। সরকারের অননুমোদিত যাবতীয় ধর্মসংঘ ও রাজনৈতিক সংঘ ভাঙ্গিয়া দেওয়ার আদেশও জারী করা হইল। ইহার পর ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মযাজকগণ কর্তৃক বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। চার্চের অধীন বিদ্যালয়গুলি উঠাইয়া দিতে বা রাষ্ট্রের নিকট

চার্চ ও যাজক সম্প্রদায় কর্তৃক প্রজাতান্ত্রিক সরকারের বিরোধিতা

ওয়ালডেক-রুশো মন্ত্রিসভার আইন

ছাড়িয়া দিতে আদেশ দেওয়া হইল। পর বৎসর রাষ্ট্র ও চার্চের পৃথকীকরণ আইন (Law of Separation) পাস করিয়া ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়ন পোপের সহিত যে চুক্তি (Concordat) স্বাক্ষর করিয়াছিলেন তাহা বাতিল করিয়া দেওয়া হইল। চার্চকে রাষ্ট্র হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া দিয়া তৃতীয় প্রজাতন্ত্রকে সম্পূর্ণভাবে ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করা হইল। চার্চের জমি দখল করিবার সর্বোচ্চ পরিমাণ বাঁধিয়া দেওয়া হইল। রাষ্ট্র হইতে চার্চ কোনপ্রকার অর্থ সাহায্য পাইবে না, চার্চের অধীন ধর্মাধিষ্ঠানে সকলে সমভাবে প্রবেশাধিকার পাইবে—এই সকল শর্ত প্রবর্তিত হইল। এইভাবে ফরাসী তৃতীয় প্রজাতন্ত্র সম্পূর্ণভাবে ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত হইল।

চার্চ ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণ

প্রজাতান্ত্রিক ফ্রান্সের ধর্ম-নিরপেক্ষতা

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ইওরোপে সমাজতান্ত্রিক মতবাদ ক্রমেই প্রাধান্য লাভ করিতেছিল। ফ্রান্সেও সমাজতন্ত্রবাদের প্রভাব ক্রমেই শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিল। সমাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী ফরাসীগণ শোষণহীন সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা স্থাপনের পক্ষপাতী ছিল। তাহাদের আন্দোলনের ফলে কতকগুলি সমাজতান্ত্রিক আইন-কানুন প্রবর্তিত হইল। এগুলির মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকার দান (১৮৮৪), শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ দানের আইন (১৮৯৮), শ্রমিকদের কর্মকাল দশ ঘণ্টায় নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া (১৯০৬) ও বৃদ্ধাবস্থায় পেনশন্ বা ভাতা দানের আইন (১৯১০) প্রভৃতি আইন পাস করা হইল। এই সকল উন্নয়নমূলক আইন পাস হইলে স্বভাবতই পূর্বেকার ধর্মঘট ও অন্যান্য প্রকার গোলযোগের কতকটা অবসান ঘটিল। কিন্তু ইহার পরও শ্রমিকদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য আন্দোলন বন্ধ হইল না।

ফ্রান্সে সমাজতন্ত্রবাদের প্রসার

শ্রমিক-উন্নয়ন আইন

তৃতীয় প্রজাতান্ত্রিক ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক বিস্তৃতি (French Colonial Expansion under the Third Republic): ইউট্রেক্ট-এর সন্ধি (১৭১৩) ও সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের পর প্যারিসের সন্ধির (১৭৬৩) ফলে ফ্রান্স (ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে) যে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিল উহার

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের উপনিবেশ হস্তচ্যুত

অধিকাংশই ইংলণ্ডের নিকট ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যুগে ফরাসী উপনিবেশ ওয়েস্ট্ ইণ্ডিজ, আফ্রিকায় সেনিগাল, ভারতবর্ষে ও নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের নিকটে কয়েকটি স্থানে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে ফ্রান্স ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গঠনের দিকে মনোনিবেশ করিল। প্রথমেই ফ্রান্স আফ্রিকার উপকূলে আল্‌জিরিয়া অধিকার করিল। ১৮৫৮ হইতে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ফ্রান্স কোচিন চীন, কম্বোজ বা ক্যাম্বোডিয়া অধিকার করিল। ইহার কিছুকাল পর আফ্রিকায় টিউনিস, গিনি, ড্যাহোমে, আইভরি কোস্ট, নাইজেরিয়া অঞ্চল, কঙ্গোর উত্তরাংশ প্রভৃতি ফ্রান্সের অধিকারে আসিল। এশিয়ায় আনাম, টন্‌কিং, মাদাগাস্কার ফ্রান্স কর্তৃক অধিকৃত হইল। ইহা ভিন্ন উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ফ্রান্স মরক্কো নিজ অধিকারে আনিতে সক্ষম হইল।

উনবিংশ শতাব্দীতে ফরাসী ঔপনিবেশিক বিস্তার-নীতি

বিভিন্ন অঞ্চলে উপনিবেশ

ষড়বিংশ অধ্যায়

প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তী যুগের বৈশিষ্ট্য (১৮৭১-১৯১৪)

(Characteristics of the Age preceding World War I)

সশস্ত্র শান্তির যুগ বা আপাত শান্তির পশ্চাতে যুদ্ধপ্রস্তুতির যুগ (Age of Armed Peace) : প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তী যুগকে (১৮৭১-১৯১৪) "শান্তির অন্তরালে সামরিক প্রস্তুতির যুগ" (Age of Armed Peace) নামে অভিহিত করা হইয়াছে। মোটামুটিভাবে বিবেচনা করিলে এই দীর্ঘকালের মধ্যে পশ্চিম-ইওরোপে কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয় নাই। পূর্ব-ইওরোপে বার্লিনের চুক্তির পর হইতে প্রথম বল্‌কান যুদ্ধের (১৯১২) পূর্ব পর্যন্ত কোন ব্যাপক যুদ্ধ ঘটে নাই। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের রুশ-জাপানী যুদ্ধে রাশিয়া এক পক্ষে যোগ দিলেও এই যুদ্ধকে ইওরোপীয় যুদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করা হয় না। ১৮৭১-১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই দীর্ঘকাল ছিল ইওরোপের প্রস্তুতির যুগ। সামরিক ও অর্থনৈতিক দিক

শান্তির অন্তরালে সামরিক প্রস্তুতির যুগ

১৮৭১-১৯১৪ পর্যন্ত যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য

দিয়া এই যুগে এক অভূতপূর্ব প্রস্তুতি শুরু হইয়াছিল। এ যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল: (১) শিল্পোন্নতি, (২) শ্রমিক আন্দোলন, (৩) সমাজতন্ত্রবাদ ও (৪) সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদ।

(১) শিল্পোন্নতি (Industrialism): বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন যন্ত্রপাতির আবিষ্কার ইওরোপীয় দেশগুলির উৎপাদন-প্রণালীর আমূল পরিবর্তন ঘটাইয়াছিল। পোল্যাণ্ড, রাশিয়া প্রভৃতি দেশেও ক্রমে শিল্পবিপ্লবের প্রভাব বিস্তারলাভ করিয়াছিল। প্রত্যেক দেশেই মানুষের শ্রমের পরিবর্তে বাষ্প ও বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহৃত হইতেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বাষ্পের পরিবর্তে বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা কলকারখানা চালান আরম্ভ হইয়াছিল এবং কয়লার পরিবর্তে খনিজ তেলের ব্যবহারে যন্ত্রপাতি চালাইবার পদ্ধতি শুরু হইয়াছিল। টেলিগ্রামের পরিবর্তে বেতার, ঘোড়ার পরিবর্তে মোটরগাড়ী, বাইসাইকেল প্রভৃতির ব্যবহার শুরু হইয়াছিল। চিকিৎসাশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র প্রভৃতিরও অভাবনীয় উন্নতি ঘটিয়াছিল।

বিজ্ঞানের উন্নতি

শিল্পক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে বৃহদায়তন শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সকল প্রতিষ্ঠানে শ্রম-বিভাজন নীতি (Division of Labour) প্রভৃতির প্রয়োগে অল্প সময়ে বেশি এবং উন্নত ধরণের সামগ্রী প্রস্তুত হইতে লাগিল। বৃহদায়তন শিল্পের প্রতিযোগিতায় কুটিরশিল্প স্বভাবতই টিকিতে পারিল না।

বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে শিল্পোন্নতি

শিল্পোন্নতির অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে পরিবহণ-ব্যবস্থারও উন্নতি ঘটিল। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ অর্থনৈতিক দিক দিয়া একে অপরের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িল। বাণিজ্য নিজ দেশের সীমা অতিক্রম করিয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পরিণত হইল।

পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতি: আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

কারখানার শ্রমিক সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ক্রমে তাহারাও নানাপ্রকার সুযোগ-সুবিধা আদায়ের জন্য মালিক পক্ষের সহিত যুঝিতে শুরু করিল। অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা আদায় করিতে হইলে রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রয়োজন তাহা তাহারা উপলব্ধি করিল এবং সেজন্য আন্দোলন শুরু করিল।

কারখানায় স্ত্রীলোকগণ পুরুষদের সমপর্যায়ে কাজ করিয়া ক্রমে পুরুষদের সহিত সমান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই সমতা লাভের জন্য নারীজাতির আন্দোলন শুরু হইয়াছিল এবং প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বেই নারীজাতিকে নানাপ্রকার বিশেষ সুবিধাদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। শিক্ষা, চাকরি, সম্পত্তিভোগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে নানা কিছু সুবিধা তাহারা লাভ করিয়াছিল। প্রথম মহাযুদ্ধ অবসানের অল্পকালের মধ্যেই নারীজাতির আইনগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির এক আমূল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল।

নারীজাতির সামাজিক, রাজনৈতিক, আইনগত ও অর্থনৈতিক মর্যাদা বৃদ্ধি

(২) শ্রমিক আন্দোলন (Working Class Movement): ১৮৭১-১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ৪৩ বৎসরের মধ্যে শ্রমিক সম্প্রদায়ের নানাবিধ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। শিল্পোন্নতির ফলে ধনী, দরিদ্র বা মূলধনী ও শ্রমজীবী এই নূতন সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল। মূলধনী সম্প্রদায়ের সর্বপ্রকার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধা ও প্রতিপত্তি দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছিল। কিন্তু যে শ্রমিকদের কাজে খাটাইয়া তাহারা এই সকল সুযোগ-সুবিধা ও মর্যাদার অধিকারী হইয়াছিল তাহাদের অবস্থা দিন দিনই শোচনীয় হইয়া উঠিতেছিল। শ্রমিকগণ মূলধন ও সংগঠনশক্তি ও উদ্যম-উৎসাহের অভাবহেতু মালিক শ্রেণীর নিকট সামান্য অর্থের বিনিময়ে কাজ করিত। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বলিয়া স্বভাবতই তাহাদের কিছু ছিল না। শিল্পোন্নতির ফলে শিল্পকেন্দ্রিক শহর গড়িয়া উঠিল। ঐ সকল শহরে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ঘিঞ্জি বস্তি এলাকায় বসবাস করিবার ফলে শ্রমিক শ্রেণী স্বাস্থ্য ও নৈতিক চরিত্র উভয়ই হারাইল। অধিক শ্রম, বেকারত্বের ভয় এবং আর্থিক অনটনের মধ্যে থাকিয়া ক্রমেই শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হইল। ফলে, নিজেদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা আদায়ের জন্য

শিল্প-বিপ্লবের ফলে উদ্ভূত মালিক এবং শ্রমিক শ্রেণী

শ্রমিকদের আর্থিক, দৈহিক ও নৈতিক অবনতি

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা আদায়ের জন্য শ্রমিকদের আন্দোলন

তাহারা আন্দোলন শুরু করিল। এই শ্রমিক আন্দোলনের তিনটি বিভিন্ন পর্যায় ছিল: (ক) ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন, (খ) শ্রমিকহিতৈষী আন্দোলন ও (গ) সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন।

(ক) ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন (Trade Unionism): মালিক শ্রেণী হইতে আর্থিক সুযোগ-সুবিধা আদায় করিতে হইলে ব্যক্তিগত দাবি অপেক্ষা সমষ্টিগতভাবে দাবি উত্থাপন করা বহু বেশি কার্যকরী হইবে এই বিবেচনা করিয়া শ্রমিক শ্রেণী ট্রেড ইউনিয়ন নামক শ্রমিক-সংঘ স্থাপন করিতে শুরু করিল। মালিক শ্রেণীর সহিত দ্বন্দ্বে নিজেদের স্বার্থরক্ষার একমাত্র সহজ পন্থা হিসাবেই সর্বত্র শ্রমিক শ্রেণী সংঘবদ্ধ হইতে লাগিল।

শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক সংঘবদ্ধ তার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা উপলব্ধ

একই প্রকার কার্যে নিযুক্ত শ্রমিকদের সংগঠন স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা সহজেই উপলব্ধ হইল। শ্রমিকদের সংঘবদ্ধতা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগেই ইওরোপের বিভিন্ন দেশে পরিলক্ষিত হইয়াছিল, কিন্তু মালিক শ্রেণীর শ্রমিক সংঘ-বিরোধিতা এবং সংঘবদ্ধ শ্রমিকদের উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য ইংলণ্ডে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের পূর্ব অবধি ট্রেড ইউনিয়ন বে-আইনী ছিল। কিন্তু ক্রমে ইংলণ্ড এবং অপরাপর দেশে ট্রেড ইউনিয়ন আইনত স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছিল। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে, ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে, ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানিতে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করা আইনসম্মত বলিয়া ঘোষণা করা হয়। এই সকল সংঘের একমাত্র অস্ত্র ছিল ধর্মঘট। ধর্মঘট দ্বারা কলকারখানার কাজ অচল করিয়া মালিক শ্রেণী হইতে সুযোগ-সুবিধা এবং শ্রমিকহিতৈষী ব্যবস্থা আদায় করা, ধর্মঘটের সময়ে শ্রমিকদিগকে ট্রেড ইউনিয়ন তহবিল হইতে সাহায্য দান করা এবং শোষণ, ছাঁটাই বা অন্যায়ভাবে পদচ্যুতি হইতে শ্রমিকদের রক্ষা করা হইল ট্রেড ইউনিয়নের প্রধান উদ্দেশ্য।

শ্রমিক শ্রেণী ও রাষ্ট্রের বিরোধিতা

ট্রেড ইউনিয়ন ক্রমে আইনসম্মত হিসাবে স্বীকৃত

(খ) শ্রমিকহিতৈষী আন্দোলন (Humanitarianism): শ্রমিকদের দুরবস্থা লক্ষ্য করিয়া বিভিন্ন দেশের মালিক শ্রেণী, রাষ্ট্র, পৌর-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি যাহারা শ্রমিক কাজে খাটায় তাহারা স্বেচ্ছায় কতক কতক শ্রমিকহিতৈষী ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিল। বিভিন্ন দেশের সরকার কর্তৃক

ফ্যাক্টরী আইন, শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইন, ইন্‌সিওরেন্স ব্যবস্থা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গৃহ প্রভৃতির উন্নয়নমূলক আইন পাস করিয়া শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি বিধানের চেষ্টা করা হইয়াছিল। স্বৈরাচারে বিশ্বাসী জার্মানির চ্যান্সেলর বিস্‌মার্কও শ্রমিকদের উপকারার্থে কতকগুলি আইন পাস করিয়াছিলেন। প্রজাহিতৈষী আন্দোলন স্বপ্রণোদিত ছিল বলিয়া ইহা Humanitarianism নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহার ফলে শ্রমিক আন্দোলন অধিকতর উৎসাহ লাভ করিয়াছিল।

রাষ্ট্র, মালিক শ্রেণী ও পৌর-প্রতিষ্ঠান কর্তৃক শ্রমিকহিতৈষী ব্যবস্থা অবলম্বন

(গ) সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন (Socialism) : ট্রেড ইউনিয়ন, প্রজাহিতৈষী আন্দোলন প্রভৃতি শিল্প-বিপ্লব-প্রসূত ফ্যাক্টরী-প্রথার অপগুণ দূর করিতে সমর্থ হইল না। সেই কারণে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থার সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের জন্য সমাজতন্ত্রবাদের উদ্ভব হইল। প্রধানত, তিনটি নীতির উপর ভিত্তি করিয়া সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন গড়িয়া উঠিল: প্রথমত, মূলধনী ও মূলধন (Capitalist and Capitalism) উভয়ের বিলোপসাধন করিয়া মূলধন বিনিয়োগের মাধ্যমে শ্রমিকদের শোষণের সুযোগ বন্ধ করা ; দ্বিতীয়ত, উৎপাদনের উপাদান জমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন প্রভৃতি রাষ্ট্রের হস্তে স্থাপন করিয়া মালিক শ্রেণী কর্তৃক শ্রমিকদের শ্রমের ফল হরণ নিবারণ করা ; এবং তৃতীয়ত, সর্বপ্রকার শোষণ হইতে শ্রমিকদিগকে মুক্ত করা। (সমাজতন্ত্রবাদের বিশদ আলোচনা অন্যত্র দ্রষ্টব্য)।

সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা

সমাজতন্ত্রের মূল-নীতি

(ঘ) সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদ (Militant Nationalism) : আন্তর্জাতিক আদান-প্রদান কিংবা আন্তর্জাতিক সমবায় এবং পরস্পর নির্ভরশীলতার দিক দিয়া বিচার করিলে ১৮৭১-১৯১৪ পর্যন্ত যুগকে আন্তর্জাতিকতার যুগ বলা যাইতে পারে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই আন্তর্জাতিকতা ছিল সর্বাধিক। সমাজতন্ত্রের প্রভাব বিস্তারের দিক দিয়াও সর্বত্র এইরূপ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। কৃষ্টিমূলক আদান-প্রদানের মাত্রাও ঐ সময়ে ছিল সর্বাপেক্ষা অধিক। রাজনীতিক্ষেত্রে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের পরস্পর নির্ভরশীলতা এই যুগে পূর্বকাল অপেক্ষা অধিক ছিল, তাহার প্রমাণ আমরা পূর্বাকালের সমস্যা-

১৮৭১-১৯১৪ পর্যন্ত আন্তর্জাতিকতার যুগ

সমাধানে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের যুগ্ম চেষ্টা, মরক্কো সমস্যা এবং কঙ্গো স্বাধীন রাজ্যস্থাপন প্রভৃতিতে পাইয়া থাকি।

বিভিন্ন দেশে উগ্র জাতীয়তাবোধ

কিন্তু এই আন্তর্জাতিকতার অন্তরালে জাতীয়তাবোধের উগ্রতা ক্রমেই এমনভাবে বৃদ্ধি পাইতেছিল যে, উহার সংকীর্ণ স্বার্থ-পরতার আঘাতে ইওরোপীয় আন্তর্জাতিকতার ভিত্তি ধসিয়া পড়িয়াছিল। বল্‌কান দেশগুলির জাতীয়তাবোধ, পোল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী প্রভৃতি দেশের জাতীয়তাবোধ ক্রমেই উগ্রতর হইয়া সংগ্রামশীল রূপ ধারণ করিল। জাতীয়তাবোধের সংগ্রামশীলতার সর্বাধিক পরিচয় দিয়াছিল জার্মানি। সামরিক শক্তিতে বিশ্বাসী জার্মানি বৈজ্ঞানিক এবং সামরিক উন্নতিকেই জাতীয় জীবনের চরম উন্নতি মনে করিয়া নিজেদের পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া ভাবিতে লাগিল এবং যুদ্ধের দ্বারা সাম্রাজ্য বৃদ্ধি করিয়া জার্মানিকে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা মর্যাদাশালী দেশে পরিণত করিতে চাহিল।

ফ্রান্স ও জার্মানির সামরিক প্রতিযোগিতা

সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী মনোবৃত্তি ভিন্ন প্রত্যেক দেশেই সামরিক প্রস্তুতিও চলিতেছিল। জার্মানির জাতীয়তাবোধের পরিচয় পূর্বেই প্রকাশ পাইয়াছিল। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে সেডানের যুদ্ধে পরাজয়ের পর হইতে ফ্রান্সও সামরিক শক্তির পুনর্গঠনে মনোযোগী হইয়াছিল। জার্মানি কর্তৃক আলসেস-লোরেন অধিকার ফ্রান্স কোনক্রমে বরদাস্ত করিতে পারিতেছিল না। অপরদিকে জার্মানি ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য বৈজ্ঞানিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করিয়া জার্মান সৈন্যবাহিনীকে গড়িয়া তুলিতেছিল। এইভাবে ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যে সামরিক প্রস্তুতির এক প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হইয়াছিল। এই দুই দেশের সামরিক প্রতিযোগিতার প্রভাবে ক্রমে অপরাপর দেশেও প্রতিযোগিতা শুরু হইল।

ইংলণ্ড ও জার্মানির নৌবলের প্রতিযোগিতা

জার্মানির নৌবল বৃদ্ধির ফলে ইংলণ্ডের নৌবলের প্রাধান্য ব্যাহত হইতে চলিয়াছে ভাবিয়া ইংলণ্ড নৌবল-বৃদ্ধি শুরু করিল। সুতরাং আন্তর্জাতিক শান্তি ভঙ্গ না হইলেও ইওরোপীয় শক্তিবর্গ যুদ্ধের যাবতীয় প্রস্তুতির প্রতিযোগিতা চালাইল। সমগ্র ইওরোপ এক বিশাল 'বারুদখানায়' পরিণত হইল।

বিস্‌মার্ক জার্মানির নিরাপত্তার জন্য যে সামরিক চুক্তি-নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা ক্রমে ইওরোপের অপরাপর শক্তিগুলিও অনুসরণ করিতে লাগিল। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে বিস্‌মার্ক অষ্ট্রিয়া, জার্মানি ও ইতালির মধ্যে ট্রিপল্‌ এলায়েন্স (Triple Alliance) স্থাপন করেন। তাঁহার কার্যকালে অবশ্য তিনি ইওরোপীয় শক্তিবর্গকে জার্মানির বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হইতে দেন নাই, কিন্তু তাঁহার পদত্যাগের পর ক্রমেই ট্রিপল্‌ এলায়েন্স-এর বিরুদ্ধে ইংলণ্ড, রাশিয়া ও ফ্রান্সের ট্রিপল্‌ আঁতাত (Triple Entente) স্বাক্ষরিত হইল। এইভাবে ইওরোপ দুই বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হইয়া পড়িল।

'ট্রিপল্‌ এলায়েন্স' ও 'ট্রিপল্‌ আঁতাত'

সপ্তবিংশ অধ্যায়

সমাজতন্ত্রবাদ

(Socialism)

সমাজতন্ত্রবাদের উৎপত্তি (Rise of Socialism): আধুনিক পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলির অন্যতম হইল সমাজতন্ত্রবাদের জনপ্রিয়তা। শিল্প-বিপ্লব-প্রসূত কারখানা-প্রথার (Factory System) দোষ-ত্রুটি দূরীকরণের প্রয়োজনেই সমাজতন্ত্রবাদের উৎপত্তি হইয়াছে। ট্রেড ইউনিয়ন ও প্রজাহিতৈষী আন্দোলন ফ্যাক্টরী-প্রথা-প্রসূত সমস্যার সমাধান করিতে সমর্থ হয় নাই। শিল্প-বিপ্লবের ফলে প্রত্যেক দেশেরই জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু উহার বণ্টন-ব্যবস্থার ত্রুটির ফলে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতেই অর্থ সঞ্চিত হইতেছিল। এইভাবে অর্থবলে বলীয়ান এক মূলধনী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। অপরদিকে শ্রমিকগণ সামান্য পারিশ্রমিকে নিজ শ্রম বিক্রয় করিয়া দরিদ্র-জীবন যাপন করিতেছিল। মূলধনী বা মালিক শ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণীর যুগ্ম চেষ্টায় যে অর্থ আয় হইত

তাহার একাংশ শ্রমিকগণ পারিশ্রমিক হিসাবে পাইত বটে, কিন্তু মুনাফার অঙ্কে তাহাদের কোন দাবি বা অংশ ছিল না। ফলে, দিন দিনই মালিক ও শ্রমিক শ্রেণীর আর্থিক ব্যবধান বৃদ্ধি পাইয়া এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এক অভাবনীয় পার্থক্যের সৃষ্টি হইল। এই অন্যায়মূলক পার্থক্য এবং মালিক শ্রেণী কর্তৃক শ্রমিক শ্রেণীর শোষণের ফলে 'সমাজতন্ত্রবাদ' নামক চিন্তাধারার উদ্ভব হইল। মূলত সমাজতন্ত্রবাদ অন্যায়মূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দরিদ্র ও শোষিত সম্প্রদায়ের প্রতিবাদ হিসাবেই শুরু হইয়াছিল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায্য অধিকার লাভ করা-ই ছিল ইহার উদ্দেশ্য।

সমাজতন্ত্রবাদের উৎপত্তির কারণ

শ্রমিকদের উপকারার্থে এবং তাহাদের স্বার্থরক্ষার জন্য জমি, শ্রম ও মূলধন প্রভৃতি উৎপাদনের উপাদান মাত্রেই সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা প্রয়োজন এবং এইসকল উপাদান কোন ব্যক্তির নিজস্ব সম্পত্তি হিসাবে বা নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকিবে না, ইহাই হইল সমাজতন্ত্রবাদের মূল কথা। শ্রম, জমি, মূলধন প্রভৃতি উৎপাদনের সামগ্রী কাজে লাগাইয়া কেহ লাভবান হইতে চাহিলেই শোষণ ও অন্যান্য প্রকার অ-ন্যায্য ব্যবহারের সুযোগ লইয়া থাকে। এইজন্য সমাজতান্ত্রিকগণ এই সব উপাদানের উপর ব্যক্তিগত অধিকার স্বীকার করেন না।

উৎপাদনের উপাদান মাত্রেই রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের অধীন

সমাজতান্ত্রিকদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ রহিয়াছে এবং এই সকল বিভিন্ন শ্রেণীর বা দলের মতবাদের কতক কতক পার্থক্যও আছে। কিন্তু (১) ব্যক্তিগত মূলধন ও মূলধনী সম্প্রদায়ের বিলোপসাধন, (২) শ্রমিক সম্প্রদায়ের উন্নয়ন এবং (৩) উৎপাদনের উপাদানগুলির উপর রাষ্ট্রের অধিকার স্থাপন—এই তিনটি মূলনীতি সকল শ্রেণীর সমাজ-তান্ত্রিকগণ মানিয়া থাকেন। সমাজতন্ত্রবাদের সংজ্ঞা সম্পর্কে সমাজতান্ত্রিকদের মধ্যেও মতানৈক্য রহিয়াছে। রাষ্ট্র কর্তৃক গণতান্ত্রিক উপায়ে উৎপাদন ও জাতীয় আয় বণ্টনের ব্যবস্থাকে সমাজতন্ত্রবাদ বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। সমাজতন্ত্রবাদ ব্যক্তিগত মূলধন বা ভূসম্পত্তির মাধ্যমে মানুষের পরিশ্রমের ন্যায্য মূল্য হরণ বন্ধ

বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দলের ঐক্য: (১) মূলধন ও মূলধনীর বিলোপ, (২) শ্রমিকদের উন্নতি, (৩) উৎপাদনের উপাদানের উপর রাষ্ট্র কর্তৃত্ব: সংজ্ঞা

করিতে চায় বটে, কিন্তু সর্বপ্রকার ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপসাধন এই মতবাদের উদ্দেশ্য নহে।*

ইংলণ্ডের রবার্ট আওয়েন (Robert Owen) সর্বপ্রথম 'সমাজতন্ত্রবাদ' (Socialism) কথাটির ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্তু এইরূপ নামকরণের বহু পূর্ব হইতেই অর্থনৈতিক শোষণমুক্ত সমাজের কল্পনা একাধিক মনীষী করিয়াছিলেন। অতি প্রাচীন কাল হইতেই সমষ্টিগতভাবে সম্পত্তি ভোগ-দখল করিবার মতবাদ বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি প্রচার করিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বেই মালিক ও শ্রমিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক অসাম্য, মালিক শ্রেণী কর্তৃক শ্রমিকদের শোষণ ইংরেজ মনীষী জেরেমি বেন্থাম্ (Jeremy Bentham), জেম্স্ মিল্ (James Mill) ও জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) এবং অন্যান্য দেশের অনেকেরই সমালোচনা এড়ায় নাই। তাঁহারা অবশ্য ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ অথবা রাষ্ট্র কর্তৃক উৎপাদনের উপাদানগুলির নিয়ন্ত্রণের কথা উল্লেখ করেন নাই। শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি ন্যায্য ব্যবহার করা হউক এবং তাহারা তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত না হউক এইজন্য তাঁহারা প্রয়োজনীয় সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী কৃষিজীবি-সম্প্রদায়-উদ্ভূত ফ্রাঁসোয়া বেইবিউফ্ (Francois Babeuff) সরকারের কর্তৃত্বাধীনে সমগ্র জাতীয় আয় বণ্টনের পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। ষড়যন্ত্রের সাহায্যে শাসনতন্ত্র হস্তগত করিয়া এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া তিনি ধরা পড়েন এবং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে অন্তত এই কথা প্রমাণিত হয় যে, উনবিংশ শতাব্দীর সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের পূর্ব হইতেই অর্থনৈতিক অসাম্য দূরীকরণের চেষ্টা চলিয়া আসিতেছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী সমাজতান্ত্রিক মতবাদ

বেন্থাম্, মিল, জন স্টুয়ার্ট মিল

ফ্রাঁসোয়া বেইবিউফ্

* "Socialism signifies the conduct of all processes of production and distribution by Society itself, organised on a democratic basis. It would abolish all private capital and all private ownership of land. It does not necessarily mean the elimination of private property or levelling all individuals to the same wage."—Riker, p. 432.

উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে একশ্রেণীর সমাজতান্ত্রিকের আবির্ভাব হয়। ইহাদের মধ্যে ইংলণ্ডের রবার্ট আওয়েন (Robert Owen), টমাস্ হজ্স্কিন্ (Thomas Hodgskin), উইলিয়াম টমসন্ (William Thompson) এবং ফ্রান্সের চার্লস্ ফোরিয়ার (Charles Fourier) ও সেণ্ট্ সাইমন (Saint Simon)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সকল সমাজতান্ত্রিকের আদর্শ ছিল এমন সমাজ স্থাপন করা, যে সমাজে সকলেই যোগ্যতা অনুসারে কাজ করিবে এবং সকলের শ্রম দ্বারা লব্ধ আয় সকলের মধ্যে ন্যায্যভাবে বণ্টন করা হইবে।* ইহারা 'ইওটোপিয়ানস্' (Utopians) বা 'অবাস্তব আদর্শবাদী' নামে পরিচিত। কার্ল মার্কস্ তাঁহাদের এইরূপ নামকরণ করিয়াছেন। 'ইওটোপিয়ান'-গণ নিজেরা সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া মানুষের মনে সমাজতন্ত্রবাদের ধারণা সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন। জনসাধারণের নিকট প্রচার-কার্যের প্রয়োজনীয়তা তাঁহারা উপলব্ধি করেন নাই। রবার্ট আওয়েন প্রথম জীবনে মান্চেস্টার-এর এক কাপড়ের কলের ম্যানেজার ছিলেন। ফ্যাক্টরী-প্রথার যাবতীয় কুফল ও দুঃখ-দুর্দশা তিনি স্বচক্ষে দেখিয়া শ্রমিক শ্রেণীর উন্নতিবিধানের জন্য জীবন উৎসর্গ করেন। নিউ ল্যানার্ক (New Lanark) নামক স্থানে তিনি একটি আদর্শ কাপড়ের কল স্থাপন করেন। শ্রমিকগণকে সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা দান করিয়া এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ করিয়া নিউ ল্যানার্ককে তিনি শ্রমিকদের এক তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করেন। তিনি ছিলেন ইংলণ্ডে সমাজতন্ত্রবাদের প্রকৃত স্থাপয়িতা।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সমাজতন্ত্রবাদ: ইংলণ্ডের আওয়েন, হজ্স্কিন, টমসন, ফ্রান্সের ফোরিয়ার ও সেণ্ট্ সাইমন

'ইওটোপিয়ানস্' বা 'অবাস্তব আদর্শবাদী'

রবার্ট আওয়েন (১৭৭১-১৮৫৮)

ফরাসী সমাজতন্ত্রবাদী সেণ্ট্ সাইমন ছিলেন রবার্ট আওয়েনের সমসাময়িক। তিনিও সমবায়ের মাধ্যমে উৎপাদন এবং মোট আয় বণ্টনের কথা প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি শিল্পভিত্তিক রাষ্ট্র (Industrial State)

* They advocated "a system of self-sufficing communities which should work in common and share equitably the fruits of all their labours."—Riker, p. 437.

গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন। পরস্পর প্রতিযোগিতাহীন, ব্যক্তিগত স্বার্থ-জ্ঞানশূন্য এবং অর্থনৈতিক-দুর্দশামুক্ত সমাজ গঠন করিয়া জনসাধারণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য তিনি সচেষ্ট ছিলেন। তাঁহার বলিষ্ঠ চিন্তাধারা বহু ফরাসী যুবককে প্রভাবিত করিয়াছিল। আওয়েন যেমন ছিলেন ইংলণ্ডে সমাজতন্ত্রবাদের প্রকৃত পথ-প্রদর্শক, সেইরূপ ফ্রান্সে সমাজতান্ত্রিকতার প্রকৃত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন সেণ্ট্ সাইমন। ফরাসী সমাজতান্ত্রিক চার্লস্ ফোরিয়ার পনর শত জনসংখ্যা লইয়া একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক 'কম্যুন' (Commune) বা 'ফ্যালান্স্টারি' (Phalanstery) গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপ প্রত্যেকটি কম্যুন একত্রে কাজ করিবে এবং সকলের শ্রমে উৎপন্ন সম্পদ নিজেরা ভোগ করিবে। সামাজিক উন্নতির মূলসূত্রই হইল পরস্পরের সমতা স্থাপন এবং সকলের মধ্যে একতার ভাব জাগাইয়া তোলা—এই ছিল তাঁহার বিশ্বাস।

সেণ্ট সাইমন (১৭৬০-১৮২৫)

চার্লস্ ফোরিয়ার (১৭৭২-১৮৩৭)

'ইওটোপিয়ান' সমাজতান্ত্রিকগণ ও আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদের জনক কার্ল মার্কস্ (Karl Marx)-এর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেন ফরাসী সমাজতান্ত্রিক লুই ব্ল্যাঁ (Louis Blanc)। তিনি বাস্তববাদী সমাজতান্ত্রিক ছিলেন। সেণ্ট্ সাইমনের ন্যায় তিনিও "প্রত্যেকেই নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করিবে এবং উহার বিনিময়ে প্রয়োজন মিটাইবার মত যথেষ্ট পরিমাণ পারিশ্রমিক পাইবে"—এই মূলনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু ইওটোপিয়ানদের ন্যায় তিনি অবাস্তব আদর্শে বিশ্বাস করিতেন না। প্রচলিত রাষ্ট্রব্যবস্থাকে অধিকতর গণতান্ত্রিক করিয়া উহার মাধ্যমে সমাজতন্ত্রবাদ কার্যকরী করিতে তিনি সচেষ্ট ছিলেন। এজন্য তিনি জাতীয় কারখানা স্থাপন করিয়া ব্যক্তিগত মালিকানার অবসানের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু অভিজ্ঞতা এবং সুপরিকল্পিত কার্যপন্থার অভাবহেতু এই চেষ্টা ফলবতী হয় নাই।

লুই ব্ল্যাঁ

লুই ব্ল্যাঁ যখন ফ্রান্সে সমাজতান্ত্রিক পরীক্ষা চালাইতেছিলেন ঐ সময়ে ইংলণ্ডে চার্টিস্ট্ আন্দোলন (Chartist Movement) নামে এক শ্রমিক আন্দোলন শুরু হয় (১৮৪৮)। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক এবং রাজনৈতিক সংস্কার আদায় করা। চার্টিস্ট্গণ ভোটাধিকার দাবি করিয়াছিল,

কারণ তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল যে, ভোটাধিকারের সাহায্যে পার্লামেণ্টে প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াই নিজেদের অবস্থার উন্নতিসাধন সম্ভব। চার্টিস্ট্ আন্দোলন বলপূর্বক দমন করা হইলেও উহার প্রভাব পরবর্তী কালে সরকারী নীতির উপর প্রতিফলিত হইয়াছিল এবং তাহাদের প্রত্যেকটি দাবি-ই* স্বীকৃত হইয়াছিল।

ইংলণ্ডে চার্টিস্ট্ আন্দোলন (১৮৪৮)

শ্রমিক শ্রেণীর দুঃখ-দুর্দশা ইংরেজ সাহিত্যসেবী টমাস্ কার্লাইল (Thomas Carlyle)-এর রচনায় প্রকাশ পাইয়াছিল। তাঁহার 'চার্টিজম্' (Chartism), 'পাস্ট্ এ্যাণ্ড্ প্রেজেণ্ট' (Past and Present) এবং 'লেটার-ডে প্যাম্ফ্লেটস্' (Letter-Day Pamphlets) নামক পুস্তকগুলিতে কার্লাইল শ্রমিক সম্প্রদায়ের প্রতি যে অবিচার চলিতেছিল উহার তীব্র নিন্দা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনা সমাজতান্ত্রিক প্রভাব বিস্তারে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল।†

টমাস কার্লাইলের সমাজতান্ত্রিক প্রভাব

প্রাথমিক সমাজতান্ত্রিকগণ তাঁহাদের আদর্শকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে সক্ষম না হইলেও তাঁহাদের প্রচারকার্য এবং সমাজতান্ত্রিক কার্যাদি শ্রমিক সম্প্রদায়ের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সমসাময়িক সমাজ ও রাজনীতির উপরও এই নূতন ভাবধারার প্রভাব পরিলক্ষিত হইতেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে এ্যাডাম্ স্মিথ্ প্রমুখ মনীষীদের প্রচারিত 'স্বাতন্ত্র্যবাদ' (Individualistic theory) ক্রমে পরিত্যক্ত হইল। সমাজতন্ত্রের উপর মানুষের আস্থা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইল। কিন্তু সমাজতন্ত্রবাদকে প্রকৃতক্ষেত্রে কার্যকরী করিয়া তুলিবার উপায় তখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। কার্ল মার্কস্ তাঁহার মানসিক ক্ষমতা ও ঐতিহাসিক জ্ঞানের সাহায্যে সমাজতন্ত্রবাদকে

প্রাথমিক সমাজতান্ত্রিকদের প্রভাব

কার্ল মার্কস্ কর্তৃক সমাজতন্ত্রবাদের নূতন রূপদান

---

* The Chartists demanded six concessions: manhood suffrage, vote by ballot, annual Parliaments, payment of members of Parliament, abolition of property qualification for membership of Parliament and equal electoral districts.

† "He was the strongest influence towards Socialism." *Vide*, Hazen, p. 266.

বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগের পন্থা প্রদর্শন করিলেন। তিনি সমাজতন্ত্রবাদকে এক নূতন রূপ দান করিলেন।

কার্ল মার্কস্, ১৮১৮-'৮৩ (Karl Marx) ঃ কার্ল মার্কস্ একজন জার্মান ইহুদি ছিলেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়ার রাইন অঞ্চলের ট্রিয়ার (Trier) নামক স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতা-পিতা খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বভাবতই তিনি খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী ছিলেন। উচ্চশিক্ষিত, কৃষ্টিসম্পন্ন পরিবারে জন্মগ্রহণ করিবার স্বাভাবিক ফল হিসাবেই কার্ল মার্কস্ বাল্যকাল হইতে শ্রেষ্ঠ শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। বন্ (Bonn) ও বার্লিন (Berlin) বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্কস্ শিক্ষালাভ করেন। আইনজীবী পিতার পুত্র হিসাবে তিনি আইন বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করিলেও ইতিহাস ও দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার অনুরাগ ছিল অপরিসীম। ঐ সময়ে জার্মান দার্শনিক হেগেল (Hegel) দার্শনিক হিসাবে চরম সম্মানে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মার্কস্ হেগেল্-এর মতবাদে প্রভাবিত হইলেন। ইতিহাসকে ক্রম-বিবর্তনের অভ্রান্ত গতি হিসাবে উপলব্ধি করিবার শিক্ষা তিনি হেগেল্-এর নিকট হইতেই লাভ করেন। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে এপিকিউরাসের দর্শন (Philosophy of Epicurus) সম্পর্কে একটি মৌলিক প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি ডক্টর ডিগ্রী (Doctorate) লাভ করেন। ঐ সময়ে জার্মানির যুবসমাজের মধ্যে যে গভীর জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল কার্ল মার্কস্ তাহা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করিলেন।

কার্ল মার্কসের জন্ম, বাল্যজীবন ও শিক্ষা

ইতিহাস ও দর্শনের প্রতি অনুরাগ : হেগেল-এর প্রভাব

মার্কস্ আজন্মই একজন বিপ্লববাদী ছিলেন। নানাবিষয়ে গভীর জ্ঞানার্জনের পর তিনি ক্রমে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী হইয়া উঠিলেন এবং শ্রমিক সমাজের উন্নয়নের জন্য আত্মনিয়োগ করিলেন। ঐ সময়ে তিনি 'রেনিস্ গেজেট' (Rhenish Gazette) নামে একটি চরমপন্থী গণতান্ত্রিক সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার প্রগতিশীল মতবাদ অল্পকালের মধ্যেই প্রাশিয়ার সরকারের কোপানল প্রজ্বলিত করিল। মার্কসের পত্রিকা সরকারী আদেশে বন্ধ হইল এবং তাঁহাকে দেশ হইতে নির্বাসিত করা হইল। মার্কস্ ফ্রান্সে আশ্রয় গ্রহণ

মার্কসের নির্বাসন : ফ্রান্সের সমাজতান্ত্রিকদের সহিত পরিচয় : ফ্রেডারিক এঙ্গেল্স্ (১৮২০-'৯৫)-এর সহিত বন্ধুত্ব

করিলেন। সেখানে তিনি প্রাওধন, হেন্‌রিক হাইন্, পিয়েরি লিরক্স (Proudhon, Heinrick Heine, Pierre Leroux) নামক ফরাসী সমাজতান্ত্রিকদের সংস্পর্শে আসিলেন। সেখানেই ফ্রেডারিক এঙ্গেল্‌স্ (Frederick Engels) নামে একজন জার্মান সমাজতান্ত্রিকের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে। এই পরিচয় শীঘ্রই বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছিল। প্রাশিয়ার সরকারের ইঙ্গিতে ফ্রান্স হইতেও মার্কস্‌কে বহিষ্কৃত করা হইল।

'কমিউনিষ্ট্ লীগ স্থাপন

তিনি ব্রাসেল্‌স্-এ আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেখানে অবস্থানকালে এঙ্গেল্‌স্-এর সহায়তায় কার্ল মার্কস্ 'কমিউনিস্ট্ লীগ' (Communist League) নামে একটি সমাজতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। ক্রমে এই লীগে বহু ইংরেজ সমাজতান্ত্রিকও যোগদান করিলেন। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে, বক্তৃতা এবং রচনার সাহায্যে কার্ল মার্কস্ মূলধন ও ধনতান্ত্রিকতার অবসান ঘটাইয়া সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিতে সচেষ্ট হইলেন। ব্রাসেল্‌স্-এ কয়েক বৎসর বাস করিবার পর

কমিউনিষ্ট্ ম্যানিফেষ্টো (১৮৪৮)

মার্কস্ ইংলণ্ডে চলিয়া যান। সেখানে অবস্থানকালে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'কমিউনিস্ট্ ম্যানিফেস্টো' (Communist Manifesto) নামে তাঁহার বিখ্যাত প্রচারপত্র প্রকাশ করেন। এই 'ম্যানিফেস্টো' আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদের 'প্রথম ধ্বনি' (birth cry) বলিয়া বিবেচিত হয়। এই প্রচারপত্রের জ্বালাময়ী আবেদনের মাধ্যমে মার্কস্ তাঁহার মতবাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং পৃথিবীর সকল শ্রমিককে সমাজতান্ত্রিক প্রচেষ্টাকে সফল করিয়া তুলিতে তাঁহার সহিত যোগদানের জন্য আহ্বান জানাইয়াছেন। কার্ল মার্কস্ 'সমাজতন্ত্রবাদ' (Socialism)-এর পরিবর্তে 'কমিউনিজম্'

'কমিউনিজম্' নাম ব্যবহারের যুক্তি

(Communism) নামটি ব্যবহার করা সমীচীন মনে করিয়াছিলেন। কারণ প্রাথমিক সমাজতান্ত্রিকগণ 'সমাজতন্ত্রবাদ' (Socialism) কথাটি ব্যবহার করিতেন। তাঁহার মতবাদ প্রাথমিক সমাজতান্ত্রিকদের মতবাদ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল বলিয়া তিনি 'কমিউনিজম্'—এই নূতন নাম ব্যবহার করিয়াছিলেন।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁহার অপর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ড্যাস্ ক্যাপিট্যাল' (Das Capital) প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে তিনি সমসাময়িক অর্থ নৈতিক-

ব্যবস্থার এক তীব্র সমালোচনা করেন। ঐ সময় হইতে রুশো'র 'সামাজিক চুক্তির মতবাদ' (Contrat Social)-এর ন্যায় মার্কসের 'ড্যাস্ ক্যাপিট্যাল' সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ধর্মগ্রন্থস্বরূপ—অর্থাৎ মূলনীতি হইয়া উঠে। রুশো'র 'সামাজিক চুক্তির মতবাদ' যেমন ফরাসী বিপ্লবের প্রেরণা দান করিয়াছিল, সেইরূপ ড্যাস্ ক্যাপিট্যালও রুশ বিপ্লবের (১৯১৭) প্রেরণা জোগাইয়াছিল। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে মার্কসের মৃত্যু হয়।

'ড্যাস্ ক্যাপিট্যাল'-এর প্রভাব

মার্কসের মৃত্যু (১৮৮৩)

মার্কসের মতবাদ ও উহার গুরুত্ব (Marxism : Its importance) ঃ কার্ল মার্কস্ আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদের জনক হিসাবে জগদ্বিখ্যাত। তিনি তাঁহার পূর্বগামী সমাজতান্ত্রিকদের অপেক্ষা বহুগুণে বেশী বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সমাজতন্ত্রবাদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার সমাজতন্ত্রবাদের চারিটি মূলসূত্র রহিয়াছে :

প্রথমত, হেগেলের ন্যায় তিনিও পরস্পর-বিরোধী অর্থনৈতিক স্বার্থ ও শক্তির সংঘাতের ফলস্বরূপই ঐতিহাসিক বিবর্তন ঘটিতেছে—এই কথা বিশ্বাস করিতেন। মার্কস্ ঐতিহাসিক ধারাকে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অত্যাচারিতের সংঘর্ষের কাহিনী বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার মতে মানুষের জীবনের মূল প্রভাবই হইল অর্থনৈতিক প্রভাব। সুতরাং প্রাচীন, মধ্য বা আধুনিক ইতিহাস মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত এবং পরস্পর সংঘর্ষ ভিন্ন অপর কিছুই নহে। প্রাচীন যুগের ক্রীতদাস ও স্বাধীন শ্রমিকের দ্বন্দ্ব, মধ্যযুগের সামন্ত শ্রেণী ও সার্ফদের দ্বন্দ্ব এবং আধুনিক যুগের মালিক ও মজুর শ্রেণীর দ্বন্দ্ব একই অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বের বিভিন্ন পর্যায় বিশেষ। এইভাবে মার্কস্ ইতিহাসকে অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিচার করিয়াছেন।

ইতিহাস—অর্থনৈতিক সংঘর্ষের কাহিনী

দ্বিতীয়ত, মার্কস্ মানবসমাজকে দুইটি পরস্পর-বিরোধী শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন, যথা : মূলধনী বা মালিক শ্রেণী এবং শ্রমজীবী শ্রেণী। মালিক বা মূলধনী শ্রেণীর উচ্ছেদের মধ্যেই শ্রমজীবী শ্রেণীর অর্থনৈতিক মুক্তি নিহিত রহিয়াছে বলিয়া তিনি মনে করিতেন। তিনি সমগ্র পৃথিবীর শ্রমিক শ্রেণীকে

সংঘবদ্ধভাবে মালিক শ্রেণীর শোষণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে আহ্বান করিয়াছেন। শ্রমজীবীদের নিকট আবেদনে তিনি এই কথাই বলিয়াছেন: "শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী আঘাতে মালিক শ্রেণী কম্পমান হউক। এই বিপ্লবে শ্রমিক শ্রেণীর কোন কিছু হারাইবার ভয় নাই। মালিক শ্রেণীর শোষণ ভিন্ন অপর কিছুই তাহারা হারাইবে না।"* বলপূর্বক প্রচলিত ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার উচ্ছেদসাধনের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। এইজন্য তিনি পৃথিবীর শ্রমিকগণকে সংঘবদ্ধ হইতে আহ্বান জানাইয়াছিলেন।† মালিক শ্রেণীর অবসান অন্য দিক দিয়া বিচার করাও তিনি প্রয়োজন মনে করিতেন। মালিক বা মূলধনী-ভিত্তিক সমাজের প্রধান ত্রুটিই হইল উৎপন্ন সম্পদের অন্যায্য বণ্টন-ব্যবস্থা। এইরূপ সমাজে অর্থ মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হস্তে সঞ্চিত হয়। ফলে, যাহারা ধনী তাহারা অধিকতর ধনবান হইতে থাকে, অপরপক্ষে দরিদ্ররা অধিকতর দরিদ্র হইতে থাকে। এই অর্থনৈতিক অসাম্য রোধ করিবার একমাত্র পন্থা হইল, ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান।

মালিক ও শ্রমিক শ্রেণীর পরস্পর স্বার্থ-বিরোধিতা

তৃতীয়ত, মার্কস্ ইংরেজ অর্থনীতিক রিকার্ডো এবং ক্ল্যাসিক্যাল অর্থ-নীতিকদের (Classical Economists) 'Labour theory of Value'-এর উপর ভিত্তি করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, কোন সামগ্রীর মূল্যের সর্বপ্রধান উপাদান হইল শ্রম। কাঁচামাল বা মূলধন অর্থাৎ উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান (Produced means of production) এবং জমি ইত্যাদি সবই মূলত প্রকৃতির দান। মানুষের শ্রম ভিন্ন এগুলিকে সামগ্রীতে রূপান্তরিত করা সম্ভব নহে। সুতরাং কোন দ্রব্যের প্রকৃত মূল্য উহার পশ্চাতে ব্যয়িত শ্রমের ফল ভিন্ন অপর কিছু নহে।‡‡ এইজন্য কার্ল মার্কসের মতে একমাত্র শ্রমের মাপকাঠিতেই আয় বণ্টিত হওয়া উচিত। শ্রমিকদের শ্রমের ফলে

দ্রব্যের মূল্য মানুষের শ্রমের ফলমাত্র

* "Let the ruling classes tremble at a Communistic revolution." Vide, Ketelbey, p 341.

† "Workingmen of all countries unite !" *Communist Manifesto* Vide, Hazen, p. 272.

‡‡ "The economic value of a commodity consists in human labour, crystallised being directly derived from the labour that has gone to its construction." Ketelbey, p. 341.

উৎপন্ন সামগ্রী হইতে লব্ধ আয় একমাত্র শ্রমিকদেরই প্রাপ্য—অপর কাহারো ইহাতে অংশ থাকা অবৈধ এবং অযৌক্তিক।

চতুর্থত, মার্কস্-এর সমাজতন্ত্রবাদের একটি আন্তর্জাতিক আবেদন রহিয়াছে। এই কারণে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সংঘ' (International Workingmen's Association) নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। ইহা সাধারণত First International নামে পরিচিত। পরে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় এবং ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় International এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর চতুর্থ International স্থাপিত হয়।

আন্তর্জাতিক আবেদন

মার্কসবাদের সমালোচনা (Criticism of Marxism): মার্কস্বাদের নানাপ্রকার বিরুদ্ধ-সমালোচনা করা হইয়াছে। এই সকল সমালোচনার মূল যুক্তিগুলি নিম্নে আলোচনা করা হইল:

১। অনেকে মার্কস্বাদ ভ্রান্ত বলিয়া মনে করেন, কারণ যে-সকল প্রভাব ও প্রবণতা ধনতান্ত্রিক সমাজের (Capitalistic Society) বিলোপ সাধন করিবে বলিয়া মার্কস্ মনে করিতেন বিগত দীর্ঘকালের ইতিহাসে ঐ সকল প্রভাব সেরূপ কিছু সম্পন্ন করিতে পারে নাই। ইহা হইতেই মার্কস্বাদ যে অভ্রান্ত নহে তাহা প্রমাণিত হয়। বিগত অর্ধশতাব্দীরও দীর্ঘকালের ইতিহাস মার্কস্বাদের অসারতাই প্রমাণ করিয়াছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন।

মার্কস্বাদ ভ্রান্ত: ইতিহাসের সাক্ষ্য

২। মার্কস্বাদের সমালোচনায় মার্কস্-প্রদত্ত ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার তীব্র প্রতিবাদ করা হইয়াছে। মানবজাতির ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস কেবলমাত্র অর্থনৈতিক ধারার বা প্রয়োজনের উপরই নির্ভরশীল নহে। অর্থনৈতিক তাগিদ ভিন্ন অপরাপর বহু প্রকার প্রয়োজনের চাপে এবং বহুবিধ প্রভাবের ফলে ঐতিহাসিক বিবর্তন ঘটিয়াছে এবং ঘটিয়া থাকে। ধর্মভাব, দেশাত্মবোধ, দৈহিক শক্তি, বিভিন্নকালে বিভিন্ন ব্যক্তি-বিশেষের প্রগতিশীল প্রেরণা, রীতি-নীতি, ঐতিহ্য প্রভৃতি নানাপ্রকার শক্তি ও প্রভাবের সমষ্টিগত ফলই হইল ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তন। সুতরাং ইতিহাসকে একমাত্র অর্থনৈতিক সংঘর্ষের কাহিনী বা অর্থনৈতিক অসাম্য দূরীকরণের আন্দোলনের

মার্কস্-প্রদত্ত ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার ত্রুটি

বর্ণনা বলিয়া ব্যাখ্যা করা অনেকেই ভুল মনে করেন। মানুষের সমস্যার মূলে অর্থনৈতিক কারণ প্রধান হইতে পারে, কিন্তু একমাত্র অর্থনৈতিক সাম্য স্থাপনের মাধ্যমেই সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব, ইহা আশা করা অযৌক্তিক।

৩। ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে শ্রমিক সম্প্রদায়ের বিদ্বেষভাব ক্রমে এক বিরাট সামাজিক বিপ্লবের সৃষ্টি করিবে বলিয়া মার্কস্ আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রত্যেক প্রভাব এবং প্রবণতার বিরুদ্ধেই যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় সেই কথা মার্কস্ বিবেচনা করেন নাই। মানবসমাজের ধর্মই হইল সমাজের স্বার্থ-বিরোধী বা অমঙ্গলজনক সব কিছুই ক্রমে নাশ করিয়া সমাজের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করা। এই দিক দিয়া বিচার করিলে মার্কসের সামাজিক বিপ্লবের (Social Revolution) ধারণা ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হয়।

মালিক শ্রেণী ও শ্রমজীবীদের বিভেদের ক্রমহ্রাস

বস্তুত শ্রমজীবীদের সংখ্যাবৃদ্ধি, রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত শ্রমিক উন্নয়ন আইন কানুন, শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের কার্য-কলাপ প্রভৃতির ফলে মূলধনী ও শ্রমিকের মধ্যে পার্থক্য ও ব্যবধান ক্রমেই হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে; শ্রমজীবী ও মালিক সম্প্রদায়ের মধ্যে খাদ্য-খাদক সম্পর্ক বৃদ্ধি না পাইয়া বরং হ্রাস পাইতেছে।

৪। অধ্যাপক সিম্‌খোভিচ (Prof. Simkhovitch) প্রমুখ সমালোচক-গণ মনে করেন যে, সম্পদ ক্রমে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হস্তে সঞ্চিত হইবে এবং দরিদ্র ব্যক্তিরা ক্রমে দরিদ্রতর হইবে মার্কস্-এর এই ধারণা ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। বিগত অর্ধশতাব্দী ধরিয়া শ্রমিকদের অবস্থা শোচনীয় না হইয়া ক্রমে উন্নতির পথেই চলিয়াছে। ধনতান্ত্রিক সমাজে জাতীয় সম্পদ ও শিল্প মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হস্তে পুঞ্জীভূত না হইয়া বরঞ্চ সমাজের সর্বস্তরে বণ্টিত হইতেছে। ইহা ভিন্ন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শিল্প-প্রধান ধনতান্ত্রিক দেশে সংঘটিত না হইয়া কৃষিপ্রধান রাশিয়ায় ঘটিয়াছে। ইহা হইতে মার্কস্‌বাদের মালিক ও শ্রমিকের পরস্পর বিদ্বেষের ধারণা ভুল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন।

জাতীয় সম্পদ মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হস্তে পুঞ্জীভূত হওয়ার আশঙ্কা ভ্রান্ত

কিন্তু মার্কস্‌বাদের বিরুদ্ধ-সমালোচনা সত্ত্বেও ইহা অনস্বীকার্য যে, মালিক ও শ্রমিক শ্রেণীর পরস্পর বিরুদ্ধ সম্বন্ধজনিত জটিল সমস্যার সমাধানে মার্কস্‌বাদ-

তথা সমাজতন্ত্রবাদ সার্থক ইঙ্গিত দিতে সক্ষম হইয়াছে। আধুনিক শিল্প-পদ্ধতির সহজাত দোষ ত্রুটির নির্ভীক সমালোচনা দ্বারা শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি ন্যায্য ও মনুষ্যোচিত ব্যবহার করিবার প্রয়োজনীয়তা কতটুকু তাহা মার্কস্‌বাদ সকলের দৃষ্টিগোচর করিয়াছে। মার্কসের সময় হইতে প্রত্যেক দেশেই সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমানে প্রত্যেক দেশেই সমাজতন্ত্রবাদী রাষ্ট্রকর্তব্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গৃহীত হইয়াছে, জনসাধারণের নিকট সমাজতন্ত্রবাদের আবেদন সর্বাপেক্ষা অধিক প্রভাবশালী হইয়া উঠিয়াছে।

মার্কস্‌বাদের অবদান

সমাজতন্ত্রবাদের বিভিন্ন প্রকার (Different types of Socialism) : মার্কস্‌বাদের ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার মূল কথা হইল এই যে, ঐতিহাসিক বিবর্তনের স্বাভাবিক গতির ফলে ধনতান্ত্রিকতা সমাজ-তান্ত্রিকতার নিকট পরাজয় স্বীকার করিবে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষে এই মতবাদের যৌক্তিকতা সম্পর্কে সমাজতান্ত্রিকদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়, কারণ মার্কসের ভবিষ্যদ্‌বাণী প্রকৃতক্ষেত্রে কার্যকরী হইতেছে না, এই ছিল তাঁহাদের অভিজ্ঞতা। সমাজতান্ত্রিকদের মধ্যে সকলেই আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান চাহেন। কিন্তু মালিকানার অবসানের উপায়, কিরূপ রাষ্ট্রের হস্তে এই মালিকানা ন্যস্ত হওয়া উচিত এই সকল বিভিন্ন বিষয়ে সমাজতান্ত্রিকদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। তাঁহাদের মতভেদের মূল কারণগুলি হইল : (১) উৎপাদনের উপাদানগুলি কি ধরণের সরকারের হস্তে দেওয়া হইবে ; (২) ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং ব্যক্তিগত শিল্প-প্রচেষ্টা আংশিকভাবে স্বীকার করা হইবে কি না ; (৩) কি পন্থা অনুসরণ করিয়া উৎপাদনের উপাদানগুলি রাষ্ট্র আয়ত্তাধীনে আনা হইবে ?

বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক-দের প্রকারভেদের মূল কারণ

উপরি-উক্ত প্রশ্নগুলির ব্যাখ্যার তারতম্যের ফলে বিভিন্ন ধরণের সমাজ-তন্ত্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। নরমপন্থী সমাজতান্ত্রিকগণ (Moderate Socia-lists)—যেমন ইংলণ্ডের লেবার পার্টি, জার্মানি ও ফ্রান্সের কোন কোন সমাজতান্ত্রিকদল—'কালেক্‌টিভিজম্‌' (Collectivism) অর্থাৎ রাষ্ট্রকর্তৃক কেবলমাত্র উৎপাদনের উপাদানগুলির নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী। এই মতবাদে বিশ্বাসিগণ

'কালেকটিভিজম্‌' (Collectivism)

ধর্মঘট এবং অন্যান্য শান্তিপূর্ণ এবং শাসনতান্ত্রিক উপায়ে শাসনকার্য হস্তগত করিয়া নিজ মতবাদ কার্যকরী করিতে চাহেন।

অপরপক্ষে 'সিণ্ডিক্যালিস্ট্'গণ (Syndicalists) শ্রমিক সংঘের উপর মালিকানা স্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন। ইতালি ও ফ্রান্সে এই মতবাদে বিশ্বাসী সমাজতান্ত্রিকদের সাময়িক প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। সিণ্ডিক্যালিস্ট্‌গণ বিপ্লবাত্মক কর্মপন্থায় বিশ্বাসী।

'সিণ্ডিক্যালিজম্' (Syndicalism)

বিপ্লবী আদর্শে বিশ্বাসী অপর একদল সমাজতন্ত্রবাদী 'এ্যানার্কিস্ট্' (Anarchist) নামে পরিচিত। ইঁহারা রাষ্ট্রের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না। তাঁহারা এমন একটি সমাজ স্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন যেখানে কোন আইন, সরকার বা মানুষের দ্বারা উদ্ভাবিত কোন শাসনব্যবস্থা থাকিবে না। তাঁহারা 'প্রাকৃতিক রাষ্ট্র' স্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন। বাকুনিন (Bakunin) এবং ক্রপটকিন্ (Kropotkin) ছিলেন এই মতবাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। কিন্তু কিভাবে এইরূপ প্রাকৃতিক রাষ্ট্রে পৌছান যাইবে সে বিষয়ে এ্যানার্কিস্ট্‌গণ কোন নির্দেশ দেন নাই।

'এনার্কিজম্' (Anarchism)

'গিল্ড্ সোশিয়েলিজম্' (Guild Socialism) নামে অপর এক সমাজতান্ত্রিক মতবাদ ইংলণ্ডে প্রচারিত হইয়াছিল। এই মতবাদে বিশ্বাসীরা 'কালেক্‌টিভিজম্' ও 'সিণ্ডিক্যালিজম্'-এর সংমিশ্রণে নিজেদের মতবাদ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহারা উৎপাদনের উপাদানগুলির উপর রাষ্ট্র কর্তৃত্ব চাহিয়াছিলেন, কিন্তু শিল্প-পরিচালনার ভার তাঁহারা বিভিন্ন শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট শ্রমিক, ম্যানেজার প্রভৃতির সংঘের উপর স্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন।

'গিল্ড্ সোশিয়েলিজম্' (Guild Socialism)

বিপ্লবাত্মক পন্থায় বিশ্বাসী সমাজতান্ত্রিকগণ কমিউনিস্ট্ নামে পরিচিত। ইঁহারা চরমপন্থী সমাজতান্ত্রিক। তাঁহারা সর্বপ্রকার সম্পত্তি রাষ্ট্র কর্তৃত্বাধীনে স্থাপন করিয়া রাষ্ট্রের অধীন জনসাধারণকে এক বিশাল শ্রমিক সমাজে পরিণত করিতে চাহেন। শ্রম সকলকেই করিতে হইবে এবং সেই শ্রমের উপযুক্ত পারিশ্রমিক যাহাতে পাওয়া যায় সেই দায়িত্ব রাষ্ট্রের। এই মতবাদে বিশ্বাসীরা বিপ্লবাত্মক উপায়ে সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তনের পক্ষপাতী।

'কমিউনিজম্' (Communism)

বর্তমানে উপরি-উক্ত বিভিন্ন প্রকারভেদ উঠিয়া গিয়া বিবর্তনমূলক (Evolutionary) এবং বিপ্লবাত্মক (Revolutionary) সমাজতন্ত্রবাদে রূপলাভ করিয়াছে। বর্তমানে সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট্ এই দুই নামেই সমাজতান্ত্রিকদের প্রধানত ভাগ করা হইয়া থাকে।

বিভিন্ন রাষ্ট্রে সমাজতান্ত্রিকতার প্রসার (Progress of Socialism in different States) : সমাজতন্ত্রবাদ ক্রমেই শক্তিশালী এবং সর্বজনগ্রাহ্য প্রভাবে পরিণত হইতেছে তাহা উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগের ইতিহাস হইতেই প্রমাণিত হয়। ফার্ডিনাণ্ড ল্যাসেল (Ferdinand Lassalle)-এর নেতৃত্বে স্থাপিত জার্মানির সোশিয়েল ডিমোক্রেটিক দল (Social Democratic Party) বিস্মার্কের ন্যায় প্রতিক্রিয়াপন্থী রাজনীতিককেও শ্রমিক সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক আইন-কানুন প্রণয়নে বাধ্য করিয়াছিল।

জার্মানি

ইংলণ্ডে ফ্যাবিয়ান সোসাইটি (Fabian Society) এবং ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লেবার পার্টির স্থাপনের মধ্যেই সেখানকার সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের পরিচয় লাভ করা যায়। নানাপ্রকার কারখানা-আইন এবং শ্রমিকহিতৈষী আইন প্রবর্তন সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রভাব হিসাবে পরিগণিত হয়।

ইংলণ্ড

ফ্রান্সে প্যারিস কম্যুনের স্থাপনে তথাকার সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বেইবিউফের সময় হইতেই সমাজতান্ত্রিকতার প্রভাব ফ্রান্সে অনুভূত হইয়াছিল।

ফ্রান্স

মার্কস্বাদের আধুনিক প্রয়োগ দেখা যায় লেনিন ও বল্শেভিক দলের জারতন্ত্র দমনে। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের রুশ-বিপ্লব মার্কস্বাদের সর্বাধিক সফল প্রয়োগ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। চীন, যুগোস্লোভিয়া, হাঙ্গেরী প্রভৃতি অপরাপর দেশেও 'কমিউনিজম্' স্থাপিত হইয়াছে। আধুনিক কালের রাষ্ট্রনৈতিক বিবর্তনে 'কমিউনিজম্' এক শক্তিশালী প্রভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

রাশিয়া

অপরাপর বহু রাষ্ট্র উগ্র সমাজতান্ত্রিকতায় বিশ্বাসী না হইলেও বিবর্তনমূলক শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপনের পক্ষপাতী, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। জনকল্যাণকর রাষ্ট্রব্যবস্থা স্থাপন প্রগতিশীল রাষ্ট্র মাত্রেরই আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। ভারতের নামও এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

অপরাপর রাষ্ট্র

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮)

(World War I)

যুদ্ধের পথে (Towards War): ১৮৭১ হইতে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যে যুগ অতিবাহিত হইয়াছিল উহার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির পরিপ্রেক্ষিতেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস পাঠ করিতে হইবে। এই দীর্ঘকাল ধরিয়া ইওরোপীয় দেশগুলি কিভাবে ক্রমেই এক সর্বগ্রাসী এবং আত্মঘাতী যুদ্ধের সম্মুখীন হইতেছিল সেই আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে। জার্মানি কর্তৃক 'ট্রিপল্ এলায়েন্স' (Triple Alliance) স্থাপন এবং উহার প্রত্যুত্তরে ইংলণ্ড কর্তৃক 'ট্রিপল্ আঁতাত' (Triple Entente) স্বাক্ষর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতির পরিচায়ক সন্দেহ নাই। ইওরোপীয় দেশগুলি যখন দুইটি পরস্পর-বিরোধী 'যুদ্ধ শিবিরে' পরিণত হইয়াছিল তখন যে-কোন আন্তর্জাতিক ঘটনা হইতেই যুদ্ধ শুরু হওয়ার আশঙ্কা স্বভাবতই ছিল। 'তরুণ তুর্কী' আন্দোলনের সুযোগ লইয়া অষ্ট্রিয়া কর্তৃক বোসনিয়া ও হার্জেগোভিনা গ্রাস, ট্রিপলি দখলের জন্য ইতালির যুদ্ধ ঘোষণা, বলকান সমস্যা ইত্যাদি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে অত্যধিক জটিলতাপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল।

ইওরোপের রাষ্ট্রসমূহ পরস্পর-বিরোধী দুইটি 'যুদ্ধ শিবিরে' পরিণত

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স মরক্কো দখল করিবার জন্য এক অতিশয় হীন এবং স্বার্থপর পন্থা গ্রহণ করিল। মরক্কো প্রদেশের আভ্যন্তরীণ অব্যবস্থার সুযোগে ফ্রান্স তথায় সৈন্য প্রেরণ করে; কিন্তু পরে সৈন্য অপসারণে অস্বীকৃত হয়।

ফলে, আফ্রিকায় জার্মান স্বার্থ রক্ষার জন্য জার্মানি মরক্কো প্রদেশের আগাদির (Agadir) নামক বন্দরে একটি রণপোত প্রেরণ করে। ফ্রান্সকে মরক্কো দখলে বাধা দান করাই ছিল জার্মান নৌ-অভিযানের মূল উদ্দেশ্য। ইংলণ্ড ফ্রান্সের পক্ষ অবলম্বন করিলে জার্মানি পরিস্থিতির চাপে মরক্কো-সঙ্কট সমাধানে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে চাহিল না। অবশেষে ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যে এক আপস-মীমাংসা হইল। মরক্কো প্রদেশের নিরাপত্তা রক্ষার ভার ফ্রান্সকে দেওয়া হইল, কিন্তু মরক্কো জার্মানি তথা অপরাপর দেশগুলির বাণিজ্য স্বার্থের নিকট উন্মুক্ত থাকিবে ইহাও স্থির হইল। এই সকল শর্ত মানিয়া লওয়ার বিনিময়ে জার্মানি ফ্রান্সের নিকট হইতে ফরাসী কঙ্গোর একাংশ লাভ করিল। ইহার এক বৎসর পর ফ্রান্স মরক্কো প্রদেশের উপর নিজ আধিপত্য স্থাপন করিল। আগাদির সঙ্কট ফ্রান্সের ও ইংলণ্ডের নিকট জার্মানির পরাজয়েরই সামিল ছিল। অপর দিকে ইহার ফলে ইঙ্গ-ফরাসী সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পাইল।

আগাদির সঙ্কট (১৯১১)

আগাদির সঙ্কটের অব্যবহিত পরেই বলকান যুদ্ধ বাধিল। এই দুই যুদ্ধ অবশ্য বলকান অঞ্চলের বাহিরে বিস্তৃত হইল না, কিন্তু এই সূত্রে ইওরোপীয় দেশগুলির মধ্যে মনোমালিন্য আরও বৃদ্ধি পাইল। ইওরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রে যখন পরস্পর বিদ্বেষ, সন্দেহ এবং ঈর্ষায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল তখন বোসনিয়ার রাজধানী সেরাজেভোতে (Serajevo) অষ্ট্রিয়ার যুবরাজ আর্কডিউক ফার্ডিনাণ্ডের হত্যা সমগ্র ইওরোপে এক দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিল। এই সূত্রে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হইল।

বলকান যুদ্ধ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ (Causes of the World War I): প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরোক্ষ কারণ ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের ভিয়েনা কংগ্রেস হইতে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ইওরোপীয় ইতিহাসের রাজনৈতিক বিবর্তনের মধ্যে নিহিত ছিল। ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম প্রধান দান ছিল জাতীয়তাবাদ, আর এই জাতীয়তাবাদই ছিল ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের বিশ্বযুদ্ধের প্রধান কারণ। ভিয়েনা সম্মেলন জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের প্রভাব উপেক্ষা করিয়া যে রাষ্ট্র-ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিল সেই ভিত্তি ধ্বংস করিতেই ঊনবিংশ শতাব্দীর অবশিষ্ট সময় ব্যয়িত হইয়াছিল। ঊনবিংশ

ভিয়েনা কংগ্রেস কর্তৃক জাতীয়তাবাদের উপেক্ষায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরোক্ষ কারণ নিহিত

শতাব্দীতে শেষ পর্যন্ত ভিয়েনা চুক্তির ত্রুটিগুলির প্রায় অধিকাংশ দূর করা সম্ভব হইয়াছিল বটে, কিন্তু এই সকল ত্রুটি দূর করিতে গিয়া যে-সব ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল তাহার মধ্য হইতে জাতীয়তাবাদ-বিরোধী নূতন কতকগুলি সমস্যার উদ্ভব হইয়াছিল।

আলসেস্ লোরেন পুনরধিকারের জন্য ফ্রান্সের সঙ্কল্প: জার্মানির বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা বৃদ্ধি

সেডানের যুদ্ধের পর জার্মানি ফ্রান্সকে আল্‌সেস্‌-লোরেন ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিল। জার্মানির নিরাপত্তা এবং এই সকল স্থান জার্মান-অধ্যুষিত এই দুইটি যুক্তির উপর নির্ভর করিয়াই জার্মানি আল্‌সেস্‌-লোরেন দখল করিয়াছিল বটে, কিন্তু এই দুই স্থানের অধিবাসিবৃন্দ বহুকাল ফরাসী শাসনাধীনে থাকিয়া নিজেদের ফরাসী জাতিভুক্ত বলিয়া-ই মনে করিত। স্বভাবতই এই দুইটি স্থান ভবিষ্যতে নিজ রাজ্যভুক্ত করিবার আশা ফ্রান্স ত্যাগ করিতে পারিল না। ফরাসী জাতির মধ্যে জার্মানির বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই প্রতিহিংসার মনোবৃত্তি ভিন্ন অর্থনৈতিক কারণেও ফ্রান্স আল্‌সেস্‌-লোরেন পুনরুদ্ধার করিতে ব্যগ্র ছিল। লোরেন অঞ্চল ছিল লৌহখনিতে পরিপূর্ণ। জার্মানির শিল্পোন্নতি লোরেনের লৌহখনির জন্যই প্রধানত সম্ভব হইয়াছিল। সুতরাং ফরাসী লৌহ-ইস্পাত শিল্পোৎপাদকগণ লোরেন অঞ্চল জার্মানির হস্তে চলিয়া যাওয়াটা কোনভাবে ভুলিতে পারিতেছিল না।

ট্রেন্‌টিনো ও ট্রিয়েস্ট্‌ অঞ্চল দখলের জন্য ইতালির সঙ্কল্প: ইতালি ও অস্ট্রিয়ার মনোমালিন্য

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ইতালীয় ঐক্য সম্পন্ন হইয়াছিল বটে, কিন্তু ট্রেন্‌টিনো (Trentino) এবং ট্রিয়েস্ট্‌ অঞ্চল (Area around Trieste) তখনও ইতালি দখল করিতে পারে নাই। এই সকল অঞ্চলে ইতালীয় অধিবাসীর সংখ্যা ছিল সর্বাধিক। সুতরাং ইতালি এই সকল স্থান দখল করিতে বদ্ধপরিকর ছিল।* এই সব স্থান দখল না করিলে ইতালীয় ঐক্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে এজন্য প্রয়োজনবোধে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেও ইতালি প্রস্তুত ছিল।

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বার্লিন চুক্তি দ্বারা অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী, বোসনিয়া ও হার্‌জেগো-

*"The oft-heard cry *Italia Irredenta* (Unredeemed Italy), therefore, was one of war." *The World Since 1914*, Langsam, p. 4.

ভিনা নামক দুইটি স্লাভ্-অধ্যুষিত বলকান প্রদেশের উপর আধিপত্য লাভ করে। কিছুকাল পরে অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী বোস্নিয়া ও হার্জেগোভিনা নিজ রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলে সার্বিয়া এই দুইটি স্থান নিজ রাজ্যের সহিত সংযুক্তির জন্য আন্দোলন চালাইতে থাকে। বোস্নিয়া ও হার্জেগোভিনার অধিবাসীরাও অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী হইতে স্বাধীন হইবার জন্য উদ্গ্রীব ছিল। সার্বিয়ার সহিত সংযুক্তি না চাহিলেও সার্বিয়ার সাহায্যে অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর অধীনতাপাশ ছিন্ন করিবার জন্য তাহারা বদ্ধপরিকর ছিল। অপর পক্ষে অষ্ট্রিয়া বোস্নিয়া ও হার্জেগোভিনার জাতীয় স্পৃহা উপেক্ষা করিয়া স্বৈরাচারী শাসন চালাইতেছিল। এই সূত্রে অষ্ট্রিয়া ও সার্বিয়ার মধ্যে তীব্র বিরোধের সৃষ্টি হয়

বোস্নিয়া ও হার্জেগোভিনার পক্ষে সার্বিয়ার নেতৃত্ব, অষ্ট্রিয়ার স্লাভ্-জাতীয়তাবাদের উপেক্ষা: অষ্ট্রিয়া সার্বিয়ার মনোমালিন্য

অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্য জাতীয়তাবাদের অবমাননার চরম নিদর্শনস্বরূপ ছিল। পোল্, চেক-স্লোভাক, রুথেনীয় ও রুমানিয়ান অধ্যুষিত অষ্ট্রিয়া হাঙ্গেরীর সাম্রাজ্য একমাত্র বৃদ্ধ সম্রাট যোসেফ্ ফ্রান্সিসের জনপ্রিয়তার জন্যই টিকিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর এই সাম্রাজ্য জাতীয়তাবাদের আঘাতেই যে ভাঙ্গিয়া পড়িবে সেবিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না।

অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্যের সংগঠন জাতীয়তা বিরোধী

অপর দিকে তুরস্ক সরকারের শাসন পরিচালনায় অকর্মণ্যতা, জার্মানি ও অষ্ট্রিয়ার পূর্বদিকে রাজ্য বিস্তারের ইচ্ছা (Drangnach Osten, i.e., urge towards the East), রাশিয়ার স্লাভ্ জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করিবার নীতি (Pan Slavism) এবং ম্যাসিডন অধিকার লইয়া গ্রীস, সার্বিয়া ও বুলগেরিয়ার মধ্যে পরস্পর প্রতিযোগিতা বলকান অঞ্চলকে যুদ্ধের বহ্নিকুণ্ডে পরিণত করিল।

বলকান অঞ্চল যুদ্ধের বহ্নিকুণ্ডে পরিণত

জাতীয়তাবাদের উপেক্ষা অথবা জাতীয়তাবাদ দমনের মধ্যে যেমন যুদ্ধবিগ্রহের বীজ নিহিত থাকে তেমনি উৎকট জাতীয়তাবোধও যুদ্ধের মনোবৃত্তি সৃষ্টির সহায়তা করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক বৎসরে এই উৎকট জাতীয়তাবোধ জার্মানিতে চরমভাবে প্রকাশ পায়। জার্মান ঐতিহাসিক হেন্‌রিক ফন্‌ট্রিটস্কি

উৎকট জাতীয়তা-বোধ: পরস্পর বিদ্বেষের সৃষ্টি: মানসিক প্রস্তুতি

(Heinrich von Treitschke) এবং হাউস্টন্ স্টুয়ার্ট চেম্বারলেন (Houston Stewart Chamberlain), জেনারেল ফ্রেডারিক ফন্ বার্ণহার্ডি (Freidrich von Bernhardi) প্রভৃতি জার্মান জাতীয়তা-বোধের এক নূতন রূপ দান করেন। জার্মান পিতৃভূমি (*Vaterland*) সকল দেশের শ্রেষ্ঠ এবং জার্মান জাতি অপরাপর জাতি অপেক্ষা বহু ঊর্ধ্বে এই ধারণা জার্মানদের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়াছিল। কেবলমাত্র জার্মানিতে এই উৎকট জাতীয়তাবোধ প্রকাশ পাইয়াছিল এমন নহে, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, রাশিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশেও ঐ সময়ে সংকীর্ণ ও স্বার্থপর জাতীয়তাবোধের প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। জার্মানিতে ইহার মাত্রা একটু বেশী ছিল, এই মাত্র। ফলে, বিভিন্ন দেশের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাইল এবং পরস্পর কূটনৈতিক আদান-প্রদান অসুবিধাজনক হইয়া পড়িল। প্রত্যেক দেশেই যুদ্ধের মানসিক প্রস্তুতি পূর্ণোদ্যমে চলিল। আর সংবাদপত্রগুলি এই মনোভাব বৃদ্ধির সহায়তা করিতে লাগিল।

সামরিক চুক্তি: 'ট্রিপল এলায়েন্স'

জার্মানির ঐক্য সম্পন্ন হওয়ার সময় হইতে জার্মান নিরাপত্তার জন্য বিস্মার্ক যে সামরিক-চুক্তি স্থাপনের নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা ক্রমে অপরাপর জাতিও অনুসরণ করিতে থাকে। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে বিস্মার্ক তাঁহার 'ট্রিপল্ এলায়েন্স' (Triple Alliance) বা ত্রি-শক্তি চুক্তি সম্পাদন করেন। এই চুক্তি দ্বারা জার্মানি, ইতালি ও অষ্ট্রিয়া আত্মরক্ষার ব্যাপারে পরস্পর সামরিক সাহায্য দানে প্রতিশ্রুত হয়। এই চুক্তি সম্পাদনের পর ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও রাশিয়া প্রত্যেকেই এককভাবে থাকিবার বিপদ সম্পর্কে অধিকতর সচেতন হইয়া উঠিল। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে বিস্মার্কের পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে জার্মানির কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম বিস্মার্ক অনুসৃত সাবধানী ঔপনিবেশিক ও সামুদ্রিক নীতি ত্যাগ করিয়া পৃথিবীর রাজনীতিতে (Welt Politik) জার্মানির প্রাধান্য স্থাপনের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। জার্মান জাতির ক্ষমতা অপরিসীম এবং জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠত্বের নীতির উপর ভিত্তি করিয়া তিনি এক ব্যাপক বাণিজ্যিক, ঔপনিবেশিক ও নৌ-নীতি অনুসরণ করিতে লাগিলেন। ইংলণ্ডের সহিত মিত্রতা স্থাপনের একাধিক সুযোগ ত্যাগ করিয়া তিনি এক উদ্ধত, ব্যাপক

জার্মানির কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের নীতি

প্রসার নীতি অনুসরণ করিতে লাগিলেন। ইংলণ্ডের সহিত বিরোধ এইভাবে চরমে পৌঁছিল। এদিকে বিস্মার্কের পদত্যাগের অব্যবহিত পরে রাশিয়া জার্মানির সহিত রি-ইন্সিওরেন্স চুক্তি ভঙ্গ করিল। এই সুযোগে ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে মৈত্রী স্থাপনের অসুবিধা হইল না। কিন্তু ইংলণ্ড তখন সম্পূর্ণভাবে মিত্রহীন। জার্মানিকে ইংলণ্ড শত্রুদেশ বলিয়া বিবেচনা করিত। এমতাবস্থায় ইংলণ্ডের বিরোধী অপর দুইটি শক্তি—ফ্রান্স ও রাশিয়া মিত্রতা স্থাপন করিলে ইংলণ্ডের ভীতি আরও বৃদ্ধি পাইল এবং ইংলণ্ডের নিরাপত্তার প্রশ্ন পূর্বাপেক্ষা অধিকতর জটিলতাপূর্ণ হইয়া উঠিল। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে থিওফাইল ডেল্ক্যাসি (Theophile Delcase) নামে একজন জার্মান-বিরোধী ফরাসী রাজনীতিক ফরাসী পররাষ্ট্র-মন্ত্রী নিযুক্ত হইলেন। ইহার অল্পকাল পরে ইংলণ্ডের সিংহাসনে সপ্তম এডোয়ার্ড আরোহণ করিলে ইঙ্গ-ফরাসী বিরোধের উপশম হইল। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স ও ইংলণ্ড তাহাদের পরস্পর ঔপনিবেশিক বিবাদ মিটাইয়া ফেলিয়া আঁতাত কার্ডিয়েল (Entente Cordiale) নামে এক মৈত্রী স্থাপন করিল। ইতিপূর্বে (১৯০২ খ্রীঃ) ইংলণ্ড জাপানের সহিতও

সামরিক চুক্তি :

এক মিত্রতাচুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছিল। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড ও রাশিয়ার মধ্যে অপর এক মিত্রতাচুক্তি স্থাপিত হইল। এইভাবে ক্রমে ফ্রান্স, রাশিয়া ও ইংলণ্ডের মধ্যে ট্রিপল্ আঁতাত (Triple Entente) নামে এক মৈত্রী স্থাপিত হয়। ফলে, সমগ্র ইওরোপ ট্রিপল্ এলায়েন্স্ ও ট্রিপল্ আঁতাত এই দুইটি পরস্পর-বিরোধী দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের মধ্যে ঔপনিবেশি-
ও বাণিজ্যিক বিস্তার লইয়া অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের (...
Imperialism) এক দারুণ প্রতিযোগিতা শুরু ...য়। আফ্রিকা, এশিয়া

ঔপনিবেশিক প্রতিযোগিতা

প্রভৃতি মহাদেশে ইওরো... বিস্তারনীতির ফলেই
ইওরোপীয় শক্তিবর্গের মে... এই রেষারেষির সৃষ্টি হইয়া-
ছিল। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে... বাণিজ্য-সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব, অষ্ট্রিয়া-
হাঙ্গেরী ও রাশিয়ার মধ্যে অর্থনৈতিক ... প্রভৃতি অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য-

শিল্পপতিগণের যুদ্ধস্পৃহা

বাদের পূর্বাভাস হিসা... দেখা দেয়। এই অর্থনৈতিক
প্রতিযোগিতাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ

বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক দেশেরই শিল্পপতিগণ যুদ্ধের প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুত করিতেছিল। এই সকল জিনিসপত্রের রাশিকৃত উৎপাদন ক্রমেই শিল্পপতিদের যুদ্ধ-সৃষ্টির জন্য ব্যগ্র করিয়া তুলিয়াছিল। কারণ, যুদ্ধ ভিন্ন এই সকল সাজ-সরঞ্জাম বিক্রয় করিবার অন্য কোনও সুযোগ ছিল না।

গোপন কূটনীতি: পরস্পর সন্দেহ: ইওরোপ বারুদস্তূপে পরিণত

এইভাবে সমগ্র ইওরোপ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, তাহাদের মধ্যে পরস্পর সন্দেহ যখন ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল তখন আন্তর্জাতিক শান্তি বজায় রাখিবার আন্তরিক চেষ্টা করিবার মত কোন উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান ছিল না। ফলে, দিন দিন আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে পরস্পর সন্দেহ এবং গোপন কূটনীতি (Secret diplomacy) প্রবল হইয়া উঠিল। আন্তর্জাতিক ব্যবহারে গোপনতা রক্ষা করিয়া চলিবার সাধারণ নীতি এবং প্রয়োজনীয়তা সীমা অতিক্রম করিল। এমন কি একই মন্ত্রিসভার সকল মন্ত্রী নিজ সরকার কর্তৃক স্বাক্ষরিত গোপনচুক্তি সম্পর্কে কোন কিছু জানিবার সুযোগ পাইতেন না। চতুর্দিকের সন্দেহের ধূম্রজালে ইওরোপ তখন দৃষ্টিশক্তি হারাইয়াছে এবং সামরিকক্ষেত্রে ইওরোপ তখন এক বারুদস্তূপে পরিণত হইয়াছে। স্বভাবতই এইরূপ পরিস্থিতিতে যে-কোন ক্ষুদ্র ব্যাপার হইতে এক সর্বগ্রাসী যুদ্ধের সৃষ্টি হইবে তাহাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু ছিল না।*

বিভিন্ন দেশের সংবাদপত্রগুলি নিজ নিজ দেশের জনমতকে নানাপ্রকার উত্তেজনাপূর্ণ সংবাদ পরিবেশন করিয়া যুদ্ধের উন্মাদনায় মাতাইয়া তুলিয়াছিল।

সংবাদপত্রে [illegible]

বিভিন্ন দেশের পারস্পরিক মত-পার্থক্যকে সংবাদপত্রগুলি অত্যধিক মাত্রায় ফেনাইয়া তুলিয়া জনমতকে বিভ্রান্ত করিয়া দিয়াছিল। সংবাদপত্রগুলির মালিকানা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বড বড শিল্পপতিদের হস্তে ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের কোন প্রকার ক্ষতি হইতে পারে এরূপ কিছু ঘটিলে সেই সকল সংবাদপত্র অত্যধিক মাত্রায় বিরুদ্ধ প্রচার করিত। ইংলণ্ড ও জার্মানির ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতাকে এইভাবে দুইদেশের সংবাদপত্রগুলি সংকীর্ণ, স্বার্থপর মনোভাব হইতে স্ফীত

* "Peace remains at the mercy of an accident"—*Wilhelm Von Sehoen*, Ambassador to Paris, Vide, Langsam, p. 13.

করিয়া জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিবার ফলেই দুই দেশের সম্পর্ক ক্রমেই অত্যধিক তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী ও সার্বিয়ার দ্বন্দ্বের মধ্য হইতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ উদ্ভূত হইল। সার্বিয়া অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর স্লাভ্-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি দখল করিতে বদ্ধপরিকর ছিল, ইহা ভিন্ন সার্বিয়া আড্রিয়াটিক সাগর তীরে একটি বন্দর দখল করিবার চেষ্টা করিলে বার বার অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী ও ইতালি ইহাতে বাধাদান করিয়াছিল। সার্বিয়া বাধ্য হইয়াই অষ্ট্রিয়ার মধ্য দিয়া নিজ রপ্তানি দ্রব্য পাঠাইত। কিন্তু এই বিষয় লইয়া প্রায়ই সার্বিয়া ও অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর সরকারের মধ্যে বিরোধিতার সৃষ্টি হইত। এই সকল বিরোধের ফলে অষ্ট্রিয়ার স্লাভ-অধ্যুষিত অঞ্চলে স্বাধীনতালাভ এবং সার্বিয়ার সহিত সংযুক্তির স্পৃহা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর সরকারকে ভীতি প্রদর্শন করিবার জন্য এই সকল অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদী নানাপ্রকার গোপন সমিতি গড়িয়া উঠে। 'ব্ল্যাক হ্যাণ্ড' (Black Hand)* নামে একটি সন্ত্রাসবাদী দল বোসনিয়ার গবর্ণর ওস্কার পোলিওরেক (Oskar Poliorek)-কে হত্যা করিতে মনস্থ করিল। কিন্তু অষ্ট্রিয়ার সিংহাসনে উত্তরাধিকারী আর্কডিউক ফ্রান্সিস্ ফার্ডিনাণ্ড বোস্নিয়া ভ্রমণে আসিতেছেন এই সংবাদ পাইয়া তাহারা গবর্ণরের পরিবর্তে আর্কডিউক ফ্রান্সিস্কেই হত্যা করা স্থির করিল। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জুন পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী আর্কডিউক ফ্রান্সিস্ ও তাঁহার পত্নী বোস্নিয়ার রাজধানী সেরাজিভো (Serajevo) ভ্রমণে আসিলেন। ঐ দিনই সার্বিয়া হইতে আগত তিনজন সন্ত্রাসবাদী বোসনিয়ান ছাত্রের একজন আর্কডিউক ফ্রান্সিসের মোটরগাড়িতে এক বোমা নিক্ষেপ করিল। কিন্তু সেযাত্রা আর্কডিউক রক্ষা পাইলেন এবং বোমা নিক্ষেপকারী ধরা পড়িল। আর্কডিউক তাঁহার গন্তব্য স্থানে পৌঁছিলেন। কিন্তু সেখানে সম্বর্ধনাপত্র পাঠ শেষ হইলে ফিরিবার পথে সন্ত্রাসবাদী ছাত্রদের অপর একজন আকস্মিকভাবে গুলি করিয়া আর্কডিউক ফ্রান্সিস্ ও তাঁহার স্ত্রী সোফির (Sophie) প্রাণনাশ করিল।

অষ্ট্রিয়া হাঙ্গেরী ও সার্বিয়ার মধ্যে বিরোধ

সেরাজিভো'র হত্যাকাণ্ড

সেরাজিভো'র হত্যাকাণ্ড বারুদখানায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গের কাজ করিল।

*Also known as 'Union of Death'.

অষ্ট্রিয়ার সরকার সার্বিয়াকে এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী করিলেন। সার্বিয়ান্‌গণকে অষ্ট্রিয়ার সরকার 'আততায়ীর জাতি' (race of assassins) বলিয়া অভিযুক্ত করিলেন। এই হত্যাকাণ্ডের জন্য অষ্ট্রিয়ার অধীন বোস্‌নিয়ার অধিবাসী ই দায়ী ছিল। জাতি হিসাবে অবশ্য বোস্‌নিয়ানগণ ছিল সার্বিয়ানদের ন্যায় স্লাভ্‌। ইহা ভিন্ন এই হত্যাকাণ্ড অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বোস্‌নিয়ার রাজধানী সেরাজিভোতে সংঘটিত হইয়াছিল।

সার্বিয়ার নিকট অষ্ট্রিয়ার চরমপত্র

তথাপি অষ্ট্রিয়ার সরকার জার্মানির সাহায্যের গোপন প্রতিশ্রুতি পাইয়া ২৩শে জুলাই (১৯১৪) তারিখে সার্বিয়ার সরকারের নিকট কতকগুলি কঠোর শর্ত-সম্বলিত এক চরমপত্র প্রেরণ করিলেন। এই পত্রে (Austrian note) সার্বিয়া সরকারের (ক) অষ্ট্রিয়া-বিরোধী প্রচারকার্যের তীব্র প্রতিবাদ করা হইল। (খ) সার্বিয়া সরকারকে সেরাজিভো'র হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করিয়া ঘোষণা প্রকাশ করিতে বলা হইল। (গ) ইহা ভিন্ন অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রচারকার্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে লিপ্ত আছেন এইরূপ সরকারী কর্মচারী ও স্কুল-শিক্ষকগণের পদচ্যুতি দাবি করা হইল। (ঘ) সার্বিয়ার দুইজন পদস্থ কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করিতে বলা হইল। (ঙ) আর্কডিউকের হত্যার তদন্ত ব্যাপারে অষ্ট্রিয়ার সরকারী কর্মচারীদের সাহায্যগ্রহণ করিতে এবং অষ্ট্রিয়া-বিরোধী প্রচারকার্য বন্ধ করিতে সার্বিয়ার সরকারকে জানান হইল। (চ) মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে এই চরমপত্রের উত্তর দাবি করা হইল।

চরমপত্রের শর্তাদি

২৫শে জুলাই (১৯১৪) সার্বিয়া সরকার এই চরমপত্রের উত্তর প্রেরণ করিলেন। ইহাতে অষ্ট্রিয়ার চরমপত্রে উল্লিখিত দাবিগুলির অধিকাংশই স্বীকার করিয়া লওয়া হইল। কিন্তু অপর কয়েকটি শর্ত যাহা মানিয়া লইলে সার্বিয়ার সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হইত সেগুলির মীমাংসার জন্য সার্বিয়া অষ্ট্রিয়ার নিকট সময় চাহিল এবং আন্তর্জাতিক কোন বৈঠকে সেগুলির যথাযথ মীমাংসা দাবি করিল। সার্বিয়ার উত্তর অষ্ট্রিয়ার মনঃপূত হইল না। ২৬শে জুলাই (১৯১৪) অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর সেনাবাহিনীকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে আদেশ দেওয়া হইল। দুইদিন পর (২৮শে জুলাই, ১৯১৪) অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল।

সার্বিয়ার উত্তর : অষ্ট্রিয়ার অসন্তুষ্টি

অষ্ট্রিয়া কর্তৃক সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা (২৮শে জুলাই, ১৯১৪)

এই যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ইওরোপে এক দারুণ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। বলকান অঞ্চল অষ্ট্রিয়া হাঙ্গেরীর অধীন হইলে রাশিয়ার স্লাভ্ ঐক্যের আদর্শ নাশ হইবে, ইহা ভিন্ন রাশিয়ার বল্কান-প্রাধান্যের কোন অস্তিত্ব থাকিবে না বিবেচনা করিয়া রাশিয়া ঘোষণা করিল যে, সার্বিয়ার ভাগ্য-বিপর্যয়ে রাশিয়া নিরপেক্ষ থাকিবে না।* অষ্ট্রিয়ার সৈন্য সার্বিয়ার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলে রাশিয়াও সৈন্যসমাবেশে পশ্চাদ্পদ থাকিবে না এই কথা রাশিয়ার জার স্পষ্টভাষায় অষ্ট্রিয়ার সরকারকে জানাইয়া দিলেন।

ইওরোপে প্রতিক্রিয়া

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি যখন এইভাবে জটিল হইতে জটিলতর হইয়া চলিয়াছে তখন ব্রিটিশ-পররাষ্ট্র সচিব স্যার্ এড্ওয়ার্ড গ্রে এই জটিল সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। ২৯শে জুলাই (১৯১৪) অষ্ট্রিয়া সার্বিয়ার রাজধানী বেল্গ্রেড্-এর উপর কামান দাগিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম মহাযুদ্ধ দাবাগ্নির ন্যায় সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল।

এড্ওয়ার্ড গ্রে কর্তৃক শান্তিরক্ষার চেষ্টা: বেল্গ্রেড্ আক্রমণ ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু (২৯শে জুলাই, ১৯১৪)

সার্বিয়া আক্রান্ত হইলে রাশিয়া সৈন্যসমাবেশের আদেশ দিল। জার্মানি রুশ সৈন্যসমাবেশকে রাশিয়ার যুদ্ধ ঘোষণারই সামিল মনে করিয়া রাশিয়াকে এক চরমপত্রে (ultimatum) সৈন্য সমাবেশ বন্ধ করিতে অনুরোধ জানাইল; রুশ-জার্মান যুদ্ধ বাধিলে ফ্রান্স নিরপেক্ষ থাকিবে কিনা সেই প্রশ্নের উত্তর জার্মান সরকার ফ্রান্সের নিকট অপর একটি চরমপত্র দ্বারা জানিতে চাহিলেন। রাশিয়া জার্মানির চরমপত্রের কোন জবাব না দেওয়াতে ১লা আগস্ট (১৯১৪) জার্মানি রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ফ্রান্স জার্মানির চরমপত্রের উত্তরে জানাইল যে, রুশ-জার্মান যুদ্ধে ফ্রান্স নিজ স্বার্থ বিবেচনা করিয়া যাহা কর্তব্য তাহাই করিবে। রাশিয়ার সহিত মৈত্রী-চুক্তির শর্তানুযায়ী ফ্রান্স রাশিয়ার পক্ষ অবলম্বন করিবে ইহা নিশ্চিত মনে করিয়া জার্মানি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল (৩রা আগস্ট, ১৯১৪)। এদিকে ইতালি

রাশিয়ার যুদ্ধ ঘোষণা

জার্মানির যুদ্ধ ঘোষণা

* "In no circumstance will Russia remain indifferent to Serbia's fate." Tsar's telegram to Serbia. Vide, Ketelbey, p. 393.

নিরপেক্ষতা ঘোষণা করিল। ত্রি-শক্তি চুক্তির বা 'ট্রিপ্‌ল্ এলায়েন্সের' অপর দুইটি শক্তি—জার্মানি ও অষ্ট্রিয়া আক্রমণাত্মক যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে এই যুক্তিতে ইতালি তাহাদের পক্ষ অবলম্বন করিতে অস্বীকৃত হইল। কারণ, 'ট্রিপ্‌ল্ এলায়েন্স' ছিল আত্মরক্ষামূলক চুক্তি (Defensive Alliance)।

ইতালির নিরপেক্ষতা

এদিকে জার্মানি ফ্রান্স আক্রমণের জন্য বেলজিয়ামের মধ্য দিয়া এক সেনাবাহিনী প্রেরণ করিল। অথচ ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের এক আন্তর্জাতিক চুক্তির দ্বারা বেলজিয়ামের আন্তর্জাতিক নিরপেক্ষতা স্বীকৃত হইয়াছিল। জার্মানি ও ফ্রান্স ছিল এই চুক্তির স্বাক্ষরকারী। ফ্রান্স বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা মানিয়া চলিতে রাজী হইলেও জার্মানি তাহা মানিল না। বেলজিয়ামের নিরাপত্তা বজায় রাখা ছিল ব্রিটিশ পররাষ্ট্র-নীতির মূলসূত্রের অন্যতম। সুতরাং বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা উপেক্ষা করিয়া জার্মানির সৈন্য উহার সীমা লঙ্ঘন করিলে বেলজিয়াম ইংলণ্ডের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিল। গ্রেট ব্রিটেন সঙ্গে সঙ্গে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল (৪ঠা আগস্ট, ১৯১৪)।* এইভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আবর্ত ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পৃথিবীর প্রধান প্রধান দেশ মাত্রেই এই যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত যোগদান করিল। ইতালি, জাপান, চীন ও আমেরিকা মিত্রপক্ষে (The Allies) যোগদান করিল। রুশ-তুরস্ক বিরোধ বহুকাল হইতেই চলিতেছিল। স্বভাবতই তুরস্ক রাশিয়ার শত্রুপক্ষ জার্মানির পক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল।

জার্মানি কর্তৃক বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা

ব্রিটেনের যুদ্ধ ঘোষণা

* 'If I am asked what we are fighting for, I can reply in two sentences. In the first place, we are fighting to fulfil a solemn international obligation. Secondly, we are fighting to vindicate the principle that small nationalities are not to be crushed, in defiance of international good faith, by the arbitrary will of strong and overmastering power." —*Mr. Asquith's* speech in the House of Commons, August 6, 1914. "Why is our honour involved in this war? Because......we are bound in an honourable obligation to defend the independence, the liberty and the integrity of a small neighbour that has lived peaceably, but she could not have compelled us because she was weak."—*Lloyd George* in a speech in Queen's Hall, London, Sept. 19, 1914.

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দায়িত্ব (Responsibility for the First World War): 'ট্রিপ্‌ল্ আঁতাত' (Triple Entente)-এর অংশীদারগণ—ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য জার্মানিকেই পূর্ণমাত্রায় দায়ী করিয়াছিল। এমন কি, অষ্ট্রিয়াকে তাহারা জার্মানির ক্রীড়নক বলিয়া মনে করিত, এজন্য অষ্ট্রিয়াকেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য সামান্যতম-ভাবে দায়ী মনে করিত না। পৃথিবীর বিভিন্নাংশে সংবাদ পরিবেশনের ক্ষমতা বিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি যতদূর ছিল 'ট্রিপ্‌ল্ এলায়েন্স' (Triple Alliance)-ভুক্ত দেশসমূহের তাহার আংশিক ক্ষমতাও ছিল না। ফলে, যুদ্ধকালে এবং ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরের কালে পৃথিবীর সর্বত্রই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য জার্মানিকে এককভাবে দায়ী করিবার মনোবৃত্তি পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

ট্রিপ্‌ল্ আঁতাতভুক্ত দেশসমূহ কর্তৃক যুদ্ধের জন্য জার্মানিকে দায়ীকরণ

যুদ্ধের পরবর্তী যুগে যখন যুদ্ধকালীন প্রচার এবং অপপ্রচার বন্ধ হইয়াছিল এবং যুদ্ধ সৃষ্টি সম্পর্কে প্রকৃত তথ্যাদি জানিবার সুযোগ পাওয়া গিয়াছিল তখন হইতেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য প্রকৃত দায়িত্ব সম্পর্কে মতদ্বৈধতা দেখা দেয়। এযাবৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য কোন্ কোন্ দেশ দায়ী ছিল সে সম্পর্কে বিতর্কের অবসান ঘটে নাই। অন্তত কয়েকটি বিশেষ যুক্তিতেই কোন ব্যক্তি বা দেশের উপর নির্দিষ্টভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দায়িত্ব ন্যস্ত করা অনুচিত হইবে।* প্রথমত, কোন দেশই ব্যাপক যুদ্ধ শুরু হউক ইহা মনে-প্রাণে চাহিত না, কিন্তু সেরাজিভো শহরে অষ্ট্রিয়ার রাজকুমারের হত্যার পর অষ্ট্রিয়া সার্বিয়ার নিকট যে চরমপত্র দিয়াছিল উহার ব্যাপারে কোন পক্ষই কূটনৈতিক পরাজয় স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিল না, যদিও কোন-না-কোন পক্ষ কতক পরিমাণ কূটনৈতিক পরাজয় স্বীকার না করিবার অর্থই ছিল ব্যাপক যুদ্ধের সূচনা। সুতরাং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ন্যায় সর্বনাশাত্মক যুদ্ধ হইতে

যুদ্ধের পরবর্তী কালে যুদ্ধের দায়িত্ব সম্পর্কে মতদ্বৈধতা

কোন একটি দেশকে দায়ী করিবার অযৌক্তিকতা

কোন পক্ষই কূটনৈতিক পরাজয় স্বীকার করিতে নারাজ

* "A few facts stand out clear and make it hardly worth-while to try to individualise responsibility. Riker, *A Short History of Modern Europe*, p. 647.

পৃথিবীর জনসাধারণকে রক্ষা করিবার জন্য কোন রাষ্ট্রই প্রয়োজনবোধে কূটনৈতিক পরাজয় স্বীকার করিতে রাজী ছিল না।

দ্বিতীয়ত, অষ্ট্রিয়া কর্তৃক সার্বিয়ার নিকট চরমপত্র প্রদানের পর এবং যুদ্ধ শুরু হইবার অন্তর্বর্তী কয়েকদিন মিত্রপক্ষীয় এবং জার্মানির পক্ষের বিভিন্ন রাজধানীগুলিতে যে কর্মতৎপরতা শুরু হইয়াছিল এবং পরস্পর পরস্পরের প্রস্তাবের উত্তরে যে পাল্টা প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিল তাহাতে এক দারুণ বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছিল। ফলে, যে সকল কূটনীতিকের উপর পৃথিবীকে বিশ্বযুদ্ধের সর্বনাশাত্মক ফলাফল হইতে রক্ষা করিবার দায়িত্ব ছিল তাঁহারা অতি দ্রুত এবং সেই হেতু ভ্রান্তিমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বিভ্রান্তিকর প্রস্তাব, পাল্টা প্রস্তাব, ঘোষণা-প্রতিঘোষণা

তৃতীয়ত, যুদ্ধের সম্ভাবনা যত বেশী বলিয়া মনে হইতে লাগিল ইওরোপীয় প্রধান দেশসমূহের রাষ্ট্রনেতা ও কূটনীতিকগণ ততই শান্তির জন্য চেষ্টা ত্যাগ করিয়া যুদ্ধ শুরু হইবার সঙ্গে সঙ্গেই কিভাবে বেশী সামরিক সুবিধা লাভ করা যায় সেজন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিবার সঙ্গে সঙ্গেই শান্তির চেষ্টা পরিত্যক্ত—সামরিক সুযোগ-সুবিধা লাভের চেষ্টা

উপরি-উক্ত কারণে আধুনিক ইতিহাস-সাহিত্যিকগণ মনে করেন যে, অষ্ট্রিয়া, রাশিয়া, জার্মানি, ফ্রান্স ও গ্রেট ব্রিটেন যে পাঁচটি দেশ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরু হইতেই যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল, এই পাঁচটি দেশই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য কতক পরিমাণে দায়ী ছিল।* অবশ্য বিভিন্ন লেখকের মতে এই সকল দেশের দায়িত্বের পরিমাণ বিভিন্ন রূপ। যুদ্ধের দায়িত্ব তাঁহারা একটি কোন দেশের উপর ন্যস্ত করিবার পক্ষপাতী নহেন।

আধুনিক ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক যুদ্ধের প্রধান পাঁচটি অংশীদারকেই দায়ীকরণ

তথাপি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনায় সাধারণত জার্মানি-

* "Scholars of good standing are now unanimously of the opinion that all five powers immediately involved, Austria, Russia, Germany, France and Great Britain, must assume some responsibility" Ferdinand Schevill: *A History of Europe*, p. 708.

কেই সর্বাধিক দায়ী করা হইয়া থাকে। বিশেষভাবে ব্রিটিশ লেখকদের মধ্যে জার্মানির উপর সম্পূর্ণ দোষ চাপাইবার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু যুদ্ধের প্রস্তুতি পর্যায়ের ইতিহাস স্মরণ করিলে কেবলমাত্র জার্মানিকে দায়ী করা অযৌক্তিক প্রমাণিত হইবে। তবে বিভিন্ন দিক হইতে আলোচনা করিলে জার্মানি ও অপরাপর দেশগুলির মধ্যে যুদ্ধের দায়-ভাগ করা সম্ভব হইবে এবং সেই দায়-ভাগের অধিকমাত্রা হযত জার্মানির উপর আরোপ করা যুক্তি-যুক্ত হইবে।

যুদ্ধের দায় ভাগ

(১) আল্‌সেস্‌-লোরেন অধিকার-সংক্রান্ত বিরোধ ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মূল কারণসমূহের অন্যতম। এই দুইটি স্থানের বাসিন্দাদের অধিকাংশই ছিল জার্মান জাতির লোক। অথচ দীর্ঘকাল ফরাসী সরকারের অধীন থাকিবার ফলে আল্‌সেস্‌-লোরেনের বাসিন্দাগণ নিজেদের ফরাসী জাতিভুক্ত বলিয়াই মনে করিত। সেডানের যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয়ের পর আল্‌সেস্‌-লোরেন জার্মানির অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। ফ্রান্স এই ক্ষতি স্বীকার করিতে রাজী ছিল না, আল্‌সেস্‌-লোরেন পুনরুদ্ধার করা ফ্রান্সের জাতীয় নীতিতে পরিণত হইয়াছিল। প্রথম যুদ্ধে ফ্রান্স-জার্মানির এই বিরোধের জন্য জার্মানি ও ফ্রান্স উভয় দেশকেই সমভাবে দায়ী করা অনুচিত হইবে না।

আল্‌সেস্‌-লোরেন সংক্রান্ত বিরোধ

(২) সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ জার্মান জাতি নিজেদের মানবজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিত এবং অপরাপর জাতি এই 'শ্রেষ্ঠ' জাতির পদানত থাকিবে ইহা স্বাভাবিক-ভাবেই দাবি করিত। এই সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মৈত্রী বজায় রাখিবার পরিপন্থী বলা বাহুল্য। কিন্তু এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশেও জাতীয়তাবোধ সংকীর্ণতার দোষে দুষ্ট ছিল। জার্মানির এই ধরনের সংকীর্ণতা অপরাপর দেশের সংকীর্ণতার তুলনায় ছিল বহুগুণে বেশী। নীতিগতভাবে বলিতে গেলে সকল দেশই জাতীয়তাবোধ-জনিত সংকীর্ণতার দোষে দোষী ছিল, জার্মানি ছিল সকল দেশের তুলনায়,

সংকীর্ণ জাতীয়তা-বোধ

বেশী। এখানে জার্মানিকে অপরাপর দেশের তুলনায় অধিকতর দায়ী করা যাইতে পারে।

(৩) বিস্‌মার্কের পদত্যাগের পরবর্তী যুগে জার্মানির পররাষ্ট্র-নীতি কতক পরিমাণে বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। একদিকে কাইজার উইলিয়ামের বিশ্বরাজনীতিতে (Welt politik) জার্মানির প্রাধান্য স্থাপনের আগ্রহ, অপরদিকে বিস্‌মার্ক অনুসৃত সাবধানী নীতি পরিত্যাগ জার্মানিকে অবাঞ্ছিত পরিস্থিতিতে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল। জার্মানির নৌবাহিনীর দ্রুত সম্প্রসারণ স্বভাবতই ব্রিটেনের দুশ্চিন্তার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু জার্মান পররাষ্ট্র-নীতি যদি তখনও উদ্ধত ও বিবাদপ্রিয় না হইত এবং ইংলণ্ডের ন্যায় সামুদ্রিক শক্তিসম্পন্ন দেশের সহিত মানাইয়া চলিবার জন্য আগ্রহশীল হইত তাহা হইলে জার্মান রাষ্ট্র-নেতাগণ নৌবহর বৃদ্ধি করিলেও যুদ্ধ এড়াইয়া চলা সম্ভব হইত।*

জার্মান পররাষ্ট্র-নীতির ত্রুটি

(৪) যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে জার্মানির কূটনৈতিক বিভ্রান্তিও যুদ্ধের জন্য দায়ী ছিল। সার্বিয়ার সহিত অনমনীয় নীতি ও পন্থা গ্রহণে অষ্ট্রিয়া জার্মানির সাহায্যপুষ্ট ছিল। ফলে, অষ্ট্রিয়ার অবিমৃষ্যকারিতার জন্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও জার্মানিকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল। ২৪শে জুলাই (১৯১৪) অষ্ট্রিয়া সার্বিয়াকে চরমপত্র প্রেরণ করিলে সার্ এডওয়ার্ড গ্রে জার্মানি, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও ইতালি—এই চারিটি রাষ্ট্র কর্তৃক অষ্ট্রিয়া-সার্বিয়া দ্বন্দ্বের মীমাংসার প্রস্তাব করিয়াছিলেন কিন্তু জার্মানি সেই প্রস্তাবে রাজী হয় নাই। পরে যুদ্ধ শুরু হইলে ইংলণ্ড নিরপেক্ষ থাকিবে না এবং ফ্রান্সের উপনিবেশের উপর জার্মানির হামলা কোনভাবেই বরদাস্ত করিবে না এই সুস্পষ্ট উত্তর ইংলণ্ড হইতে জার্মানি পাইল তখন জার্মানি অষ্ট্রিয়াকে একথা জানাইয়া দিয়াছিল যে, অষ্ট্রিয়া যেন জার্মানির মতামত গ্রহণ না করিয়া কোন যুদ্ধে প্রবেশ না করে। কিন্তু তখন আর অষ্ট্রিয়াকে রুখিবার

অনিচ্ছাসত্ত্বেও জার্মানির প্রথম যুদ্ধে প্রবেশ—কূটনৈতিক বিফলতার ফলশ্রুতি

* "The rapid increase of the German navy was, be it admitted, somewhat disquieting to the country whose very existence depended on maintaining the security of her oceanic highways; but had German diplomacy been quietly conciliatory instead blustering and quarrelsome, Admiral Von Tirpitz might still be building warships." Marriot : *A History of Europe*, p. 491.

সময় ছিল না, অস্ট্রিয়া জার্মানির পরামর্শেই এবং জার্মানির সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়াই সার্বিয়ার সহিত দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইয়াছিল। এমতাবস্থায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও অস্ট্রিয়া কর্তৃক সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা জার্মানি সমর্থন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ইহা জার্মান কূটনৈতিক বিফলতারই ফলশ্রুতি, বলা বাহুল্য।

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, সার্বিয়া অস্ট্রিয়া কর্তৃক প্রদত্ত চরমপত্রের প্রায় সব কয়টি শর্তই মানিয়া লইয়াছিল এবং অবশিষ্ট শর্তগুলি হেইগ ট্রাইবুনাল বা ইওরোপের বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যস্থতার মাধ্যমে মীমাংসা করিয়া লইতে প্রস্তুত আছে—এইরূপ উত্তরকেও অস্ট্রিয়া গ্রহণ করিতে অস্বীকার করায় অস্ট্রিয়াকে যুদ্ধ সৃষ্টির জন্য অংশত অবশ্যই দায়ী করা যুক্তিযুক্ত হইবে। অস্ট্রিয়া জার্মানির হস্তে ক্রীড়নক-স্বরূপ ছিল এই যুক্তিতেও অস্ট্রিয়াকে দায়িত্বমুক্ত করা সম্ভব নহে।

অস্ট্রিয়ার দায়িত্ব

(৫) ট্রিপ্‌ল্ আঁতাত (Triple Entente) স্বাক্ষরিত হইবার পর স্বভাবতই জার্মানি উহাকে জার্মান-বিরোধী রাষ্ট্রচুক্তি বলিয়া মনে করিল। গ্রেট্ ব্রিটেন এই আঁতাত ইঙ্গ-জার্মান চুক্তি (Anglo-German Agreement)-এর পরিপন্থী নহে এই যুক্তি দেখাইলেও জার্মানির ভয় দূর হয় নাই। কারণ ইহার পর কাইজার হতাশ হইয়া বলিয়াছিলেন, 'আমি আন্তরিকভাবে শান্তি কামনা করি, কারণ শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির জন্য শান্তির প্রয়োজন, আমি আশাকরি ভবিষ্যতে শান্তি বজায় রাখা হইবে।'* কিন্তু জার্মান রাষ্ট্রনেতৃবর্গ ট্রিপ্‌ল্ আঁতাত সুস্পষ্টভাবে জার্মান-বিরোধী একথা কখনও বলেন নাই। উপরন্তু প্যারিসে জার্মান পররাষ্ট্রদূত প্রিন্স ফন্ রেডোলিন এই চুক্তিকে মোটেই অযৌক্তিক নহে বলিয়াছিলেন। জার্মানির আইনসভায় বুলো (Bulow)-ও অনুরূপ ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু কাইজার ট্রিপ্‌ল্ আঁতাত সহজ মনে গ্রহণ করেন নাই। তিনি গোপনে রাশিয়াকে জার্মানির পক্ষভুক্ত করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। সম্ভব হইলে ফ্রান্সকেও তিনি এই জোটে টানিতে চাহিলেন। সুতরাং ট্রিপ্‌ল্ আঁতাত-এর বিরোধিতা তথা ট্রিপ্‌ল্

ট্রিপ্‌ল্ আঁতাত-এর বিরোধিতা—কাইজারের আংশিক দায়িত্ব

---

* "I wish from my heart that peace which is necessary for the further development of industry and trade, may be maintained in the future." *Ibid*, p. 409.

এলায়েন্স ও ট্রিপ্‌ল্ আঁতাতের পরস্পর বিরোধিতা ইওরোপকে দুইটি যুদ্ধ-শিবিরে বিভক্ত করিয়া দিয়াছিল। কাইজারের মনোভাব এজন্য কতকাংশে দায়ী ছিল, বলা বাহুল্য। সর্বশেষে একথা বলা প্রয়োজন যে, যুদ্ধের দায়-ভাগে জার্মানিকে অধিকতর দায়ী করিলেও অপরাপর রাষ্ট্রবর্গও যে অংশত যুদ্ধের জন্য দায়ী ছিল, তাহা অনস্বীকার্য।

যুদ্ধের প্রকৃতি (Character of the War): (১) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইহার পূর্বে অপর কোন যুদ্ধই এত ব্যাপকতা লাভ করে নাই। পৃথিবীর ইতিহাসে ইহাই ছিল সর্বপ্রথম সর্বাত্মক যুদ্ধ (Total War)। ইহার পূর্বে পৃথিবীতে যত যুদ্ধ হইয়াছিল সেগুলির কোনটাতেই পৃথিবীর এতগুলি দেশ অংশ গ্রহণ করে নাই। (২) ইহা ভিন্ন এই যুদ্ধে যে-পরিমাণ বৈজ্ঞানিক মারণাস্ত্র উভয় পক্ষে ব্যবহৃত হইয়াছিল তাহা পূর্বে আর কখনও হয় নাই। বিজ্ঞানের সাহায্যে যুদ্ধজয়ের এইরূপ চেষ্টা পূর্বে আর কখনও করা হয় নাই। ডুবোজাহাজ, ট্যাঙ্ক, বড় কামান, হাউইট্‌জার প্রভৃতির ব্যবহার, মাস্টার্ড গ্যাস, তরল আগুন (Liquid fire), বিষাক্ত গ্যাস, রোগের জীবাণুর সাহায্যে শত্রুপক্ষকে পরাভূত করিবার অভিনব প্রচেষ্টা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সর্বপ্রথম করা হইয়াছিল। (৩) জল, স্থল ও আকাশে এই যুদ্ধ চলিয়াছিল। যুদ্ধের বিমান ও ডুবো-জাহাজের ব্যবহার সংগ্রামশীল জগতের এক অভিনব অভিজ্ঞতা। (৪) জার্মানির জাতীয়তাবোধ এবং সর্বগ্রাসী সামরিক প্রাধান্য নীতি ইওরোপে যে ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল তাহার প্রত্যক্ষ ফল হিসাবেই এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। জার্মানির প্রাধান্যে ইওরোপের শক্তি-সাম্য বিনষ্ট হইতে চলিয়াছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এই শক্তি-সাম্য পুনঃস্থাপনেরই প্রচেষ্টা, সন্দেহ নাই। (৫) এই যুদ্ধে যে সকল মারণাস্ত্র ব্যবহার করা হইয়াছিল সেগুলির মারণ-ক্ষমতা যেমন ছিল অভূতপূর্ব তেমনি ছিল বীভৎসতা-পূর্ণ। সামরিক বা বেসামরিক ব্যক্তি বা বস্তুর কোনরূপ পার্থক্য রাখা

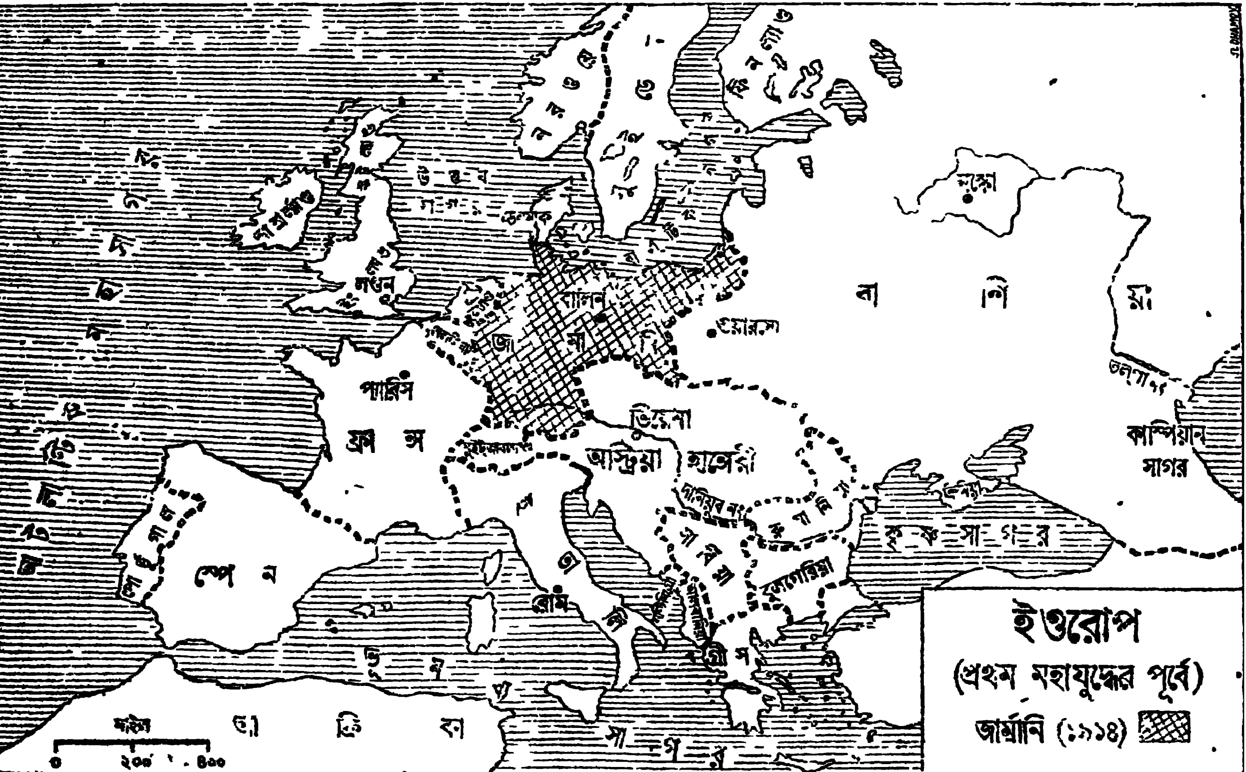
সর্বাত্মক যুদ্ধ

বৈজ্ঞানিক মারণাস্ত্রের ব্যবহার

বিমান ও ডুবোজাহাজের ব্যবহার

শক্তি-সাম্য পুনঃস্থাপনের সংকল্প

সামরিক বা বেসামরিক ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে প্রভেদ লোপ


ইওরোপ
(প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে)
জার্মানি (১৯১৪)
মস্কো
কাস্পিয়ান
সাগর
লণ্ডন
প্যারিস
ফ্রান্স
স্পেন
বার্লিন
ভিয়েনা
অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরী
রোম
বুলগেরিয়া
দানিয়ুব নদী
ওয়ারস
মাইল
০ ২০০ ৪০০

হইত না। গণতান্ত্রিক যুগের গণতান্ত্রিক মানুষের যুদ্ধ সম্পর্কে পূর্বধারণা সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছিল। যুদ্ধজয়ের জন্য শিল্প, রাজস্ব, প্রচার-কার্য সব কিছুরই এরূপ সর্বাত্মক নিয়োগ ইতিপূর্বে আর কখনও করা হয় নাই।

যুদ্ধের ঘটনাবলী (Events of the War)ঃ বিশ্বযুদ্ধের প্রধান ঘটনাবলীকে বৎসর হিসাবে ভাগ করিয়া বর্ণনা করা যুক্তিযুক্ত হইবে। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে যখন যুদ্ধ ঘোষিত হইয়াছিল তখন যুদ্ধে লিপ্ত শক্তিগুলির মধ্যে জার্মানি ছিল সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী এবং যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত। স্বভাবতই জার্মান সেনাবাহিনীর অগ্রগতি প্রতিহত করিবার শক্তি মিত্রপক্ষের ছিল না। লীজ (Leige) ও নামুর (Namur) নামক স্থানে বেলজিয়ামবাসীরা বীরত্ব সহকারে যুঝিয়াও জার্মান সৈন্যকে প্রতিহত করিতে সক্ষম হইল না। মন্‌স ও সার্লেরয় (Mons and Charleroi) নামক স্থানে ইঙ্গ-ফরাসী বাহিনীর বাধা প্রতিহত করিয়া জার্মান সৈন্য ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের পঁয়ত্রিশ মাইলের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে মিত্র-পক্ষের সেনাপতি জেনারেল ফচ্‌ (Foch) মার্ণ (Marne) নদীর তীরে জার্মান সেনাবাহিনীকে বাধা দান করিলেন। এই যুদ্ধে জেনারেল ফচের তৎপরতা ও দক্ষতায় জার্মানবাহিনী পরাজিত হইয়া মার্ণ নদীর তীর ত্যাগ করিয়া পশ্চাদপসরণে বাধ্য হইল। এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে প্যারিস রক্ষা পাইল। ইহা ভিন্ন মিত্রপক্ষ অধিকতর শক্তি সঞ্চয় করিয়া জার্মানির সহিত দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হওয়ার সুযোগ পাইল। জার্মানি মার্ণ-এর যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ দ্রুত অবসানের সুযোগ হারাইল। কিন্তু এইস্‌নি (Aisne) নদীর তীরে তাহারা মিত্রপক্ষের আক্রমণ উপেক্ষা করিয়া সুদৃঢ়ভাবে নিজেদের শিবির স্থাপন করিল। উভয় পক্ষে তুমুল ট্রেঞ্চ্‌-যুদ্ধ (Trench warfare) চলিল।

১৯১৪ খ্রীঃ

লীজ ও নামুর-এর যুদ্ধ

মার্ণ-এর যুদ্ধ

ট্রেঞ্চ্‌ হইতে যুদ্ধ

এই বৎসর অপর এক জার্মানবাহিনী সমগ্র বেলজিয়াম দখল করিয়া লইল, কিন্তু ইপ্রেস্‌ (Ypres) নামক স্থানে শত চেষ্টা করিয়াও তাহারা ব্রিটিশবাহিনীকে পরাজিত করিতে পারিল না। এদিকে রুশ সেনাবাহিনী পূর্ব-এশিয়া আক্রমণ করিতে

ইপ্রেস্‌ ও ট্যানেন-বার্গের যুদ্ধ

আসিয়া ট্যানেনবার্গের (Tannenberg) যুদ্ধে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইল। অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে রাশিয়ার অগ্রগতিও জার্মানির সহায়তায় রুদ্ধ হইল। রুশবাহিনী অষ্ট্রিয়ার রাজ্যসীমা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইতালি পূর্ব-ঘোষিত নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করিয়া মিত্রপক্ষে যোগদান করে। অপর দিকে জার্মানি তুরস্ককে মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ করিতে সমর্থ হয়। তুরস্ক দার্দানেলিজ প্রণালী (Dardanelles) মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে বন্ধ করিয়া দিয়া রাশিয়া ও ইঙ্গ ফরাসী বাহিনীর যোগাযোগের পথ রোধ করিলে ইঙ্গ-ফরাসী বাহিনী দার্দানেলিজ আক্রমণ করিয়া শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। গেলিপোলি (Gallipoli) উপদ্বীপেও মিত্রপক্ষের সেনাবাহিনী পরাজিত হয়। মেসোপটামিয়া অঞ্চলেও কুত-অল্-আমরা (Kut-al-Amara)-এর যুদ্ধে ইংরেজবাহিনী সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়। কিন্তু ইহার অল্পকালের মধ্যেই ব্রিটিশসৈন্য বাগদাদ দখল করিয়া পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ কতক পরিমাণে লইতে সমর্থ হয়। এই বৎসর হইতেই জার্মানি ইংলণ্ডের সামুদ্রিক প্রাধান্য ও বাণিজ্যিক স্বার্থ নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে 'সাবমেরিণ' বা ডুবোজাহাজের আক্রমণ দ্বারা ব্রিটিশ জাহাজ ধ্বংস করিতে শুরু করে।

১৯১৫ খ্রীঃ

গেলিপোলি ও কুত-অল্-আমারা-এর যুদ্ধ

ইহা ভিন্ন জার্মানি ও অষ্ট্রিয়ার যুগ্ম আক্রমণে সার্বিয়া সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয় এবং শত্রুপক্ষের পদানত হয়। এইভাবে সকল যুদ্ধক্ষেত্রেই মিত্রপক্ষের পরাজয় ঘটে।

সার্বিয়ার সম্পূর্ণ পরাজয়

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে ভার্দুন (Verdun) ও সোম (Somme)-এর রণাঙ্গনে জার্মান সেনাবাহিনী ও ইঙ্গ-ফরাসী সেনাবাহিনীর মধ্যে এক তুমুল যুদ্ধ ঘটে। ফ্রান্সের দ্বারদেশে ভার্দুনের যুদ্ধে উভয় পক্ষেরই যথেষ্ট ক্ষতি হয়, কিন্তু কোন পক্ষেরই পরাজয় ঘটে নাই। জার্মান আক্রমণ প্রতিহত করিয়া ফরাসীসৈন্য নিজ অবস্থান বজায় রাখিতে সক্ষম হয়। অপরদিকে সোমের যুদ্ধে জার্মানবাহিনী ইঙ্গ-ফরাসী আক্রমণ প্রতিহত করিতে সমর্থ হয়।

১৯১৬ খ্রীঃ: ভার্দুন ও সোমের যুদ্ধ

এই বৎসর অবশ্য রাশিয়া অষ্ট্রিয়ার সেনাবাহিনীকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করে, কিন্তু জার্মানি হইতে সামরিক সাহায্য আসিয়া পৌঁছিলে অষ্ট্রিয়াকে

আর পরাজিত করা সম্ভব হইল না। রাশিয়ার সামরিক সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া রুমানিয়া অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, কিন্তু জার্মানি অস্ট্রিয়ার যুগ্মবাহিনীর হস্তে পরাজিত হয়। রুমানিয়ার রাজধানী বুকারেস্ট্ অস্ট্রিয়া-জার্মানির সেনাবাহিনী কর্তৃক অধিকৃত হয়।

রুমানিয়ার যুদ্ধ ঘোষণা—পরাজয়

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল জাট্ল্যাণ্ডের জলযুদ্ধ। এই যুদ্ধের পূর্বে ডগারব্যাঙ্ক (Doggerbank) ও হেলগোল্যাণ্ডের উপসাগর (Bay of Helgoland)-এর জলযুদ্ধে জার্মান নৌবাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু জাট্ল্যাণ্ডের যুদ্ধে জার্মান রণপোত ব্রিটিশ রণপোতের ব্যূহ ভেদ করিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করে। ফলে, উভয়পক্ষে যে ভীষণ নৌযুদ্ধের সৃষ্টি হয় তাহাই জাট্ল্যাণ্ডের যুদ্ধ নামে পরিচিত। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মে তারিখে উত্তর সাগরে (North Sea) এই যুদ্ধ হয়। উভয়পক্ষেই বিশালাকার এবং বহুসংখ্যক রণতরী ব্যবহৃত হয়। এই যুদ্ধে ব্রিটিশ নৌবাহিনী পরাজিত হয়। উভয়পক্ষেই ক্ষতির পরিমাণ এত বেশী হয় যে, এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াও জার্মানি আর ব্রিটিশ নৌবাহিনীর সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে সক্ষম হয় নাই। সুতরাং পরাজিত হইয়াও ব্রিটিশ পক্ষ এই যুদ্ধে জয়লাভের-ই ফল ভোগ করিয়াছিল।

ডগারব্যাঙ্ক ও হেলগোল্যাণ্ডের যুদ্ধ

জাট্ল্যাণ্ডের যুদ্ধ (৩১শে মে, ১৯১৬)

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের সর্বপ্রধান ঘটনা হইল রাশিয়ার বল্‌শেভিক বিপ্লব। এই বিপ্লবের ফলে রাশিয়ার জারতন্ত্রের অবসান ঘটিল। বল্‌শেভিক দল সরকার গঠন করিল। এই নব-গঠিত সরকার স্থাপিত হওয়ার ফলে সাময়িকভাবে যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল তাহার প্রভাব যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর মধ্যেও দেখা গেল। ইহা ভিন্ন বল্‌শেভিক সরকার যুদ্ধনীতির পক্ষপাতী ছিলেন না। এই কারণে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া ব্রেস্ট্-লিট্ভস্ক্ (Brest-Litvosk)-এর সন্ধি দ্বারা জার্মানির সহিত যুদ্ধ মিটাইয়া ফেলিল। এই সন্ধির শর্তানুসারে রাশিয়া পোল্যাণ্ড, বাল্টিক প্রদেশসমূহ প্রভৃতি পশ্চিমদিকের যাবতীয় স্থান জার্মানির নিকটে

বল্‌শেভিক বিপ্লব (১৯১৭)

ব্রেস্ট্-লিট্ভস্ক্-এর সন্ধি (১৯১৮)

আটলান্টিক মহাসাগর

ডেনমার্ক

জার্মানি

রাশিয়া

ইউক্রেন

অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরী

কৃষ্ণ সাগর

বুলগেরিয়া

তুরস্ক

ব্রেস্ট লিটভস্কের সন্ধির পরে রাশিয়া (১৯১৮ খ্রীঃ)

০ ৩০০ ৬০০

মাইল

রাশিয়া হইতে বিচ্যুত অংশ

ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হয়। রাশিয়ার সহিত যুদ্ধাবসানের ফলে জার্মানি পূর্ব-ইওরোপ হইতে বহুসংখ্যক সৈন্য পশ্চিম-ইওরোপের যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়োগের সুযোগ পাইয়াছিল। মিত্রপক্ষের সামরিক অবস্থা ইহার ফলে সঙ্কটজনক হইয়া পড়ে। কিন্তু এমন সময়ে আমেরিকা মিত্রপক্ষের সহায়তার জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলে যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হয়। জার্মান সাবমেরিণের যথেচ্ছ আক্রমণে মার্কিন জাহাজ ও বাণিজ্যের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছিল। এই কারণে জার্মানিকে পরাজিত করা আমেরিকার স্বার্থের দিক দিয়াও যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল।

আমেরিকার যুদ্ধে যোগদান

এই বৎসরই জার্মান সেনাবাহিনী সোম্ নদীর তীর হইতে অপসরণ করিয়া হিণ্ডেনবুর্গ লাইনের পশ্চাতে অবস্থান করিতেছিল। এখানে মিত্রপক্ষের সহিত জার্মান সৈন্যের দীর্ঘদিন ধরিয়া তুমুল যুদ্ধ চলিল। উভয়পক্ষের প্রচুর ক্ষতি হইলেও কোন পক্ষই অপরপক্ষকে পরাজিত করিতে সক্ষম হইল না।

জার্মান সৈন্যের হিণ্ডেনবুর্গ লাইনের পশ্চাতে অপসরণ

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমদিকে জার্মানি মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে প্রচণ্ডবেগে আঘাত করিল। এমিয়েন্স ও ইপ্রেসের যুদ্ধে জার্মানি সাফল্যলাভ না করিলেও এই দুই স্থান রক্ষা করিতে গিয়া মিত্রপক্ষের বিরাট সংখ্যক সৈন্য প্রাণ হারাইল। সাময়িকভাবে জার্মানবাহিনী প্যারিস অভিমুখে বহুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইল। কিন্তু শীঘ্রই জার্মানির পরাজয় শুরু হইল। জেনারেল ফচ্-এর সুদক্ষ সমর-পরিচালনায় ইওরোপ ও এশিয়ার প্রতি ক্ষেত্রেই জার্মানি পরাজিত হইতে লাগিল। জার্মানির মিত্রশক্তিবর্গ তুরস্ক, রুমানিয়া ও অস্ট্রিয়া মিত্রপক্ষের নিকট পরাজিত হইয়া আত্মসমর্পণে বাধ্য হইল। এদিকে জার্মানির অভ্যন্তরে উদারনৈতিক আন্দোলনের ফলে রাশিয়ার অনুকরণে এক রাষ্ট্রবিপ্লবের আশঙ্কা দেখা দিল। জার্মান নৌবাহিনীও বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সর্বত্র সঙ্কটাপন্ন অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার ফলে জার্মান সরকার যুদ্ধের অবসান করাই স্থির করিলেন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর মিত্রপক্ষের সহিত জার্মানির যুদ্ধবিরতি ঘটিল। জার্মান সম্রাট কাইজার দ্বিতীয়

এমিয়েন্স ও ইপ্রেসের যুদ্ধ

জার্মানিতে বিপ্লবের আশঙ্কা

যুদ্ধবিরতি (১১ই নভেম্বর, ১৯১৮)

উইলিয়াম দেশ হইতে পলায়ন করিলেন এবং জার্মানি প্রজাতান্ত্রিক দেশ বলিয়া ঘোষিত হইল। দীর্ঘ চার বৎসর যুদ্ধের বীভৎস অভিজ্ঞতার পর ইওরোপে শান্তি ফিরিয়া আসিল। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসে মিত্রপক্ষীয় দেশগুলির প্রতিনিধিবর্গের বৈঠক বসিল। ইহাতে এই যুদ্ধ অবসানের স্থায়ী চুক্তি সম্পাদিত হইল।

প্যারিসে মিত্রপক্ষের প্রতিনিধিবর্গের বৈঠক

শান্তির প্রস্তুতি (Preparation for Peace): প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকে (৫ই জানুয়ারি, ১৯১৮) ল্যয়েড্ জর্জ মিত্রপক্ষের যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্পর্কে এক বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতায় শত্রুপক্ষ অর্থাৎ জার্মানি প্রভৃতির চরম শান্তিবিধানের মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু মিত্রপক্ষের যুদ্ধের উদ্দেশ্য মার্কিন প্রেসিডেণ্ট্ উইল্সনের বক্তৃতায় অতি স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারি মার্কিন কংগ্রেসের নিকট বক্তৃতায় প্রেসিডেণ্ট্ উইল্সন আন্তর্জাতিক শান্তির ভিত্তি হিসাবে তাঁহার বিখ্যাত 'চৌদ্দ দফা' (Fourteen Points) নীতির বিশ্লেষণ করেন। তাঁহার চৌদ্দ দফা পরিকল্পনা ছিল নিম্নলিখিত রূপ:

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ: ল্যয়েড্ জর্জ ও প্রেসিডেণ্ট্ উইল্সন্

(১) আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে পরস্পর ব্যবহারে কোনপ্রকার গোপনতা অবলম্বন করা হইবে না। গোপন কূটনীতি (Secret diplomacy) ত্যাগ করিয়া খোলাখুলিভাবে আন্তর্জাতিক শান্তিস্থাপনের পথ অবলম্বন করিতে হইবে। (২) প্রত্যেক দেশের নিজস্ব উপকূলের সংলগ্ন সমুদ্রের অংশ ভিন্ন সমুদ্র মাত্রই যুদ্ধ বা শান্তির সময়ে সকলের নিকট সমভাবে উন্মুক্ত থাকিবে। (৩) বাণিজ্য বিষয়ে শুল্ক প্রভৃতি যাবতীয় অর্থনৈতিক বাধা-বিঘ্ন যথাসম্ভব উঠাইয়া দিয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুযোগ বৃদ্ধি করিতে হইবে। (৪) প্রত্যেক দেশকেই অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধাদির সরঞ্জাম হ্রাস করিতে হইবে। আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত সামরিক শক্তি কোন দেশেই রাখা চলিবে না। (৫) উদার ও নিঃস্বার্থ মনোবৃত্তি লইয়া ঔপনিবেশিক অধিকারগুলি পুনর্বিবেচনা করা হইবে—অর্থাৎ কে কোন্ স্থানের অধিকারে স্থাপিত হইবে তাহা বিবেচনা করা হইবে। এবিষয়ে সংশ্লিষ্ট জনগণের স্বার্থের কথাও বিবেচনা করিতে হইবে। (৬) রাশিয়ার হৃত রাজ্যাংশ ফিরাইয়া দিতে

হইবে এবং রাশিয়া যাহাতে স্বাধীন এবং জাতীয় নীতি অনুসরণ করিয়া সুগঠিত হইয়া উঠিতে পারে সেই সুযোগ দিতে হইবে। (৭) বেলজিয়াম হইতে বিদেশী সৈন্য অপসারিত করিতে হইবে এবং বেলজিয়ামকে স্বাধীন রাজ্য হিসাবে পুনঃস্থাপন করিতে হইবে। (৮) ফ্রান্সকে আল্‌সেস্‌-লোরেন ফিরাইয়া দিতে হইবে। (৯) জাতীয়তার ভিত্তিতে ইতালির রাজ্য-সীমা নির্ধারণ করিতে হইবে। (১০) অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর অধিবাসীদের স্বায়ত্তশাসনের সুযোগ দিতে হইবে। (১১) জাতীযতার ভিত্তিতে বল্‌কান দেশগুলির পুনর্বণ্টন ও পুনর্গঠন করিতে হইবে এবং সেগুলির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা রক্ষার আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। (১২) দার্দানেলিজ প্রণালীকে আন্তর্জাতিকভাবে নিরপেক্ষ বলিয়া ঘোষণা করিতে হইবে এবং তুর্কী সুলতানের অ-মুসলমান প্রজাবর্গের স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। (১৩) পোল্যাণ্ডকে পুনগঠন করিতে হইবে এবং সমুদ্রে পৌছিবার সুযোগ দান করিতে হইবে। (১৪) ক্ষুদ্র ও বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতা ও রাজ্যসীমার নিরাপত্তা রক্ষার জন্য একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে হইবে।

উইলসনের চৌদ্দ দফা শর্ত

প্রেসিডেন্ট্‌ উইল্‌সনের উপরি-উক্ত চৌদ্দ দফা শর্ত সম্বলিত পরিকল্পনা ফ্রান্স, ইংলণ্ড, ইতালি প্রভৃতি অগ্রাহ্য না করিলেও উহা গ্রহণও করিল না। ফলে, শান্তি-সম্মেলনে উইল্‌সন ও অপরাপর দেশের রাজনীতিকদের মধ্যে বিরোধের পথ প্রস্তুত হইয়া রহিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল (Results of the World War I): প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মোট সাড়ে ছয় কোটি সৈন্য অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। এই সংখ্যার এক কোটি ত্রিশ লক্ষ অর্থাৎ প্রতি পাঁচজনের মধ্যে একজন যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারাইয়াছিল। প্রতি তিনজনের মধ্যে একজন গুরুতরভাবে আহত হইয়াছিল এবং ইহাদের মধ্যে ৭০ লক্ষ পঙ্গু হইয়া গিয়াছিল। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইওরোপে যত যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে মোট যে সংখ্যক লোক মারা গিয়াছিল তাহার দ্বিগুণ সংখ্যক লোক ১৯১৪-১৯১৮ এই চারি বৎসরে প্রাণ হারাইয়াছিল। মিত্রপক্ষের অর্থাৎ ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি জার্মান-বিরোধী দেশগুলিরই সর্বাধিক লোকক্ষয় হইয়াছিল এবং উহার সংখ্যা ছিল মোট হতাহতের দুই তৃতীয়াংশ।

হতাহতের সংখ্যা

(যুদ্ধক্ষেত্রে যে বিরাট সংখ্যক সৈন্যের প্রাণনাশ হইয়াছিল তাহা অপেক্ষা অধিক সংখ্যক বেসামরিক লোক এই যুদ্ধে প্রাণ হারাইয়াছিল। সামরিক আক্রমণ, খাদ্যাভাব, নানাপ্রকার রোগ ও মহামারী বেসামরিক লোকের প্রাণনাশ করিয়াছিল। এই বিশাল সংখ্যক নরনারীর মৃত্যুতে একাধিক দেশে পরবর্তী যুগে জনসংখ্যা-বৃদ্ধির হার একেবারে হ্রাস পাইয়াছিল।

বেসামরিক ক্ষতি

খরচের দিক দিয়া বিচার করিলেও এই যুদ্ধের বিশালতা অনুমান করা যাইতে পারে। যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী দেশগুলির মোট দৈনিক খরচ ছিল ২৪ কোটি ডলার এবং যুদ্ধের মোট খরচ হইয়াছিল ২৭ হাজার কোটি ডলার। ইহা হইতেই যুদ্ধে কি পরিমাণ সামগ্রী ও অর্থ মানুষের প্রাণনাশে ব্যয়িত হইয়াছিল তাহার একটা ধারণা পাওয়া যায়।

অর্থ ও সম্পত্তিনাশের পরিমাণ

ইহা ভিন্ন, মৃত এবং হতাহত সৈন্যের স্থান পূরণ করিবার জন্য যে জবরদস্তিমূলক সামরিক বৃত্তি গ্রহণের নীতি (Conscription) চালু করা হইয়াছিল তাহাতে উদীয়মান বহু বৈজ্ঞানিক, কবি, সাহিত্যিক, শিক্ষক প্রভৃতি যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া প্রাণ হারাইয়াছিলেন। ইংরেজ কবি উইলফ্রিড্ আওয়েন ও রবার্ট ব্রুকের নাম এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য। এই দুইজন কবিই যুদ্ধে প্রাণ হারাইয়াছিলেন।)

জাতীয় জীবনের ক্ষতি

প্যারিসের শান্তি-সম্মেলন (The Peace Conference of Paris): ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে প্যারিস নগরীতে পৃথিবীর ৩২টি দেশের প্রতিনিধিবর্গ শান্তি-চুক্তি সম্পাদনে সমবেত হইলেন। নিরপেক্ষ দেশ সুইট্জারল্যাণ্ডেই এই সভার অধিবেশন আহূত হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু ৪৮ বৎসর পূর্বে সেডানের যুদ্ধের পর জার্মানি প্যারিস নগরীতেই শান্তি-চুক্তি সম্পাদন করিয়া ফ্রান্সের মর্যাদা নাশ ও সম্পত্তি দখল করিয়াছিল। সেইজন্য ফ্রান্স প্যারিসে বসিয়াই এইবার উহার প্রতিশোধ লওয়ার সুযোগ ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইল না। একমাত্র ফ্রান্সের মন রক্ষার জন্যই আন্তর্জাতিক সম্মেলন প্যারিস নগরীতে আহূত হইল।

প্যারিস নগরী শান্তি-সম্মেলনের স্থান নির্বাচিত

৩২টি দেশের প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইল্‌সন, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড্‌ ল্যয়েড জর্জ, ফরাসী পররাষ্ট্র মন্ত্রী জর্জ ক্লিমেন্‌শো, ইতালীয় প্রধানমন্ত্রী ভিটোরিও ওর্লাণ্ডো প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আরও বহু উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি দেশ-বিদেশ হইতে এই শান্তি সম্মেলনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সম্মেলনের প্রকৃত কার্যক্ষমতা "প্রধান চারিজন" (Big Four) এর হস্তেই ন্যস্ত ছিল। ইহারা হইলেন: উইল্‌সন, ল্যয়েড জর্জ, ক্লিমেন্‌শো এবং ওর্লাণ্ডো। ফরাসী প্রতিনিধি ক্লিমেন্‌শো এই সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

প্রধান চারিজন (Big Four)

প্যারিস শান্তি-সম্মেলন একাধিক দিক দিয়া ভিয়েনা কংগ্রেসের সহিত তুলনীয়। ভিয়েনা কংগ্রেসে সমবেত সদস্যবর্গ যেমন উচ্চ আদর্শের মৌখিক পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া কার্যত সংকীর্ণ স্বার্থপরতার নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন সেইরূপ প্যারিস শান্তি সম্মেলনে সমবেত প্রতিনিধিবর্গও উচ্চ আদর্শবাদের মৌখিক প্রকাশের কোনরূপ ত্রুটি করিলেন না। ভিয়েনা সম্মেলনে যেমন জার প্রথম আলেকজাণ্ডার আদর্শবাদিতার প্রতীকস্বরূপ ছিলেন, প্যারিস শান্তি-সম্মেলনেও সেইরূপ ছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট উইল্‌সন। তিনি ন্যায় ও নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে দীর্ঘকালস্থায়ী শান্তি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সম্মিলিত প্রতিনিধিবর্গকে সচেতন করিয়া দিলেন। ইওরোপের দেশগুলির পুনর্গঠন ও পুনর্বণ্টনে সংশ্লিষ্ট জনগণের মতামতের মর্যাদাদানের কথাও তিনি বিশেষভাবে বর্ণনা করিলেন। "জনমতের ভিত্তিতে আইনসম্মত শাসন স্থাপন করাই আমাদের উদ্দেশ্য"—এই কথা উইল্‌সন সম্মেলনের উদ্দেশ্য ও আদর্শ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া ব্যক্ত করিলেন* এবং এই আদর্শ কার্যকরী করিবার জন্য তিনি তাহার বিখ্যাত 'চৌদ্দ দফা শর্ত'-সম্বলিত এক দীর্ঘ প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন।

প্যারিস শান্তি-সম্মেলন ভিয়েনা কংগ্রেসের সহিত তুলনীয়

প্রেসিডেন্ট উইলসনের আদর্শবাদ

* "What we see is a reign of law based upon the consent of the governed and sustained by the organised openion of mankind."

—*Wilson*, Vide, Ketelbey, p. 430.

কিন্তু প্রকৃতক্ষেত্রে এই সকল শর্ত কার্যকরী করা সম্ভব হইল না, কারণ যুদ্ধ যখন চলিতেছিল তখন বিভিন্ন দেশ পরস্পর পরস্পরের সহিত বহু চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিল এবং এই সকল চুক্তির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল জার্মানিকে পদানত করা এবং জার্মানির বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করা। ইহা ভিন্ন জার্মানির নিকট হইতে উপযুক্ত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করিবার ইচ্ছাও কোন কোন দেশের ছিল।

ইওরোপের দেশগুলির প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা

এইভাবে প্যারিস শান্তি সম্মেলনে দুইটি পরস্পর-বিরোধী ধারার সংঘাত শুরু হইল। একদিকে ন্যায় ও সততা, মানবতা ও স্থায়ী শান্তি ইত্যাদি আদর্শবাদী নীতির ভিত্তিতে ইওরোপের পুনর্গঠনের ইচ্ছা, অপরদিকে জার্মানি ভবিষ্যতে শক্তিশালী হইয়া পুনরায় ইওরোপের শক্তি-সাম্য যাহাতে বিনষ্ট না করিতে পারে সেজন্য জার্মানিকে দুর্বল করিবার, জার্মানির নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ গ্রহণ এবং ইওরোপের শক্তি-সাম্য বজায় রাখিবার ইচ্ছা।* এই দুই আদর্শের দ্বন্দ্বে পরাজিত জার্মানিকে হীনবল করার নীতিই জয়ী হইল। কোন কোন বিষয়ে ন্যায় ও সততার আংশিক প্রয়োগ যে না করা হইল এমন নহে, তথাপি প্রেসিডেন্ট উইল্‌সনের উচ্চ আদর্শবাদিতা কার্যকরী করা সম্ভব হইল না। ইওরোপীয় রাজনীতির কূটকৌশল ও জটিলতা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ সরলপ্রাণ মার্কিন প্রেসিডেন্ট উইল্‌সন, ল্যয়েড জর্জ, ক্লিমেন্‌শো, ওর্লাণ্ডো প্রমুখ কূট-নীতিকগণের কূটচালে সহজেই পরাস্ত হইলেন। তাঁহার 'চৌদ্দ দফা শর্ত' (Fourteen Points) নামমাত্রেই পর্যবসিত হইল। আন্তর্জাতিক শান্তি-স্থাপনে তাঁহার আদর্শ কার্যকরী হইল না।

দুইটি পরস্পর-বিরোধী ধারার সংঘাত

উইল্‌সনের আদর্শ-বাদের পরাজয়

প্যারিসের শান্তি-সম্মেলন জার্মানির সহিত ভার্সাই (Versailles)-এর

* "At the peace conference two ideas were struggling for mastery; on the one side was the conception of an impartial and altruistic distribution of justice; on the other were notions more familiar to the peace conferences, of the Balance of Power, of security against a recurrence of danger from the defeated state, of territorial and economic compensation on the part of the victors." Ketelbey, p. 431.

সন্ধি, অস্ট্রিয়ার সহিত সেণ্ট্ জার্মেইন (St. Germain '-এর সন্ধি, হাঙ্গেরীর সহিত ট্রিয়ানন (Trianon)-এর সন্ধি, বুলগেরিয়ার সহিত নিউলি (Neuilly)-এর সন্ধি, এবং তুরস্কের সহিত সেভ্রে (Severes)-এর সন্ধি—এই পাঁচটি সন্ধি স্বাক্ষর করিয়া প্রথম মহাযুদ্ধের অবসান ঘটাইল। এই সকল সন্ধি পরাজিত শক্তিগুলিকে গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হইয়াছিল, বলা বাহুল্য। পরাজিত শত্রুর প্রতি উদারতা প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তা মিত্রশক্তিবর্গ যেমন বুঝিলেন না, তেমনি ইওরোপের পুনর্গঠনে ন্যায় বা সততার ধারও তাঁহারা ধারিলেন না।

ভার্সাই, সেণ্ট্ জার্মেইন, ট্রিয়ানন, নিউলি ও সেভ্রে—এই পাঁচটি সন্ধি স্বাক্ষরিত

প্যারিসের শান্তি-সম্মেলনের প্রধান প্রধান সমস্যা ছিল: (১) মার্কিন প্রেসিডেণ্ট্ প্রস্তাবিত চৌদ্দ দফা শর্ত-সম্বলিত আন্তর্জাতিক পরিকল্পনার দলিল প্রস্তুত করা, (২) ফ্রান্সের নিরাপত্তা এবং রাইন নদীর বাম তীর সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা, (৩) জার্মানির সীমা নির্ধারণ করা এবং জার্মান উপনিবেশগুলি সম্পর্কে কি করা হইবে তাহা স্থির করা, (৪) ইতালির ঐক্য সম্পূর্ণ করিবার জন্য ট্রিয়েস্ট্ (Triest) ও ট্রেনটিনো (Trentino) অঞ্চলের উপর ইতালির দাবি, এবং পোল্যাণ্ডের পুনর্গঠনের দাবি সম্পর্কে বিবেচনা করা, এবং (৫) জার্মানির নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করা।

প্যারিস শান্তি-সম্মেলনের সমস্যা

লীগ-অব-ন্যাশন্‌স নামক আন্তর্জাতিক শান্তি বজায় রাখিবার প্রতিষ্ঠান স্থাপনের শর্তগুলি আন্তর্জাতিক চুক্তির অংশ হিসাবে গ্রহণ করা হইবে কি না সেবিষয়ে প্রথম মতানৈক্য দেখা দিল। কেবলমাত্র প্রেসিডেণ্ট্ উইল্‌সনের সনির্বন্ধতায় শেষ পর্যন্ত (২৮শে এপ্রিল, ১৯১৯) লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের চুক্তি (Covenant) গৃহীত হইল। একটি নূতন শর্ত সংযোজনার দ্বারা বলা হইল যে, আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষার জন্য মধ্যস্থতা, আঞ্চলিক মৈত্রী ও সৌহার্দ্য বা মন্‌রো-নীতির (Monroe Doctrine) ন্যায় ব্যবস্থা স্থাপন প্রভৃতি লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের নীতি-বিরুদ্ধ হইবে। আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে এবং পারস্পরিক ব্যবহারে জাতি বা জাতির মধ্যে কোনপ্রকার বৈষম্য করা হইবে না এবং প্রত্যেক দেশের প্রজাবর্গই সমমর্যাদা প্রাপ্ত হইবে—এইরূপ একটি প্রস্তাব

লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর চুক্তি গৃহীত

প্যারিস সম্মেলনের নিকট জাপান উত্থাপিত করিলে ব্রিটেন এবং অস্ট্রেলিয়ার বিরোধিতায় তাহা বাতিল হইয়া গেল। এইভাবে আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে গিয়াও স্বার্থপরতা, সংকীর্ণতা এবং পরস্পর কৃত্রিম বৈষম্য সম্পূর্ণভাবেই বজায় রহিল।

রাইন অঞ্চলে স্বায়ত্ত শাসিত অঞ্চল সৃষ্টির জন্য ফ্রান্সের প্রস্তাব অগ্রাহ্য

জার্মানির ভবিষ্যৎ আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ফ্রান্স দাবি করিল যে, রাইন নদী এবং ফ্রান্স বেলজিয়াম-নেদারল্যাণ্ডের অন্তর্বর্তী দশ হাজার বর্গমাইল স্থান একটি মধ্যবর্তী স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল (Autonomous buffer state) বলিয়া ঘোষিত হউক। কিন্তু আমেরিকা ও ইংলণ্ডের বিরোধিতায় এই প্রস্তাব বাতিল হইল। এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে আল্‌সেস্-লোরেনের ন্যায় অপর একটি সমস্যাসঙ্কুল স্থানের সৃষ্টি হইত। কিন্তু ফ্রান্স ইহাতে নিজ নিরাপত্তার দাবি ত্যাগ করিল না। অবশেষে আমেরিকা ও ইংলণ্ড পৃথক পৃথক চুক্তি দ্বারা ভবিষ্যৎ জার্মান আক্রমণের বিরুদ্ধে ফরাসী নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলে

ফ্রান্সের নিরাপত্তার জন্য ইংলণ্ড ও আমেরিকার দায়িত্ব গ্রহণ

ফরাসী মন্ত্রী ক্লিমেন্‌শো শান্ত হইলেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জুন তারিখে জার্মানির সহিত ভার্সাই-এর সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল। ইহার পরিপূরক হিসাবে ফ্রান্স ও ব্রিটেন এবং ফ্রান্স ও আমেরিকার মধ্যে আরও দুইটি চুক্তি দ্বারা ব্রিটেন ও আমেরিকা জার্মানির আক্রমণ হইতে ফ্রান্সের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করিল।

জার্মানির প্রতি মিত্রপক্ষের বিদ্বেষ

ভার্সাই-এর সন্ধির খসড়ার উপর জার্মান প্রতিনিধিবর্গকে কেবলমাত্র একবার একটি মন্তব্য পেশ করিবার অনুমতি দেওয়া হইল। ২৩০ খানি বড় বড় পৃষ্ঠায় টাইপ করা ভার্সাই-এর সন্ধির উপর জার্মান প্রতিনিধিগণ ৪৪৩ পৃষ্ঠা মন্তব্য লিখিয়া পেশ করিলেন। মিত্রপক্ষের প্রতিনিধিবর্গ বিবেচনা করিয়া এই সকল মন্তব্যের অতি সামান্য অংশই গ্রহণ করিতে রাজী হইলেন। এই সামান্য পরিবর্তনও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ল্যয়েড্ জর্জের সনির্বন্ধতায় সম্ভব হইয়াছিল। ল্যয়েড জর্জ প্যারিসের শান্তি-সম্মেলন শুরু হওয়ার সময় যে প্রকার প্রতিক্রিয়াশীল মনোবৃত্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন উহা সামান্য পরিমাণে

হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়াই তিনি ঐরূপ করিতে পারিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। পরিবর্তিত সন্ধির শর্তানুসারেও জার্মানির ভাগ্য-বিড়ম্বনার সীমা ছিল না।

ভার্সাই-এর সন্ধি (Treaty of Versailles): ভার্সাই-এর সন্ধির শর্তানুসারে জার্মানি (১) ফ্রান্সকে আল্‌সেস্‌-লোরেন ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হইল। (২) বেলজিয়ামকে মরেসনেট্‌, ইউপেন ও মালমেডি (Moresnet, Eupen and Malmedi) দিতে বাধ্য হইল। (৩) পোল্যাণ্ডকে পোজেন-এর অধিকাংশ ও পশ্চিম-প্রাশিয়া দিতে হইল এবং যদি উত্তর-সাইলেশিয়া ও পূর্ব-প্রাশিয়ার অধিবাসীরা গণভোট দ্বারা পোল্যাণ্ডের সহিত সংযুক্তি ইচ্ছা করে তাহা হইলে ঐ সকল অঞ্চলও পোল্যাণ্ডকে দিতে হইবে বলিয়া স্থির হইল। (৪) বাল্টিক সাগর তীরে মেমেল (Memel) বন্দরটি মিত্রপক্ষের নিকট ত্যাগ করিতে হইল। কিছুকাল পরে এই বন্দরটিও লিথুয়ানিয়ার অন্তর্ভুক্ত একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে পরিণত হইয়াছিল। (৫) জার্মানিকে আফ্রিকাস্থ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য এবং চীন, শ্যাম, মিশর, মরক্কো, তুরস্ক প্রভৃতি স্থানের সর্বপ্রকার বাণিজ্যিক ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার ত্যাগ করিতে হইল। চীনদেশস্থ জার্মান অধিকারসমূহ জাপানকে দেওয়া হইল। অপরাপর স্থানগুলি লীগ-অব্‌ ন্যাশনস্‌-এর পরিদর্শনাধীনে 'Mandatories'-এ পরিণত করা হইল।

পুনর্বণ্টনের শর্তাদি

জার্মানির সামরিক শক্তির ভবিষ্যৎ আক্রমণ হইতে ইওরোপ তথা পৃথিবীকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে (১) জার্মানির সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করিয়া মাত্র এক লক্ষ করা হইল। (২) বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তি গ্রহণ করিবার নীতি জার্মানিকে ত্যাগ করিতে হইল। (৩) যে সামান্য সৈন্যসংখ্যা জার্মানিকে রাখিতে দেওয়া হইল তাহাও কেবলমাত্র জার্মানির আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা এবং সীমারক্ষার কার্যে ব্যবহার করিতে হইবে, বলা হইল। (৪) জার্মানির নৌবাহিনীর সংখ্যাও হ্রাস করিয়া দেওয়া হইল এবং হেলিগোল্যাণ্ডের সামরিক ঘাঁটি ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল। রাইন নদীর বাম তীরের ত্রিশ মাইলের মধ্যে জার্মানির যে সকল দুর্গ বা সামরিক ঘাঁটি ছিল তাহা ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে, বিমানবহর রাখা চলিবে না, গোলা-বারুদ প্রস্তুতের পরিমাণ হ্রাস করিতে হইবে—এই সকল শর্তও জার্মানির উপর

সামরিক শর্তাদি

চাপান হইল। (৫) উপরি-উক্ত শর্তগুলি যাহাতে যথাযথভাবে পালিত হয় সেজন্য জার্মানিতে মিত্রপক্ষের এক সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হইল। (৬) জার্মানির যুদ্ধজাহাজগুলি ইংলণ্ডের নিকট ত্যাগ করিতে বলা হইল। এই সকল যুদ্ধজাহাজের অধিকাংশই অবশ্য জার্মান এ্যাড্মিরালের আদেশে স্কাপা ফ্লো (Scapa flow) নামক জলভাগে যুদ্ধবিরতির অব্যবহিত পূর্বেই ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

অর্থনৈতিক দিক দিয়াও জার্মানিকে দুর্বল করিবার উদ্দেশ্যে (১) জার্মানির বাণিজ্যপোতের অধিকাংশই ফ্রান্সকে দেওয়া হইল। (২) সার (Saar) অঞ্চল নামক একটি জার্মান জেলা পনর বৎসরের জন্য আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণাধীনে স্থাপন করা হইল। যুদ্ধে জার্মানি কর্তৃক ফ্রান্সের কয়লার খনিগুলি ধ্বংসের ক্ষতিপূরণ হিসাবে এই দীর্ঘ পনর বৎসর ধরিয়া ঐ অঞ্চলের কয়লার খনিগুলি ফ্রান্সকে ভোগদখল করিবার অধিকার দেওয়া হইল। পনর বৎসর অতিবাহিত হইলে ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের ভোট গ্রহণ করিয়া জার্মানির সহিত উহার সংযুক্তির প্রশ্ন বিবেচিত হইবে, বলা হইল। বেলজিয়াম ও ইতালিকে জার্মানি নির্দিষ্ট পরিমাণ কয়লা সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে, জার্মানির লোহা ও রবার ক্ষতিপূরণ হিসাবে বিভিন্ন দেশকে দিতে হইবে এইরূপ ব্যবস্থা করা হইল। (৩) যুদ্ধ সৃষ্টির অপরাধ জার্মানির উপর আরোপ করিয়া জার্মান কাইজার (সম্রাট) দ্বিতীয় উইলিয়াম এবং অপরাপর আরও বহু ব্যক্তিকে মিত্রপক্ষের নিকট সমর্পণের দাবী করা হইল। (৪) যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসাবে মিত্রপক্ষ কি পরিমাণ অর্থ জার্মানির নিকট হইতে আদায় করিবে তাহা স্থির করা সম্ভব হইল না। বিভিন্ন প্রতিনিধি বিভিন্ন পরিমাণ অর্থ দাবী করিলেন। বিভিন্ন প্রতিনিধির হিসাব অনুযায়ী এই দাবী মোট ১৫ শত কোটি ডলার হইতে ২০ শত কোটি ডলারের মধ্যে দাঁড়াইল। কী পরিমাণ অর্থ দাবী করিলে ঠিক হইবে তাহা প্রতিনিধিবর্গ স্থির করিতে না পারিয়া অবশেষে এই ব্যবস্থা করিলেন যে, ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জার্মানি মিত্রপক্ষকে মোট ৫০০ কোটি ডলার পরিমাণ সোনা বা ঐ মূল্যের অপর কোন জিনিস দিবে। ইতিমধ্যে একটি ক্ষতিপূরণ কমিশন মোট কত পরিমাণ অর্থ জার্মানিকে দিতে হইবে তাহা স্থির করিবেন ও জার্মানির নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যবস্থা করিবেন।

অর্থনৈতিক শর্তাদি : ক্ষতিপূরণ

ভার্সাই-এর সন্ধির সমালোচনা (Criticism of the Treaty of Versailles) : প্রথম মহাযুদ্ধে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের এবং জনসাধারণের মধ্যে জার্মানির বিরুদ্ধে যে তীব্র অসন্তোষ ও ঘৃণার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার প্রতিক্রিয়া ভার্সাই-এর সন্ধিতে জার্মানির প্রতি ইওরোপীয় প্রতিনিধিবর্গের ব্যবহারে লক্ষ্য করা যায়। পরাজিত শত্রুর প্রতি অনুকম্পা, উপযুক্ত মর্যাদা, ন্যায় বা সততা প্রদর্শনের দূরদৃষ্টি বা প্রয়োজন উপলব্ধি করিবার মত রাজনৈতিক বিবেচনা বা অন্তর্দৃষ্টি সম্মেলনের প্রতিনিধিবর্গের ছিল না। ভবিষ্যতে জার্মানি যাহাতে পুনরায় শক্তিশালী হইয়া ইওরোপের শান্তি ভঙ্গ না করিতে পারে সেই ব্যবস্থা অবলম্বনই প্রতিনিধিবর্গের একমাত্র উদ্দেশ্যে পরিণত হইয়াছিল।

মিত্রপক্ষের দূরদৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টির অভাব

ভার্সাই-এর সন্ধিতে* আমরা দুইটি নীতির প্রাধান্য দেখিতে পাই, যথা : (১) যুদ্ধ সৃষ্টির অপরাধে জার্মানিকে কঠোর শাস্তি দেওয়া এবং (২) জার্মানির আক্রমণ হইতে ভবিষ্যতে ইওরোপের নিরাপত্তা যাহাতে ব্যাহত না হইতে পারে সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করা। এই দুইটি নীতি কার্যকরী করিতে গিয়া প্যারিস সম্মেলনে সমবেত কূটনীতিকগণ পরাজিত শত্রুর কৃতজ্ঞতার মাধ্যমে শান্তি স্থাপন ও শ্রদ্ধা অর্জনের চেষ্টা ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র শাস্তিমূলক ব্যবস্থাই অবলম্বন করিয়াছিলেন। ন্যায্য-বিচার, দূরদৃষ্টি ও মানবতার দাবি উপেক্ষা করিয়া স্বার্থপর ও সংকীর্ণ প্রতিহিংসা গ্রহণে তাঁহারা ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহাদের কার্যাবলী একাধিক যুক্তিতে সমর্থনযোগ্য নহে বলিয়া প্রমাণিত হইবে, সন্দেহ নাই।

দুইটি প্রধান নীতি : (১) জার্মানিকে যুদ্ধের অপরাধে শাস্তি দান, (২) ভবিষ্যতে জার্মানির শক্তি-সঞ্চয়ের পথ রোধ

প্রথমত, আন্তর্জাতিক শান্তি স্থাপনের কালে পরাজিত শত্রুর মানসিক প্রতিক্রিয়ার দিকটা বিশেষভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। শান্তি-চুক্তির শর্তগুলি অন্যায্য ও অপমানজনকভাবে কঠোর হইলে পরাজিত শত্রুর শ্রদ্ধা বা কৃতজ্ঞতা অর্জনের কোন সুযোগ স্বভাবতই থাকে না, ফলে শান্তি চুক্তির

* "The treaty represented two main ideas ; a stern and relentless justice on the basis of the assumption of German guilt and a need of protecting Europe against a revival of German ambition." *A Short History of Modern Europe*, Riker, p. 396.

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে (১৯১৯খ্রীঃ)
জার্মানি
০ ৮০ ১৬০
মাইল

উত্তর সাগর
ডেনমার্ক
শ্লেজভিগ
গণভোট সাপেক্ষ
সুইডেন
বালটিক সাগর
মিত্রশক্তিকে
স্বাধীন শহর বলিয়া ঘোষিত
ডানজিগ
পূর্ব প্রুশিয়া
নিয়েমেন নং
হ্যামবার্গ
স্টেটিন
ব্রিমেন
এলব নং
বার্লিন
পোল্যাণ্ডকে
ওডার নং
পোল্যাণ্ড
গণভোট সাপেক্ষ
হ্যানোভার
বেলজিয়ামকে
চেকোস্লোভাকিয়াকে
সাইলেশিয়া
কোলোন
ড্রেসডেন
রাইন নং
ফ্রাঙ্কফোর্ট
বেলজিয়াম
চেকোস্লোভাকিয়া
সার অঞ্চল
ফ্রান্সকে
(১৫ বৎসরের জন্য)
দানিয়ুব নং
ফ্রান্স
আলসেস-লোরেন
ফ্রান্সকে
মিউনিক
অস্ট্রিয়া
সুইং

বিরোধিতা প্রথম হইতেই শুরু হয়।* এই বিরোধ ও বিদ্বেষ কালক্রমে প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছায় পরিণত হয়। জার্মানির ক্ষেত্রেও ঠিক এইরূপই হইয়াছিল। মিত্রপক্ষের প্রতিনিধি-বর্গ জার্মান প্রতিনিধিগণকে ভার্সাই এর চুক্তির খসড়ার উপর কেবলমাত্র একবার লিখিত মতামত জ্ঞাপনের সুযোগ দিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের মতামতের অতি সামান্যই ভার্সাই-এর সন্ধিতে সন্নিবিষ্ট করিয়া তাঁহাদিগকে যুদ্ধের ভীতিপ্রদর্শন দ্বারা ঐ চুক্তি গ্রহণে বাধ্য করিয়াছিলেন। উপরন্তু জার্মান প্রতিনিধিবর্গকে সাধারণ অপরাধীর ন্যায় সামরিক প্রহরাধীনে সম্মেলনের অধিবেশন কক্ষে উপস্থিত করিয়া এবং অধিবেশন শেষে বাহিরে লইয়া গিয়া জার্মান দেশ ও জাতির প্রতি অযথা অসম্মান প্রদর্শন করা হইয়াছিল। এইরূপ আচরণের মধ্যে মিত্রপক্ষের শক্তি ও ঔদ্ধত্যের পরিচয় যতটুকুই থাকুক না কেন, স্থায়ী শান্তি স্থাপনের অনুকূল মানসিক প্রস্তুতি উহাতে ব্যাহত হইয়াছিল। জার্মানি, এমন কি ইওরোপের আরও বহুদেশে ভার্সাই-এর সন্ধি এক 'Dictated Peace' বা বিজেতার আদেশ অনুযায়ী বিজিতের উপর জবরদস্তিমূলকভাবে চাপানো শান্তিচুক্তি বলিয়াই বিবেচিত হইয়াছিল। স্বভাবতই এই সন্ধির প্রতি জার্মান জাতির ঘৃণা ও বিদ্বেষই সৃষ্টি হইয়াছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের (১৯৩৯—'৪৫) বীজ এই বিরোধী মনোভাবের মধ্যেই নিহিত ছিল।

(২) মানসিক প্রতিক্রিয়ার দিক দিয়া শান্তির প্রতিকূল অবস্থা

জার্মানির প্রতি অযথা অপমানজনক ব্যবহার

'Dictated Peace'

দ্বিতীয়ত, ভার্সাই-এর সন্ধি লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের পত্তন করিয়াছিল। এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মূল নীতির দিক দিয়া বিচার করিলেও ভার্সাই-এর সন্ধি সমর্থন করা যায় না। এই সন্ধির শর্তাদি কোন উদার বা ন্যায্য নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। জার্মানিকে অর্থনৈতিক দিক্ দিয়া পঙ্গু করা হইয়াছিল, কিন্তু জার্মানি হইতে যে-সকল সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করা হইয়াছিল তাহার প্রতিদানে জার্মানিকে কোন সুবিধাদানের মনোবৃত্তি মিত্রপক্ষের ছিল না। জার্মানির উপনিবেশগুলি লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের

(২) অর্থনৈতিক ও ঔপনিবেশিক শর্তাদির অনুদারতা ও অবিচার—লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের নীতিবিরোধী

* "It is possible that if the victorious powers had shown less severity in their treatment of Germany she might have reconciled herself more readily to her altered status." Lipson, p. 322.

পরিদর্শনাধীনে অপরাপর ইওরোপীয় শক্তির 'উদার এবং দায়িত্বমূলক' শাসনাধীনে স্থাপন করা হইয়াছিল। কিন্তু লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের শর্তানুসারে* উপনিবেশ সম্পর্কে ন্যায্য-নীতি অবলম্বনের প্রতিশ্রুতি দিয়াও ইওরোপীয় শক্তিবর্গ তাহাদের নিজ নিজ উপনিবেশের উপর পূর্ববৎ সাম্রাজ্যবাদী শাসন বলবৎ রাখিতে দ্বিধাবোধ করে নাই।

তৃতীয়ত, যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্র হ্রাস করিবার নীতি ভার্সাই-এর সন্ধি স্বাক্ষরকারী দেশ মাত্রেই গ্রহণ করিয়াছিল। লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর মূল ভিত্তি ছিল প্রেসিডেন্ট্ উইলসনের চৌদ্দ দফা শর্তাবলী (Fourteen Points)। এই শর্তাবলীর চতুর্থ শর্তানুযায়ী† স্বাক্ষরকারী দেশগুলি নিজ নিজ দেশরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম সামরিক শক্তি ভিন্ন উদ্‌বৃত্ত সামরিক অস্ত্রশস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম হ্রাস করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃতক্ষেত্রে কেবলমাত্র জার্মানির উপরই মিত্রপক্ষ এই শর্তের প্রয়োগ করিয়া এবং নিজ নিজ দেশের সামরিক শক্তি অব্যাহত রাখিয়া কপটতা এবং নীচ স্বার্থপরতার পরিচয় দিয়াছিল সন্দেহ নাই। জার্মানির দিক হইতে বিচার করিলে মিত্রপক্ষের এই আচরণকে বিশ্বাসঘাতকতা এবং প্রতারণা ভিন্ন আর কিছুই বলা চলে না। জার্মানির সামরিক শক্তি বেলজিয়ামের মত ক্ষুদ্র দেশের সামরিক শক্তি অপেক্ষাও হ্রাস করা হইয়াছিল। এই দিক দিয়া বিচার করিলে জার্মানির পক্ষে ইওরোপীয় মিত্রশক্তিবর্গের বিরুদ্ধে অসৎ অভিপ্রায়ের অভিযোগ আনা মোটেই অযৌক্তিক হইবে না।

সামরিক শক্তি হ্রাস নীতি অবহেলিত

চতুর্থত, জার্মানি হইতে আল্‌সেস্-লোরেন ফ্রান্সকে ছাড়িয়া দেওয়া, পোল্যাণ্ডকে পশ্চিম প্রাশিয়া ও পোজেনের অধিকাংশ ফিরাইয়া দেওয়ার মধ্যে মিত্রপক্ষ জাতীয়তাবাদের প্রাধান্য দিয়াছিলেন বলা হইয়া থাকে। কিন্তু অস্ট্রিয়ার জার্মান-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির ক্ষেত্রে এই নীতি মোটেই অনুসরণ

* "A free open-minded, and absolutely impartial adjustment of all colonial claims." *League of Nations Covenant*, vide, Langsam, p. 69.

† "Adequate guarantees that national armaments will be reduced to the lowest point consistent with domestic safety." Wilson's *Fourteen Points*, Langsam, p. 69

করা হয় নাই। ইহা ভিন্ন পোল্যাণ্ডকে যে সকল স্থান জার্মানি ভার্সাই-এর সন্ধির শর্তানুযায়ী ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিল সেগুলির সর্বত্রই পোলজাতির লোকসংখ্যা অধিক ছিল এমন নহে। জাতীয়তাবাদেব দোহাই দিয়া পোল্যাণ্ডের সহিত এই সকল স্থানের সংযুক্তি নিরপেক্ষ বিচারে পক্ষপাতদোষে দুষ্ট ছিল।*

জাতীয়তাবাদের প্রয়োগে পক্ষপাতিত্ব

পঞ্চমত, জার্মানিকে যুদ্ধ-সৃষ্টির অপরাধে অভিযুক্ত করিয়া জার্মানির নিকট হইতে অভাবনীয় পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দাবির পশ্চাতে অর্থনৈতিক দিক দিয়া জার্মানির সর্বনাশসাধনের ইচ্ছাই প্রকাশ পায়। জার্মানিকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক, বাণিজ্যিক এবং ঔপনিবেশিক বিস্তৃতির দিক দিয়া দুর্বল করিয়া ভবিষ্যতে জার্মানি যাহাতে ইওরোপীয় দেশগুলির ভীতি সঞ্চার না করিতে পারে সেই ব্যবস্থাই করা হইয়াছিল। নীতি কিংবা রাজনৈতিক দূরদর্শিতার দিক হইতে বিচার করিলে পরাজিত শত্রুর এইরূপ অবমাননা এবং নির্যাতন নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক, স্বীকার করিতেই হইবে। মিত্রশক্তিগুলির প্রতিহিংসাপরায়ণতাই ইহা হইতে প্রমাণিত হইয়া থাকে।

অভাবনীয় পরিমাণ ক্ষতিপূরণের দাবি: রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা

ঐতিহাসিক রাইকার বলিয়াছেন যে, যুদ্ধে বিজয়ী শক্তিগুলি বিজিত শক্তি বা শক্তিবর্গের উপর কঠোর শর্তাদি চিরকালই চাপাইয়া থাকে। জার্মানি যদি প্রথম মহাযুদ্ধে জয়লাভ করিত তাহা হইলে জার্মানিও মিত্রশক্তিবর্গের উপর অনুরূপ শর্তাদি যে চাপাইত না তাহা বলা যায় না। রাশিয়ার সহিত জার্মানির ব্রেস্ট্-লিট্ভস্কের সন্ধি এই বিষয়ে দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে। রাইকারের অভিমতের সমর্থনে ইতিহাসে দৃষ্টান্তের অভাব নাই সত্য, কিন্তু পরাজিত শত্রুর প্রতি অনুকম্পা ও মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার শত্রুকে শত্রুতা ত্যাগে অনুপ্রাণিত করিতে পারে, শত্রুর কৃতজ্ঞতা অর্জন করিতে পারে—এইরূপ দৃষ্টান্তও ইতিহাসে বিরল নহে। অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে স্যাডোয়ার যুদ্ধের (১৮৬৬) পর

ঐতিহাসিক রাইকারের অভিমত

* "It was perhaps open to question whether the territories ceded by Germany to Poland included only those inhabited by indisputably Polish populations" E. H. Carr, *International Relations between the Two World Wars*, pp 5-6.

জার্মানির প্রতি অষ্ট্রিয়ার কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ব্যবহার বিসমার্কের উদারতার ফল-স্বরূপ, ইহা অনস্বীকার্য। মানবতা এবং নৈতিকতার দিক ভিন্ন প্রকৃতক্ষেত্রেও ভার্সাই-এর সন্ধি যে অদূরদর্শিতার পরিচায়ক সেই বিষয়েও সন্দেহ নাই।* (১) ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের সুযোগ-সুবিধা হইতে জার্মানির ন্যায় শক্তিশালী দেশকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত করিবার নীতির মধ্যে রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও বাস্তবজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় না। বস্তুতপক্ষে জার্মানির ন্যায় শক্তিশালী দেশকে এইভাবে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যহীন করিবার মধ্যেই ভার্সাই-এর সন্ধি ভঙ্গ করিবার দৃঢ়-সংকল্প জার্মান জাতির মধ্যে জাগিয়াছিল। ফলে, অপর একটি যুদ্ধের দ্বারা নিজ মর্যাদা এবং হৃত সম্পত্তি উদ্ধারের চেষ্টায় জার্মান জাতি প্রথম হইতেই আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। (২) পোল্যাণ্ডকে পশ্চিম-প্রাশিয়া ফিরাইয়া দিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রাশিয়া নিজ রাজ্যাংশের যে সংহতি স্থাপন করিয়াছিল তাহা বিনষ্ট করিলে জার্মানির জাতীয় মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। উপরন্তু ইহার ফলে শাসনকার্য এবং রাজ্যের নিরাপত্তারও ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল। জার্মানি বাধ্য হইয়া এই ব্যবস্থা সাময়িকভাবে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেও সুযোগ পাইলেই উহার পরিবর্তন করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি? মিত্রপক্ষ কর্তৃক জার্মানির এই অপমানের পশ্চাতেই ভবিষ্যতে জার্মানির উত্থানের ইঙ্গিত রহিয়াছে। জার্মানি এই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য প্রথম হইতেই কৃতসংকল্প হইয়া উঠে। (৩) তদুপরি জার্মানির নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ হিসাবে যে বিরাট অঙ্কের অর্থ দাবি করা হইয়াছিল তাহা বাস্তব-ক্ষেত্রে মানিয়া লওয়া কোন দেশের পক্ষেই সম্ভব ছিল না। মিত্রপক্ষ জার্মানির উপর ক্ষতিপূরণের যে বিরাট বোঝা চাপাইয়াছিল তাহার মধ্যেই এই ক্ষতিপূরণ আদায়ের সম্ভাবনা বিনষ্ট হইয়াছিল। কাল্পনিক যে-কোন পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে ধার্য করিবার মধ্যে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার ইচ্ছা বা শত্রুকে দুর্বল করিবার আগ্রহ প্রকাশ করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু

জার্মানির ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য হরণের ফল: সন্ধিভঙ্গ করিবার জন্য জার্মানির সংকল্প

জার্মানির অপমান, সন্ধিভঙ্গের সংকল্প

অভাবনীয় ক্ষতিপূরণ দাবি: অদূরদর্শিতার পরিচায়ক

* "But the moral defects of the treaty are no more glaring than the practical." Riker, p. 698.

বাস্তবক্ষেত্রে ইহাকে বাতুলতা ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। জার্মানির কয়লার শতকরা ৪০ ভাগ, লোহার শতকরা ৬৫ ভাগ এবং রবারের সমগ্র পরিমাণ, মিত্রশক্তিদের স্বার্থে ব্যয় করিবার ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে বিরাট ক্ষতি-পূরণের দায়িত্ব জার্মানির উপর স্থাপন করা ইওরোপীয় রাজনীতিকগণের অদূরদর্শিতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। হাঁসকে উপবাসী রাখিয়া সোনার ডিম আশা করা দুরাশা মাত্র। জার্মানিকে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করিয়া ক্ষতি-পূরণের আশা করা ঐরূপ সোনার ডিমপ্রাপ্তির ন্যায়ই দুরাশা ছিল। ফলে, এই সকল শাস্তিমূলক শর্তের অধিকাংশই শেষ পর্যন্ত অকার্যকর রহিয়া গিয়াছিল।

উপসংহারে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রধানত, জার্মানি কর্তৃক সৃষ্ট প্রথম মহাযুদ্ধে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের নরনারীর যে দুর্দশার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার ফলে জার্মানির বিরুদ্ধে এক প্রতিশোধাত্মক জনমতের সৃষ্টি হইয়াছিল। ভার্সাই-এর সন্ধি-সংগঠকগণ এই শক্তিশালী জনমত উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। ইহা ভিন্ন মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে পরস্পর চুক্তির শর্তাদি ভার্সাই-এর সন্ধির শর্তগুলিকে প্রভাবিত করিয়াছিল। তথাপি নিরপেক্ষ বিচারে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, সংকীর্ণ স্বার্থপর জাতীয়তা-বোধ, জার্মানির শক্তিবৃদ্ধিতে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের ভীতি প্রভৃতি কারণ ভার্সাই সন্ধিকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কঠোর করিয়া তুলিয়াছিল। জার্মানির ন্যায় শক্তিশালী এবং আত্ম-জাতিক মর্যাদাসম্পন্ন দেশকে পূর্বে কখনও এইভাবে পদানত করিবার দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। স্বভাবতই এই সন্ধি মানিয়া লওয়া জার্মান জাতির পক্ষে সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বীজ ভার্সাই-এর সন্ধিতেই যে উপ্ত ছিল সেবিষয়ে সন্দেহ নাই।

উপসংহার:

(১) ইওরোপীয় জনমতের চাপ, (২) মিত্রশক্তিবর্গের পরস্পর চুক্তি

সংকীর্ণ স্বার্থপরতা-হেতু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কারণ সৃষ্টি

সেণ্ট্ জার্মেইনের সন্ধি (Treaty of Saint Germain): মিত্রপক্ষ ও অষ্ট্রিয়ার মধ্যে সেণ্ট্ জার্মেইনের সন্ধি তথা অপরাপর সন্ধিগুলিও ভার্সাই-এর সন্ধির মূলনীতির অনুকরণে প্রস্তুত করা হইয়াছিল। অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী যুগ্ম রাজ্যকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ...ষিত অষ্ট্রিয়াকে একটি ক্ষুদ্র প্রজাতান্ত্রিক রাজ্যে পরিণত করা ...ান-অধ্যুষিত অষ্ট্রিয়া জার্মানির সহিত সংযুক্তির জন্য আগ্রহান্বিত

মিত্রপক্ষ ও অষ্ট্রিয়া: ...জার্মেইনের সন্ধি

• "It ...
Germany t... populations" ...
Wars, pp. 5-6.

ছিল, কিন্তু ইওরোপীয় শক্তিবর্গ জার্মানি ও অস্ট্রিয়াকে জাতীয়তার ভিত্তিতে যাহাতে ঐক্যবদ্ধ হইতে না পারে সেই ব্যবস্থা করিল। অস্ট্রিয়া ও জার্মানির সহিত এমন কোন চুক্তি বা সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিবে না যাহাতে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে অস্ট্রিয়ার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে—এই শর্তটিও ইওরোপীয় রাজনীতিকগণ অস্ট্রিয়ার উপর চাপাইলেন। অস্ট্রিয়া ও জার্মানির সংযুক্তির ফলে যাহাতে অধিকতর শক্তিশালী জার্মানির সৃষ্টি না হইতে পারে, সেইজন্য অস্ট্রিয়ার জার্মান অধিবাসীদিগকে জাতীয়তার ভিত্তিতে নিজ ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের সুযোগ দেওয়া হইল না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, জাতীয়তার দোহাই দিয়াই সমবেত রাজনীতিকগণ অস্ট্রিয়ার সাইলেশিয়া, সুদেতেন অঞ্চল এবং বোহেমিয়া ও মোরাভিয়া প্রদেশ দুইটি একত্রিত করিয়া চেকোস্লোভাকিয়া (Czecho-Slovakia) নামে এক নূতন রাজ্য গঠন করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন স্লাভ-অধ্যুষিত বোস্‌নিয়া ও হার্জেগোভিনা অস্ট্রিয়ার রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সার্বিয়াকে দেওয়া হইয়াছিল। সার্বিয়ার নূতন নামকরণ হইল যুগোস্লাভিয়া (Yugoslavia)। জাতীয়তার ভিত্তিতে রাজনৈতিক ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা অবলম্বনে ইওরোপীয় রাজনীতিকগণের কার্যকলাপ পক্ষপাতদোষে দুষ্ট ছিল। দক্ষিণ-টাইরল (South Tyrol), ট্রেন্‌টিনো (Trentino), ট্রিয়েস্ট্ (Trieste), ইস্ট্রিয়া (Istria) এবং ড্যালম্যাশিয়া (Dalmatia)'র নিকটবর্তী কয়েকটি দ্বীপ অস্ট্রিয়ার রাজ্য হইতে ইতালিকে দেওয়া হইয়াছিল। দক্ষিণ-টাইরলের অধিবাসিবৃন্দের প্রায় সকলেই ছিল জার্মান ভাষাভাষী, অথচ ইতালির সহিত গোপন চুক্তির শর্তাদি রক্ষা করিতে গিয়া এই স্থানটি জার্মানিকে না দিয়া ইতালিকে দেওয়া হইয়াছিল। পোল্যাণ্ডকে অস্ট্রিয়ান গ্যালিসিয়া ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। এইভাবে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর যুগ্ম রাজ্যের অবসান করা হইয়াছিল। জার্মানির ন্যায় ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা যাহা কিছু অস্ট্রিয়া বিভিন্ন মহাদেশে ভোগ করিতেছিল তাহাও মিত্রপক্ষকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। দানিউব নদীর নিয়ন্ত্রণ-সংক্রান্ত কতকগুলি বিশেষ শর্ত অস্ট্রিয়াকে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ক্ষতিপূরণ, যুদ্ধসৃষ্টির

অস্ট্রিয়া ও জার্মানির সংযুক্তিতে বাধাদান

জাতীয়তাবাদের নীতি প্রয়োগে পক্ষপাতিত্ব

অস্ট্রিয়ার ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের বিলোপ

অপরাধে অপরাধী অস্ট্রিয়াবাসীর বিচার প্রভৃতি নানাবিধ শর্ত অস্ট্রিয়াকে মানিয়া লইতে বাধ্য করা হইয়াছিল। অস্ট্রিয়ার সৈন্যসংখ্যা ত্রিশ হাজারে নামাইয়া আনিতে হইয়াছিল এবং সৈন্য সংগ্রহ ব্যাপারে জার্মানির উপর যেরূপ নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা চাপান হইয়াছিল অনুরূপ ব্যবস্থা অস্ট্রিয়াকেও মানিয়া লইতে হইয়াছিল। উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে ইহাই স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, ভার্সাই-এর সন্ধির যে সকল দোষ-ত্রুটি ছিল ঠিক সেইরূপ দোষ ত্রুটি সেণ্ট্ জার্মেইনের সন্ধিতেও ছিল। এই সন্ধির বিরুদ্ধেও একই প্রকার অভিযোগ আনা যাইতে পারে।

অস্ট্রিয়ার সামরিক শক্তি হ্রাস : ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব

নিউলির সন্ধি (Treaty of Neuilly) : নিউলির সন্ধি মিত্রপক্ষ এবং বুলগেরিয়ার মধ্যে স্বাক্ষরিত হইয়াছিল (নভেম্বর ২১, ১৯১৯)। এই সন্ধি দ্বারা বুলগেরিয়ার পশ্চিম অংশের কয়েকটি স্থান যুগোস্লাভিয়াকে দেওয়া হইয়াছিল। যুগোস্লাভিয়ার সামরিক নিরাপত্তার জন্যই এই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। বুলগেরিয়ার সৈন্যসংখ্যা মোট ৩৩ হাজারের বেশি হইবে না স্থির হইল। ক্ষতি-পূরণের শর্তও বুলগেরিয়ার উপর চাপান হইল। বুলগেরিয়ার রাজ্যাংশ খুব বেশি হ্রাস না পাইলেও এই সকল শর্তের ফলে বুলগেরিয়া বলকান অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা দুর্বল দেশে পরিণত হইল।

বুলগেরিয়ার সহিত নিউলির সন্ধি

ট্রিয়ানন-এর সন্ধি (Treaty of Trianon) : ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুন হাঙ্গেরীর সহিত ট্রিয়ান-এর সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধির শর্তানুসারে হাঙ্গেরীর নিজ রাজ্যস্থ ম্যাগিয়ার জাতি-অধ্যুষিত অঞ্চল পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইল। রুমানিয়াকে ট্রানসিলভ্যানিয়া এবং উহার পশ্চিমে অবস্থিত স্থানের একাংশ ও টেমেস্ভারের অধিকাংশ দেওয়া হইল। টেমেস্ভারের অবশিষ্টাংশ, ক্রোশিয়া-স্লাভোনিয়া যুগো-স্লাভিয়াকে দেওয়া হইল। চেকোস্লোভিয়াকে স্লোভাকিয়া দেওয়া হইল। বার্গেনল্যাণ্ড বা পশ্চিম-হাঙ্গেরী অস্ট্রিয়ার সহিত সংযুক্ত করা হইল। ৩৫ হাজারের অধিক সৈন্য হাঙ্গেরীর সেনাবাহিনীতে রাখা নিষিদ্ধ হইল। হাঙ্গেরীর নৌবাহিনীরও কোন অস্তিত্ব রাখা হইল না, সমুদ্র অঞ্চলে পাহারার জন্য সামান্য কয়েকটি জাহাজ তাহাদের

হাঙ্গেরীর সহিত ট্রিয়ানন-এর সন্ধি

রহিল। অপরাপর পরাজিত শক্তিবর্গের ন্যায় হাঙ্গেরীকেও এক বিশাল ক্ষতিপূরণের শর্ত মানিয়া লইতে হইল।

সেভ্রে-এর সন্ধি (Treaty of Sevres): ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই আগস্ট তুরস্কের সহিত মিত্রশক্তির সেভ্রে-এর সন্ধি স্থাপিত হয়। এই সন্ধির শর্তানুসারে মিশর, সুদান, সাইপ্রাস, ট্রিপোলিটানিয়া, মরক্কো ও টুনিস প্রভৃতি স্থানের উপর অধিকার ত্যাগ করিতে তুরস্ক বাধ্য হইল। ইহা ভিন্ন আরব, প্যালেস্টাইন, মেসোপটামিয়া ও সিরিয়ার উপর হইতেও তুর্কী অধিকার বিলোপ করা হইল। স্মার্ণা, দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া মাইনর সাময়িকভাবে গ্রীসের আধিপত্যাধীনে স্থাপন করা হইল। গ্রীসকে ইজিয়ান সাগরস্থ কয়েকটি দ্বীপ এবং থ্রেসের একাংশ দেওয়া হইল। রোডস্ ও ডোডেকানীজ দ্বীপপুঞ্জে ইতালির অধিকার স্বীকৃত হইল. অবশ্য ভবিষ্যতে ইতালি ডোডেকানীজ দ্বীপপুঞ্জ গ্রীসকে ছাড়িয়া দিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইল। তুরস্ক আর্মেনিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। দার্দানেলিস্ ও বোস্ফোরাস্ প্রণালীদ্বয় 'আন্তর্জাতিকভাবে নিরপেক্ষ' জলপথ বলিয়া ঘোষিত হইল এবং উহার তীরস্থ সামরিক ঘাঁটি প্রভৃতি উঠাইয়া দেওয়া হইল। একদা বিশাল ওটোমান সাম্রাজ্য কনস্টানটিনোপল এবং এ্যানাটোলিয়ার পার্বত্য অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইল।

তুরস্কের সহিত সেভ্রে-এর সন্ধি

তুরস্ক ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত

তুর্কী সুলতান ষষ্ঠ মোহম্মদের প্রতিনিধি সেভ্রে-এর সন্ধি স্বাক্ষর করিলেন। কিন্তু উহা যখন আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদনের জন্য তুরস্কে প্রেরিত হইল তখন মুস্তাফা কামালের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী দল (Nationalists) এই সন্ধি অনুমোদনে বাধা দান করিল। শেষ পর্যন্ত ল্যাসেনের (Lausanne) সন্ধি দ্বারা তুরস্ক সেভ্রে-এর সন্ধির পরিবর্তন সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

জাতীয়তাবাদী দলের বাধা দান

মুস্তাফা কামাল (Mustapha Kemal): মুস্তাফা কামাল ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে সালোনিকার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মণ্টাসির নামক স্থানে স্কুল-শিক্ষা কৃতিত্বের সহিত সমাপন করিয়া তিনি কনস্টান্টিনোপলের সামরিক বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান লক্ষ্য করিয়া তাঁহার অধ্যাপক তাঁহাকে

জন্ম ও প্রথম জীবন

'কামাল' অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে ত্রুটিহীন (Perfect) উপাধি দান করিয়াছিলেন। মুস্তাফা সাধারণ্যে 'কামাল' নামেই সমধিক পরিচিত।

সামরিক শিক্ষা গ্রহণকালেই তিনি ফরাসী বিপ্লব-সংক্রান্ত যাবতীয় পুস্তক পাঠ করিয়া অন্তরে অন্তরে বিপ্লবী হইয়া উঠেন। তুর্কী সরকার তাঁহার শিক্ষা সমাপনের পর তাঁহাকে রাজধানীর নিকটবর্তী কোন স্থানে রাখা নিরাপদ নহে মনে করিয়া দূরবর্তী দামাস্কাস-এর এক অশ্বারোহী বাহিনীতে নিযুক্ত করিলেন। সেখানে কামাল 'বতন' অর্থাৎ পিতৃভূমি (*Vatan* = Fatherland) নামে এক গোপন সমিতি স্থাপন করিলেন। এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল তুর্কী শাসন ব্যবস্থার অকর্মণ্যতা দূর করিয়া দেশ ও দেশবাসীর উন্নতি সাধন করা।

'বতন' নামক গোপন সমিতি স্থাপন

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে 'তরুণ তুর্কী' আন্দোলনের সময় কামাল সেনাপতি সেভ্‌কেত-এর সহিত কন্‌স্টানটিনোপলে সৈন্যসহ প্রবেশ করিয়া তুর্কী সুলতান আবদুল হামিদকে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সাধনে বাধ্য করিয়াছিলেন। তরুণ তুর্কী আন্দোলনের বিশৃঙ্খলায় হতাশ হইযা কামাল রাজনীতি ত্যাগ করেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে সামরিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য তাঁহাকে ফ্রান্সে প্রেরণ করা হইল। সেখানকার সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাঁহার বিস্ময়ের সৃষ্টি করিল। পাশ্চাত্ত্য দেশের তুলনায় তুরস্ক যে কত পশ্চাদ্‌পদ তাহা তিনি তখন উপলব্ধি করিলেন। ফ্রান্সে স্ত্রী-জাতির স্বাধীনতা, প্রগতিশীল সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন এবং জনগণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার তাঁহাকে চমৎকৃত করিল।*

'তরুণ তুর্কী' আন্দোলনে যোগদান: রাজনীতি ত্যাগ

ফ্রান্সে গমন: পাশ্চাত্ত্য দেশের তুলনায় তুরস্কের পশ্চাদ্‌পদতা উপলব্ধি

১৯১১-১২ খ্রীষ্টাব্দের তুর্কী-ইতালীয় যুদ্ধে কামাল ট্রিপোলিটানিয়ায় তাঁহার সামরিক প্রতিভার পরিচয় দান করেন। ১৯১২ এবং ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের বল্‌কান যুদ্ধে তিনি তুরস্কের শ্রেষ্ঠ সামরিক নেতা হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। প্রথম

সামরিক প্রতিভা ও খ্যাতি

* "On his return he stopped for a while in Paris and was deeply struck by the contrasts of West and East He seemed to have been especially impressed by the relatively free position of women, the progressive civil and commercial life and the general prevalence of literacy." Langsam, p. 631.

বিশ্বযুদ্ধে গ্যালিপলির যুদ্ধে (১৯১৫) কামাল মিত্রপক্ষকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিয়া সামরিক প্রতিভার চরম পরিচয় দান করেন।

মুস্তাফা কামালের ন্যায় সামরিক প্রতিভা এবং দেশাত্মবোধসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে মিত্রপক্ষ তুরস্কের উপর যে সন্ধির শর্ত চাপাইয়াছিল তাহা মোটেই গ্রহণ-যোগ্য ছিল না। তিনি তুর্কী সরকারকে এই চুক্তিগ্রহণে বাধা দিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তুর্কী সরকারের আদেশে তখন তাঁহাকে আনাটোলিয়ায় যাইতে হইল। এই সময় তিনি 'তুর্কী জাতীয়তাবাদীদল' নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। এই দলের সাহায্যে তিনি একটি সামরিক বাহিনীও গঠন করিয়াছিলেন। ক্রমে কামাল তুরস্কের সর্বত্র এই জাতীয়তা-বাদী দলের সমর্থক-সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া চলিলেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে তুর্কী পার্লামেন্টের নির্বাচনে কামালের জাতীয়তাবাদী দলের সর্বাধিক সংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচিত হইলেন। এই পার্লামেন্ট ছয়টি শর্ত-সম্বলিত একটি চুক্তিপত্র প্রস্তুত করিল এবং এই শর্তগুলি না মানিলে মিত্রপক্ষের সহিত সন্ধি স্থাপন অসম্ভব বলিয়া ঘোষণা করিল। এই শর্তগুলির প্রথম তিনটি দ্বারা তুরস্ক সাম্রাজ্য হইতে যে সকল স্থান মিত্রপক্ষ বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল সেই সকল স্থানের স্বায়ত্তশাসনাধিকার স্বীকার করিতে হইবে, তাহা বলা হইল। চতুর্থ শর্তে কন্‌স্টান্‌টিনোপলের নিরাপত্তা রক্ষা করা হইবে এই প্রতিশ্রুতি দাবি করা হইল, অবশ্য দার্দানেলিস্‌ ও বস্‌ফোরাস্‌ প্রণালী আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে বলিয়া স্বীকৃত হইল। পঞ্চম শর্তে তুরস্কের সাম্রাজ্যাধীন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় মাত্রেরই অধিকার মানিয়া চলিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল এবং ষষ্ঠ শর্তে বিদেশী শক্তিবর্গ কর্তৃক তুরস্কের জাতীয় জীবনের কোন স্তরেই কোনপ্রকার প্রভাব বিস্তার করা চলিবে না, এই কথা বলা হইল। এই শর্তটি যে তুরস্কের স্বাধীন দেশ হিসাবে টিকিয়া থাকিবার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়, এই কথাও বলা হইল।

জাতীয়তাবাদী দল ও সেনাবাহিনী গঠন

তুর্কী পার্লামেন্টে জাতীয়তাবাদী দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা (১৯১৯)

মিত্রপক্ষের সহিত ছয়টি শর্ত-সম্বলিত চুক্তি

তুর্কী পার্লামেন্ট উপরি-উক্ত চুক্তির শর্তাদি গ্রহণ করিলে একজন ব্রিটিশ জেনারেল-এর অধীনে এক বিশাল ইংরেজ সেনাবাহিনী কন্‌স্টান্‌টিনোপলে

উপস্থিত হইয়া সেখানে সামরিক আইন জারী করিল এবং বহু জাতীয়তাবাদী সদস্যকে গ্রেপ্তার করিল। ইঁহাদের অনেককে আবার দেশের বাহিরে অন্যত্র প্রেরণ করা হইল। জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গের অনেকে কনস্টান্টিনোপল হইতে পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহারা এঙ্গোরা নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া সেখানে পার্লামেন্টের এক অধিবেশন শুরু করিলেন। কনস্টান্টিনোপলে জাতীয়তাবাদী সদস্য ভিন্ন অপরাপর সদস্যদের লইয়া পুরাতন পার্লামেন্টের অধিবেশন চলিল। এঙ্গোরা পার্লামেন্ট ও কনস্টান্টিনোপল পার্লামেন্ট নামে দুইটি পৃথক্ পার্লামেন্ট বিভিন্ন স্থানে অধিবেশনে বসিল। ফলে, তুরস্কও দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। এঙ্গোরা পার্লামেন্ট মুস্তাফা কামালকে ইহার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করিল এবং জাতীয়তাবাদী সেনাবাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করিল (১৯২০)। পর বৎসর (১৯২১) এঙ্গোরা পার্লামেন্ট 'মূল গঠনতন্ত্রের আইন' (Law of Fundamental Organisation) নামে এক আইন পাস করিয়া তুর্কী শাসনতন্ত্র মূলত কিরূপ হইবে তাহা নির্ধারণ করিল। এই আইন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়া পরবর্তী কালে তুরস্কের শাসনতন্ত্রে পরিণত করা হইয়াছিল। এই আইন দ্বারা তুরস্ক রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব তুরস্কের জনসাধারণের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছিল এবং এঙ্গোরা পার্লামেন্টকেই তুর্কী জাতীয় প্রতিনিধি-সভা বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল। এই পার্লামেন্টের কার্যকাল ছিল চার বৎসর। আঠারো বৎসর বয়স্ক সকল পুরুষকে ভোটাধিকার দেওয়া হইয়াছিল।* রাষ্ট্রের কার্যনির্বাহক ক্ষমতা একজন প্রেসিডেন্ট ও একটি দায়িত্বপূর্ণ মন্ত্রিসভার হস্তে দেওয়া হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন পার্লামেন্ট কর্তৃক নির্বাচিত বিচারপতি লইয়া একটি স্বাধীন বিচারালয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

ব্রিটিশ সৈন্যের কনস্টান্টিনোপল দখল

এঙ্গোরা পার্লামেন্ট

তুর্কী শাসনতন্ত্রের মূলনীতি নির্ধারিত

আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা স্থিরীকৃত হইলে কামাল রাশিয়ার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন এবং তারপর কার্স ও আর্দান হইতে বিদেশী সৈন্য বিতাড়িত করিয়া ঐ দুইটি স্থান তুরস্কের সহিত সংযুক্ত করিলেন।

* ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ভোটদানের ন্যূনতম বয়স ২১ বৎসর করা হয়।

সেভ্রে-এর সন্ধির শর্তানুযায়ী প্রাপ্ত তুরস্ক সাম্রাজ্যভুক্ত স্থানগুলি দখলের জন্য গ্রীস তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলে ফ্রান্স ও ইতালি নিজ নিজ কারণে গ্রীসকে কোনপ্রকার সাহায্য দান করিল না। ক্রমে ব্রিটিশ সাহায্যও হ্রাস পাইতে লাগিল। এমন সময়ে (১৯২১) লণ্ডনের এক বৈঠকে সেভ্রে এর সন্ধির শর্তগুলির পরিবর্তনের এক চেষ্টা করা হইল, কিন্তু গ্রীস ইহা মানিতে অস্বীকৃত হওয়ায় মিত্রপক্ষ ঘোষণা করিল যে, গ্রীস-তুরস্কের যুদ্ধে মিত্রপক্ষ নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিবে (মে, ১৯২১)। পরিস্থিতির এই পরিবর্তনে তুরস্কের বিশেষ সুবিধা হইল।

বিদেশী সৈন্য অপসারণ ও তুরস্ক সাম্রাজ্য পুনর্গঠনের জন্য কামালের যুদ্ধ

গ্রীস তুরস্ক আক্রমণ করিয়া প্রথমে সাফল্য লাভ করিল। কিন্তু সাখারিয়া (Sakbaria)-এর যুদ্ধে কামালের মুষ্টিমেয় সেনাবাহিনীর হস্তে পরাজিত হইয়া গ্রীকবাহিনী পশ্চাৎ অপসরণ করিতে বাধ্য হইল। তথাপি এশিয়া মাইনরের এক বিরাট অংশ তাহারা অধিকার করিয়া রাখিল, কিন্তু পর বৎসর তাহারা তুরস্ক সাম্রাজ্য সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইল। গ্রীকবাহিনী বিতাড়নকালে ব্রিটিশবাহিনীর সহিত কামালের সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে কামাল ফ্রান্স ও ইতালির সহিত মৈত্রী স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন। সুতরাং একমাত্র বৃটিশ শক্তির সহিত তাঁহাকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে হইল। এই সময়ে একজন ব্রিটিশ সেনাপতির মধ্যস্থতায় কামালের সহিত এক নূতন যুদ্ধবিরতির চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল।

সাখারিয়ার যুদ্ধে গ্রীকবাহিনীর পরাজয়

তুর্কী-ফরাসী ইতালীয় মৈত্রী

ইংলণ্ডের সহিত যুদ্ধবিরতির নূতন চুক্তি সম্পাদন

ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা, ইতালি, রুমানিয়া, রাশিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, জাপান, গ্রীস ও তুরস্কের প্রতিনিধিবর্গ ল্যসেন (Lausanne) নামক স্থানে এক সম্মেলনে সমবেত হইয়া সেভ্রে-এর সন্ধি পরিবর্তন করিলেন এবং ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ল্যসেনের সন্ধি দ্বারা তুর্কী জাতীয়তাবাদী পার্লামেণ্ট কর্তৃক গৃহীত ছয় দফা শর্ত-সম্বলিত চুক্তি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিলেন। ব্রিটিশের ম্যাণ্ডেট ইরাক ও তুরস্কের সীমায় মসুল (Mosul) সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা তখন অবলম্বন করা সম্ভব হইল না।

ল্যসেনের সন্ধি (১৯২৩)

এইভাবে একমাত্র মুস্তাফা কামালের একনিষ্ঠ দেশাত্মবোধ ও অক্লান্ত শ্রমে তুরস্ক সাম্রাজ্য সম্পূর্ণ সর্বনাশ হইতে রক্ষা পাইল।

ইতিমধ্যে (১৯২২, ১লা নভেম্বর) তুর্কী জাতীয় পার্লামেণ্ট সুলতান ষষ্ঠ মোহম্মদকে পদচ্যুত করিল এবং পরবৎসর (২৯শে অক্টোবর, ১৯২৩) তুরস্ককে প্রজাতান্ত্রিক দেশ বলিয়া ঘোষণা করা হইল। মুস্তাফা কামাল তুর্কী প্রজাতন্ত্রের সর্বপ্রথম প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হইলেন।

তুরস্ক প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত: কামাল সর্বপ্রথম প্রেসিডেণ্ট পদে নির্বাচিত

ল্যসেন-এর সন্ধি (Treaty of Lausanne): এই সন্ধি দ্বারা তুরস্ক ম্যারিৎসা (Maritsa) নদীর তীর পর্যন্ত থ্রেসের সকল স্থান ও আড্রিয়ানোপ্‌ল পুনরায় লাভ করিল। গ্রীসের আক্রমণের জন্য ক্ষতিপূরণের পরিবর্তে কারাগাচ্ (Karagach) রেলনির্মাণ-কেন্দ্র তুরস্ক দখল করিল। কন্‌স্টান্‌টিনোপল তুরস্ককে ফিরাইয়া দেওয়া হইল। বস্‌ফোরাস্ ও দার্দানেলিস্ শান্তি ও যুদ্ধের সময়ে সকল দেশের নিকট সমভাবে উন্মুক্ত থাকিবে বলিয়া স্বীকৃত হইল। কেবলমাত্র তুরস্কের শত্রুপক্ষীয় জাহাজ যুদ্ধকালে এই দুই প্রণালী ব্যবহার করিতে পারিবে না। ইজিয়ান্ সাগরস্থ ইম্‌ব্রস (Imbros), টেনেডস্ (Tenedos) ও র‍্যাবিট্‌ দ্বীপপুঞ্জ (Rabbit Islands) তুরস্ককে ফিরাইয়া দেওয়া হইল। অপরাপর দ্বীপগুলি ইতালি ও গ্রীসকে দেওয়া হইল। সীরিয়ার সীমা ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের তুর্কী-ফরাসী চুক্তির শর্তানুযায়ী অনুমোদিত হইল। লিবিয়া, মিশর, সুদান, প্যালেস্টাইন, ইরাক, সীরিয়া ও আরবীয় রাজ্যগুলির উপর তুরস্ক যাবতীয় দাবি ত্যাগ করিল। ইংলণ্ড কর্তৃক সাইপ্রাস দখল স্বীকার করিয়া লওয়া হইল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের উপর যে ক্ষতিপূরণ চাপান হইয়াছিল তাহা বাতিল করিয়া দেওয়া হইল এবং তুর্কী সামরিক শক্তির পরিমাণ নির্ধারণের প্রশ্নও বাতিল করা হইল। এইভাবে সেভ্‌রে-এর সন্ধির আমূল পরিবর্তন সাধিত হইল।

শর্তাদি

মুস্তাফা কামালের আমলে তুর্কী পুনরুজ্জীবন (Turkish revival under Kemal): প্রগতিশীল দেশপ্রেমিক মুস্তাফা কামাল তুরস্ককে একটি আধুনিক দেশে পরিণত করিতে চাহিলেন। তুরস্কের প্রাচীনপন্থী যাবতীয় বিষয়ের পরিবর্তন সাধন করিয়া উহাকে তিনি পাশ্চাত্ত্য

দেশের সমপর্যায়ে উন্নীত করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার সংস্কারনীতির মূলসূত্রই ছিল তুর্কী সমাজ, শাসন, অর্থনীতি ও ধর্ম সর্বক্ষেত্রে এক আধুনিক বিজ্ঞান ও রুচিসম্মত পুনরুজ্জীবন সাধন করা এবং এইজন্য এক সময়ে একটি মাত্র সংস্কারে ব্রতী হওয়া। কামালের সংস্কার-নীতি সাফল্যের মূল কারণই ছিল এই যে, তিনি একসঙ্গে একাধিক সংস্কারকার্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই।*

কামালের সংস্কার-নীতি: আভ্যন্তরীণ সর্বাঙ্গীণ পুনরুজ্জীবন, এক সময়ে একটি মাত্র সংস্কারে হস্তক্ষেপ

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের তুর্কী জাতীয় পার্লামেণ্ট সুলতান-পদ উঠাইয়া দিয়াছিল বটে, কিন্তু সুলতানের খলিফা-পদ অর্থাৎ ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের নেতৃত্বের অধিকার তখনও বাতিল করা হয় নাই। ষষ্ঠ মোহম্মদ সুলতান-পদ হইতে অপসারিত হওয়ার পরও খলিফা ছিলেন, কিন্তু দেশ হইতে পলায়ন করিলে ঐ পদে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুল মজিদকে নিযুক্ত করা হয়। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কী খলিফা-পদ উঠাইয়া দেওয়া হয়।

তুরস্কে খলিফা পদের অবসান

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্কের শাসনতন্ত্রে ইসলাম ধর্মকে জাতীয় ধর্ম বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছিল। পর বৎসর (১৯২৫) শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু উহাতেও ইসলাম ধর্ম জাতীয় ধর্ম বলিয়া স্বীকৃত ছিল। প্রগতিশীল তুর্কী শাসনাধীনে ধর্মাশ্রয়ী রাষ্ট্রের ধারণা ত্যাগ করা বাঞ্ছনীয় মনে করিয়া ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেণ্ট শাসনতন্ত্র হইতে 'ইসলাম ধর্ম জাতীয় ধর্ম' এই কথাটি উঠাইয়া দিয়া তুরস্ককে একটি ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করে।. সকল ধর্মকেই রাষ্ট্র সমভাবে রক্ষা করিবে এবং পরধর্ম-সহিষ্ণুতাই রাষ্ট্রের মূলনীতি বলিয়া বিবেচিত হইবে, স্থির হয়। ধর্মের ভিত্তিতে কোন বিশেষ সুবিধা কাহাকেও দেওয়া হইবে না, এই ঘোষণা করা হয়। ঐ সময়ে ইসলাম ধর্মপালন-ব্যাপারে গোঁড়ামিও কতক পরিমাণে হ্রাস করা হয়।

তুরস্ক ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত (১৯২৮)

তুর্কী নারীজাতির সামাজিক মর্যাদা-বৃদ্ধি কামালের সংস্কারের অন্যতম

* "One of the chief reasons for Kemal's success was the fact that he customarily took just one big step in advance at a time."—Langsam, p. 637.

উল্লেখযোগ্য বিষয়। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে আইন পাস করিয়া বহু বিবাহ-প্রথা রদ করা হয়। রেজেষ্ট্রি বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য দেশীয় সকল প্রকার বিবাহ-সংক্রান্ত আইন-কানুনের প্রচলন করিয়া নারীজাতির মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়। স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে বিবাহের ন্যূনতম বয়স ১৭ এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে ১৮ বৎসর করা হয়। স্ত্রীলোকগণ ইচ্ছামত পাশ্চাত্ত্য পোশাক পরিধান করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হয়। বোর্‌খা পরিধান করা-না করা স্ত্রীলোকদের ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়।* ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনে নারীজাতির ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়। উপযুক্ত শিক্ষিত মহিলাদিগকে জজ, অধ্যাপিকা হিসাবেও নিযুক্ত করা হয়। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেণ্টের নির্বাচনে নারীজাতির ভোটাধিকার স্বীকৃত হয় এবং স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে সকলেই সমপর্যায়ে স্থাপিত হয়। স্বাধীন তুর্কী নারীজাতির শ্রেষ্ঠ উদাহরণ ছিলেন হ্যালিদি এদিব। ইনি ছিলেন প্রথম তুর্কী নারী-গ্র্যাজুয়েট। ইনি ইস্‌তানবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ্চাত্ত্য ভাষার অধ্যাপিকা হইয়াছিলেন।

স্ত্রীজাতির মর্যাদা-বৃদ্ধি : স্ত্রীজাতির পুরুষের সমমর্যাদা লাভ

পূর্বে তুরস্কের আইন-কানুন 'সরিয়াৎ' (Sheriat)-এর উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছিল। ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে এইরূপ আইন-কানুনের পরিবর্তন প্রয়োজন ছিল। এইজন্য ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে সুইট্‌জারল্যাণ্ড, জার্মানি, ইতালি প্রভৃতি দেশের দেওয়ানী, ফৌজদারী ও বাণিজ্যিক আইন-কানুনের অনুকরণে তুরস্কেরও আইন-কানুনের সংস্কার সাধন করা হয়।

পাশ্চাত্ত্য দেশের অনুকরণে তুর্কী দেওয়ানী, ফৌজদারী ও বাণিজ্যিক আইন সংস্কার

নিরক্ষরতা দূর করিবার উদ্দেশ্যে সাত বৎসর হইতে ষোল বৎসর বয়স্ক বালক-বালিকার স্কুলে যোগদান বাধ্যতামূলক করা হইল। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নিরক্ষরতা শতকরা ৮২ জন হইতে ৪২ জনে নামিয়া আসিয়াছিল। স্কুল-কলেজে ধর্ম-প্রচার বা ধর্ম-শিক্ষা নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল। বর্ষপঞ্জী সংস্কার, আরবী অক্ষরের পরিবর্তে রোমান অক্ষরের ব্যবহার, দশমিক মুদ্রা প্রচলন

শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নতি

* "Turkish ladies, unless they themselves so wished no longer need to resemble coffin-shaped bundles of white linens."—Vide, Langsam, p. 641.

প্রভৃতি নানাবিধ সংস্কার সাধন করা হইয়াছিল। সরকারী, ব্যাঙ্ক ও বাণিজ্যিক কর্মচারীদিগকে বিশেষ শিক্ষা গ্রহণের জন্য সরকারী শিক্ষাকেন্দ্রে যোগদান করিতে হইত। একমাত্র শিক্ষার ভিত্তিতে নাগরিক অধিকার লাভ করা সম্ভব হইত।

তুর্কী জাতির শিক্ষা ও সংস্কৃতি, চিন্তাধারা এবং সমাজ-জীবনে যে এক নবচেতনা ও স্বাধীনতা দেখা দিয়াছিল, তাহার প্রতীক হিসাবে পুরাতন অর্থহীন রীতি নীতি পরিত্যক্ত হইল। ফেজটুপি বা পাগড়ী মাথায় দেওয়া নিষিদ্ধ হইল। নামের শেষে পদবীর পর্যন্ত পরিবর্তন সাধিত হইল। কামাল স্বয়ং জাতীয় পার্লামেন্টের ইচ্ছাক্রমে 'আতাতুর্ক' বা 'জাতির জনক' উপাধি গ্রহণ করিলেন।

অপরাপর সংস্কার

পূর্বে তুর্কী জাতি ব্যবসায়-বাণিজ্যে কোনপ্রকার অংশ গ্রহণ করিত না। তুরস্কের ব্যবসায়-বাণিজ্য ছিল গ্রীক, ইহুদী, আর্মেনিয়ান প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় বণিকদের হস্তে। কিন্তু কামাল আতাতুর্কের আমলে তুর্কী জাতি ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষি সব দিক দিয়া উন্নত হইয়া উঠিল।* সরকারী কৃষিকেন্দ্র স্থাপন করিয়া এবং আনাটোলিয়ার কৃষকদিগকে কৃষিকার্যে পারদর্শী করিয়া কৃষির ক্ষেত্রে এক যুগান্তর আনা হইল। আতাতুর্ক নিজেই একটি আদর্শ কৃষিকেন্দ্র পরিচালনা করিতেন। নৌ-নির্মাণ-শিল্প ও অন্যান্য শিল্প-গঠনের উৎসাহ এবং সেজন্য সরকারী সাহায্যদান করা হইল। বিভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদন করিয়া তুরস্কের বহির্বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করা হইল। কৃষকদের করভার লাঘব করিয়া এবং বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার সময় হ্রাস করিয়া কৃষির উৎসাহ দান করা হইল। ইহা ভিন্ন রাস্তাঘাট, সেচ-ব্যবস্থা, জমি-উন্নয়ন প্রভৃতি বিভিন্ন কাজেও হস্তক্ষেপ করা হইল। চিনি ও বস্ত্রশিল্প ঐ সময়ে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিল। খনিজ দ্রব্যাদির মধ্যে কয়লা, তামা, এন্টিমনি, পেট্রোল, দস্তা প্রভৃতির উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে জলবিদ্যুৎ-উৎপাদন এবং সরকারী ও বেসরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন,

শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি-বিধান

*"A Bulgarian diplomat is reported to have said, 'They are working as we never thought the Turks could work'."—Vide, Langsam, p. 643.

খনিজ দ্রব্যাদির উৎপাদন-বৃদ্ধি প্রভৃতির জন্য এক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইল। কামাল আতাতুর্ক এঙ্গোরার নাম পরিবর্তন করিয়া 'আঙ্কারা' রাখিলেন এবং ইহাকে তুরস্কের নূতন রাজধানীতে পরিণত করিলেন। রেল ও সমুদ্র পথ দ্বারা এই নূতন রাজধানীর সংযোগ স্থাপন করা হইল।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ (১৯৩৪)

কামাল আতাতুর্কের পররাষ্ট্র-নীতি: প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মিত্রপক্ষ তুরস্কের প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছিল তাহার ফলে পাশ্চাত্ত্য দেশগুলি সম্পর্কে তুরস্ক স্বভাবতই সন্দিগ্ধ হইয়া উঠে। ইহার প্রমাণ আমরা দেখিতে পাই রুশ-তুর্কী-মৈত্রীতে। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে কমিউনিজমের প্রভাব তুরস্কে বিস্তার লাভ করিতে থাকিলে তুর্কী সরকার ক্রমে রুশ মৈত্রীর প্রতি যেমন শ্রদ্ধাশীল রহিল না, অপর দিকে পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির তুরস্কের প্রতি মনোভাবের পরিবর্তন, ফরাসী জাহাজ লোটাস (Lotus) তুর্কী জাহাজের সহিত ধাক্কা লাগিলে আন্তর্জাতিক বিচারালয় কর্তৃক তুরস্ককে ক্ষতিপূরণ দানের আদেশ প্রভৃতি বিভিন্ন ঘটনা পাশ্চাত্ত্য দেশের সহিত তুরস্কের মৈত্রীর পথ প্রস্তুত করিল। ফলে, ইতালি-তুরস্ক-মৈত্রী স্বাক্ষরিত হইল। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে সিরিয়ার সীমা-সংক্রান্ত তুরস্ক ফরাসী দ্বন্দ্ব তুরস্কের সপক্ষে মীমাংসিত হইলে ফ্রান্স ও তুরস্কের মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হইল। এইভাবে পাশ্চাত্ত্য দেশগুলি সম্বন্ধে সন্দেহ দূর হইলে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্ক লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের সদস্য হইল। আমেরিকা ও তুরস্কের মধ্যেও একটি বাণিজ্য-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্ক লাসেন-এর সন্ধির শর্তগুলির কতক পরিবর্তন দাবি করিল। ঐ বৎসর মুসোলিনি আবিসিনিয়া দখল করিলে মিত্রপক্ষ তুরস্কের শক্তিবৃদ্ধির জন্য এবং দার্দানেলিস্ ও বস্‌-ফোরাসের নিরাপত্তার জন্য ঐ সকল অঞ্চলের সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের অধিকার লাভ করিল এবং যুদ্ধের সময় লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের কর্তৃত্বাধীনে যে সকল শক্তি যুদ্ধ করিবে কেবলমাত্র সেগুলির নিকট এই দুই প্রণালী উন্মুক্ত থাকিবে বলিয়া স্থির হইল। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্ক, ইরাক, ইরান ও

পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির প্রতি তুরস্কের সন্দেহ: রুশ-মৈত্রী

ইতালি-তুর্কী-মৈত্রী

তুরস্ক কর্তৃক লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের সদস্যপদ গ্রহণ

দার্দানেলিস্ ও বস্‌-ফোরাস প্রণালীর সামরিক নিরাপত্তা বিধান

আফগানিস্তানের মধ্যে একটি পূর্বাঞ্চলীয় চুক্তি (Eastern Pact) দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ না করিবার প্রতিশ্রুতি দান করে। ইহার পূর্বে (১৯৩৪) তুরস্ক, গ্রীস, রুমানিয়া ও যুগোশ্লাভিয়ার মধ্যে 'বল্‌কান আঁতাত' নামে অপর এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। এই দুই চুক্তির দ্বারা তুরস্কের শক্তি এবং নিরাপত্তা বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চাদপদ তুরস্ক সাম্রাজ্যকে একটি প্রগতিশীল ও শক্তিশালী সাম্রাজ্যে পরিণত করিয়া কামাল আতাতুর্ক মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

বল্‌কান আঁতাত, পূর্বাঞ্চলীয় চুক্তি

কামাল আতাতুর্কের মৃত্যু (১৯৩৮)

পরবর্তী প্রেসিডেন্ট ইস্‌মেৎ ইনমু আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রক্ষেত্রে মূলত কামাল আতাতুর্কের নীতি অনুসরণ করিয়া চলিলেও কামালের আমলে যে-সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা হয় নাই, সেদিকেও তিনি মনোযোগ দিতে ত্রুটি করিলেন না। পররাষ্ট্র-নীতিতেও তাঁহার নীতি ছিল যেমন সুস্পষ্ট তেমনি স্বাদেশিকতাপূর্ণ। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্ক ইওরোপীয় দেশগুলির আর 'ইওরোপের রোগগ্রস্ত ব্যক্তি' (Sick man of Europe) রহিল না। তুর্কী-মৈত্রী তখন সকলের নিকট কাম্য হইয়া উঠিল। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ব্রিটেন ও ফ্রান্স তুরস্কের সহিত পরস্পর সামরিক সহযোগিতার চুক্তি স্বাক্ষর করিল।

প্রেসিডেন্ট ইস্‌মেৎ ইনমু

ম্যাণ্ডেট্‌স্‌ (Mandates): জার্মানির ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য এবং তুরস্কের আরবীয় উপদ্বীপস্থ সাম্রাজ্যের শাসনভার লীগ-অব-ন্যাশনসের দায়িত্বাধীনে গ্রহণ করা হইল। লীগ-অব ন্যাশন্‌সের পরিদর্শনাধীনে বিভিন্ন ইওরোপীয় দেশকে এই সকল অঞ্চলের শাসনকার্য সাময়িকভাবে পরিচালনার ভার দেওয়া হইল। যে-সকল দেশের অধীনে এই সকল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যাংশ স্থাপন করা হইল সেগুলিকে Mandatory Powers এবং সেগুলির অধীনে স্থাপিত স্থান-গুলিকে Mandates নাম দেওয়া হইল। এই সকল Mandates-এর অধিবাসীদের উন্নতিবিধান করাই ছিল লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের একমাত্র উদ্দেশ্য। প্রতি বৎসর Mandatory Powerগুলিকে তাহাদের অধীনে

'ম্যাণ্ডেট' গঠন

Mandates-এর অবস্থা সম্পর্কে বিশদ রিপোর্ট লীগ-অব-ন্যাশনসের নিকট দাখিল করিতে হইত।

Mandateগুলি ছিল তিন শ্রেণীতে বিভক্ত: 'ক', 'খ' ও 'গ' শ্রেণী। তুরস্ক সাম্রাজ্যভুক্ত যে-সকল স্থানের অধিবাসিবৃন্দ নিজ শাসন পরিচালনার মত উন্নত ছিল তাহাদিগকে Mandatory Powerগুলি কেবলমাত্র উপদেশ ও প্রয়োজনীয় সাহায্যদান করিবে। যখনই এই সকল স্থানের অধিবাসীরা নিজ শক্তির উপর দাঁড়াইবার শক্তি অর্জন করিবে, তখনই তাহাদিগকে সম্পূর্ণ-ভাবে স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ Mandateগুলিকে 'ক' পর্যায়ভুক্ত এবং আফ্রিকাস্থ জার্মান উপনিবেশগুলিকে 'খ' পর্যায়ভুক্ত করা হইল। এই সকল অঞ্চলে Mandatory Power কে শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হইল, কারণ এই সকল অঞ্চলের অধিবাসিবৃন্দ ছিল স্বায়ত্তশাসনের অনুপযুক্ত। 'গ' পর্যায়ে রাখা হইল প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চল এবং দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকাস্থ জার্মান উপনিবেশগুলিকে। এগুলিকে নিকটবর্তী Mandatory Power এর রাজ্যাংশ হিসাবে বিবেচনা করা হইল, তবে এই সকল স্থানের জনগণের স্বার্থ যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেইজন্য কিছু কিছু ব্যবস্থা করা হইল।

বিভিন্ন পর্যায়ের 'ম্যাণ্ডেট'

'ক' পর্যায়ভুক্ত Mandates-এর মধ্যে ইরাক, প্যালেস্টাইন ও ট্রান্সজর্ডন ব্রিটিশ সরকারের হস্তে দেওয়া হইল, সীরিয়া, লেবানন দেওয়া হইল ফ্রান্সকে। 'খ' পর্যায়ভুক্ত Mandates-এর মধ্যে ক্যামেরুনস্-এর একাংশ, টোগোল্যাণ্ডের একাংশ এবং টঙ্গানিকা (জার্মানির ইস্ট্-আফ্রিকা) ব্রিটেনের শাসনাধীনে এবং টোগোল্যাণ্ড ও ক্যামেরুনস্-এর অবশিষ্টাংশ ফ্রান্সের অধীনে স্থাপন করা হইল। বেলজিয়ামকে রুয়াণ্ডা-উরুণ্ডির শাসনভার দেওয়া হইল। 'গ' পর্যায়ভুক্ত স্থানগুলির মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা সাউথ-আফ্রিকাকে দেওয়া হইল, জার্মান স্যামোয়া দেওয়া হইল নিউজিল্যাণ্ডকে, নাউরু দ্বীপটি দেওয়া হইল ইংলণ্ডকে। বিষুবরেখার দক্ষিণস্থ অপরাপর যাবতীয় জার্মান উপনিবেশ অস্ট্রেলিয়াকে এবং বিষুবরেখার উত্তরস্থ জার্মান উপনিবেশগুলি জাপানকে দেওয়া হইল।

বিভিন্ন Mandatory Power-এর অধীনে স্থাপিত ম্যাণ্ডেট্স

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঐতিহাসিক গুরুত্ব (Historical importance of the World War I): প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং সুদূরপ্রসারী ফলাফল এত বিভিন্ন এবং ব্যাপক যে, সেগুলির প্রত্যেকটি নির্ধারণ করা বা প্রত্যেকটি সম্পর্কে আলোচনা করা সহজসাধ্য নহে। গুরুত্বের দিক হইতে বিবেচনা করিলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে বিপ্লব আখ্যা দেওয়া অনুচিত হইবে না।

ঐতিহাসিক গুরুত্ব ব্যাপক ও বিভিন্ন

১৯১৪-১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবীর সর্বপ্রথম সমষ্টিগত যুদ্ধ (First Total War)। জাতীয় জীবনের কোন স্তরই এই যুদ্ধের প্রভাবমুক্ত ছিল না। নবজাত শিশু হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত ব্যক্তি পর্যন্ত সকলের উপরই এই যুদ্ধের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আঘাত লাগিয়াছিল। যুদ্ধক্ষেত্রের ব্যাপকতা—জল, স্থল, আকাশ—সর্বত্র এই যুদ্ধের বিস্তৃতি, নূতন নূতন মারণাস্ত্রের আবিষ্কার ও ব্যবহার যুদ্ধ-বিগ্রহের ইতিহাসে এক নূতন অভিজ্ঞতা সন্দেহ নাই।

সর্বপ্রথম সমষ্টিগত যুদ্ধ (First Total War)

এই যুদ্ধের ফলে চারিটি বৃহৎ সাম্রাজ্য লোপ পাইয়াছিল, যথা, জার্মান, রুশ, তুরস্ক ও অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্য। ইওরোপের রাষ্ট্রনৈতিক পুনর্গঠনের ফলে ইওরোপের মানচিত্রের যে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিয়াছিল তাহাতে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের মানচিত্র হইতে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের মানচিত্র একেবারে ভিন্নরূপ হইয়া গিয়াছিল। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ইওরোপের মানচিত্র তদানীন্তন লোকের নিকট কোন নূতন মহাদেশের মানচিত্র বলিয়া ভ্রম হওয়া বিচিত্র ছিল না। পোল্যাণ্ড, বোহেমিয়া, লিথুয়ানিয়ার পুনর্গঠন, চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়ার গঠন ইওরোপের রাজনীতিক্ষেত্রে এক নূতন ধারার সৃষ্টি করিয়াছিল।

জার্মান, রুশ, অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী ও তুরস্ক সাম্রাজ্যের পতন: নূতন নূতন রাষ্ট্রের উত্থান

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সৃষ্টির পূর্বে যে উৎকট জাতীয়তাবোধ জার্মানি, ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে দেখা গিয়াছিল তাহা প্রশমিত হইয়া পরাধীন দেশসমূহে স্বাধীনতাকামী জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধ জাগ্রত হইল। বল্কান অঞ্চলে নির্যাতিত জাতীয়তাবাদ আংশিকভাবে জয়যুক্ত হইল। চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি রাজ্যের প্রতিষ্ঠায় ইহা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইল।

স্বাধীনতাকামী জাতীয়তাবাদ

এই যুদ্ধের ফলে জাতীয়তাবাদ ছাড়া গণতন্ত্রেরও প্রসার ঘটিয়াছিল। পরাধীন দেশগুলিতে স্বাধীনতালাভের এক দুর্দমনীয় আবেগ ও আন্দোলনের সৃষ্টি হইল। ভারতবর্ষ, মিশর ও পূর্ব-আফ্রিকা অঞ্চলে এই স্বাধীনতা-আন্দোলন ক্রমেই শক্তি সঞ্চয় করিয়া চলিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে যে-সকল নূতন স্বাধীন রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেগুলির প্রায় প্রত্যেকটিতেই প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় গণতন্ত্রের জয় পরিলক্ষিত হইল। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে কেবলমাত্র ফ্রান্স, সুইট্জারল্যাণ্ড প্রভৃতি কয়েকটি রাষ্ট্র ছিল প্রজাতান্ত্রিক, কিন্তু ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে অল্পকালের মধ্যেই ইওরোপীয় মহাদেশে প্রজাতান্ত্রিক দেশের সংখ্যা হইয়াছিল মোট ষোল।

গণতন্ত্রবাদ

কিন্তু জাতীয়তাবাদ গণতন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গেই একটি বিরুদ্ধ ধারাও পরিলক্ষিত হয়। যুদ্ধ-প্রসূত অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অপরাপর সংশ্লিষ্ট সমস্যার সমাধানে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার অকৃতকার্যতার ফলে কোন কোন দেশে গণ-তন্ত্রের স্থলে 'ডিক্টেটরশিপ' (Dictatorship)-এর উদ্ভব হইতে লাগিল। এই নূতন রাজনৈতিক ধারার প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবে, ইতালির ফ্যাসিজমে ও জার্মানির নাৎসিজমে।

ডিক্টেটরশিপ-এর উদ্ভব (Rise of Dictatorship)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে আন্তর্জাতিকতার প্রসার হইল। নেপোলিয়নের যুদ্ধের পর 'কন্সার্ট-অব-ইওরোপ' (Concert of Europe) আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার প্রতিষ্ঠান হিসাবে সাময়িকভাবে ইওরোপে শান্তি বজায় রাখিতে সচেষ্ট হইয়াছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর কন্সার্ট-অব-ইওরোপের অনুকরণে প্রেসিডেন্ট উইলসনের 'চৌদ্দ দফা শর্ত' (Fourteen Points)-এর উপর নির্ভর করিয়া লীগ-অব-ন্যাশন্স্ (League of Nations) নামক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিল। প্রত্যেক দেশই আন্তর্জাতিক সমবায় ও সহায়তা বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক শান্তি বজায় রাখিবার প্রতিশ্রুতি দান করিল। এই আন্তর্জাতিকতার অপর একটি প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় থার্ড ইন্টার-ন্যাশনাল (Third Inter-national)-এর প্রতিষ্ঠায়।

আন্তর্জাতিকতার বৃদ্ধি : লীগ-অব ন্যাশন্স্

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা পরবর্তী যুগের যুব-সমাজের মধ্যে এক গভীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব ও চিন্তাশীলতার উদ্রেক করে। পৃথিবীর সর্বত্রই যুবসমাজের মধ্যে এক অভাবনীয় চেতনা দেখা দেয়।

যুবসমাজের জাগরণ

এই যুদ্ধের পূর্বে আমেরিকা ছিল একটি ঋণগ্রস্ত দেশ, কিন্তু ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বৃহৎ মহাজন দেশে (creditor country) পরিণত হয়। মার্কিন রাষ্ট্রের এই উত্থান পরবর্তী কালে নানাপ্রকার ঈর্ষা ও প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করিয়াছিল।

আমেরিকার অর্থনৈতিক প্রাধান্য লাভ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মারণাস্ত্রের ভয়াবহ ফলাফল হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য যে সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রয়োজন হইয়াছিল, যুদ্ধোত্তরকালে তাহা জনসমাজের যথেষ্ট উপকার সাধন করিয়াছে, বলা বাহুল্য। চিকিৎসাশাস্ত্র এই যুদ্ধের ফলে বিশেষভাবে উন্নতি লাভ করিয়াছে। ইহা ভিন্ন বেসামরিক বিমান-চলাচল, নৌ-চলাচল প্রভৃতিরও যথেষ্ট উন্নতি এই যুদ্ধের পরোক্ষ ফল হিসাবেই ঘটিয়াছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে বিজ্ঞানের উন্নতি

১৯১৪-১৮ খ্রীষ্টাব্দের বিশ্বযুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর দান ছিল সর্বাধিক। তাহাদের শ্রমের ফলেই এই বিশাল যুদ্ধ পরিকল্পনা সম্ভব হইয়াছিল। যুদ্ধোত্তর যুগে স্বভাবতই শ্রমিক সম্প্রদায় নিজ অধিকার সম্পর্কে সচেতন হইয়া উঠিল। ক্রমেই তাহারা রাজনৈতিকক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া ইওরোপের রাজনীতিতে এক নবযুগের সূচনা করিল। রাজনৈতিকক্ষেত্রে শ্রমজীবিগণের ক্ষমতা ও প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় সমাজ উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইল। নারী-জাতিরও রাজনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদা সমধিক বৃদ্ধি পাইল।

শ্রমিকদের উন্নতি, নারীজাতির নূতন মর্যাদা লাভ

এই যুদ্ধে যে ব্যাপক অর্থনৈতিক সর্বনাশ সাধিত হইয়াছিল তাহার কুফল দেখা গেল ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের পৃথিবীব্যাপী অর্থসঙ্কটে। বেকারত্ব, দারিদ্র্য ইত্যাদি পৃথিবীর সর্বত্র দেখা দিল। এই সকল অর্থনৈতিক দুরবস্থার ফলে যে অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা ক্রমেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদের পথ উন্মুক্ত করিল। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিপূরক হিসাবেই আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিল।

অর্থনৈতিক দুরবস্থা

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

ইওরোপের বাহিরে ইওরোপীয় বিস্তারনীতি

(European Expansion beyond Europe)

ইওরোপের বাহিরে ইওরোপীয় দেশগুলির বিস্তার রেনেসাঁস যুগ হইতেই শুরু হইয়াছিল। নূতন দেশ ও সমুদ্রপথ আবিষ্কারের সময় হইতেই স্পেন, হল্যাণ্ড, পোর্তুগাল এবং ক্রমে ফ্রান্স ও ইংলণ্ড ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার ও ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য-বিস্তারে সচেষ্ট হইয়াছিল।

নূতন দেশ ও সমুদ্রপথ আবিষ্কার : বাণিজ্য ও উপনিবেশ-বিস্তার

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য-বিস্তারের ইচ্ছা কতক-পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ঐ শতাব্দীতে আমেরিকাস্থ ইংরেজ উপনিবেশগুলি স্বাধীনতা ঘোষণা করে, ইহা ভিন্ন ব্রাজিল পোর্তুগালের আধিপত্য অস্বীকার করে। ফ্রান্স, স্পেন প্রভৃতি দেশও ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের কতকাংশ হারাইয়া ফেলে। এই সকল দৃষ্টান্তে ইওরোপীয় শক্তি-গুলির সাম্রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ সাময়িকভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে কতকগুলি নূতন কারণ উপস্থিত হইলে ইওরোপীয় দেশগুলির মধ্যে ইওরোপের বাহিরে সাম্রাজ্য-বিস্তৃতির এক নব উদ্যম শুরু হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে উপনিবেশ-বিস্তারের আগ্রহ হ্রাস : উনবিংশ শতাব্দীতে নূতন আগ্রহ

উনবিংশ শতাব্দীর সাম্রাজ্য-বিস্তৃতির কারণগুলি ছিল প্রধানত (১) অর্থনৈতিক, (২) রাজনৈতিক, (৩) সামাজিক, (৪) ধর্মনৈতিক ও (৫) সামরিক।

কারণ :

শিল্প বিপ্লবের ফলে ইওরোপের সর্বত্র যন্ত্রপাতির এবং আধুনিক অর্থ-নৈতিক ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীর প্রয়োগের ফলে উৎপাদিত সামগ্রীর পরিমাণ অভাবনীয়রূপে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই সব প্রচুর সামগ্রী বিক্রয়ার্থে নূতন নূতন বাজারের প্রয়োজন প্রত্যেক দেশেই অনুভূত হইল। যানবাহনের উন্নতির ফলে মাল রপ্তানির কোন

অর্থনৈতিক

অসুবিধা ছিল না। সুতরাং ইওরোপীয় দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্য বিস্তার ও উপনিবেশ স্থাপনের এক উৎকট আগ্রহ দেখা দিল।

রাজনৈতিক

কিন্তু অর্থনৈতিক কারণ ভিন্ন ইহার রাজনৈতিক কারণও ছিল। প্রত্যেক দেশই সাম্রাজ্য বৃদ্ধি এবং ক্রমবর্ধমান সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য সামরিক ঘাঁটি দখল করিবার এক দারুণ প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইল। সাম্রাজ্যের বিশালতার উপরই দেশের শক্তি বা মর্যাদা নির্ভরশীল এইরূপ এক মনোবৃত্তি প্রত্যেক দেশেই দেখা দিল। সাম্রাজ্য বৃদ্ধির প্রতিযোগিতাসূত্রে দেশগুলির মধ্যে পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদও সৃষ্টি হইল।

সামাজিক

প্রত্যেক দেশে ক্রমবর্ধমান লোকসংখ্যার জীবিকার সংস্থান করা সহজ ছিল না। ফলে বেকারত্ব প্রায় সকল দেশেই এক জটিল সমস্যারূপে দেখা দিয়াছিল। উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা এবং বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্যও সাম্রাজ্যবাদী নীতি অবলম্বন করা প্রয়োজন ছিল।

ধর্মনৈতিক

খ্রীষ্ট ধর্মযাজকদের ধর্মপ্রচারের আকাঙ্ক্ষা এবং সেই সূত্রে বিভিন্ন দেশে তাহাদের যাতায়াতের ফলেও ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুযোগ বৃদ্ধি পাইল।

সামরিক

ইহা ভিন্ন অনুন্নত দেশগুলির পক্ষে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে বলীয়ান ইওরোপীয় দেশগুলির আক্রমণ প্রতিহত করা সহজ ছিল না। স্বভাবতই ইওরোপীয়দের সহিত সংঘর্ষে এশিয়া বা আফ্রিকাবাসী আত্মরক্ষায় সক্ষম হইল না। ফলে, এই দুই মহাদেশের প্রায় সকল স্থানই ইওরোপীয় দেশগুলির সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া পড়িল।

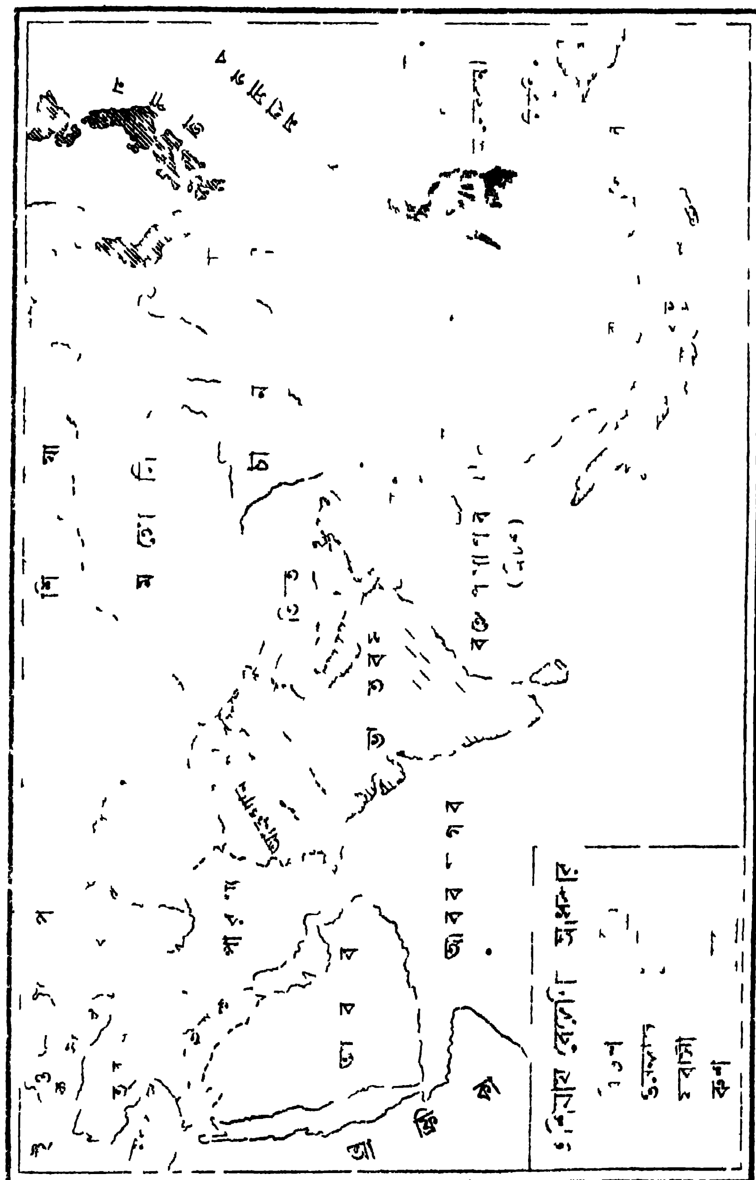
ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য

এশিয়া মহাদেশে ইওরোপীয় সাম্রাজ্য-বিস্তার (European Expansion in Asia) ঃ **ইংলণ্ড** [অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আমেরিকা মহাদেশে কানাডা, নিউ ব্রান্স্‌উইক্, নোভাস্কোশিয়া, নিউফাউণ্ড্ল্যাণ্ড, প্রিন্স্ এডোওয়ার্ড দ্বীপ, হাড্‌সন উপসাগরীয় অঞ্চল, জেমেকা এবং অপরাপর কয়েকটি পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপ ইংলণ্ডের অধীন ছিল। ভারতবর্ষে বাংলাদেশ, বোম্বাই এবং পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের কতক স্থান ইংরেজের অধিকারে ছিল। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমেরিকাস্থ ইংরেজ উপনিবেশগুলির

মধ্যে স্বায়ত্তশাসনের দাবি উত্থাপিত হয়। এই সূত্রে ব্রিটিশ সরকার লর্ড ডারহাম্‌কে কানাডার রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করিবার এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী সংস্কারের সুপারিশের জন্য নিয়োগ করিলেন। ডারহাম্‌ কানাডার শাসনব্যবস্থায় ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থারই এক অতি দুর্বল এবং অকার্যকর অনুকরণ দেখিতে পাইলেন এবং সেখানে প্রকৃত দায়িত্বমূলক স্বায়ত্তশাসন স্থাপনের সুপারিশ করিলেন। আমেরিকার ১৩টি উপনিবেশের স্বাধীনতা ঘোষণা তখনও ইংরেজদের স্মৃতি হইতে একেবারে মুছিয়া যায় নাই, সুতরাং ডারহাম্‌ রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে কানাডার উভয় অংশকে (Upper & Lower Canada) একত্রিত করিয়া একই আইনসভা ও শাসনব্যবস্থার অধীনে স্থাপন করা হইল। কিন্তু কানাডার একাংশ ছিল ফরাসীপ্রধান এবং অপরাংশ ছিল ইংরেজপ্রধান। এমতাবস্থায় নূতন শাসনব্যবস্থা কার্যকরী হইল না। লর্ড ডারহাম্‌ উত্তর-আমেরিকার উপনিবেশগুলিকে একই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থাধীনে স্থাপনের সুপারিশও করিয়াছিলেন। সুতরাং ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে 'ব্রিটিশ নর্থ আমেরিক্যান এ্যাক্ট' পাস করিয়া কানাডার উভয় অংশ, নোভাস্কোশিয়া এবং নিউ ব্রান্স্‌উইক্‌—এই কয়টি উপনিবেশ লইয়া 'ডোমিনিয়ন্‌ অব কানাডা' (The Dominion of Canada) নামে এক যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা স্থাপন করা হইল। এই যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী হইল অটওয়া (Ottowa)। এইভাবে আমেরিকাস্থ উপনিবেশগুলি স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভ করিল। ফলে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হইতে এই সকল উপনিবেশের সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ার ভয় দূরীভূত হইল।

ডারহাম্‌ রিপোর্ট : 'ব্রিটিশ-নর্থ আমেরিকান্‌' উপনিবেশগুলির স্বায়ত্তশাসন লাভ

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ক্যাপ্টেন কুক্‌ সর্বপ্রথম অস্ট্রেলিয়া ও নিউ-জিল্যাণ্ডের আভ্যন্তরীণ এবং প্রাকৃতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভে সমর্থ হন। ওলন্দাজগণ সর্বপ্রথমে এই সকল স্থান অধিকার করিলেও এই সকল স্থানের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে তাহারা কোনপ্রকার তথ্য সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হওয়ায় ক্যাপ্টেন কুক্‌ কর্তৃক এই দুই স্থান পুনরায় আবিষ্কৃত হইয়াছিল বলা যাইতে পারে। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার স্বাধীনতালাভের পর সেখানে ইংলণ্ডের নির্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে প্রেরণ করা নিষিদ্ধ হইয়া



যায়। সুতরাং অস্ট্রেলিয়া দণ্ডাদেশ-প্রাপ্ত ইংরেজগণের আশ্রয়স্থল হইয়া উঠে। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এইরূপ নির্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত এবং স্বেচ্ছায় আগত ঔপনিবেশিকদের সহ অস্ট্রেলিয়ায় মোট ইংরেজ বাসিন্দার সংখ্যা ছিল মাত্র ৪০ হাজার। স্বেচ্ছায় যাহারা অস্ট্রেলিয়ায় চলিয়া আসিয়াছিল তাহাদের প্রতিবাদের ফলে ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে অস্ট্রেলিয়ায় ইংরেজ দণ্ডাদেশ-প্রাপ্ত ব্যক্তিদে প্রেরণ করা বন্ধ হয়। ইতিমধ্যে ১৮৫১ ৫২ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রেলিয়ায় সোনার খনি আবিষ্কৃত হইলে দলে দলে ঔপনিবেশিকগণ অস্ট্রেলিয়ায় আসিতে থাকে। অল্পকালের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার জনসংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। ক্রমে এই অঞ্চলে নিউ সাউথ ওয়েলস্, কুইনস্ল্যাণ্ড, ভিক্টোরিয়া, সাউথ অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া ও টাসমানিয়া —এই কয়টি উপনিবেশ গড়িয়া উঠে। এই সকল উপনিবেশকে কানাডার শাসনব্যবস্থার অনুরূপ শাসনব্যবস্থা অধীনে স্বায়ত্তশাসনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এমবর্তমান অস্ট্রেলিয়ার লোকসংখ্যা ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্চাশ লক্ষে পরিণত হয়।

অস্ট্রেলিয়া অস্ট্রেলিয়ার বারশত মাইল পূর্বে অবস্থিত নিউজিল্যাণ্ড নামক স্থানে

অস্ট্রেলিয়ার ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য

অস্ট্রেলিয়ার বারশত মাইল পূর্বে অবস্থিত নিউজিল্যাণ্ড নামক স্থানে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে ইংরেজগণ উপনিবেশ বিস্তারে সচেষ্ট হয়। ১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দে এই উপনিবেশটি সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ অধিকারে আসে। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে নিউজিল্যাণ্ডকে ডোমিনিয়ন আখ্যা দেওয়া হয়।

নিউজিল্যাণ্ডে বৃটিশ অধিকার

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই ভারতবর্ষে ইংরেজ আধিপত্য সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত হইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মারাঠাসংঘকে পরাজিত করিয়া ইংরেজগণ তাহাদের সর্বাপেক্ষা দুর্ধর্ষ শত্রুর পতন ঘটাইল। ইহার পর হইতে ভারতে ব্রিটিশ অধিকার উত্তরোত্তর বিস্তারলাভ করিতে লাগিল। ১৮৪৫ হইতে ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যুদ্ধের ফলে পাঞ্জাব এবং ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যা ইংরেজদের সম্পূর্ণ অধিকারে আসিল। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের শেষ সশস্ত্র অভিযান বিফল হইল। পর বৎসর ঘোষণা দ্বারা ভারতের শাসনভার ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাত হইতে ব্রিটিশ সরকার নিজহস্তে গ্রহণ করিলেন।

ভারতে ব্রিটিশ অধিকার

১৮৭৮-৮০ এবং ১৯৩৯-৪২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে দুইটি আফগান যুদ্ধের ফলে আফগানিস্তানের উপর ব্রিটিশ প্রভাব বিস্তৃত হইল। ইহা ভিন্ন ভারতের নিকটবর্তী অন্যান্য স্থান, যথা, ব্রহ্মদেশ, বেলুচিস্তান প্রভৃতিও ব্রিটিশ অধীনে আসিল।

আফগানিস্তান, ব্রহ্মদেশ ও বেলুচিস্তান

রাশিয়া ঃ প্যারিসের সন্ধির (১৮৫৬) পর সাময়িকভাবে ইওরোপ মহাদেশে রুশ বিস্তারনীতি রুদ্ধ হইলে রাশিয়া সেই ক্ষতি এশিয়া মহাদেশে পূরণ করিয়া লইতে চাহিল। পশ্চিমদিকে রাশিয়ার সাম্রাজ্য পারস্য ও আফগানিস্তানের সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হইল এবং পূর্বদিকে চীনের অন্তর্দেশ পর্যন্ত রাশিয়ার আধিপত্য স্থাপিত হইল। পশ্চিমদিকে রাশিয়ার বিস্তৃতি ব্রিটিশ ভারতীয় সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ করিবে আশঙ্কায় ভারতীয় পররাষ্ট্র-নীতিতে নানাপ্রকার জটিলতা দেখা দিল। এই সূত্রেই আফগানিস্তানের সহিত ব্রিটিশ সরকারের বিরোধের সৃষ্টি হয়। অবশেষে দুইটি আফগান যুদ্ধের দ্বারা আফগানিস্তানের সিংহাসনে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন একজন আমীরকে স্থাপন করা হইলে আফগানিস্তানে রাশিয়ার বিস্তৃতি প্রতিহত হইল। উত্তরদিকে রুশ সাম্রাজ্য উরাল সাগর হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হইল। চীনদেশের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার সুযোগ লইয়া রাশিয়া পূর্বদিকে আমুর নদী পর্যন্ত সাম্রাজ্যবিস্তারে সক্ষম হইল। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া চীন হইতে ভ্লাডিভস্টক্ দখল করিল। এই বন্দরটি দখল করিবার ফলে রুশ সাম্রাজ্যের সীমা কোরিয়ার নিকটবর্তী হইল। ইহা ভিন্ন চীনদেশে রুশ বিস্তারনীতির ফলে মাঞ্চুরিয়া রুশ সাম্রাজ্য কর্তৃক প্রায় পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িল।

আফগানিস্তান ও পারস্যের দিকে রুশ সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি

উত্তর দিকে প্রশান্ত মহাসাগর ও পূর্বদিকে আমুর নদী পর্যন্ত রাশিয়ার বিস্তৃতি

ভ্লাডিভস্টক দখল

ফ্রান্স ঃ উনবিংশ শতাব্দীতে লুই ফিলিপ্পির রাজত্বকালের শেষ দিকে ফরাসী ঔপনিবেশিক নীতি গৃহীত হয়। কিন্তু সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের আমল হইতেই ঔপনিবেশিক নীতি পূর্ণ উদ্যমে শুরু হয়। লুই ফিলিপ্পি যে ঔপনিবেশিক নীতির সূত্রপাত করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা তৃতীয় নেপোলিয়নের আমলে অনুসৃত হয়। ফ্রান্স কোচিন-চীন (Cochin-China) গ্রাস করে,

ইহা ভিন্ন আনাম (Annam), কম্বোজ (Combodia), টন্‌কিন্ (Tonkin) প্রভৃতি স্থানের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত নিউ ক্যালিডোনিয়া (New Caledonia) ও নিকটবর্তী কয়েকটি দ্বীপ ফ্রান্সের অধিকারে আসে। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে মিশরদের সহিত মিত্রতা সূত্রে ফ্রান্স সুয়েজ খাল খনন করে। ফরাসী বৈজ্ঞানিকদের সহায়তা এবং প্রধানত ফ্রান্সের অর্থে সুয়েজ খাল খনন করা হইয়াছিল *

কোচিন-চীন, আনাম, কম্বোজ, নিউ ক্যালিডোনিয়ায় ফরাসী সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি

সুয়েজ খাল খনন

জার্মানি ও ইতালি ও আমেরিকা ও হল্যাণ্ড: বিস্‌মার্ক জার্মানিকে 'পরিতৃপ্ত দেশ' (Satiated country) বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জার্মানিও ঔপনিবেশিক বিস্তারনীতি গ্রহণ করে। আফ্রিকা ও চীনদেশে জার্মানি ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থবৃদ্ধিতে মনোযোগী হয়। চীনদেশ ইওরোপীয়দের নিকট উদ্‌ঘাটিত হইলে ইতালিও চীনদেশে সুযোগ-সুবিধা লাভে অগ্রসর হয়। ইহা ভিন্ন ইতালি আফ্রিকা মহাদেশে অপরাপর ইওরোপীয় শক্তিবর্গের সহিত সাম্রাজ্য-বিস্তৃতি প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। আমেরিকা মান্‌রো নীতি ঘোষণা করিয়া ইওরোপীয় আক্রমণ হইতে আমেরিকা মহাদেশকে রক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আমেরিকা প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ দখল করিয়া আমেরিকার সাম্রাজ্যবৃদ্ধি এবং নিরাপত্তাসাধনে প্রবৃত্ত হয়। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ আমেরিকা কর্তৃক অধিকৃত হয়। হল্যাণ্ডও এশিয়ায় ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য-বিস্তারে পশ্চাদ্‌পদ ছিল না। বোর্নিও, যাভা, সুমাত্রা, সেলিবিস দ্বীপপুঞ্জ, নিউগিনির একাংশ প্রভৃতি স্থানে ওলন্দাজ সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিল।

চীনদেশে জার্মানি ও ইতালির স্বার্থান্বেষণ

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ আমেরিকা কর্তৃক অধিকৃত

আফ্রিকা মহাদেশে ইওরোপীয় বিস্তারনীতি (Expansion of Europe in Africa): উনবিংশ শতাব্দীতে এশিয়া

---

*"The Canal architected by De Lesseps, financed mainly from France was formally opened by the Empress Eugene in 1869" Vide. Ketelbey, d 480 footnote

ভিন্ন আফ্রিকা মহাদেশেও ইওরোপীয় ঔপনিবেশিক বিস্তারের প্রতিযোগিতা শুরু হয়। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত আফ্রিকা মহাদেশ সম্পর্কে ইওরোপীয়দের মধ্যে বিশেষ কিছু জ্ঞান ছিল না। মিশরীয় ও কার্থেজীয় সভ্যতা সম্পর্কে অনেক তথ্যাদি ইওরোপীয়দের জানা থাকিলেও উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত আফ্রিকা 'অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ' (Dark Continent নামে অভিহিত হইত, কারণ আফ্রিকার উপকূল-রেখা ভিন্ন অভ্যন্তরদেশের কোন সংবাদ তখনও জানা ছিল না। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে স্পেক্, লিভিংস্টোন্, স্টেন্‌লি প্রভৃতি ভূগোলজ্ঞদের অনুসন্ধিৎসার ফলে আফ্রিকার অভ্যন্তরদেশের খবর ইওরোপের বিভিন্ন দেশে পৌঁছিয়াছিল। স্পেক, লিভিংস্টোন প্রভৃতির আফ্রিকা অভিযানের কাহিনী ইওরোপীয় দেশগুলির মধ্যে এক দারুণ উৎসাহের সৃষ্টি করে। ফলে অল্পকালের মধ্যেই আফ্রিকা মহাদেশে উপনিবেশ-স্থাপনের প্রতিযোগিতা ইওরোপীয় দেশগুলির মধ্যে শুরু হয়।

অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ

উনবিংশ শতাব্দীতে স্পেক, স্টেন্‌লি ও লিভিংস্টোনের আফ্রিকা মহাদেশের অভ্যন্তরে আবিষ্কার।

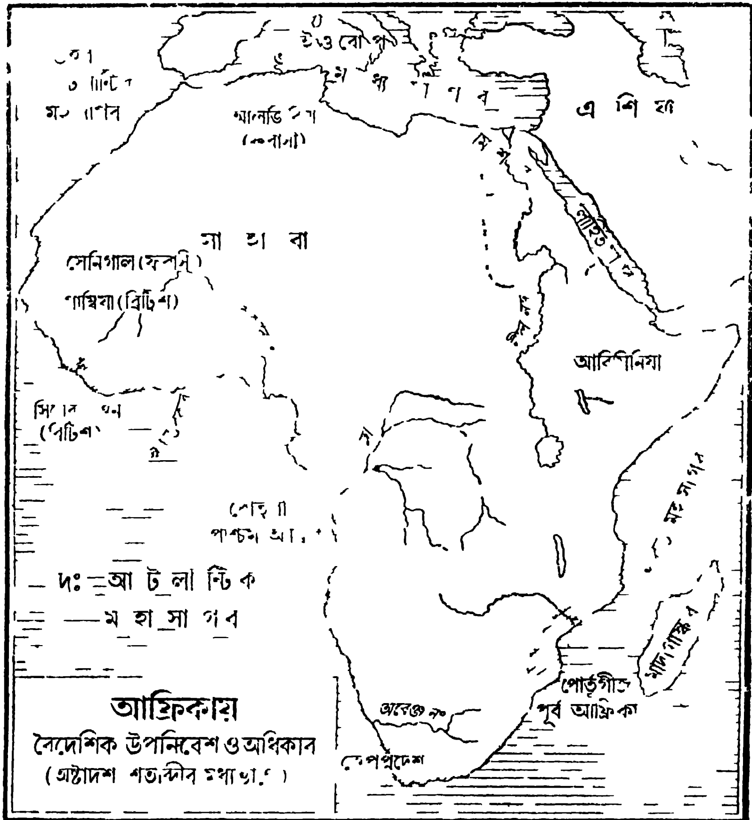
আফ্রিকায় আধিপত্য-বিস্তারে বেলজিয়ামের রাজা দ্বিতীয় লিওপোল্ড ছিলেন অগ্রণী। স্টেনলির অভিযানের অব্যবহিত পরেই (১৮৭৬ খ্রীঃ) তিনি এক আন্তর্জাতিক ভৌগোলিক সমিতি স্থাপন করেন। এই আন্তর্জাতিক ভৌগোলিক সমিতির উদ্দেশ্য ছিল আফ্রিকার সভ্যতা, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিশদভাবে তথ্যাদি সংগ্রহ করা। কিন্তু এই সমিতির আন্তর্জাতিক চরিত্র অল্পকালের মধ্যেই বিলুপ্ত হইল। আফ্রিকা সম্পর্কে আন্তর্জাতিকভাবে জানিবার আগ্রহের পরিবর্তে প্রত্যেক দেশই নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য আফ্রিকার তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া সেই দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিল। বেলজিয়াম 'কঙ্গো স্বাধীন রাজ্য' (Congo Free State) নামক আফ্রিকার এক বিরাট অংশ দখল করিল। আয়তনে এই রাজ্যটি ছিল বেলজিয়ামের প্রায় দশগুণ। বেলজিয়ামের রাজা লিওপোল্ডের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হইয়া অন্যান্য ইওরোপীয় দেশগুলি আফ্রিকা গ্রাস করিতে অগ্রসর হইল।

বেলজিয়াম

আফ্রিকার উত্তর-উপকূলে আলজিরিয়া দেশটি ছিল ফরাসী-অধিকৃত। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স টুনিস দখল করিল। ইহার পর ফ্রান্স মরক্কো দখল

করিতে অগ্রসর হইল। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই মরক্কো ফ্রান্সের অধিকারভুক্ত হইয়া গেল। ইহা ভিন্ন ফ্রান্স সমগ্র সাহারা এবং ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে সেনিগাল, কঙ্গোনদী ও আইভরি কোস্ট্ (Ivory Coast)-এর মধ্যবর্তী সকল স্থান অধিকার করিল। এইভাবে

ফ্রান্স



উত্তর আফ্রিকায় ফ্রান্সের এক বিশাল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিল।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে আফ্রিকার পূর্ব-উপকূলের নিকটবর্তী মাদাগাস্কার দ্বীপটিও ফ্রান্স অধিকার করিয়া লইল।

ব্রিটেন

আফ্রিকা মহাদেশে সর্বাপেক্ষা অধিক এবং শ্রেষ্ঠ স্থান দখল করিল ইংলণ্ড। উত্তরে কাইরো হইতে দক্ষিণে উত্তমাশা অন্তরীপ পর্যন্ত প্রায় সকল স্থান ইংলণ্ডের অধীনে আসে। একমাত্র জার্মান পূর্ব-আফ্রিকা এই বিশাল ভূখণ্ডের যোগাযোগ ছিন্ন করিয়াছিল (৬৬৬ পৃঃ ম্যাপ দ্রষ্টব্য)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মান পূর্ব-আফ্রিকার Mandate ইংলণ্ডকে দেওয়া হইলে এই যোগাযোগ সম্পূর্ণতা লাভ করে। এই বিশাল ঐক্যবদ্ধ ভূখণ্ড ভিন্ন গাম্বিয়া, সিয়েরালিয়োন, গোল্ড কোস্ট্, নাইজেরিয়া ও সোমালিল্যাণ্ডের একাংশও ব্রিটিশ অধিকারে আসে। দক্ষিণ-আফ্রিকাস্থ উত্তমাশা অন্তরীপ অঞ্চল, নাটাল, ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ রিভার কালোনি লইয়া ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ইউনিয়ন অব সাউথ্ আফ্রিকা (Union of South Africa) গঠিত হয়।

পোর্তুগাল

ক্ষুদ্র দেশ পোর্তুগালও আফ্রিকা দখলের লোভ সংবরণ করিতে পারিল না। বেলজিয়ান কঙ্গোর দক্ষিণে পোর্তুগাল বহুকাল পূর্ব হইতেই কয়েকটি ক্ষুদ্র স্থান অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে এই সকল স্থানের আয়তন বৃদ্ধি করিয়া পোর্তুগাল এঙ্গোলা নামক এক বৃহৎ প্রদেশ গড়িয়া তোলে। আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে মোজাম্বিক্ বা পোর্তুগীজ পূর্ব-আফ্রিকা নামক উপনিবেশ স্থাপিত হয়। পোর্তুগালের ইচ্ছা ছিল পোর্তুগীজ পূর্ব-আফ্রিকা ও পোর্তুগীজ পশ্চিম-আফ্রিকার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা, কিন্তু ব্রিটিশ প্রতিযোগিতার ফলে সেই ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই।

ইতালি

আফ্রিকা-গ্রাসের প্রতিযোগিতায় ইতালি অপরাপর ইওরোপীয় দেশ অপেক্ষা বিলম্বে অবতীর্ণ হইলেও ইতালি ইরিট্রিয়া এবং ইতালীয় সোমালিল্যাণ্ড দখল করিতে সমর্থ হয়। ১৯১১-১২ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্কের সহিত যুদ্ধের ফলে ইতালি ট্রিপোলি ও সাইরেনেইকা দখল করে। ঐ সময়ে আবিসিনিয়া দখলের চেষ্টা করিয়া ইতালি অকৃতকার্য হয়, কিন্তু ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে মুসোলিনির আমলে ইতালি কর্তৃক আবিসিনিয়া অধিকৃত হইয়াছিল।

জার্মান

বিস্মার্কের মন্ত্রিত্বকালে জার্মানি ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপনের পক্ষপাতী ছিল না, কিন্তু ক্রমে বিস্মার্ক আফ্রিকায় সাম্রাজ্য বিস্তৃতির নীতি গ্রহণ করেন। আফ্রিকা মহাদেশে জার্মানি দক্ষিণ পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকা, ক্যামেরুনস ও টোগোল্যাণ্ড দখল করে।

আফ্রিকায় বৈদেশিক উপনিবেশ ও অধিকার (১৯১৪ খ্রীঃ)

০ ৫০০ ১০০০ মাইল

ইতালীয়
স্পেনীয়
বেলজিয়াম
পোর্তুগীজ
জার্মান
ফরাসী
ব্রিটিশ

স্পেন আফ্রিকা মহাদেশে উত্তর পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত একটি প্রদেশ এবং জিব্রাল্টার বিপরীত দিকে আফ্রিকার উপকূলে

স্পেন

কতক স্থানের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হয়।

এইভাবে অসহায় আফ্রিকাবাসীদের মাতৃভূমি ইওরোপীয় দেশগুলির সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের যূপকাষ্ঠে আহুতি হইল।

পরিশিষ্ট (ক)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

(The United States of America)

স্বাধীন আমেরিকার সমস্যা (Problems of Independent America): ফরাসী বিপ্লব শুরু হওয়ার মাত্র ছয় দিন পূর্বে (এপ্রিল ৩, ১৭৮৯) আমেরিকার বিপ্লব সাফল্যের সহিত নিষ্পন্ন হইল। ঐ দিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বপ্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেসিডেন্ট-পদে অধিষ্ঠিত হইলেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বপ্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন (১৭৮৯-৯৭)

স্বাধীন আমেরিকার উদ্ভব ও উন্নতির ইতিহাস যেমন চমকপ্রদ তেমনি বৈচিত্র্যপূর্ণ। ঐতিহাসিক কেটেলবি বলেন: 'আমেরিকা যেন একশত বৎসরের মধ্যে ইওরোপীয় অপরাপর দেশের হাজার বৎসরের ইতিহাসের বিবর্তন সম্পন্ন করিয়াছে।'* এই অসাধারণ দ্রুত উন্নয়নের পশ্চাতে কতকগুলি বিশেষ কারণ ছিল সন্দেহ নাই। (১) ইওরোপ হইতে আমেরিকার দূরত্ব, (২) ইওরোপীয় রাজধানীর জটিলতা হইতে আমেরিকার স্বেচ্ছাকৃত নির্লিপ্ততা, (৩) সামরিক নিরাপত্তার জটিলতা-শূন্যতা প্রভৃতি কারণে আমেরিকা তাহার সম্পূর্ণ শক্তি নিজ ভাগ্যোন্নতিতে নিয়োজিত করিতে সক্ষম হইয়াছিল। এই সকল কারণ ভিন্ন অপর একটি কারণও আমেরিকার সপক্ষে ছিল। (৪) ইওরোপীয় দেশগুলির ন্যায়

মার্কিন উন্নতির মূল কারণ

* "She (America) seems to have compressed into one century historical processes which in Europe have extended over more than a thousand years." Vide, Ketelbey, p 534.

আমেরিকাকে দীর্ঘকাল-প্রচলিত কোন সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক ঐতিহ্য, বাধা-বিপত্তি কোন কিছুরই সম্মুখীন হইতে হয় নাই। পুরাতন শহরের নাগরিক জীবনকে ব্যাহত না করিয়া শহরের সংস্কারসাধন করা এবং একেবারে নূতন স্থানে নূতন নূতন পরিকল্পনা অনুযায়ী শহর-স্থাপনের যে আপেক্ষিক সুযোগ ও সুবিধা থাকে, সেইরূপ সুবিধালাভের ফলে আমেরিকা ইওরোপীয় অন্যান্য দেশগুলি অপেক্ষা অধিকতর সাফল্যলাভে সমর্থ হইয়াছিল। এই সকল সুবিধার জন্য আমেরিকাবাসীরা তাহাদের ইংরেজ পূর্বপুরুষগণ অপেক্ষা যে ভিন্ন-প্রকৃতির হইয়া উঠিয়াছিল তাহা উপলব্ধি না করিবার ফলেই ইংরেজ রাজনীতিকগণের মার্কিন নীতির বিফলতা পরিলক্ষিত হয়।* অবশ্য ইহা অনস্বীকার্য যে, ইংরেজ ঐতিহ্যের সহিত ফরাসী দার্শনিকদের মতবাদের সংমিশ্রণ সাধন করিয়াই মার্কিন জাতি তাহাদের স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল ও পরবর্তী গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি গড়িয়া তুলিয়াছিল।

ইংরেজ ঐতিহ্য ও ফরাসী দর্শনের সংমিশ্রণে মার্কিন স্বাধীনতা ও শাসন-পদ্ধতির জন্ম

নব-লব্ধ স্বাধীনতা' রক্ষা করা এবং উপনিবেশগুলির রাজনৈতিক ঐক্য দৃঢ়তর করাই ছিল ঐ সময়ের প্রধান সমস্যা। ইহা ভিন্ন যুদ্ধের ঋণ, অর্থনৈতিক দুরবস্থা, উপনিবেশগুলির নিজ নিজ স্বার্থ সম্পর্কে অত্যধিক সচেতনতা, রাজতন্ত্রের সমর্থকদের দেশত্যাগ প্রভৃতি বিভিন্ন সমস্যা স্বাধীন মার্কিন সরকারের দায়িত্ব বহুগুণে বৃদ্ধি করিয়াছিল।

স্বাধীন আমেরিকার সমস্যা

নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী আমেরিকার উপনিবেশগুলি এই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা স্থাপন করিয়াছিল। প্রেসিডেণ্ট হইলেন এই শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্চ কর্মকর্তা। মণ্টেস্কুর ক্ষমতাবিভাজন নীতি (Theory of Separation of Powers) অনুসরণ করিয়া প্রেসিডেণ্ট ও তাঁহার মন্ত্রিগণকে আইনসভার প্রাধান্য-মুক্ত রাখা হইল। কংগ্রেস নামক আইনসভার 'সিনেট' ও 'হাউস-অব-রিপ্রেজেন্‌টেটিভস্' (Senate & the House of Representatives)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা

* "Do not make any difference between your American and your British subjects, said Dr. Johnson, and acting on this advice George III lost a continent." Vide, Ketelbey, p. 536.

নামে একটি কক্ষ গঠন করা হইল। আইনসভা কর্তৃক গৃহীত আইন-কানুন শাসনতন্ত্র বিরোধী কিনা বিচার করিবার এবং শাসনতন্ত্রের চূড়ান্ত ব্যাখ্যার জন্য একটি সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হইল। পরোক্ষ নির্বাচন দ্বারা প্রেসিডেন্ট নিয়োগের প্রথা গৃহীত হইল।

জর্জ ওয়াশিংটন (George Washington) : জর্জ ওয়াশিংটন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বপ্রথম প্রেসিডেন্ট সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হইলেন। আধুনিক ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় নেতাদের অন্যতম হিসাবে জর্জ ওয়াশিংটন নিজ পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বপ্রথম প্রেসিডেন্ট হইবার দাবি ওয়াশিংটন অপেক্ষা অপর কাহারও ছিল না, বলা বাহুল্য।

প্রেসিডেন্ট [illegible] ওয়াশিংটন

জর্জ ওয়াশিংটন ছিলেন অনন্যসাধারণ ব্যক্তি। তাঁহার চরিত্রের নৈতিকতা ও সততা, তাঁহার সংযম ও অধ্যবসায়, সর্বোপরি তাঁহার দেশাত্মবোধ ও সর্বপ্রকার অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার মত নির্ভীকতা ও আত্মপ্রত্যয় তাঁহাকে নৈতিকতার মূর্ত প্রতীকে পরিণত করিয়াছিল। তাঁহার চরিত্রে অহঙ্কার বা কূটবুদ্ধির কোন স্থান ছিল না। উচ্চ শিক্ষা বা প্রতিভা তাঁহার যে খুব বেশী ছিল এমন নহে, তথাপি কল্যাণের পথে মার্কিন জাতিকে চালিত করিবার শক্তি তাঁহার ছিল অপরিসীম। 'শান্তিতে বা যুদ্ধে, অথবা জনসাধারণের হৃদয়ে তাঁহার স্থান ছিল সর্বাগ্রে।'* আমেরিকার ভবিষ্যৎ উন্নতিতে গভীর বিশ্বাস, ধর্মপ্রবণতা, নিরপেক্ষ বিচার-ক্ষমতা, অপরের মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা, সহিষ্ণুতা, শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা ছিল তাঁহার চরিত্রের অপরাপর বৈশিষ্ট্য।

জর্জ ওয়াশিংটনের চরিত্র

জর্জ ওয়াশিংটন যখন প্রেসিডেন্ট-পদে নির্বাচিত হইলেন তখন নূতন স্বাধীন রাষ্ট্রগঠনের সকল সমস্যাই বর্তমান ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী, প্রেসিডেন্টের সরকারী বাসস্থান, কংগ্রেসের অধিবেশন গৃহ, যুক্তরাষ্ট্রীয় সামরিক বাহিনী, মন্ত্রিসভা, বিচারপতি কোন কিছুই তখন ছিল না। তদুপরি বিভিন্ন উপনিবেশের ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থজ্ঞান ও পরস্পর-প্রতিযোগিতার মনোবৃত্তি, অর্থনৈতিক দুর্বলতা, পররাষ্ট্রীয় নীতি

ওয়াশিংটনের সমস্যা

* "First in peace, first in war, and first in his hearts of his countrymen."—*Henry Lee*, Vide, Ketelbey, p. 547.

সম্বন্ধে দুর্বলতা, সবদিক দিয়া জর্জ ওয়াশিংটনের সমস্যার অন্ত ছিল না। তিনি নিজেও প্রথমে এই পরিস্থিতিতে ভীত না হইলেও, কতকটা সন্দিহান হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই।* কিন্তু তাঁহার একনিষ্ঠ দেশপ্রেম এবং জনকল্যাণার্থে আত্মত্যাগ এইরূপ সমস্যা-সঙ্কুল পরিস্থিতিতেও তাঁহাকে জয়যুক্ত করিয়াছিল। তাঁহার পররাষ্ট্র সেক্রেটারী ছিলেন জেফারসন্ এবং রাজস্ব-বিভাগের সেক্রেটারী ছিলেন আলেকজাণ্ডার হ্যামিল্টন্। হ্যামিল্টন্ ছিলেন একাধারে একজন সুদক্ষ সামরিক নেতা, দার্শনিক, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিক, আইনজ্ঞ, বাগ্মী ও অর্থনীতিক। আভ্যন্তরীণ উন্নয়ন এবং পররাষ্ট্রক্ষেত্রে মর্যাদালাভের একমাত্র পন্থা ছিল যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। এই কারণে হ্যামিল্টন্ নানাপ্রকার কর স্থাপন করিয়া ইউনিয়ন সরকারের আয় বৃদ্ধি করিলেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য যে ঋণ হইয়াছিল উহার দায়িত্ব তিনি রাজ্যসরকারগুলির উপর হইতে উঠাইয়া আনিয়া ইউনিয়ন সরকারের হস্তে ন্যস্ত করিলেন। এইভাবে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা ও দায়িত্ব বৃদ্ধি করিলেন। জাতীয় ব্যাঙ্ক নামে একটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানও তিনি স্থাপন করিলেন। ওয়াশিংটন নামক শহর স্থাপন করিয়া উহাকে যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী করিবার ব্যবস্থা শুরু হইল।

আভ্যন্তরীণ শাসন

পররাষ্ট্রক্ষেত্রেও জর্জ ওয়াশিংটনের আমলে আমেরিকার মর্যাদা বৃদ্ধি পাইল। ফরাসী বিপ্লব শুরু হইলে ফ্রান্সের প্রতি স্বভাবতই আমেরিকায় সহানুভূতি প্রদর্শিত হইল। কিন্তু ওয়াশিংটন ব্রিটেনের সহিত সামাজিক ও কৃষ্টিমূলক আদান-প্রদান রক্ষা করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। ইহা ভিন্ন, আমেরিকা কোন যুদ্ধে লিপ্ত হউক ইহা তিনি চাহিতেন না। এই দুইটি কারণেই তিনি ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী বিপ্লব-প্রসূত যুদ্ধে নিরপেক্ষতার নীতি ঘোষণা করিলেন। এই নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণের ফলে ফরাসী বিপ্লবের যুদ্ধে আমেরিকার ব্যবসায়-বাণিজ্যের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হইল, কারণ আমেরিকা বিবদমান দেশগুলিকে সমভাবে মাল বিক্রয় করিবার সুযোগ পাইয়াছিল। ইংলণ্ড অবশ্য আমেরিকাকে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবার চেষ্টার ত্রুটি করিল না, এমন কি মার্কিন

ওয়াশিংটনের আমলে পররাষ্ট্র-নীতি

* "My movements to the chair of government will be accompanied by feeling not unlike those of a culprit who is going to the place of his execution."—*Washington to General Knox*, vide, Ketelbey, p. 549.

জাহাজে করিয়া কোন কোন সামগ্রী ফ্রান্সে প্রেরণ করা নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিল ও ব্রিটিশ পশ্চিম-ভারতীয় (British West Indies) অঞ্চলে কয়েকটি মার্কিন জাহাজও আটক করিল। এই সূত্রে ইঙ্গ-মার্কিন সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ত হইয়া উঠিল। ইহাতে জর্জ ওয়াশিংটন তাঁহার নিরপেক্ষতার নীতি ত্যাগ করিলেন না বটে, কিন্তু ব্রিটেনের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনে তিনি স্বীকৃত হইলেন। তিনি ফরাসী দূত সিটিজেন জেনেট (Citizen Genet)-কে অপসারণের জন্য ফরাসী সরকারকে অনুরোধ জানাইলেন। এই সময়ে আমেরিকা ও ব্রিটেনের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং ইহার দ্বারা মার্কিন অভিযোগের অনেক কিছু দূরীভূত করা সম্ভব হয়। কিন্তু এই চুক্তি আমেরিকাবাসীর মধ্যে এক দারুণ ঘৃণার উদ্রেক করে।

এই সময় হইতে মার্কিন রাজনীতি ক্ষেত্রে বিভেদের সৃষ্টি হয়। হ্যামিল্টন্ ও অপরাপর অনেকে কেন্দ্রীয় সরকারের শক্তিবৃদ্ধির পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু জেফারসন্ ও অপরাপর অনেকে ছিলেন এই সরকারের ক্ষমতাবৃদ্ধি নীতির বিরুদ্ধে। এই দুই দলের মধ্যে প্রথম দল 'ফেডারেলিস্ট্' (Federalist) এবং অপর দল 'রিপাব্লিকান-ডেমোক্রেট্' (Republican-democrat) নামে অভিহিত ছিল। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে জেফারসন্ নিজের দলের সেক্রেটারীর পদ ত্যাগ করিয়া বিরোধী দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এই অন্তর্দ্বন্দ্বের কালে ওয়াশিংটনের শাসনের এমন কি ব্যক্তিগতভাবেও তাঁহার বিরুদ্ধে নানাপ্রকার আক্রমণ করা হইতে থাকে। ফলে ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াশিংটনকে তৃতীয়বার প্রেসিডেন্ট-পদ দান করা হইলে তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন।

রাজনৈতিক বিভেদ 'ফেডারেলিস্ট্' ও 'রিপাব্লিকান-ডেমোক্রেট' দলের উত্থান

ওয়াশিংটনের প্রেসিডেন্ট-পদ প্রত্যাখ্যান

জন এ্যাডামস্ (John Adams): পরবর্তী প্রেসিডেন্ট জন এ্যাডামস্ ছিলেন ফেডারেলিস্ট্ দলভুক্ত। রিপাব্লিকান্-ডেমোক্রেট দল জেফারসন্‌কে ভাইস্-প্রেসিডেন্ট্ পদে নির্বাচন করিতে সমর্থ হয়। এ্যাডামসের আমলে ফেডারেলিস্ট্ দলের শক্তি আরও হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। তাঁহার ত্রুটির জন্যই এইরূপ ঘটিয়াছিল সন্দেহ নাই।

প্রেসিডেন্ট জন এ্যাডামস্ (১৭৯৭—১৮০১)

ফরাসী বিপ্লবের যুদ্ধে পর পর কয়েকবার পরাজিত হওয়ার ফলে স্বভাবতই ফ্রান্স আমেরিকাকে ফরাসী সরকার কর্তৃক স্বাধীনতা-যুদ্ধের কালে প্রদত্ত ঋণ শোধের জন্য চাপ দিল। এই বিষয় লইয়া ফ্রান্স ও আমেরিকার মধ্যে যুদ্ধ প্রায় আসন্ন হইয়া উঠিল। শেষ পর্যন্ত ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ন ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন-ফরাসী চুক্তি নাকচ করিয়া এক নূতন চুক্তি দ্বারা (১৮০০) আমেরিকার সহিত মিটমাট করিয়া লইলেন। আমেরিকা পুনরায় নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করিল।

এ্যাডামসের আমলে পররাষ্ট্র-নীতি : নেপোলিয়নের সহিত চুক্তি (১৮০০)

আভ্যন্তরীণক্ষেত্রে এ্যাডামসের আমলে 'বিদেশী' ও 'রাষ্ট্রদ্রোহিতা' (Alien and Sedition Acts)—এই দুইটি আইন পাস করিয়া ফেডারেলিস্ট্ দলের শত্রুপক্ষকে দমন করিবার চেষ্টার ফলে দেশের সর্বত্র সরকার-বিরোধী আন্দোলনের সৃষ্টি হইল। ফলস্বরূপ ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের নির্বাচনে জেফারসন্ প্রেসিডেন্ট-পদে নির্বাচিত হইলেন এবং 'রিপাব্লিক-ডেমোক্রেট' দল সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দলে পরিণত হইল।

এ্যাডামস্ ও ফেডারেলিস্ট্ দলের পতন : জেফারসন্ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত

জেফারসন্ (Jefferson) : মার্কিন ইতিহাসে বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অনেকেই ছিলেন ভার্জিনিয়ার অধিবাসী। ইঁহাদের মধ্যে জর্জ ওয়াশিংটন, ম্যাডিসন, জন মার্শাল, জেফারসন প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভার্জিনিয়াবাসী জেফারসন্

জেফারসনের চরিত্রে কতকগুলি বিরুদ্ধ গুণাবলীর সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার চেহারা মোটেই সুদর্শন ছিল না, কিন্তু তাঁহার চরিত্রের মাধুর্য এবং প্রীতিপূর্ণ আলাপ ও ব্যবহার তাঁহাকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার চরিত্রে দেশপ্রেম ও উদারতা, দার্শনিকসুলভ চিন্তাশক্তি ও গণতন্ত্রের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার সহিত ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা-পরায়ণতা ও চক্রান্তপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষ-মাত্রেরই মৌলিক অধিকারের নীতিতে প্রকাশ্য-ভাবে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু দাস-প্রথা সমর্থনকারীদের একটি দলগঠনের তিনিই ছিলেন উদ্যোক্তা। আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা ও ভার্জিনিয়া রাজ্যে ধর্মনৈতিক স্বাধীনতার আইনের রচয়িতা এবং ভার্জিনিয়া

চরিত্র

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপয়িতা হিসাবে মার্কিন ইতিহাসে তিনি অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

আভ্যন্তরীণক্ষেত্রে জেফারসনের নীতি ছিল ব্যয়সঙ্কোচ-সাধন এবং অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন প্রেসিডেণ্ট-পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার সময় তিনি 'সকলের প্রতি ন্যায্য ব্যবহার, সততার ভিত্তিতে সকল জাতির প্রতি মৈত্রী-ভাব এবং কাহারো সহিত জটিল চুক্তি-সম্পাদন হইতে বিরত থাকা'* তাঁহার শাসনের মূল নীতি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি ভূতপূর্ব সরকার কর্তৃক গৃহীত, 'বিদেশী' ও 'রাষ্ট্রদ্রোহিতা' সম্পর্কিত আইন বাতিল করিয়া এই দুই আইনের বলে যাহাদিগকে কারা-দণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছিল তাহাদিগকে মুক্তি দিলেন। তিনি ফেডারেলিস্ট্ কর্মচারীদের স্থলে ডেমোক্রেটিক মতাবলম্বীদের নিযুক্ত করিলেন। প্রথমে তিনি রাজ্যসরকারগুলির ক্ষমতা-বৃদ্ধির পক্ষপাতী ছিলেন বটে, কিন্তু পরিস্থিতির চাপে শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা-বৃদ্ধির পন্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের ক্রমবর্ধমান ব্যয়, যুদ্ধ করিবার প্রয়োজন এবং উৎকৃষ্ট রাস্তানির্মাণের দ্বারা সমগ্র দেশের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের প্রয়োজনের ফলেই কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা ও আয়-বৃদ্ধির নীতি তিনি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি ওহিও (Ohio) রাজ্যের সহিত যোগাযোগের জন্য উন্নত ধরণের রাস্তা নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন জলদস্যুদের হাত হইতে মার্কিন নৌবাণিজ্যের নিরাপত্তার জন্য তিনি ট্রিপলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন (১৮০১-'৫)। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে দেড় কোটি ডলার দিয়া তিনি নেপোলিয়ন বোনাপার্টির নিকট হইতে লুসিয়ানা (Louisiana) নামক ফরাসী উপনিবেশটি ক্রয় করিয়াছিলেন। ৮ লক্ষ বর্গমাইল ভূমি এই সামান্য অর্থ দ্বারা ক্রয় করা জমি ক্রয়-বিক্রয়ের ইতিহাসে এক অভিনব ঘটনা। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের স্বাধীনতা-ঘোষণার ন্যায়ই ইহা মার্কিন ইতিহাসের এক অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

আভ্যন্তরীণ কার্যাদি

রাস্তা-নির্মাণ

পররাষ্ট্র-নীতি : ট্রিপলির সহিত যুদ্ধ (১৮০১-১৮০৫)

ফ্রান্স হইতে লুসিয়ানা ক্রয় (১৮০৩)

---

*'Justice to all men, honest friendship with all nations, entangling alliances with none.'—*Jefferson in his inaugural speech,* Vide, Ketelbey, p. 556.

ঐ সময় নেপোলিয়ন ইংলণ্ডকে অর্থনৈতিক অস্ত্রে পরাজিত করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার 'কন্টিনেন্টাল প্রথা' চালু করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডও উহার বিরুদ্ধে পাল্টা জবাব হিসাবে 'অর্ডার্স্-ইন-কাউন্সিল' (Orders-in-Council) পাস করিয়াছিল। এইভাবে উভয়পক্ষই পরস্পর পরস্পরের দেশের অবরোধ ঘোষণা করিয়াছিল। এই অর্থনৈতিক অবরোধের ফলে ক্রমে নিরপেক্ষ দেশগুলি, বিশেষত আমেরিকার সামুদ্রিক বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইতে লাগিল।

ব্রিটেন ও ফ্রান্সের পরস্পর অর্থনৈতিক অবরোধ সূত্রে মার্কিন বাণিজ্য ও জাহাজের উপর আক্রমণ

ইহা ভিন্ন ব্রিটিশ জাহাজগুলি মার্কিন জাহাজ তল্লাশী শুরু করিল। এমনকি, ব্রিটিশ জাহাজে নাবিকের কাজ ত্যাগ করিয়া যাহারা মার্কিন জাহাজে কাজ গ্রহণ করিয়াছিল, ব্রিটিশ জাহাজগুলি তাহাদিগকে বলপূর্বক মার্কিন জাহাজ হইতে লইয়া যাইতে লাগিল। জেফারসন্ অবশ্য এই কারণে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন না। এই সূত্রে পরবর্তী প্রেসিডেন্টের শাসন-কালে ব্রিটেনের সহিত আমেরিকার যুদ্ধ বাধিয়াছিল। জেফারসন্ দুইবার প্রেসিডেন্ট-পদে নির্বাচিত হইয়া আট বৎসর আমেরিকার আভ্যন্তরীণ এবং পররাষ্ট্রীয় উন্নতি সাধন করিয়া ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে পদত্যাগ করিলেন।

জেম্স্ ম্যাডিসন্ (James Madison): পরবর্তী প্রেসিডেন্ট

প্রেসিডেন্ট ম্যাডিসন্ (১৮০৯-'১৭)

জেম্স্ ম্যাডিসন্ ১৮০৯ হইতে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দুইবার প্রেসিডেন্ট পদে বহাল ছিলেন।

ম্যাডিসনের আমলের সবপ্রধান উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধ (১৮১২-১৪)। এই যুদ্ধ আমেরিকার স্বাধীনতার দ্বিতীয় যুদ্ধ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ব্রিটিশ ঔদ্ধত্যে আমেরিকাবাসীদের মধ্যে এক গভীর

ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধ: মার্কিন স্বাধীনতার দ্বিতীয় যুদ্ধ

জাতীয়তাবোধ দেখা দেয়। জেফারসনের আমলেই ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছিল। ম্যাডিসন্ মার্কিন জনমতের চাপে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। প্রথমে মার্কিন জাহাজের আক্রমণে ব্রিটিশ পক্ষ পরাজিত হইলেও শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ জাহাজের আক্রমণে মার্কিন জাহাজ পশ্চাদপসরণ করিল। পেনিনসুলার যুদ্ধের পর ভাবে সেনাবাহিনী আমেরিকা আক্রমণ করিয়া ওয়াশিংটন শহর দখল করিল দলগঠনের হোয়াইট হাউস ভস্মীভূত করিল।

ভার্জিনিয়

অপর এক ব্রিটিশ বাহিনী অলিয়েন্স দখল করিতে গিয়া পরাজিত হইল।

ইঙ্গ-মার্কিন শান্তিচুক্তি

শেষ পর্যন্ত ব্রিটেন ও আমেরিকার মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইল এবং মার্কিন অভিযোগের প্রায় সব কিছুই দূরীভূত হইল। এই সূত্রে কানাডা ও আমেরিকার সীমারেখাও নির্ধারিত হইল।

জেমস্ মন্‌রো (James Monroe): ম্যাডিসনের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট ছিলেন জেমস্ মন্‌রো। মন্‌রোর আমলে জাতীয়তাবোধের এক

প্রেসিডেন্ট জেমস্ মন্‌রো (১৮১৭-'২৫)

ব্যাপক প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮১২-'১৪ খ্রীষ্টাব্দের ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধের ফলে মার্কিন জাতীয়তা-বোধের তীব্রতা শতগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাহারই প্রকাশ মন্‌রোর আমলে আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র-নীতিতে পরিলক্ষিত হয়।

১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে কানাডার সহিত বাণিজ্য-সংক্রান্ত বিবাদ উপস্থিত হইলে আমেরিকা ব্রিটেনের বিরুদ্ধে অতি দৃঢ় ও অনমনীয় নীতি গ্রহণ করিলে এই

মার্কিন পররাষ্ট্র-নীতি

বিবাদ আমেরিকার সপক্ষে মীমাংসিত হয়। এই ঘটনার ছয় বৎসর পর আমেরিকাস্থ স্পেনীয় উপনিবেশগুলি বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে মেটারনিক্-প্রভাবিত কন্‌সার্ট-অব-ইওরোপ (Concert of Europe) এই বিদ্রোহ দমনে উদ্যোগী হয়। ঐ সময়ে প্রেসিডেন্ট মন্‌রো তাঁহার বিখ্যাত 'মন্‌রো-নীতি'* (Monroe Doctrine) ঘোষণা করেন। এই ঘোষণা দ্বারা প্রেসিডেন্ট মন্‌রো স্পষ্ট ভাষায় ইওরোপীয় দেশগুলিকে জানাইলেন যে, আমেরিকা মহাদেশ ইওরোপীয় দেশসমূহের উপনিবেশ-স্থাপনের স্থান নহে। ইওরোপীয় শক্তিবর্গের পক্ষে আমেরিকা মহাদেশে

মন্‌রো-নীতি
'Monroe Doctrine'

উপনিবেশ-বিস্তার আমেরিকার নিরাপত্তা-বিরোধী এবং কোন শক্তি এই পন্থা অনুসরণ করিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উহা শত্রুতামূলক কার্য বলিয়া বিবেচনা করিবে। মন্‌রো-নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল (১) ইওরোপীয় রাজনীতি হইতে আমেরিকাকে

মন্‌রো-নীতির গুরুত্ব

সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন রাখিয়া প্রতিক্রিয়াপন্থী কন্‌সার্ট-অব-ইওরোপ-এর হাত হইতে মার্কিন গণতন্ত্রকে রক্ষা করা। (২) ইহা ভিন্ন 'আমেরিকা আমেরিকাবাসীদের জন্য' এই নীতি প্রচার করা এবং (৩)

* 'Hands off America', 'America is for the Americans', 'Our country, right or wrong'—and such other expressions were characteristic of the age of national and Pan-American enthusiasm of the time.

আমেরিকাবাসীকে এক বৃহত্তর জাতীয় ঐক্যে ঐক্যবদ্ধ করা।* পরবর্তী কালে আমেরিকার স্বার্থের প্রয়োজনমত মনরো-নীতির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হইয়াছিল। মনরো-নীতির ব্যাপক ব্যাখ্যা হইতেই আমেরিকা পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিকতার নেতৃত্ব গ্রহণে অগ্রসর হইয়াছিল বুঝিতে পারা যায়।

আমেরিকায় যে তীব্র জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রকাশ পাইয়াছিল, উহা আভ্যন্তরীণক্ষেত্রে সাহিত্য, আইন-কানুন প্রভৃতি সব কিছুতে পরিলক্ষিত হয়। ইমারসন, হথর্ণ, ফেনিমোর, পো, ব্যানিনক্রফ্‌ট্‌, হোমস্‌, লুটিয়ার, লংফেলো প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ মার্কিন জাতীয় সাহিত্য উন্নয়নে ব্রতী হইলেন। জন মার্শাল সুপ্রীম কোর্টের বিচারের মাধ্যমে শাসনতন্ত্রের নূতন এবং প্রগতিশীল ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। ব্যবসায়-বাণিজ্য, পরিবহণ ব্যবস্থা, রাস্তা, খাল, রেলপথ প্রভৃতির উন্নতির ফলে জাতীয় জীবনের অর্থনৈতিক মান উন্নীত হইল। কিন্তু এই জাতীয়তাবোধের অন্তরালে উত্তর ও দক্ষিণাংশের রাজ্যগুলির মধ্যে ব্যবধানের প্রবণতাও পরিলক্ষিত হয়। উত্তরের রাজ্যগুলি শিল্প, বিজ্ঞান, ব্যবসায়-বাণিজ্য, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি গড়িয়া তুলিতে লাগিল, অপর দিকে দক্ষিণের রাজ্যগুলি কৃষির উপর জোর দিল। কৃষিকার্যের ব্যাপকতা হেতু দাস-প্রথা বজায় রাখা তাহাদের স্বার্থের দিক দিয়া প্রয়োজনীয় ছিল।

আভ্যন্তরীণ পুনরুজ্জীবন

উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের পার্থক্য

* "The occasion has been judged proper for asserting as a principle in which the rights and interests of the United States are involved, that the American continents, are henceforth not to be considered as subjects for future colonisation by any European powers.

"...It is only when our rights are invaded or seriously menaced that we resent injuries or make preparation for our defence......The political system of the allied powers (Austria, France, Prussia and Russia) is essentially different in this respect from that of America......We owe it therefore, to cando(u)r and to the amicable relations existing between the United States and those powers to declare that we should consider any attempt on their part to extend their system to any portion of this hemisphere as dangerous to our peace and safety. With the existing colonies or dependencies of any European power we have not interfered and shall not interfere. But with the Government who have declared their independence and maintained it, and whose independence we have on great consideration and on just principles, acknowledged. We could not view any interposition for the purpose of oppressing them, or controlling in any other manner their destiny by any European power in any other light than as the manifestation of an unfriendly disposition towards the United States." *Extracts from President Monroe's Declaration of Decmber 2nd, 1923.* Vide, E. H. Carr, Appdx. I. p. 281.

এনড্রু জ্যাক্‌সন * (Andrew Jackson): ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে এনড্রু জ্যাক্‌সনের প্রেসিডেন্ট-পদে নির্বাচন (১৮২৯-'৩৭) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তাঁহার আমলের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলি কর্তৃক 'দক্ষিণের রাষ্ট্রসংঘ' স্থাপনে বাধা দান। ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট জন এ্যাডামস্ (১৮২৫-'২৯)-এর আমলে উচ্চ হারে শুল্ক (tariff) স্থাপন করিবার ফলে দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলির আর্থিক ক্ষতি ঘটে। এই সূত্রে সাউথ কেরোলিনা রাজ্যের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকারের শুল্কস্থাপনের অধিকারের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলির প্রতিনিধিগণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে একটি স্বাধীনরাজ্যের সমষ্টি বলিয়া বিশ্লেষণ করেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের শুল্কস্থাপনের অধিকার অস্বীকার করেন এই বিষয় লইয়া মার্কিন সিনেটে এক দীর্ঘ বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। উহাতে ড্যানিয়েল ওয়েবস্টার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবিভাজ্য এবং স্থায়ী এই নীতির উপর জোর দিয়া ইউনিয়নের শুল্ক-স্থাপন নীতির সমর্থন করেন। সাউথ কেরোলিনার নেতৃত্বে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে

প্রেসিডেন্ট জ্যাকসন্ (৮২৯—'৩৭)

ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট জন এ্যাডামস্ (১৮২৫—'২৯)

মার্কিন ইউনিয়ন রক্ষা

* মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস আলোচনায় প্রত্যেক প্রেসিডেন্ট সম্পর্কে ধারাবাহিক আলোচনা করা হয় নাই। মার্কিন ইতিহাসে যে সকল প্রেসিডেন্টের গুরুত্বপূর্ণ দান রহিয়াছে তাঁহাদের সম্পর্কেই বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টগণ :

জর্জ ওয়াশিংটন (১৭৮৯—১৭৯৭) (দুইবার নির্বাচিত), জন এ্যাডামস্ (১৭৯৭—১৮০১), টমাস্ জেফারসন্ (১৮০১—১৮০৯) (২), জেমস্ ম্যাডিসন্ (১৮০৯—১৮১৭) (২), জেম্‌স্ মনরো (১৮১৭—১৮২৫) (২), জন কুইন্‌সি এ্যাডামস্ (১৮২৫—১৮২৯), এনড্রু জ্যাক্‌সন্ (১৮২৯—১৮৩৭) (২), মার্টিন বুরেন্ (১৮৩৭—১৮৪১), উইলিয়াম হেনরী হ্যারিসন (১৮৪১—'৪১), জন টাইলার (১৮৪১—১৮৪৫), জেম্‌স্ পক্ (১৮৪৫—১৮৪৯), জেকারে টেলর (১৮৪৯—১৮৫০), মিলার্ড ফিলিমোর (১৮৫০—১৮৫৩), ফ্রাঙ্কলিন পিয়ার্স (১৮৫৩—১৮৫৭), জেম্‌স্ বুকানন (১৮৫৭—১৮৬১), আব্রাহাম্ লিঙ্কন (১৮৬১—১৮৬৫), এনড্রু জন্‌সন (২), (১৮৬৫—১৮৬৯), ইউলিসিস গ্র্যাণ্ট (১৮৬৯—১৮৭৭) (২), রাদার ফোর্ড হেইস্ (১৮৭৭—১৮৮১), জেম্‌স্ গারফিল্ড্ (১৮৮১—'৮১), চেষ্টার আর্থার (১৮৮১—১৮৮৫), গ্রোভার ক্লাভ্‌ল্যাণ্ড (১৮৮৫—১৮৮৯), বেঞ্জামিন হ্যারিসন (১৮৮৯—১৮৯৩), গোভার ক্লাভ্‌ল্যাণ্ড (১৮৯৩—১৮৯৭), উইলিয়াম ম্যাকাকনলি (১৮৯৭—১৯০১) (২), থিয়োডোর রুজ্‌ভেল্ট্ (১৯০১—১৯০৯) (২), উইলিয়াম ট্যাফট্ (১৯০৯—১৯১৩), উড্রো উইলসন্ (১৯১৩—১৯২১) (২), ওয়ারেন্ হার্ডিং (১৯২১—১৯২৩), ক্যালভিন্ কুলাজ (১৯২৩—১৯২৯) (২), হারবার্ট হুভার (১৯২৯—১৯৩৩), ফ্রাঙ্কলিন রুজ্‌ভেল্ট, (১৯৩৩—১৯৪৫), ট্রুম্যান (১৯৪৫—১৯৫২), আইসেনহাওয়ার (১৯৫২—১৯৬১), জন কেনেডি (১৯৬১—১৯৬৩), লিণ্ডন জনসন্ (১৯৬৩—১৯৬৮), রিচার্ড নিক্সন (১৯৬৮—)।

দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রসংঘ স্থাপনের চেষ্টা করা হইলে জ্যাকসন্ সামরিক শক্তি প্রয়োগের জন্য প্রস্তুত হইলেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্যই এই বিবাদের আপস-মীমাংসা হইল।

জ্যাকসনের সময়ে রিপাব্লিকান ডেমোক্রেট্ দলের বিরুদ্ধে হুইগ দল নামে অপর একটি দলের সৃষ্টি হইল। ইতিমধ্যে ফেডারেলিস্ট্ দলের অবশ্য পতন ঘটিয়াছিল। হুইগ দল পার্লামেণ্টারী শাসন-পদ্ধতির পক্ষপাতী ছিল। জর্জ ওয়াশিংটন হইতে আরম্ভ করিয়া জ্যাকসনের আমল পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্রমোন্নতির তৃতীয় পর্যায় বলিয়া গণ্য হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে রিপাব্লিকান দল নামে একটি নূতন দলের সৃষ্টি হয়। ঐ সময় হইতে অদ্যাবধি রিপাব্লিকান ও ডেমোক্রেটিক—এই দুইটি রাজনৈতিক দলই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে আব্রাহাম্ লিঙ্কনের প্রেসিডেণ্ট্ পদে নির্বাচন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

হুইগ দলের সৃষ্টি

আব্রাহাম্ লিঙ্কন, ১৮৬১—১৮৬৫ (Abraham Lincoln): আধুনিক গণতন্ত্রের ইতিহাসে আব্রাহাম্ লিঙ্কনের নাম ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়নের নামের ন্যায়ই অমরত্ব লাভ করিয়াছে। আব্রাহাম্ লিঙ্কনের জীবনী আমাদের মনে যেমন এক অভূতপূর্ব বিস্ময়ের সৃষ্টি করে তেমনি আততায়ীর হস্তে তাঁহার মৃত্যুর মর্মান্তিকতা আমাদিগকে অভিভূত করে।

১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে কেণ্টুকী নামক রাজ্যের এক কাঠের কুটিরে আব্রাহাম্ লিঙ্কনের জন্ম হয়। শস্য-উৎপাদন, কাঠের ঘর নির্মাণ, নৌচালনা, কাঠকাটা প্রভৃতি দৈহিক শ্রমসাপেক্ষ যাবতীয় কাজে তিনি পারদর্শী ছিলেন। অসাধারণ দৈহিক শক্তির সহিত অনন্যসাধারণ মানসিক বলের এক অপূর্ব সমন্বয় তাঁহার মধ্যে ঘটিয়াছিল। চিন্তাশীলতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, দয়াপ্রবণতা, সরলতা ও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার তাঁহার চরিত্রকে সর্বজনের শ্রদ্ধার পাত্র করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার জ্ঞানস্পৃহা ছিল অপরিসীম এবং সাধারণ জ্ঞান ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ।

লিঙ্কনের জন্ম (১৮০৯)

চরিত্র

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ইলিনয় (Illinois)-এর পরিষদে ডগ্লাস নামে

অপর একজন সদস্যের সহিত সিনেটের সভ্যনির্বাচন সম্পর্কে তিনি এক বিতর্কে যোগদান করেন এই বিতর্কে তিনি নবগঠিত (১৮৫৪) রিপাব্লিকান বা প্রজাতান্ত্রিক দলের রাজনৈতিক আদর্শের যে সুযৌক্তিক ও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন তাহাতে সমগ্র জাতির দৃষ্টি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই ঘটনার পূর্বে দীর্ঘ আট বৎসর তিনি ইলিনয় পরিষদের সদস্য ছিলেন, কিন্তু ঐ সময়ে তাঁহার প্রতিভার কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। আইনজীবী হিসাবেও তাঁহার বিশেষ খ্যাতি বা আয় ছিল না। প্রথমে তিনি হুইগ (Whig) দলের সমর্থক ছিলেন এবং হুইগ দল ক্ষমতা লাভ করিলে তিনি General Land Office-এ কমিশনারের পদপ্রার্থী হন। কিন্তু তাঁহাকে এই পদে নিযুক্ত না করিয়া অরিগন (Orogon) রাজ্যের গবর্ণরের পদ দেওয়া হয়। আব্রাহাম্ এই পদও ত্যাগ করেন। যাহা হউক, ইলিনয় পরিষদে দীর্ঘ আট বৎসর অভিজ্ঞতা লাভের ফলে রাজনীতি সম্পর্কে তাঁহার সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে। এই সময়ে ডগ্লাসের সহিত বিতর্কে নিজ প্রতিভার পরিচয় দান করিয়া ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের নির্বাচনে তিনি রিপাব্লিকান দলের প্রার্থী হিসাবে প্রেসিডেন্ট-পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। ঐ সময়ে ডেমোক্রেটিক দলের আভ্যন্তরীণ বিভেদের ফলে তাঁহার জয়লাভ সহজ হইয়াছিল। এইভাবে কাঠের কুটিরে জন্মগ্রহণ করিয়াও তিনি নিজ প্রতিভাবলে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট-পদ লাভে সমর্থ হইলেন।

ডগ্লাসের সহিত বিতর্ক (১৮৫৮)

প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত (১৮৬১)

তাঁহার উদ্দেশ্য ও নীতি (His aims and policy): (১) আব্রাহাম্ লিঙ্কন ক্রীতদাস-প্রথার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। উত্তরাঞ্চলের রাজ্যগুলি তাহাদের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রভাবে দাস-প্রথার উচ্ছেদ সাধনই প্রয়োজন মনে করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন উদার মনোবৃত্তির দিক হইতেও উত্তরাঞ্চলের দেশগুলি দক্ষিণাঞ্চলের দেশগুলি অপেক্ষা অগ্রসর ছিল। সুতরাং উত্তরাঞ্চলে দাস-প্রথার উচ্ছেদ যখন নীতিগতভাবে এবং বাস্তবক্ষেত্রে মানিয়া লওয়া হইয়াছিল, তখনও দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলি কৃষির সুবিধার জন্য দাস-ব্যবসায় চালাইতেছিল। কিন্তু আব্রাহাম্ লিঙ্কন আমেরিকার একাংশে দাস প্রথার উচ্ছেদ হইবে ও অপরাংশে উহা চালু থাকিবে এই

(১) ক্রীতদাস-প্রথার উচ্ছেদ সাধন

অযৌক্তিক ব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন না। প্রেসিডেণ্ট-পদ লাভের পূর্ব হইতেই তাঁহার দাস-প্রথার প্রতি বিরোধী মনোভাব সম্পর্কে দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলি অবিদিত ছিল না। সুতরাং তিনি প্রেসিডেণ্ট-পদে নির্বাচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে দাস-প্রথা উচ্ছেদের আশঙ্কা জন্মিল।

(২) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রক্ষা

(২) আবার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঐক্য রক্ষা করা আব্রাহাম্ লিঙ্কন একটি পবিত্র দায়িত্ব বলিয়া মনে করিতেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা-স্থাপনের প্রথম হইতেই উত্তর এবং দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে মতভেদ ছিল। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে শুল্কস্থাপন ব্যাপার লইয়া দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলি আলাদা একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হইয়াছিল। প্রজাতান্ত্রিক দলের নেতা আব্রাহাম্ লিঙ্কন প্রেসিডেণ্ট-পদে নির্বাচিত হইলে গণতান্ত্রিক মতাবলম্বী দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলি স্বভাবতই সন্তুষ্ট হইল না। কিন্তু আব্রাহাম্ লিঙ্কন মার্কিন ইউনিয়ন (Union) রক্ষা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। এইজন্য তিনি যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতেও কুণ্ঠিত ছিলেন না।

উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলের অন্তর্যুদ্ধ: দক্ষিণাঞ্চলের পরাজয়

লিঙ্কন ও অন্তর্যুদ্ধ (Lincoln and the Civil War): ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে সাউথ কেরোলিনার নেতৃত্বে দক্ষিণাঞ্চলের জর্জিয়া, টেক্সাস্, ফ্লোরিডা, লুসিয়ানা, আলাবামা ও মিসিসিপি— এই ছয়টি রাজ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (Union) ত্যাগ করিয়া এক পৃথক যুক্তরাষ্ট্র স্থাপন করিলে লিঙ্কন সামরিক সাহায্যে ঐ সকল রাজ্যকে পরাজিত করিয়া পুনরায় যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে আনিলেন। এই অন্তর্যুদ্ধের সময়ই তিনি ঘোষণা দ্বারা দাস-প্রথার উচ্ছেদ সাধন করিয়াছিলেন। (অন্তর্দ্বন্দ্বের বিশদ আলোচনা নিম্নে দ্রষ্টব্য)

লিঙ্কনের মৃত্যু (১৮৬৫)

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলি পুনরায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দান করিলে উহার পাঁচ দিন পর এক প্রেক্ষাগৃহে জন উল্‌কিস্ বুথ (John Wilkes Booth) নামে একজন অভিনেতার গুলিতে আব্রাহাম্ লিঙ্কন প্রাণ হারাইলেন (১৪ই এপ্রিল, ১৮৬৫)।

চরিত্রের বৈশিষ্ট্য

লিঙ্কনের কৃতিত্ব (Estimate of Lincoln): সামান্য কুটিরবাসী আব্রাহাম্ লিঙ্কনের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট-পদ লাভ গণতান্ত্রিক ব্যক্তি-সাম্যের চরম নিদর্শন সন্দেহ নাই। অধ্যবসায়, একনিষ্ঠ দেশপ্রেম ও জনকল্যাণ সাধনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে

কুটির হইতে 'হোয়াইট হাউস' (White House)-এ উন্নীত করিয়াছিল। অপরিসীম দৈহিক ও মানসিক শক্তির অধিকারী আব্রাহাম্ লিঙ্কন যাহা অন্যায় বলিয়া মনে করিতেন তাহার প্রতি চরম শত্রুতা পোষণ করিতেন এবং যাহা ন্যায় ও সততার উপর নিভরশীল তাহা রক্ষার জন্য যে-কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতেও কুণ্ঠিত ছিলেন না। তিনি ছিলেন দয়াপ্রবণ, অকুতোভয়চিত্ত, সরলপ্রাণ মহৎ ব্যক্তি।

প্রেসিডেণ্ট-পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন তিনি স্বৈর ক্ষমতার অধিকারী হইযাছিলেন বটে, কিন্তু তিনি সেই সুযোগে স্বৈরাচারী হইয়া উঠেন নাই।

ক্রীতদাস-প্রথার উচ্ছেদ

ক্রীতদাস-প্রথার উচ্ছেদ সাধন করিয়া তিনি মানুষ-মাত্রেরই স্বাধীনভাবে জীবন যাপনের অধিকার স্বীকার করিয়াছিলেন। মানবতার দিক হইতে বিচার করিলে ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, তিনি মানুষের আদিম এবং ঈশ্বরপ্রদত্ত অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বার্থলোলুপ মানুষ কর্তৃক মানুষের উপর পাশবিক নির্যাতনের অবসান ঘটাইয়াছিলেন।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র রক্ষা করিয়া তিনি পৃথিবীর ইতিহাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করিবার পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঐক্য রক্ষা

জর্জ ওয়াশিংটন যেমন আমেরিকার স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছিলেন তেমনি আমেরিকার ইতিহাসে এক যুগসন্ধিক্ষণে আব্রাহাম্ লিঙ্কন আমেরিকার ঐক্য রক্ষা করিয়া সেই স্বাধীনতাকে সার্থক করিয়া তুলিবার পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

গণতন্ত্রের ব্যাখ্যা

আব্রাহাম্ লিঙ্কনের রাজনৈতিক ভাবধারা সমসাময়িক রাজনীতিকে প্রভাবিত করিয়াছিল। তিনি গণতন্ত্রকে 'Government of the people, by the people and for the people' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। গণতন্ত্রের ইতিহাসে আব্রাহাম্ লিঙ্কনের জীবনী এক মর্যাদাপূর্ণ স্থান গ্রহণ করিয়া আছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্রীতদাস-প্রথার অবসান (Abolition of Slavery in the U. S. A.): ষোড়শ শতাব্দীতে জনৈক ওলন্দাজ বণিক মাত্র কুড়িজন আফ্রিকাবাসীকে ধরিয়া লইয়া গিয়া আমেরিকায়

জেমস্ টাউনে বিক্রয় করে। ঐ সময় হইতে ইওরোপীয় বণিকদের অর্থগৃধ্নুতার ফলে অসংখ্য ক্রীতদাস আমেরিকায় আমদানি করা হয়। নূতন উপনিবেশ বিস্তারের যাবতীয় দৈহিক শ্রম অতি সামান্য খরচে ক্রীতদাসদের দ্বারা করান সম্ভব হইত। এইজন্য ক্রীতদাস ক্রয়-বিক্রয় আমেরিকায় এক অতি লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে আমেরিকায় নিগ্রো ক্রীতদাসের সংখ্যা কুড়ি লক্ষেরও অধিক হইয়া দাঁড়ায়। আমেরিকা যখন স্বাধীনতা ঘোষণা করে তখন একমাত্র ম্যাসাচুসেট্স্ ভিন্ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেক অংশেই দাস-প্রথা প্রচলিত ছিল। আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণায় 'মানুষ মাত্রেই সমান অধিকার লইয়া জন্মিয়াছে' ("All men were created equal")—এই আদর্শ প্রচার করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু নিগ্রো ক্রীতদাসদিগের ক্ষেত্রে এই আদর্শ প্রযোজ্য ছিল না।

আমেরিকায় ক্রীতদাস-প্রথার সূত্রপাত

স্বাধীনতা ঘোষণা কালে ম্যাসাচুসেট্স্ ভিন্ন আমেরিকার সর্বত্র ক্রীতদাস-প্রথা প্রচলিত

চিন্তাশীল, উদারচেতা আমেরিকাবাসীদের অনেকেই অবশ্য ক্রীতদাস-প্রথার অ-নৈতিকতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে আমেরিকার উত্তরাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলিতে ক্রীতদাস-প্রথা প্রায় বিলুপ্ত হইয়া আসিয়াছিল। এমন কি 'ম্যাসন-ডিক্সন্ লাইন' (Mason-Dixon line) এর উত্তরস্থ সকল রাষ্ট্রে ক্রীতদাস-প্রথা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ওহিও নদীর উত্তর এবং এলিঘানিজ অঞ্চলের পশ্চিমস্থ দেশগুলিতেও ক্রীতদাস-প্রথার উচ্ছেদ করা হইয়াছিল। দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলিতে ক্রীতদাস-প্রথা প্রচলিত থাকিলেও সেখানেও উহা প্রায় বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছিল। প্রেসিডেন্ট জেফার্সন্ ক্রীতদাসগণকে ক্রমে ক্রমে মুক্তি দিয়া তাহাদের নিজ দেশ আফ্রিকায় ফেরৎ পাঠাইবার এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহা শেষ পর্যন্ত কার্যকরী হয় নাই। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে আইন করিয়া ক্রীতদাস-ব্যবসায় আমেরিকায় নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

উত্তরাঞ্চলে ক্রীতদাস-প্রথার উচ্ছেদ: দক্ষিণাঞ্চলেও বিলুপ্ত-প্রায়

ক্রীতদাস ব্যবসায় নিষিদ্ধকরণ (১৮০৮)

এইভাবে ক্রীতদাস-প্রথা যখন ক্রম-বিলুপ্তির দিকে অগ্রসর হইতেছিল তখন ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লব ঘটে। শিল্পবিপ্লবে বয়নশিল্পে সমধিক উন্নতি সাধিত

হইলে তুলার চাহিদা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চল ছিল তুলা চাষের উৎকৃষ্ট স্থান। তুলার চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সস্তা শ্রমিকেরও প্রয়োজন হইল। ফলে, দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি স্বভাবতই ক্রীতদাস-প্রথা লাভজনক মনে করিল। কৃষিপ্রধান দক্ষিণাঞ্চল স্বাধীনতা লাভের সময় হইতেই ক্রীতদাস-প্রথা সম্পর্কে উত্তরাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন ছিল।*

শিল্প প্রসার: দক্ষিণাঞ্চলে ক্রীতদাস প্রথার গুরুত্ব বৃদ্ধি

১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়নের নিকট হইতে লুসিয়ানা ক্রয় করিবার পর এই স্থানের একাংশ 'মিসৌরি' (Missouri) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিল। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে 'মিসৌরি মীমাংসা' (Missouri Compromise) নামে এক চুক্তি দ্বারা মিসৌরি রাষ্ট্রকে ক্রীতদাস-প্রথা চালু রাখিবার অধিকার দেওয়া হইল। কিন্তু মিসৌরির দক্ষিণ সীমান্তবর্তী একাংশ ক্রীতদাস-প্রথা-মুক্ত বলিয়া ঘোষিত হইল। কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিহেতু ক্রীতদাস-প্রথা সেখানে স্থায়িত্ব লাভ করিল। এমন কি, সেখানে ক্রীতদাস-প্রথার সমর্থকদেরও অভাব হইল না। তাহাদের মতে কালো-চামড়ার নিগ্রোদের সহিত সাদা-চামড়ার ইওরোপীয়দের 'ক্রীতদাস ও প্রভু' সম্বন্ধ ভিন্ন অপর কোন সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে না। নিগ্রোগণ কোনপ্রকার শিক্ষা গ্রহণে অক্ষম এবং শিক্ষা দান করা যদি বা সম্ভব হয় তবে উহার ফল হইবে বিষময়, কারণ নিগ্রোরা তাহাতে বিদ্রোহ করিবার সামর্থ্য লাভ করিবে। এই সকল যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া নিগ্রোদিগকে পশুর স্তরে রাখিবার প্রয়োজনীয়তা অনেকেই স্বীকার করিত।†

মিসৌরি মীমাংসা (১৮২০)

ক্রীতদাস-প্রথার সমর্থক দক্ষিণাঞ্চল

* "America entered into the shadow of the civil war before she had emerged from that of the war of Independence." Quoted by Ketelbey, p. 576.

† ইংরেজী নাট্যকার শেক্সপিয়ারের 'Tempest' নাটকে এই মনোবৃত্তির সুন্দর উল্লেখ রহিয়াছে:

"Prospero : Abhorred slave.
Which any print of goodness will not take.
Being capable of all ill !* * *

Caliban : You taught : me language : and my profit on't
Is, I know how to curse. The red plague rid you
For learning me your language ! *The Tempest*, Act I (ii)

কিন্তু আব্রাহাম্ লিঙ্কনের ন্যায় উদার মনোবৃত্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ এই প্রথার সমর্থন করা ত দূরের কথা উহা জঘন্যতম নীচতা বলিয়াই মনে করিতেন। 'দাস-প্রথা যদি অন্যায় বলিয়া বিবেচিত না হয়, তাহা হইলে পৃথিবীতে কোন কিছুই অন্যায় নহে'—এই কথাই আব্রাম্ লিঙ্কন বলিতেন।*

আব্রাহাম্ লিঙ্কনের ক্রীতদাস প্রথার বিরোধিতা

আব্রাহাম্ লিঙ্কনের মতবাদে প্রভাবিত উত্তরাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি ক্রীতদাস-প্রথার প্রসার বন্ধ করিতে বদ্ধপরিকর ছিল। ইহাদের মধ্যে একদল ছিল উগ্র মতাবলম্বী। এই দল দক্ষিণাঞ্চল হইতেও ক্রীতদাস-প্রথা বিলোপের দাবি করিতেছিল। দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি ছিল কৃষিপ্রধান। ক্রীতদাস-প্রথার উচ্ছেদ ছিল তাহাদের স্বার্থবিরোধী। এই কারণে তাহারা ক্রীতদাস-প্রথা চালু রাখিবার জন্য সচেষ্ট হইল। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার আইন পাস করিয়া দাস প্রথার বিলোপ সাধন করিতে পারে এই আশঙ্কা করিয়া দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি এক শাসনতান্ত্রিক প্রশ্ন উত্থাপন করিল। তাহারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে কতকগুলি সার্বভৌম ও স্বাধীন রাষ্ট্রের সংঘ বলিয়া বর্ণনা করিতে চাহিল এবং যেহেতু উহা সার্বভৌম রাষ্ট্রের সংঘ সেজন্য যে-কোন রাষ্ট্র ইচ্ছামত এই সংঘ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে পারিবে এই যুক্তি দেখাইল। মেক্সিকোর বিজিত অংশে দাস-প্রথা প্রবর্তন এবং কেলিফোর্ণিয়া রাষ্ট্র দাস-প্রথার সমর্থক অথবা দাস-প্রথা-মুক্ত রাষ্ট্র হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিবে—এই দুইটি প্রশ্ন লইয়া উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে তীব্র বিরোধের সৃষ্টি হইল। দক্ষিণাঞ্চল হইতে পলাতক ক্রীতদাসগণ উত্তরাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলিতে আশ্রয় লইত। ফলে, এই বিষয় লইয়াও মনোমালিন্য লাগিয়া থাকিত। অবশেষে হেনরী ক্লে (Henry Clay) নামে একজন নেতার চেষ্টায় এই বিরোধের মীমাংসা হইল। এই মীমাংসা অনুসারে কেলিফোর্ণিয়া দাস-প্রথা-মুক্ত রাষ্ট্র হিসাবে বিবেচিত হইল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্থির হইল যে, কেন্দ্রীয় সরকার পলাতক ক্রীতদাসদিগকে পুনরায় নিজ রাষ্ট্রে ফিরাইয়া দিবার জন্য প্রয়োজনীয় আইন (Fugitive Slave Act) পাস করিবেন।

উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে বিভেদ

ক্লে-মীমাংসা (১৮৫০)

*"If slavery is not wrong, then nothing is wrong." *Abraham Lincoln*, Vide, Ketelbey, p. 578.

ক্লে-মীমাংসা (Clay Compromise)-এর পর সাময়িকভাবে ক্রীতদাস-প্রথা-সংক্রান্ত বিরোধের শান্তি হইল। কিন্তু ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে হেরিয়েট বীচার স্টো (Harriet Beacher Stowe) 'আঙ্কেল টমস্ ক্যাবিন' (*Uncle Tom's Cabin*) নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করিলে দাস-প্রথা-সংক্রান্ত বিরোধ পুনরায় দেখা দিল। এই পুস্তকে ক্রীতদাসদের চরম দুর্দশার একটি সুস্পষ্ট বর্ণনা রহিয়াছে। কিন্তু ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে কান্সাস্-নেব্রাস্কা (Kansas-Nebraska) আইন পাস করিয়া কান্সাস্ অঞ্চলে ক্রীতদাস-প্রথা-প্রবর্তন আইনসিদ্ধ করা হইল। ইহা ভিন্ন এই আইন পাস হইবার ফলে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে মিসৌরি মীমাংসাও বাতিল হইয়া গেল। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ড্রেড্-স্কট্ (Dred Scot) বিচারে মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট 'মিসৌরি মীমাংসা' অবৈধ ঘোষণা করিলেন এবং কোন আইন পাস করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ক্রীতদাস-প্রথা উচ্ছেদ করা যাইতে পারে না এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। ফলে, ক্রীতদাস-প্রথা হ্রাসপ্রাপ্ত বা সীমাবদ্ধ না হইয়া বিস্তার লাভ করিবার সুযোগ পাইল। এই সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক নূতন প্রজাতান্ত্রিক (Republican) দলের সৃষ্টি হইল। এই দলের মূলনীতি ছিল ক্রীতদাস-প্রথার উচ্ছেদসাধন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সংহতিসম্পন্ন করা। এই নূতন প্রজাতান্ত্রিক দলের প্রধান উদ্যোক্তাদের অন্যতম ছিলেন আব্রাহাম্ লিঙ্কন্।

Uncle Tom's Cabin

কান্সাস্-নেব্রাস্কা আইন (১৮৫৪) : দাস-প্রথার সমর্থন

ড্রেড্-স্কট্ বিচার : দাস-প্রথা স্বীকৃত

নূতন রিপাব্লিকান দলের সৃষ্টি

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে আব্রাহাম্ লিঙ্কন প্রেসিডেন্ট-পদে নির্বাচিত হইলে স্বভাবতই দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি ক্রীতদাস-প্রথার উচ্ছেদ ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের প্রাধান্য আশঙ্কা করিয়া যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করিল। এই সূত্রে অন্তর্যুদ্ধের সৃষ্টি হইলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে সামরিক সুবিধা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে লিঙ্কন ক্রীতদাস-প্রথার উচ্ছেদ ঘোষণা করিলেন। এই ঘোষণা দ্বারা বিদ্রোহী রাষ্ট্রগুলিতে দাস-প্রথা উচ্ছেদ করা হইল। ইহার পর দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির ক্রীতদাসগণকে সুযোগ

আব্রাহাম্ লিঙ্কনের প্রেসিডেন্ট-পদ লাভ : অন্তর্যুদ্ধ : দাস-প্রথার উচ্ছেদ (১৮৬৩)

পাইলেই ধরিয়া আনিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনীতে স্বাধীন ব্যক্তি হিসাবে ভর্তি করা হইতে লাগিল। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণাঞ্চলের পরাজয় এবং যুক্তরাষ্ট্রে পুনর্ভুক্তির সময় দাস-প্রথারও উচ্ছেদ ঘটিয়াছিল। আব্রাহাম্ লিঙ্কনের দাস-প্রথা উচ্ছেদের ঘোষণা উদারনৈতিক ইওরোপীয় দেশগুলিরও সমর্থন লাভ করিয়াছিল।

'কু-ক্লাক্স-ক্ল্যান', 'হোয়াইট ব্রাদার-হুড', 'পেল ফেসেস'

অন্তর্যুদ্ধের অবসানে নিগ্রোদের মার্কিন রাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার দেওয়া হইল বটে, কিন্তু তখনও দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলিতে নিগ্রোদিগকে পদানত করিবার গোপন চেষ্টা চলিল। দক্ষিণাঞ্চলের আমেরিকা-বাসী শ্বেতকায় ব্যক্তিগণ 'কু-ক্লাক্স-ক্ল্যান্' (Ku-Klux-Klan), 'হোয়াইট্ ব্রাদারহুড' (White Brotherhood), 'পেল ফেসেস' (Pale Faces) নামে বিভিন্ন গোপন সমিতি স্থাপন করিয়া নিগ্রো নির্যাতন শুরু করিল। মার্কিন সরকার এবং সুপ্রীম কোর্ট যদিও শ্বেতকায় ঔপনিবেশিক ও কালো-চামড়ার নিগ্রোদের মধ্যে পার্থক্য সম্পূর্ণভাবে দূর করিবার চেষ্টা করিতেছেন তথাপি আমেরিকার কোন কোন স্থানে এখনও কালো-চামড়ার প্রতি অমর্যাদা প্রদর্শনের মনোভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

মার্কিন অন্তর্যুদ্ধ ১৮৬১—'৬৫ (American Civil War): কারণ: আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অন্তর্যুদ্ধের বীজ এই দুই অঞ্চলের পরস্পর সম্বন্ধের মধ্যেই নিহিত ছিল। 'স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় হইতেই আমেরিকার অন্তর্যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতেছিল'—এই উক্তির সত্যতা উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে খুঁজিতে হইবে।

উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে অন্তর্যুদ্ধের বীজ

(১) উত্তরাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি ছিল শিল্পপ্রধান। শিল্পোৎপাদন, ব্যবসায়-বাণিজ্য, ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়, বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপের উপর ভিত্তি করিয়া উত্তরাঞ্চলের অর্থনীতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। অপর পক্ষে দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি ছিল কৃষিপ্রধান। তুলার চাষ-ই ছিল দক্ষিণাঞ্চলের সম্পদের প্রধান উৎস। এই অর্থ-নৈতিক পার্থক্য-ই ছিল এই দুই অঞ্চলের পরস্পর বিভেদের মূল কারণ।

(১) অর্থনৈতিক বৈষম্য

পশ্চিমাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলিতে পশুপালন ও কৃষিকার্য ছিল প্রধান উপজীবিকা। দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি উত্তরাঞ্চল হইতে প্রস্তুত সামগ্রী এবং পশ্চিমাঞ্চল হইতে পশু প্রভৃতি আমদানি করিত। উত্তরাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির শিল্পোন্নতির জন্য সংরক্ষণ শুল্ক (Protective tariff) স্থাপনের প্রয়োজন ছিল। অপর দিকে উত্তরাঞ্চলের উপর শিল্পজাত দ্রব্যের জন্য নির্ভরশীল দক্ষিণাঞ্চল শুল্কস্থাপনের ফলে বেশি দামে দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে বাধ্য হইত। স্বভাবতই এই বিষয় লইয়া উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইল।

(২) ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে খুব উচ্চ হারে শিল্প-সংরক্ষণ শুল্ক স্থাপিত হইলে দাক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি তীব্র প্রতিবাদ করে। সাউথ কেরোলিনাবাসী ভাইস-প্রেসিডেন্ট জন্ ক্যাল্হন্ এই বিষয় লইয়া বিরোধে প্রবৃত্ত হইলেন। দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি ঐ সময়ে এক শাসনতান্ত্রিক প্রশ্ন উত্থাপন করিল। তাহাদের মতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কতকগুলি সার্বভৌম রাষ্ট্রের সংঘবিশেষ এবং এই কারণে শুল্ক সংরক্ষণ-নীতি গ্রহণ করিয়া কোন কোন রাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষা করা যুক্তরাষ্ট্রের অধিকারের বহির্ভূত। ইহা ভিন্ন আয়ের জন্য কর স্থাপন করিবার অধিকার কেন্দ্রীয় সরকারের থাকিলেও সংরক্ষণের উদ্দেশ্য লইয়া করস্থাপন ঐ অধিকারের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে এ বিষয় লইয়া সাউথ কেরোলিনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করিবার উদ্যোগ করিলে প্রেসিডেন্ট জ্যাক্সন্ সৈন্য সমাবেশের আদেশ দিলেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য যুদ্ধ ঘটিল না। হেন্‌রী ক্লে (Henry Clay)-এর চেষ্টায় একটি পরিবর্তিত শুল্কনীতি গৃহীত হইল। ঐ সময়েই প্রেসিডেন্ট এনড্রু জ্যাক্সন দক্ষিণাঞ্চলের যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগের ইচ্ছার কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন: "শুল্কের প্রশ্ন একটি অজুহাত মাত্র। পরবর্তী অজুহাত নিগ্রো বা ক্রীতদাস-প্রথা হইতে উদ্ভূত হইবে।"* জ্যাক্সনের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হইয়াছিল।

(২) শুল্ক সংক্রান্ত বিরোধ

১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে কেরোলিনার যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগের চেষ্টা

(৩) স্বাধীনতা ঘোষণার সময় একমাত্র ম্যাসাচুসেটস্ রাষ্ট্র ভিন্ন

*"The tariff was a mere pretext......The next pretext will be the negro or slavery."—*Andrew Jackson,* Vide, Ketelbey, p. 573.

আমেরিকার অপরাপর সকল রাষ্ট্রে ক্রীতদাস-প্রথা প্রচলিত ছিল। শিল্প-প্রধান উত্তরাঞ্চলে ক্রীতদাসের প্রয়োজন তেমন না থাকায় ক্রমে সেই অঞ্চল হইতে ক্রীদাস-প্রথার অবসান ঘটে। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলেও ক্রীতদাস-প্রথা নিষিদ্ধ করা হয়। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে ক্রীতদাস ব্যবসায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলিতেও ক্রীতদাস প্রথা ক্রমেই বিলুপ্তির দিকে অগ্রসর হইতেছিল। কিন্তু শিল্পবিপ্লবের ফলে বিশেষভাবে হুইট্‌নি কর্তৃক 'কটন জিন' আবিষ্কৃত হইলে তুলার চাহিদা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি তুলার চাষ করিত। ক্রীতদাসদের সস্তা শ্রম তুলাচাষের পক্ষে স্বভাবতই প্রয়োজন হইল। সুতরাং দক্ষিণাঞ্চলে ক্রীতদাস-প্রথা আবার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই ব্যাপারে ক্রীতদাস-প্রথা-বিরোধী উত্তরাঞ্চল এবং ক্রীতদাস-প্রথার সমর্থক দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হইল। এই বিবাদের ফলে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের 'মিসৌরি মীমাংসা' দ্বারা মিসৌরিকে ক্রীতদাস-প্রথার সমর্থক দেশ হিসাবেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গ্রহণ করিতে হইল। ইহা ছিল দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির জয়লাভের সামিল। উত্তরাঞ্চল ক্রীতদাস-প্রথা উচ্ছেদ করা ত দূরের কথা, উহাকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে অক্ষম হইয়া ক্রীতদাস-প্রথা উচ্ছেদের আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইলে দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির বিরোধিতা আরও বৃদ্ধি পাইল। ফলে, কোন নূতন রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের আবেদন করিলেই দক্ষিণাঞ্চল উহাকে দাস-প্রথা-সমর্থক (Slave State) রাষ্ট্র হিসাবে গ্রহণের জন্য দাবি করিত; অপর পক্ষে উত্তরাঞ্চল উহাকে দাস-প্রথা মুক্ত (Free State) হিসাবে গ্রহণের চেষ্টা করিত। কেলিফোর্ণিয়ার ক্ষেত্রেও এইরূপ এক তীব্র বিবাদের সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত হেন্‌রী ক্লে (Henry Clay)-এর চেষ্টায় ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে কেলিফোর্ণিয়াকে দাস-প্রথা-মুক্ত অঞ্চল হিসাবে গ্রহণ করা হয়। এইভাবে সম্মুখীন সমস্যার মীমাংসা সম্ভব হইলেও উহার স্থায়ী মীমাংসা সম্ভব হইল না। কেন্দ্রীয় সরকার পলাতক ক্রীতদাসগণকে নিজ নিজ রাজ্যে ফেরৎ পাঠাইবার জন্য উপযুক্ত আইন-প্রণয়নে রাজী হইলেন।

(৩) দাস-প্রথা সংক্রান্ত বিরোধ: উত্তরাঞ্চল দাস-প্রথার অবসানের পক্ষপাতী, দক্ষিণাঞ্চল উহা রক্ষা করার পক্ষপাতী

কেলিফোর্ণিয়া সংক্রান্ত বিরোধ: সাময়িক মীমাংসা

(৪) ক্রীতদাস প্রথার সহিত গভীর রাজনৈতিক প্রশ্নও জড়িত ছিল।

দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি উত্তরাঞ্চলের প্রাধান্য সহ্য করিতে পারিত না। নূতন উপনিবেশ উত্তরাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির ন্যায় দাস-প্রথা-মুক্ত রাষ্ট্র হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিলে উত্তরাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির প্রাধান্য বৃদ্ধি পাইবে এই কারণেও ক্রীতদাস-প্রথা অবসানের প্রশ্ন জটিলতর হইয়া উঠিয়াছিল। দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি এই কারণে যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের এক নূতন ব্যাখ্যা উত্থাপন করিল। সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে যে-কোন রাষ্ট্র ইচ্ছামত যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে পারে এই দাবি তাহারা উত্থাপন করিল। এ বিষয় লইয়াও যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থার সমর্থকদের ও যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগের সমর্থকদের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হইল।

(৪) ক্রীতদাস-প্রথার অন্তরালে রাজনৈতিক কারণ

ইচ্ছামত যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগের দাবি

(৫) কেলিফোর্ণিয়া-সংক্রান্ত দ্বন্দ্বের মীমাংসার পর অল্পকাল শান্তিতে কাটিলেও হেরিয়েট বীচার স্টো নামে জনৈক মহিলা Uncle Tom's Cabin নামক একখানি পুস্তকে নিগ্রো ক্রীতদাসদের দুর্দশার বর্ণনা প্রকাশ করিলে ক্রীতদাস-প্রথা অবসানের আন্দোলন পুনরায় তীব্র আকার ধারণ করিল। এমন সময় কান্সাস্-নেব্রাস্কা আইন পাসের দ্বারা এই দুইস্থানে ক্রীতদাস-প্রথা উচ্ছেদ করা বা প্রচলিত রাখা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট অধিবাসীদিগকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া হইল। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ড্রেড্ স্কট্ বিচারে সুপ্রীম কোর্ট ক্রীতদাসকে অস্থাবর সম্পত্তি বলিয়া বর্ণনা করিলেন এবং সেইহেতু ক্রীতদাস-প্রথার উচ্ছেদ-সংক্রান্ত আইন মাত্রেই অবৈধ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিলেন। ইহার ফলে উত্তরাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে স্বভাবতই এক দারুণ উদ্বেগের সৃষ্টি হইল। দাস-প্রথা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে দেখিয়া তাহারা অধিকতর তৎপর হইয়া উঠিল। এক নূতন রিপাব্লিকান দল গঠন করিয়া ক্রীতদাস-প্রথার উচ্ছেদের আন্দোলন চালান হইল। এই দলের প্রধান নেতাদের অন্যতম ছিলেন আব্রাহাম্ লিঙ্কন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে জন ব্রাউন নামে একজন

(৫) 'Uncle Tom's Cabin'-এর প্রকাশ: ক্রীতদাস-প্রথা উচ্ছেদ আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি

কান্সাস্-নেব্রাস্কা আইন: ড্রেড্ স্কট্ বিচার

নূতন রিপাব্লিকান দলের সৃষ্টি

ক্রীতদাস-প্রথা-উচ্ছেদকারী দলের সদস্য এক অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করিয়া ক্রীতদাসগণের মধ্যে ঐ সকল অস্ত্রশস্ত্র বণ্টন করিয়া দিয়া তাহাদিগকে বিদ্রোহ করিতে উৎসাহ দান করিলেন। বিচারে ব্রাউনের ফাঁসি হইল। ফলে, দক্ষিণ ও উত্তরাঞ্চলের বিরোধের তীব্রতা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল।

জন ব্রাউন কর্তৃক অস্ত্রাগার লুণ্ঠন

(৬) ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে আব্রাহাম্ লিঙ্কন প্রেসিডেণ্ট-পদে নির্বাচিত হইলে দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির আশঙ্কা হইল যে, উত্তরাঞ্চলের দাস-প্রথা-উচ্ছেদকারী দল এইবার নিজ ইচ্ছামত সংস্কার সাধন করিয়া দক্ষিণাঞ্চলের দাস-প্রথা সমর্থনের যথাযোগ্য প্রত্যুত্তর দিবে। আব্রাহাম্ লিঙ্কনের দাস-প্রথার প্রতি অপরিসীম ঘৃণার কথাও তাহাদের অবিদিত ছিল না। সুতরাং তাঁহার আমলে কোনপ্রকার আপস-মীমাংসার আশা নাই মনে করিয়া সাউথ কেরোলিনার নেতৃত্বে আলাবামা, ফ্লোরিডা, মিসিসিপি, লুসিয়ানা, টেক্সাস্ ও জর্জিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করিয়া এক পৃথক্ যুক্তরাষ্ট্র স্থাপন করিল। তাহারা সাম্‌টার দুর্গ (Fort Sumter) আক্রমণ করিলে আব্রাহাম্ লিঙ্কন সৈন্য প্রস্তুতির আদেশ দিলেন। এই সময়ে ভার্জিনিয়া, টেনেসি, নর্থ কেরোলিনা ও আর্‌কানসাস্ যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। মিসৌরি, কেণ্টুকি ও মেরিল্যাণ্ড এই তিনটি রাষ্ট্রের সমর্থনের উপর নির্ভর করিয়া আব্রাহাম্ লিঙ্কন দাক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন।

আব্রাহাম্ লিঙ্কনের প্রেসিডেণ্ট-পদে নির্বাচন : দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির ইউনিয়ন ত্যাগ : যুদ্ধের সূচনা

যুদ্ধের গতি : প্রথমে দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি জয়লাভ করিতে লাগিল, কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই লিঙ্কন যুদ্ধের গতি ইউনিয়নের পক্ষে ফিরাইতে সক্ষম হইলেন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি যে সকল রাষ্ট্র ইউনিয়নের বহির্ভূত থাকিবে সেগুলির ক্রীতদাস মাত্রেই স্বাধীন বলিয়া বিবেচিত হইবে তিনি এই ঘোষণা করিলেন। এইভাবে তিনি বিদ্রোহী রাষ্ট্রগুলির দুর্বলতা সৃষ্টি করিলেন। লিঙ্কনের উদ্দেশ্যই ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে রক্ষা করা। সুতরাং ক্রীতদাস-প্রথার উচ্ছেদ তখন সামরিক সুবিধার জন্যই তিনি এই ঘোষণা করিয়াছিলেন।*

দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রসমূহের জয়লাভ

ক্রীতদাস-প্রথার উচ্ছেদ

* "My paramount object in this struggle is to save the Union and is not either to save or destroy slavery. If I could save the Union without

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ইউনিয়নের সৈন্য নিউ অর্লিয়েন্স দখল করিল। ইহার অব্যবহিত পরেই তাহারা ভিক্‌স্‌বার্গ জয় করিল। এই স্থান জয় করিবার ফলে মিসিসিপি নদীর উপর প্রাধান্য স্থাপিত হওয়ায় উহার পশ্চিম অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি অপরাপর বিদ্রোহী রাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রসমূহের জেনারেল লী (Lee) দক্ষিণ রাষ্ট্রসংঘের রাজধানী রিচমণ্ড রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন, কিন্তু পেনসিল্‌ভ্যানিয়া আক্রমণ করিতে গিয়া গেটিস্‌বার্গ (Gettysburg)-এর যুদ্ধে পরাজিত হইলেন (১৮৬৩)। এই যুদ্ধ দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রসমূহের ভাগ্য নির্ণয় করিয়া দিল। এই যুদ্ধে পরাজয়, দীর্ঘকাল যুদ্ধের শ্রান্তি এবং জ্যাকসন্ নামক সুদক্ষ জেনারেলের মৃত্যু দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলির পরাজয় ঘটাইল। ভার্জিনিয়া ও জর্জিয়া সহজেই পদানত হইল। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে জেনারেল লী'র আত্মসমর্পণের সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্যুদ্ধের অবসান ঘটিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পুনঃসঞ্জীবিত হইল।

ইউনিয়ন পক্ষের নিউ অর্লিয়েন্স ও ভিক্‌স্‌বার্গ দখল

গেটিস্‌বার্গের যুদ্ধ (১৮৬৩)

লী'র আত্মসমর্পণ : অন্তর্যুদ্ধের অবসান (১৮৬৫)

ফলাফল : মার্কিন অন্তর্যুদ্ধের ফল আমেরিকার ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। (১) এই যুদ্ধের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রক্ষা পাইয়াছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুনরুজ্জীবনের ফলে ভবিষ্যৎ ইতিহাসে আমেরিকা এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণে সমর্থ হইয়াছে। (২) এই যুদ্ধে জয়লাভের উদ্দেশ্যেই সামরিক সুযোগ বৃদ্ধির জন্য আব্রাহাম্ লিঙ্কন দাস-প্রথার উচ্ছেদ করিয়া ক্রীতদাসগণকে মানুষের আদিম অধিকারে স্থাপন করিয়াছিলেন। (৩) দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলি কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগের শাসনতান্ত্রিক দাবি চিরতরে যুক্তরাষ্ট্রের সপক্ষে মীমাংসিত হইয়াছিল। ফলে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংহতি, মর্যাদা ও শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছিল। (৪) অন্তর্যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত আমেরিকা মনরো-নীতি অনুসরণ করিয়া আভ্যন্তরীণ

(১) যুক্তরাষ্ট্র রক্ষা

(২) ক্রীতদাস-প্রথার উচ্ছেদ

(৩) যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগের দাবি চিরতরে বাতিল

freeing any slave I would do it, and if I could save it by freeing all the slaves I would do it : and if I could save it by freeing some and leaving others alone I would also do that. What I do about slavery and the coloured race, I do because I believe it helps to save the Union, and what I forbear I forbear because I do not believe it would help to save the Union." *Abraham Lincoln to Horace Greeley.* Vide Ketelbey, p. 585.

উন্নয়নে ব্যস্ত ছিল, ইহার পর হইতেই বহির্জগতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অধিকতর শক্তি ও আত্মপ্রত্যয়সহ নিজেকে প্রকাশ করে।

ট্রেন্ট্ ও আলাবামা ঘটনা (Trent & Alabama Affairs): আব্রাহাম্ লিঙ্কন কর্তৃক ক্রীতদাস-প্রথা অবসানের ঘোষণা ইওরোপীয় দেশগুলির বিশেষত ইংলণ্ডের আন্তরিক সমর্থন লাভ করিয়াছিল। ইংলণ্ডের শ্রমিকগণ ছিল ক্রীতদাস-প্রথা-বিরোধী উত্তরাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির সমর্থক, কিন্তু শাসকশ্রেণীর মধ্যে দক্ষিণাঞ্চলের প্রতি সহানুভূতি ছিল বেশী। ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী আমেরিকা অপেক্ষা বিভক্ত এবং দুর্বল আমেরিকার সৃষ্টি হউক ইহাই ছিল ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীর ইচ্ছা। সুতরাং মার্কিন অন্তর্যুদ্ধের সময়ে ট্রেন্ট্ ও আলাবামা ঘটনা লইয়া উত্তরাঞ্চলের রাষ্ট্র ও ইংলণ্ডের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। অবশ্য উভয় ক্ষেত্রেই শেষ পর্যন্ত আপস-মীমাংসা সম্ভব হইয়াছিল।

ক্রীতদাস-প্রথার উচ্ছেদ ইওরোপীয় দেশগুলি কর্তৃক সমর্থিত

ট্রেন্ট্ (Trent) নামক এক ব্রিটিশ জাহাজে করিয়া দক্ষিণ-রাষ্ট্রসংঘের দুইজন দূতের ইংলণ্ডে গমনকালে উত্তরাঞ্চলের নৌবাহিনীর একজন কর্মচারী ক্যাপ্টেন উইলকিস্ ঐ জাহাজটি তল্লাসী করেন এবং ঐ দুইজন দূতকে ধরিয়া লইয়া যান। আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে এইরূপ আচরণ ছিল অবৈধ। আব্রাহাম্ লিঙ্কন এই দুইজন দূতকে ফিরাইয়া দিয়া এবং উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়া এই বিবাদের মীমাংসা করেন।

'ট্রেন্ট্' ঘটনা

অপর ক্ষেত্রে আলাবামা (Alabama) নামে লিভারপুল নৌ-কারখানায় নির্মিত একখানি ব্রিটিশ জাহাজ ব্রিটিশ সরকারের গোপন অনুমতি অথবা অসাবধানতাবশত লিভারপুল হইতে দক্ষিণ-আমেরিকায় চলিয়া আসে এবং দক্ষিণ-রাষ্ট্রসংঘের অধীনে কার্য গ্রহণ করে। এই জাহাজটি উত্তরাঞ্চলের জাহাজগুলি আক্রমণ করিয়া সেগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এই বিষয়ে আমেরিকা ব্রিটিশ সরকারের নিকট অভিযোগ করিলে দীর্ঘকাল বিবাদের পর ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে জেনিভা শহরে এক শালিসী বিচারালয়ে ইহার বিচার হয়। এই বিচারের রায় অনুসারে ব্রিটিশ সরকার আমেরিকাকে ক্ষতিপূরণ দান করেন। গ্ল্যাড্স্টোন ছিলেন তখন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী।

'আলাবামা' ঘটনা

মার্কিন পররাষ্ট্র-নীতি (American Foreign Policy): ১৭৭৬-১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ: স্বাধীনতা ঘোষণার অব্যবহিত পরে মার্কিন পররাষ্ট্র-নীতির মূলসূত্র ছিল আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসম্বাদে নির্লিপ্ত থাকা। এই কারণে ফরাসী বিপ্লবীদের প্রতি আমেরিকার চরম সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও আমেরিকা ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের সাহায্যে অগ্রসর হয় নাই।

আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসম্বাদে নিরপেক্ষতা এবং ইংলণ্ডের সহিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগের নীতি গ্রহণ

আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসম্বাদ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিবার আগ্রহের প্রমাণ আমরা দেখিতে পাই ফরাসী বিপ্লবের যুদ্ধে আমেরিকার নিরপেক্ষতার ঘোষণায়। এই মূল নীতির সঙ্গে সঙ্গে অপর একটি আগ্রহও পরিলক্ষিত হয়। ব্রিটেন হইতে আমেরিকা স্বাধীন হইয়া গেলেও ব্রিটেনের সহিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সৌহার্দ্য বজায় রাখিবার ইচ্ছা আমেরিকাবাসীদের ছিল। এই কারণেও ফরাসী পক্ষ সমর্থন হইতে আমেরিকা বিরত ছিল, এমন কি ফরাসী সরকারকে অনুরোধ জানাইয়া ফরাসী দূত সিটিজেন জেনেটকে অপসারণের ব্যবস্থা করিয়াছিল। এই ফরাসী দূত আমেরিকা হইতে ব্রিটিশ-বিরোধী কার্য চালাইবার উদ্দেশ্যে সেখানে আসিয়াছিলেন।

ফরাসী বিপ্লবের যুদ্ধে মার্কিন নিরপেক্ষতা

কিন্তু এইভাবে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে ইঙ্গ-মার্কিন সম্পর্ক কতকটা তিক্ত হইয়া উঠিল। ব্রিটেন আমেরিকাকে নিজপক্ষে যুদ্ধে যোগদানে রাজী করাইবার উদ্দেশ্যে আমেরিকার উপর চাপ দিতে লাগিল। এমন কি ব্রিটিশ জাহাজ কর্তৃক মার্কিন জাহাজগুলি তল্লাসী, মার্কিন জাহাজ যুদ্ধ-সরঞ্জাম পরিবহণ করিতেছে অজুহাতে বাজেয়াপ্তকরণ প্রভৃতি নানাপ্রকার আক্রমণাত্মক কার্য বৃটিশ সরকার শুরু করিলে আমেরিকাবাসীদের মধ্যে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণার ব্যাপক দাবি উত্থিত হইল।

ইংলণ্ড-আমেরিকার মধ্যে অসদ্ভাব

জর্জ ওয়াশিংটন যুদ্ধ হইতে বিরত থাকা আমেরিকার স্বার্থের দিক হইতে একান্ত প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া নিরপেক্ষতা-নীতি অবশ্য ত্যাগ্ করিলেন না। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের সহিত ইঙ্গ-মার্কিন বিরোধের মিটমাট হইল। এই চুক্তি প্রধান বিচারপতির নামানুসারে জে-চুক্তি (Jay Agreement) নামে পরিচিত।

জে-চুক্তি

ফ্রান্স জে-চুক্তি ফরাসী-বিরোধী কার্য বলিয়া বিবেচনা করিল এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের কালে প্রদত্ত ঋণ পরিশোধ করিতে এবং ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্কিন-ফরাসী চুক্তি অনুযায়ী যুদ্ধের সময় পরস্পর পরস্পরকে সাহায্যদানের শর্তানুযায়ী আমেরিকাকে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে চাপ দিল। ঐ সময়ে জন এ্যাডামস্ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মার্কিন সরকার স্বাধীনভাবে চলিবার অধিকার অপর কোন শক্তির নিকটই ত্যাগ করিবেন না—এই ঘোষণা করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের প্রস্তুতিও চলিল। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা ও ফ্রান্সের নৌবাহিনীর মধ্যে ইতস্তত: সংঘর্ষও ঘটিল। কিন্তু প্রকাশ্য যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বেই ফ্রান্স ও আমেরিকার মধ্যে সদ্ভাব স্থাপিত হইল এবং ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়নের সহিত মার্কিন সরকারের মিটমাটের চুক্তির পর আমেরিকা পুনরায় নিরপেক্ষতার নীতি অবলম্বন করিল।

আমেরিকা ও ফ্রান্সের বিরোধ

নেপোলিয়নের সহিত মিটমাটের চুক্তি: মার্কিন সরকারের নিরপেক্ষতা নীতি পুন: অবলম্বন

উনবিংশ শতাব্দী: উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম বৎসরে (১৮০১) জেফারসন্ ও ডেমোক্রেটিক্ দলের ক্ষমতালাভ মার্কিন রাজ নীতিতে এক বিপ্লব আনয়ন করিয়াছিল। আভ্যন্তরীণ এবং পররাষ্ট্র নীতিতে এই নূতন সরকারের নূতন নীতি শীঘ্রই পরিলক্ষিত হইল।

পররাষ্ট্র-নীতির পরিবর্তন

জেফারসন্ প্রেসিডেন্ট-পদে অভিষিক্ত হওয়ার কালে ঘোষণা করেন যে, পররাষ্ট্রক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সততার ভিত্তিতে সকল রাষ্ট্রের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার এবং কোন রাষ্ট্রের সহিতই জটিলতাপূর্ণ চুক্তি সম্পাদনে অস্বীকার করিয়া চলিবে। এই দুই মূল নীতির ভিত্তিতে পররাষ্ট্র-নীতি পরিচালনা করিলেও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র-নীতি স্বাধীন চেতনা এবং আত্মপ্রত্যয়ের পরিচায়ক ছিল। ১৮০১-৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভূমধ্যসাগরে মার্কিন বাণিজ্য-জাহাজগুলিকে জলদস্যুদের হাত হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে আমেরিকা ট্রিপোলি (Tripoli)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া এই সমস্যার সমাধান করিয়াছিল। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়নের নিকট হইতে সামান্য দেড় কোটি ডলার মূল্যে লুসিয়ানা নামক

নূতন নীতি:
(১) সকলের সহিত মিত্রতা
(২) কাহারো সহিত কোন জটিলতায় প্রবেশ না-করা

মার্কিন পররাষ্ট্র-নীতিতে অধিকতর আত্মপ্রত্যয়
(ক) ট্রিপোলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ

বিরাট ভূখণ্ড মার্কিন সরকার ক্রয় করেন। এই বিশাল ভূখণ্ডকে বিভক্ত করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছয়টি রাষ্ট্র গঠন করা হয়। ক্রমবর্ধমান শক্তি, সামর্থ্য ও মর্যাদার সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার স্বাতন্ত্র্য নীতির পরিচয় আমরা দেখিতে পাই ইঙ্গ-মার্কিন বিবাদে।

(খ) ফ্রান্স হইতে লুসিয়ানা ক্রয়

ফরাসী বিপ্লব-প্রসূত ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধে নিরপেক্ষ দেশ আমেরিকার সমুদ্র-বাহী বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইতে লাগিল। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ ঘোষণা করিয়া তাহা কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে মার্কিন বাণিজ্য-জাহাজের ক্ষতিসাধন করিতে লাগিল। ব্রিটিশ জাহাজ কর্তৃক আমেরিকার জাহাজ তল্লাসী প্রভৃতি বিরক্তিকর নীতি গৃহীত হইলে প্রথমেই ইঙ্গ-মার্কিন মনোমালিন্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ব্রিটিশ জাহাজ হইতে নাবিকের কাজ ত্যাগ করিয়া যে সকল লোক মার্কিন জাহাজে নাবিকের কাজ গ্রহণ করিত ইংরেজগণ তাহা-দিগকে বলপূর্বক মার্কিন জাহাজ হইতে ধরিয়া লইয়া যাইত। ফলে, ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে আমেরিকায় এক দারুণ বিদ্বেষের সৃষ্টি হইল। মার্কিন প্রেসিডেণ্ট জেফারসন্ ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পক্ষপাতী ছিলেন না। তথাপি কোন ব্রিটিশ জাহাজ কোন মার্কিন বন্দরে প্রবেশ করিতে পারিবে না বলিয়া তিনি ঘোষণা করিলেন। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন জাহাজের বিদেশী কোন বন্দরে যাওয়া বন্ধ করা হইল। কিন্তু এই আদেশ প্রকৃতক্ষেত্রে কার্যকরী করা সম্ভব না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত বাতিল করা হইল। পরবর্তী প্রেসিডেণ্ট ম্যাডিসন্ জনমতের চাপে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধ্য হইলেন (১৮১২)। এই যুদ্ধ ঘোষণার পশ্চাতে কেবলমাত্র মার্কিন সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রশ্নই জড়িত ছিল না। ইহার অপর উদ্দেশ্য ছিল এই সুযোগে কানাডা জয় করা। কিন্তু ব্রিটিশ সহায়তা ভিন্নই কানাডা আত্মরক্ষায় সক্ষম হইল। অপর দিকে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথমে মার্কিন নৌবাহিনী জয়ী হইলেও শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ নৌ-বহরের সংখ্যাধিক্যের জোরে মার্কিন নৌবহর পরাজিত হইল। ইহার পর পেনিনসুলার যুদ্ধ অবসানের পর ব্রিটেন মার্কিন রাজধানী ওয়াশিংটন শহর আক্রমণ করিয়া 'হোয়াইট হাউস' (White

(গ) ফরাসী বিপ্লবের যুদ্ধে আমেরিকার নিরপেক্ষতা ঘোষণা

ব্রিটিশ-মার্কিন মনোমালিন্য

(ঘ) ব্রিটিশ-মার্কিন যুদ্ধ (১৮১২-১৪)

ঘেণ্ট-এর শান্তি-চুক্তি

House) ভস্মীভূত করিল। কিন্তু নিউ অর্লিয়েন্স আক্রমণ করিতে আসিয়া অপর এক বৃটিশ বাহিনী আমেরিকার হস্তে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইয়া আমেরিকার সহিত ঘেণ্ট্ (Ghent)-এর শান্তি চুক্তি সম্পাদনে বাধ্য হইল।

১৮১২ হইতে ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধ আমেরিকার স্বাধীনতার দ্বিতীয় যুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয়। এই যুদ্ধের কালে মার্কিন জাতির মধ্যে যে গভীর জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাতে সমগ্র আমেরিকা-বাসীদের মধ্যে একতার ভাব বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই নূতন জাতীয় চেতনা আমেরিকার পররাষ্ট্র নীতিতে শীঘ্রই প্রকাশ পাইল। ঐক্যবদ্ধ আমেরিকা উত্তরোত্তর দৃঢ়তর পররাষ্ট্র-নীতি অবলম্বন করিয়া চলিল। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে কানাডার সহিত আমেরিকার বাণিজ্য সম্পর্কে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইলে আমেরিকা কানাডার মাতৃদেশ ইংলণ্ডের সহিত এবিষয় সম্পর্কে মীমাংসার ব্যাপারে দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়া নিজ দাবি আদায় করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই সময় হইতেই আমেরিকা ইওরোপীয় দেশগুলির সহিত বিশেষত ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সহিত পূর্বেকার অনুসৃত নমনীয় নীতি ত্যাগ করিয়া নিজ স্বার্থের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া দৃঢ় এবং জাতীয় নীতি গ্রহণ করিল।

ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধের ফলে মার্কিন জাতীয়তাবোধ ও ঐক্যবৃদ্ধি: দৃঢ়তর পররাষ্ট্র-নীতি অবলম্বন

কানাডার সহিত বাণিজ্য সমস্যার মীমাংসা

১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকাস্থ স্পেনীয় উপনিবেশগুলি বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে কনসার্ট-অব ইওরোপ এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে চাহিলে প্রেসিডেণ্ট মনরো তাঁহার বিখ্যাত 'মনরো নীতি' ঘোষণা করিলেন। এই ঘোষণা দ্বারা আমেরিকা মহাদেশ ইওরোপীয় দেশগুলির উপনিবেশ বিস্তারের স্থল নহে বলা হইল এবং কোন ইওরোপীয় দেশ আমেরিকাস্থ কোন স্থানে হস্তক্ষেপ করিলে আমেরিকা উহা বিপজ্জনক এবং মিত্রতা-বিরোধী কার্য বলিয়া বিবেচনা করিবে এই কথা স্পষ্টভাবে জানাইয়া দেওয়া হইল। মনরো-নীতির ঘোষণার মধ্যে ইওরোপীয় রাজনীতি হইতে আমেরিকার রাজনীতি ভিন্ন প্রকৃতির এই কথা স্পষ্টতর হইল। ইহা ভিন্ন ইওরোপীয় রাজনীতি হইতে বিচ্ছিন্ন থাকা-ই মার্কিন স্বার্থের পক্ষে প্রয়োজন এবং 'আমেরিকা মহাদেশ আমেরিকাবাসীর জন্য'—ইহাও মনরো-নীতি হইতে প্রকাশ পাইল। এই সময় হইতে সমগ্র

মনরো-নীতি: আমেরিকার ইওরোপীয় রাজনীতি হইতে অপসরণ

আমেরিকাবাসীকে এক বৃহত্তর ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া ইওরোপীয় কন্‌-সার্টের প্রতিক্রিয়াশীল প্রভাব হইতে মার্কিন গণতন্ত্রকে রক্ষা করা আমেরিকার পররাষ্ট্র-নীতির মূল সূত্র হইয়া দাঁড়াইল। এই নীতিকে কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে আমেরিকা পররাষ্ট্রীয় ব্যাপারে অন্তর্মুখী নীতি গ্রহণ করিল এবং সাময়িকভাবে ইওরোপীয় রাজনীতির সহিত যোগাযোগ ছিন্ন করিল।

ইওরোপীয় রাজনীতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও নিজ আওতার মধ্যে সাম্রাজ্য বিস্তৃতি

ইওরোপীয় রাজনীতি হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিবার নীতি আমেরিকা অর্ধ-শতাব্দীর অধিক কাল অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিল। কিন্তু এই সময়ে আমেরিকা নিজ আওতার অন্তর্ভুক্ত স্থানসমূহ দখল করিতে ব্যস্ত ছিল। ইওরোপীয় রাজনীতির জটিলতা নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কালে আমেরিকা উপলব্ধি করিয়াছিল। সুতরাং আভ্যন্তরীণ উন্নয়নকল্পে ইওরোপ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকা যেমন প্রয়োজন ছিল, নিজ আওতার অন্তর্ভুক্ত স্থানসমূহ দখলের জন্যও এই বিচ্ছিন্ন থাকার নীতি সমভাবে প্রয়োজন ছিল।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে অন্তর্যুদ্ধের অবসানে ঐক্যবদ্ধ আমেরিকা অভূতপূর্ব শক্তি ও মর্যাদা সহকারে নিজ নির্ধারিত নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতে লাগিল।

অন্তর্যুদ্ধের পর হইতে মার্কিন পররাষ্ট্র-নীতি:

(১) মেক্সিকো হইতে ফরাসী সৈন্যের অপসারণ—মন্‌রো-নীতির প্রয়োগ

অন্তর্যুদ্ধের কালে ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন অষ্ট্রিয়ার আর্ক ডিউক ম্যাক্সিমিলিয়ানকে মেক্সিকোর সিংহাসনে স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে এক সামরিক অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন। সাময়িকভাবে ম্যাক্সিমিলিয়ান মেক্সিকোর সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন বটে, কিন্তু অন্তর্যুদ্ধ শেষ হওয়া মাত্র আমেরিকা মন্‌রো-নীতি অনুসরণ করিয়া নেপোলিয়নকে মেক্সিকো হইতে সৈন্য অপসারণে বাধ্য করিল। ম্যাক্সিমিলিয়ান মেক্সিকো ত্যাগে বিলম্ব করিয়া মেক্সিকোর সন্ত্রাসবাদীদের হস্তে প্রাণ হারাইলেন।

(২) 'আলাবামা' ঘটনার জন্য ক্ষতিপূরণ আদায়, আলাস্কা দখল (১৮৬৭)

মার্কিন অন্তর্যুদ্ধের সময়ে 'আলাবামা'-সংক্রান্ত ঘটনার ফলে (৬৯২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) আমেরিকা দীর্ঘকাল যুঝিয়া ইংলণ্ড হইতে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে উপযুক্ত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা রাশিয়ার নিকট আলাস্কা (Alaska) ক্রয় করিয়াছিল।

প্রেসিডেন্ট ক্লীভ্ল্যাণ্ড (১৮৮৯-৯৭) মন্‌রো-নীতিকে প্রসারিত করিয়া ক্যারিবিয়ান সাগরতীর পর্যন্ত প্রয়োগ করিলেন। ভেনিজুয়েলা ও ব্রিটেনের মধ্যে সীমারেখা লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হইলে আমেরিকা, আমেরিকা মহাদেশের সর্বপ্রধান এবং সার্বভৌম শক্তি হিসাবে এই বিবাদের মধ্যস্থতা করিতে চাহিল। ব্রিটিশ সরকার প্রথমে এই প্রস্তাবে রাজী না হওয়ায় ক্লীভ্ল্যাণ্ড ঘোষণা করিলেন যে, তিনি এই বিষয়ে মধ্যস্থতার জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত করিবেন এবং উহার সিদ্ধান্ত বলপূর্বক ব্রিটেন ও ভেনিজুয়েলার উপর কার্যকরী করিলেন। ব্রিটেন পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া আমেরিকার মধ্যস্থতা গ্রহণে স্বীকৃত হইল। এইভাবে ক্রমেই মন্‌রো-নীতির সম্প্রসারণ ঘটিতে লাগিল এবং ক্রমে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ-আমেরিকারও অভিভাবকত্ব গ্রহণ করিল।

(৩) মন্‌রো-নীতির সম্প্রসারণ : ব্রিটেন ও ভেনিজুয়েলার বিবাদে আমেরিকার মধ্যস্থতা

স্পেনীয় উপনিবেশ কিউবাতে (Cuba) বিদ্রোহ দেখা দিলে স্পেনীয় সরকার সেই বিদ্রোহ দমনে বর্বরোচিত নীতি অবলম্বন করিলেন। ফলে, আমেরিকাবাসীদের মধ্যে স্পেনের বিরুদ্ধে এক দারুণ ঘৃণার উদ্রেক হইল। কিউবার বিদ্রোহ দমনে স্পেনীয় সরকারের অক্ষমতার ফলে তথাকার ব্যবসায়-বাণিজ্য বিনাশপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। আমেরিকার বহু মূলধনী কিউবাতে শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিল। তাহাদের স্বার্থরক্ষার্থ আমেরিকা এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে বলিয়া ভীতি প্রদর্শন করিল। প্রত্যুত্তরে স্পেনীয়গণ হাভানা বন্দরে এক মার্কিন যুদ্ধ-জাহাজ ধ্বংস করিলে স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য আমেরিকায় এক শক্তিশালী জনমতের সৃষ্টি হইল। আমেরিকা স্পেনকে কিউবার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইতে জানাইল। স্পেন ইহার উত্তরে আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া স্পেন ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসের শান্তি-চুক্তি (Pact of Paris) দ্বারা পোর্টোরিকো (Porto Rico), গুয়াম (Guam), ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ (Philippine Islands), হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ (Hawaian Islands) প্রভৃতি স্থান আমেরিকাকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। কিউবা মার্কিন সরকারের রক্ষণাধীনে স্বাধীনতা লাভ

কিউবার বিদ্রোহ : আমেরিকা ও স্পেনের যুদ্ধ

(৪) প্যারিসের শান্তি-চুক্তি (১৮৯৮) : মার্কিন অধিকার বৃদ্ধি

করিল। এই সকল স্থান অধিকার করিবার ফলে পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ও সুদূর-প্রাচ্যে আমেরিকার ক্ষমতা ও আধিপত্য যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল। এই সময় হইতে আমেরিকা এক সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হইল।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে আমেরিকা প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে বিস্তার নীতি অবলম্বন করিয়াছিল। এই সূত্রে জাপান ও চীন দেশের সহিত আমেরিকা বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপনে অগ্রসর হইতে থাকে।

(৫) প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে মার্কিন অগ্রগতি: মার্কিন-জাপানী চুক্তি (১৮৫৪), প্যারিসের শান্তি চুক্তি (১৮৯৮), স্যামোয়ান দ্বীপপুঞ্জের একাংশ দখল (১৮৯৯)—মনরো নীতি পরিত্যক্ত

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কমডোর পেরি ভীতি প্রদর্শন করিয়া জাপানী সরকারকে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের এক চুক্তিদ্বারা দুইটি বন্দর মার্কিন জাহাজের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত রাখিতে বাধ্য করেন। প্যারিসের শান্তি-চুক্তি দ্বারা আমেরিকা প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে অধিকতর ক্ষমতা বিস্তারে সক্ষম হয়। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানি ও ব্রিটেনের সহিত চুক্তি দ্বারা আমেরিকা স্যামোয়ান দ্বীপপুঞ্জের (Samoan Islands) একাংশ দখল করে। এইভাবে রাজ্যবিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকা ক্রমে অধিকতর সাম্রাজ্যবাদী হইয়া উঠিল। মনোবৃত্তির এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মনরো-নীতিও পরিত্যক্ত হইল। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আমেরিকা মনরো-নীতি-প্রসূত স্বাতন্ত্র্য পরিত্যাগপূর্বক সুদূর-প্রাচ্য ও ক্রমে ইওরোপীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করিল।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে দৃঢ়তর মার্কিন পররাষ্ট্র-নীতি

বিংশ শতাব্দী: উনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আমেরিকা এক শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী দেশে পরিণত হইয়াছিল। ইওরোপীয় দেশগুলির ক্ষেত্রে মনরো-নীতির প্রয়োগ করিয়া নিজ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে আমেরিকা মনরো-নীতি পরিত্যাগে কুণ্ঠিত হইল না। সাম্রাজ্যবাদী ও বাণিজ্য-স্বার্থ রক্ষার জন্য বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আমেরিকা ক্রমেই অধিকতর দৃঢ়তা সহকারে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অংশ গ্রহণে অগ্রসর হইল। ১৯০১ থিয়োডোর রুজভেল্ট প্রেসিডেণ্ট-পদে নির্বাচিত হইলে আমেরিকা এই সাম্রাজ্যবাদী নীতি আমেরিকা, এশিয়া ও ইওরোপ—

আমেরিকা, এশিয়া ও ইওরোপে সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ

এই তিন মহাদেশেই সম-পরিমাণ উৎসাহের সহিত অনুসরণ করিতে লাগিল।

(১) কানাডা আলাস্কার সীমা-সংক্রান্ত সমস্যা

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে কানাডা এবং আলাস্কার সীমারেখা-সংক্রান্ত দ্বন্দ্বে থিয়োডোর রুজভেল্টের দৃঢ়তার জন্যই কানাডা আলাস্কার যাবতীয় দাবি মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিল।

(২) জাপানের উত্থান আমেরিকা কর্তৃক প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে সক্রিয় অংশ গ্রহণ: রুশ জাপানী যুদ্ধে মধ্যস্থতা (১৯০৪-৫)—মনরো-নীতি লঙ্ঘন

জাপানের ক্রম-উত্থানের ফলে প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে মার্কিন স্বার্থ-রক্ষার জন্য জাপানের সহিত ভবিষ্যতে যুদ্ধ বাধিতে পারে এই আশঙ্কায় আমেরিকা' প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলের রাজনীতিতে অধিকতর সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে অগ্রসর হয়। রুশ-জাপানী যুদ্ধে (১৯০৪-৫) আমেরিকার মধ্যস্থতায় শান্তি স্থাপিত হয়। জাপান রাশিয়ার বিরুদ্ধে জয়লাভ করিয়াও আমেরিকার কূট-চালে পরাজিত হইয়াছিল এবং পোর্টস্‌মাউথের সন্ধিতে রাশিয়াকে যতদূর পদানত করিতে সক্ষম হইতে পারিত ততদূর পারে নাই। এই কারণে জাপান ও আমেরিকার মধ্যে সামান্য মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং পরে কেলিফোর্ণিয়ায় জাপানীদের বসবাস-সংক্রান্ত বিবাদের ফলে এই মনো-মালিন্য তীব্র আকার ধারণ করিয়াছিল। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে থিয়োডোর রুজভেল্ট মার্কিন নৌ-বাহিনীর শক্তি প্রদর্শনের জন্য এক মার্কিন নৌ-বাহিনী পৃথিবী প্রদক্ষিণে প্রেরণ করিলেন। বিশেষ করিয়া জাপানকে মার্কিন নৌ-শক্তির অপরাজেয়তা সম্পর্কে ধারণা দেওয়াই রুজভেল্টের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

(৩) আল্‌জেসিরাস্ কন্‌ফারেন্সে যোগদান—মন্‌রো নীতি লঙ্ঘন

মন্‌রো নীতি লঙ্ঘন করিয়া ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা মরক্কো-সংক্রান্ত ইওরোপীয় রাজনীতির সমস্যা সমাধানে আল্‌জেসিরাস্ (Algeciras) কন্‌ফারেন্সে যোগদান করিল।

ক্রমবর্ধমান মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী নীতির পরিপূরক হিসাবে আটলাণ্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে জলপথে সংযোগ স্থাপন আমেরিকার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিল। কলম্বিয়া প্রজাতন্ত্র হইতে পানামা রাজ্যটিকে নানা-প্রকার বিদ্রোহাত্মক কার্যে উৎসাহিত করিয়া আমেরিকা বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতে সমর্থ হইল। পরে পানামা রাজ্য হইতে পানামা খাল খননের উপযোগী

জমি ক্রয় করিয়া আমেরিকা পানামা খালটি খনন করাইল। দীর্ঘ দশ বৎসর ধরিয়া খননকার্যের ফলে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রশান্ত মহাসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যে জলপথে যোগাযোগ স্থাপিত হইল। ফলে, এই দুই মহাসাগরের যোগাযোগ পথ কয়েক হাজার মাইল হ্রাস পাইল। ইহা ভিন্ন মধ্য-আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান সাগর অঞ্চলের উপর আমেরিকার প্রভাব এবং প্রতিপত্তিও বৃদ্ধি পাইল। পানামা খালের নিরাপত্তার জন্য আমেরিকা নানাপ্রকার ফন্দিবাজীর দ্বারা 'ক্যানাল জোন' (Canal-zone)-এ ক্ষমতা বিস্তার করিল।

(৪) সাম্রাজ্য-স্বার্থ রক্ষার জন্য পানামা খাল খনন

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মার্কিন পররাষ্ট্র-নীতির এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, নিজ স্বার্থসিদ্ধির ব্যাপারে আমেরিকা কোন কোন ক্ষেত্রে মনরো-নীতি অনুসরণ করিতে আবার অপরাপর ক্ষেত্রে মনরো-নীতি ত্যাগ করিতে দ্বিধাবোধ করিত না। ইওরোপীয় দেশগুলির সহিত পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে দেনাপাওনা-সংক্রান্ত বিবাদের সৃষ্টি হইলে আমেরিকা মনরো-নীতির উপর নির্ভর করিয়া পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপগুলির পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল। এই সূত্রে ক্রমে আমেরিকা ল্যাটিন আমেরিকার অভিভাবকত্ব ও সংরক্ষণের অধিকার গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে।

(৫) পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও ইওরোপীয় দেশগুলির বিবাদে আমেরিকার মনরো-নীতি প্রয়োগ

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অপর প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় 'প্যান-আমেরিকানিজম্' (Pan-Americanism)-এর মধ্যে। আমেরিকা মহাদেশের উপর সর্বাত্মক প্রাধান্য বিস্তারের জন্য আমেরিকা কয়েকটি 'প্যান-আমেরিকান্' কনফারেন্স আহ্বান করিয়াছিল।

(৬) দক্ষিণ-আমেরিকার উপর প্রাধান্য লাভের চেষ্টা : প্যান-আমেরিকানিজম্

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইলে প্রথম তিন বৎসর আমেরিকা এই যুদ্ধে সম্পূর্ণভাবে নির্লিপ্ত থাকিল। লুপ্তপ্রায় মনরো-নীতি অনুসরণ করিবার ইচ্ছা ভিন্ন আমেরিকাবাসীর এক-পঞ্চমাংশ ছিল জার্মান—এই কারণেই আমেরিকা যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল না, কিন্তু ক্রমে জার্মানির ডুবো-জাহাজের আক্রমণে মার্কিন বাণিজ্য-স্বার্থ বিনষ্ট হইতে থাকিলে এবং ইওরোপীয় দেশগুলিকে আমেরিকা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রথম-ভাগে মার্কিন নিরপেক্ষতা

যে বিরাট পরিমাণ অর্থ ঋণ দিয়াছিল তাহার নিরাপত্তার জন্য ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা যুদ্ধে যোগদান করিতে বাধ্য হয়। যুদ্ধাবসানে মার্কিন প্রেসিডেন্ট উইলসনের চেষ্টায়-ই লীগ-অব-ন্যাশনস্ গঠিত হয়। কিন্তু প্যারিস শান্তি সম্মেলন কর্তৃক গৃহীত শান্তি-চুক্তিগুলির শর্তাদি রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণে আমেরিকা স্বীকৃত না হওয়ার ফলে, মার্কিন সরকার ঐ সকল সন্ধি স্বাক্ষর করিলেন না। পুনরায় আমেরিকা ইওরোপ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিবার নীতি গ্রহণ করিল। ইহা ভিন্ন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকা ইংলণ্ডের মাধ্যমে যে পরিমাণ ঋণ ইওরোপীয় দেশগুলিকে দিয়াছিল তাহাও আদায় না হওয়ায় আমেরিকা ইওরোপীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করিবার কু-ফল বুঝিতে পারিল। ইহার কিছুকাল পর্যন্ত আমেরিকা একদিকে ইওরোপীয় রাজনীতি হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিল, অপর দিকে সুদূর-প্রাচ্যে স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে ব্যস্ত রহিল। কিন্তু ক্রমেই আন্তর্জাতিক সমবায়ের প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া আমেরিকা ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াশিংটন কন্‌ফারেন্স (Washington Conference) নামে এক সম্মেলন আহ্বান করিল। এই সম্মেলনে প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চল ও নৌ-শক্তি হ্রাস-সংক্রান্ত সমস্যাগুলির সমাধানের চেষ্টা হইয়াছিল।

আমেরিকার যুদ্ধে যোগদান (১৯১৭) : মনরো নীতি ত্যাগ

যুদ্ধাবসানে ইওরোপীয় রাজনীতি হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিবার নীতি গ্রহণ সুদূর-প্রাচ্যে স্বার্থরক্ষার চেষ্টা

ইহা ভিন্ন আমেরিকা লীগ-অব ন্যাশনসের সহযোগিতার নীতিও গ্রহণ করিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ক্ষতিপূরণ প্রভৃতি সমস্যার সমাধানের জন্য মার্কিন বিশেষজ্ঞদের সাহায্য আমেরিকা দিতে স্বীকৃত হইল। আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার জন্য স্বাক্ষরিত ব্রিয়াণ্ড্-কেলগ্ চুক্তি (Briand-Kellog Pact)-ও আমেরিকা গ্রহণ করিয়াছিল (১৯২৮)। জাপান ঐ সময় মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করিলে আমেরিকা লীগ্-অব ন্যাশনসের সহিত যুগ্মভাবে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও জানাইয়াছিল। এইভাবে ক্রমেই আমেরিকা লীগ-অব-ন্যাশনসের সদস্য না হইয়াও আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে অধিকতর সক্রিয় অংশ গ্রহণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কিন্তু আন্তর্জাতিক সামরিক বিবাদ-বিসম্বাদ হইতে নির্লিপ্ত থাকিবার আগ্রহ ঐ সময়ে আমেরিকার পররাষ্ট্র-নীতির মূল সূত্র ছিল সন্দেহ নাই। ইতালী যখন আবিসিনিয়া দখল করে তখন

লীগ-অব্-ন্যাশনসের সদস্য না হইয়াও আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানে সহায়তা দান

আমেরিকা ইওরোপীয় যুদ্ধ হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিবার উদ্দেশ্যে নিরপেক্ষতা-মূলক আইন প্রণয়ন করিয়া সেগুলি অনুসরণ করিয়া চলিল। কিন্তু নাৎসী জার্মানির শক্তিবৃদ্ধিতে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স—এই দুইটি গণতান্ত্রিক দেশের নিরাপত্তা যতই ক্ষুণ্ণ হইতে চলিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট্ ফ্রাঙ্কলিন্ রুজভেল্ট্ ততই নিরপেক্ষ নীতি ত্যাগের পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন। ক্রমে নিরপেক্ষতার আইনগুলি বাতিল করা হইল। হিট্লারের সাম্রাজ্যবাদ সমগ্র পৃথিবীর শত্রুতাসাধানে বদ্ধপরিকর এই কথা বিবেচনা করিয়া রুজভেল্ট্ আমেরিকাকে সামরিকভাবে প্রস্তুত করিতে লাগিলেন এবং ইংলণ্ডকে সাহায্য করিবার জন্য প্রয়োজনীয় আইন (Lease & Lend Bill) প্রণয়ন করিলেন। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের ৭ই তারিখে জাপান কর্তৃক পার্ল বন্দর (Pearl Harbour) আক্রান্ত হইলে আমেরিকা যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কায় মার্কিন পর-রাষ্ট্র-নীতির পরিবর্তন

১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগদান

মার্কিন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ উন্নতি (Internal Development of America) : অন্তর্যুদ্ধের পূর্ববর্তী সময়ে আমেরিকা স্বাধীনতা-যুদ্ধ-প্রসূত অর্থনৈতিক অবস্থা দূরীকরণে চেষ্টিত ছিল। বিভিন্ন প্রেসিডেন্টের কার্য-কুশলতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরাঞ্চলে শিল্পজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন, ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য যৌথ কারবারের প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া আমেরিকা অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হয়। পশ্চিমাঞ্চলে পশুপালন ও কৃষি ব্যবসায় গড়িয়া উঠে। দক্ষিণাঞ্চলে চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী, কৃষিজাত দ্রব্যাদি, বিশেষভাবে তুলার চাষ চলিতে থাকে। উত্তরাঞ্চলের শিল্পজাত দ্রব্যের সংরক্ষণের জন্য স্থাপিত শুল্কের বিরোধিতা দক্ষিণাঞ্চলে তীব্র আকার ধারণ করে এবং অন্তর্যুদ্ধের সৃষ্টি হয়।

উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থা

মনুরো-নীতি অবলম্বন করিয়া আমেরিকা ফ্লোরিডা, লুসিয়া প্রভৃতি স্থান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করে। মিসিসিপি নদী অঞ্চলে বসতি বিস্তার, টেকসাস্ দখল, কেলিফোর্ণিয়া অধিকার প্রভৃতি নানাভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আয়তন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৮৬১-৬৫ খ্রীষ্টাব্দের অন্তর্যুদ্ধের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংহতি যেমন বৃদ্ধি পাইয়াছিল তেমনি ক্রীতদাস-

মনুরো-নীতি : আমেরিকার আয়তন বৃদ্ধি

প্রথার উচ্ছেদের ফলে আমেরিকাবাসী সমবেতভাবে এক নূতন দেশ গড়িয়া তুলিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল।

অন্তর্যুদ্ধের পরবর্তী অর্ধ শতাব্দীতে আমেরিকার আভ্যন্তরীণ উন্নতি এবং অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন মার্কিন জাতীয় জীবনে এক যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল। কেলিফোর্ণিয়া ও কলরেডো অঞ্চলে স্বর্ণখনির আবিষ্কার, রকিস্ অঞ্চলে নানাপ্রকার মূল্যবান ধাতুর আবিষ্কার অর্থনৈতিক উন্নতির সহায়ক হইয়াছিল। জমি উন্নয়নের উৎসাহদানের জন্য মার্কিন সরকার অন্ততঃ পাঁচ বৎসর কৃষিকার্যে লাগান হইবে এই শর্তে প্রত্যেক ব্যক্তিকে ১৬০ একর করিয়া জমি দিতে লাগিলেন। জমি উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে পশুপালনেরও উন্নতি সাধিত হইল। পরিবহণ ও চলাচলের সুবিধার জন্য 'ইউনিয়ন-পেসিফিক্ রেলওয়ে' (Union Pacific Railway) নামে এক দীর্ঘ রেলপথ প্রস্তুত হইল। ১৮৭০-৮৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে অসংখ্য ছোট ছোট রেলপথ নির্মাণ করা হইলে আমেরিকার বৃহদাংশ রেলপথ দ্বারা সংযোজিত হইল।

অন্তর্যুদ্ধের পরবর্তী অর্ধ-শতাব্দী: কৃষি, পশুপালন, খনিজদ্রব্য ও রেলপথের উন্নতি

আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ইওরোপীয় জাতির লোকদের বসতি-বিস্তার ক্রমে রেড্ ইণ্ডিয়ানদের স্বার্থে আঘাত হানিল। ফলে, আমেরিকাবাসী ঔপনিবেশিকদের সহিত রেড্ ইণ্ডিয়ান-দের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। শেষ পর্যন্ত পরাজিত হইয়া রেড্ ইণ্ডিয়ানগণ নিজেদের উৎকৃষ্ট জমিগুলিও ঔপনিবেশিকদের নিকট হারাইল এবং আত্মসমর্পণে বাধ্য হইল।

রেড্ ইণ্ডিয়ানদের সহিত সংঘর্ষ

অন্তর্যুদ্ধের পরবর্তী অর্ধ-শতাব্দী শিল্পোন্নতির ক্ষেত্রেও যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আমেরিকা ছিল কৃষিপ্রধান দেশ, কিন্তু ইহার পর হইতে আমেরিকা শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত হয়। নিজ দেশের জনসংখ্যার বিরাট চাহিদার সহিত আমেরিকা মহাদেশ ও ইওরোপীয় দেশ-গুলির মিলিত চাহিদার ফলে আমেরিকার শিল্পজাত দ্রব্যের উন্নতির প্রয়োজনীয় বাজারের অভাব কোন সময়ে হয় নাই। ইহা ভিন্ন ঐ সময়ে বিজ্ঞানের যে উন্নতি সাধিত হইয়াছিল তাহার ফলে এই বিরাট চাহিদা অনুযায়ী সামগ্রী প্রস্তুতের অসুবিধাও ছিল না। সামান্য কয়েক বৎসরের মধ্যেই আমেরিকা পৃথিবীর সর্ববৃহৎ শিল্পোৎপাদক-

শিল্পোন্নতি

দেশে পরিণত হয়। শিশুশিল্পকে সংরক্ষণ দান করিয়া গড়িয়া তুলিবার চেষ্টার কোন ত্রুটি হইল না। শিল্পবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় শহর গড়িয়া উঠিল। লৌহ, খনিজ তৈল, মোটর গাড়ী প্রভৃতি নানাবিধ শিল্প দ্রুতগতিতে উন্নত হইয়া উঠিল। শিল্পোৎপাদকগণ 'শিল্পসংঘ' (Combines), ট্রাস্ট্ (Trust) প্রভৃতি স্থাপন করিয়া বিশালাকৃতি শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিলেন। লৌহ-শিল্পে কার্ণেগি, তৈলশিল্পে রকফেলার প্রভৃতি শিল্পপতিগণ শিল্পোৎপাদনে যুগান্তর আনয়ন করিলেন। শ্রমিকগণও সংঘবদ্ধ হইয়া মজুরী বৃদ্ধির জন্য ধর্মঘট প্রভৃতি পন্থা অবলম্বন করিতে লাগিল। মার্কিন মালিক ও মজুরের মধ্যে বিরোধ ঐ সময় হইতে আরম্ভ হইয়া আজও চলিয়া আসিতেছে।

আমেরিকার অর্থনৈতিক উন্নতিতে আকৃষ্ট হইয়া ইওরোপীয় দেশগুলির এবং চীন ও জাপান হইতে বহুলোক আমেরিকায় বসবাস করিবার জন্য আসিতে লাগিল। ক্রমে বহিরাগত ব্যক্তিদের সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইলে মার্কিন সরকার অবাধভাবে বহিরাগত ব্যক্তিদের আমেরিকায় আসা বন্ধ করিতে বাধ্য হইলেন। প্রতিবৎসর একটি নির্ধারিত সংখ্যার অধিক লোক বিদেশ হইতে আমেরিকায় প্রবেশ নিষিদ্ধ হইল। চীনা ও জাপানীদের আগমনে মার্কিন শ্রমজীবিগণের সহিত তীব্র প্রতিযোগিতা দেখা দিলে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে চীনা আগন্তুকদের আমেরিকা প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হইল। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় নাগরিকত্ব যাহারা গ্রহণ করে নাই এইরূপ সকল চীনাদেরই আমেরিকা হইতে বহিষ্কার করা হইল। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে জাপানী আগন্তুকদের বিরুদ্ধেও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইল।

আগন্তুক-বিরোধী আইন

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আমেরিকা অসাধারণ শিল্পোন্নতির মাধ্যমে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বিত্তশালী দেশে পরিণত হইয়াছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকা বিরাট পরিমাণ অর্থ ইওরোপীয় দেশগুলিকে ঋণদান করিয়াছিল। অবশ্য এই অর্থের অধিকাংশই আমেরিকা ফেরৎ পায় নাই। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবীর সর্বত্র যে অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিয়াছিল তাহা আমেরিকার অর্থনৈতিক অবস্থারও বিপর্যয় আনিয়াছিল। কিন্তু প্রেসিডেন্ট্ রুজভেল্ট্-এর আমলে National Industrial Recovery Act (NIRA)

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের অর্থনৈতিক অবনতি : পুনরুজ্জীবন (NIRA)

পাস করিয়া অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের এক সুযৌক্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইল। বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেই আমেরিকার অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন সম্পূর্ণ হইয়া বাহিরের দেশগুলিকে সাহায্য দিবার মত শক্তি জন্মিয়াছিল।

পরিশিষ্ট (খ)

সুদূর-প্রাচ্য ঃ চীন ও জাপান

(The Far East : China and Japan)

ইওরোপের সুদূর-প্রাচ্য (ভারতবর্ষের নিকট-প্রাচ্য), অর্থাৎ চীন ও জাপান উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বহির্জগৎ হইতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন ছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে উভয় দেশই ইওরোপীয় দেশগুলির সাম্রাজ্যবাদী ও বাণিজ্যিক বিস্তারনীতি হইতে রেহাই পাইল না। ক্রমে এই দুই দেশ পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির স্বার্থসিদ্ধি ও শোষণের ক্ষেত্রে পরিণত হইল।

সুদূর-প্রাচ্য—চীন ও জাপান

চীন (China)

আদি সভ্যতার অন্যতম জন্মস্থান চীনদেশ পর্বত, মরুভূমি ও সাগর দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিয়া অতি প্রাচীনকাল হইতে নিজ স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া চলিয়াছিল। প্রাচীনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বহির্জগতের সহিত চীনদেশের যোগাযোগ ছিল না মনে করিলে ভুল হইবে। প্রাচীনকালে রোমের বণিকগণ চীনদেশ হইতে রেশম লইয়া যাইত। চীন-রাজসভায় পারসিক দূতগণও আসিতেন। ভারতবর্ষের সহিত চীন-দেশের যোগাযোগ ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ইওরোপীয় নাবিকগণ ক্যাথে (Cathay) অর্থাৎ চীনদেশে পৌছিবার পুনঃপুনঃ চেষ্টা করিত। মার্কো পোলো নামক ইতালীয় পর্যটক দীর্ঘকাল চীনদেশে অবস্থানের পর স্বদেশে ফিরিয়া 'মার্কো পোলোর

আদি সভ্যতার অন্যতম জন্মস্থান চীন

ইওরোপীয়দের চীনদেশে পৌছিবার চেষ্টা

ভ্রমণ' (Travels of Marco Polo) নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে চীনদেশের এবং জাপান, ব্রহ্মদেশ, ভারতবর্ষ প্রভৃতি প্রাচ্য দেশগুলির বিবরণ প্রকাশিত হইলে পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির মধ্যে ক্যাথে ও প্রাচ্য অঞ্চলের অপরাপর দেশে পৌঁছিবার এক দারুণ আগ্রহের সৃষ্টি হইয়াছিল। ভৌগোলিক আবিষ্কারের যুগে প্রাচ্যের দেশগুলিতে পৌঁছিবার সমুদ্রপথ আবিষ্কৃত হওয়ার সময় হইতে ইওরোপীয় বণিকগণ ক্রমে চীনদেশের স্বাতন্ত্র্যের প্রাচীর ভেদ করিয়া সেখানে স্বার্থসিদ্ধির জন্ত উপস্থিত হইতে লাগিল। চীনাগণ নিজেদের দেশকে 'স্বর্গীয় দেশ' (Celestial Empire) বলিয়া বর্ণনা করিত এবং নিজেদের প্রাচীন সভ্যতা সম্পর্কে তাহারা অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করিত। প্রাচীন গ্রীকগণ যেমন অ-গ্রীক মাত্রেরই নাম দিয়াছিল 'বর্বর', তেমনি চীনাগণও অপর সকলকেই 'বর্বর' (Barbarian) নামে অভিহিত করিত। ফলে, তাহারা অতি সন্তর্পণে নিজ দেশের সভ্যতাকে বাহিরের সভ্যতার সংস্পর্শ ও প্রভাব হইতে রক্ষা করিয়া চলিত।

চীনদেশের স্বাতন্ত্র্য

কিন্তু ভৌগোলিক আবিষ্কারের পর ষোড়শ শতাব্দীতে সমুদ্রপথ ধরিয়া পোর্তুগীজ বণিকগণ চীন দেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। ম্যাকাও (Macao) নামক বন্দরে তাহারা অতিশয় কঠোর শর্তাধীনে বাণিজ্য করিবার সামান্ত অধিকার লাভ করিল। ইহার এক শতাব্দী পর আসিল স্পেনীয়, ওলন্দাজ ও ইংরেজ নাবিকগণ। ইহারা আসিল ক্যান্টন (Canton) নামক বন্দরে। এইসকল ইওরোপীয় বণিক অতিশয় অপমানজনক শর্ত মানিয়াও প্রায় 'জোঁকে'র* ন্যায়ই চীনদেশে টিকিয়া রহিল। চীন সরকার ইওরোপীয় বণিকদের চীনে বসবাস ও বাণিজ্য করা মোটেই পছন্দ করিতেন না, সুতরাং চীন সম্রাট তাহাদের উপর নানা-প্রকার কঠোর শর্ত আরোপ করিলেন। ইওরোপীয় বণিকগণকে চীনা পদ্ধতিতে চীন সম্রাটকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম (Kotow) করিতে হইত। বিদেশী বণিকদের চীনাভাষা শিক্ষা করা

পোর্তুগীজ, স্পেনীয় ও ইংরেজ বণিকগণের আগমন

অপমানজনক শর্তে ইওরোপীয় বণিকগণের বাণিজ্য-অধিকার লাভ

*"They fastened like leeches upon her southern shore..." Ketelbey, p. 493.

নিষিদ্ধ ছিল এবং তাহারা অতি হীন স্তরের লোক বলিয়া বিবেচিত হইত। কো-হং (Co-hong) নামে এক শ্রেণীর চীনা বণিকদের নিকট তাহারা পণ্যদ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে বাধ্য ছিল। কিন্তু বাণিজ্য ও সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থান্বেষী ইওরোপীয় বণিকগণ সকল অপমানজনক শর্ত মানিয়া লইয়াই চীনদেশে টিকিয়া রহিল এবং সুযোগের অপেক্ষা করিতে লাগিল। চীনদেশের নিকটবর্তী রাশিয়াও এবিষয়ে পশ্চাদ্‌পদ ছিল না। ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম রাশিয়াই চীন সম্রাটের সহিত নারস্কিক্‌ (Nerschink) নামক চুক্তি স্থাপনে সমর্থ হয়। ইহাই ছিল সর্বপ্রথম চীনা-ইওরোপীয় চুক্তি। রুশ বণিকদিগকেও নানাপ্রকার কঠোর নিয়ম-কানুন মানিয়া বাণিজ্য করিতে হইত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে চীন ও রাশিয়ার মধ্যে আরও কয়েকটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতেও রুশ বণিকগণ চীনদেশে বাণিজ্যের প্রসার সাধনে সমর্থ হয় নাই। বরঞ্চ চীনা রুশ বাণিজ্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে অত্যন্ত হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। অপরাপর ইওরোপীয় বণিকগণ চীনা চা ও রেশম ক্রয় করিত এবং চীনদেশে আফিং আমদানি করিত। ব্রিটিশ ইস্ট্‌ ইণ্ডিয়া কোম্পানিই ছিল এবিষয়ে অগ্রণী।

নারস্কিক্‌ চুক্তি : রুশ-চীনা বাণিজ্য-চুক্তি

ক্রমে চীনদেশেব সহিত ইস্ট্‌ ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে ব্রিটিশ সরকারও কোম্পানিকে সাহায্যদানে প্রস্তুত হইলেন। রাজা তৃতীয় জর্জ চীন সম্রাটের নিকট উপঢৌকনসহ দূত প্রেরণ করিলেন, কিন্তু চীনের সম্রাট এই উপঢৌকনকে 'কর' (tribute) বলিয়া অভিহিত করিলেন। সম্রাট চিয়েন লুঙ্‌ (Chien Lung) তৃতীয় জর্জের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া ইংরেজ বণিকদের কোনপ্রকার সুযোগ দানে বা ইংলণ্ডের সহিত মিত্রতা স্থাপনে স্বীকৃত হইলেন না। তৃতীয় জর্জের রাজত্বকালে লর্ড ম্যাক্‌কার্টনি (১৭৯৩) এবং লর্ড আমহার্ষ্ট (১৮১৬) বাণিজ্যের সুযোগ আদায় করিবার জন্য ইংলণ্ড হইতে চীনদেশে আসিয়াছিলেন। কিন্তু উভয় দৌত্যই বিফল হইয়াছিল। চীন সম্রাট বাণিজ্যিক সুবিধাদানে অস্বীকৃত হওয়ার ফলে ইংলণ্ড ও চীনের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইল।

ব্রিটিশ ইস্ট্‌ ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যের প্রসার

চীনে ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জের দূত প্রেরণ

নানাপ্রকার বাধা-বিপত্তির মধ্যেও ব্রিটিশ ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির আফিং ব্যবসায় ইতিমধ্যে অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আফিং ব্যবসায় ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছিল এবং ঐ বৎসর সমগ্র চীনদেশের মোট রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য অপেক্ষা আফিংয়ের মোট আমদানি মূল্য ছিল অধিক। ব্রিটিশ ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতীয় ও পারস্য দেশীয় আফিং চীনে আমদানি করিত এবং তুরস্ক হইতে আফিং আমদানি করিত মার্কিন ব্যবসায়িগণ। এই বিরাট পরিমাণ আফিং আমদানি হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, চীনবাসীদের অধিকাংশই ছিল আফিংসেবী। আফিং সেবনের কু-অভ্যাস বিদেশীরাই চীনদেশে প্রচলন করিয়াছিল। চীন সরকার এই সর্বনাশাত্মক অভ্যাস দূর করিবার উদ্দেশ্যে ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে আইন করিয়া আফিং সেবন নিষেধ করিয়াছিলেন এবং ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে চীনে আফিং আমদানি নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বার্থপর বিদেশী বণিকগণ চীনা সরকারী কর্মচারিবর্গের দুর্নীতিপরায়ণতার সুযোগ লইয়া এই সকল বাধা-নিষেধ অমান্য করিয়া আফিংয়ের ব্যবসায় পূর্ণোদ্যমেই চালাইয়াছিল। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই চীন সরকারের এক আদেশের ফলে সাময়িকভাবে ক্যাণ্টন বন্দর হইতে আফিংয়ের ব্যবসায় সম্পূর্ণভাবে উঠিয়া গেল। ইহাতে চীনা কর্মচারীদের অবৈধ উপায়ে অর্থাগমের পথও বন্ধ হইয়া গেল। ফলে, তাহারা আফিংয়ের ব্যবসায় গোপনে পুনরায় গড়িয়া উঠিবার প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা দিতে লাগিল।

নানা বাধা-বিপত্তির মধ্যেও আফিং ব্যবসায়ের প্রসার

চীন সরকার কর্তৃক আফিং বর্জন নীতি গ্রহণ : চীনা কর্মচারী ও বিদেশী বণিকদের স্বার্থপরতায় গোপনে আফিং-ব্যবসায় প্রচলন

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাণ্টন বন্দরে একজন চীনা কমিশনার আফিং সেবন ও আফিং ব্যবসায় বন্ধ করিবার ভার প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু বিদেশী বণিকগণের বিরোধিতা ও চীনা সরকারী কর্মচারীদের স্বার্থপরতার জন্য আফিং ব্যবসায় বন্ধ করা সম্ভব হইল না। ঐ বৎসরই ব্রিটিশ সরকার লর্ড চার্লস্ নেপিয়ারকে চীনদেশে ব্রিটিশ বাণিজ্যের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। চার্লস্ নেপিয়ারের উদ্দেশ্য ছিল চীন সরকারের নিকট হইতে ব্রিটিশ বণিকদের পক্ষে সম্মানজনক শর্তে বাণিজ্যের অধিকার আদায় করা। চার্লস্

নেপিয়ারের ঔদ্ধত্য চীন সরকারের বিরক্তি বৃদ্ধি করিল।[1] পর বৎসর (১৮৩৪) নেপিয়ারের মৃত্যু হইলে আসন্ন ইঙ্গ-চীনা বিরোধের আশঙ্কা দূর হইল বটে, কিন্তু চীন সরকারের ব্রিটিশ-বিরোধিতা বৃদ্ধি পাইল। ঐ বৎসরই ব্রিটিশ সরকার ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির আফিং ব্যবসায়ের একচেটিয়া অধিকার বাতিল করিলে এই ব্যবসায়ে আরও বহুসংখ্যক ব্যবসায়ী ও ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান অংশ গ্রহণে অগ্রসর হইল। ক্রমেই আফিংয়ের ব্যবহার বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া চীন সরকার ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে এই সর্বনাশাত্মক মাদক দ্রব্যের ব্যবসায় বন্ধ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন।

চীন সরকার কর্তৃক আফিং-ব্যবসায় দমনের চেষ্টা : ইঙ্গ-চীন মনোমালিন্য

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে চীন সরকার লিন-জু-সু (Lin-Tzu-hsu) নামে একজন ক্ষমতাশালী ব্যক্তিকে ক্যান্টনের স্পেশ্যাল কমিশনার নিযুক্ত করিলেন। আফিং ব্যবসায় বন্ধ করিবার জন্য যে-সকল বিধি নিষেধ জারী করা হইয়াছিল, সেগুলি সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী করিবার দায়িত্ব তাঁহাকে দেওয়া হইল। লিন্ বিদেশী বণিকগণকে তাহাদের হাতে যে পরিমাণ আফিং ছিল তাহা তাঁহার নিকট জমা দিতে এবং ভবিষ্যতে তাহারা আফিং ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবে না এই প্রতিশ্রুতি দিতে আদেশ দিলেন। এই আদেশ অমান্য করিলে তিনি বিদেশী বণিকদের চীনদেশে বাণিজ্য করিবার অধিকার সম্পূর্ণভাবে নাকচ করিয়া দিবেন বলিয়া ভীতিও প্রদর্শন করিলেন। ব্রিটিশ বণিকগণ তাহাদের আমদানিকৃত আফিংয়ের কতক পরিমাণ চীনা কমিশনারের আদেশ অনুসারে জমা দিল বটে, কিন্তু ভবিষ্যতে আফিং ব্যবসায় ত্যাগের প্রতিশ্রুতিদানে অস্বীকৃত হইল। কিন্তু মার্কিন বণিকগণ ঐ শর্ত গ্রহণ করিল এবং চীনদেশে ব্যবসায়-বাণিজ্য করিবার অধিকার ভোগ করিতে লাগিল। ব্রিটিশ বণিকদের সহিত যাবতীয় বাণিজ্য-সম্বন্ধ চীন সরকারের আদেশে বন্ধ করা হইল, এমন কি খাদ্যদ্রব্যাদিও তাহাদের পক্ষে পাওয়া কঠিন হইয়া পড়িল। এইভাবে চীন সরকার ও ব্রিটিশ বণিকদের মধ্যে যে বিরোধের সৃষ্টি হইল তাহা ক্রমে প্রকাণ্ড যুদ্ধে পরিণত হইল।

লিন্ স্পেশ্যাল কমিশনার নিযুক্ত (১৮৩৯)

ইংরেজ বণিকদের সহিত বিরোধের সৃষ্টি

প্রথম ইঙ্গ-চীনা যুদ্ধ বা অহিফেন যুদ্ধ (First Anglo-Chinese or Opium War): প্রথম ইঙ্গ-চীনা যুদ্ধের মূল কারণ যে ইংরেজ বণিকদের নীচ স্বার্থপরতা-প্রসূত ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। নৈতিকতার দিক হইতে বিচার করিলে চীনদেশের অধিবাসিগণকে আফিংয়ের ন্যায় অনিষ্টকর দ্রব্য সেবন করাইয়া ইংরেজ বণিকদের অর্থ-লাভের চেষ্টা অত্যন্ত গর্হিত বলিয়া বিবেচিত হইবে বলা বাহুল্য।

প্রথম ইঙ্গ-চীনা যুদ্ধের মূল কারণ : ইংরেজ বণিকদের স্বার্থপরতা

চীনদেশে আফিং সেবনের কু-অভ্যাসের জন্য প্রধানত স্বার্থান্বেষী বিদেশী বণিকগণই ছিল দায়ী। অবশ্য চীন সরকারের আফিং সেবন বন্ধ করিবার অক্ষমতা ও চীনা সরকারী কর্মচারিগণের দুর্নীতি-পরায়ণতা এজন্য আংশিক-ভাবে দায়ী ছিল সন্দেহ নাই। আফিং সেবনের কু-অভ্যাস চীনবাসীদিগকে যেমন অকর্মণ্য করিয়া তুলিতেছিল অপরদিকে তেমনি বিরাট পরিমাণ আফিংয়ের আমদানির ফলে চীনদেশের বহু পরিমাণ সোনা-রূপা বিদেশে চলিয়া যাইতেছিল। ন্যায়পরায়ণ কোন কোন মার্কিন বা ইংরেজ বণিকও যে আফিং ব্যবসায়ের অবৈধতা ও সর্বনাশাত্মক প্রভাব সম্পর্কে সচেতন না ছিলেন এমন নহে। আফিং ব্যবসায়ের উপর অত্যধিক মনোযোগ দেওয়ার ফলে অন্যান্য পণ্যদ্রব্যাদির ব্যবসায় দিন দিনই হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছিল। এই কারণেও অনেকে আফিং ব্যবসায়ের সঙ্কোচ সাধনের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু স্বার্থান্বেষী বিদেশী বণিকদের অর্থলিপ্সার ফলে আফিং ব্যবসায় বন্ধ করিবার যাবতীয় চেষ্টাই বিফল হইয়াছিল।

অহিফেন সেবনের কু-অভ্যাস : বিদেশী বণিকদের দায়িত্ব

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে চীন সরকার কমিশনার লিন্-এর হস্তে আফিং ব্যবসায় দমন করিবার সম্পূর্ণ ভার অর্পণ করিলে এক নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইল। লিন্ ব্রিটিশ বণিকদের নিকট হইতে যাবতীয় আফিং হস্তগত করিলেন এবং মোট কুড়ি হাজার আফিং বোঝাই বাক্স পোড়াইয়া দিলেন। ব্রিটিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট্ ক্যাপ্টেন ইলিয়ট্ (Captain Elliot) এইজন্য ইংলণ্ডের রাণীর নিকট প্রতিকারপ্রার্থী হইবেন বলিয়া চীনা কমিশনার লিন্‌কে ভয় দেখাইলেন। কিন্তু লিন্ ইহাতে ভীত হইলেন না। তিনি ব্রিটিশ বণিকগণকে ভবিষ্যতে আফিং ব্যবসায়

কমিশনার লিন্ কর্তৃক আফিং-ব্যবসায় দমন

প্রবৃত্ত হইবে না এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিতে বলিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি ঘোষণা করিলেন যে, পুনরায় যাহারা আফিং ব্যবসায় শুরু করিবে তাহাদিগকে চীনা আইন অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইবে। চীন সরকারের বিনা অনুমতিতে কোন ব্রিটিশ জাহাজ চীনা উপকূলে ভিড়িতে পারিবে না বলিয়া ঘোষণা করা হইল। চীনা বিচারালয়ে ব্রিটিশ বণিকদের বিচার করিবার অধিকার লইয়া চীন সরকার ও ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইল। ঐ সময়ে বিনা অনুমতিতে তীরে ভিড়িবার চেষ্টা করিলে চীন সরকারের আদেশে একটি ব্রিটিশ যুদ্ধ-জাহাজও আক্রমণ করা হইয়াছিল। তদুপরি ব্রিটিশ বণিকদের সহিত যাবতীয় ব্যবসায়-বাণিজ্য নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ব্রিটিশ সরকার ব্রিটিশ যুদ্ধ-জাহাজ আক্রমণের জন্য ক্ষতিপূরণ, ভবিষ্যতে ইংরেজ বণিকদের চীনদেশে বাণিজ্য করিবার অধিকার এবং কমিশনার লিন্ কর্তৃক বিনাশ-কৃত আফিংয়ের জন্য ক্ষতিপূরণ চীন সরকারের নিকট দাবি করিলেন। চীন সরকার এই সকল দাবি অগ্রাহ্য করিলে ব্রিটিশ-জাহাজ কতিপয় চীনা-জাহাজের উপর গুলিবর্ষণ করে। এই সূত্রে প্রথম ইঙ্গ-চীনা বা প্রথম অহিফেন যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধ ১৮৪০ হইতে ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চলিয়াছিল।

আফিং-ব্যবসায়ে বাধা: ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ইংরেজ বণিকদের পক্ষ অবলম্বন

প্রথম ইঙ্গ-চীনা যুদ্ধ বা অহিফেন যুদ্ধ (১৮৪০-৪২)

উপরি-উক্ত কারণগুলি ইঙ্গ-চীনা যুদ্ধের আসন্ন কারণ হইলেও ইহার মূল কারণ ছিল ইংরেজ তথা ইওরোপীয় বণিকদের নিকট চীনদেশকে উন্মুক্ত করা। মার্কিন ঐতিহাসিক জন কুইন্সি এ্যাডামস্ (John Quincy Adams) বলেন যে, বোস্টন বন্দরে চায়ের বাক্স জলে নিক্ষেপ করা আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধের যেরূপ অজুহাত মাত্র ছিল, সেইরূপ চীন সরকার কর্তৃক ব্রিটিশ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির আফিংয়ের বাক্স বাজেয়াপ্ত করাও চীনদেশের সহিত ইংরেজের যুদ্ধের অজুহাত ভিন্ন অপর কিছুই নহে।* বস্তুত,

অহিফেন-সংক্রান্ত ঘটনা যুদ্ধের আসন্ন কারণ

মূল কারণ: (১) চীন সাম্রাজ্যে রাজনৈতিক অধিকার স্থাপন, (২) বাণিজ্য-স্বার্থ বৃদ্ধি, (৩) কো-হং প্রথার উচ্ছেদ

* "It is a general, but I believe, altogether mistaken opinion that the quarrel is merely for certain chests of opium imported by British merchants into China, it is mere incident to the dispute; but no more the cause of war than the throwing overboard of the tea in the Boston Harbour was the cause of the north American revolution." Vide, Vinacke, p. 40.

এই যুদ্ধের মূল কারণ ছিল, (১) চীন সাম্রাজ্যে ইংরেজ রাজনৈতিক অধিকার স্থাপনের ইচ্ছা, (২) রাজনৈতিক ক্ষমতার মাধ্যমে বাণিজ্যিক স্বার্থ বৃদ্ধি করা এবং (৩) কো-হং (Co-hong) প্রথার অবসান করা।

যুদ্ধ শুরু হইলে অল্পায়াসেই ব্রিটিশ সৈন্য চীনা সেনাবাহিনীকে পরাজিত করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। শেষ পর্যন্ত চীন সরকার ইংরেজদের সহিত শান্তি স্থাপনে বাধ্য হইলেন। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে আগস্ট চীনদেশের সহিত ইংরেজ পক্ষের নানকিং-এর চুক্তি (Treaty of Nankin) স্বাক্ষরিত হইল। এই চুক্তির শর্তানুসারে চীন সরকার দুই কোটি দশ লক্ষ পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ হিসাবে ব্রিটিশ সরকারকে দিতে বাধ্য হইলেন। চীন সরকার ব্রিটিশ সরকারকে হংকং দান করিলেন। ইহা ভিন্ন ক্যাণ্টন, এময়, ফুচো, নিংপো ও সাংহাই—এই পাঁচটি বন্দর বিদেশী বণিকদের নিকট উন্মুক্ত করিতে চীন সরকার স্বীকৃত হইলেন। এই সকল বন্দরে বিদেশী বণিকগণ নিজ নিজ কন্সাল (Consul) নিযুক্ত করিবার অধিকার পাইল। কো-হং প্রথার অবসান করা হইল এবং একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শুল্ক বিদেশী বণিকদের আমদানি-রপ্তানির উপর নির্ধারিত হইল। এই যুদ্ধ আফিং ব্যবসায় লইয়া-ই শুরু হইয়াছিল বটে, কিন্তু নানকিং-এর সন্ধিতে আফিং ব্যবসায় সম্পর্কে কোন উল্লেখই করা হইল না। তদুপরি, এই যুদ্ধের ফলেই চীনদেশের সামরিক দুর্বলতার পরিচয় ইংরেজ তথা ইওরোপীয়গণ উপলব্ধি করিল এবং উহার সুযোগ গ্রহণে অগ্রসর হইল।

চীনের পরাজয় : নানকিং-এর চুক্তি (১৮৪২)

শর্তাদি

ফলাফল

চীনদেশের অবগুণ্ঠন উন্মুক্ত করিবার দায়িত্ব ইংরেজগণই গ্রহণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু প্রথম ইঙ্গ-চীনা যুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই অপরাপর ইওরোপীয় দেশও চীনদেশের সহিত বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদন করিতে লাগিল। আমেরিকার চেষ্টায় চীনদেশীয় বাণিজ্য সকল বিদেশীর নিকটেই উন্মুক্ত রাখা হইল, ইংরেজগণ চীনদেশ সম্পর্কে 'উন্মুক্ত-দ্বার নীতি' (Open door policy) অবলম্বন করিল। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা চীনদেশের সহিত একটি বাণিজ্য-চুক্তি স্বাক্ষর করিল। এই চুক্তি দ্বারা চীনদেশে অবস্থানকারী মার্কিন বণিকগণ কোন-

ইওরোপীয়দের বাণিজ্য-বিস্তারের উৎসাহ

প্রকার অপরাধে অভিযুক্ত হইলে কেবলমাত্র মার্কিন কন্‌সাল তাহাদের বিচার করিবেন স্থির হইল। এইভাবে চীনদেশে অবস্থান করিয়াও চীনদেশের আইন-কানুনের প্রয়োগ ও চীনা আদালত হইতে স্বাধীনভাবে থাকিবার অধিকার (extra-territorial rights) মার্কিন ব্যবসায়িগণ লাভ করিল। আমেরিকার পর ফ্রান্সও অনুরূপ শর্তে চীন সরকারের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইল। ফ্রান্স চীনে ক্যাথলিক ধর্মপ্রচারের অনুমতিও লাভ করিতে সমর্থ হইল। এইভাবে ইংলণ্ড, আমেরিকা ও ফ্রান্সের সহিত চুক্তি স্বাক্ষর করিবার ফলে চীনদেশের দ্বার ইওরোপীয় দেশগুলির নিকট উন্মুক্ত হইল। সুইডেন, নরওয়ে, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশও চীনদেশের সহিত বাণিজ্য করিবার সুযোগ গ্রহণে পশ্চাদ্‌পদ রহিল না।

দ্বিতীয় চীনা যুদ্ধ (Second Chinese War): ক্রমেই বিদেশী বণিকগণ চীনে নিজ নিজ স্বার্থবৃদ্ধির জন্য অধিকতর সুযোগ-সুবিধা লাভের চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহারা চীনের পাঁচটি বন্দরে বাণিজ্য করিবার সুযোগ লাভ করিয়াই সন্তুষ্ট রহিতে পারিল না। সমগ্র ইয়াং-সিকিয়াং উপত্যকা তাহারা নিজেদের প্রাধান্যাধীনে আনিতে চাহিল। অপর দিকে চীন সরকার বিদেশী বণিকদের সুযোগবৃদ্ধি ব্যাহত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। এইভাবে অল্পকালের মধ্যেই এক দ্বিতীয় সংঘর্ষের সৃষ্টি হইল।

চীন সরকার ও বিদেশী বণিকদের মনে মালিন্য: দ্বিতীয় সংঘর্ষের প্রস্তুতি

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে চীন সরকারের দুর্বলতা টেইপিং (Taiping) বিদ্রোহের ফলে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ফলে, বিদেশী বণিকদের স্বার্থবৃদ্ধির সুযোগ হয়। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে একজন চীনা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে জনৈক ফরাসী খ্রীষ্ট ধর্মযাজক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলে ফরাসী ও ব্রিটিশ সরকারের স্বার্থসিদ্ধির সুযোগ উপস্থিত হইল। এই দুই দেশের সরকার চীন সরকারের বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করিতে মনস্থ করিলেন। এমন সময় অপর একটি ঘটনা প্রকাশ্য যুদ্ধের অজুহাতের সৃষ্টি করিল। এ্যারো (Arrow) নামে একটি লর্চা (*Lorcha*) অর্থাৎ জাহাজ ছিল একজন চীনবাসীর। এই জাহাজ-খানি বৃটিশ পাতাকা উড্ডীন করিয়া গোপনে অহিফেন ব্যবসায়, জলদস্যুতা প্রভৃতি অবৈধ কার্যে লিপ্ত ছিল। চীন সরকারের আদেশে এই জাহাজের

দ্বিতীয় চীনা যুদ্ধের কারণ

বারোজন নাবিককে গ্রেপ্তার করা হয়। এই সকল নাবিকের মধ্যে একজন দুর্ধর্ষ জলদস্যুও ছিল। ক্যান্টনে অবস্থিত ব্রিটিশ কন্সাল (Consul) এই নাবিকদের প্রত্যর্পণ দাবি করেন এবং ব্রিটিশ পতাকার অবমাননার জন্য চীন সরকারকে মাপ চাহিতে বলেন। চীন সরকার প্রথমে এই সকল দাবি অগ্রাহ্য করিলেও শেষ পর্যন্ত নাবিকদের ফিরাইয়া দিলেন। মাপ চাহিবার দাবি অবশ্য চীন সরকার ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করিলেন। এই অজুহাতে ব্রিটিশ পক্ষ চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ফ্রান্স ইংলণ্ডের পক্ষ অবলম্বন করিল। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী পামারস্টোন্ এই যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া ব্রিটিশ মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। কারণ 'এ্যারো' জাহাজটি ছিল চীনদেশীয় এবং চীন সরকারের সার্বভৌমত্ব উহার উপর প্রয়োগ করা সম্পূর্ণভাবে আইনসঙ্গত হইয়াছিল।

'লর্চা এ্যারো ঘটনা'

টেইপিং বিদ্রোহে দুর্বলীকৃত চীন সরকার ইঙ্গ-ফরাসী যুগ্মবাহিনীর বিরুদ্ধে অধিককাল যুঝিতে সক্ষম হইলেন না। বাধ্য হইয়াই চীন সরকার ব্রিটিশ ও ফরাসী শক্তির সংহত সন্ধি স্থাপন করিলেন। এই দুই দেশের সহিত সন্ধিই তিয়েনসিন (Treaties of Tientsin)-এর সন্ধি নামে পরিচিত (১৮৬১)। এই সন্ধির শর্তানুযায়ী (১) আরও এগারোটি বন্দর বিদেশী বণিকদের ব্যবসায়ের জন্য উন্মুক্ত হইল। (২) পিকিং-এ ইওরোপীয় দেশ-গুলির দূতাবাস স্থাপনের ব্যবস্থা হইল। (৩) বিদেশী বাণিজ্য-স্বার্থের সুবিধার জন্য শুল্কের পরিমাণ হ্রাস করা হইল। (৪) নির্ধারিত শুল্ক দিয়া অহিফেন আমদানি আইনগত স্বীকৃত হইল। (৫) খ্রীষ্ট ধর্মযাজকগণকে অবাধ ধর্মপ্রচারের অধিকার দেওয়া হইল। (৬) চীন সরকার ইঙ্গ-ফরাসী পক্ষকে প্রভূত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দানে স্বীকৃত হইলেন। (৭) বিদেশী বণিকগণকে চীনা আইনের প্রয়োগ হইতে মুক্ত রাখিবার extra-territorial rights পুনরায় স্বীকৃত হইল। দ্বিতীয় চীনা যুদ্ধ চীন সাম্রাজ্যের ও চীনা জাতির আত্মমর্যাদায় দারুণ আঘাত হানিল।

তিয়েনসিন এর সন্ধির শর্তাদি

টেইপিং বিদ্রোহ (Taiping Rebellion): ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে চীন সাম্রাজ্য যখন ইওরোপীয় বণিকদের স্বার্থপর আক্রমণ-নীতি হইতে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত, তখন আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও এক দারুণ অব্যবস্থা দেখা দিল। মাঞ্চু সম্রাট্‌বংশকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার জন্য 'টেইপিং

বিদ্রোহ'* নামে এক আন্দোলনের সৃষ্টি হয় (১৮৫১)। এই আন্দোলন প্রথমে একটি ধর্মান্দোলন হিসাবে শুরু হইয়া অল্পকালের মধ্যে রাজনৈতিক প্রকৃতি লাভ করে। টেইপিং বিদ্রোহের নেতা ছিলেন দক্ষিণ চীনের কোয়াংটাং প্রদেশবাসী হাং-সিন্-চুয়ান্ (Hung-Hsin Chuang)। ইনি একজন বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। ক্যাণ্টনের প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মযাজকগণের নিকট তিনি খ্রীষ্টধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে তিনি এক নূতন ধর্ম-প্রচারের জন্য স্বর্গীয় প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। হাং-পৌত্তলিকতা-বিরোধী খ্রীষ্টধর্মের অনুকরণে এক নূতন ধর্মপ্রচার শুরু করেন। নিজেকে তিনি 'স্বর্গীয় রাজা' (Heavenly King) বলিয়া ঘোষণা করেন এবং স্বর্গরাজ্য (Heavenly Kingdom) নামে একটি নূতন রাজ্য স্থাপনের জন্য সচেষ্ট হন। হাং 'সম্পূর্ণ শান্তি' বা 'টেইপিং' (Taiping=Perfect Peace) নামে এক নূতন রাজ-বংশ স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন। কোয়াংসি নামক স্থানে হাং বহুসংখ্যক লোকের সমর্থন লাভ করিলেন। কোয়াংসি হইতে হাং তাঁহার দলবলসহ উত্তরাঞ্চলের দিকে অগ্রসরও হইতে লাগিলেন এবং মন্দিরের দেবমূর্তি, গ্রন্থাগারের পুস্তকাদি বিনষ্ট করিয়া এবং সরকারী সেনাবাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিয়া এক ব্যাপক অব্যবস্থার সৃষ্টি করিলেন। এইভাবে হাং সাময়িকভাবে নান্‌কিং দখল করিতেও সমর্থ হইলেন এবং সেখানে নিজের একটি রাজধানীও স্থাপন করিলেন। ধর্ম হইতে উদ্ভূত হইলেও এক নূতন রাজ্যগঠনের রাজনৈতিক আদর্শ-ই ছিল ইহার প্রকৃত প্রেরণা। ইওরোপীয় প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মাবলম্বিগণ হাং-কে সাহায্যদানের পক্ষপাতী ছিল। প্রথমে, ব্রিটিশ সরকারও টেইপিং বিদ্রোহীদিগকে সাহায্য দিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমেরিকা এই ব্যাপারে চীনা সরকারের পক্ষ অবলম্বন করে। বিদেশী বণিকদের মধ্যে প্রথমে যাঁহারা টেইপিং বিদ্রোহীদিগকে সাহায্য-দানের পক্ষপাতী ছিলেন তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে, হাং যদি দেশের শাসনভার প্রাপ্ত হন তাহা হইলে তাঁহারা অধিকতর সুযোগ-সুবিধা আদায় করিতে

টেইপিং বিদ্রোহের সূত্রপাত: হাং-এর নেতৃত্ব

প্রথম টেইপিং বিদ্রোহের ধর্মাশ্রয়ী রূপ—প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক আন্দোলন

* Tai P'ing—Perfect Peace.

পারিবেন। কিন্তু ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে বিদেশী বণিকগণ টেইপিং বিদ্রোহিগণের পক্ষ ত্যাগ করিয়া চীন সম্রাটকে সমর্থন করিতে শুরু করেন। বিদেশী সহায়তায় মাঞ্চু সম্রাটবংশ টেইপিং বিদ্রোহ দমন করিতে সমর্থ হন।

বিদ্রোহ দমন

সুদক্ষ নেতৃত্বের অভাবও টেইপিং বিদ্রোহের বিফলতার অন্যতম কারণ ছিল সন্দেহ নাই। ইহা ভিন্ন সেং-কুয়ো-ফান্ (Tseng-Kuo-Fan) একদল সৈন্য যোগাড় করিয়া টেইপিং বিদ্রোহীদিগকে নানকিং হইতে বিতাড়িত করেন। বিদেশী সাহায্যকারীদের মধ্যে ব্রিটিশ সামরিক কর্মচারী ক্যাপ্টেন গর্ডন (Captain Gordon)-এর তৎপরতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে টেইপিং বিদ্রোহ সম্পূর্ণভাবে দমিত হয়।

টেইপিং বিদ্রোহ ছিল মূলত কৃষকদের বিদ্রোহ। সামন্ত-প্রথা-প্রসূত অত্যাচার-অবিচার এই বিদ্রোহের প্রেরণা দান করিয়াছিল। এই বিদ্রোহ

টেইপিং বিদ্রোহের গুরুত্ব

মাঞ্চু সম্রাটবংশের দুর্বলতা ও পতনোন্মুখতার প্রমাণ-স্বরূপ ছিল। ১৮৫১ হইতে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর ধরিয়া এই বিদ্রোহের ব্যাপকতা ভবিষ্যতে চীনা বিদ্রোহের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়াছিল। টেইপিং বিদ্রোহিগণের দাবির কোন কিছুই ঐ সময়ে সাফল্যলাভ করে নাই বটে, কিন্তু প্রায় একশত বৎসর পরে নূতন চীন গঠনের সঙ্গে সঙ্গে টেইপিং বিদ্রোহীদের দাবির সব কিছুই সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে। আধুনিক চীনের পূর্বাভাস একশত বৎসরের পূর্বেকার টেইপিং বিদ্রোহে পরিলক্ষিত হয়। ইহাই হইল টেইপিং বিদ্রোহের গুরুত্ব।

তিয়েনসিন-এর সন্ধি (১৮৬১) হইতে শিমনো-শেকির সন্ধি (১৮৯৫) পর্যন্ত চীন (China from the Treaty of Tientsin to the Treaty of Shimonoseki): তিয়েনসিনের সন্ধির পর চীন সাম্রাজ্য ইওরোপীয় দেশগুলির নিকট সম্পূর্ণভাবে উন্মুক্ত হইল। বহু শতাব্দীর লৌহ-অবগুণ্ঠন সামরিক শক্তিপুষ্ট ইওরোপীয়

বিদেশী বণিকদের চীন সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ রাজ-নীতিতে অংশ গ্রহণ

বণিকদের স্বার্থলিপ্সার আঘাতে উন্মোচিত হইল। বিদেশী বণিকগণ চীনদেশের অভ্যন্তর ভাগ পর্যন্ত প্রবেশ করিয়া চীনদেশের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করিতে লাগিল। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থপরতার এক নগ্ন, জঘন্য অভিনয় চীন সাম্রাজ্যের বুকে

অভিনীত হইতে লাগিল। বিদেশী বণিকদের মধ্যে চীনদেশের অর্থনৈতিক শোষণের এক দারুণ প্রতিযোগিতা শুরু হইল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের পূর্বেই ইওরোপীয় দেশগুলির প্রত্যেকটিই চীন সাম্রাজ্যের বাণিজ্যের অংশ গ্রহণের সুযোগ লইয়াছিল। ইংলণ্ড চীনা বাণিজ্যের সর্বাধিক অংশ দখল করিতে সমর্থ হইয়াছিল। জনৈক ব্রিটিশ কন্‌সালকে হত্যা করিলে ব্রিটিশ সরকার সুযোগ পাইয়া চীন সরকারের উপর আর একটি নূতন চুক্তির শর্ত চাপাইলেন। ইহা 'চিফু চুক্তি' (১৮৭৬) (Cheefoo Agreement) নামে পরিচিত। এই চুক্তির শর্তানুসারে আরও চারিটি বন্দর বিদেশী বণিকদের নিকট উন্মুক্ত করা হইল। ইহা ভিন্ন ব্রিটিশ বাণিজ্য অধিকারও নানাভাবে বৃদ্ধি করা হইল।

ইওরোপীয় দেশগুলি কর্তৃক চীনের অর্থনৈতিক শোষণ

ইওরোপীয় বণিকগণ চীন সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক শোষণ করিয়াই ক্ষান্ত রহিল না। চীন সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী অংশগুলি একে একে বিদেশীগণ কর্তৃক অধিকৃত হইল। রাশিয়া মাঞ্চুরিয়া দখল করিল, ফ্রান্স ইন্দোচীন আনাম্ ও টন্‌কিন্ অধিকার করিল। ইংলণ্ড ব্রহ্মদেশ ও সিকিম দখল করিয়া লইল। এইভাবে চীনদেশের অধীন সাম্রাজ্যের অনেকাংশ বিদেশীদের হস্তগত হইল। এশিয়াস্থ দেশ জাপানও চীনগ্রাসে অগ্রসর হইল। জাপান কর্তৃক চীনগ্রাসের নীতি গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সুদূর-প্রাচ্যের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক নূতন এবং গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়; সুদূর-প্রাচ্যের সমস্যা এক নূতন জটিলতায় জটিলতর হইয়া উঠে। ১৭০৩ হইতে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সুদূর-প্রাচ্যের সমস্যার প্রধান প্রশ্ন ও উদ্দেশ্য ছিল চীনদেশের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করা এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুবিধা-সুযোগ আদায় করা। ১৮৬০ হইতে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সুদূর-প্রাচ্য সমস্যা তিনটি বিশেষ ভিন্ন ভিন্ন প্রভাবে জটিল হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময়ে (১) চীন ও জাপানের পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির বাণিজ্য-স্বার্থ বৃদ্ধির চেষ্টা, (২) চীন সাম্রাজ্যগ্রাসের প্রতিযোগিতা এবং চীন সাম্রাজ্যের অধীন বহু স্থান পাশ্চাত্ত্য দেশগুলি কর্তৃক অধিকার, (৩) জাপানের উত্থান এবং চীন সাম্রাজ্যগ্রাসে

চীন সাম্রাজ্যাংশ অধিকার

জাপানের উত্থানে নূতন জটিলতার সৃষ্টি

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সুদূর-প্রাচ্য সমস্যার জটিলতা

পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির সহধর্মী হইয়া উঠা—এই তিনটি কারণে সুদূর-প্রাচ্য সমস্যা অত্যন্ত জটিল হইয়া উঠিয়াছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জাপান পাশ্চাত্ত্য প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া উঠে। পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও যুদ্ধবিদ্যায় জ্ঞানলাভ করিয়া জাপান পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির ন্যায়ই (১) সাম্রাজ্যবাদী পররাষ্ট্র নীতি অবলম্বন করিল। ইওরোপীয় দেশগুলি যখন চীনদেশকে নিজ নিজ সুবিধামত চুক্তি সম্পাদনে বাধ্য করিতেছিল, তখন জাপান যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করিয়া চীনদেশের বিরুদ্ধে আক্রমণ নীতি গ্রহণ করে। ইওরোপীয় দেশগুলির ন্যায়-ই জাপান চীনদেশের নিকট হইতে বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা আদায় করিবার দাবি করে (১৮৭২)। চীন সাম্রাজ্যাধীন কোরিয়া রাজ্য জাপানের নিকট নিজ বন্দরগুলি উন্মুক্ত করিতে অস্বীকার করিলে জাপান কোরিয়ার বন্দরগুলি আক্রমণ করে। দুই বৎসর পর (১৮৭৪) জাপান ফরমোসা দ্বীপটি আক্রমণ করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত উহা ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসে। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে জাপান চীনদেশ হইতে লুচু দ্বীপগুলি (Loochoo Islands) বলপূর্বক দখল করে। কিন্তু জাপানের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল কোরিয়ার উপর। জাপানের নিরাপত্তার দিক হইতেও কোরিয়ার স্বাধীনতা রক্ষা এবং সেখানে জাপানী প্রাধান্য বিস্তার করা প্রয়োজন ছিল। কোরিয়া অপর কোন ইওরোপীয় শক্তির হস্তে চলিয়া গেলে জাপানের সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল। এই কারণে জাপান চীনদেশের বিরুদ্ধে একপ্রকার বিনা কারণেই যুদ্ধ শুরু করিল এবং চীনদেশকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিয়া শিমনোশেকির সন্ধি (Treaty of Shimonoseki) স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করিল (১৮৯৫)। এই সন্ধির শর্তানুযায়ী চীনদেশ কোরিয়ার উপর আধিপত্য ত্যাগ করিল এবং ভবিষ্যতে কোরিয়ার উপর জাপানের অধিকার বিস্তৃতির পথ প্রস্তুত হইয়া রহিল। শিমনোশেকির সন্ধি দ্বারা জাপান সমগ্র লিয়াওটাং উপদ্বীপটি আত্মসাৎ করিতে চাহিলে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের হস্তক্ষেপের ফলে উহা প্রতিহত হইল।

জাপান কর্তৃক চীন সাম্রাজ্য গ্রাসনীতি গ্রহণ

চীন-জাপান যুদ্ধ (১৮৯৪-৯৫) : শিমনোশেকির সন্ধি

জাপান লিয়াওটাং উপদ্বীপ দখল করিলে রাশিয়ার ভবিষ্যৎ প্রসারের পথ বন্ধ হইত। রাশিয়া মাঞ্চুরিয়া ও কোরিয়ার উপর আধিপত্য বিস্তারে ইচ্ছুক

ছিল। শিমনোশেকির সন্ধি দ্বারা লিয়াওটাং উপদ্বীপ জাপানের দখলে চলিয়া যাওয়ায় রাশিয়া জার্মানি ও ফ্রান্সের সহিত যুগ্মভাবে চীন সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার দোহাই দিয়া জাপানকে বাধাদানে অগ্রসর হইল। এই তিনটি শক্তির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার মত সামর্থ্য জাপানের তখন ছিল না। সুতরাং তাহাদের হস্তক্ষেপের ফলে জাপান লিয়াওটাং উপদ্বীপ ও পোর্ট আর্থার চীনদেশকে ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হইল। কিন্তু জাপানকে চীন সাম্রাজ্যগ্রাসে বাধাদানের কালে চীন সাম্রাজ্যের সংহতি রক্ষার আগ্রহ ইওরোপীয় শক্তিবর্গ প্রদর্শন করিলেও ইহা নিছক স্বার্থসিদ্ধির উপায় হিসাবেই যে করা হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ রহিল না। চীন সাম্রাজ্যের তথাকথিত বন্ধুদেশ রাশিয়া, ফ্রান্স ও জার্মানি জাপানের গ্রাস হইতে চীন সাম্রাজ্যাংশ রক্ষা করিবার পুরস্কার গ্রহণে অগ্রসর হইল। ফ্রান্স চীনদেশকে প্রভূত পরিমাণ অর্থ ঋণদানের বিনিময়ে নানাপ্রকার বাণিজ্য-সুযোগ আদায় করিয়া লইল। চীনদেশে রেলপথ নির্মাণ ও পরিচালনার যাবতীয় কার্যের দায়িত্ব ফ্রান্স গ্রহণ করিল।

চীন সাম্রাজ্যের সংহতি ও নিরাপত্তার অজুহাতে রাশিয়া, জার্মানি ও ফ্রান্সের হস্তক্ষেপ

সাণ্টাং বন্দরে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে দুইজন জার্মান ধর্মযাজককে হত্যার ফলে জার্মানি চীন সরকারের নিকট হইতে বহু সুবিধা-সুযোগ আদায় করিয়া লইল। সাণ্টাং বন্দরটি ও কিয়াও-চাও জেলাটি ৯৯ বৎসরের জন্য দখলে রাখিবার অধিকার জার্মানি চীন সরকারের নিকট হইতে আদায় করিল। জার্মানির এইভাবে শক্তি বৃদ্ধি পাইলে অপরাপর ইওরোপীয় দেশ জার্মানির সহিত শক্তি-সাম্য বজায় রাখিবার অজুহাতে চীন সরকার হইতে নানাস্থান আদায় করিয়া লইল। ফ্রান্স কোয়াং চোয়াং ৯৯ বৎসরের জন্য দখল করিল এবং টন্‌কিন্ ও য়ুনান নামক স্থানের যাবতীয় রেলপথ নির্মাণ ও উহার পরিচালনার ভার পাইল। রাশিয়া পোর্ট আর্থার ও টালিয়েন নামক স্থান দুইটি ২৫ বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত গ্রহণ করিল। ইহা ভিন্ন রাশিয়া মাঞ্চুরিয়ার মধ্য দিয়া ভ্লাডিভস্টক্ পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণের অধিকার আদায় করিয়া লইল। রাশিয়া যতদিন পোর্ট আর্থার দখলে রাখিবে ততদিন ব্রিটেন ওয়ে-হাই-ওয়ে নামক স্থানের উপর আধিপত্য করিবার অধিকার

চীন হইতে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের সুযোগ-সুবিধা আদায়ের প্রতিযোগিতা

আদায় করিল। জাপান চীন হইতে এই প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিল যে, ফুকিন (Fukein) অঞ্চলে কোন শক্তির প্রাধান্য স্থাপনে চীন সরকার রাজী হইবেন না। এইভাবে সাণ্টাং অঞ্চলে জার্মানি, ইয়াং সিকিয়াং উপত্যকায় ব্রিটেন, ফুকিন অঞ্চলে জাপান, টন্‌কিন্‌, য়ুনান ও কোয়াং চোয়াং অঞ্চলে ফ্রান্স এবং মাঞ্চুরিয়া ও মোঙ্গোলিয়া অঞ্চলে রুশ প্রাধান্য স্থাপিত হইল। জাপানকে শিমনোশেকির চুক্তির শর্তানুযায়ী চীন সাম্রাজ্যের অংশ দখল করিতে বাধা দেওয়ার পশ্চাতে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের যে স্বার্থবুদ্ধি লুক্কায়িত ছিল, তাহা চীনদেশ ও জাপানের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। চীন সাম্রাজ্য ইওরোপীয় শক্তিবর্গের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থলোলুপতার যূপকাষ্ঠে আহুত হইতে চলিল।

সাণ্টাং অঞ্চলে জার্মানি, ইয়াং সিকিয়াং অঞ্চলে ব্রিটেন, ফুকিন অঞ্চলে জাপান, মাঞ্চুরিয়া ও মোঙ্গোলিয়ায় রাশিয়া, কোয়াং চোয়াং, টন্‌কিন, য়ুনান অঞ্চলে ফ্রান্সের প্রাধান্য স্থাপন

আমেরিকা চীনদেশের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে নাই, উপরন্তু টেইপিং বিদ্রোহকালে সর্বপ্রথম আমেরিকা-ই চীন সরকারের সাহায্যে অগ্রসর হইয়াছিল। পরবর্তী সময়েও অপরাপর ইওরোপীয় শক্তিবর্গ যখন চীন সাম্রাজ্য দখল করিতে ব্যস্ত, তখনও আমেরিকা চীনদেশে বাণিজ্য করিবার সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করিয়াই সন্তুষ্ট ছিল। আমেরিকা চীনদেশে extra-territorial rights অবশ্য ভোগ করিত। এই সকল কারণে আমেরিকা চীনদেশের প্রকৃত মিত্রদেশ হিসাবে বিবেচিত হইত। আমেরিকার অন্তর্যুদ্ধ এবং উহার পর আভ্যন্তরীণ পুনরুজ্জীবনের দায়িত্ব মার্কিন জাতিকে বহির্জগতে উপনিবেশ বিস্তারে নিরস্ত রাখিল। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ফলে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করিবার পর প্রশান্ত মহাসাগরে চীনদেশের ঔপনিবেশিক স্বার্থ বৃদ্ধি পাইল। ইহার পূর্বাবধি কেবলমাত্র বাণিজ্যস্বার্থ বৃদ্ধিই ছিল আমেরিকার সুদূর-প্রাচ্য নীতির মূলসূত্র। কিন্তু স্পেনের যুদ্ধের পর আমেরিকা এক অতি জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইল। ইতিমধ্যে ইওরোপীয় দেশগুলি চীন সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে এমনভাবে ক্ষমতা বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিল যাহার ফলে ঐ সকল দেশ ইচ্ছা করিলে চীনদেশে মার্কিন বাণিজ্যাধিকার একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে পারিত। সুতরাং মার্কিন সুদূর-প্রাচ্য নীতি

চীনদেশের সহিত মার্কিন বন্ধুত্ব

সমস্যাসঙ্কুল হইয়া উঠিল। আমেরিকার সম্মুখে তখন তিনটি পন্থা উন্মুক্ত ছিল : (১) অপরাপর শক্তিগুলির সহিত চীন সাম্রাজ্যে প্রাধান্য-বিস্তারে অবতীর্ণ হওয়া, (২) চীন সাম্রাজ্যে কেবলমাত্র বাণিজ্যস্বার্থ বৃদ্ধি করা এবং সেই কারণে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করা, এবং (৩) চীন সাম্রাজ্যের সংহতি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা। চীন সাম্রাজ্যে মার্কিন উপনিবেশ বিস্তার ঐ সময়ে মার্কিন পররাষ্ট্র-নীতি বহির্ভূত ছিল। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ অধিকারের ফলে ঐ নীতি কতকটা ব্যাহত হইয়াছিল বটে, কিন্তু চীনের অংশ দখল করিবার নীতি তখনও মার্কিন সরকার গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না।* সুতরাং আমেরিকা চীনদেশে নিরাপত্তা ও সংহতি রক্ষার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট ইওরোপীয় দেশগুলিকে চীনে 'উন্মুক্ত-দ্বার-নীতি' (Open door policy) অনুসরণের জন্য অনুরোধ জানাইল। মার্কিন প্রস্তাবে কোন বিদেশী বণিকের বিরুদ্ধে চীনা বাণিজ্যের বিষয়ে বৈষম্যমূলক নীতি গৃহীত হইবে না দাবি করা হইল। একমাত্র রাশিয়া ভিন্ন অপরাপর সকল ইওরোপীয় দেশই আমেরিকা-প্রস্তাবিত 'উন্মুক্ত দ্বার নীতি' স্বীকার করিল। রাশিয়া এই নীতি অগ্রাহ্য না করিলেও স্পষ্টভাবে উহা গ্রহণও করিল না।

আমেরিকা কর্তৃক চীনদেশে 'উন্মুক্ত-দ্বার-নীতি' গ্রহণের দাবি

ইওরোপীয় শক্তিবর্গ কর্তৃক 'উন্মুক্ত-দ্বার-নীতি স্বীকৃত

মার্কিন নীতি গ্রহণের ফলে ইওরোপীয় শক্তিবর্গ কর্তৃক চীন সাম্রাজ্যের আসন্ন ব্যবচ্ছেদ রোধ করা সম্ভব হইল।

বক্সার বিদ্রোহ (Boxer Rebellion) ঃ আমেরিকার চেষ্টায় ইওরোপীয় শক্তিবর্গ কর্তৃক চীনদেশ আত্মসাৎ করিবার নীচ, স্বার্থপর প্রতিযোগিতা কতক পরিমাণে হ্রাস পাইল। চীনদেশের লৌহ-অবগুণ্ঠন অবশ্য সম্পূর্ণভাবে অপসৃত হইয়া চীনদেশ ইওরোপীয় দেশগুলির শোষণের জন্য উন্মুক্ত হইল। কিন্তু

ইওরোপীয়দের বিরুদ্ধে চীনবাসীর বিরোধিতা

*"Consequently, for the United States to attempt to get a slice of the 'Chinese Melon' would have been for it to make a violent departure from its past policy. The departure would have been more marked if adopted in China than if adopted elsewhere, because after 1842 the government of the United States had almost uniformly urged the necessity of the maintaining the territorial integrity of China." Vide. Vinacke, p. 143.

এই শোষণ-নীতির বিরোধিতা চীনবাসীর মধ্যে ক্রমেই প্রকাশ্য বিদ্রোহে রূপলাভ করিতে চলিল।

মাঞ্চুবংশের শাসনের অক্ষমতা ও দুর্বলতা বিদেশীদের চীনদেশ গ্রাস-নীতির সহায়ক হইয়াছিল সন্দেহ নাই। স্বভাবতই বিদেশীদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাঞ্চুবংশের পতন ঘটাইবার ইচ্ছাও জাগিল। 'মুষ্টি যোদ্ধা' (Boxers or First-Fighters) নামে এক গোপন সমিতি গড়িয়া উঠিল। এই বিদ্রোহী সঙ্ঘ বিদেশী শোষণ এবং বিদেশীয়দের অনুকরণে চীন সাম্রাজ্যে সম্রাট কোয়াং-সু (Kwang-Hsu) প্রবর্তিত সংস্কার—অর্থাৎ সবপ্রকার বিদেশীয় প্রভাবের অবসানকল্পে বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। ঐ সময়ে (১৮৯৮) বিধবা সম্রাজ্ঞী জু-সি (Tzu-Hsi) সম্রাট কোয়াং-সু'কে সিংহাসনচ্যুত করিয়া নিজ হস্তে শাসনকার্য গ্রহণ করিলেন। তিনি বিদেশীয়দের অনুকরণে প্রবর্তিত যাবতীয় সংস্কার নাকচ করিলেন এবং এক অতিশয় প্রতিক্রিয়াশীল শাসনব্যবস্থার প্রচলন করিলেন। মাঞ্চুবংশের বিরুদ্ধে জনসাধারণের মধ্যে যে দারুণ বিদ্রোহ-ভাব জাগিয়াছিল, তাহা হ্রাস করিবার উপায় হিসাবে তিনি বিদেশীয়দের বিরুদ্ধে দেশবাসীর স্বাভাবিক বিদ্রোহভাবের সমর্থন করিতে লাগিলেন।

'বক্সার' গোপন সমিতি গঠন

সম্রাজ্ঞী জু সি এর সহায়তা

বিদেশীয়দের বিরুদ্ধে চীনবাসীর প্রতিক্রিয়া দ্বিতীয় চীনা যুদ্ধের পর হইতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল। ঐ যুদ্ধের পর ইংরেজ, ফরাসী ও জার্মান ধর্ম-যাজকগণ অধিকতর উৎসাহসহকারে চীনে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। চীনবাসিগণ এই সকল ধর্মযাজককে রাজনৈতিক প্রাধান্য বিস্তারের ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী বলিয়া মনে করিত। বিদেশী খ্রীষ্ট ধর্মযাজকদের ক্ষমতা ও প্রতি-পত্তি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে তাহাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা বা বিদ্বেষ তীব্র আকার ধারণ করে। বিদেশী ধর্মযাজকদের হত্যাকাণ্ডে এই বিরুদ্ধ মনো-ভাবের প্রকাশ দেখা যায়। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে বক্সার বিদ্রোহ চরমে পৌঁছে। চীনদেশের নানাস্থানে শত শত ইওরোপীয় ধর্মযাজককে হত্যা করা হয়। জার্মানির একজন পদস্থ কর্মচারীকে পিকিং-এর রাস্তায় হত্যা করা হয়। বিদেশী দূতাবাসগুলি বিদ্রোহী জনতা কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়। প্রায় দুই মাস এই সকল দূতাবাসের কর্মচারিগণ অবরুদ্ধ অবস্থায়

বক্সার বিদ্রোহ (১৯০০)

থাকিবার পর এক আন্তর্জাতিক সেনাবাহিনী পিকিং-এ উপস্থিত হইয়া বিদেশী দূতগণকে অবরোধ-মুক্ত করে। আন্তর্জাতিক সেনাবাহিনীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সম্রাজ্ঞী জু-সি ও তাঁহার সভাসদ্‌গণ পিকিং ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। আন্তজাতিক সামরিক বাহিনী চীনা বিদ্রোহী এবং বিদেশীয় সৈন্যদের দমন করিয়া চীনে শান্তি-শৃঙ্খলা পুনঃস্থাপন করিল।

আন্তর্জাতিক সেনা-বাহিনী কর্তৃক বিদ্রোহ দমন

ঐ সময়ে চীনদেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা চরমে পৌঁছিয়াছিল। চীন সাম্রাজ্য ব্যবচ্ছেদের শ্রেষ্ঠ সুযোগ তখনই উপস্থিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। আমেরিকা নিজ স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য 'উন্মুক্ত-দ্বার নীতি'র সমর্থন এবং চীন সাম্রাজ্যের সংহতি ও নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিবে বলিয়া ঘোষণা করিল (১৯০০)। ঐ বৎসরই ইংলণ্ড ও জার্মানি চীন সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অরাজকতা ও অব্যবস্থার সুযোগে নিজ নিজ উপনিবেশ বিস্তার করিবে না বলিয়া চুক্তিবদ্ধ হইল এবং অপর কোন শক্তি চীন সাম্রাজ্য গ্রাস-নীতি অবলম্বন করিলে উভয়ে মিলিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে স্বীকৃত হইল।

আমেরিকা কর্তৃক 'উন্মুক্ত দ্বার-নীতি'র পুনঃসমর্থন

চীনদেশের ব্যবচ্ছেদ রোধ হইল বটে, কিন্তু ইওরোপীয় শক্তিমাত্রেই চীন সরকারের নিকট হইতে প্রভূত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ এবং বাণিজ্যস্বার্থ আদায় করিয়া লইল। ইহা ভিন্ন উত্তর-চীনে, পিকিং-তিয়েনসিন রেলপথে এবং বিদেশীয় দূতাবাসে ইওরোপীয় সৈন্য মোতায়েন করিবার অধিকার চীন সরকার স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। বক্সার বিদ্রোহ এইভাবে বিফলতায় পর্যবসিত হইল বটে, কিন্তু চীনবাসীদের মধ্যে বিদেশীয়দের শোষণের বিরুদ্ধে যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইতেছিল, তাহার পরিচয় ইহা হইতে পাওয়া যায়।

ইওরোপীয় দেশ কর্তৃক চীন হইতে ক্ষতিপূরণ ও নানাপ্রকার সুযোগ গ্রহণ

আমেরিকা কর্তৃক সমর্থিত 'উন্মুক্ত-দ্বার-নীতি' এবং ইঙ্গ-জার্মান চুক্তি ভিন্ন অপর একটি কারণেও চীনদেশের নিরাপত্তা রক্ষার প্রয়োজন হইল। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া চীনদেশের নিরাপত্তার দোহাই দিয়া জাপানকে শিমনো-শেকির সন্ধির শর্তানুযায়ী সুবিধা ভোগ করিতে দেয় নাই। কিন্তু ইহার দুই

বৎসর পরই (১৮৯৭) রাশিয়া পোর্ট আর্থার দখল করিয়া লইয়াছিল। ইহা ভিন্ন মাঞ্চুরিয়ার মধ্য দিয়া ভ্লাডিভস্টক ও পোর্ট আর্থার পর্যন্ত ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথ নির্মাণের অধিকার আদায় করিয়াছিল। রাশিয়ার ক্রমবিস্তার ছিল ইংলণ্ড ও জাপানের স্বার্থবিরোধী। সুতরাং বক্সারের বিদ্রোহের সুযোগে রাশিয়া সমগ্র মাঞ্চুরিয়া দখল করিয়া লইল এবং মাঞ্চুরিয়ার উপর সামরিক শাসন স্থাপনের অধিকার দাবি করিল। কিন্তু ইওরোপীয় শক্তিবর্গের তীব্র বিরোধিতায় সেই চেষ্টা ব্যর্থ হইল। ইংলণ্ড ও জাপান চীনদেশে নিজ স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে এক ইঙ্গ-জাপানী চুক্তি স্বাক্ষর করিল। ইহা দ্বারা চীনদেশের নিরাপত্তা ও 'উন্মুক্ত-দ্বার-নীতি' রক্ষা করা হইবে, এই স্বীকৃতি দান করা হইল এবং যুদ্ধ বাধিলে পরস্পর পরস্পরকে সামরিক সহায়তা দান করিবে স্থির হইল। ইঙ্গ-জাপানী চুক্তি পরোক্ষভাবে চীনদেশের সংহতি রক্ষার সহায়ক হইয়াছিল। ১৯০৪-৫ খ্রীষ্টাব্দে রুশ-জাপানী যুদ্ধে রাশিয়া পরাজিত হইয়া মাঞ্চুরিয়া ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু রাশিয়াকে বিতাড়িত করিবার পশ্চাতে জাপানের নিজ স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায় ছিল, বলা বাহুল্য। এইভাবে বিভিন্ন দেশের স্বার্থের বিরোধিতার ফলে চীনদেশ সাময়িকভাবে রক্ষা পাইয়াছিল। কিন্তু রাশিয়ার গ্রাস হইতে রক্ষা পাইলেও জাপান ক্রমেই চীনদেশ দখলে অগ্রসর হইতে লাগিল। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে জাপান কোরিয়া দখল করিয়া লইল এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে 'একুশ দাবি' (Twenty-one Demands) নামে একুশটি ভিন্ন ভিন্ন দাবি চীনদেশের নিকট উত্থাপন করিল।

রাশিয়ার চীন সাম্রাজ্য-গ্রাস-নীতি

ইঙ্গ-জাপানী চুক্তি (১৯০২) : চীন সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা নীতি গৃহীত

জাপান কর্তৃক কোরিয়া দখল (১৯১০)

চীনের বিপ্লব (The Chinese Revolution) ঃ বক্সার বিদ্রোহে বিদেশী বিতাড়নের এবং অকর্মণ্য মাঞ্চুবংশকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার যে মনোভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল, তাহা বক্সার বিদ্রোহের বিফলতার সঙ্গে সঙ্গে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থার অকর্মণ্যতা দিন দিনই চীনবাসীদের মধ্যে মাঞ্চুশাসনের বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহী ভাবের সৃষ্টি করিল। মাঞ্চুবংশের রাজত্বকালের দুর্বলতার সুযোগেই বিদেশীরা চীনদেশকে তাহাদের

বাণিজ্যিক ও সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থসিদ্ধির ক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছিল। ১৯০০ মাঞ্চুবংশীয় সম্রাজ্ঞী জু সি চীনবাসীদের বিদ্রোহাত্মক মনোভাবকে ইওরোপীয়দের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করিয়া সাময়িকভাবে মাঞ্চুবংশকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন। ১৮৯৪-৯৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপানের হস্তে চীনের পরাজয় এবং ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে রুশ-জাপানী যুদ্ধে জাপানের উত্থানের দৃষ্টান্ত দেখিয়া চীনজাতির মধ্যে এক গভীর জাতীয়তাবাদের উদ্রেক হয়। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে চীনবাসীর মধ্যে সংস্কারের ব্যাপক দাবি উত্থিত হয়। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এই দাবি শক্তিশালী হইয়া উঠে। এই সময়ে সম্রাজ্ঞী জু-সি কতকগুলি সংস্কার সাধন করিয়া মাঞ্চুশাসনকে জাতীয়তাবাদী প্রতিক্রিয়া হইতে বাঁচাইবার চেষ্টা করিলেন। তিনি সেনাবাহিনীর পুনর্গঠন, শিক্ষায়তনের সংখ্যা বৃদ্ধি, শাসন-সংস্কার সাধন করিয়া জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে চাহিলেন। এমন কি তিনি জাতীয় প্রতিনিধিবর্গের একটি পার্লামেণ্ট স্থাপন করিয়া চীনদেশে পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থা স্থাপনে প্রতিশ্রুতিও দান করিলেন। ইওরোপের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য একটি কমিশনও তিনি প্রেরণ করেন। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন মাঞ্চুবংশের নিরাপত্তা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরই (১৯০৮) মাঞ্চুশাসনের অবসান ঘটে।

মাঞ্চুবংশের শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া

সম্রাজ্ঞী জু সি-এর সংস্কার-কার্য

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাজ্ঞীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই চীনের উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে সংস্কার-নীতি সম্পর্কে বিভেদের সৃষ্টি হয়। দক্ষিণাঞ্চলের চীনাগণ ছিল প্রজাতান্ত্রিক মতবাদে বিশ্বাসী। তাহারা মাঞ্চুবংশের অবসান করিয়া প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিতেছিল। তাহারা কুয়োমিং-তাং (Kuomin-tang) বা প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লবী দল গঠন করিয়া মাঞ্চুবংশের উচ্ছেদের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। সান্-ইয়াৎ-সেন নামে একজন ডাক্তার এই দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। ক্যান্টন ছিল কুয়োমিং-তাং দলের কর্মকেন্দ্র। মাঞ্চুশাসনের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য শুরু হইলে সরকার পক্ষ জাতীয় সভা আহ্বান করিতে রাজী হইলেন। কিন্তু সান্-ইয়াৎ-সেন মাঞ্চুশাসনের সহিত কোনপ্রকার মীমাংসায় উপনীত হওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। ১৯১১

ডাক্তার সান-ইয়াৎ-সেন ও কুয়োমিং-তাং দল

খ্রীষ্টাব্দে সান্-ইয়াৎ-সেনের জাতীয়তাবাদী দল মাঞ্চুবংশের শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। তাহারা নানকিং দখল করিয়া সেখানে এক অস্থায়ী প্রজাতান্ত্রিক সরকার গঠন করিল। সান্-ইয়াৎ-সেন এই অস্থায়ী সরকারের প্রেসিডেন্ট হইলেন। ঐ সময়ে মাঞ্চুবংশের এক নাবালক সম্রাট চীন সাম্রাজ্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বিপ্লব ব্যাপকতা লাভ করিলে তিনি সিংহাসন ত্যাগ করিলেন (১৯১১)। ফলে চীনদেশ প্রজাতান্ত্রিক দেশ বলিয়া ঘোষিত হইল।

মাঞ্চুশাসনের অবসান : চীনদেশ প্রজাতন্ত্রে পরিণত

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ডাক্তার সান্-ইয়াৎ-সেন প্রেসিডেন্ট-পদ ত্যাগ করিলেন এবং জেনারেল য়ুয়ান্ শি-কাই (Yuan-shi-kai) প্রেসিডেন্ট পদে স্থাপিত হইলেন। য়ুয়ান্-শি-কাই ছিলেন একজন অতিশয় শক্তিশালী সামরিক নেতা এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন কূটকৌশলী। সান্ ইয়াৎ-সেন মনে করিয়াছিলেন যে, য়ুয়ান্-শি-কাই-এর ন্যায় দৃঢ় চরিত্রের ব্যক্তির হস্তে রাজ্যভার অর্পিত হইলে প্রজাতন্ত্র স্থায়ী এবং শক্তিশালী হইয়া উঠিবে। কিন্তু সান্-ইয়াৎ সেনের সেই ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণ করিয়া য়ুয়ান্-শি-কাই নিজ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে মনোযোগী হইলেন। বিদেশী বণিকদের নানাপ্রকার সুবিধা-সুযোগ দান করিয়া তিনি তাহাদের সহায়তা লাভে সমর্থ হইলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, সম্রাটসুলভ ক্ষমতা অর্জন করিয়া একটি নূতন রাজবংশের পত্তন করা। সুতরাং য়ুয়ান্ চীনদেশে রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তনের জন্য জনমত গঠনে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রেসিডেন্ট য়ুয়ান-শি কাই-এর স্বার্থপরতা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী কয়েক বৎসর হইতেই ইওরোপীয় দেশগুলি পরস্পর সামরিক প্রস্তুতির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইয়াছিল। এই সুযোগে রাশিয়া ও জাপানের পক্ষে চীনদেশে অধিকার বিস্তৃতি সহজ হইল। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে চীন বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই রাশিয়া বহির্মঙ্গোলিয়াকে (Outer Mongolia) চীন সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রুশ সামরিক ও অর্থনৈতিক-কর্তৃত্বাধীনে এক স্বাধীন রাজ্যে পরিণত করিল। চীনদেশের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার সুযোগে এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল, বলা বাহুল্য। ইওরোপীয় অপরাপর দেশগুলি চীনদেশকে ঋণ দান করিয়া আভ্যন্তরীণ অবস্থার

পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করিতে চাহিল বটে, কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়াসহ ইওরোপীয় শক্তিবর্গ লিপ্ত হওয়াতে চীনদেশকে অর্থনৈতিক সাহায্য দান করিয়া শক্তিশালী করিবার নীতি কার্যকরী করা সম্ভব হইল না। স্বভাবতই জাপানের পক্ষে চীনগ্রাসের চরম সুযোগ উপস্থিত হইল।

রাশিয়া ও জাপানের চীন সাম্রাজ্য গ্রাসের সুযোগ

জাপান ইওরোপের পক্ষে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া চীন সাম্রাজ্যে জার্মান-অধিকৃত সাণ্টাং অঞ্চল দখল করিয়া এবং জার্মানির অপরাপর অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধাও আত্মসাৎ করিল। ইহা ভিন্ন ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপান চীন সরকারের নিকট 'একুশ দাবি' (Twenty-one Demands) নামে এক দীর্ঘ দাবি-পত্র উপস্থাপিত করিল। এই একুশটি দাবি পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত ছিল। এই সকল দাবিতে চীনদেশের বিভিন্ন স্থান দখল করিবার প্রস্তাব হইতে আরম্ভ করিয়া নানাপ্রকার বাণিজ্য সুযোগ-সুবিধা, জাপান হইতে চীনদেশের প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় প্রভৃতি নানাপ্রকার প্রস্তাব ছিল। এগুলি স্বীকার করিয়া লইলে চীনদেশ জাপানের তাঁবেদার রাজ্যে পরিণত হইত, বলা বাহুল্য। ঐ সময়ে চীনদেশের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন য়ুয়ান্-শি-কাই। জাপান য়ুয়ান্-শি-কাইকে তাঁহার সম্রাট-পদ লাভে সাহায্য দান করিবে এই প্রলোভন দেখাইল। ইহা ভিন্ন 'একুশ দাবি' স্বীকার না করিলে চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার ভয়ও দেখান হইল। য়ুয়ান্-শি-কাই জাপানের প্রায় সব কয়টি দাবিই স্বীকার করিয়া লইলেন—কেবলমাত্র যে সকল দাবি স্বীকার করিলে চীনদেশের সার্বভৌমত্ব বিলোপের সম্ভাবনা ছিল, সেগুলি ভবিষ্যতে বিচারের জন্য স্থগিত রাখা হইল। এইভাবে জাপান চীনদেশের এক বিরাট অংশের উপর আধিপত্য-স্থাপনে সমর্থ হইল। য়ুয়ান্-শি-কাইও মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বে চীনের প্রজাতন্ত্রের স্থলে হাং-সিয়েন (Hung-Shien) নামে এক রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিলেন। কিন্তু উহা সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বেই য়ুয়ানের মৃত্যু (১৯১৬) ঘটিলে চীনা প্রজাতন্ত্র রক্ষা পাইল।

'একুশ দাবি' (Twenty-one Demands)

আমেরিকা এবং ইওরোপীয় শক্তিবর্গ পূর্বে চীন সাম্রাজ্যের সংহতি রক্ষার নীতি গ্রহণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু জাপান যখন 'একুশ দাবি' চীনদেশকে গ্রহণ করিতে বাধ্য করিল, তখন কেহ-ই চীনদেশের সাহায্যে অগ্রসর

হইল না। জাপান মিত্রপক্ষকে সাহায্য দানের বিনিময়ে 'একুশ দাবির' সমর্থন লাভ করিল। চীনদেশের সংহতি রক্ষা নীতির সমর্থক আমেরিকার সহিত জাপানের লান্‌সিং-ইশাই (Lansing-Ishii) চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। ইহাতে মার্কিন সরকারের চীন সাম্রাজ্যের সংহতি রক্ষার নীতি যে কেবল মুখের কথা, তাহা প্রমাণিত হইল। এই চুক্তি দ্বারা আমেরিকা সাণ্টুং-এর উপর জাপানের অধিকার স্বীকার করিয়া লইল। ইওরোপীয় শক্তিবর্গ ও আমেরিকার এই আচরণের পশ্চাতে একমাত্র যুক্তি ছিল যে, তাহারা তখন আত্মরক্ষায় ব্যস্ত ছিল।

ইওরোপীয় শক্তি ও আমেরিকা কর্তৃক জাপানের দাবি সমর্থন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সুযোগ লইয়া জাপান চীনদেশ গ্রাস করিতে অগ্রসর হইবে এই ভয় চীন সরকারের প্রথম হইতেই ছিল। সুতরাং মিত্রপক্ষে যোগদান করিয়া জাপানের সুযোগ নাশ করিবার ইচ্ছায় ই চীন যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে চাহিয়াছিল। কিন্তু জাপানের বাধাদানে এবং মিত্রপক্ষ চীনদেশের যুদ্ধে যোগদানে বিশেষ শক্তিশালী হওয়ার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া চীন সরকারের যুদ্ধে যোগদানের প্রস্তাব তেমন গ্রাহ্য করিল না। কিন্তু জাপান 'একুশ দাবি' দ্বারা সাণ্টুং অঞ্চল এবং জার্মানির অপরাপর সুযোগ-সুবিধা আত্মসাৎ করিবার পর চীনদেশও জার্মানির শত্রুদেশে পরিণত হউক, ইহাই চাহিল। কারণ, চীন ও জার্মানির সদ্ভাব জাপানের পক্ষে সাণ্টুং দখল করিয়া রাখিবার পরিপন্থী হইতে পারে, এই ভয় জাপানের ছিল। ইহা ভিন্ন যুদ্ধাবসানে শান্তি সম্মেলনে উপস্থিত থাকিবার সুযোগ-সুবিধাও যথেষ্ট রহিয়াছে এই কথা আমেরিকা চীন সরকারকে বিবেচনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিল। ফলে, ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে (১৪ই আগস্ট) চীনদেশ জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। মিত্রপক্ষ কিন্তু চীনদেশের এই সহায়তার জন্য কোন পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিল না। তবে বক্সার বিদ্রোহের জন্য যে ক্ষতিপূরণ চীনদেশের দেওয়ার কথা ছিল, সেই ক্ষতিপূরণের বাকী অংশ চীনকে দিতে হইবে না ও যুদ্ধের পর বিদেশী বণিকগণ কত শুল্ক দিবে সেই প্রশ্ন পুনর্বিবেচনা করা হইবে এই আশাটুকু চীনকে দেওয়া হইল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও চীন

চীনের যুদ্ধ ঘোষণা

প্যারিসের শান্তি সম্মেলনের পূর্বে আমেরিকা ও ইংলণ্ডে প্রেসিডেন্ট

উইল্‌সনের 'চৌদ্দ দফা শর্ত' (Fourteen Points) ও স্বায়ত্তশাসন প্রভৃতি সম্পর্কে যে সকল বক্তৃতা দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে চীনবাসীর মনে কতকটা আশার সঞ্চার হইয়াছিল। প্যারিস শান্তি সম্মেলনে চীনা প্রতিনিধি সাণ্টুং চীনদেশকে ফিরাইয়া দেওয়া, বিদেশী প্রাধান্যের অবসান, বিদেশী সৈন্যের অপসারণ, শুল্ক স্থাপনের ব্যাপারে চীন সরকারের চরম অধিকার, বিদেশীদের 'অতি-রাষ্ট্রিক অধিকার' (extra territorial rights)-এর অবসান দাবি করেন। কিন্তু জাপান প্রতিনিধি সম্মেলন ত্যাগ করিবে বলিয়া হুমকি প্রদর্শন করিলে শেষ পর্যন্ত সাণ্টুং-এর অধিকার জাপানকে দেওয়া হইল। চীনদেশের অপরাপর দাবিও সম্মেলনে সমুত্থান সমস্যার পক্ষে অবান্তর বিবেচনায় অগ্রাহ্য করা হইল। চীনা প্রতিনিধি প্রায় শূন্য হস্তেই প্যারিস সম্মেলন হইতে ফিরিয়া আসিলেন। ইহার ফলে চীনদেশ আন্তর্জাতিক সন্ধি বর্জন করিল।

প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে চীনের স্বার্থ অবহেলা

প্যারিস সম্মেলনে চীনদেশের স্বার্থের প্রতি এইরূপ অবহেলা প্রদর্শনের ফলস্বরূপ চীনা জাতির মধ্যে ইওরোপীয়দের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল। জাপানের বিরুদ্ধে এক তীব্র আন্দোলন শুরু হইল, জাপানী সামগ্রী চীনদেশে বর্জন করা হইল। এমতাবস্থায় জাপানের বাণিজ্য-স্বার্থ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইলে জাপান চীনদেশের সহিত মীমাংসায় উপস্থিত হইতে চাহিল। চীন সরকার জাপানের সহিত কোনপ্রকার মীমাংসার পূর্বে সাণ্টুং ফেরৎ চাহিলেন। এইভাবে উভয় সরকারের মধ্যে এক অচল অবস্থার সৃষ্টি হইল। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন প্রেসিডেণ্ট হার্ডিং ওয়াশিংটনে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের, সুদূর-প্রাচ্যের সমস্যা এবং নৌশক্তি হ্রাসের প্রশ্ন বিবেচনা করিবার জন্য এক সম্মেলন (Washington Conference) আহ্বান করেন।

চীনে ইওরোপীয় ও জাপান-বিরোধী আন্দোলন

ওয়াশিংটন সম্মেলন (১৯২১-২২)

ওয়াশিংটন সম্মেলনে চীনদেশের 'উন্মুক্ত-দ্বার-নীতি' পুনরায় স্বীকার করা হইল। বিদেশী শক্তিবর্গ কর্তৃক চীনদেশের বিভিন্ন অংশকে 'প্রভাবিত অঞ্চল' (Sphere of Influence) বলিয়া বিবেচনা করা নিষিদ্ধ হইল। যুদ্ধের সময় চীনদেশকে নিরপেক্ষ দেশ

চীনের লাভ

হিসাবে বিবেচনা করিবার নীতিটি গৃহীত হইল। জাপানকে এক ভিন্ন চুক্তির দ্বারা কিয়াও-চাও এবং সাণ্টুং-এ জার্মানির সব-প্রকার অধিকার চীনদেশকে ফিরাইয়া দিতে স্বীকৃত হইতে হইল। শুল্ক নির্ধারণ নীতি প্রভৃতি আর কয়েকটি অধিকারও চীনদেশ ফিরিয়া পাইল। ওয়াশিংটন সম্মেলনে চীনের আন্তর্জাতিক মর্যাদা কতক পরিমাণে স্বীকৃত হইল। ঐ সময় হইতেই চীনদেশে বিদেশী প্রাধান্য অবসানের প্রকৃত ইতিহাসের সূচনা হইল।

চীনদেশের আন্তর্জাতিক মর্যাদা স্বীকৃত : চীনের স্বাধীনতার ইতিহাসের সূচনা

সান্-ইয়াৎ-সেন (Sun-Yat-Sen) : চীনের জাতীয় জীবনে যখন ঘোর দুর্দিন দেখা দিয়াছিল তখন সান্-ইয়াৎ-সেন নামে জনৈক দেশপ্রেমিক দক্ষিণ-চীনে কুয়োমিং-তাং নামে এক প্রজাতান্ত্রিক দল গঠন করিয়া বিভ্রান্ত চীনবাসীকে জাতীয়তা-মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। সান্-ইয়াৎ-সেন ছিলেন একজন ডাক্তার। কিন্তু ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই তিনি একজন বিপ্লবী হিসাবে পরিচিতি লাভ করিয়াছিলেন।

সান্-ইয়াৎ-সেনের প্রথম জীবন

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাজ্ঞী জু-সি (Tzu Hsi)-এর মৃত্যুর পর রাজনৈতিক সংস্কার সম্পর্কে উত্তর ও দক্ষিণ চীনের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। ঐ সময়ে সান্-ইয়াৎ-সেন কুয়োমিং-তাং নামক এক প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লবী দল গঠন করিয়া মাঞ্চুবংশের শাসনের অবসানের জন্য আন্দোলন শুরু করেন। তাঁহার নেতৃত্বেই ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে কুয়োমিং-তাং নামক জাতীয়তাবাদী দল সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। তাহারা ন্যানকিং দখল করিয়া সেখানে এক নূতন প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপন করিল। ডাক্তার সান্-ইয়াৎ-সেনকে এই প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন করা হইল। পর বৎসর (১৯১২) মাঞ্চুবংশের সর্বশেষ সম্রাট পদত্যাগ করিলে সমগ্র চীনদেশ প্রজাতান্ত্রিক দেশে পরিণত হইল। সান্-ইয়াৎ-সেন ছিলেন প্রকৃত দেশপ্রেমিক; দেশের মঙ্গল সাধনই ছিল তাঁহার একমাত্র ব্রত। এইজন্য ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জেনারেল য়ুয়ান্-শি-কাই-এর সপক্ষে প্রেসিডেণ্ট-পদ ত্যাগ করিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, য়ুয়ান্-শি-কাই এর ন্যায় দৃঢ়চেতা সামরিক সংগঠকের হস্তে শাসনভার অর্পণ করিলে জাতীয় ঐক্য বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু য়ুয়ান্ নিজ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে মনোযোগী হইলে

সান্-ইয়াৎ-সেন ও কুয়োমিং-তাং বা জাতীয়তাবাদী দল : ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ

য়ুয়ান্-শি-কাই-এর স্বার্থপরতা : সান্-ইয়াৎ-সেনের বিরোধিতা

সান্-ইয়াৎ-সেন পুনরায় এক বিরোধী প্রজাতান্ত্রিক দল গঠন করিলেন। দক্ষিণ-চীনে প্রজাতান্ত্রিক শাসন স্থাপনের জন্য তিনি আন্দোলন শুরু করিলেন। রাজতন্ত্রের সমর্থক ও স্বার্থপর সামন্তগণের বিরুদ্ধে তিনি অক্লান্তভাবে যুঝিয়া চলিলেন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয়তাবাদী দল ক্যান্টনে এক নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপন করিলেন।

সান্-ইয়াৎ-সেনের নেতৃত্বে প্রজাতান্ত্রিক দল তিনটি বিশেষ আদর্শের উপর নির্ভর করিয়া চীনকে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিল। এই তিনটি আদর্শের বিশ্লেষণ সান্-ইয়াৎ সেন নিজেই প্রকাশ করিয়াছিলেন। "আমাদের দেশের মুক্তি জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের উপর নির্ভরশীল। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমরা চাই শান্তি, সাম্রাজ্যবাদী বিস্তার নহে।" তিনি দক্ষিণ-চীনের সামরিক নেতৃবর্গের সাহায্যে তাঁহার জাতীয়তাবাদী কুয়োমিং-তাং দলকে এক শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত করিলেন। তাঁহার এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে তিনি ইওরোপীয় শক্তিবর্গের নিকট হইতে কোন সাহায্য পাইলেন না। কিন্তু ইতিমধ্যে রুশ-বিপ্লবের ফলে রাশিয়ার শাসনব্যবস্থায় এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে। রাশিয়া সান্-ইয়াৎ-সেনকে তাঁহার পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে সাহায্যদান করিল। সান্-ইয়াৎ-সেন ইওরোপীয় দেশগুলি চীন হইতে যে সকল অ-ন্যায্য সুযোগ-সুবিধা, অতি-রাষ্ট্রিক অধিকার (extra-territorial rights) আদায় করিয়াছিল, সেগুলি নাকচ করিতে উদ্যোগী হইলেন। ইওরোপীয় শক্তিবর্গের সহিত তিনি সমান মর্যাদা, সমান সুযোগ-সুবিধার ভিত্তিতে চুক্তি সম্পাদনের নীতি গ্রহণ করিলেন। আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থায় তিনি গণতন্ত্র কার্যকরী করিয়া তুলিতে সচেষ্ট হইলেন। জনসাধারণের অবস্থার উন্নতিকল্পে তিনি কৃষি ও শিল্পের উৎসাহ দান করিলেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে কুয়োমিং-তাং দলের এক কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। ইহাতে কুয়োমিং-তাং-এর সভ্যপদ চীনা কমিউনিস্ট্‌দের মধ্যে যাহারা কুয়োমিং-তাং-নীতিতে বিশ্বাসী, তাহাদের নিকট উন্মুক্ত করা হইল। কিন্তু এই পরিকল্পনা কার্যকরী হইবার পূর্বেই ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে সান্-ইয়াৎ-সেনের মৃত্যু ঘটিল। তাঁহার অসমাপ্ত কার্যের ভার পড়িল তাঁহারই শিষ্য চিয়াং-কাই-শেক-এঁর উপর।

সান্-ইয়াৎ-সেনের নীতি: জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও আন্তর্জাতিক শান্তি

জাতীয়তাবাদী চীনের রুশ সাহায্য লাভ

আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা

চিয়াং-এর আমলে রাশিয়ার সাহায্যে হাংকাও, নান্‌কিন্, সাংহাই ও পিকিং প্রভৃতি স্থান জাতীয়তাবাদী চীনের অধীনে আনা হইল।

সান্-ইয়াৎ-সেনের দান

চীনদেশের জাতীয় পুনরুজ্জীবনের ইতিহাসে সান্-ইয়াৎ-সেনের অমর দান রহিয়াছে। তাঁহারই নেতৃত্বে চীনের অকর্মণ্য মাঞ্চুশাসনের অবসান ঘটিয়া প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। জাতীয়তা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে পরিকল্পিত তাঁহার কর্মপন্থা চীনবাসীর মনে এক গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাঁহার রচিত গ্রন্থাদি চীনের জাতীয়তার উৎসস্বরূপ।

জাপান (Japan)

জাপানের উত্থান বিচিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

জাপানের উত্থান (Rise of Japan)ঃ সুদূর-প্রাচ্যে জাপানের উত্থান আধুনিক ইতিহাসের এক বিচিত্র এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বহু শতাব্দীর সুষুপ্তি কাটাইয়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জাপানের উত্থান পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাসের এক অভিনব অভিজ্ঞতা।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত জাপানের সমাজ-ব্যবস্থা ছিল সামন্ততান্ত্রিক। মিকাডো বা সম্রাট ছিলেন রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ শাসক। তিনি নিজ রাজধানী কিয়োটো (Kioto)-তে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে বাস করিতেন। শাসনকার্যের যাবতীয় ক্ষমতা ছিল সোগান বা প্রধানমন্ত্রীর হাতে। মিকাডো ছিলেন কেবল নামেমাত্রই সম্রাট, প্রকৃত শাসক ছিলেন প্রধানমন্ত্রী বা সোগান। সোগানের সরাসরি অধীনে ছিল দাইমিও (Daimios) বা সামন্ত ভূম্যধিকারিগণ। এই সকল ভূম্যধিকারিগণের অধীনে ছিল সামুরাই (Samurai) বা অস্ত্রধারী উপসামন্তগণ। দাইমিও ও সামুরাইগণের সাহায্যে সোগান শাসন পরিচালনা করিতেন। সমাজের সর্বনিম্নে ছিল রাজনৈতিক অধিকারহীন কৃষক, ব্যবসায়ী ও শ্রমিক সমাজ।

জাপানের শাসন ও সমাজ-ব্যবস্থা: মিকাডো, সোগান, দাইমিও ও সামুরাই

জাপানের কৃষ্টি চীনা সভ্যতার নিকট বহুল পরিমাণে ঋণী ছিল, কিন্তু জাপানী সভ্যতা সম্পূর্ণভাবে চীনা সভ্যতার অনুকরণ মনে করিলে ভুল হইবে।

জাপানীদের চরিত্রের প্রধান দুইটি বৈশিষ্ট্য ছিল—দেশাত্মবোধ ও যুদ্ধক্ষেত্রে দেশের জন্য প্রাণ দিবার আগ্রহ। জাপানীদের ধর্ম সিণ্টোবাদ (Shintoism) আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে সঙ্গে দেশাত্মবোধও শিক্ষা দিয়াছিল। অক্লান্ত কর্মক্ষমতা এবং অসাধারণ অনুকরণপ্রিয়তা জাপানী জাতীয় চরিত্রের অপর দুইটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

জাপানী জাতীয় বৈশিষ্ট্য

ষোড়শ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত, জাপান বহির্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন রহিয়াছিল বটে, কিন্তু এই দীর্ঘকালের মধ্যে জাপান বিদেশীয়দের সহিত কোনপ্রকার যোগাযোগ রক্ষা করিত না, মনে করা ভুল হইবে। ষোড়শ শতাব্দীতে ইওরোপীয় ধর্মযাজকগণকে জাপানে ধর্মপ্রচারের অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন ইংরেজ, পোর্তুগীজ, ওলন্দাজ বণিকগণ জাপানী বন্দরে যাতায়াত করিত। ইওরোপীয় বণিক-সম্প্রদায় ও যাজকগণের স্বার্থপরতার ফলেই জাপান নিজ স্বাতন্ত্র্য ও বিচ্ছিন্নতা বজায় রাখিয়া চলিবার প্রয়োজন বোধ করিয়াছিল।* ইওরোপীয় বণিকদের পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদ ও স্বার্থপর প্রতিযোগিতা জাপানীদিগকে বিদেশীয়দের প্রতি অত্যন্ত সন্দিগ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। তদুপরি রোমান ক্যাথলিক যাজকগণ জাপানী খ্রীষ্ট-ধর্মাবলম্বিগণকে পোপের (Pope) প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে প্ররোচিত করিলে জাপানী সরকার যাজকশ্রেণীর প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইয়া উঠিলেন। এই সকল যাজক জাপানের সম্রাটের বিচারের বিরুদ্ধে পোপের নিকট আপীল করিতে শুরু করিলে জাপানী সরকার বিদেশীয় বণিকদের জাপানে প্রবেশ নিষিদ্ধ করিলেন। তথাপি জাপান যে বিদেশীয়দের সহিত যোগাযোগ একেবারে ত্যাগ করিয়াছিল, তাহা বলা চলে না। তখনও ওলন্দাজগণের ব্যবহারে জাপানী সরকার সন্তুষ্ট ছিলেন বলিয়া কতক কতক বাণিজ্যিক অধিকার তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল। দেশিমা (Deshima) নামক উপদ্বীপে ওলন্দাজগণকে ব্যবসায়-বাণিজ্যের অধিকার দেওয়া হইয়াছিল।

বিদেশীয়দের সহিত জাপানের যোগাযোগ

ইওরোপীয়দের নীচ স্বার্থপরতা : জাপানে বিদেশীয়দের প্রবেশ নিষিদ্ধ

ওলন্দাজ বণিকদের প্রতি উদারতা

অসমাপ্ত কার্যের ...nduct of the foreigners themselves and the conditions of the ...ld, made it seem advisable and necessary for the Japanese ...nit their contacts." Vinacke, p. 79.

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত জাপান এইভাবে বিদেশীয়দের সহিত যোগাযোগ এড়াইয়া চলিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জাপানে এক জাগরণের সৃষ্টি হয়। জাপানীরা প্রথমে চীনা প্রাচীন সাহিত্য এবং পরে নিজের প্রাচীন সাহিত্য ও ইতিহাস আলোচনা করিয়া দুইটি প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া উঠিল: জাতীয়তাবোধ ও মিকাডো বা সম্রাটের প্রতি আনুগত্য। তাহারা সোগান কর্তৃক মিকাডোর ক্ষমতার অপহরণের বিরোধিতা শুরু করিল। দেশিমায় অবস্থিত ওলন্দাজ বাণিজ্য কুঠির মাধ্যমে জাপানীরা ইওরোপীয় চিকিৎসা বিদ্যা ও ইওরোপীয় দেশগুলির অগ্রগতির কতক পরিচয় লাভ করিল। এইভাবে যখন জাপানীদের মধ্যে ইওরোপীয় দেশগুলি সম্পর্কে জানিবার আগ্রহ স্বভাবতই বৃদ্ধি পাইতেছিল, তখন মার্কিন সরকার কমোডোর পেরি (Commodore Perry)-এর অধীনে কতকগুলি যুদ্ধ-জাহাজ জাপানে পাঠাইলেন এবং যুদ্ধের ভয় দেখাইয়া জাপানী সরকারের নিকট হইতে কতকগুলি সুযোগ-সুবিধা আদায় করিতে সমর্থ হইলেন।

জাপানের জাগরণ

বিদেশী শিক্ষা সম্পর্কে ঔৎসুক্য

চীনদেশের সহিত আমেরিকার বাণিজ্য-সম্বন্ধ ছিল। এই কারণে প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্য দিয়া নৌচালনার জন্য মধ্যপথে কয়লা বোঝাই করা প্রয়োজন হইত। অথচ জাপান নিজ বন্দরগুলি বিদেশীয়দের নিকট বন্ধ রাখায় মার্কিন জাহাজগুলির অসুবিধা হইত। ভীতি প্রদর্শন করিয়া জাপানের নিকট হইতে জাপানীদের বন্দর ব্যবহারের অধিকার আদায় করিবার জন্য ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জুলাই কমোডোর পেরি জাপানী নিষেধ অমান্য করিয়া বলপূর্বক জাপানে উপস্থিত হইলেন। মার্কিন সরকারের আদেশ অনুযায়ী পেরি জাপানী সরকারের নিকট জাপানের নিকটবর্তী সমুদ্রে বিপদগ্রস্ত মার্কিন জাহাজ ও নাবিকদের ব্যবহারের জন্য একাধিক জাপানী বন্দর উন্মুক্ত রাখিবার দাবি করিলেন। ইহা ভিন্ন কোন মালবাহী মার্কিন জাহাজ সমুদ্রে বিপদগ্রস্ত হইলে সেই সকল মাল জাপানী বন্দরে বিক্রয় করিবার এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার অধিকার দাবি করা হইল। এই সকল দাবি প্রয়োজনবোধে বলপূর্বক আদায় করা হইবে, তাহা কমোডোর পেরি'র সঙ্গে যুদ্ধ-জাহাজ দেখিয়াই জাপানী সরকার বুঝিতে পারিয়াছিলেন। জাপানী সরকার কমোডোর পেরি'র দাবির অধিকার

কমোডোর পেরি'র জাপানে উপস্থিতি

স্বীকার করিয়া লইলেন এবং জাপান বৈদেশিক বাণিজ্য-নীতি গ্রহণ করিবে কিনা সে বিষয়ে বিবেচনাসাপেক্ষ রাখিলেন। পর বৎসর (১৮৫৪) জাপানী সরকার কমোডোর পেরি'র সহিত এক চুক্তিপত্রে আবদ্ধ হইলেন। এই চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী নাগাসাকি এবং আরও দুইটি বন্দর মাকিন বাণিজ্যপোতের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করা হইল। শিমোডা (Shimoda) নামক স্থানে একজন মার্কিন কনসাল (Consul) নিযুক্ত করিবার অধিকারও স্বীকৃত হইল। জাপান আমেরিকাকে 'most favoured nation' হিসাবে বিবেচনা করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইল।

কমোডোর পেরি-চুক্তি (১৮৫৪)

কমোডোর পেরি'র এই চুক্তি স্বাক্ষরের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ইওরোপীয় দেশ জাপানের সহিত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনে অগ্রসর হইল। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দেই ইংলণ্ড জাপানের সহিত কমোডোর পেরি'র চুক্তির অনুরূপ শর্তে চুক্তিবদ্ধ হইল। রাশিয়া, হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ পর পর জাপানের সহিত অনুরূপ চুক্তি সম্পাদন করিল। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন কনসাল হ্যারিস্ (Consul Harris) কমোডোর পেরি'র চুক্তির শর্তগুলির সম্প্রসারণ সাধন করিলেন। এই নূতন চুক্তির দ্বারা জাপান আরও চারিটি বন্দর বিদেশীয়দের ব্যবহারার্থ উন্মুক্ত করিল। ইহা ভিন্ন অন্যান্য জাপানী বন্দরগুলিতে বাণিজ্য করিবার অধিকারও স্বীকৃত হইল। অপর কোন বিদেশীয় শক্তির সহিত জাপানের কোনপ্রকার গোলযোগ উপস্থিত হইলে আমেরিকা উহার সমাধানে মধ্যস্থতা করিবার প্রতিশ্রুতিও দান করিল। কনসাল্ হ্যারিস্ স্বাক্ষরিত চুক্তির সর্বপ্রধান উল্লেখযোগ্য শর্ত ছিল জাপানের বন্দরগুলিতে মার্কিন সরকারের 'অতি-রাষ্ট্রিক' (extra-territorial) অধিকার। এই শর্তের বলে জাপানে অবস্থিত মার্কিনদের উপর জাপানী আইন-কানুন প্রয়োগ নিষিদ্ধ ছিল। ইহা ভিন্ন জাপানী মুদ্রার সহিত বিদেশী মুদ্রার অবাধ বিনিময় স্বীকৃত হইয়াছিল।

ইংলণ্ড রাশিয়া ও হল্যাণ্ডের সহিত চুক্তি

কনসাল হ্যারিসের চুক্তি (১৮৫৮)

বিদেশীয়দের সহিত যোগাযোগের ফলে জাপানের আভ্যন্তরীণ ইতিহাসে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হইল। পাশ্চাত্য শক্তিগুলির সহিত ঘনিষ্ঠতার মাধ্যমে জাপান নিজ দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন হইল। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে মিকাডো বা সম্রাটকে ক্ষমতাহীন করিয়া রাখিয়া সোগান

শাসন ক্ষমতা হস্তগত করিয়াছিলেন। সোগানের আধিপত্য হইতে সম্রাটকে মুক্ত করিবার জন্য এক তীব্র আন্দোলনের সৃষ্টি হইল। এই আন্দোলনের পশ্চাতে ছিলেন একদল দেশপ্রেমিক উৎসাহী যুবক। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে সোগানের আধিপত্যের অবসান ঘটাইয়া মিকাডোকে ক্ষমতায় সুপ্রতিষ্ঠিত করা হইল। জাপানী ইতিহাসে ইহা রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা (Restoration) নামে পরিচিত। পরবর্তী কয়েক বৎসরের মধ্যেই জাপানের আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থায় সমাজের এক আমূল পারবর্তন সাধিত হইল। রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে এক বিপ্লবের সৃষ্টি হইলে জাপানী জাতি এক নব উদ্যমের সহিত জাতীয় জীবনকে উন্নত করিতে আত্মনিয়োগ করিল। পাশ্চাত্য দেশের বৈজ্ঞানিক সভ্যতা ও অর্থনৈতিক উন্নতির প্রভাব জাপানী জাতির মধ্যে এক বিরাট পরিবর্তন আনয়ন করিল। জাপানী জাতি পাশ্চাত্য সভ্যতা এত সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিল যে, বহু শতাব্দীর বিচ্ছিন্নতা সত্বেও জাপান অতি অল্পকালের মধ্যেই বাহজগতের উন্নতির সহিত নিজেকে অতি আশ্চর্যজনক-ভাবে মানাইয়া লইল। জাপানী জাতীয় জীবনের প্রতি স্তরে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব প্রতিফলিত হইতে লাগিল। সামন্ত সৈন্যের পরিবর্তে জাতীয় সেনাবাহিনী গঠন করা হইল। সামরিক শিক্ষা ও সামরিক বৃত্তি গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হইল। রেলপথ দ্বারা দেশের বিভিন্ন অংশের সংযোগ সাধন করা হইল। শিক্ষার ক্ষেত্রেও পাশ্চাত্য পদ্ধতি প্রবর্তন করা হইল। কিয়োটো ও টোকিও এই দুই স্থানে দুইটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইল। বিদেশ হইতে অধ্যাপক ও শিক্ষাব্রতিগণকে এই বিশ্ববিদ্যালয় দুইটিতে আমন্ত্রণ করিয়া আনা হইল। ইওরোপীয় আইন-কানুনের অনুকরণে জাপানে আইন প্রণয়ন করা হইল। ইওরোপীয় বর্ষপঞ্জী জাপানে গৃহীত হইল। নূতন খ্রীষ্টাব্দে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনও সাধিত হইল। নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী দুই-কক্ষযুক্ত একটি পার্লামেন্ট গঠন করা হইল। এইভাবে সবদিক দিয়া জাপানে এক নবজীবনের সূচনা হইল। এই নবলব্ধ জীবনীশক্তির পরিচয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে চীনা-জাপানী যুদ্ধ ও রুশ-জাপানী যুদ্ধে পাওয়া যায়।

জাপানের আভ্যন্তরীণ বিপ্লব

জাতীয় জীবনে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব : সর্বাঙ্গীণ উন্নতি

জাপানে নবজীবনের সূচনা

চীন-জাপানের যুদ্ধ, ১৮৯৪-'৯৫ (Sino-Japanese War): কোরিয়ার উপর আধিপত্য বিস্তার সংক্রান্ত বিবাদের ফলেই চীন-জাপানের যুদ্ধের উদ্ভব হইয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দী হইতে চীন ও জাপানের মধ্যে কোরিয়ার উপর প্রাধান্য লইয়া বিবাদ চলিতেছিল। কোরিয়ার ভৌগোলিক অবস্থানের দিক হইতে বিচার করিলে জাপানের নিরাপত্তার জন্য কোরিয়া জাপানের অধীনেই রাখা প্রয়োজন ছিল। জাপানের কোন শত্রুশক্তির হস্তে কোরিয়ার আধিপত্য চলিয়া গেলে জাপানের বক্ষঃস্থলে ছুরিকাঘাতের ন্যায়ই হইত। মাঞ্চুরিয়ার দিকে রাশিয়ার ক্রমবিস্তৃতিও জাপানের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ করিতে চাহিয়াছিল। এই কারণেও জাপানের পক্ষে কোরিয়া দখল করা প্রয়োজন ছিল। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে কোরিয়ায় এক বিদ্রোহ দেখা দিল। চীনদেশ পূর্ব-প্রতিশ্রুতি উপেক্ষা করিয়া সেখানে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিলে জাপান চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। জাপানের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতিও যুদ্ধের অনুকূল ছিল। আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিভেদ দূর করিবার উপায় হিসাবে জাপান সরকারের যুদ্ধঘোষণার প্রয়োজন ছিল। চীন-জাপানের যুদ্ধের কারণগুলি ছিল: (১) জাপানী জনসাধারণের একাংশ ও জাপান সরকারের যুদ্ধ-ঘোষণার প্রয়োজন ও ইচ্ছা, (২) দীর্ঘকাল যাবৎ কোরিয়ার সহিত জাপানের স্বার্থ জড়িত ছিল, ইহা ভিন্ন চীন মহাদেশে রাজ্যবিস্তৃতির ব্যাপারে কোরিয়া ছিল প্রবেশপথস্বরূপ; (৩) কোরিয়া কোন বিদেশী শক্তি কর্তৃক অধিকৃত হউক ইহা জাপান মোটেই সহ্য করিতে পারিত না, সুতরাং কোরিয়ার উপর সম্পূর্ণ অধিকার বিস্তার করিবার সুযোগ জাপান সহজে ছাড়িতে চাহিল না, (৪) কোরিয়ার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও বাজার জাপানের স্বার্থের খাতিরে উন্মুক্ত রাখাও প্রয়োজন ছিল।

চীন-জাপানের যুদ্ধের কারণ

জাপানের সামরিক শক্তির তুলনায় চীনদেশ ছিল অত্যন্ত দুর্বল। ইহা ভিন্ন জাপানের সেনাবাহিনী ছিল যেমন সুগঠিত তেমনি আধুনিক সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত, অপর পক্ষে চীনদেশের অফুরন্ত লোকবল থাকিলেও যুদ্ধের ব্যাপারে তাহারা ছিল বহু পশ্চাদ্‌পদ। সুতরাং জল এবং স্থলে চীনদেশ জাপানের নিকট পরাজিত হইল। জাপান সৈন্য প্রেরণ করিয়া কোরিয়া দখল

চীনের পরাজয়: শিমনোশেকির চুক্তি (১৮৯৫)

করিল। ফলে, চীনদেশ জাপানের সহিত শিমনোশেকির চুক্তি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইল। এই চুক্তির শর্তানুসারে চীনদেশ (ক) কোরিয়ার সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার মানিয়া লইল; (খ) জাপানকে মাঞ্চুরিয়ার লিয়াওটাং অঞ্চল, ফরমোসা, পেস্কাডোরিস দ্বীপপুঞ্জ সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল, (গ) যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রভূত পরিমাণ অর্থ (২০ কোটি টেয়েল্‌স্) জাপানকে দিতে প্রতিশ্রুত হইল। ইহাও স্থির হইল যে, যতদিন পর্যন্ত এই ক্ষতিপূরণ আদায় না হইবে ততদিন পর্যন্ত জাপান ওয়ে-হাই-ওয়ে নামক স্থানটি অধিকার করিয়া রাখিবে, (ঘ) সর্বশেষে চীনদেশ চুংকিং, সুচাও, হ্যাংচাও ও শাসি—এই চারিটি বন্দর বিদেশী বণিকদের নিকট উন্মুক্ত রাখিতে বাধ্য থাকিবে ইহাও স্থির হইল।

চুক্তির শর্তাদি

শিমনোশেকির সন্ধির ফলে চীন সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিই কেবল জাপানের হাতে চলিয়া গেল না, লিয়াওটাং উপদ্বীপে জাপানী প্রাধান্য স্থাপিত হওয়ায় মাঞ্চুরিয়ার নিরাপত্তাও ব্যাহত হইল। চীনদেশ ভিন্ন রাশিয়ার পক্ষেও শিমনোশেকির সন্ধি গ্রহণযোগ্য ছিল না, কারণ লিয়াওটাং উপদ্বীপে জাপানীর প্রাধান্য স্থাপিত হওয়ায় চীনদেশে রাশিয়ার বিস্তারনীতি বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার সমূহ আশঙ্কা ছিল। স্বভাবতই রাশিয়া জার্মান ও ফ্রান্সের সাহত যুগ্মভাবে চীন সাম্রাজ্যে নিরাপত্তা রক্ষার অজুহাতে শিমনোশেকির সন্ধির বিরোধিতা করিল। রাশিয়া, জার্মানি ও ফ্রান্স জাপানকে লিয়াওটাং উপদ্বীপ অঞ্চল চীনদেশকে ফিরাইয়া দিতে অনুরোধ জানাইল। লিয়াওটাং অঞ্চলে জাপানী অধিকার স্থাপিত হইলে চীনদেশের রাজধানী পিকিং-এর নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হইবে, এই যুক্তির উপর ভিত্তি করিয়াই রাশিয়া-জার্মানি-ফ্রান্স জাপানের লিয়াওটাং অঞ্চল হইতে অপসরণ দাবি করিল। এইভাবে ইওরোপীয় তিনটি দেশের যুগ্ম-শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া যুক্তি-যুক্ত নহে মনে করিয়া জাপান লিয়াওটাং উপদ্বীপ অঞ্চল উপযুক্ত আর্থিক ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল।

শিমনোশেকির চুক্তির বিরোধিতা : রাশিয়া, জার্মানি ও ফ্রান্সের হস্তক্ষেপ

(১) 'তিন শক্তির হস্তক্ষেপ' (Three-power-intervention) অর্থাৎ রাশিয়া, জার্মানি ও ফ্রান্সের হস্তক্ষেপের ফলে জাপানকে লিয়াওটাং ফিরাইয়া দিতে হইয়াছিল বটে, তথাপি চীন-জাপানের যুদ্ধ এবং শিমনোশেকির সন্ধি

চীনের দুর্বলতা প্রমাণ করিয়াছিল। (২) অপর পক্ষে চীনদেশের বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র জাপানের সামরিক বিজয় জগতের চক্ষে জাপানের সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছিল।

শিমনোশেকির সন্ধি

(৩) এই যুদ্ধের ফলে সুদূর প্রাচ্যের রাজনীতির এক নূতন পর্যায় শুরু হইয়াছিল। জাপানের ফর্মোসা ও পেস্কাডোরিস্ দ্বীপপুঞ্জ অধিকার এবং চীন কর্তৃক কোরিয়ার স্বাধীনতা স্বীকৃতি জাপানের শক্তি যেমন বৃদ্ধি করিয়াছিল, তেমনি সুদূর-প্রাচ্যের রাজনীতিতে জাপানের ভবিষ্যৎ প্রতিপত্তিরও সূচনা হইয়াছিল। (৪) অপর পক্ষে, চীনের সামরিক ও শাসনতান্ত্রিক দুর্বলতা, চীনা জাতির মধ্যে জাতীয়তাবোধের অভাব প্রভৃতি যাহা কিছু জাপানের সহিত চীনের পরাজয়ের কারণ ছিল, তাহা বহির্জগতের চক্ষে চীনদেশের মর্যাদা আরও হ্রাস করিয়াছিল। (৫) চীন-জাপানের যুদ্ধে সুদূর-প্রাচ্যের রাজনীতিতে চীন ও জাপানের পূর্ব-সম্পর্কের ও শক্তি-সাম্যের আমূল পরিবর্তন সাধন করিয়া জাপানকে প্রাধান্য দান করিয়াছিল।* এই যুদ্ধে জয়লাভ করিবার ফলে জাপানী জাতির মধ্যে এক দারুণ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হইয়াছিল। (৬) জাপানের জাতীয় জীবনের ইতিহাসে পুনর্জীবিত জাপানের শক্তির প্রথম পরিচয় ছিল চীন-জাপানের যুদ্ধে জাপানের বিজয়লাভ। (৭) এই যুদ্ধে জয়লাভের পরেই ইওরোপীয় শক্তিবর্গ জাপানে যে অতি-রাষ্ট্রিক অধিকারসমূহ (Extra-territorial rights) ভোগ করিতেছিল তাহা নাকচ করা জাপানের পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল। (৮) রাশিয়ার নেতৃত্বে শিমনোশেকির সন্ধির সুবিধাভোগে জাপানকে বাধাদানের প্রত্যক্ষ ফল হিসাবেই রুশ-জাপানী যুদ্ধের সূত্রপাত হইয়াছিল। রাশিয়াই যে জাপানের প্রধান শত্রু, তাহা জাপান উপলব্ধি করিয়াছিল।

রাশিয়া, জার্মানি ও ফ্রান্স চীনদেশের অখণ্ডতা বজায় রাখিবার অজুহাতে জাপানকে শিমনোশেকির সন্ধির সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণে বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু এই অখণ্ডতা বজায় রাখিবার নীতি যে কতদূর আন্তরিকতা-বর্জিত ছিল তাহা অল্পকালের মধ্যেই প্রমাণিত হইল। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে সান্টুং নামক স্থানে দুইজন জার্মান ধর্মযাজককে হত্যা করা হইলে জার্মানি এই হত্যাকাণ্ডের ক্ষতিপূরণস্বরূপ কিয়াও-চাও নামক স্থানটি ৯৯

* "The Sino-Japanese War marked a reversal in the relative position of China and Japan in the Far East." Vinacke, p. 135.

বৎসরের জন্য অধিকার করিল এবং অপরাপর নানাপ্রকার বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা আদায় করিল। ফ্রান্স ও ইংলণ্ড অনুরূপ শর্তে এক-একটি বন্দর দখল করিল। রাশিয়া চীনদেশ হইতে লিয়াওটাং উপদ্বীপ অঞ্চল ও পোর্ট আর্থার পঁচিশ বৎসরের জন্য অধিকার করিয়া লইল। এই সকল ব্যবস্থার ফলে জাপান স্বভাবতই ইওরোপীয় দেশগুলি প্রধানত রাশিয়ার প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া উঠিল। রাশিয়া, জার্মানি ও ফ্রান্স—যে তিনটি শক্তি চীনদেশের অখণ্ডতার দোহাই দিয়া জাপানকে চীন-জাপানের যুদ্ধের ফল ভোগ করিতে দেয় নাই, সেই সকল দেশ চীন সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ আত্মসাৎ করিতেছে দেখিয়া জাপান স্বভাবতই অত্যন্ত বিরক্ত হইল। এই সকল পরিস্থিতির জন্য প্রধানত দায়ী ছিল রাশিয়া। সুতরাং জাপানবাসীরা রাশিয়াকেই জাপানের প্রধান শত্রু বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিল। এই মনোভাবের মধ্যেই ১৯০৪-৫ খ্রীষ্টাব্দের রুশ-জাপানী যুদ্ধের মূল কারণ পরিলক্ষিত হয়।

রাশিয়া, জার্মানি ও ফ্রান্সের চীনদেশের অখণ্ডতা বজায় রাখিবার নীতির অসারতা

জাপানের রুশ-বিদ্বেষ : রুশ জাপানী যুদ্ধের মূল কারণ

রাশিয়ার ক্রমবিস্তার-নীতি ইংলণ্ডের পূর্বাঞ্চলের সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার পক্ষে মোটেই কাম্য ছিল না। সুতরাং রাশিয়ার অগ্রগতি প্রতিহত করিবার জন্য ইংলণ্ড ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে জাপানের সহিত এক মিত্রতা-চুক্তি সম্পাদন করিল। এই চুক্তির ফলে একদিকে যেমন জাপানের শক্তি বৃদ্ধি পাইল, অপর দিকে তেমনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জাপানের মর্যাদাও বহুগুণে বর্ধিত হইল।

ইঙ্গ-জাপানী মৈত্রী (১৯০২) : জাপানের মর্যাদা বৃদ্ধি

রুশ-জাপানী যুদ্ধ, ১৯০৪-৫ (Russo-Japanese War) : মাঞ্চুরিয়ায় রাশিয়ার স্বার্থ জড়িত ছিল। উত্তর-মাঞ্চুরিয়ার মধ্য দিয়া ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথ নির্মাণের অধিকার রাশিয়া চীনদেশ হইতে আদায় করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন রুশ-চীনা ব্যাঙ্ক ছিল সম্পূর্ণ একটি রুশ প্রতিষ্ঠান। লিয়াওটাং উপদ্বীপ ও পোর্ট আর্থার ছিল রাশিয়ার অধিকৃত স্থান। এই সকল সাম্রাজ্যবাদী ও বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য রাশিয়া ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে বক্সার (Boxer) বিদ্রোহের সময় মাঞ্চুরিয়া অঞ্চলে সৈন্য মোতায়েন করিয়াছিল। ইহার পরও রাশিয়া চীন-দেশের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া নিজ স্বার্থ বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছিল। ১৯০২

মাঞ্চুরিয়া অঞ্চলে রুশ-স্বার্থ

খ্রীষ্টাব্দে ইঙ্গ-জাপানী চুক্তি স্বাক্ষরিত হইলে রাশিয়ার মাঞ্চুরিয়া নীতির কতক পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। ঐ বৎসরই (১৯০২) রাশিয়া চীনদেশের অনুরোধে 'মাঞ্চুরিয়া চুক্তি' (Manchurian Convention) স্বাক্ষর করিয়া মোট ১৮ মাসের মধ্যে মাঞ্চুরিয়া অঞ্চল হইতে রুশ সৈন্য অপসারণের প্রতিশ্রুতি দান করিল। কিন্তু প্রথম দফায় কতক সৈন্য অপসারণের পর রাশিয়া মাঞ্চুরিয়া চুক্তির শর্তানুযায়ী দ্বিতীয় দফা সৈন্য অপসারণের কোন চেষ্টাই করিল না। উপরন্তু রাশিয়া কোরিয়ায় জাপানী প্রভাব খর্ব করিবার উদ্দেশ্যে কাষ্ঠ-ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে বহুসংখ্যক রুশ সৈন্যকে কোরিয়ায় পাঠাইতে লাগিল। জাপান রাশিয়াকে মাঞ্চুরিয়া পরিত্যাগ করিতে ও কোরিয়ায় জাপানী প্রাধান্য স্বীকার করিতে এবং সেজন্য যথাযথ চুক্তি সম্পাদনে আহ্বান করিল। রাশিয়া এই প্রস্তাবের উত্তরে এক পাল্টা প্রস্তাব করিল যে, জাপান যদি রাশিয়াকে চীনদেশ ও মাঞ্চুরিয়ায় আধিপত্য বিস্তারে কোনপ্রকার বাধা না দেয়, তাহা হইলে রাশিয়া জাপানকে কোরিয়ায় প্রাধান্য বিস্তারে কোন বাধা দান করিবে না। এইভাবে কোন পক্ষই অপর পক্ষের দাবি স্বীকার না করিলে জাপান রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল (১৯০৪)।

'মাঞ্চুরিয়া চুক্তি' (১৯০২): চুক্তির শর্ত ভঙ্গ

কোরিয়ায় রাশিয়ার জাপানী বিরোধিতা

মীমাংসার ব্যর্থ চেষ্টা

রুশ-জাপানী যুদ্ধে রাশিয়া মুক্‌ডেন (Mukden) ও শুশিমা (Tshusima) নামক স্থানে পর পর পরাজিত হইল। সুদূর-প্রাচ্য অঞ্চলে আমেরিকার বাণিজ্য-স্বার্থ বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে এবং যুদ্ধজয়ের দ্বারা জাপান যাহাতে অপ্রতিহত শক্তির অধিকারী হইতে না পারে, সেজন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট রাশিয়া ও জাপানের দ্বন্দ্বে মধ্যস্থতা করিলেন। পোর্টস্‌মাউথের সন্ধি (Treaty of Portsmouth) দ্বারা রুশ-জাপানী যুদ্ধের অবসান ঘটিল।

মুকডেন ও শুশিমার যুদ্ধ: রাশিয়ার পরাজয় পোর্টস্‌মাউথের সন্ধি (১৯০৫)

পোর্টস্‌মাউথের সন্ধির শর্তানুযায়ী (১) কোরিয়ায় জাপানের নিরঙ্কুশ রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক প্রাধান্য স্বীকৃত হইল। (২) লিয়াওটাং উপদ্বীপে রাশিয়ার যাবতীয় অধিকার জাপানের নিকট ত্যাগ করিতে হইল।

(৩) মাঞ্চুরিয়া রেলপথের দক্ষিণাংশ এবং শাখালিন নামক স্থানটি জাপানকে দিতে হইল। (৪) রাশিয়া মাঞ্চুরিয়া হইতে যাবতীয় রুশ সৈন্য অপসারণে স্বীকৃত হইল। (৫) জাপান বা রাশিয়া চীনদেশের আভ্যন্তরীণ পুনরুজ্জীবনের কার্যে কোনপ্রকার বাধার সৃষ্টি করিবে না এবং মাঞ্চুরিয়া রেলপথ অর্থনৈতিক প্রয়োজন ভিন্ন কোন সামরিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইবে না—ইহাও স্বীকৃত হইল।

পোর্টস্মাউথের সন্ধির শর্তাদি

পোর্টসমাউথের সন্ধি তথা রুশ-জাপানী যুদ্ধ জাপানের শক্তি ও সাম্রাজ্য বিস্তৃতির ইতিহাসে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই যুদ্ধ জাপানের মর্যাদা, শক্তি ও সাম্রাজ্যবৃদ্ধির দ্বিতীয় পর্যায় বলা যাইতে পারে। চীন জাপানের যুদ্ধ (১৮৯৪-৯৫) ছিল প্রথম পর্যায়। রুশ-জাপানী যুদ্ধের ফলে প্রথমত এই কথাই প্রমাণিত হইল যে ইওরোপীয় দেশগুলির সামরিক শক্তি অপরাজেয় নহে। রুশ জাপানী যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয় আধুনিক ইতিহাসের এশিয়াস্থ দেশের নিকট ইওরোপীয় দেশের সর্বপ্রথম পরাজয়। স্বভাবতই এই যুদ্ধে জয়লাভ করিলে জাপানের আন্তর্জাতিক মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল। ইওরোপীয় দেশগুলির নিকট এই কথা স্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হইল যে, সুদূর প্রাচ্যে হস্তক্ষেপ করিতে গেলে জাপানের ন্যায় শক্তিশালী দেশের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হইতে হইবে।

পোর্টসমাউথের সন্ধি তথা রুশ জাপানী যুদ্ধের গুরুত্ব :

(১) ইওরোপীয় শক্তি অপরাজেয় নহে—এই সত্য প্রমাণিত

দ্বিতীয়ত, এই যুদ্ধের ফলে কোরিয়ায় জাপানের প্রাধান্য রাশিয়া কর্তৃক স্বীকৃত হইল এবং লিয়াওটাং উপদ্বীপ অঞ্চলে জাপানী প্রাধান্য স্থাপিত হওয়ায় চীনদেশ অভিমুখে রাশিয়ার অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হইল। মাঞ্চুরিয়া অঞ্চল হইতে রুশ সৈন্য অপসারণের ফলে ঐ অঞ্চলে জাপানী প্রাধান্য বিস্তারের পথও প্রশস্ত হইল।

(২) চীনের দিকে রাশিয়ার অগ্রগতি প্রতিহত

তৃতীয়ত, এই যুদ্ধের ফলে চীনদেশে এক গভীর জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হইয়াছিল। বৈদেশিক আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় সামরিক শক্তি সংগঠন, এই সত্য চীনবাসী উপলব্ধি করিল। জাপানের সামরিক সাফল্য চীনবাসীকেও আত্মনির্ভরশীল হইতে অনুপ্রাণিত করিল। চীনবাসীও

ইওরোপীয় সামরিক পদ্ধতির অনুকরণে সামরিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য জাপানী সামরিক কর্মচারীদের অধীনে শিক্ষা গ্রহণ করিতে লাগিল। এই নূতন প্রভাবের প্রত্যক্ষ ফল ১৯১১-'১২ খ্রীষ্টাব্দে চীনের প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিলক্ষিত হয়।

(৩) চীনের জাতীয়তা-বোধের উন্মেষ

চতুর্থত, রুশ-জাপানী যুদ্ধের প্রভাব ইওরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। এই যুদ্ধের ফলে রাশিযার দুর্বলতার সুযোগ লইয়া বলকান অঞ্চলে বোস্‌নিয়া ও হার্‌জেগো-ভিনা নামক স্থান দুইটি অষ্ট্রিয়া দখল করিয়া লইল। ক্রিমিয়ান্ যুদ্ধের পর রাশিয়া ইওরোপীয় রাজনীতি হইতে সাময়িকভাবে অপসরণ করিয়াছিল, কিন্তু অষ্ট্রিয়া বোস্‌নিয়া ও হারজেগোভিনা দখল করিলে এই সূত্রে রাশিযা পুনরায ইওরোপীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইল।

(৪) অষ্ট্রিয়া কর্তৃক রাশিয়ার দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ : ইওরোপীয় রাজনীতিতে রাশিয়ার পুনঃপ্রবেশ

পঞ্চমত, রুশ-জাপানী যুদ্ধে রাশিয়া হীনবল হইলে ইংলণ্ডের রুশভীতি অনেক পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইল। ফলে, রাশিয়া ও ইংলণ্ডের মধ্যে 'এ্যাংলো-রাশিয়ান কন্‌ভেন্‌শন্' (Anglo-Russian Convention) নামক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল।

(৫) ইঙ্গ-রুশ মৈত্রীর পথ প্রশস্ত

ষষ্ঠত, রুশ-জাপানী যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয় জারতন্ত্রের দুর্বলতার প্রকৃষ্ট প্রমাণস্বরূপ ছিল। ফলে, ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের রুশ-বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুতের কাজ অনেকটা সহজ হইয়াছিল।

(৬) জারতন্ত্রের দুর্বলতার প্রমাণস্বরূপ

সপ্তমত, এই যুদ্ধের ফলে জাপানের অপ্রতিহত ক্ষমতা বৃদ্ধি হইতে দেখিয়া আমেরিকা নিজ স্বার্থ রক্ষার্থ রুশ-জাপানী যুদ্ধ অবসানের জন্য মধ্যস্থতা করিয়াছিল। সুদূর-প্রাচ্যের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ না করিলে মার্কিন স্বার্থ নষ্ট হইবে এই বিবেচনা করিয়াই আমেরিকা মন্‌রো-নীতি ত্যাগ করিয়া সুদূর-প্রাচ্যের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করিয়াছিল।

(৭) সুদূর-প্রাচ্যের রাজনীতিতে আমেরিকার হস্তক্ষেপ

অষ্টমত, রুশ-জাপানী যুদ্ধে জাপানের জয়লাভ জাপানের জাতীয় জীবনের এক স্মরণীয় ঘটনাস্বরূপ হইল। জাপানের আত্মপ্রত্যয় এবং রাজ্যবিস্তার-স্পৃহা এই বিজয়লাভের ফলে অধিকতর উৎসাহিত হইল।

(৮) জাপানের আত্মপ্রত্যয়

চীনা-জাপানী ও রুশ-জাপানী যুদ্ধে জাপানের বিজয়লাভ জাপানের সাম্রাজ্যবাদী স্পৃহা বৃদ্ধি করিল। সাম্রাজ্যবাদী মনোবৃত্তি বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে জাপান চীনদেশের বিরুদ্ধে এক অন্যায়মূলক প্রসার-নীতি অবলম্বন করিল।

জাপানী সাম্রাজ্যবাদ

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইলে জাপান নিজ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া চীনদেশে জার্মান-অধিকৃত সান্টুং অঞ্চল, কিয়াও চাও প্রভৃতি দখল করিয়া লইল। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপান চীনদেশের নিকট একুশটি বিভিন্ন দাবি উপস্থিত করিল এবং মাত্র ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সেই সকল দাবি পুরণের জন্য জানাইল।

এই 'একুশ দাবি' পাঁচটি ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম ভাগ ছিল সান্টুং অঞ্চলে জাপানী প্রাধান্য স্থাপন সংক্রান্ত, দ্বিতীয় ভাগ ছিল বহির্মঙ্গোলিয়া ও মাঞ্চুরিয়া-সংক্রান্ত, তৃতীয় ভাগে চীনদেশ হইতে কয়লা ও লৌহপিণ্ড সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধার দাবি ছিল, চতুর্থ ভাগে চীনদেশ নিজ বন্দর, উপকূল বা প্রণালী কোন বিদেশী (ইওরোপীয়) শক্তির নিকট ত্যাগ করিবে না, এই দাবী করা হইয়াছিল, পঞ্চম ভাগে ফুকিন (Fukien) অঞ্চলে চীনা শাসনকার্য পরিচালনায় জাপানী পরামর্শদাতা নিয়োগ, জাপান হইতে সামরিক অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় এবং জাপানকে নানাপ্রকার অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা দান প্রভৃতির দাবি করা হইয়াছিল।

'একুশ দাবি' (Twenty one Demands)

আমেরিকা ও অপরাপর শক্তিবর্গ জাপানের এই 'একুশ দাবি' তাহাদের নিজ নিজ স্বার্থের দিক হইতে বিচার করিয়া সমর্থন করিল না। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধে লিপ্ত থাকায় জাপানকে দৃঢ়ভাবে বাধাদান করাও তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইল না। বাধ্য হইয়াই চীনদেশ 'একুশ দাবি'র অধিকাংশই স্বীকার করিয়া লইল, কেবলমাত্র যে সকল শর্ত স্বীকার করিলে চীনদেশের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা ছিল, সেগুলিই অস্বীকার করিল। জাপান দক্ষিণ-মাঞ্চুরিয়া ও মঙ্গোলিয়ায় কতকগুলি বিশেষ অধিকার লাভ করিল, রেলপথ প্রস্তুত করিবার, চীনদেশকে ঋণ দিবার নানাপ্রকার অর্থনৈতিক সুযোগও লাভ করিল। ইহা ছাড়া, জাপান দক্ষিণ-মাঞ্চুরিয়া এবং কিরিণ-চাংচুং রেলপথ প্রভৃতি ৯৯ বৎসর পর্যন্ত দখলে রাখিবার অধিকার পাইল।

চীন কর্তৃক একুশ দাবির অধিকাংশ স্বীকৃত

'একুশ দাবি' সাম্রাজ্যবাদী মনোবৃত্তির নগ্ন প্রকাশ, সন্দেহ নাই। দুর্বল প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জাপানের স্বার্থপর বিস্তার নীতি নৈতিকতা-বর্জিত ছিল বটে, কিন্তু এই দাবির মধ্যে এশিয়ায় ইওরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের বিস্তৃতি প্রতিহত করিবার চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। 'একুশ দাবি'র চতুর্থ ও পঞ্চমভাগের শর্তগুলিতে চীনদেশের বন্দর, প্রণালী, অর্থনৈতিক সুযোগ প্রভৃতি ইওরোপীয় শক্তিবর্গ যাহাতে আত্মসাৎ করিতে না পারে, সেই নীতিও পরিলক্ষিত হয়। এই কারণে 'একুশ দাবি'-কে 'এশিয়ার মনরো নীতি' (Asiatic Monroe Doctrine) নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

'একুশ দাবি' 'এশিয়ার মনরো নীতি'

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সঙ্কটজনক মুহূর্তে যখন জাপানী সাহায্য ইওরোপীয় শক্তিবর্গের নিকট অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছিল, তখন আমেরিকা ও ইওরোপীয় শক্তিবর্গ চীনদেশের নিরাপত্তা নীতি অগ্রাহ্য করিয়া জাপানের 'একুশ দাবি' সমর্থন করিতেও দ্বিধাবোধ করে নাই। যুদ্ধশেষে প্যারিস শান্তি সম্মেলনে পরাজিত জার্মানির অধীনে চীনের যে সকল স্থান ছিল, তাহা চীনদেশ প্রত্যর্পণ দাবি করিলে জাপান উহা অগ্রাহ্য করিল। ইওরোপীয় শক্তিবর্গ জাপানের গ্রাস হইতে চীনকে রক্ষা করিবার কোন কার্যকরী পন্থা গ্রহণ করিলেন না। চীনা প্রতিনিধি শূন্যহস্তে প্যারিস সম্মেলন হইতে ফিরিয়া আসিলেন।

প্যারিস শান্তি সম্মেলনে চীনের আশাভঙ্গ

পরিশিষ্ট (গ)

উত্তর-সংকেত

সূচনা

1 Describe the political condition of Europe in 1740.

উত্তর সংকেত: (১) সূচনা: ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যের দিক হইতে বিচার করিলে ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে ইওরোপীয় ইতিহাসের কোন যুগান্তকারী ঘটনার নির্দেশক বা কোন নূতন ধারার সূচনা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না, (২) ইউট্রেক্ট ও রাসটাট এর শান্তি চুক্তি—পশ্চিম ও উত্তর ইওরোপে শান্তি স্থাপন-পরবর্তী কালে [illegible] পশ্চিম ইওরোপের রাজনীতি ক্ষেত্রে অবিচ্ছেদ্যতা, (৩) ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে ইওরোপের রাজনৈতিক পরিস্থিতি—(ক) ইওরোপের সন্ধি দ্বারা স্থাপিত শান্তি নাশ— দীর্ঘকালব্যাপী ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক দ্বন্দ্বের সূচনা, (খ) প্রাশিয়া; (গ) অষ্ট্রিয়া, (ঘ) ফ্রান্স, (ঙ) হল্যাণ্ড; (চ) স্পেন, (ছ) রাশিয়া, (জ) ইংলণ্ড, (ঝ) পোল্যাণ্ড, (ঞ) সুইডেন। ৩৯ পৃষ্ঠা]

প্রথম অধ্যায়

1. Sketch the character and career of Louis XV and estimate his responsibility for the French Revolution.

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : চতুর্দশ লুইয়ের দীর্ঘকাল অনুসৃত যুদ্ধ-নীতির ফলে ফরাসী জাতীয় জীবনে যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক দুর্বলতা ও শ্রান্তি আসিয়াছিল তাহা হইতে দেশকে পুনঃসঞ্জীবিত করিয়া তুলিবার জন্য প্রয়োজন ছিল একজন দূরদর্শী, প্রজাহিতৈষী রাজার। কিন্তু পঞ্চদশ লুইয়ের এই সকল কোন কিছুই ছিল না। জীবনের প্রথম দিকে সামরিক কৌশল, উৎসাহ ও উদ্দীপনা প্রদর্শন করিলেও অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্রের অনৈতিকতা, শাসনব্যাপারে অমনোযোগ তাঁহাকে রাজ্যশাসনের পক্ষে অযোগ্য বলিয়া প্রমাণ করিল। (২) চরিত্র—উচ্ছৃঙ্খলতা

ও আড়ম্বরপ্রিয়তা—স্বার্থান্বেষী অভিজাত শ্রেণী কর্তৃক রাজশক্তি আচ্ছন্ন—'after me the deluge' উক্তি, (৩) কার্ডিন্যাল ফ্লিউরির প্রধানমন্ত্রিত্ব—সাময়িক পুনরুজ্জীবন, শান্তি ও সমৃদ্ধি—পররাষ্ট্রক্ষেত্রে ইংলণ্ডের সহিত সদ্ভাব—পোল্যাণ্ডের উত্তরাধিকার যুদ্ধ—শভেলিন ও ভিলার্সের প্রভাব, ফ্লিউরির আংশিক সাফল্য—লোরেন অধিকারভুক্ত—ফ্লিউরির নীতি পরিত্যক্ত—অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধ ও সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ—ফ্রান্সের ক্ষতি—অর্থনৈতিক দুর্বলতা—জেনসেনিস্টদের বিরোধিতা—সাময়িকভাবে জেসুইট্ দমন—পার্লামেণ্ট অব প্যারিসের আন্দোলন—উহার দমন—বিপ্লবের পটভূমিকা রচনা। ৩৪ ৪০ পৃষ্ঠা]

2. Sketch the statesmanship and achievements of Cardinal Fleury.

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজপ্রতিনিধি ডিউক অব অলিয়েন্সের মৃত্যু হইলে পঞ্চদশ লুই স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করিয়া নিজ গৃহ-শিক্ষক কার্ডিন্যাল ফ্লিউরিকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করিলেন, (২) ফ্লিউরির বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা—আভ্যন্তরীণ পুনরুজ্জীবন—শান্তি ও সমৃদ্ধি; (৩) পররাষ্ট্রক্ষেত্রে শান্তি নীতি—ইংলণ্ডের সহিত সদ্ভাব—শভেলিন ও ভিলার্সের প্রভাব : পোল্যাণ্ডের উত্তরাধিকার যুদ্ধে যোগদান ; ফ্লিউরির দূরদর্শিতার ফলে আংশিক সাফল্য—লোরেন ফ্রান্সের অধিকারভুক্ত ; (৪) ফ্লিউরির নীতি পরিত্যক্ত : অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধ ও সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ—ফ্রান্সের ক্ষতি। ৩৬-৩৮ পৃষ্ঠা]

2 (a). Discuss the French diplomacy in the circumstances connected with the War of Austrian Succession and the Seven Years' War (B. A. Hon. 1967)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফরাসী কূটনীতির চরম দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়। ইউট্রেকট্-এর সন্ধির ফলে ফ্রান্স ইওরোপীয় মহাদেশে যে ক্ষতি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল তাহা পুনরুদ্ধার করিবার চেষ্টা-ই ফ্রান্সের সেই সময়কার কূটনীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল। বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক ক্ষেত্রের ক্ষতি ফ্রান্স পূরণ করিয়া লইতে বদ্ধপরিকর ছিল। অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধে প্রবেশ করিয়া ইউট্রেকট্-এর সন্ধিতে অষ্ট্রিয়া যে

সুযোগ-সুবিধা লাভ করিয়াছিল সেই সকল শর্ত পরিবর্তনের চেষ্টাই ছিল ফ্রান্সের মূল উদ্দেশ্য। (২) অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধে প্রবেশ—ইংলণ্ডের ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অষ্ট্রিয়ার পক্ষে যোগদান—অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধের ব্যাপকতা; (৩) এই-লা-স্যাপেল্-এর সন্ধি (১৭৪৮)—ইঙ্গ-ফরাসী ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা অমীমাংসিত; (৪) কূটনৈতিক বিপ্লব—ফ্রান্স কর্তৃক অষ্ট্রিয়ার সহিত ভার্সাই-এর চুক্তি স্বাক্ষর—সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ; (৫) কূটনৈতিক বিপ্লব—ফরাসী স্বার্থের পরিপন্থী—অষ্ট্রিয়া ও ইংলণ্ডের সুযোগ; (৬) ফ্রান্সের বিফল কূটনীতি—প্রকারান্তরে অষ্ট্রিয়া ও ইংলণ্ডের সহায়ক। ৮৩-৮৯ পৃষ্ঠা]

3. Sketch the character and career of Louis XVI and assess his responsibility for the French Revolution.

[উত্তর-সংকেত: (১) সূচনা: পঞ্চদশ লুইয়ের পৌত্র যোড়শ লুই যখন ফ্রান্সের সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন ফরাসী জাতির মনে আশা জন্মিয়াছিল যে, হয়ত তিনি তাঁহার পিতামহের রাজ্যশাসনের অকর্মণ্যতার অবসান ঘটাইতে পারিবেন; (২) চরিত্র; (৩) সমস্যা—অভিজাত সম্প্রদায় দমন ও অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন, টুর্গোকে অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব দান; (৪) টুর্গোর সংস্কার (সংক্ষেপে)—তাঁহার বিফলতা: পদচ্যুতি; (৫) নেকার—তাঁহার সংস্কার (সংক্ষেপে)—পদচ্যুতি—পুনর্নিয়োগ—দ্বিতীয়বার পদচ্যুতি; (৬) ক্যালোনের সংস্কার; (৭) যোড়শ লুইয়ের দুর্বলতা ও অকর্মণ্যতা হেতু বিপ্লবের সূচনা: স্টেট্স্-জেনারেল আহ্বান। ৪০-৪৯ পৃষ্ঠা]

4. Sketch the economic reforms of Turgot.
What were the causes of his failure?

(C. U. 1943, 1944)

[উত্তর-সংকেত: (১) সূচনা: টুর্গো ফ্রান্সের এক দরিদ্র ও ক্ষুদ্র প্রদেশের ইন্টেণ্ডেণ্ট হিসাবে কার্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু আধুনিক অর্থনৈতিক নীতি অনুসরণ করিয়া তিনি ঐ প্রদেশটিকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন; (২) তাঁহার অর্থনৈতিক জ্ঞান ও সাফল্য; (৩) সমসাময়িক অর্থনীতিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; (৪) তাঁহার সমস্যা—রাষ্ট্রের ঋণভার—আয় অপেক্ষা

ব্যয় বেশি ; (৫) তাঁহার নীতি : সরকারের অর্থাভাব দূর করা—নূতন কর ধার্য না করা ; ঋণ গ্রহণ না করা , (৬) কার্যাদি : ব্যয় সংকোচ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উৎসাহ দান , (৭) ম্যালোশার্বের সহায়তা লাভ—অর্থ সঞ্চয়—অভিজাত শ্রেণীর বিশেষ অধিকার, বৃত্তি প্রভৃতি বিলোপ—অবাধ বাণিজ্যনীতি, আন্তঃপ্রাদেশিক শুল্ক বাতিল—একচেটিয়া ব্যবসায় নিষিদ্ধকরণ—কর্ভি বাতিল—সকল সম্প্রদায়ের উপর কর স্থাপন—তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র—পদচ্যুতি ; (৮) বিফলতার কারণ : একই সঙ্গে বহুসংখ্যক সংস্কারকার্যে হস্তক্ষেপ—রাজার দুর্বলতা টুর্গোর অসাফল্যের প্রকৃত কারণ। ৪১-৪৬ পৃষ্ঠা]

5. Give the economic reforms of Necker.

(C. U. 1946, 1952)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : টুর্গোকে পদচ্যুত করিয়া ষোড়শ লুই নেকার নামে জনৈক জেনিভাবাসীকে রাজস্ব বিভাগের দায়িত্ব দান করিলেন , (২) টুর্গোর তুলনায় নেকারের অক্ষমতা ; (৩) তাঁহার নীতি : মিতব্যয়িতা ও অপ্রয়োজনীয় কর্মচারিপদ বিলোপ—পেনশন, বৃত্তি প্রভৃতি হ্রাস—অপরাপর সংস্কার ; (৪) আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধে অর্থ সাহায্য দান, সকল সম্প্রদায়ের উপর কর স্থাপন—পদচ্যুতি—পুনর্নিয়োগ—দ্বিতীয়বার পদচ্যুতি। ৪৬ ৪৭ পৃষ্ঠা]

6. Was Louis XVI wise in summoning the 'States-General'?

(C. U. 1948)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : ষোড়শ লুই অনন্যোপায় হইয়া স্টেট্‌স্-জেনারেল-এর অধিবেশন আহ্বান করিয়াছিলেন। ইহার পশ্চাতে কোন সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রশ্ন ছিল না। এই কারণে এই প্রশ্নের উত্তর সরাসরিভাবে দেওয়া কঠিন। বিকল্প পন্থা কি ছিল অথবা ইহা আহ্বান না করিলে কি ফল হইত সেই দিক হইতে বিচার করিয়া এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বাঞ্ছনীয় ; (২) অধিবেশন আহ্বান না করার একমাত্র বিকল্প ব্যবস্থা ছিল দূরদর্শী এবং ব্যাপক সংস্কার ; (৩) লুই-এর দুর্বলতায় তাহা সম্ভব হয় নাই—টুর্গো ও নেকারের পদচ্যুতি দৃষ্টান্তস্বরূপ ; (৪) দেশের পরিস্থিতি : শাসনব্যবস্থা অচল, রাজকোষ অর্থশূন্য, বিচারব্যবস্থা পঙ্গু, ব্যক্তিস্বাধীনতা

বিলুপ্ত, ক্ষমতা-বিভাজন, সর্বসাধারণের সার্বভৌমত্ব প্রভৃতি নীতি এবং ইংলণ্ড ও আমেরিকার শাসনতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রভাবে প্রভাবিত, (৫) লুই-এর স্বৈরক্ষমতা স্টেট্‌স্ জেনারেল আহ্বানে স্বীকৃত, (৬) স্বেচ্ছাকৃত না হইলেও রাজতন্ত্রকে বাঁচাইবার পন্থা উন্মুক্ত, (৭) লুই সুযোগ গ্রহণ করেন নাই বটে, কিন্তু স্টেট্‌স্-জেনারেল-এর আহ্বান সেই সুযোগ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিল। ৪৯-৫১ পৃষ্ঠা]

দ্বিতীয় অধ্যায়

1. Fully discuss the importance of the reign of Frederick the Great of Prussia in European history.

(C. U. 1943)

[উত্তর-সংকেত: (১) সূচনা: ইওরোপের ইতিহাসে ফ্রেডারিক দি গ্রেটের রাজত্বকাল এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, সন্দেহ নাই, (২) সামরিক প্রাধান্য, (৩) জার্মানির নেতৃত্ব, (৪) অস্ট্রিয়ার সমমর্যাদা লাভ, (৫) ইওরোপীয় রাজনীতিতে প্রাশিয়ার মতামতের গুরুত্ব, (৬) মধ্য-ইওরোপের রাজনৈতিক পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন। ৬০, ৭৪-৭৬ পৃষ্ঠা]

2. Say what you know of the reign of Frederick the Great of Prussia. (C. U. 1949)

Narrate the story of Frederick the Great's achievements in the forward march of Prussia. Do you think that Frederick the Great's statesmanship is free from criticism ?

(C. U. 1949)

Account for the greatness of Frederick the Great of Prussia. (C. U. 1956)

Did Frederick II deserve the title of the Great ?

(C. U. 1968)

Discuss the importance of the reign of Frederick the Great in the history of Prussia (C. U. 1958)

[উত্তর-সংকেত: (১) সূচনা: ফ্রেডারিক দি গ্রেট আভ্যন্তরীণ এবং পররাষ্ট্রক্ষেত্রে প্রাশিয়াকে এক অতি শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত করিয়াছিলেন, (২) তাঁহার কার্যকলাপ: (ক) আভ্যন্তরীণ: অর্থনৈতিক উন্নতি; শাসন-

ব্যবস্থা কেন্দ্রীকরণ ; ধর্মপালন ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দান;—তিনি ছিলেন রাষ্ট্রের 'প্রধান সেবক' ; (খ) পররাষ্ট্রীয় : সাইলেশিয়া অধিকার, পশ্চিম-প্রাশিয়া দখল, উপযুক্ত সামরিক শক্তিগঠন, প্রাশিয়ার আন্তর্জাতিক মর্যাদা বৃদ্ধি, (৩) ফ্রেডারিকের নীতি ত্রুটিহীন নহে—(ক) সাইলেশিয়া-বিজয়ে ধনক্ষয় ও লোকক্ষয়, (খ) অত্যধিক সামরিক ব্যয়ভার, (গ) জনসাধারণের মানসিক বৃত্তির উপর কু-প্রভাব, (ঘ) বৈদেশিক সৈন্য দেশের স্বার্থের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিল না, (ঙ) অত্যধিক কেন্দ্রীভূত রাজশক্তি দায়িত্বশীল কর্মচারী সৃষ্টি করিতে পারে নাই, (চ) সামাজিক উন্নতি অবহেলিত, (ছ) সৃজনী-শক্তির অভাব, (৪) তথাপি ফ্রেডারিক ইওরোপে : (ক) প্রাশিয়ার সামরিক প্রাধান্য, (খ) রাজনৈতিক মর্যাদা ও (গ) জার্মানির নেতৃত্ব স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন। ৬০-৭৮ পৃষ্ঠা]

3. Estimate the achievements of Frederick the Great as the maker of strong Prussia. (C. U. 3yr. Degree, 1964)

Was Frederick II a really Great ruler ?
(C. U. 3yr. Degree, 1965)

[উত্তর-সংকেত : ২নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেতের (১)—(৩) পর্যন্ত ।]

4. Write notes on :

(a) Silesian War. (C. U. 1944)

(b) Annexation of Silesia. (C. U. 1949)

[উত্তর-সংকেত : (a), (b) : ফ্রেডারিক দি গ্রেটের স্বার্থপরতার নিদর্শন, প্রাচীন অযৌক্তিক উত্তরাধিকার দাবি : সাইলেশিয়া দখল, ব্রেস্‌ল-এর সন্ধি (১৭৪৩), দ্বিতীয়বার যুদ্ধে ড্রেসডেন ও এই-লা-স্যাপেলের সন্ধিতে প্রাশিয়ার সাইলেশিয়া অধিকার স্বীকৃত, সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে ম্যারিয়া থেরেসার সাইলেশিয়া পুনরুদ্ধারের চেষ্টা ব্যর্থ, ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসের সন্ধিতে পুনরায় প্রাশিয়ার অধিকার স্বীকৃত। ৬৭-৭০ পৃষ্ঠা]

5. Discuss the causes and results of the War of Austrian Succession.

What were the causes and consequences of the Austrian Succession War ? (C. U. 1969)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধের প্রধান বিষয়বস্তুই ছিল সাইলেশিয়া অধিকার ; (২) ফ্রেডারিকের অজুহাত,—

প্র্যাগ্ম্যাটিক স্যাংশন অস্বীকার—চরমপত্র ; (৩) ফ্রেডারিকের সাইলেশিয়া আক্রমণ—মল্‌উইজের যুদ্ধ, স্যাকসনি, বেভেরিয়া, স্পেন, সার্ডিনিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন ইওরোপীয় শক্তির যুদ্ধে যোগদান—অস্ট্রিয়া কর্তৃক প্রাশিয়াকে সাইলেশিয়া দান—ব্রেস্‌ল-এর সন্ধি—ইংলণ্ডের যুদ্ধে যোগদান—ড্রেসডেনের সন্ধি—এই-লা-স্যাপেলের সন্ধি (১৭৪৮) ; (৪) ফলাফল। ৬৭-৭. পৃষ্ঠা]

6. Review the Austro-Prussian relations from 1740-1763. What were the real gains made by Prussia during the War ? (B. A. Hons. 1967)

[উত্তর সংকেত : ৪নং ও ৫নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেতের অনুরূপ : ৬৭-৭১ পৃষ্ঠা]

তৃতীয় অধ্যায়

1. What do you know about the Diplomatic Revolution of Kaunitz ? Was France wise in accepting the friendship of Austria ? (C. U 1949, B. U 1961)

What were the major changes in the relationships of European Powers that took place between the War of Austrian Succession and the Seven Years' War ? (C. U. 3yr. Degree, 1963)

Explain the nature of the Diplomatic Revolution of 1756. How was it brought about ? (C. U. 1969)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের পারস্পরিক কূটনৈতিক সম্বন্ধের যে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, তাহা কূটনৈতিক বিপ্লব নামে পরিচিত ; (২) কূটনৈতিক বিপ্লবের পূর্বে ইওরোপীয় শক্তিবর্গ দুই দলে বিভক্ত ছিল ; (৩) কারণ : (ক) এই-লা-স্যাপেলের সন্ধির ত্রুটি, (খ) ম্যারিয়া থেরেসার সাইলেশিয়া উদ্ধারের ইচ্ছা, (গ) ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের সামুদ্রিক ও ঔপনিবেশিক দ্বন্দ্ব অমীমাংসিত, (ঘ) প্রাশিয়ার উত্থানে নূতন রাজনৈতিক পরিস্থিতি, (ঙ) প্রত্যক্ষ কারণ : ম্যারিয়া থেরেসার সাইলেশিয়া উদ্ধারের চেষ্টা, (৪) কৌনিজের যুক্তি : প্রাশিয়ার উত্থানে পূর্বেকার মিত্রতা

ত্যাগ করিয়া ফরাসী মৈত্রী গ্রহণ যুক্তিযুক্ত ; প্রাশিয়া ও ফ্রান্সের দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা ; স্বার্থহীনভাবে ইংলণ্ড সাইলেশিয়া-উদ্ধারে সাহায্য করিবে না, (৫) অপরদিকে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ই লণ্ডের শক্তি-সঞ্চয়ের প্রয়োজন, অষ্ট্রিয়ার মৈত্রী মূল্যহীন ; হ্যানোভার রক্ষার প্রয়োজন ; (৬) ইংলণ্ড ও প্রাশিয়ার মধ্যে ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টারের চুক্তি, ফ্রান্স ও অষ্ট্রিয়ার মধ্যে ভার্সাই-এর সন্ধি—কূটনৈতিক বিপ্লব সম্পন্ন, (৭) ফ্রান্স বুদ্ধির পরিচয় দেয় নাই : (ক) কাহারো কাহারো মতে আত্মরক্ষার জন্যই ফ্রান্সের কূটনৈতিক বিপ্লবে যোগদান করা প্রযোজন ছিল, নিরপেক্ষ বিচারে ফ্রান্সের অষ্ট্রিয়ার সহিত মিত্রতা স্থাপন মূর্খতার কাজ হইয়াছিল বুঝা যাইবে, (খ) মিত্রশক্তি হিসাবে অষ্ট্রিয়া দুর্বল ছিল, (গ) অষ্ট্রিয়ার পক্ষে ইওরোপের যুদ্ধ একান্ত প্রয়োজন ছিল—ফ্রান্সের জন্য প্রয়োজন ছিল শান্তির, ইওরোপে যুদ্ধে ব্যস্ত থাকায় ফ্রান্স, আমেরিকা ও ভারতবর্ষে নিজ উপনিবেশ রক্ষা করিতে পারে নাই। ৮৩-৮৯ পৃষ্ঠা]

2 Describe the part played by Kaunitz in bringing about the Diplomatic Revolution Was it ultimately beneficial to Austria ? (C. U. 1953, 1955)

[উত্তর-সংকেত. (১) সূচনা : ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে পূর্বেকার দুইশত বৎসরাধিক কূটনৈতিক সম্বন্ধের পরিবর্তনকে কূটনৈতিক বিপ্লব আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, (২) কৌনিজ এই বিপ্লবের প্রধান উদ্যোক্তা, (৩) কৌনিজের যুক্তি, (৪) কৌনিজ কর্তৃক ফ্রান্সের রাজদরবারে বুরবোঁ-হ্যাবস্‌বার্গ মৈত্রীর প্রস্তাব উত্থাপন, (৫) ফ্রান্সের মানসিক প্রস্তুতি, কিন্তু সংস্কারবশত দ্বিধাবোধ, (৬) ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টারের সন্ধির প্রত্যুত্তরে ভার্সাই-এর সন্ধি—কূটনৈতিক বিপ্লব সম্পন্ন, (৭) কূটনৈতিক বিপ্লবের স্বাভাবিক ফল—সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ, অষ্ট্রিয়ার বার বার সাইলেশিয়া উদ্ধারের চেষ্টা, সাময়িক সাফল্য, (৮) শেষ পর্যন্ত হিউবার্টস্‌বার্গের সন্ধিতে সাইলেশিয়া ত্যাগ, (৯) অষ্ট্রিয়ার দিক হইতে বিচার করিলে কূটনৈতিক বিপ্লব বিচক্ষণতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই, কিন্তু অষ্ট্রিয়ার দুর্বলতা এবং রাশিয়া কর্তৃক যুদ্ধ ত্যাগ ও ফ্রেডারিকের মিত্রতা গ্রহণ শেষ পর্যন্ত অষ্ট্রিয়ার পরাজয় ঘটাইল। সাইলেশিয়া উদ্ধারের জন্য কূটনৈতিক বিপ্লব সাধিত হইয়াছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত অষ্ট্রিয়ার উদ্দেশ্য সফল হইল না। ৮৩-৮৯ পৃষ্ঠা]

3. Narrate the causes of the Seven Years' War. What were its results? (C. U. 1958)

What were the causes of the Seven Year's War? How far is it true to say that "England emerged in the Seven Years' War everywhere victorious?" (C. U 1914, 1919)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ তিনটি ভিন্ন ভিন্ন দ্বন্দ্বের ফলে ঘটিয়াছিল, (২) কারণ : (ক) এই-লা-স্যাপেলের সন্ধির ব্যর্থতা, (ক) আমেরিকা, ভারতবর্ষ ও হ্যানোভার-সংক্রান্ত ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব—বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, (গ) প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার দ্বন্দ্ব—ম্যারিয়া থেরেসার সাইলেশিয়া উদ্ধারের চেষ্টা, (ঘ) প্রাশিয়া ও ফ্রান্সের সামরিক প্রতিযোগিতা, (ঙ) রাশিয়ার পূর্ব-প্রাশিয়া দখলের ইচ্ছা, (৩) ফলাফল : ইংরেজ শক্তি আমেরিকা, ভারতবর্ষ ও ইওরোপে বিজয়ী, (ক) প্যারিসের সন্ধিতে কানাডা, নোভাস্কশিয়া, টোবাগো, ডোমিনিকো, সেণ্ট ভিন্সেণ্ট, ফ্লরিডা প্রভৃতি স্থান ইংলণ্ড লাভ করে; আফ্রিকায় সেনিগাল; ভারতবর্ষে ফরাসী প্রাধান্য বিনষ্ট; (খ) আমেরিকায় ইংরেজ প্রাধান্য; ভারতবর্ষে ইংরেজ সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত, সমুদ্রবক্ষে ইংলণ্ডের প্রাধান্য স্বীকৃত; (গ) বিজয়ের অন্তরালে ভবিষ্যৎ পরাজয়ের বীজ নিহিত—আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধ, ইংলণ্ড মিত্রহীন। ৯০ ৯৮ পৃষ্ঠা]

4. (a) "The situation which produced the Seven Years' War was composed of three rivalries." (Guedalla). Explain fully. (b) How far did the Seven Years' War solve these rivalries?

[উত্তর-সংকেত : (a) প্রথম অংশ ৩নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেতের অনুরূপ, কেবলমাত্র (৪) ফলাফল বাদ দিতে হইবে।

(b) (১) সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে তিনটি দ্বন্দ্বের সহিত তিনটি প্রশ্ন জড়িত ছিল : (ক) ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের দ্বন্দ্বের প্রশ্ন ছিল কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ—সামুদ্রিক, বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক শক্তি : (খ) অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে কোন্‌টি জার্মানির শ্রেষ্ঠ শক্তি? (গ) ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার মধ্যে কোন্‌টি সামরিক

ক্ষেত্রে প্রধান বলিয়া বিবেচিত হইবে ? (২) সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে এই তিনটি প্রশ্নেরই মীমাংসা হইয়াছিল : (ক) ইংলণ্ড, আমেরিকা ও ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক প্রাধান্য লাভ করে, সমুদ্রবক্ষে ইংরেজ নৌশক্তি শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হয়, (খ) অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া সমপর্যায় ও সমমর্যাদাভুক্ত হয়, সাইলেশিয়ায় প্রাশিয়ার অধিকার স্বীকৃত হয়, (গ) প্রাশিয়া ফ্রান্স অপেক্ষা শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে মর্যাদা লাভ করে। ৯০-৯৮ পৃষ্ঠা]

5. What were the results of the Seven Years' War ?

Indicate the effects of the Seven Years' War on Europe. (C U. 1968)

Describe the results of the Seven Years' War and show how the war affected the position of France in Europe and outside Europe. (C. U. 3yr. Degree, 1962)

[উত্তর-সংকেত : ৪নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেতের (b)-এর অনুরূপ। ৯৬-৯৮ পৃষ্ঠা]

6. Narrate the causes of the Seven Years' War What were its results ? (C. U. 1958)

[উত্তর-সংকেত : কারণ : ৩নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেতের অনুরূপ ; ফলাফল ৫নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেতের অনুরূপ। ৯০-৯৮ পৃষ্ঠা]

7 (a) Explain fully the causes of the Seven Years' War. (b) To what reasons would you attribute the defeat of France in the colonial struggle with England ? (C. U. 1951)

[উত্তর-সংকেত : (a) ৩নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেতের অনুরূপ। (b) সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয়ের নানাবিধ কারণ ছিল : (১) ইওরোপে ফ্রান্স যুদ্ধরত থাকায় উপনিবেশগুলিতে সাহায্য প্রেরণের অক্ষমতা, (২) শক্তিশালী নৌবহরের প্রভাব ; (৩) ফরাসী নাবিকগণের সাহস ও সমুদ্রপ্রবণতার অভাব ; (৪) শিল্পবিপ্লবের প্রেরণায় ইংরেজ নাবিকগণের ঔপনিবেশিক উৎসাহ ; (৫) ফরাসী উপনিবেশ সরকারী চেষ্টায় গঠিত—জাতীয় সহায়তার অভাব ; (৬) পিটের সুদক্ষ সমর-পরিচালনা—ফ্রান্সের অনুরূপ দক্ষতার অভাব, (৭) ফরাসীদের অর্থাভাব ; (৮) ফরাসী ভুল-ত্রুটি। ৯০-৯৯ পৃষ্ঠা]

8 Describe the course of the Anglo-French relations in the fifty years after 1740. (C. U. 3yr. Degree, 1965)

[উত্তর সংকেত : (১) সূচনা : ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক দ্বন্দ্বের শেষ পর্যায়ের শুরু হয়। এই দ্বন্দ্ব আমেরিকা, ইওরোপ ও ভারতবর্ষ এই তিনটি মহাদেশে বিস্তৃত ছিল ; (২) অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধে প্রাশিয়ার পক্ষে ফ্রান্সের যোগদানের ফলে অষ্ট্রিয়ার পক্ষে ইংলণ্ডের যোগদান ; (৩) ভারতবর্ষে কর্ণাট অঞ্চলে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব ; (৪) কূটনৈতিক বিপ্লব—ইংলণ্ড ও প্রাশিয়া বনাম ফ্রান্স ও অষ্ট্রিয়া ; (৫) সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ—ইওরোপ, আমেরিকা ও ভারতবর্ষে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব —ফ্রান্সের পরাজয়, (৬) আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ—ফ্রান্স কর্তৃক আমেরিকাবাসীকে সাহায্যদান—ফ্রান্সের নৌবাহিনীর ইংলণ্ডের হস্তে পরাজয় ; (৭) ফরাসী বিপ্লব—প্রথম দিকে ইংলণ্ডের সহানুভূতি। ৮৩-৯৯, ১৭০-১৮২ পৃষ্ঠার প্রয়োজনীয় অংশ।]

চতুর্থ অধ্যায়

1. Write a note on Maria Theresa. (C. U. 1946)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : ম্যারিয়া থেরেসা ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ফ্রেডারিক দি গ্রেটের সমসাময়িক ছিলেন ; (২) সাইলেশিয়া-সংক্রান্ত যুদ্ধ ; শেষ পর্যন্ত সাইলেশিয়া হারাইতে হইল , (৩) পোল্যাণ্ডের প্রথম ব্যবচ্ছেদে বাজ্যলাভ ; (৪) তিনি প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচারী শাসক ছিলেন ; (৫) আভ্যন্তরীণ সংস্কার। ৯৯-১০৪ পৃষ্ঠা]

2. How far is it true that the policy of Emperor Joseph II was radical ? Do you agree with the view that Emperor Joseph II was the statesman *par excellence* of the age of reason in Europe ?

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : দ্বিতীয় যোসেফ্ অষ্ট্রিয়ার জাতীয় জীবনের প্রতি স্তরে আমূল পরিবর্তন সাধন করিতে চাহিয়াছিলেন, সেবিষয়ে সন্দেহ নাই। রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা ও অর্থনীতি, কোন দিকই তাঁহার সংস্কার-নীতির বহির্ভূত ছিল না। চিরাচরিত প্রথা, জাতীয় ইতিহাস,

ঐতিহ্য, রাজনীতি কোন কিছুই তিনি গ্রাহ্য না করিয়া তাঁহার সংস্কার-নীতি কার্যকরী করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার সংস্কারের কয়েকটি আলোচনা করিলেই এবিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যাইবে, (২) সংস্কার : (ক) শাসনতান্ত্রিক ঐক্য স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-ক্ষমতা বিলোপ, (খ) সার্ফপ্রথার উচ্ছেদ ও সাম্য ; (গ) ধর্মনৈতিক সংস্কার, ধর্মসহিষ্ণুতা, (ঘ) বাধ্যতামূলক প্রাথমিক ও সামরিক শিক্ষা, (ঙ) চার্চের উপর নিজ প্রাধান্য স্থাপন, (চ) বিচার-ব্যবস্থার উন্নতি—আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান, (ছ) রাস্তাঘাট, ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি ; (৩) সমালোচনা : জাতীয় জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এক আমূল পরিবর্তন সাধন, তাঁহার সংস্কার মাত্রই আধুনিক যুক্তিসম্মত সন্দেহ নাই, তাঁহার উদ্দেশ্য ও আদর্শ মহৎ ; তিনি সমসাময়িক ব্যক্তিদের অপেক্ষা বহু দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সমসাময়িক প্রজাহিতৈষী, জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারীদের মধ্যে আদর্শবাদ মহত্ত্বের দিক দিয়া তিনি শ্রেষ্ঠ সন্দেহ নাই, পরবর্তী কালে তাঁহার পরিকল্পিত সকল সংস্কার-নীতিই গৃহীত হইয়াছে। এদিক দিয়া বিচার করিলে তাঁহাকে statesman *par excellence* বলা উচিত।

১০৪-১১২ পৃষ্ঠা]

3. "The best of the benevolent despots of the eighteenth century" How far do you agree with this estimate of Joseph II of Austria? Were his reforms successful?

(C. U. 1954)

Give a brief account of the reforms of Joseph II. Why did he fail? (C. U. 3yr Degree, 1964)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচারী শাসকবর্গের মধ্যে দ্বিতীয় যোসেফ্ সর্বোচ্চ আসনের অধিকারী, সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই ; (২) তাঁহার সংস্কার-নীতি আধুনিককালে গৃহীত হইয়াছে ; (৩) স্বৈরাচারের অধীনে গণতান্ত্রিক সাম্য স্থাপন ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য, (৪) তাঁহার সংস্কার-নীতি ইহার সাক্ষ্য বহন করে—রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মনৈতিক, শিক্ষা—প্রতি ক্ষেত্রেই জনকল্যাণসাধন ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য (এই সকল সংস্কার অল্পকথায় আলোচনা করা প্রয়োজন) ; (৫) তাঁহার সংস্কার-কার্য সফল হয় নাই ; (৬) কারণ : (ক) অত্যধিক অগ্রগতিশীল, (খ) ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতি লক্ষ্য ছিল না, (গ) বাস্তবজীবন হইতে সংস্কার-

নীতি গৃহীত হয় নাই, (ঘ) জনসাধারণের মানসিক প্রস্তুতি ছিল না, (ঙ) একই সঙ্গে বিভিন্ন কার্যে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছিল, (চ) স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের প্রতি জনসাধারণ সন্দেহাত্মক ছিল। ১০৪-১১২ পৃষ্ঠা]

4. Give some account of the reforms of Joseph II. Why did he fail ? (C. U. 1950, 1952, 1956)

'Joseph II's history is ·· only the long and sorrowful story of a prince, animated by the best intentions, who failed in much that he attempted.' Explain. (C. U. 1956)

Give a brief account of the reforms of Joseph II. Why did he fail ? (C. U. 3yr. Degree, 1964)

[উত্তর-সংকেত : প্রথম অংশের উত্তর ২নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেতের অনুরূপ ; দ্বিতীয় অংশ—অর্থাৎ তাহার বিফলতার কারণ, ৪নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেতের (২)-এর অনুরূপ। ১০৪-১১২ পৃষ্ঠা]

5 What were the principal motives of Joseph II's reforms ? Discuss the causes of his failure
(C. U 1957, 1960)

[উত্তর-সংকেত : ৪নং প্রশ্নের অনুরূপ। ১০৪-১১২ পৃষ্ঠা]

Was Joseph II a typical 'enlightened despot' ?
(C. U. 3yr. Degree, 1967)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : দ্বিতীয় যোসেফ্-এর চরিত্রে এবং ধ্যানধারণায় জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী রাজগণের যাবতীয় গুণাগুণ পূর্ণমাত্রায় পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারীদের তিনি ছিলেন এক শ্রেষ্ঠ প্রতীক স্বরূপ। ৩নং প্রশ্নোত্তরের ২নং হইতে শেষ পর্যন্ত। ১০৪—১১২ পৃষ্ঠা]

6. Illustrate the merits and defects of enlightened despotism from career of Joseph II of Austria.
(C. U. 3yr. Degree, 1962)

[উত্তর-সংকেত : (১) ফরাসী বিপ্লবের পূর্ববর্তী যুগে ইওরোপে এক নূতন রাজনৈতিক ধারণার উদ্ভব ঘটে। উহা 'জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচার' নামে পরিচিত। এই ধারণার মূলনীতি ছিল এই যে, রাষ্ট্রই সব—প্রজা কিছুই

নহে'। ইহা ভিন্ন রাজপদ যেমন হইবে বংশানুক্রমিক, তেমনি স্বৈরাচারী, কিন্তু জনকল্যাণই ছিল এই স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের একমাত্র লক্ষ্য। ইহা ছিল যুক্তি দ্বারা পরিচালিত রাজতন্ত্র; (২)· যোসেফের সংস্কারাদি হইতে জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারের দোষ-গুণ পরিলক্ষিত হয়; (৩) ৩ নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেতের অনুরূপ। ১০৪—১১২, ১২২—১২৭ পৃষ্ঠা]

পঞ্চম অধ্যায়

Briefly describe the story of the First partition of Poland. What were the consequences of the Partition ?

(C. U. 1946, 1948, 1950, 1952, 1955)

Why was Poland partitioned again and again in the 18th century ? (C U. 1957, B U. 1961)

Explain the reasons of the partitions of Poland and estimate their importance in European history.

(C. U. 3yr. Degree, 1963)

Analyse the reasons for the partitions of Poland in the 18th century. (C U. B. A. Hons 1967)

[উত্তর-সংকেত: (১) সূচনা: স্পেন, তুরস্ক প্রভৃতির ন্যায় এককালে পোল্যাণ্ড অতি শক্তিশালী দেশ ছিল, কিন্তু ইতিহাসের বিবর্তনে স্পেন ও তুরস্কের মতই পোল্যাণ্ডের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে; (২) ভাগ্যবিপর্যয়ের কারণ: (ক) নির্বাচনমূলক রাজতন্ত্র—অভিজাত সম্প্রদায়ের ক্ষমতা—লিবেরাম ভিটো, (খ) মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভাব—কৃষকগণ ক্রীতদাসস্বরূপ, (গ) পোলগণের অধ্যবসায় ও কর্মনিষ্ঠার অভাব, (ঘ) ধর্মনৈতিক বিভেদ, (ঙ) প্রাকৃতিক সীমারেখার অভাব, (চ) অর্থনৈতিক দুরবস্থা, (ছ) উত্তরাধিকার যুদ্ধ; (৩) তৃতীয় অগাস্টাসের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত গোলযোগ, রুশপ্রার্থী স্ট্যানিস্‌ল্যাস পোনিয়াটৌস্কির নির্বাচন—রাশিয়া ও প্রাশিয়ার চুক্তি; (৪) পোল্যাণ্ডের শাসন-সংস্কার চেষ্টা ব্যাহত; (৫) ফ্রেডারিক কর্তৃক অন্তর্যুদ্ধের প্ররোচনা; (৬) প্রথম ব্যবচ্ছেদ ১৭৭২; (৭) শর্ত: 'রাশিয়া—হোয়াইট.

রাশিয়া, ডুইনা ও নিপার নদীর মধ্যবর্তী স্থান ; প্রাশিয়া—ডান্‌জিগ ও থর্ণ ভিন্ন পশ্চিম-প্রাশিয়া ও গ্রেট পোল্যাণ্ডের অংশ ; অষ্ট্রিয়া—রেড্ রাশিয়া, পোডোলিয়ার একাংশ, স্যাণ্ডোমির, ক্র্যাকোর একাংশ দখল ; (৮) ফলাফল : (ক) পোল্যাণ্ডের এক-তৃতীয়াংশ স্থান ও প্রায় অর্ধেক বাসিন্দা অপহৃত, (খ) দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যবচ্ছেদের সূত্রপাত, (গ) এই সূত্র ধরিয়া ক্রমে পোল্যাণ্ডের বিলোপ, (ঘ) লজ্জাজনক নীতিজ্ঞানহীনতা, (ঙ) রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা—মধ্যবর্তী নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের বিলোপ, রাশিয়ার ভুল, অষ্ট্রিয়ার অদূরদর্শিতা ; প্রাশিয়ার লাভ ; দুর্নীতির দৃষ্টান্ত—নেপোলিয়ন কর্তৃক অনুসৃত, পোল্যাণ্ড-দখলকারী দেশগুলির প্রতি পোলগণের আনুগত্যহীনতা ; ইতিহাসের বিচার। ১২৫—১৩২ পৃষ্ঠা]*

ষষ্ঠ অধ্যায়

1. Briefly describe the home and foreign policy of Catharine the Great of Russia.

(C. U. 1948, 1958 ; B. U. 1961)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র-নীতিতে ক্যাথারিণ পিটারের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন ; (২) আভ্যন্তরীণ : (ক) উদ্দেশ্য : রাজশক্তি বৃদ্ধি, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিস্তার, (খ) শাসন-তান্ত্রিক সংস্কার, (গ) ধর্মাধিষ্ঠানের উপর প্রাধান্য ; (ঘ) শিক্ষা ও সংস্কৃতির উৎসাহ, (ঙ) আইনের সংস্কার-চেষ্টা বিফল, (চ) জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন ; (৩) পররাষ্ট্রীয় : (ক) উদ্দেশ্য : কৃষ্ণসাগরের দিকে পথ উন্মুক্ত করা—রাজ্য-বিস্তার, (খ) পোল্যাণ্ডের সিংহাসনে নিজ মনোনীত প্রার্থী স্থাপন, (গ) পোল্যাণ্ড ব্যবচ্ছেদ—প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়—রাশিয়ার লাভ, (ঘ) রুশ-তুর্কী

*প্রথম ব্যবচ্ছেদের উপর প্রশ্ন আসিলেও ফলাফল ও সমালোচনার দিক দিয়া কোন তারতম্য হইবে না ; কারণ প্রথম ব্যবচ্ছেদকে বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করা সম্ভব নহে, ইহা পরবর্তী কালে পোল্যাণ্ডের বিলুপ্তির প্রথম পদক্ষেপ মাত্র। এইজন্য মধ্যবর্তী দুইটি ব্যবচ্ছেদের সামান্য উল্লেখ করা অনুচিত হইবে না।

যুদ্ধ—কুচুক-কেইনারজির সন্ধি—ইহার গুরুত্ব, (ঙ) অষ্ট্রিয়ার সহিত মিত্রতা—ক্রিমিয়া দখল, (চ) দ্বিতীয় রুশ তুর্কী যুদ্ধ—জ্যাসি'র সন্ধি—ওচাকভ্ লাভ, নিস্টার নদী সীমা হিসাবে গ্রহণ, (৪) ফলাফল: (ক) আভ্যন্তরীণ উন্নতি-বিধান, (খ) প্রজাহিতৈষী শাসন, (গ) আজফ্, ইউক্রেইন ও ক্রিমিয়া দখল, (ঘ) পূর্বাঞ্চল সমস্যার উদ্ভব, (ঙ) ইওরোপীয় রাজনীতিতে রাশিয়ার প্রতিষ্ঠালাভ। ১৫০—১৫৮ পৃষ্ঠা]

2. Give an estimate of Catherine II of Russia

(C. U. 1955)

What was the contributions of Catherine II to the building of Russian greatness (C. U. 3yr Degree, 1964)

Examine the achievements of Catherine II of Russia.

(C U. 3yr. Degree, 1967)

[উত্তর-সংকেত: (১) সূচনা: ক্যাথারিণ জাতিতে জার্মান ছিলেন, কিন্তু তিনি রুশ দেশপ্রেমিক অপেক্ষাও অধিকতর একাগ্রতা লইয়া রাশিয়ার স্বার্থসিদ্ধি করিয়াছিলেন, (২) আভ্যন্তরীণ: (ক) শক্তিশালী শাসনব্যবস্থা, (খ) প্রজাহিতৈষণা, (গ) স্কুল স্থাপন, পাশ্চাত্ত্য প্রভাব বিস্তার, (৩) পররাষ্ট্রীয়: (ক) আজফ্, ইউক্রেইন ও ক্রিমিয়া দখল, (খ) কৃষ্ণসাগরের পথে পশ্চিম ইওরোপের সহিত যোগাযোগ স্থাপন, (গ) ইওরোপীয় রাজনীতিতে রাশিয়ার মর্যাদা ও শক্তিবৃদ্ধি, (৪) সমালোচনা: (ক) কৃষকদের উন্নতিবিধান অবহেলিত, (খ) শিক্ষানীতির উদ্দেশ্যে নিজ মর্যাদা বৃদ্ধি, (গ) পোল্যাণ্ড গ্রাস করিয়া মধ্যবর্তী নিরপেক্ষ Buffer রাজ্য নাশ, (ঘ) পূর্বাঞ্চলের সমস্যার সৃষ্টি, (৫) উপসংহার: তথাপি ইহা অনস্বীকার্য যে, ক্যাথারিণের আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ রাশিয়ার অভূতপূর্ব উন্নতি-সাধন করিয়াছিল। তিনি রাশিয়াকে ইওরোপে আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ১৫০—১৫৮ পৃষ্ঠা]

3. Review the Russian policy towards Turkey from 1740 to 1815. (C. U. 3yr. Degree, 1965)

[উত্তর-সংকেত: ২নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেতের অনুরূপ; অষ্টম অধ্যায়ের ১নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত যোগ দিতে হইবে।]

সপ্তম অধ্যায়

[No questions are likely to be set on this chapter for it deals up to 1732 of the Spanish history.]

অষ্টম অধ্যায়

Give an account of the expansion of Russia from the Treaty of Constantinople (1739) to the Treaty of Kutchuck-Kainardji (1774) (C. U. 1951)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : তুরস্কের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া রাশিয়ার রাজ্যবিস্তারের ফলেই ইওরোপের সর্বাপেক্ষা জটিল রাজনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হয়। ইহা পূর্বাঞ্চলের সমস্যা নামে পরিচিত ; (২) রাশিয়ার রাজা দ্বিতীয় পিটার কর্তৃক আজফ্ ও ওচাকভ্ দখল (১৭৩৫), (৩) ফরাসী মধ্যস্থতায় ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে কন্‌স্টানটিনোপলের সন্ধি দ্বারা এই স্থানগুলি রাশিয়া তুরস্ককে ফিরাইয়া দেয়, (৪) দ্বিতীয় ক্যাথারিণ পিটার দি গ্রেটের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন (১৭৬৮)—কুচুক-কেইনার্জির সন্ধি (১৭৭৪), (৫) ফলাফল : রাশিয়া কর্তৃক আজফ্ ও উহার নিকটবর্তী স্থান লাভ : কৃষ্ণসাগরের উত্তরাঞ্চলে রুশ প্রাধান্য স্থাপিত। রাশিয়ার গ্রীক-ক্যাথলিক চার্চের অভিভাবকত্ব লাভ, ভবিষ্যতে তুরস্কের উপর নানাবিধ দাবির পথ সৃষ্টি। ১৬৮-১৬৯ পৃষ্ঠা]

নবম অধ্যায়

1. Write notes on :
   (a) The Foreign Policy of Pitt. (C. U. 1944)
   (b) Industrial Revolution in England. (C. U. 1944)
   (c) Political ideas of George III (C. U. 1945)

[উত্তর-সংকেত : (a) (১) সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে পিট্ (আর্ল অব চ্যাথাম্) সমর-পরিচালনায় অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন ; (২) তাঁহার নীতি ছিল এল্‌ব নদীর তীরে কানাডা জয় করা, হ্যানোভার রক্ষা করা ; (৩) তিনি ফ্রেডারিককে অর্থসাহায্য দান করেন ; (৪) তাঁহার অনুসৃত নীতির সুফল প্যারিসের সন্ধিতে ইংলণ্ডের লাভে পরিলক্ষিত হয়। ১৭২-১৭৩ পৃষ্ঠা]

(b) (১) অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মানুষের শ্রমের পরিবর্তে যান্ত্রিক শক্তির ব্যবহার দ্বারা সামগ্রীর উৎপাদন; (২) কারণ: ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বিস্তৃতি—সামগ্রীর চাহিদা, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, (৩) বয়ন-শিল্প, বাষ্পীয় শক্তি, খনির কাজ, বৈদ্যুতিক শক্তি—উৎপাদন ও পরিবহণের আমূল পরিবর্তন; (৪) ফলাফল—অধিক উৎপাদন, বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার, নেপোলিয়নের পতনে সাহায্য, পৃথিবীর অর্থনৈতিক যোগসূত্র, মূলধনী ও শ্রমিকের পার্থক্য, শ্রমিক আন্দোলন—রাজনৈতিক অধিকার দাবি, ফ্রান্সের বিদ্রোহ, ১৮৪৮, সমাজতন্ত্রবাদ। ১৮২-১৮৫ পৃষ্ঠা]

(c) (১) তৃতীয় জর্জের রাজনৈতিক ধারণা বোলিংব্রোকের "দেশপ্রেমিক রাজা" (Patriotic King) নামক গ্রন্থের আদর্শে প্রভাবিত; (২) পার্লামেন্টের পরিবর্তন, ধর্ম-সংক্রান্ত পরিবর্তন, আমেরিকা ও আয়র্লণ্ডের বাণিজ্য-সংক্রান্ত বিধিনিষেধের পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন না, (৩) স্বৈরাচারী শাসন। ১৭৩-১৭৪ পৃষ্ঠা]

2. What were the causes of the American Revolution? What were its effects upon Europe? (C. U. 1948)

[উত্তর-সংকেত: (১) সূচনা: অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজ ইতিহাসে আমেরিকার স্বাধীনতা এক অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, (২) কারণ: (ক) ইংরেজ ঔপনিবেশিক নীতি, (খ) উপনিবেশগুলির উপর একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার, (গ) ইংরেজ ন্যাভিগেশন আইন, ১৬৬০; (ঘ) সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের ফলে ঔপনিবেশিকদের ভীতি দূর ও স্বাধীনতা-স্পৃহা; (ঙ) আমেরিকার দূরত্ব ও আমেরিকাবাসীর জাতীয়তাবোধ; (চ) তৃতীয় জর্জ কর্তৃক ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দের ন্যাভিগেশন আইনের কঠোর প্রয়োগ; (ছ) গ্রেনভিলের স্ট্যাম্প কর,—আমেরিকার বিক্ষোভ, (জ) রকিংহাম্ কর্তৃক স্ট্যাম্প কর বাতিল—ঘোষণার আইন পাস; (ঝ) টাউনশেণ্ড কর্তৃক চা, চিনি, কাগজ ইত্যাদির উপর কর স্থাপন; (ঞ) নর্থ কর্তৃক কর বাতিল—চায়ের উপর কর অপরিবর্তিত, (ট) বোষ্টন-বন্দরে জাহাজ হইতে চা জলে নিক্ষেপ—ব্রিটিশ সরকারের দমননীতি; (ঠ) লেক্সিংটনের গুলিচালনা; (ড) ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই স্বাধীনতা ঘোষণা; (৩) ইওরোপের উপর

ফলাফল : (ক) হল্যাণ্ডে বিপর্যয়, স্পেনের মিনর্কা ও ফ্লরিডা লাভ; (খ) ফরাসী সরকারের দুর্বলতা বৃদ্ধি—ফরাসী বিপ্লবের পথ উন্মুক্ত ; (গ) ফরাসী আভিজাতগণের বিপ্লব সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন। ১৭৪-১৮২ পৃষ্ঠা]

দশম অধ্যায়

Give a picture of Social and Economic condition in France on the eve of Revolution (C. U. 1951)

Give a short sketch of the *ancient regime* in France. (C. U. 3yr. Degree, 1963)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : ফরাসী বিপ্লবের পূর্বতন রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা *Old Regime* নামে পরিচিত। এই ব্যবস্থায় দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের সহায়ক ছিল ; (২) সামাজিক : সমাজ তিন ভাগে বিভক্ত : (ক) প্রথম সম্প্রদায়—যাজক (First Estate), (২) দ্বিতীয় সম্প্রদায়—অভিজাত (Second Estate), (গ) তৃতীয় সম্প্রদায়—জনসাধারণ (Third Estate), (ঘ) ফ্রান্স, সুইডেন ও ইংলণ্ড ভিন্ন অন্য কোথাও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় গড়িয়া উঠে নাই, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বিদ্যাবুদ্ধিতে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যলব্ধ অর্থবলে অভিজাত সম্প্রদায় অপেক্ষা শক্তিশালী ছিল, (ঙ) জনসমাজ তখন যুক্তিবাদ ও সমসাময়িক নূতন চিন্তাধারায় প্রভাবিত, জনমতের সৃষ্টি, (৩) অর্থনৈতিক : (ক) মার্কেণ্টাইল-বাদে বিশ্বাস—আমদানি হ্রাস, রপ্তানি বৃদ্ধি, শুল্ক-প্রাচীর (Tariff-wall), (খ) রাষ্ট্রীয় আয়—ভূ-সম্পত্তির খাজনা, শুল্ক, কর্মচারিপদ-বিক্রয়, জবরদস্তি-মূলক শ্রম-গ্রহণ, (গ) জনসাধারণের আয়—(১) মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ব্যবসা-বাণিজ্য, অল্পসংখ্যক শ্রমজীবী—অপর সকলেরই কৃষিকার্য, (২) যাজক সম্প্রদায়—ধর্মকর, রাজানুগ্রহ হইতে আয়, (৩) অভিজাত সম্প্রদায়ের রাজানুগ্রহ, রাজকর্মচারিপদ বিক্রয় হইতে আয়। ১৮৫-১৮৯ পৃষ্ঠা]

একাদশ অধ্যায়

1. What do you mean by "Enlightened Despotism"? Illustrate your answer from the history of the seventeenth century Europe.

[উত্তর-সংকেত : (১) ফরাসী বিপ্লবের পূর্ববর্তী যুগের এক নূতন

রাজনৈতিক ধারণাকে "প্রজাহিতৈষী বা জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচার" নামে অভিহিত করা হয়, (২) "রাষ্ট্রই সব—প্রজা কিছুই নহে"—এই ছিল ইহার মূল নীতি; (৩) রাজপদ বংশানুক্রমিক ও স্বৈরাচারী—জনকল্যাণই একমাত্র লক্ষ্য, (৪) যুক্তিদ্বারা পরিচালিত রাজতন্ত্র; (৫) শাসনব্যবস্থা প্রজাহিতৈষী—কিন্তু শাসনকার্যে প্রজার অংশ নাই, (৬) প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচারী রাজগণের সমসাময়িক দার্শনিকদের সহিত যোগাযোগ, (৭) ফ্রেডারিক দি গ্রেট কর্তৃক রাজার দায়িত্বের নূতন ব্যাখ্যা—'রাজা রাষ্ট্রের প্রধান সেবক', (৮) রাশিয়ার ক্যাথারিণ, সুইডেনের গাস্টাভাস, স্পেনের তৃতীয় চার্লস্, টাস্কেনির লিওপোল্ড, অষ্ট্রিয়ার দ্বিতীয় যোসেফ্, (৯) জনসাধারণের সন্দেহ, (১০) স্থায়ী সংস্কার-সাধন বা শাসনব্যবস্থার দুর্বলতা দূর করা সম্ভব হয় নাই, (১১) অষ্ট্রিয়ার দ্বিতীয় যোসেফ্ শ্রেষ্ঠ জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী রাজা। পৃষ্ঠা ১৯২-১৯৭]

2. Who were the enlightened despots? Why were they so called? (C. U. 1969)

[উত্তর-সংকেত : ১নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য]

দ্বাদশ অধ্যায়

1. Analyse the causes of the French Revolution. (B. U. 1952)

[উত্তর সংকেত : (১) কোন একটি নির্দিষ্ট কারণে ফরাসী বিপ্লব ঘটে নাই। নানাবিধ কারণের সমষ্টিগত ফলে বিপ্লবের সৃষ্টি হইয়াছিল, কারণ (২) রাজনৈতিক : (ক) দুর্বল ফরাসী রাজতন্ত্রের শাসন-ক্ষমতার অভাব, (খ) কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশ দেশের সর্বত্র কার্যকরী নহে, (গ) বিচারব্যবস্থা অত্যাচারের যন্ত্রে পরিণত, (ঘ) রাজা অভিজাত সম্প্রদায়ের ক্রীড়নক, (ঙ) ব্যক্তি-স্বাধীনতা লুপ্ত, (চ) ইনটেণ্ডেণ্টগণ স্বার্থলোলুপ, (ছ) ফরাসী রাজতন্ত্রের শাসন-পরিচালনায় নৈতিক দাবি না থাকা, (জ) রাজকোষ কপর্দকশূন্য ; (৩) সামাজিক : দুই শ্রেণী—অধিকার-প্রাপ্ত ও অধিকারহীন : (ক) অধিকার-প্রাপ্ত শ্রেণী—প্রথম সম্প্রদায় যাজকগণ, দ্বিতীয় সম্প্রদায় অভিজাতবর্গ; অধিকারহীন শ্রেণী—জনসাধারণ সকলেই—মধ্যবিত্ত-কৃষক ও শ্রমশিল্পী; যাজক সম্প্রদায় : উর্ধ্বতন ও অধস্তন শ্রেণী—এই দুই ভাগে বিভক্ত ; (খ) সামাজিক বৈষম্য, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সামাজিক মর্যাদালাভের ইচ্ছা ; কৃষক

ও শ্রমশিল্পীরা শোষণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান ; (৪) অর্থনৈতিক : (ক) প্রথম দুই সম্প্রদায়ের করদান হইতে অব্যাহতি, রাজকার্য ও রাজানুগ্রহের একচেটিয়া অধিকার, (খ) তৃতীয় সম্প্রদায়ের শতকরা ৯৬ ভাগ করভার বহন ; বিভিন্ন প্রকারের কর : প্রত্যক্ষ কর ; টেইলি, ক্যাপিটেশন, ভিংটিয়েমে, পরোক্ষ কর : গেবেলা, এইডস্, বাণিজ্যশুল্ক, আন্তঃপ্রাদেশিক শুল্ক ; ধর্মকর আয়ের দশমাংশ ; (৫) দার্শনিকদের প্রভাব : সমালোচনার মনোবৃত্তি ; মণ্টেস্কু, কুয়েসনে, ফিজিওক্র্যাটস্, এ্যাডাম্ স্মিথ, ভলটেয়ার, রুশো, জনসাধারণের সার্বভৌমত্বের ধারণা, এনসাইক্লোপেডিষ্ট ; (৬) ইংলণ্ডের বিপ্লব ও আমেরিকার বিপ্লবের প্রভাব, লাফায়েট প্রমুখ নেতাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ; (৭) প্রত্যক্ষ কারণ : আমেরিকার বিপ্লবে অর্থসাহায্য, ষোড়শ লুই-এর দুর্বলতার স্বীকৃতি—ষ্টেট্স জেনারেল-এর আহ্বান ; (৮) সমালোচনা : বিভিন্ন মত ; (৯) উপসংহার : নানাবিধ কারণে বিপ্লবের সৃষ্টি ; অর্থনৈতিক কারণ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৭-২০৮ পৃষ্ঠা]

2 How far was the French monarchy responsible for the outbreak of the French Revolution ?

Do you think the Bourbon monarchy was responsible for the French Revolution ? (C U. yr. Degree, 1965)

To what extent was the failure of the Bourbon monarchy a major cause of the French Revolution ?

(C. U. 3yr. Degree, 1967, 1969)

[উত্তর-সংকেত : ১নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেতের (১)-এর অনুরূপ, ১৯৭-২০০ পৃষ্ঠা]

3. How far were the writings of the French Philosophers responsible for the Revolution of 1789 ?

(C. U. 3yr. Degree, 1964, 1968)

[উত্তর-সংকেত : ১নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেতের (৫)-এর অনুরূপ। ২১০-২১৫ পৃষ্ঠা]

4. How far was the Revolution in France in 1789 precipitated by economic factors ?

(C. U. 1949, 1950, 1951, 1954 ; B. U. 1961)

Describe the economic causes of the French Revolution.

(C. U. 3yr. Degree, 1962)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : ফরাসী বিপ্লব কোন একটি বিশেষ কারণে

ঘটে নাই, ইহা ছিল নানাবিধ কারণের সমষ্টিগত ফল। এই সকল কারণের মধ্যে: (ক) রাজনৈতিক অব্যবস্থা, (খ) সামাজিক বৈষম্য, (গ) দার্শনিকগণের প্রভাব, (ঘ) ইংলণ্ড ও আমেরিকার বিপ্লবের প্রভাব উল্লেখযোগ্য; (২) কিন্তু এই সকল কারণের অপেক্ষাও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল অর্থনৈতিক: (ক) প্রথম দুই সম্প্রদায়ের করভার হইতে অব্যাহতি, (খ) তৃতীয় সম্প্রদায়ের উপর শতকরা ৯৬ ভাগ করভার, (গ) ধর্মকর, (ঘ) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের প্রায় প্রত্যেকটির ভারই তৃতীয় সম্প্রদায়ের উপর ন্যস্ত, (ঙ) কর আদায়ের অত্যাচারপূর্ণ ব্যবস্থা, ইনটেণ্ডেণ্টগণ 'স্বার্থলোলুপ নেকড়ে বাঘ'; (৩) সরকারের অর্থাভাব; আমেরিকার বিপ্লবে সাহায্যদান; রাজকোষ কপর্দকশূন্য; রাজা ষ্টেট্স জেনারেল এর অধিবেশন আহ্বানে বাধ্য। ১৯৭-২০৮ পৃষ্ঠা]

5. How far is it true to say that the *Old Regime* in France could not fit in with the spirit of the time by 1789?

(C U B. A Hons. 1967)

[উত্তর-সংকেত: (১) সূচনা: সংরক্ষণশীলতাকে যখন সংস্কারের মাধ্যমেও যুগধর্মী করিয়া তোলা অসম্ভব হইয়া পড়ে তখনই বিপ্লবের প্রয়োজন হয়। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রাক্কালে ইওরোপের সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি মোটামুটি একই ধাঁচের ছিল, কিন্তু ফ্রান্সে প্রগতিশীলতা বুর্বোঁ রাজতন্ত্রের রক্ষণশীল নীতি ও কার্যকলাপকে বহু পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়াছিল। এই কারণেই যুগধর্মের সহিত ফরাসী সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতি তাল রাখিয়া চলিতে পারে নাই। ইহার ফলেই ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল। (২) ফ্রান্সের জনসমাজের মানসিক অগ্রগতি, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ধ্যানধারণ সমসাময়িক দার্শনিকদের রচনা দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল; (৩) দার্শনিকদের অবদান; (৪) রাজতন্ত্রের দুর্বলতা ও অকর্মণ্যতা, (৫) জনমানস ও রাজতন্ত্রের মধ্যে সংযোগহীনতা, (৬) উপসংহার: জনসাধারণের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতি উদাসীন। বুর্বোঁ রাজতন্ত্র স্বভাবতই সমসাময়িক প্রগতিবাদী ভাবধারার সহিত সমপদক্ষেপে চলিতে সক্ষম হইল না। অবশেষে অর্থনৈতিক দুরবস্থার চাপে যখন জাতীয়

সভার আহ্বান করা প্রয়োজন হইল তখনই বিদ্রোহের সূচনা হইল।

২০৮-২১০ পৃষ্ঠা]

6. Why did the Revolution break out in France and not in any other country in Europe? (C. U. 1944)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে ইওরোপের সকল দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা প্রায় একই রকমের ছিল। এমতাবস্থায় ফ্রান্সে বিপ্লব শুরু হওয়ার নিশ্চয়ই কোন বিশেষ কারণ ছিল ; (২) কারণ : (ক) ফরাসী রাজতন্ত্র অপরাপর দেশের রাজতন্ত্র অপেক্ষা ক্ষমতাহীন, (খ) শাসনের দোষ-ত্রুটি ব্যাপকভাবে সমালোচিত, (গ) শিক্ষিত, সচেতন, জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ মধ্যবিত্ত সমাজ—অপর কোথাও ছিল না, (ঘ) মধ্যবিত্ত সমাজের উপর দার্শনিকদের প্রত্যক্ষ প্রভাব, (ঙ) ফরাসী কৃষকগণ অধিকার সম্পর্কে অধিক সচেতন, (চ) দার্শনিকগণ কর্তৃক নূতন জীবনের চিত্র, (ছ) আমেরিকার বিপ্লবে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন, (জ) ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে স্টেট্‌স্-জেনারেল আহ্বান। ২০৮-২১০ পৃষ্ঠা]

ত্রয়োদশ অধ্যায়

Critically examine the work of the French Constituent Assembly, 1790-91 How far was it successful in solving the problems of France?

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : সংবিধান-সভার সমস্যা ছিল নানাবিধ। এই সভা একে একে এই সকল সমস্যা দূর করিবার চেষ্টা করে ; (২) প্রস্তাবনাপত্র : Declaration of the Rights of Man and Citizen—সাম্য ও স্বাধীনতা স্থাপিত, (৩) রাজনৈতিক : রাজক্ষমতা নির্ধারণ ; মন্টেস্কুর ক্ষমতা-বিভাজন নীতির প্রয়োগ ; রাজার ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত, সিভিল লিষ্ট, আইনসভার যুদ্ধঘোষণা ও শান্তিস্থাপনের অধিকার ; এক-কক্ষযুক্ত আইনসভা ; রাজার ক্ষমতা হ্রাস ; suspensive veto ; দেশ ৮৩টি ডিপার্টমেন্টে বিভক্ত ; প্রাদেশিক শাসক ও বিচারপতি নির্বাচনের প্রথা ; (৪) অর্থনৈতিক : অন্যায়মূলক কর বিলোপ ; অর্থাগম বন্ধ—'এসাইনেট্' ;

(৫) ধর্মনৈতিক : Civil Constitution of the Clergy ; প্রতিনিধিগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি ; রাজা বিপ্লবের শত্রুতে পরিণত, (৬) রোবস্‌পিয়ার-এর প্রস্তাব—নির্বুদ্ধিতা, (৭) সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা : (ক) সাম্য, ঐক্য স্থাপিত, স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের বিলোপসাধন ও শাসনতান্ত্রিক সংস্কার অকার্যকর, ক্ষমতা-বিভাজন নীতির প্রয়োগে শাসনব্যবস্থার সংহতি নাশ ; সাময়িকভাবে আর্থিক অবস্থার উন্নতি। ধর্মক্ষেত্রে বিভেদের সৃষ্টি, অনভিজ্ঞ সদস্যবর্গের আইনসভায় প্রবেশের জন্য দায়ী, সাময়িকভাবে কতক কতক সমস্যার সমাধান সম্ভব হইলেও দীর্ঘকাল তাহা স্থায়ী হয় নাই। ২২২-২২৮ পৃষ্ঠা]

চতুর্দশ অধ্যায়

1 Describe the achievements of the Revolutionary France from 1789 to 1793 (C. U 1958)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : ১৭৮৯ হইতে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কয়েক বৎসর বিপ্লবী ফ্রান্সের কৃতিত্ব নেহাৎ কম নহে। (২) স্টেটস্ জেনারেল-এ তৃতীয় সম্প্রদায়ের প্রাধান্য স্থাপন—মাথাপিছু ভোটদানের নীতি গৃহীত ; (৩) সংবিধান-সভা কর্তৃক নূতন শাসনতন্ত্র রচনা, (৪) বৈদেশিক যুদ্ধ - রাজতন্ত্রের অবসান—প্রথম প্রজাতন্ত্রের স্থাপন—ন্যাশন্যাল কনভেনশন্ ; (৫) আভ্যন্তরীণ রাজতান্ত্রিক বিদ্রোহ ও পররাষ্ট্রক্ষেত্রে প্রথম ইওরোপীয় শক্তিসংঘ বিনাশ। ২২৯-২৪০ পৃষ্ঠা]

2. Write an account of the achievements of the Convention. (C. U. 1952)

[উত্তর-সংকেত : (১) ষোড়শ লুই পলায়ন করিতে গিয়া ধরা পড়িলে ফরাসী জাতির মধ্যে প্রজাতান্ত্রিক মনোভাব ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ব্রান্‌সউইকের ঘোষণা তাহাতে ঘৃতাহুতির কাজ করিল। প্রত্যুত্তরস্বরূপ রাজপ্রাসাদ জনতা কর্তৃক আক্রান্ত হইল, রাজার সুইট্‌জারল্যাণ্ড দেশীয় দেহরক্ষীদল প্রাণ হারাইল। রাজা আইনসভা-গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আইনসভা জনতার চাপে রাজতন্ত্র বাতিল করিল। স্বভাবতই ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে

গৃহীত শাসনব্যবস্থা বাতিল হইয়া গেল। প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটে ন্যাশন্যাল কন্‌ভেনশন নামে এক নূতন জাতীয় সভা নির্বাচিত হইল। এই জাতীয় সভার উপর নূতন একটি শাসনতন্ত্র গঠনের ভার ন্যস্ত করা হইল। এই সভায় পূর্ববর্তী সংবিধান সভা ও আইনসভার উল্লেখযোগ্য সকল সদস্যই নির্বাচিত হইলেন; (২) কন্‌ভেনশনের কার্যাদি : (ক) ফ্রান্সকে প্রজাতান্ত্রিক দেশ বলিয়া ঘোষণা, (খ) বর্ষপঞ্জীর পরিবর্তন, (গ) জাতীয় শিক্ষা-পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ, (ঘ) আইনের চক্ষে সমতা স্থাপন; (ঙ) রাজার বিচার—প্রাণদণ্ড; (৩) পররাষ্ট্র-নীতি : (ক) বেলজিয়ামকে অষ্ট্রিয়ার অধীনতা হইতে মুক্ত করা, (খ) স্ভায় ও নিস্ দখল, (গ) রাইন নদীতীরে ফরাসীবাহিনী মোতায়েন,—প্রাকৃতিক সীমারেখা অর্জন, (ঘ) ডোমোরিজ-এর ষড়যন্ত্র, (ঙ) ইওরোপীয় শক্তিসঙ্ঘের সহিত যুদ্ধ—ফ্রান্সের রাজ্যসীমা আক্রান্ত—আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ : সন্ত্রাসের শাসন স্থাপন। ২৪০-২৪৩ পৃষ্ঠা]

3. Give a brief account of the course of the French Revolution from 1789 to 1795. (C. U. 3yr. Degree, 1964)

[উত্তর-সংকেত : ১নং ও ২নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেতের অনুরূপ। ২২৯-২৪৩ পৃষ্ঠা]

4. Say what you know of the Reign of Terror in France? Would it be right to describe its character and organisation as "a dictatorship of distress"? (C. U. 1948, 1950)

What forces led to the Reign of Terror and what were the means adopted to maintain it? (C. U. 3yr. Degree, 1958)

[উত্তর-সংকেত : (ক) সূচনা : কন্‌ভেনশনের বিরুদ্ধে ইওরোপীয় দেশগুলি যখন প্রথম শক্তিসঙ্ঘ স্থাপন করিল, ঐ সময় ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ অবস্থাও ভয়াবহ হইয়া উঠিল, লা-ভেণ্ডি ও লায়ন্স নামক স্থানে রাজতন্ত্রের পক্ষে বিদ্রোহ দেখা দিল। এই জরুরী পরিস্থিতিতে দেশ এবং বিপ্লবকে রক্ষার উদ্দেশ্যে কন্‌ভেন্‌শন হইতে সভ্য লইয়া জন-নিরাপত্তা কমিটি (Committee of Public Safety) এবং বিপ্লবী ট্রাইবুন্যাল (Revolutionary Tribunal) নামে দুইটি কমিটি গঠন করা হইল; (২) দেশের সর্বত্র

বিপ্লবী সমিতি ও বিপ্লবী বিচারালয় স্থাপিত হইল; কার্য: (ক) বিদ্রোহ দমন, কৃষকদিগকে ভূসম্পত্তি দান, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কর লাঘব, খাদ্য-দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ, নিম্নতম মজুরী নির্ধারণ, বিদেশী শক্তিবর্গের সহিত যুদ্ধ মিটাইবার ইচ্ছা, (খ) আভ্যন্তরীণ অবস্থার অবনতি ঘটিলে Law of Suspects প্রয়োগ: গিলোটিন যন্ত্রে শিরশ্ছেদ; (৪) যুদ্ধ-পরিচালনা: (ক) বাধ্যতামূলকভাবে বিশাল সামরিকবাহিনী গঠন,—দেশাত্মবোধ, (খ) টুলো হইতে ইংরেজ নৌবাহিনী বিতাড়িত, (গ) প্রাশিয়া ও স্পেনের ইওরোপীয় শক্তিসঙ্ঘ ত্যাগ, (৫) জনসাধারণের নির্বাচিত জাতীয় প্রতিনিধি-সভা হইতে সন্ত্রাসের শাসনযন্ত্র গঠন, গণতান্ত্রিক নীতিসম্মত বলিলে অত্যুক্তি হইবে না; ইওরোপীয় শক্তিবর্গের বিপ্লব-বিরোধিতা এবং রাজতন্ত্রের সমর্থক-দের বিদ্রোহ সন্ত্রাসের শাসন সৃষ্টি করিয়াছিল। ঐ পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীভূত স্বৈরাচার দ্বারাই শান্তিরক্ষা সম্ভব ছিল; (৬) ইহার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়-তার দিক দিয়া বিচার করিলে ইহাকে "Dictatorship of distress" বলা চলে। ২৪৮-২৫৪ পৃষ্ঠা।]

5 Bring out the main factors in the progress of the French Revolution upto 1793 Explain why the French experiment of a constitutional monarchy failed.

(C U. B. A. Hons 1967)

[উত্তর সংকেত: (১) সূচনা: ১৭৮৯—১৭৯১-এর মধ্যে ফরাসী বিপ্লব ক্ষেত্রে নরমপন্থী বুর্জোয়াদের (moderate bourgeoisie) সাফল্য সংবিধান সভার কার্যাদিতে পরিলক্ষিত হয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সংবিধান সভা উদারপন্থী নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। চার্চ-এর ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া একদিকে যেমন যাজক-সম্প্রদায়ের ক্ষমতা তাঁহারা খর্ব করিয়া-ছিলেন অপরদিকে কৃষক সম্প্রদায়কে অন্ততঃ তাহাদের এক বৃহৎ অংশকে এই বাজেয়াপ্ত ভূমির অংশ দান করিয়া বিপ্লবের পশ্চাতে তাঁহাদের সমর্থনকে পুরস্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রাদেশিক ও গ্রামীণ শিল্পগুলিকে উৎসাহ দান করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠন নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। এইভাবে উদারনীতি ও কতক পরিমাণে রক্ষণ-শীলতার সংমিশ্রণে তাঁহারা গণতন্ত্রকে মাত্রাহীন গণতান্ত্রিকতার পথ হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই উদ্দেশ্যে 'সক্রিয়' ও 'নিষ্ক্রিয়'

নাগরিক হিসাবে জনসাধারণকে ভাগ করিতে গিয়া তাঁহারা এক দারুণ ভুল করিয়াছিলেন; (২) নূতন শাসনকাঠামো সহজমনে গ্রহণ করিতে রাজতন্ত্র স্বভাবতই নারাজ, (৩) রাজতন্ত্র কর্তৃক বিদেশী সহায়তায় ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা, (৪) নূতন আইনসভায় বামপন্থীদের প্রাধান্য; (৫) ষোড়শ লুই ও রাণী ম্যারি আন্তোয়ানেৎ-এর পলায়নের ব্যর্থ চেষ্টা; (৬) ইওরোপের সহিত যুদ্ধ ঘোষণার জন্য রাজতন্ত্রের উপর দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীদের চাপ সফল; (৭) ইওরোপের সহিত যুদ্ধের পরিণতি হিসাবে রাজতন্ত্রের অবসান—দ্বিতীয় বিপ্লব সংঘটিত; (৮) রাজার মৃত্যুদণ্ড; (৯) সংবিধানের বিফলতার কারণ ত্রয়োদশ অধ্যায়ের প্রথম প্রশ্নের উত্তর-সংকেতের (৭)-এর অনুরূপ। ২৩১-২৪১ পৃষ্ঠা]

6. What is the meaning of the Reign of Terror? Describe briefly its machinery and the work accomplished by it. (C. U. B. A. Hons 1967)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : বৈদেশিক আক্রমণ ও রাজতন্ত্রের সমর্থনে বিদ্রোহ—এই দুই কারণ হইতে সন্ত্রাসের শাসন উদ্ভূত; (২) বিপ্লব-বিরোধীদের দমনের উদ্দেশ্যে যে হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা কোন কোন ক্ষেত্রে মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছিল বলিয়া উহা সন্ত্রাসের সৃষ্টি করিয়াছিল। ৪নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেতের (৫)-এর অনুরূপ।
২৪৮-২৫৪ পৃষ্ঠা]

7. Trace the rise and fall of Jacobinism in France. (C. U. 3yr. Degree, 1965)

Sketch the part played by the Jacobins in the history of the Revolution in France. (C. U. 1968)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : ফরাসী বিপ্লব শুরু হইবার পর যে নূতন সংবিধান রচনা করা হইয়াছিল (১৭৮৯-৯১) উহার শর্তানুযায়ী যে আইনসভা গঠিত হইয়াছিল তাহাতে রাজতন্ত্র-বিরোধী বামপন্থী দল জেকোবিন দল নামে পরিচিত ছিল; (২) জেকোবিন নেতা রোবসপিয়ারের শান্তিকামী নীতি—আইনসভার অধিকাংশ সদস্যের যুদ্ধ-ঘোষণার স্পৃহা; (৩) রাজতন্ত্রের পতন—জাতীয় সভা বা ন্যাশন্যাল কন্‌ভেন্‌শন আহ্বান; (৪) কন্‌ভেন্‌শনের কার্যকলাপ; (৫) সন্ত্রাসের শাসনকাল; (৬) সন্ত্রাসের শাসনের পতন—রোবসপিয়ারের প্রাণদণ্ড। ২৩২—২৫২ পৃষ্ঠা (প্রয়োজনীয় অংশ)।]

8. How do you describe the achievements of the Directory in France? (C. U. 1949)

[উত্তর-সংকেত: (১) সূচনা: ডাইরেক্টরী প্রজাতান্ত্রিক ফ্রান্সের তৃতীয় বৎসরে গঠিত হইয়াছিল বলিয়া ইহাকে Constitution of the Year III বলা হয়; (২) গঠনতন্ত্র: (ক) পাঁচজন ডাইরেক্টর, (খ) প্রবীণ পরিষদ, (গ) পাঁচশত সদস্যের সভা, (৩) আভ্যন্তরীণ কার্য: (ক) বেইবিউফ ও রোটিয়ারের ষড়যন্ত্র দমন, বেইবিউফের প্রাণদণ্ড, লা-ভেণ্ডির বিদ্রোহ দমন, শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন, (খ) আর্থিক সমস্যা সমাধান, (গ) পিসেগ্রু'র বিদ্রোহ—ডাইরেক্টরী সেনাবাহিনীর উপর নির্ভরশীল, (ঘ) আইনসভার সদস্যগণ বহিষ্কৃত—বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তি স্থাপন,—নেপোলিয়নের প্রত্যাবর্তন ও ডাইরেক্টরীর পতন; (৪) পররাষ্ট্রীয়: কন্‌ভেন্‌শনের পররাষ্ট্র-নীতির অনুসরণ, (৫) নেপোলিয়নের উপর সামরিক ভার ন্যস্ত, সার্ডিনিয়ার পরাজয়, মাণ্টুয়া দখল, আর্কোলা, রিভলি ও লা-ফেভোরিটার যুদ্ধ,—পোপের রাজ্য দখল, (ক) অস্ট্রিয়ার পরাজয়—ক্যাম্পো-ফরমিও'র সন্ধি, (খ) Cisalpine ও Ligurian Republic স্থাপন, (গ) ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে অগ্রসর—মিশর অভিযান, নীলনদের যুদ্ধ—নেলসনের জয়লাভ, (ঘ) Helvetian Republic—দ্বিতীয় ইওরোপীয় শক্তিসঙ্ঘ,—ইতালি হইতে ফরাসী অধিকার লুপ্ত, নেপোলিয়নের প্রত্যাবর্তন; Coup d'etat of the 18th Brumairie, 1799. ২৫৪-২৬০ পৃষ্ঠা]

9 Give an account of the course of the French Revolution from 1795. (C. U. 3yr. Degree, 1964)

[উত্তর-সংকেত: ৫ নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত এবং নেপোলিয়নের উত্থান ও পতন যোগ করিতে হইবে।]

10. Describe Napoleon as a Civil administrator. (C. U. 1959)

Estimate the achievements of Napoleon as an administrator. (C. U. 3yr. Degree, 1962)

Give an estimate of Napoleon as a reformer.

Examine Napoleon I's greatness as an administrator. (C. U. 1968)

[উত্তর-সংকেত: (১) সূচনা: কন্‌সাল্‌-পদ লাভের পর হইতে নেপো-

লিয়ন ফরাসী জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের কার্যে হস্তক্ষেপ করেন ; (২) তাঁহার সংস্কারের উদ্দেশ্য ; (৩) শাসনতান্ত্রিক : এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা, নির্বাচনের পরিবর্তে নিয়োগ, প্রদেশগুলি সুবিন্যস্ত, বিচারপতিগণ মনোনীত ; (৪) অর্থ-নৈতিক : ব্যাঙ্ক অব্ ফ্রান্স স্থাপন, মুদ্রানীতির পরিবর্তন, করদান, নাগরিক দায়িত্ব বৃদ্ধি, মিতব্যয়িতা ও ন্যায়পরায়ণতা, দেশীয় ও বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধি ; (৫) আইন : নেপোলিয়ন আইন-বিধি, আইনের সমতা, ইওরোপের সম্মুখে দৃষ্টান্ত স্থাপন , (৬) জাতীয় শিক্ষা : প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল, সরকারের প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধি—শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য ; (৭) সামরিক ও বে-সামরিক উপাধিদানের ব্যবস্থা, বেকার সমস্যা দূর করিবার চেষ্টা ; (৮) চার্চ : পোপের সহিত মিটমাট ; (৯) ফলাফল : জাতীয় পুনরুজ্জীবন ; বিপ্লবের ধ্বংসাত্মক প্রভাব নাশ, জনকল্যাণের সহিত স্বৈরাচারের সামঞ্জস্য-বিধান । ২৬৬-২৬৯ পৃষ্ঠা]

11. "Napoleon was a child of the Revolution"—Discuss. (C. U. 1955)

Discuss the internal reforms of the French Revolution. How far was he 'a child of the Revolution'? (C. U. 3yr. Degree, 964)

[উত্তর সংকেত (১) সূচনা : একাধিক দিক দিয়া বিচার করিলে আমরা নেপোলিয়নকে "Child of the Revolution"—এইরূপ বর্ণনার সার্থকতা দেখিতে পাইব ; (২) নেপোলিয়ন প্রথম ফ্রান্সের আধিপত্য হইতে নিজ দেশ কর্সিকা মুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন ; বিপ্লবের পর ফরাসী শাসনতান্ত্রিক উদারতা তাঁহাকে ফ্রান্সের প্রতি আনুগত্যসম্পন্ন করে ; (৩) টুলোঁ (Toulon) হইতে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ নৌবাহিনী বিতাড়ন—এইভাবে বিপ্লবকে ভিত্তি করিয়া তাঁহার জীবনের প্রথম উন্নতি শুরু ; (৪) ১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দে কন্‌ভেন্‌শনকে রক্ষা ; (৫) ইতালীয় অভিযান—জনপ্রিয়তা ; (৬) কন্‌সাল-পদ ও পরে সম্রাট-পদ-লাভ—গণতান্ত্রিক সাম্য-নীতির দৃষ্টান্তস্বরূপ ; (৭) বিপ্লবী সাম্য-নীতির জয়—নেপোলিয়নের বিপ্লবী নীতির ইওরোপে বিস্তৃতি ; (৮) বিপ্লব দেখা না দিলে নেপোলিয়নের জীবনের বৈচিত্র্য এইরূপ হইত কিনা সন্দেহ । ২৭৪-২৭৬ পৃষ্ঠা]

2. Discuss the internal reforms of Napoleon. How far was he a 'Child of the Revolution'? (C.U. 3yr. Degree 1964)

[উত্তর-সংকেত : ৮নং ও ৯নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেতের অনুরূপ। ২৬৬ ২৭৬ পৃষ্ঠা]

13 "Napoleon's empire was not an interruption but an extension of the Revolution" (Guedalla). Critically examine the statement. (C U. 1956)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : আপাতদৃষ্টিতে নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য-স্থাপন ও সাম্রাজ্য-বিস্তৃতি বিপ্লবের মূলনীতির পরিপন্থী বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই এই ধারণা ভ্রমাত্মক বুঝিতে পারা যাইবে ; (২) সম্রাট-পদ কনসাল-পদের চরম পরিণতি ; (৩) সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির ফলে বিপ্লবের প্রভাব ইওরোপে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল ; (৪) টিলসিট্-এর সন্ধি পর্যন্ত ইওরোপীয় দেশগুলি বিপ্লবের শত্রুতাসাধনই করিতেছিল—নেপোলিয়নের ইওরোপীয় শক্তিসঙ্ঘের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও আনুষঙ্গিক রাজ্যজয় বিপ্লবকে রক্ষা করিয়াছিল ; (৫) তবে ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সাম্রাজ্যবাদী নীতি একবার অনুসরণ করিবা নেপোলিয়নের রাজ্যস্পৃহা বৃদ্ধি পাইয়াছিল—ঐ সময়ে তিনি বিপ্লবী নীতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন ; (৬) এই ত্রুটি ছাড়া নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য বিপ্লবকে সাহায্য করিয়াছিল ; ইতালি ও জার্মানির দৃষ্টান্ত, ইতালি ও জার্মানিতে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ। ২৭২-২৭৪ পৃষ্ঠা]

14. Explain the causes of the breakdown of the Franco-Russian alliance and fall of the empire of Napoleon. (C. U. 1945)

[উত্তর-সংকেত : (১) রাশিয়া ও ফ্রান্সের মৈত্রীর মধ্যে এই দুই দেশের বিচ্ছেদের কারণ খুঁজিতে হইবে ; (২) টিলসিট্-এর সন্ধির ত্রুটি : উভয়পক্ষের স্বার্থ সমভাবে রক্ষিত হয় নাই ; নেপোলিয়নের সহিত মিত্রতার সুবিধা অপেক্ষা দায়িত্ব বহুগুণে বেশি ; (৩) পোর্তুগাল কর্তৃক নেপোলিয়ন প্রতিহত —ফ্রান্স হইতে সাহায্য লাভের আশা নাশ ; (৪) গ্র্যাণ্ড ডাচি অব ওয়ারসো গঠনে জার আলেকজাণ্ডারের অসন্তুষ্টি ; (৫) ওল্ডেনবার্গ দখলে আলেকজাণ্ডারের বিরক্তি ; (৬) কন্টিনেন্টাল সিস্টেমজনিত মনোমালিন্য ; (৭) রুশ

জাতির মধ্যে নেপোলিয়ন তোষণ-নীতির বিরোধিতা; (৮) নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের পতনের কারণ : (ক) উত্থানের পর পতন—প্রাকৃতিক নিয়ম, (খ) নেপোলিয়নের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব, (গ) নেপোলিয়নের তৃপ্তিহীন উচ্চাকাঙ্ক্ষা; (ঘ) তাঁহার অত্যধিক আত্মপ্রত্যয়, (ঙ) আনুগত্যের বন্ধনহীনতা, (চ) স্পেনের প্রতি দুর্ব্যবহার—Spanish Ulcer, (ছ) কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম; (জ) স্পেন, জার্মানি ও রাশিয়ায় জাতীয় জাগরণ, মুক্তির যুদ্ধ, (ঝ) ইংরেজ নৌশক্তির সহায়তা; (ঞ) মস্কো অভিযানের অদূরদর্শিতা—ভ্রান্তি; (৯) ওয়াটারলু'র পরাজয়। ২৮৯-২৯০, ২৯৮ ৩০৪ পৃষ্ঠা]

15. "It was the misfortune of France that Napoleon, the great statesman, was first of all a soldier". Discuss fully.

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : বিপ্লবের ইতিহাসে নেপোলিয়নের উত্থান এবং ফরাসী রাষ্ট্রের একক প্রাধান্য-গ্রহণ সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতির সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ এবং প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক ঘটনা; (২) নেপোলিয়নের দেশরক্ষা—টুলোঁ বন্দর হইতে ইংরেজ নৌবাহিনী বিতাড়ন; কনভেনশন রক্ষা; ফরাসী বিপ্লবের বিরোধী ইওরোপীয় শক্তিগুলির আক্রমণ প্রতিরোধ; (৩) আভ্যন্তরীণ সংস্কার : সামাজিক সমতা, আইনের চক্ষে সমতা, সকলের নিকটই উন্নতির পন্থা সমভাবে উন্মুক্ত রাখা, নেপোলিয়ন আইন-বিধি, অর্থ-নৈতিক ও শিক্ষা-সম্পর্কিত উন্নয়ন;—ইত্যাদি সব কিছুর মধ্য দিয়া নেপোলিয়ন ফরাসী জাতির প্রকৃত নেতা হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সৈনিক-সুলভ মনোবৃত্তিবশত তিনি বিদেশী আক্রমণ হইতে বিপ্লবকে রক্ষা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহার ক্রমবর্ধমান রাজ্য-লিপ্সা তাঁহাকে ইওরোপের একচ্ছত্র আধিপত্যের দিকে ধাবিত করিয়াছিল। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত যে-সকল যুদ্ধ তিনি করিয়াছিলেন, সেগুলি তাঁহার স্বেচ্ছাকৃত ছিল না। কিন্তু পরবর্তী যুদ্ধগুলি তাঁহার সামরিক স্পৃহাজনিত ছিল, সন্দেহ নাই। নেপোলিয়ন যোদ্ধা হিসাবেই সর্বাপেক্ষা অধিক পারদর্শী ছিলেন। অপর কোন সেনাপতিরই যুদ্ধ সম্পর্কে এত বেশি জ্ঞান ছিল না। সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্বে তাঁহার এক অসাধারণ শক্তি ছিল। এই কারণে যুদ্ধ করা তাঁহার জীবনের

প্রধান আনন্দে পরিণত হইয়াছিল।* এই মনোবৃত্তির ফলেই তিনি যুদ্ধপন্থা গ্রহণ করিয়া যেমন অসাধারণ সমর-কৌশল দেখাইয়াছিলেন তেমনি সামরিক শক্তির উপর অত্যধিক আস্থা স্থাপনের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ তিনি নিজের এবং ফরাসী জাতির অপূরণীয় ক্ষতিও করিয়া গিয়াছিলেন। একদিক দিয়া বিবেচনা করিলে তাহার সমর-কুশলতা ফরাসী জাতির সর্বনাশের কারণ হইয়া দাড়াইয়াছিল। ২৬৬—২৭৯ পৃষ্ঠা].

16. Explain the causes of the Peninsular War. How did the war react on the fortunes of Napoleon? (C. U. 1950)

[উত্তর-সংকেত: (১) সূচনা: নেপোলিয়নের স্পেন-বিজয়ের মধ্যেই তাহার পতনের বীজ নিহিত ছিল; (২) কারণ: (ক) বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা স্পেন দখল, (খ) নিজ ভ্রাতাকে স্পেনীয় সিংহাসনে স্থাপন—স্পেনীয় জাতীয় মর্যাদায় আঘাত, (গ) স্পেনবাসীর দেশপ্রেম: প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা: 'জুন্টা' নামক প্রতিরোধী দলের সৃষ্টি; (৩) ফলাফল: (ক) পতনের পথ উন্মুক্ত—Spanish Ulcer, (খ) স্পেনীয় বাহিনীর বে-লেন (Baylen)-এর যুদ্ধে জয়লাভ—সমগ্র ইওরোপে জাতীয়তাবাদের উন্মাদনা, (গ) স্পেনীয় জাতীয়তাবোধের প্রভাব—প্রাশিয়া ও রাশিয়ায় "মুক্তি-সংগ্রাম" আরম্ভ করিবার প্রস্তুতি; এই সূত্রেই শেষ পর্যন্ত রুশ-ফরাসী মৈত্রী নাশ হয়; পরবর্তী ঘটনামাত্রই স্পেনীয় যুদ্ধের পরিণতি হিসাবে বিবেচ্য। ২৮৫—২৮৯ পৃষ্ঠা]

17. Explain the causes of the downfall of Napoleon.
(C. U. 1953, 1956, 1958, 3yr. Degree, 1964)

What were the main reasons for the downfall of Napoleon I? (C. U. 3yr. Degree, 1967)

[উত্তর-সংকেত: (১) সূচনা: অন্যান্য সাম্রাজ্যের ন্যায় নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যও স্থায়ী হইল না; নেপোলিয়নের ন্যায় সম্রাটেরও পতন ঘটিল, (২) কারণ: (ক) নেপোলিয়নের নীতি ও চরিত্রের মধ্যে তাঁহার পতনের কারণ খুঁজিতে হইবে, (খ) অত্যধিক আত্মপ্রত্যয়, (গ) নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যে আনুগত্যের বন্ধন ছিল না, ভীতি প্রদর্শন ও অনুগ্রহ বিতরণ—

* "To Napoleon the art of war a favourite study and pastime."
Riker, p. 352

সাম্রাজ্যের ভিত্তি, (ঘ) স্পেনের প্রতি অবিচার—জাতীয় মর্যাদায় আঘাত, (ঙ) কন্টিনেণ্টাল সিস্টেম, (চ) জাতীয় জাগরণ—স্পেন, প্রাশিয়া ও রাশিয়া : 'মুক্তি-সংগ্রাম', (ছ) ইংরেজ নৌশক্তির সহায়তা, (জ) মস্কো-অভিযানের অদূরদর্শিতা, (ঝ) ফরাসী জাতির শ্রান্তি, (ঞ) ওয়াটারলু'র যুদ্ধে পরাজয়। ২৯৮-৩০৪ পৃষ্ঠা]

18. To what extent was Great Britain responsible for the downfall of Napoleon ? (C. U. 1947, 1956)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : নেপোলিয়নের পতনে ইংলণ্ডের কৃতিত্ব সর্বাধিক ; (২) ইংলণ্ড কর্তৃক পুনপুনঃ ইওরোপীয় শক্তিসংঘ গঠন ; (৩) ইংরেজ নৌবাহিনীর কার্য : (ক) নীলনদের যুদ্ধ, (খ) ট্রাফালগারের যুদ্ধ, (গ) কন্টিনেণ্টাল সিস্টেম ব্যর্থকরণ ; (৪) মিত্রহীনভাবেও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ; (৫) নেল্‌সন্‌-ওয়েলিংটন প্রমুখ সুদক্ষ সেনানায়কদের একনিষ্ঠ দেশপ্রেম ; (৬) পোর্তুগাল ও স্পেনকে সাহায্যদান ; (৭) ওয়াটারলু'র যুদ্ধ।

৩০০-৩০৪ পৃষ্ঠা]

19. Assess the importance of the part played by the British navy in the wars against Napoleon.

(C. U. 1949, 1954)

[উত্তর সংকেত : (১) সূচনা : নেপোলিয়নের পতনে ইংরেজ নৌশক্তির দান সর্বাপেক্ষা অধিক ; (২) টুলোঁ বন্দর আক্রমণ ; (৩) নীলনদের বা আবুকির উপসাগরে যুদ্ধ ; (৪) ট্রাফালগারের যুদ্ধ ; (৫) কন্টিনেণ্টাল সিস্টেমের বিরোধিতায় ইংরেজ নৌবাহিনীর সাফল্য—সমগ্র ইওরোপের অবরোধ ঘোষণা ; (৬) পোর্তুগাল ও স্পেনকে সাহায্য-দান নৌবাহিনীর জন্যই সম্ভব হইয়াছিল। ৩০০-৩০৪ পৃষ্ঠা]

✓20. What was the Continental System ? How far was it responsible for the downfall of Napoleon ?

(B. U. 1961)

Describe the events leading to Napoleon's adoption of the Continental System. What were the results of the System ?

(C. U. 3yr. Degree, 1968)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : টিল্‌জিট্‌-এর সন্ধির পর নেপোলিয়ন

ইংলণ্ডকে নির্বান্ধব অবস্থায় আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। হাতে মারিতে না পারিয়া তিনি ইংরাজ জাতিকে ভাতে মারিতে চাহিলেন, (২) অর্থনৈতিক অস্ত্র দ্বারা ইংলণ্ডকে আঘাত করিবার চেষ্টা; (৩) বার্লিন ডিক্রি; (৪) কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেমের সূচনা, (৫) উহার উদ্দেশ্য; (৬) মিলান ডিক্রি; (৭) ফ্রান্সের নৌশক্তির অভাব; (৮) নেপোলিয়নের প্রতি ব্যাপক বিদ্বেষ; (৯) স্পেন-পর্তুগাল অধিকার—রাশিয়া ও ফিনল্যাণ্ড আক্রমণ; (১০) রুশ-মৈত্রী নাশ, (১১) পেনিন্সুলার যুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধ—নেপোলিয়নের পতন। ২১৯-৮২, ২৮৬-৩০৪ পৃষ্ঠা, প্রয়োজনীয় অংশ]

21. Discuss Napoleon's blunders in his foreign policy from his intervention in Spain to his defeat at Waterloo, 1815.

(C U. B. A Hons 1967)

[উত্তর-সংকেত: (১) সূচনা: নেপোলিয়ন তাঁহার পতনের জন্য নিজে যথেষ্ট দায়ী ছিলেন। তাঁহার সীমাহীন আকাঙ্ক্ষা, নিজ সামর্থ্য ও ক্ষমতা সম্পর্কে উচ্চ ধারণা এবং তাঁহার পক্ষে কোন কিছু অসাধ্য নহে এরূপ ধারণা তাঁহার পতনের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল। মানুষের ক্ষমতা, শক্তি, সামর্থ্য সব কিছুরই যে সীমা আছে তাহা তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ফলে তাঁহার কতকগুলি ভ্রান্তিমূলক পদক্ষেপ তাঁহার পতন ঘটাইয়াছিল; (২) স্পেনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা; (৩) কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেমের মূল ত্রুটিবশতঃ কার্যকরী রাখা কঠিনতর; (৪) গ্র্যাণ্ড ডাচি অব ওয়ারসো গঠনের ফলে জার আলেকজাণ্ডারের সহিত মিত্রতা নাশ; (৫) মস্কো অভিযান; (৬) লিগ্নি ও কোয়াটার ব্রাসের যুদ্ধের পর নেপোলিয়নের সামরিক ভুল; (৭) ওয়াটারলু'র যুদ্ধে পরাজয়। ২৮৪-২৯৭ পৃষ্ঠা]

22. How did the French Revolution affect the Government and Society of France towards the close of the 18th century? (C U. 1945)

[উত্তর-সংকেত: (১) সূচনা: ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব এক প্লাবনের ন্যায়ই সমগ্র ইওরোপকে আঘাত করিয়াছিল; ফ্রান্স ছিল বিপ্লবের জন্মস্থান, স্বভাবতই সর্বাধিক পরিবর্তন সেখানেই পরিলক্ষিত হইয়াছিল; (২) রাজনৈতিক; (ক) স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শের স্থায়ী প্রভাব;

বুর্বোঁ রাজবংশের উপর প্রভাব, (খ) ভোটাধিকার, সভা-সমিতির অধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ; (৩) সামাজিক: অভিজাত ও যাজক সম্প্রদায়ের প্রাধান্য বিলোপ, আইনের চক্ষে সমতা, স্বাধীন কৃষক-সমাজের সৃষ্টি, স্বাধীন শ্রমজীবীর সংখ্যা বৃদ্ধি। ৩০৫-৩০৭ পৃষ্ঠা]

23. What are the Social and Political results of the French Revolution? (C U. 1958)

[উত্তর সংকেত: (১) সূচনা: ফ্রান্স হইতে ইওরোপীয় অপরাপর দেশগুলির দূরত্বের তারতম্য অনুসারে বিপ্লবের প্রভাবেরও তারতম্য ঘটিয়াছিল, (২) ১৮নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত (২) ও (৩), (৩) নেদারল্যাণ্ড, ন্যাপল্‌স্‌, রাইন অঞ্চলে সাম্য, ধর্ম-স্বাধীনতা ইত্যাদির স্থায়িত্ব; (৪) সর্বত্র নেপোলিয়নের আইন-বিধির মূল নীতি গৃহীত; (৫) ইতালি ও পোল্যাণ্ডে জাতীয়তার সৃষ্টি, (৬) ইতালি ও জার্মানির ঐক্য, বলিষ্ঠ স্বাধীনতা—বিপ্লবের প্রভাবপ্রসূত; (৭) মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক ধারণার নূতনত্ব ও প্রগতিশীলতা। ৩০৫-৩০৭ পৃষ্ঠা]

24. What were the lasting contributions of Napoleon to France and Europe? (C. U. 1954)

Describe the impact of Napoleonic rule in Europe. (C. U. 1969)

[উত্তর-সংকেত: (১) সূচনা: বিপ্লবের ইতিহাসে নেপোলিয়নের উত্থান এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, (২) তাঁহার অবদান: ফ্রান্স: (ক) আইনের চক্ষে এবং সমাজে মানুষ মাত্রেরই সমতা, নেপোলিয়ন আইন-বিধি, (খ) সামন্ত-প্রথা-জনিত সর্বপ্রকার বৈষম্য দূরীকরণ, (গ) সকলের নিকট উন্নতির পথ সমভাবে উন্মুক্ত—এই গণতান্ত্রিক নীতি গ্রহণের স্থায়ী প্রভাব, (ঘ) ব্যাঙ্ক অব্ ফ্রান্স। ইওরোপ: (ক) ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব বিস্তৃতি, জাতীয়তাবাদ, (খ) সাম্যনীতির প্রভাব—নেপোলিয়ন আইন-বিধি দৃষ্টান্তস্বরূপ—ইওরোপের প্রত্যেক দেশ অদ্যাবধি নেপোলিয়ন আইন-বিধির নিকট ঋণী, (গ) ইতালি ও জার্মানির ঐক্য, বলকান রাষ্ট্রসমূহের স্বাধীনতা নেপোলিয়নের প্রভাবের পরোক্ষ ফল, (ঘ) পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের অবসান। ২৬৬-২৭৯ পৃষ্ঠা]

25. Indicate the influence of Napoleon I on Germany. (C. U. 3yr. Degree, 1965)

[উত্তর-সংকেত : (১) নেপোলিয়ন কর্তৃক জার্মানি অধিকার এবং রাইন কন্‌ফেডারেশন (Confederation of the Rhine) গঠনের ফলে একদা বিচ্ছিন্ন জার্মানি রাজনৈতিক ঐক্যের আস্বাদ পাইয়াছিল। ইহা ভিন্ন নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার এবং মুক্তি সংগ্রাম (War of Liberation) অংশ গ্রহণ করিবার ফলে জার্মান জাতির মনে একাত্মবোধের সৃষ্টি হইয়াছিল ; (২) জার্মানির ভিত্তি রচনা ; (৩) নেপোলিয়নের অধীন অবস্থায় জার্মান জাতির ফরাসী-বিপ্লবের ধারার সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ, (৪) জার্মানির ঐক্য নেপোলিয়নের পরোক্ষ অবদান। ২৮২-২৮৫, ২৯২-২৯৪, ৩০৫-৩০৭ পৃষ্ঠা]

26. Describe the part played by Robespierre in the French Revolution. (C. U. 3yr. Degree, 1967)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : জেকোবিন দলের অন্যতম প্রধান নেতা রোব্‌স্‌পিয়ার প্রথম জীবনে ফ্রান্সের এক প্রাদেশিক বিচারালয়ের আইন ব্যবসায়ী ছিলেন ; (২) চরিত্র ; (৩) নেতৃত্ব ; (৪) সন্ত্রাসের রাজত্বকালে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ, (৫) তাঁহার অবদান—বিপ্লবকে রক্ষা। ৩০৯-৩১০ পৃষ্ঠা]

পঞ্চদশ অধ্যায়

1. What were the problems that Congress of Vienna (1815) was called upon to solve ? How far were they solved ? (C. U. 1936, 1958)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : নেপোলিয়নের উত্থানে যেমন সমগ্র ইওরোপ এক জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছিল, তাঁহার পতনও তেমনি ইওরোপের রাজনৈতিক ব্যবস্থা সংক্রান্ত এক জটিলতর সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছিল। (২) সমস্যা : (ক) ইওরোপের পুনর্গঠন, (খ) পোল্যাণ্ডের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ, (গ) রাইন সীমান্তরেখা নির্ধারণ, (ঘ) জার্মানির শাসন-ব্যবস্থা স্থিরীকরণ ; (ঙ) স্যাক্সনির সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন, (চ) বিজেতা দেশগুলির মধ্যে পরস্পর চুক্তি কার্যকরীকরণ, (ছ) ফ্রান্সের প্রতি উপযুক্ত

ব্যবস্থা অবলম্বন ; (৩) ইওরোপের পুনর্বণ্টন, ন্যায্য অধিকার, ক্ষতিপূরণ ও শক্তি-সাম্য নীতির ভিত্তিতে গঠন করিবার চেষ্টা, ইতালির প্রতি অবিচার —সর্বত্র এই নীতি পালন করা হয় নাই, (৪) প্রাশিয়াকে স্যাক্সনির অংশ দান করা হইল ; রাইনের উভয় তটস্থ স্থান লইয়া প্রাশিয়া এক বিরাট অংশের অধিকারী হইল, কতক অংশ অষ্ট্রিয়া কর্তৃক অধিকৃত হইল ; (৫) জার্মানির প্রতি অবিচার—অসংবদ্ধ জার্মান কনফেডারেশন্ ; (৬) পোল্যাণ্ড পুনর্গঠন করা হইল না ; রাশিয়া কর্তৃক পোলগণকে স্বায়ত্তশাসন অধিকার দান ; (৭) ভিয়েনা সম্মেলনের পূর্বেকার চুক্তির শর্তাদি দ্বারা কার্য নিয়ন্ত্রিত ; (৮) ফ্রান্স রাষ্ট্রকে পরিবেষ্টন—হল্যাণ্ড-বেলজিয়াম একত্রীকরণ, সুইডেনকে নরওয়ে দান ; (৯) নূতন রাজনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি। ৩১৫-৩২৪ পৃষ্ঠা]

৮২ Examine critically the Vienna Settlement of 1815.
(C U 3yr Degree, 1964, B. A. 1964)

Examine briefly the territorial adjustments in Europe made by the Congress of Vienna What fundamental principles underlay these achievements ? (C. U. 1949)

What were the principles adopted by the Congress of Vienna for territorial adjustments in Europe ? On what grounds have the principles been criticised ?
(C. U. 3yr Degree, 1962)

The Settlement effected at Vienna in 1815 has been subjected to a good deal of criticism (C. U. B. A Hons. 1957)

Was the Vienna Settlement of 1815 highly defective ?
(C. U. 1969)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : নেপোলিয়নের পতন—ইওরোপের পুনর্বণ্টন সমস্যা ; (২) পুনর্বণ্টন ; (৩) নীতি : (ক) ন্যায্য-অধিকার, (খ) ক্ষতিপূরণ, (গ) শক্তি-সাম্য ; (৪) সমালোচনা : (ক) জাতীয়তাবাদ-বিরোধী বিপ্লবের ইঙ্গিত অস্বীকৃত,—জার্মানি, ইতালি, বেলজিয়াম, নরওয়ের দৃষ্টান্ত, (খ) নীচ স্বার্থপরতা—পরস্পর সন্দেহ—শক্তি-সাম্য, (গ) পুরাতন রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামোর পুনঃস্থাপনের অদূরদর্শী নীতি—স্বভাবতই সম্মেলনের কার্যাদি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই, (ঘ) সপক্ষে যুক্তি। ৩১৫-৩২৩ পৃষ্ঠা]

3. How far did the Congress of Vienna ignore the claims of nationality in Europe? (C. U. 1947)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : ভিয়েনা সম্মেলনের বিরুদ্ধে সর্বপ্রধান অভিযোগই হইল ইহার জাতীয়তা-বিরোধী কার্যকলাপ ; (২) জার্মানির ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির প্রতি অবিচার ; (৩) কন্‌ফেডারেশন-অব-দি-রাইন গঠনে জাতীয়তাবাদের দাবি অস্বীকৃত ; (৪) বেলজিয়ামকে হল্যাণ্ডের সহিত যোগ করা ; (৫) নরওয়েকে সুইডেনের অধীনে স্থাপন ; (৬) উত্তর-ইতালি অস্ট্রিয়ার অধীনে, দক্ষিণ-ইতালি পূর্বতন সম্রাট রাজগণের অধীনে স্থাপন ; (৭) পোলগণের প্রতি অবিচার, (৮) সম্মেলনের ফরাসী ভীতি, পরস্পর সন্দেহ ও স্বার্থপরতা। ৩১৫ ৩২৩ পৃষ্ঠা]

ষোড়শ অধ্যায়

1. "The Holy Alliance was not a treaty." Why did it fail? (C. U. 1946, 1949)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : ভিয়েনা চুক্তি কার্যকরী করা ও ইওরোপের শান্তিরক্ষার জন্য রাশিয়ার জার আলেকজাণ্ডারের চেষ্টায় 'পবিত্র-চুক্তি' বা Holy Alliance স্বাক্ষরিত হয় ; (২) খ্রীষ্টধর্মের তিনটি মূল নীতি—ন্যায়, দয়া ও শান্তির উপর ভিত্তি করিয়া আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র-নীতি পরিচালনা ; (৩) রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া কর্তৃক 'পবিত্র-চুক্তি' গৃহীত—ইংলণ্ড, পোপ ও তুরস্ক ভিন্ন অপরাপর দেশ কর্তৃক স্বাক্ষরিত ; (৪) পবিত্র চুক্তির উদ্দেশ্য : (ক) আন্তর্জাতিক কূটনীতিকে সততা, ন্যায় ও নৈতিকতার উপর স্থাপন করা, (খ) নীতি-সম্মত রাজনীতি, (গ) পরস্পরের সহায়তা, (ঘ) উদার-নৈতিক সহায়তা ; (৫) অকপটভাবে কেহই এই চুক্তি গ্রহণ করে নাই—সমসাময়িক রাজনীতিকদের মন্তব্য ; (৬) পবিত্র চুক্তির প্রকৃতি : ইহাকে 'চুক্তি' বলা যায় না : (ক) এই চুক্তি স্বাক্ষরকারীদের উপর নিশ্চিত দায়িত্ব ও সুযোগ-সুবিধা দান করিতে থাকে—উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা নিশ্চিত ও বাস্তব-সমস্যার সমাধানে প্রযুক্ত হয়—পবিত্র চুক্তির ক্ষেত্রে এইরূপ কোন নিশ্চয়তা

বা বাস্তবতার পরিচয় নাই ; (খ) অবাস্তব আদর্শের উচ্ছ্বাস মাত্র ; (৭) বিফলতার কারণ : (ক) অবাস্তবতা ও অনিশ্চয়তা, (খ) ইংলণ্ড কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত, (গ) অকপট আনুগত্যের অভাব। ৩২৫-৩২৯ পৃষ্ঠা]

2. Describe the history of the Holy Alliance and the Quadruple Alliance and explain the cause of their failure. (C. U. 1951)

What were the aims of the Concert of Europe from 1815 to 1825 ? Why did it ultimately break up ? (C. U. 1961)

Examine the origin, procedure, and the causes of the break down of the Concert of Europe (1814-24). C. U. 3yr. Degree, 1963)

[উত্তর-সংকেত : প্রথম অংশের উত্তর ১নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেতের অনুরূপ ; দ্বিতীয় অংশের উত্তর-সংকেত : (১) পবিত্র-চুক্তির অবাস্তবতার জন্য চতুঃশক্তি নামে একটি কার্যকরী শক্তির সমবায় স্থাপিত হইল, কনসার্ট-অব-ইওরোপ বলিতে প্রকৃতক্ষেত্রে চতুঃশক্তি-চুক্তিকেই বুঝায় ; (২) ইহার উদ্দেশ্য : (ক) ভিয়েনা চুক্তি রক্ষা করা, (খ) ইওরোপের শক্তি বজায় রাখা, (গ) কিছুকাল অন্তর অন্তর মিলিত হইয়া পরিস্থিতি বিবেচনার ব্যবস্থা অবলম্বন করা, (ঘ) এই-লা-স্যাপেল, ট্রপো, লাইব্যাক্, ভেরোনা ও সেণ্ট পিটারসবার্গ—পাঁচটি অধিবেশন। (এই পাঁচটি অধিবেশনের উল্লেখ করিলেই চলিবে—বিশদ আলোচনা করিতে হইবে না) ; (৩) বিফলতার কারণ ; (ক) স্বৈরাচারী রাষ্ট্রসংঘ, (খ) ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারার বিরোধী, (গ) সদস্য-রাষ্ট্রগুলির স্বার্থের বিভিন্নতা, (ঘ) রাজনৈতিক ধারণার বিভিন্নতা, (ঙ) ট্রপো'র প্রোটোকোল ইংলণ্ড কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত, (চ) স্পেনীয় উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা ইংলণ্ড ও আমেরিকা কর্তৃক স্বীকৃত, (ছ) 'মনরো-নীতি', (জ) জুলাই ও ফেব্রুয়ারি বিপ্লব। ৩২৫-৩৪০ পৃষ্ঠা]

3. Why did the different European Congress, which met after the Congress of Vienna, fail to achieve their purpose ? (C. U. 1953)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : ভিয়েনা চুক্তির শর্তাদি রক্ষা ও ইওরোপে শান্তি বজায় রাখিবার জন্য ইওরোপীয় কনসার্ট, ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে এই-লা-

স্তাপেল্ ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ট্রপো, ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে লাইব্যাক্ ও ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে ভেরোনা নামক স্থানে অধিবেশনে মিলিত হয়; (২) (ক) এই-লা-স্তাপেল্ অধিবেশনে ইওরোপীয় কন্‌সার্ট এক নৈতিক আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হয়, (খ) সদস্যদের মধ্যে মতানৈক্য ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব—দাস-ব্যবসায় ও জলদস্যুতা নিবারণে পরস্পরের মতানৈক্য ও সন্দেহ; (৩) ট্রপো ও লাইব্যাকের অধিবেশনে ইংলণ্ডের বিরোধিতা—প্রোটোকোল-অব-ট্রপো—অপরাপর দেশের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের নীতি গ্রহণ; (৪) ভেরোনার অধিবেশনে অকৃতকার্যতা—আমেরিকাস্থ স্পেনীয় উপনিবেশের স্বাধীনতা আমেরিকা ও ইংলণ্ড কর্তৃক স্বীকৃত; (৫) ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে পিটার্সবার্গে ইওরোপীয় বৈঠক—১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন কন্‌ভেন্‌শন—ইওরোপীয় কন্‌সার্টের শেষ অধিবেশন হিসাবে বিবেচনা করা যাইতে পারে; (৬) বিফলতার কারণ: ২নং উত্তর-সংকেত দ্রষ্টব্য। ৩৩০-৩৪০ পৃষ্ঠা]

4. What were the principles underlying the constitution (formation) of the Holy Alliance? How do you account for its failure to realise its ideals? (C. U. 1959)

[উত্তর-সংকেত ১নং প্রশ্নের অনুরূপ। ৩২৫-৩২৯ পৃষ্ঠা]

সপ্তদশ অধ্যায়

1. Account for the Revolution of 1830 in France. What were its results in France and other countries of Europe? (C. U. 1953, 1956)

[উত্তর-সংকেত: (১) সূচনা: ভিয়েনা সম্মেলন কর্তৃক বুর্‌বোঁ রাজবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ফরাসী জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিপন্থী ছিল, তথাপি অষ্টাদশ লুইয়ের শাসন ফরাসী জাতির নিকট অসহনীয় ছিল না। লুই তাঁহার সনন্দের শর্তানুযায়ী উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার উগ্র সমর্থকগণ স্বৈরাচারী ব্যবস্থা স্থাপনে বদ্ধপরিকর ছিল। নির্বাচিত আইনসভায় উগ্র রাজতান্ত্রিকদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় ট্যালিরাঁর

উদার নেতৃত্বের পরিবর্তে ডিউক-ডি-রিশ্‌ল্যু মন্ত্রী হইলেন। রিশ্‌ল্যু বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন, সুতরাং উগ্রপন্থীদের দাবির অনেক কিছুই তিনি মানিলেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে হার মানিতে হইল। উগ্রপন্থীদের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা থাকায় তাঁহাকে তাহাদের ইচ্ছানুক্রমে চলিতে হইল। ঐ সময়ে অষ্টাদশ লুই আইনসভা ভাঙ্গিয়া দিযা নূতন আইনসভা নির্বাচনের আদেশ দিলেন। এইভাবে উগ্রপন্থীদের স্বৈরাচারী নীতি হইতে দেশকে রক্ষা করা হইল। পুনঃনির্বাচিত আইনসভায় উদারপন্থীদের সংখ্যা বেশী ছিল। রিশল্যু সেই কারণে কতকটা নির্বিঘ্নেই শাসনকার্য চালাইতে পারিলেন। কিন্তু ক্রমে উদারপন্থী দলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায রিশ্‌ল্যুর স্থলে ডেকাজে মন্ত্রী নিযুক্ত হইলেন। ডেকাজে'র প্রজাহিতৈষী শাসনের ফলে দেশে এক ব্যাপক উন্নতি দেখা দিল ; (২) ডিউক-ডি-বেরি'র হত্যাকাণ্ড—ডেকাজে'র মন্ত্রিসভার পতন—প্রতিক্রিয়া শুরু—রিশ্‌ল্যু পুনরায় মন্ত্রিপদে নিযুক্ত ; (৩) ক্রমে প্রতি-ক্রিয়ার মাত্রা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল—রিশ্‌ল্যুর স্থলে চরম উগ্রপন্থী ভিলীল মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলেন ; (৪) দশম চার্লসের রাজত্বকালের অসহনীয় স্বৈরাচার ; পোলিগ্‌নাকের অভিজাত ও যাজক প্রাধান্য স্থাপনের সঙ্কল্প, (৫) প্রত্যক্ষ কারণ : পোলিগ্‌নাকের স্বৈরাচারী ঘোষণা—(ক) জাতীয়সভার অবসান, (খ) সংবাদপত্রের স্বাধীনতানাশ, (গ) ভোটাধিকার হ্রাস, (ঘ) নূতন নির্বাচন ; (৬) বিপ্লবের শুরু ; (৭) ফলাফল : (ক) ফ্রান্সে : শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন, ভগবান-প্রদত্ত রাজশক্তির ধারণার বিলোপ, ন্যায্য অধিকার নীতির উপরে জনমতের স্থান, নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের স্থাপন, ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের পরিপূরক, যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রাধান্যের পরিবর্তে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রাধান্য লাভ, (খ) ইওরোপে সর্বত্র জাতীয় স্বাধীনতার আগ্রহ, বেলজিয়ামের স্বাধীনতা লাভ, জার্মানির বিভিন্ন রাজ্যে উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থা স্থাপন, পোলদের স্বাধীনতা স্পৃহা, ইতালিতে বিপ্লব, পোর্তুগাল ও স্পেনে বিপ্লব, ইংলণ্ডে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কার আইন, জুলাই বিপ্লবের আংশিক সাফল্য। ৩৪১-৩৫৩ পৃষ্ঠা]

2. What were the causes of the Revolution (1830) in France? Briefly trace its repercussions in other countries of Europe. (C. U. 1952)

Discuss the causes and effects of the July Revolution of 1830 in France (C. U. 1961)

Discuss the causes and estimate the consequences of the July Revolution in France (1830). (C. U. 3yr. Degree, 1963)

[উত্তর-সংকেত : ১নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত দ্রষ্টব্য—কেবলমাত্র ফলাফলের ৭নং (ক) বাদ দিতে হইবে। ৩৪১-৩৫৩ পৃষ্ঠা]

3. Why did the Bourbon restoration fail in France? Was the Orleanist monarchy an improvement upon it? (C. U. 1958)

[উত্তর-সংকেত : ১নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেতের ১-৬ দ্রষ্টব্য। অপরাংশ ৩৪১-৩৫৫ পৃষ্ঠা]

4. (a) Account for the fall of the monarchy of Louis Philippe of France. (C. U 1955, 1969). What were the causes of the Revolution of 1848 in France? What were its immediate effects on the history of Austria? (C. U. 1960)

(b) Write a note on the Revolution of 1848 at Paris. What were its results? (C. U. 1957)

[(a) উত্তর-সংকেত : (১) স্থচনা : লুই ফিলিপ্পি বিপ্লবের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার ব্যবহার ছিল নাগরিক-স্থলভ। ভগবান-প্রদত্ত ক্ষমতায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না, তাঁহার শাসন ছিল জনগণের সমর্থনের উপর নির্ভরশীল। পররাষ্ট্রক্ষেত্রে তিনি শান্তিরক্ষা ও বাণিজ্যের প্রসার করিতে চাহিয়াছিলেন। তথাপি তাঁহার পতন ঘটিল কেন, সে উত্তর সমসাময়িক পরিস্থিতির মধ্যে খুঁজিতে হইবে, লুই ফিলিপ্পির শাসন-ব্যবস্থা কোন পক্ষেরই সম্পূর্ণ সন্তুষ্টিবিধান করিতে পারে নাই। ন্যায্য অধিকার নীতিতে বিশ্বাসীরা, উগ্র-ক্যাথলিক দল, প্রজাতান্ত্রিকগণ, সমাজ-তান্ত্রিকগণ, বোনাপার্টির সমর্থকগণ—কেহই সন্তুষ্ট ছিল না; (৩) শান্তিবাদী নীতিতে উন্মাদনা ও উত্তেজনার অভাব; (৪) আভ্যন্তরীণ শান্তির অভাব; (৫) অসহায় ফিলিপ্পি বিভ্রান্ত; (৬) গিজো'র মন্ত্রিপদে নিয়োগ ও পদচ্যুতি; (৭) প্রজাতান্ত্রিক দলের বিক্ষোভ প্রদর্শনকালে উচ্ছৃঙ্খলতার ফলে বিপ্লবের শুরু—ফিলিপ্পির সিংহাসনত্যাগ। ৩৫৫-৩৬৫ পৃষ্ঠা]

[(b) উত্তর সংকেত : (a)'র অনুরূপ। ফলাফল ৫নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেতের অনুরূপ।]

5. What were the effects of Revolution of 1830 and 1848 in the history of France? (C. U. 1954)

[উত্তর সংকেত : (১) ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের 'বিপ্লবের ফল : ১নং প্রশ্নের উত্তর সংকেত (৭) (ক) দ্রষ্টব্য, ফ্রান্সের উপর ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের ফলাফল : (ক) সমাজতন্ত্রী-প্রজাতান্ত্রিক ও সাধারণ প্রজাতান্ত্রিকদের মিলিত অস্থায়ী সরকার স্থাপন, (খ) ফ্রান্স প্রজাতান্ত্রিক দেশ বলিয়া ঘোষিত, (গ) উদারনৈতিক ব্যবস্থা, (ঘ) সমাজতান্ত্রিক শাসন স্থাপনের প্রকৃত চেষ্টা, (ঙ) অজ্ঞানান্ধতা ও দারিদ্র্য হইতে জনগণকে উদ্ধারের চেষ্টা, (চ) সরকারী কারখানা স্থাপন, ছ) প্রজাতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা গঠন—'নাগরিক অধিকারের ঘোষণা', প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে আইনসভা নির্বাচন, জনগণের ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন, (জ) মধ্যবিত্ত প্রাধান্য নাশ—জনগণের প্রাধান্য-স্থাপন।

৩৪৮-৩৫৩, ৩৬০-৩৬১ পৃষ্ঠা]

6. Give an account of the February Revolution (1848) in France Did it fail? (C. U. 3yr. Degree, 1964)

[উত্তর-সংকেত : ৪নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেতের (a) ও ৫নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেতের অনুরূপ]

7. Describe the European repercussion of the French Revolution of 1848.

Or, "The French Revolution of 1848 was the signal for the most wide-reaching disturbances of the century." Discuss. (C. U. 1949)

Estimate the importance of the year 1848 in the history of Europe. (C. U. 1968)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের প্রভাব সমগ্র ইওরোপে এক প্রবল ঝটিকার ন্যায় প্রবাহিত হইয়াছিল। ইওরোপের বিভিন্ন দেশে স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে এক ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল। এই বিপ্লবের সূত্র ধরিয়া এত অধিক সংখ্যক বিপ্লব ইওরোপে দেখা দিয়াছিল যে, ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দকে ঐতিহাসিকগণ 'বিপ্লবের

বৎসর' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন ; (২) জার্মানির প্রাশিয়া, হ্যানোভার, স্যাক্সনি, ব্যাডেন, বেভেরিয়া প্রভৃতি রাজ্যে বিদ্রোহ : উদারনৈতিক শাসন-ব্যবস্থা স্থাপন ; (৩) অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যের নানস্থানে এবং ভিয়েনায় বিদ্রোহ —মেটারনিকের পতন ও দেশত্যাগ ; (৪) ইটালির টাস্কেনি, সিসিলি, ন্যাপলস্, মোডেনা, পার্মা, পোপের রাজ্যে বিদ্রোহ—উদারনৈতিক শাসন স্থাপন ; (৫) প্রত্যক্ষ ফল খুব বেশী নহে, কিন্তু গুরুত্ব যথেষ্ট ; (৬) গুরুত্ব : (ক) 'মেটারনিক্-ব্যবস্থার' পতন, (খ) প্রাক্-বিপ্লব যুগের রাজনৈতিক কাঠামো পুনঃস্থাপনের চেষ্টা বিফল, (গ) ইতালি ও জার্মানিতে গভীর জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি, (ঘ) প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার স্বীকৃত, (ঙ) সমাজতান্ত্রিক শাসনের প্রথম চেষ্টা, (চ) কৃষকদের ভূমিদাসত্বের অবসান। ৩৬১-৩৬৫ পৃষ্ঠা]

8. What were the elements common in the Revolution of 1848 in the different countries of Europe ?

(C. U. B. A. Hons. 1967)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : ফেব্রুয়ারি বিপ্লব-প্রসূত যে সকল বিদ্রোহ ও বিপ্লব ইওরোপের বিভিন্নাংশে দেখা দিয়াছিল সেগুলির পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য থাকিলেও এগুলির ধারা মোটামুটি একইরূপ ছিল ; (২) ভিয়েনা চুক্তির বিরোধিতা—জাতীয়তাবাদ ও গণতান্ত্রিকতা ; (৩) একই প্রকার অনুপ্রেরণা ; (৪) মধ্য-ইওরোপের ঘটনা ; (৫) রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাবের সমতা ; (৬) শহর ও নগর-কেন্দ্রিক—বুদ্ধিজীবী নেতৃত্বে পরিচালিত ; (৭) জাতীয়তাবাদী আকাঙ্ক্ষা—জাতীয়তাবাদী বিপ্লবের অসাফল্যের কারণ ; (৮) অপরাপর ক্ষেত্রে ঐক্য। ৩৬৮-৩৭২ পৃষ্ঠা]

9. Describe the character and policy of Metternich.

(C. U. 1952, 1955)

Attempt an estimate of the character and statesmanship of Metternich. (C. U. 1947)

Attempt a critical estimate of Metternich's statesmanship.

(C. U. 1964)

What were the principles, policy and methods of Metternich ? Why did he fail ? (C. U. 1960)

What was Metternich System ? How far was it successful ? (C. U. 3yr. Degree, 1965)

Explain the ideas and policies of Metternich. (C. U. 1968)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : মেটারনিক্ ১৮০৮ হইতে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর অস্ট্রিয়ার ভাগ্যনিয়ন্তা ছিলেন। নেপোলিয়নের পরাজয়ে তাঁহার দান নেহাৎ কম ছিল না। তিনি ছিলেন ভিয়েনা সম্মেলনের নিয়ামকস্বরূপ, (২) তাঁহার চরিত্র ; (৩) তাঁহার সমস্যা, (৪) তাঁহার উদ্দেশ্য ; জার্মানির উপর প্রাধান্য রক্ষা, অস্ট্রিয়ার বিক্ষিপ্ত সাম্রাজ্যকে সংহত করা ; (৫) অস্ট্রিয়ার স্বার্থ দ্বারা মেটারনিকের আভ্যন্তরীণ পররাষ্ট্র-নীতি নির্ধারিত ; (৬) তাঁহার নীতি : উদারনৈতিক প্রভাব হইতে অস্ট্রিয়াকে মুক্ত রাখা এবং সেইজন্য ইওরোপে গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ দমন করা, চিরাচরিত শাসন-ব্যবস্থা অপরিবর্তিত রাখা, রাশিয়ার রাজ্যবিস্তারে বাধা দান ; (৭) ইওরোপীয় কনসার্ট তাঁহার হস্তে এক অত্যাচারের যন্ত্রস্বরূপ—কনসার্টের কার্যকলাপ, (৮) সমালোচনা : (ক) দূরদৃষ্টির অভাব—সংকীর্ণ, ধ্বংসাত্মক নীতি, (খ) মেটারনিক্ ব্যবস্থার মূলত্রুটি—উদারনৈতিক প্রভাব-প্রসূত সমস্যার সমাধান না করিয়া তাহা দমনের প্রয়াস, (গ) জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র আপাতদৃষ্টিতে নিস্তেজ হইলেও ফল্গু-ধারার ন্যায় প্রবহমান, (ঘ) অস্ট্রিয়ার ভূমিদাসত্ব দূর না করিলে কুফল, (ঙ) সাফল্য : দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর ধরিয়া মেটারনিক্ কর্তৃক ইওরোপের শান্তি রক্ষা। ৩৭৩-৩৭৮ পৃষ্ঠা]

10. Examine the foreign policy of Metternich during the period between 1815-1848. (C. U. 1948, 1954)

[উত্তর-সংকেত : ৭নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত (৩) হইতে শেষ পর্যন্ত দ্রষ্টব্য।]

11. Discuss the impact of Metternich on Europe from 1815 to 1848. (C. U. 3yr. Degree, 1967)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : ভিয়েনা সম্মেলনে অস্ট্রিয়ার প্রিন্স্ মেটারনিক সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ব্যক্তিত্বের আকর্ষণী শক্তি,

কূটকৌশলে পারদর্শিতা অল্প সময়ের মধ্যেই মেটারনিক্‌কে এক অপ্রতিহত প্রাধান্য দান করিল,. (২) ভিয়েনা সম্মেলনে সর্বাত্মক প্রাধান্য—নেপোলিয়ন-বিজেতা হিসাবে আত্মপরিচয়, (৩) ক্ষতিপূরণ, ন্যায্য-অধিকার শক্তি-সাম্য প্রভৃতি নীতির মূল উদ্দেশ্য, অষ্ট্রিয়ার তথা অপরাপর নেপোলিয়ন-বিরোধী দেশসমূহের শাসকবর্গের স্বার্থ রক্ষা বা স্বার্থ বৃদ্ধি, (৪) চতুঃশক্তি সঙ্ঘের প্রাধান্য লাভ, (৫) অষ্ট্রিয়ার স্বার্থের ভিত্তিতে কন্‌সার্ট-অব ইওরোপের কার্যকলাপ, (৬) কন্‌সার্ট-অব-ইওরোপ মেটারনিকের হস্তে 'পুলিশ' স্বরূপ, (৭) ট্রপোর কংগ্রেসের মেটারনিকের ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের প্রয়াস, (৮) জুলাই-বিপ্লব মেটারনিকের চেষ্টায় দমিত, (৯) গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদী ধারাকে রুদ্ধ করিয়া মেটারনিক কর্তৃক এই দুই ধারার শক্তিবর্ধন; (১০) মেটারনিক কর্তৃক প্রায় চল্লিশ বৎসর ইওরোপে শান্তিরক্ষা, (১১) ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদী ধারার প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে জয়লাভ। ৩১৪, ৩৩৭-৩৪০, ৩৭৩-৩৮২ পৃষ্ঠা (প্রয়োজনীয় অংশ)]

৮12. "In the realm of politics the period from 1815-50 was one rather of aspirations than of achievements." Illustrate. (C. U. 1950)

[উত্তর-সংকেত: (১) ১৮১৫ হইতে ১৮৪৮ বা ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যে যুগ অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহা 'মেটারনিক্ যুগ' নামে পরিচিত। এই সময়ে মেটারনিক্ ছিলেন ইওরোপীয় রাজনীতির নিয়ামক, (২) দুইটি পরস্পর-বিরোধী প্রভাবের সংঘর্ষ—প্রতিক্রিয়া ও উদারনীতি, (৩) উদার-নীতির সাফল্য অধিক নহে—(ক) বেলজিয়ামের স্বাধীনতা, (খ) গ্রীসের স্বাধীনতা, (গ) জার্মানির নানাস্থানে নিয়মতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা স্থাপন, (ঘ) রাজশক্তি ভগবান-প্রদত্ত—এই কুসংস্কার হইতে জনগণের মুক্তি; (৪) প্রধানত মানসিক প্রস্তুতির যুগ: ইওরোপীয় কন্‌সার্ট কর্তৃক দমনকার্যের ফলে উদারনীতির সাফল্য ব্যাহত, কিন্তু মানসিক প্রস্তুতির ফলে পরবর্তী কালে ইতালির ঐক্য, জার্মানির ঐক্য, বলকান্ স্বাধীনতা প্রভৃতি সম্ভব হইয়াছিল। ৩৮০-৩৮২ পৃষ্ঠা]

অষ্টাদশ অধ্যায়

Explain how Greece achieved her independence. (C. U. 1923)

Write a note on : Greek War of Independence. (C. U. 1957)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : ঊনবিংশ শতাব্দীতে তুরস্ক ইওরোপের 'রোগগ্রস্ত ব্যক্তি' বলিয়া বিবেচিত হয়। রাশিয়ার আক্রমণ এবং আভ্যন্তরীণ দুর্বলতায় তুরস্ক সাম্রাজ্য পতনোন্মুখ হইয়া পড়িলে স্বভাবতই সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে, বিশেষত বল্‌কান দেশগুলিতে বিদ্রোহ দেখা দিল। প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের স্বাধীন হওয়ার চেষ্টা, সাম্রাজ্যাধীন জনগণের জাতি, ধর্ম, কৃষ্টি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের বিভেদ, শাসকের প্রতি শাসিতের স্বাভাবিক আনুগত্যের অভাব বল্‌কান দেশগুলির স্বাধীনতা-স্পৃহা জাগরিত করে। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দেই সার্বিয়া নামক ক্ষুদ্র দেশটি তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া স্বায়ত্তশাসনাধিকার আদায় করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু গ্রীসই সর্বপ্রথম তুরস্ক সাম্রাজ্য হইতে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন হইতে সমর্থ হয় ; (২) দুইটি কারণে গ্রীকদের মনে স্বাধীনতার স্পৃহা জাগে : (ক) তুরস্ক সাম্রাজ্যাধীন থাকাকালীন যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগের সুযোগ, (খ) প্রাচীন ভাষা, সাহিত্য, ঐতিহ্যের প্রতি আগ্রহ ; (৩) বিদ্রোহ : (ক) মোল্‌ডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া—তুরস্ক কর্তৃক দমন, (খ) মোরিয়া দ্বীপের বিদ্রোহ, 'হিটাইরিয়া ফিলিকি'র প্রভাব, সমগ্র দক্ষিণ, ক্রমে উত্তর গ্রীসে বিদ্রোহ বিস্তার, (গ) রুশ সাহায্যের আশা, (ঘ) উভয় পক্ষের নৃশংসতা, (ঙ) পেট্রিয়ার্কের হত্যা ; (৪) যুদ্ধে যোগদানের জন্য রাশিয়ার প্রস্তুতি ; (৫) ইংলণ্ড কর্তৃক বাধা দান—ইংলণ্ড ও রাশিয়া এবং পরে ফ্রান্সের মিলিত চেষ্টা ; (৬) রাশিয়া এককভাবে যুদ্ধে অবতীর্ণ ; (৭) আড্রিয়ানোপলের সন্ধি, ১৮২৯ ; (৮) গ্রীসের স্বাধীনতা স্বীকৃত। ৩৮২-৮৮ পৃষ্ঠা।]

ঊনবিংশ অধ্যায়

1. Discuss the causes and consequences of the Crimean War. (C. U. 1955)

What were the causes of the Crimean War? What were its results?

(C. U. 1953, 1964; 3yr. Degree, 1962)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : ক্রিমিয়ার যুদ্ধ পূর্বাঞ্চলের সমস্যার এক অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ; (২) কারণ : (ক) জার নিকোলাসের তুরস্ক ভাগ করিয়া লইবার ইচ্ছা—ইংলণ্ডের নিকট প্রস্তাব—ইংলণ্ড কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত, (খ) গ্রীক ও ল্যাটিন খ্রীষ্টানদের দ্বন্দ্ব, (গ) রাশিয়া কর্তৃক মোল্ডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া দখল, (ঘ) তুরস্ক কর্তৃক রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, (ঙ) ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের স্বার্থ, (চ) অষ্ট্রিয়ার ভীতি—'ভিয়েনা প্রস্তাব-পত্র' (Vienna Note), (ছ) নিকোলাস কর্তৃক ভিয়েনা প্রস্তাব অগ্রাহ্য, (জ) ইংলণ্ড-ফ্রান্সের যুদ্ধে যোগদান—পাইড্‌মণ্ট-সার্ডিনিয়ার সহায়তা ; (৩) ফলাফল : (ক) কৃষ্ণ-সাগর ও দার্দানেলিজ যুদ্ধকালে সকলের নিকট সমভাবে রুদ্ধ, (খ) দানিউব নদীতে নৌচালনায় সকলকে সমভাবে অবাধ অধিকার দান, (গ) কৃষ্ণসাগর বা দার্দানেলিজ্ উপকূলে রুশ বা তুর্কী ঘাঁটি স্থাপন নিষিদ্ধ, (ঘ) রাশিয়া কর্তৃক তুরস্কের বেসারাবিয়া প্রত্যর্পণ, (ঙ) তুরস্ককে ইওরোপীয় শক্তি-সমবায়ে যোগদানের অধিকার দান, তুরস্কের নিরাপত্তা ইওরোপীয় দেশগুলি কর্তৃক প্রতিশ্রুত, (চ) তুরস্ক কর্তৃক প্রজাবর্গের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি, (ছ) আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রয়োজন স্বীকৃত, জলযুদ্ধ নিয়ন্ত্রণের নীতি গৃহীত, (জ) রাশিয়ার আন্তর্জাতিক মর্যাদা হ্রাস, অগ্রগতি প্রতিহত, (ঝ) নেপোলিয়নের গৌরব বৃদ্ধি, ইংলণ্ডের জাতীয় ঋণ বৃদ্ধি, অষ্ট্রিয়ার সহিত রাশিয়ার শত্রুতা, ইতালির ঐক্যের প্রথম পদক্ষেপ—ইতালির দৃষ্টান্ত অনুসরণে জার্মানির ঐক্য, বলকান স্বাধীনতা, রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ পুনরুজ্জীবন—এশিয়া অঞ্চলে রাশিয়ার অগ্রগতি ; সমালোচনা (সংক্ষেপে)। ৩৯৩-৯৮, ৩৯৯-৪০৪ পৃষ্ঠা]

2. (a) What was the nature of the Eastern Question at the time of outbreak of the Crimean war? (b) What were the direct and indirect results of the war? (C. U. 1950)

[উত্তর-সংকেত : (a) (১) সূচনা : ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বাঞ্চলের সমস্যাকে লর্ড মোর্‌লে 'পরস্পর-বিরোধী বিভিন্ন জাতি, ধর্ম ও স্বার্থের

সংঘাতে ক্রমপরিবর্তনশীল এক জটিল সমস্যা' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; (২) উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক বৎসর নেপোলিয়ন-এর যুদ্ধের জন্ম রাশিয়া তুরস্কের দিকে মনোযোগ দিতে পারে নাই; (৩) টিলজিট্-এর সন্ধির পর হইতে রাশিয়ার তুরস্ক-গ্রাসনীতি পুনরায় গ্রহণ—বুকারেস্ট্-এর সন্ধি (১৮১২); (৪) ভিয়েনা সম্মেলনের পর হইতে ইওরোপীয় দেশগুলির তুরস্ক নীতির পরিবর্তন;—রাশিয়ার বিস্তার নীতির ফলে ইওরোপে ভীতির সঞ্চার; রাশিয়াব আক্রমণ হইতে তুরস্ককে রক্ষা করা ইওরোপীয় শক্তিবর্গের সাহায্যে সম্ভব হইলেও আভ্যন্তরীণ অব্যবস্থাজনিত পতন হইতে রক্ষা করা সম্ভব হইল না; (৬) গ্রীক স্বাধীনতা যুদ্ধ—রাশিয়া কর্তৃক তুরস্ককে সাহায্য-দান—ইংলণ্ড, অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের হস্তক্ষেপ—মেহেমেৎ আলির সীরিয়া লাভ; রাশিয়া ও তুরস্কের মধ্যে উন্‌কিয়ার স্কেলেসির সন্ধি; (৭) তুরস্ক কর্তৃক মিশরের পাশা মেহেমেৎ আলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা; লণ্ডন কন্‌ভেনশন (১৮৪০); (৮) ১৮৪০-১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পূর্বাঞ্চলের সমস্যার কোন নূতন জটিলতা দেখা দেয় নাই, কিন্তু তুরস্কের দুর্বলতা দিন দিনই পরিস্ফুট হইতে থাকে; (৯) জার প্রথম নিকোলাস কর্তৃক তুরস্ক ব্যবচ্ছেদের প্রস্তাব—তুরস্ক ইওরোপের "রোগগ্রস্ত ব্যক্তি"। ৩৮৮-৩৯৩ পৃষ্ঠা]

(b) [১নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেতের 'ফলাফল' অংশটি দ্রষ্টব্য। ৩৯৯ ৪০৪ পৃষ্ঠা]

3. Comment on the importance of the Cremean War.
(C. U. 1937)

[উত্তর-সংকেত : ১নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেতের (৩) 'ফলাফল' ও (৪) সমালোচনার অনুরূপ। ৩৯৯-৪০৪ পৃষ্ঠা]

4. What is the Eastern Question? (C. U. 1930) How did it affect Anglo-Russian relations in 1856? (C. U. 1958)

[উত্তর-সংকেত : প্রথম অংশের উত্তর-সংকেত ২নং প্রশ্নোত্তরে (a)-এর অনুরূপ। দ্বিতীয় অংশের উত্তর-সংকেত : রাশিয়ার তুরস্ক সাম্রাজ্য গ্রাস-নীতি; ইংলণ্ডের তুরস্ক সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা বজায় রাখিবার নীতি;—গ্রীসের স্বাধীনতা-যুদ্ধে ইংলণ্ডের অংশগ্রহণের মূল কারণ—গ্রীসের উপর রুশ প্রাধান্য বিস্তারে বাধা দেওয়া; জার নিকোলাসের তুরস্ক ব্যবচ্ছেদের

প্রস্তাব—মিশর ও ক্রীট ইংলণ্ডকে অধিকার করিতে দিবার প্রস্তাব—ইংলণ্ড কর্তৃক অগ্রাহ্য; ইংলণ্ডের ভারত তথা পূর্বাঞ্চলের স্বার্থরক্ষার প্রশ্ন; ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ইংলণ্ডের অংশগ্রহণের মূল উদ্দেশ্য রাশিয়ার অগ্রগতিতে বাধা দান করা। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসের সন্ধিতে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সাফল্য—পূর্বাঞ্চলে রুশ অগ্রগতি প্রতিহত। এই প্রশ্নের উত্তর লিখিবার জন্য অষ্টাদশ ও উনবিংশ অধ্যায় দুইটি পড়িতে হইবে।]

বিংশ অধ্যায়

1. Discuss the circumstances in which the Second Empire came into existence. (C. U. 1949, 1953, 1955)

How do you explain the rise of Napoleon III to power? Give an account of his domestic policy. (C. U. 1961)

[উত্তর-সংকেত: (১): সূচনা: ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর লুই নেপোলিয়ন ফ্রান্সে ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে প্রজাতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার এক-কক্ষযুক্ত গণপরিষদের সদস্য নির্বাচন করা হয়। ঐ সময়ে ফরাসী জাতির মধ্যে নেপোলিয়ন বোনাপার্টির প্রতি এক গভীর শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। 'নেপোলিয়ন' নামের তখন এক দারুণ সম্মোহিনী শক্তি ছিল। শুধু নামের জন্যই নেপোলিয়নের জনপ্রিয়তার সৃষ্টি হইল। ঐ বৎসর ডিসেম্বর মাসে বিপুল ভোটাধিক্যে লুই নেপোলিয়ন ফরাসী প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইলেন; (২) রাষ্ট্রপতি ও রাজতান্ত্রিক আইনসভার মধ্যে মতানৈক্য; (৩) আইনসভা কর্তৃক শ্রমজীবীদের ভোটাধিকার হরণ—তিনি বৎসর একই স্থানে বাস করিবার নীতি; (৪) লুই নেপোলিয়ন কর্তৃক প্রজাতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্তনের চেষ্টা—আইনসভার বিরোধিতা; (৫) লুই নেপোলিয়ন কর্তৃক জনসাধারণের সমর্থন লাভের চেষ্টা; (৬) আইন-সভার বিলুপ্তি; (৭) নূতন শাসনতন্ত্র—রাষ্ট্রপতির কার্যকাল দশ বৎসর; দুই-কক্ষযুক্ত আইনসভা—কাউন্সিল অব স্টেট্ ও লেজিস্লেটিভ্ এ্যাসেম্বলী; সিনেট নামে এক বিশেষ সভা স্থাপন; (৮) সিনেটের প্রস্তাব অনুসারে

সম্রাটপদ গ্রহণ—জনগণের ভোটে এই ব্যবস্থা সমর্থিত ; ফ্রান্সে দ্বিতীয় সম্রাট ও সাম্রাজ্যের উদ্ভব। ৪০৬-৪০৯ পৃষ্ঠা]

2. (a) Describe the home and the foreign policy of Napoleon III Why did he fail ? (C. U. 1950, 1957, 1959)

(b) Describe the foreign policy of Napoleon III. Why did it fail ? (C. U. 1952, 1964)

[উত্তর-সংকেত : (a) (১) সূচনা : তৃতীয় নেপোলিয়নের কার্য-নীতি নেপোলিয়ন বোনাপার্টির জীবন হইতে গৃহীত ; (২) আভ্যন্তরীণ : দুইটি মূলনীতি ; স্বৈরাচারী শাসনাধীনে বিপ্লবের সুফল রক্ষা, গণতান্ত্রিক কাঠামোর পশ্চাতে একক-প্রাধান্য স্থাপন ; (ক) বাহ্যত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অপরিবর্তিত রাখিয়া নিজ হস্তে শাসনক্ষমতা গ্রহণ, (খ) শিক্ষা-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ, নিয়মানুবর্তিতা ও সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের শিক্ষাদান ; (গ) সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ ; (ঘ) সভা-সমিতি নিয়ন্ত্রণ ; (ঙ) জনকল্যাণকর কার্যের দ্বারা জনগণের রাজনৈতিক অধিকার হরণের ক্ষতিপূরণ,—দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি ; শিল্প, বাণিজ্য, ব্যাঙ্ক, রেলপথ, পোস্ট, টেলিগ্রাফ্ প্রভৃতির উন্নতি, শ্রমজীবীদের উন্নতি, দরিদ্রদের জন্য অল্পমূল্যে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ, দৈবদুর্ঘটনার সময় সরকারী সাহায্যদান ; (চ) প্যারিস ও অন্যান্য শহর ও নগরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি ; (ছ) পররাষ্ট্র-নীতির বিফলতার সঙ্গে সঙ্গে ১৮৬০ হইতে উদারনৈতিক শাসন-ব্যবস্থা স্থাপন ; (৩) পররাষ্ট্র-নীতি : ব্যক্তিগত-ভাবে শান্তিরক্ষার পক্ষপাতী—পরিস্থিতির চাপে যুদ্ধনীতি গ্রহণ ; নেপোলিয়ন বোনাপার্টির আমলের গৌরব ফিরাইয়া আনিবার সঙ্কল্প ; (ক) ক্রিমিয়ার যুদ্ধ —মর্যাদা বৃদ্ধি ; (খ) ইতালীয় ঐক্যের যুদ্ধ—যাজকসম্প্রদায়ের অসন্তুষ্টি, ঐক্যবদ্ধ ইতালি ফ্রান্সের স্বার্থের ও নিরাপত্তার পরিপন্থী—এই ধারণার ফলে ফরাসীদের বিদ্বেষ ; আকস্মিভাবে যুদ্ধত্যাগে ইতালীয়দের ঘৃণার সৃষ্টি, স্যাভয় ও নিস্ দখল করার ইংলণ্ডের বিরোধিতা, ফরাসী যাজকসম্প্রদায়ের বিরোধিতা ; (গ) পোলদের বিদ্রোহে সাহায্যদান—রাশিয়ার শত্রুতা অর্জন ; (ঘ) মেক্সিকো অভিযানের বিফলতা—জনপ্রিয়তা হ্রাস ; (ঙ) জার্মান-নীতি ফ্রান্সের স্বার্থ বিরোধিতা—স্যাডোয়ার যুদ্ধে নিরপেক্ষতা—সেডানের যুদ্ধে পরাজয়—তৃতীয় নেপোলিয়নের পতন। ৪১১-৪২১ পৃষ্ঠা]

(b) [২নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেতের (a)-এর ৩নং দ্রষ্টব্য।]

3. Was Napoleon III's foreign policy a total failure ?
(C. U. 3yr. Degree, 1967)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : তৃতীয় নেপোলিয়নের প্রতি ঐতিহাসিকগণ সুবিচার করেন নাই। তাঁহার পতন এবং ভুল-ত্রুটির উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করিতে গিয়া তাঁহারা তাঁহার প্রাপ্য মর্যাদা দানে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন। (২) দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর-সংকেতের (৩) নং-এর অনুরূপ; (৪) উপসংহার: তৃতীয় নেপোলিয়ন যে যুগে জীবিত ছিলেন উহা ছিল বিসমার্কের যুগ। বিসমার্কের সম্মোহিনী কূটনৈতিক চালের সহিত কোন ব্যক্তি বা রাষ্ট্রনায়কের পক্ষে সাফল্য অর্জন সহজ ছিল না। এই কথা স্মরণ রাখিলে তৃতীয় নেপোলিয়নের অসাফল্য সম্পূর্ণভাবে তাঁহার ব্যক্তিগত অদূরদর্শিতারই ফল, ইহা বলা চলে না। সমসাময়িক পরিস্থিতি ও বিসমার্কের কূটকৌশলও সেজন্য যথেষ্ট দায়ী ছিল। ৪১৫-৪২১, ৪২৬-৪২৮ পৃষ্ঠা]

4. How do you explain the downfall of Napoleon III ? (C. U. 1956). To what causes would you attribute the downfall of Napoleon III ? (C U. 1952)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : তৃতীয় নেপোলিয়নের আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র-নীতি প্রথম দিকে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করে; আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে স্বৈরাচারী একক-প্রাধান্য স্থাপন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন, দরিদ্র জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন, শহর ও নগরের সৌন্দর্যবর্ধন—প্রভৃতি বহু কিছুতেই তাঁহার সাফল্য পরিলক্ষিত হয়; পরারাষ্ট্র-নীতির প্রথম পর্যায়—ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ফ্রান্সের গৌরব ও মর্যাদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু পররাষ্ট্র-নীতির বিফলতা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার পতনের পথ প্রশস্ত হইতে থাকে; আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে উদার নীতি গ্রহণ করিয়াও সেই পতনের পথ রুদ্ধ করা সম্ভব হয় নাই। পতনের কারণ: (ক) তৃতীয় নেপোলিয়নের অবাস্তব ধারণা; (খ) পরিস্থিতির চাপে চরিত্র ও কর্মপন্থা প্রভাবিত; (গ) অদূরদর্শী পররাষ্ট্র-নীতি; ইতালীয় নীতির ফলে যাজকসম্প্রদায়ের বিরোধিতা, ঐক্যবদ্ধ ইতালি গঠনের সহায়তা ফরাসী স্বার্থের পরিপন্থী বলিয়া ফরাসী জাতির চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই ভীতি ও বিদ্বেষ; (ঘ) মেক্সিকো অভিযানের বিফলতা—জনপ্রিয়তা হ্রাস; ভ্রান্ত জার্মান নীতি—

স্যাডোয়ার যুদ্ধে নিরপেক্ষতা—সেডানের যুদ্ধে পরাজয়; (চ) চমকপ্রদ পররাষ্ট্র-নীতির সাফল্য ফরাসী জাতির আনুগত্যের একমাত্র মাপকাঠি—পররাষ্ট্র-নীতির বিফলতা আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থার উদারতা দ্বারা পূরণ করা সম্ভব হয় নাই—সেডানের যুদ্ধে পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় নেপোলিয়নের পতন। ৪২৬-৪২৮ পৃষ্ঠা]

5. Give your own assessment of Napoleon III. (C. U. 3yr. Degree, 1965)

Give a critical estimate of the statesmanship of Napoleon III. (C. U. 3yr. Degree, 1962)

[উত্তর-সংকেত : ২নং ও ৩নং প্রশ্নের উত্তর সংকেতের অনুরূপ।

তৃতীয় নেপোলিয়নের আভ্যন্তরীণ নীতির সাফল্য বা তাঁহার বাণিজ্য-নীতির সাফল্য তাঁহার পররাষ্ট্র-নীতির বিফলতাকে ম্লান করিয়াছিল। তাঁহার প্রধান ত্রুটি ছিল এই যে, তিনি নেপোলিয়ন বোনাপার্টির আমলের উদ্দীপনা ফরাসী জাতির মধ্যে জাগাইয়া তুলিয়া সেই আশা-আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিতে সক্ষম হন নাই। তথাপি ইহা সত্য যে, তৃতীয় নেপোলিয়নের সাফল্যের পরিমাণ যে-কোন ব্যক্তিকে অমরত্ব এবং সম্মানের অধিকারী করিতে পারিত। ঐতিহাসিকগণ তৃতীয় নেপোলিয়নের কৃতিত্ব বিচারে অযথা রূঢ় হইয়াছেন। বস্তুত, তৃতীয় নেপোলিয়ন যে যুগে জীবিত ছিলেন উহা ছিল বিস্মার্কের যুগ। বিস্মার্কের সম্মোহিনী কূটনৈতিক চালের সহিত কোন ব্যক্তি বা রাষ্ট্রনায়কের পক্ষে সাফল্য অর্জন সহজ ছিল না। এই কথা স্মরণ রাখিলে তৃতীয় নেপোলিয়নের অসাফল্য সম্পূর্ণভাবে তাঁহার ব্যক্তিগত অদূরদর্শিতারই ফল ইহা বলা ঠিক হইবে না। তদানীন্তন পরিস্থিতিও সেজন্য যথেষ্ট দায়ী ছিল।]

6. Review the foreign policy of Napoleon III. Was the isolation of France in 1870 due primarily to the blunders of Napoleon III? (C. U. B. A. Hons. 1967)

[উত্তর-সংকেত : ৪নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেতের অনুরূপ।]

7. Sketch briefly the history of the Third French Republic. (C. U. 3yr. Degree, 1965)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : সেডানের যুদ্ধে পরাজয়ের এবং তৃতীয় নেপোলিয়ন শত্রু হস্তে বন্দী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্স প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হইল ; (২) তৃতীয় প্রজাতন্ত্রের সমস্যাসমূহ ; (৩) বুলাঙ্গিস্ট্ আন্দোলন,—ড্রেফুস ঘটনা, চার্চের সমাজতন্ত্রবাদের বিরোধিতা, তৃতীয় প্রজাতন্ত্রের ঔপনিবেশিক বিস্তৃতি। ৫৬৯-৭৯ পৃষ্ঠা]

একবিংশ অধ্যায়

1. Give in outline the story of the Unification of Italy in the 19th century. (C. U. 1957)

Sketch the story of the Italian Unification. (C. U. 1946, 1958)

How did Italy which was a 'geographical expression' in 1815 become a fully united country in 1870 ? (C. U. 1952)

Write an essay on the Unification of Italy. (C. U. 3yr. Degree, 1962)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : ফরাসী বিপ্লবের কয়েক শতক পূর্ব হইতেই ইতালি পরস্পর-বিবদমান কয়েকটি রাজ্যে বিভক্ত ছিল। নেপোলিয়নের অধীনে সমগ্র ইতালিতে শাসনতান্ত্রিক ঐক্য ও আইন-কানুনের সমতা স্থাপিত হয়। কিন্তু ভিয়েনা কংগ্রেস 'ন্যায্য অধিকার' নীতির প্রয়োগ দ্বারা ইতালিকে পুনরায় শতধা বিভক্ত করে। ইহা ভিন্ন স্থানীয় স্বার্থ, ইতিহাস ও ঐতিহ্য ইতালির জাতীয় ঐক্যের পরিপন্থী ছিল, (২) ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়নের প্রভাবে জাতীয়তাবোধ ও দেশাত্মবোধের সৃষ্টি ; (৩) ভিয়েনা কংগ্রেস কর্তৃক ইতালীয়দের আশা-আকাঙ্ক্ষা উপেক্ষিত, ইতালি এক 'ভৌগোলিক নামে' পর্যবসিত ; (৪) ইতালি—লোম্বার্ডি, পার্মা, টাস্কেনি, লুক্কা, পোপের রাজ্য, মোডেনা, পাইডমণ্ট্-সার্ডিনিয়া ও সিসিলি-ন্যাপল্স্—এই আটটি রাজ্যে বিভক্ত ; বিভক্ত অংশের মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক যোগাযোগের অভাব ; (৫) কার্বোনারি নামে বিপ্লবীদলের সৃষ্টি,—১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ন্যাপল্স্, পাইডমণ্ট্ এবং ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে মোডেনা, পার্মা ও পোপের রাজ্যের

বিদ্রোহ অষ্ট্রিয়া কর্তৃক দমিত ;—বিদ্রোহ বিফল হইলেও গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ইতালীয়রা অষ্ট্রিয়ার প্রাধান্য নাশে ঐক্যবদ্ধ ; (৬) (ক) যোসেফ ম্যাৎসিনির দান—"ইয়ং ইতালি" আন্দোলন, (খ) তাঁহার উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা, (গ) ইতালির স্বাধীনতা ও ঐক্যের মানসিক প্রস্তুতি ; (৭) পাইড্‌মণ্ট্-সার্ডিনিয়ার স্যাভয় রাজবংশের দান—কাস্টোজ্জা ও নোভারার যুদ্ধে এল্‌বার্টের পরাজয়—ভিক্টর ইমান্যুয়েলের দৃঢ়তা—পাইড্‌মণ্ট্-সার্ডিনিয়া আন্দোলনকারীদের ভরসাস্থল ; (৮) ক্যাভুরের দান—(ক) তাঁহার মতবাদ ও কর্মপন্থা ; (খ) পাইড্‌মণ্ট্-সার্ডিনিয়াকে জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বের যোগ্য করিয়া তোলা, (গ) ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যোগদান—ইতালির সমস্যা আন্তর্জাতিক সমস্যায় পরিণত, (ঘ) ইংলণ্ড বিশেষতঃ ফ্রান্সের সহানুভূতি, (ঙ) প্লোম্বিয়ারিসের চুক্তি, (চ) অষ্ট্রিয়া ও পাইড্‌মণ্ট্-সার্ডিনিয়ার যুদ্ধ—ম্যাজেণ্টা ও সোল্‌ফেরিনোর যুদ্ধে ফরাসী সাহায্যপুষ্ট পাইড্‌মণ্ট্-সার্ডিনিয়ার জয়লাভ—তৃতীয় নেপোলিয়নের যুদ্ধত্যাগ ; ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধি, পাইড্‌মণ্ট্-সার্ডিনিয়ার লোম্বার্ডি লাভ, (ছ) সাময়িকভাবে ক্যাভুরের পদত্যাগ : ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় মন্ত্রিত্ব গ্রহণ ; (জ) স্যাভয় ও নিস্ তৃতীয় নেপোলিয়নকে উৎকোচ দান করিয়া মধ্য-ইতালির মোডেনা, পার্মা প্রভৃতি স্থানের সহিত সংযুক্তি ; (৯) গ্যারিবল্ডি কর্তৃক সিসিলি ও ন্যাপল্‌স্ জয় ; (১০) ক্যাভুরের কূটকৌশলে রোম ও ভেনিশিয়া ভিন্ন পোপের রাজ্য জয় ; (১১) গণভোটে সিসিলি ও ন্যাপল্‌সের সংযুক্তি , (১২) স্যাডোয়ার যুদ্ধের ফলে ভেনিশিয়া ও সেডানের যুদ্ধের ফলে রোম লাভ—১৮৭০-৭১ খ্রীষ্টাব্দে ইতালির ঐক্য সমাপ্ত। ৪২৯-৪৪০ পৃষ্ঠা]

\8. Estimate the services of Mazzini and Cavour to the cause of Italian Unification. (C. U. 1956)

Assess carefully the contributions, made by (a) Mazzini. (b) Cavour, to the cause of the Unification of Italy. (C. U. 1949,1961)

Explain the role of Mazzini in the remaking of Italy. (C. U. 3yr. Degree, 1965)

Discuss the influence of Mazzini in the remaking of Itoly. (C. U. 3yr. Degree, 1967)

[উত্তর-সংকেত: (১) সূচনা: ইতালির স্বাধীনতা ও ঐক্য অর্জনে ম্যাৎসিনি ও ক্যাভুরের দান ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অমর হইয়া রহিয়াছে; (২) ম্যাৎসিনি: (ক) ইতালি যখন ভৌগোলিক সংজ্ঞায় পরিণত—ইতালিবাসী যখন গভীর হতাশায় নিমজ্জিত ম্যাৎসিনি তখন আশার সঞ্চার করেন, (খ) 'ইয়ং ইতালি' আন্দোলন, (গ) তাঁহার উদ্দেশ্য ও নীতি, (ঘ) ইতালিবাসীদের মনে এক গভীর জাতীয় ও দেশাত্মবোধের সৃষ্টি: ইতালিবাসীদের মানসিক প্রস্তুতি, (ঙ) স্বাধীনতা ও একতার স্পৃহা এক ধর্মস্বরূপ, (চ) ম্যাৎসিনির চেষ্টায়ই বিভ্রান্ত ইতালীয়দের মনে এক জাগরণের সৃষ্টি করিয়াছিল—আত্ম-প্রত্যয়, জাতীয় ঐক্য ও স্বাধীনতার স্পৃহা সৃষ্টি করিয়াছিল, (৩) ক্যাভুর: (ক) ক্যাভুরের আদর্শও ম্যাৎসিনির আদর্শের অনুরূপ, কর্মপন্থার পার্থক্য, (খ) বিদেশী সাহায্য উদ্দেশ্যসিদ্ধির একমাত্র উপায়, (গ) পাইডমণ্ট-সার্ডিনিয়াকে ইতালির নেতৃত্ব গ্রহণের যোগ্য করিয়া তোলা, (ঘ) ক্যাভুরের প্রচারকার্য—আন্তর্জাতিক সহানুভূতি, (ঙ) ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যোগদান—ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সহানুভূতি অর্জন, (চ) প্লোম্বিয়ারিসের চুক্তি—অষ্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধ—ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধি—লোম্বার্ডি অধিকার, (ছ) কূটকৌশলের দ্বারা তৃতীয় নেপোলিয়নের সম্মতিলাভ—স্যাভয় ও নিস্ দান—মধ্য-ইতালির পার্মা, মোডেনা প্রভৃতির সংযুক্তি, (জ) গ্যারিবল্ডির সামরিক বিজয়কে ইতালির ঐক্যের অনুকূলে নিয়ন্ত্রণ, পোপের রাজ্য দখল—ন্যাপল্স্ ও সিসিলির সংযুক্তি, আধুনিক ইতালির প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা—ম্যাৎসিনি ও গ্যারিবল্ডির কার্যের সামঞ্জস্য বিধান—ম্যাৎসিনির প্রেরণা ও গ্যারিবল্ডির সামরিক বিজয়ের সুযোগ গ্রহণ করিয়া ইতালির স্বাধীনতা ও ঐক্য অর্জন। ৪৪০-৪৪৫ পৃষ্ঠা]

3. "Cavour was the maker of modern Italy." Amplify. (C. U. 1947) "Cavour" said Lord Palmerstone in the British House of Commons "left a name to point a moral and adorn a tale." Discuss What service did he render to the cause of the Italian Unity? (C. U. 1945)

Estimate Cavour's contribution to the Unification of Italy. (C. U. 3yr. Degree, 1964)

[উত্তর-সংকেত : ২নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেতের (৩)-এর অনুরূপ ; আভ্যন্তরীণ সংস্কার সম্পর্কে কয়েকটি লাইন লিখিতে হইবে। ৪৪৪-৪৫০ পৃষ্ঠা]

4. What part did (a) Mazzini, (b) Cavour, (c) Victor Emmanuel and (d) Garibaldi play in the history of the Italian Unification ? (C. U. 1951, 1664)

Compare the roles of Cavour and Garibaldi in the struggle for Italian liberation (C. U. 1969)

[উত্তর-সংকেত : (a), (b) ২নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেতের অনুরূপ (সংক্ষেপে লিখিতে হইবে), (c) ভিক্টর ইমান্যুয়েল : নোভারার যুদ্ধের পর চার্লস্ এল্‌বার্টের সিংহাসন ত্যাগ। ভিক্টর ইমান্যুয়েল (২য়)-এর সিংহাসন লাভ, (ক) অস্ট্রিয়া কর্তৃক পাইড্‌মণ্ট্-সার্ডিনিয়ার উদারনৈতিক শাসন-ব্যবস্থা দাবি নাকচ—ইমান্যুয়েলের অসম্মতি, (খ) তাঁহার দৃঢ়তায় স্যাভয় পরিবার ও পাইড্‌মণ্ট্-সার্ডিনিয়াকে ইতালির নেতৃত্বে স্থাপন ও ইতালীয়দের শ্রদ্ধা অর্জন, (গ) ক্যাভুর কর্তৃক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের সহায়তা, (ঘ) ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধি গ্রহণ করিয়া দূরদর্শিতার পরিচয় দান, (d) গ্যারিবল্ডি : (ক) সিসিলি অভিযান—সিসিলি ও ন্যাপল্‌স্ জয়, (খ) রোম আক্রমণের উদ্যোগ—দক্ষিণ-ইতালির একতা অর্জন। ৪৪২-৪৫০ পৃষ্ঠা]

দ্বাবিংশ অধ্যায়

1. Give in brief the history of the German Unification. (C. U. 1940, 1943, 1948)

Was the unification of Germany the achievement of Bismarck alone ? (C. U 1968)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : ফরাসী বিপ্লবের পূর্বে জার্মানি দুই শতেরও অধিক ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল, এগুলি কেবল নামেমাত্রই পবিত্র রোমান সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিত। নেপোলিয়ন জার্মানি জয় করিয়া পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের বিলোপসাধন করেন (১৮০৬) এবং জার্মানিতে ৩৯টি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ রাজ্য গঠন করিয়া এগুলিকে এক যুক্ত-

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাধীনে স্থাপন করেন। ফলে, জার্মানদের মধ্যে পরোক্ষভাবে জাতীয়তাবোধ জাগিতে থাকে। নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে মুক্তি-সংগ্রামে জার্মান জাতি যে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার ফলে জাতীয়তাবোধ অধিকতর বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ভিয়েনা কংগ্রেস জার্মান জাতীয়তাবোধকে উপেক্ষা করিয়া অষ্ট্রিয়ার অধীনে জার্মান রাজ্যগুলির 'জার্মান কন্‌ফেডারেশন' নামক এক অসংবদ্ধ যুক্তরাষ্ট্রীয় সংঘ গঠন করে। অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার প্রতিক্রিয়াশীল শাসননীতি'র ফলে জার্মান জাতীয়তাবোধের স্বাভাবিক প্রকাশ রুদ্ধ হয়। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে 'কার্লসবাড ডিক্রি' পাস করিয়া জার্মানির সর্বত্র উদারনৈতিক আন্দোলন দমনের চেষ্টা চলে। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই বিপ্লবের ফলে জার্মানির বিভিন্ন স্থানে উদারনৈতিক আন্দোলন দেখা দিলে অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার যুগ্ম চেষ্টায় তাহা দমন করা হইল। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের প্রভাবে পুনরায় জার্মানির সর্বত্র এক গভীর জাতীয় আন্দোলন শুরু হইল। ঐ বৎসর ফ্রাঙ্ক্‌ফোর্ট পার্লামেন্টে জার্মানির ঐক্যসাধনের উদ্দেশ্যে জার্মান রাজ্যগুলির প্রতিনিধিগণ সম্মিলিত হন। এই পার্লামেন্ট প্রাশিয়ার রাজাকে জার্মানির সম্রাটপদ দান করে। কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণে অস্বীকৃত হন। এইভাবে ১৮৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দের জাতীয়তাবাদী চেষ্টাও বিফলতায় পর্যবসিত হয়। ওলমুজের সন্ধি ১৮৫০ ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ; (২) পরোক্ষভাবে জার্মান জাতীয়তাবাদের সাফল্য: (ক) প্রাশিয়ার জোলভারেন্, (খ) প্যান্-জার্মানিজম্, (৩) ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম উইলিয়ামের সিংহাসন লাভ প্রাশিয়ার ইতিহাসের যুগান্তকারী ঘটনা, জার্মানির ঐক্যের প্রকৃত চেষ্টা, প্রাশিয়ার ডায়েটের বিরোধিতা; (৪) বিস্‌মার্ক মন্ত্রিসভার সভাপতি পদে নিযুক্ত (১৮৬২), সামরিক সংগঠন; (৫) ডেনমার্কের সহিত যুদ্ধ (১৮৬৪); (৬) অষ্ট্রিয়ার সহিত স্যাডোয়ার যুদ্ধ (১৮৬৬), ফ্রান্সের সহিত সেডানের যুদ্ধ, জার্মানির ঐক্য সম্পন্ন। ৫৫০-৫৭৫ পৃষ্ঠা]

2 How did Bismarck bring about the unity of Germany?

Why was Bismarck driven to adopt the poliy of 'Blood and Iron'? How and with what success was this policy applied? (C. U. 3yr. Degree, 1963)

Sketch the advance of Germany under Bismarck. (C. U. 1969)

[উত্তর-সংকেত: (১) সূচনা: প্রাশিয়ার ইতিহাসের এক সঙ্কট মুহূর্তে

বিসমার্ক মন্ত্রিসভার সভাপতিত্ব গ্রহণ করেন। অপর কেহ এইরূপ পরিস্থিতিতে এতটা সাহস দেখাইতে পারিতেন কিনা সন্দেহ; (২) বিসমার্কের উদ্দেশ্য: জার্মানি হইতে অষ্ট্রিয়াকে বিতাড়ন এবং প্রাশিয়ার অধীনে সমগ্র জার্মানিকে একত্রীকরণ; (৩) তাঁহার নীতি: সামরিক শক্তি ও যুদ্ধের সাহায্য গ্রহণ—"Blood and Iron" নীতি; (৪) ডেনমার্কের সহিত যুদ্ধ (১৮৬৪); (৫) অষ্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধ: স্যাডোয়া (১৮৬৬); (৬) ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ: সেডান (১৮৭০); জার্মান ঐক্য সম্পন্ন। ৪৬১-৪৭৫ পৃষ্ঠা]

3. How did Bismarck drive out Austria from Germany? What were the effects of Austrian defeat at Sadowa? (C U. 1953)

[উত্তর-সংকেত: (১) সূচনা: ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রাঙ্ক্‌ফোর্ট ডায়েটের সভ্য থাকাকালীনই বিসমার্ক স্পষ্টভাষায় এই উক্তি করিয়াছিলেন যে, জার্মানিতে অষ্ট্রিয়া এবং প্রাশিয়া উভয়ের স্থান হইবে না—এই দুইয়ের একটিকে নতি স্বীকার করিতে হইবে। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়া বিসমার্ক জার্মানি হইতে অষ্ট্রিয়ার প্রাধান্য বিলোপের উদ্দেশ্যে সামরিক শক্তি সংগঠন করিলেন। শ্লেজভিগ্‌-হলস্টাইন্‌ সমস্যা লইয়া ডেনমার্কের সহিত যুদ্ধে তিনি অষ্ট্রিয়ার সাহায্য গ্রহণ করিলেন। কারণ, এই সূত্রে তিনি অবশেষে অষ্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে পারিবেন ভাবিয়াছিলেন। শ্লেজভিগ্‌-হলস্টাইনের অধিকার লইয়া অষ্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধ প্রায় অনিবার্য হইয়া উঠিলে রাজা প্রথম উইলিয়ামের চেষ্টায় গেষ্টিনের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় (১৮৬৫)। ইহাতে ঐ দুই স্থানের উপর প্রাশিয়া-অষ্ট্রিয়ার যুগ্ম প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। কিন্তু বিসমার্ক ইহাতে সন্তুষ্ট হন নাই। তিনি অষ্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার উদ্দেশ্যে সর্বপ্রকার প্রস্তুতি চালাইলেন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে পোলদের বিদ্রোহে রাশিয়াকে সাহায্য দান করিয়া তিনি রাশিয়ার মিত্রতা লাভে সমর্থ হইলেন। ভেনিশিয়া প্রাপ্তির লোভ দেখাইয়া তিনি ইতালিকে স্বপক্ষে আনিলেন। ইহা ভিন্ন ফ্রান্সকে তিনি অষ্ট্রিয়া-প্রাশিয়ার যুদ্ধে নিরপেক্ষ রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়া গেষ্টিনের চুক্তি জার্মান কন্‌ফেডারেশনের সভার (ডায়েট) নিকট উত্থাপিত করিলে বিসমার্ক গেষ্টিনের চুক্তি-ভঙ্গের অজুহাতে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন; (২)

অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ : স্যাডোয়ায় অস্ট্রিয়ার শোচনীয় পরাজয় ; (৩) প্র্যাগের সন্ধি , শর্তাদি : অস্ট্রিয়া কর্তৃক জার্মান কনফেডারেশন ত্যাগ, মেইন নদীর উত্তরস্থ জার্মান রাজ্য লইয়া উত্তর-জার্মান রাষ্ট্রসংঘ স্থাপনে অস্ট্রিয়ার সম্মতি ; অস্ট্রিয়া কর্তৃক প্রাশিয়াকে ক্ষতিপূরণ দান , ইতালিকে ভেনিশিয়া দান ; স্যাডোয়ার যুদ্ধের (১৮৬৬) ফলাফল : (ক) মধ্য-ইওরোপের শক্তি-সাম্য পরিবর্তিত—প্রাশিয়ার প্রাধান্য স্বীকৃত, (খ) মধ্য-ইওরোপের রাজনৈতিক কেন্দ্র ভিয়েনা হইতে বার্লিনে স্থানান্তরিত, (গ) ফ্রান্সের কূটনৈতিক পরাজয়, (ঘ) ইতালীয় ঐক্য সম্পূর্ণতার দিকে অগ্রসর, (ঙ) বিস্‌মার্কের মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি, (চ) অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রকম্পিত। ৪৬১-৪৭৮ পৃষ্ঠা]

4. How do you explain the Franco-Prussian War of 1870 ? What were its results ? (C. U. 1955)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : জার্মানির ঐক্যসাধনে ফ্রান্সের সহিত প্রাশিয়ার যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী ছিল। কারণ, ফ্রান্স কর্তৃক অধিকৃত জার্মান রাজ্যাংশ জার্মানির সহিত সংযুক্ত করিতে হইলে এবং দক্ষিণ-জার্মানিতে ফ্রান্সের প্রাধান্য নাশ করিতে হইলে ফ্রান্সকে পরাজিত করা একান্ত প্রয়োজন ছিল। এই উদ্দেশ্য লইয়াই বিস্‌মার্ক ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি চালাইতে থাকেন ; (২) ফ্রান্স চিরকালই জার্মানির প্রাধান্যের বিরোধী ছিল—এই ঐতিহাসিক সত্য জার্মান জাতিকে ফ্রান্সের শত্রুতে পরিণত করিয়াছিল ; (৩) স্যাডোয়ার যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার পরাজয় ফরাসী জাতির নিকট ফরাসী পরাজয়ের সমতুল্য ছিল, কারণ প্রতিবেশী জার্মান রাজ্য ঐক্যবদ্ধ হওয়া ফ্রান্সের মর্যাদা, প্রতিপত্তি ও নিরাপত্তার পরিপন্থী ছিল ; (৪) লিওপোল্ড হোহেঞ্জলার্ণ-এর স্পেনীয় সিংহাসন প্রাপ্তি—ফ্রান্সের বিরোধিতা ; (৫) এমস্‌-এর সাক্ষাৎকার ; (৬) বিস্‌মার্কের কূটকৌশল ; (৭) সেডানের যুদ্ধে (১৮৭০) ফরাসী পরাজয় ; (৮) ফলাফল : (ক) ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের পতন—ফ্রান্স প্রজাতান্ত্রিক দেশ বলিয়া ঘোষিত, (খ) রোম হইতে ফরাসী সৈন্য অপসারণের ফলে ইতালীয় ঐক্য সম্পন্ন, (গ) দক্ষিণ-জার্মান রাজ্যগুলি আলসেস্‌-লোরেন্‌, মেৎস প্রভৃতি ফরাসী-অধিকৃত রাজ্যাংশ জার্মান সাম্রাজ্যভুক্ত—প্রথম উইলিয়াম জার্মান সম্রাট-পদে অভিষিক্ত, (ঘ) রাশিয়ার পুনরায় ইওরোপীয় রাজনীতিতে প্রবেশ। ৪৬৭-৪৭৬ পৃষ্ঠা]

✓5. What were the main features of the foreign policy of Bismarck ? How far was his policy successful ?

(C. U. 1956)

Show how from 1871 to 1890 Bismarck was the arbiter of European politics. (C. U. 1961)

Estimate the significance of Bismarck's foreign policy.

(C. U. 3yr. Degree, 1965)

Analyse the greatness of Bismarck as a diplomat.

(C. U. 3yr. Degree, 1967)

উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : বিস্মার্কের পররাষ্ট্রনীতিকে দুই পর্যায়ে ভাগ করিয়া বিবেচনা করা বাঞ্ছনীয় : ১৮৬২-১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রথম পর্যায়, ১৮৭১-৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্যায়, (২) ১৮৬২-৭০ খ্রীঃ (ক) মূল উদ্দেশ্য : জার্মানি হইতে অষ্ট্রিয়ার প্রাধান্যের বিলোপসাধন ও প্রাশিয়ার প্রাধান্যাধীনে সমগ্র জার্মানির ঐক্য সাধন, (খ) নীতি : অষ্ট্রিয়াকে নির্বান্ধব অবস্থায় পরাজিত করা এবং সেইজন্য রাশিয়া, ইতালি ও ফ্রান্সের বন্ধুত্ব লাভ করা, (গ) জার্মান ঐক্যসাধনের জন্য ফ্রান্সকেও নির্বান্ধব অবস্থায় পরাজিত করা ; (৩) মূল উদ্দেশ্যসাধনের জন্য ছয় বৎসরের মধ্যে তিনটি যুদ্ধ : (ক) ডেনমার্কের সহিত ১৮৬৪, (খ) অষ্ট্রিয়ার সহিত স্যাডোয়ার যুদ্ধ ১৮৬৬, (গ) ফ্রান্সের সহিত সেডানের যুদ্ধ, ১৮৭০, জার্মানির ঐক্য সম্পন্ন ; (৪) ১৮৭১-৯০ খ্রীঃ (ক) উদ্দেশ্য : শত্রুপক্ষ ফ্রান্সকে ইওরোপীয় শক্তিবর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন রাখা, ইংলণ্ডের সহিত সদ্ভাব বজায় রাখা, রাশিয়া, ইতালি, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি শক্তিবর্গের সহিত মিত্রতা স্থাপন করা, ইওরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রে শান্তি বজায় রাখিয়া জার্মান সাম্রাজ্যের সংহতি ও শক্তি বৃদ্ধি করা, (খ) নীতি : বৈদেশিক মিত্রতা চুক্তি সম্পাদন : 'ড্রেইকাইজারবাণ্ড' (Dreikaiserbund) বা তিন সম্রাটের চুক্তি, দ্বি-শক্তি চুক্তি (Dual Alliance), ত্রি-শক্তি চুক্তি (Triple Alliance), রি-ইন্সিওরেন্স চুক্তি ; (১) বিস্মার্কের পররাষ্ট্র-নীতি তাঁহার রাষ্ট্রপরিচালনার কালে সম্পূর্ণভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। তিনি অষ্ট্রিয়াকে জার্মানির প্রাধান্য হইতে বিতাড়িত করিয়া জার্মান ঐক্য সাধন করিয়াছিলেন, ইংলণ্ডের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন, ফ্রান্সকেও নির্বান্ধব অবস্থায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু

তাঁহার পররাষ্ট্র-নীতির কতকগুলি ত্রুটি ছিল বলিয়া তাঁহার পদত্যাগের (১৮৯০) পর অতি দ্রুতগতিতে তাঁহার পররাষ্ট্র-নীতির মূল ভিত্তি ধসিয়া গিয়াছিল। এই দিক হইতে বিচার করিলে তাঁহার পররাষ্ট্র-নীতিই আংশিক-ভাবে সফল হইয়াছিল মাত্র বলা যাইতে পারে। তাঁহার পররাষ্ট্র-নীতির মূল ত্রুটি: (ক) মিত্রতামূলক চুক্তির মাধ্যমে পররাষ্ট্র নীতি পরিচালনার জটিলতা, (খ) বিস্‌মার্ক ভিন্ন অপর কেহ জটিল ব্যবস্থা পরিচালনায় সক্ষম ছিলেন না, (গ) Dreikaiserbund-এর দুর্বলতা, (ঘ) ত্রি-শক্তি চুক্তি বা Triple Alliance-এর দুর্বলতা, (ঙ) রুশপ্রীতির ফলে ইংলণ্ডের সহিত মিত্রতায় বাধা, (চ) ফ্রান্সকে মিত্রতাপূর্ণ ব্যবহার দ্বারা নিরস্ত্রীকরণের চেষ্টার অভাব; (ছ) বিস্‌মার্কের পররাষ্ট্র-নীতির সাফল্য ছিল তাঁহার ব্যক্তিগত সাফল্য—জার্মান রাষ্ট্র বা জার্মান নীতির সাফল্য নহে। ৪৮৫-৪৯২ পৃষ্ঠা]

6. Sketch the career and policy of Bismarck up to 1870. (C. U. 1957)

[উত্তর-সংকেত: ২নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেতের অনুরূপ।]

7. Sketch the career of Bismarck. (C. U. 1958)

"Bismarck more than justified his selection by the ruler of Prussia." Expand. (C. U. 1960)

[উত্তর-সংকেত: ২নং ও ৫নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেতের অনুরূপ। বিস্‌মার্কের আভ্যন্তরীণ নীতি: (১) উদ্দেশ্য—সাম্রাজ্যের সংহতি ও অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন; (২) শাসন-ব্যবস্থায় সংস্কার—বুণ্ডেস্‌রাথ্‌ ও রাইক্‌স্টাগ্‌; সম্রাট ও চ্যান্সেলর; (৩) উন্নয়নমূলক কার্যাদি, শিল্প-সংরক্ষণ; (৪) কুল্‌টুরক্যাম্ফ্‌—ক্যাথলিক-বিরোধী নীতি; (৫) সমাজতান্ত্রিকতা-বিরোধী নীতি; (৬) তাঁহার কৃতিত্ব। ৪৮১-৪৯৮ পৃষ্ঠা (প্রয়োজনীয় অংশ)]

8. Write a critical note on Bismarck's internal policy after 1870. (C. U. 1964; 3yr. Degree, 1962)

[উত্তর-সংকেত: ৭নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেতের আভ্যন্তরীণ নীতি—(১)—(৬) এর অনুরূপ।]

9. Compare Cavour and Bismarck as makers of Italy and Germany. (C. U. 1959)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : কাউণ্ট ক্যাভুর ও অটো ফন্ বিসমার্ক ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর ইওরোপীয় ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ্। কূটকৌশল ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতায় ক্যাভুর অপেক্ষা বিসমার্ক ছিলেন শ্রেষ্ঠতর, এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নাই ; (২) সাদৃশ্যের দিক দিয়া বিচার করিলে উভয়েই নিজ নিজ দেশের জাতীয় ইতিহাসে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। তাঁহাদের কার্যকলাপ ও নীতির মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে কতকগুলি সাদৃশ্য দেখা যায়: (ক) ক্যাভুর ইতালীয় ঐক্যের আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করিয়াছিলেন, বিসমার্ক করিয়াছিলেন জার্মানির ঐক্যের, (খ) ম্যাৎসিনির 'ইয়ং-ইতালি' আন্দোলন ও গ্যারিবল্ডির সামরিক কার্যকলাপ ক্যাভুরের কাজের সহায়ক হইয়াছিল, অনুরূপ 'জোল্ভারেন' নামক শুল্ক-সংঘ, জার্মান অধ্যাপকগণের রচনা ও প্রচারকার্যাদি বিসমার্কের কাজকে কতকটা সহজতর করিয়া তুলিয়াছিল, (গ) ইতালির প্রধান সমস্যা ছিল অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য দূর করা, জার্মানির সমস্যাও ছিল জার্মানি হইতে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য নাশ করা, (ঘ) ক্যাভুর ও বিসমার্ক উভয়কেই জাতীয় ঐক্য সাধনে যুদ্ধ নীতি অনুসরণ করিতে হইয়াছিল ; (৩) আপাতদৃষ্টিতে সাদৃশ্য দেখা গেলেও ক্যাভুর ও বিসমার্কের কর্মপন্থা ও নীতির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় ; (ক) ক্যাভুর যুদ্ধ-নীতি অনুসরণ করিলেও মূলত তিনি আন্তর্জাতিক সহানুভূতির উপরই নির্ভর করিয়াছিলেন, ক্রিমিয়ার যুদ্ধে পাইড্মণ্ট্-সার্ডিনিয়ার অংশগ্রহণ এবং ক্যাভুর কর্তৃক ইংলণ্ড ও অপরাপর দেশের সংবাদপত্রে ইতালীয় সমস্যা সম্পর্কে তথ্যাদি প্রকাশ করিয়া আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আকর্ষণ তাঁহার এই নীতিরই প্রমাণ। অপরদিকে বিসমার্ক নিজ শত্রুপক্ষকে একাকী এবং মিত্রহীন রাখিবার এবং সেজন্য ইতালিকে ভেনিশিয়া ও রোম প্রদানের প্রতিশ্রুতিতে পরপর দুইবার নিজপক্ষে যুদ্ধে টানিয়া আনা, পোলদের বিদ্রোহে রাশিয়াকে সাহায্য দান করিয়া রাশিয়ার কৃতজ্ঞতাভাজন হওয়া, অস্ট্রিয়াকে স্যাডোয়ার যুদ্ধে পরাজিত করিয়াও অস্ট্রিয়ার প্রতি উদার ব্যবহার করা প্রভৃতি এই নীতিরই প্রমাণস্বরূপ। (খ) ক্যাভুর ছিলেন গণতন্ত্রবাদী ; তিনি পাইড্মণ্ট্-সার্ডিনিয়াকে গণতান্ত্রিক সংস্কারের মাধ্যমে ইতালির নেতৃপদের যোগ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন, কিন্তু বিসমার্ক ছিলেন তীব্র রাজতান্ত্রিক ; প্রাশিয়ার রাজতন্ত্রের শক্তি ও সামর্থ্য-

বৃদ্ধির মধ্যেই তিনি প্রাশিয়া কর্তৃক জার্মানির নেতৃত্ব গ্রহণের যোগ্যতা জন্মিবে বলিয়া মনে করিতেন। তিনি ছিলেন গণতন্ত্র-বিরোধী। ক্যাভুর পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়াকে সমগ্র ইতালির স্বার্থে বিলীন করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার আদর্শে ঐক্যবদ্ধ ইতালির স্থান পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়ার উর্ধ্বে ছিল, কিন্তু বিস্‌মার্কের নিকট প্রাশিয়া-ই ছিল প্রধান। প্রাশিয়ার অধীনে তিনি সমগ্র জার্মানিকে স্থাপন করিয়া জার্মান ঐক্যসাধনের পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁহার নিকটে প্রথমে ছিল প্রাশিয়া তারপর জার্মানি। (ঘ) বিস্‌মার্কের নীতিতে সামরিক শক্তির স্থান ছিল সকলের উর্ধ্বে—তাঁহার 'Blood and Iron' নীতি ছিল সামরিক শক্তির সাহায্যে জাতীয় ঐক্যের যাবতীয় বাধা দূর করিবার নীতির-ই নামান্তর। কিন্তু ক্যাভুরের নীতিতে সামরিক শক্তি অপেক্ষা রাজনৈতিক সাহায্য-সহানুভূতি, গণতান্ত্রিকতার প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। (ঙ) বিস্‌মার্কের নীতি ছিল আত্মনির্ভরশীল ও কূটকৌশলে বিশ্বাসী, ক্যাভুরের নীতি ছিল পরমুখাপেক্ষী ; তৃতীয় নেপোলিয়নের নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ ইহার প্রমাণ হিসাবে বলা যাইতে পারে। (চ) বিস্‌মার্ক স্বয়ং জার্মান ঐক্য সম্পন্ন করিয়া ঐক্যবদ্ধ জার্মানিকে আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রক্ষেত্রে এক অদম্য শক্তি হিসাবে স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন, ক্যাভুর ইতালীয় ঐক্য সম্পন্ন হইবার পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় ভেনিশিয়া ও রোম তখনও ঐক্যবদ্ধ ইতালি হইতে পৃথক ছিল; (৪) উপসংহার : জার্মান ঐক্য-স্পৃহা ইতালীয় ঐক্যের দৃষ্টান্তে বৃদ্ধি পাইয়াছিল, আবার জার্মান ঐক্যের সঙ্গে সঙ্গে ইতালির ঐক্যও সম্পূর্ণতার পথে অগ্রসর হইয়াছিল—স্যাডোয়ার যুদ্ধের ফলে ভেনিশিয়া এবং সেডানের যুদ্ধের ফলে রোম ইতালির সহিত সংযুক্ত হইয়াছিল। (ইতালি ও জার্মানির ঐক্যের ইতিহাস দ্রষ্টব্য)]

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

1. Give in some details the history of Russia under Nicholas I (1825-'55). (C. U. 1950)

Make an assessment of the domestic and foreign policy of Nicholas I of Russia. (C. U. B. A. Hons., 1967)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : সিংহাসন অধিকার লইয়া অন্তর্বিরোধ ; (২) আভ্যন্তরীণ : ডিসেম্ব্রিস্ট্ বিদ্রোহ ; (৩) নিকোলাসের দমননীতি—(ক) থার্ড সেক্শন্, (খ) সংবাদপত্র, বক্তৃতা, শিক্ষা, সঙ্গীত সব কিছুর সরকারী নিয়ন্ত্রণ, (গ) রাজনীতি হইতে জনসাধারণের মনকে ভিন্নমুখী করিবার উদ্দেশ্যে দেশীয় সাহিত্যের উৎসাহ দান, (ঘ) বিদেশ-ভ্রমণ নিষিদ্ধ, (ঙ) ধর্ম-বিষয়ে নির্যাতন ; (৪) পোলদের বিদ্রোহ দমন্ ; (৫) পররাষ্ট্রীয় : প্রতিক্রিয়ার অনুসরণ ; (৬) তুরস্কের বিরুদ্ধে চিরাচরিত রুশনীতির অনুসরণ, উন্‌কেইয় স্কেলেসির সন্ধি ; (৭) হাঙ্গেরীর বিদ্রোহে অস্ট্রিয়াকে সাহায্য দান ; (৮) জার্মান ঐক্যসাধনের বিরোধিতা—১৮৪৮ ; (৯) ক্রিমিয়ার যুদ্ধে পরাজয়—সংস্কারের পথ প্রস্তুত। ৫১১-৫১৬ পৃষ্ঠা]

2. Give an account of the reforms of Tsar Alexander II. Why is he called "Tsar Liberator" (C. U. 1954, 1956)

Review the reforms of Tsar Alexander II. (C. U. 1950, 1952)

Form an estimate of the reforms of Tsar Alexander II. (C. U. 1968)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়—সংস্কারের প্রয়োজন ও সুযোগ ; (২) সংস্কার : (ক) ডিসেম্ব্রিস্ট্দের মুক্তিদান, (খ) অর্থনৈতিক উন্নয়ন, (গ) রেলপথের উন্নতিসাধন, (ঘ) সার্ফপ্রথার উচ্ছেদ, (ঙ) সংবাদপত্র ও স্বমত প্রকাশের স্বাধীনতা, (চ) সামরিক ও নৌবাহিনীর উন্নতিসাধন, (ছ) বিচার-ব্যবস্থার উন্নয়ন—জুরিপ্রথার প্রবর্তন, (জ) শাসনতান্ত্রিক সংস্কার—'জেমস্ট্ভো' নামক প্রতিনিধি-সভা গঠন, (ঝ) পোল্যাণ্ডে স্বায়ত্তশাসনমূলক শাসনতন্ত্রের পুনঃস্থাপন, (৩) সংস্কারের সুফল : রাশিয়ার নবজীবনের সূচনা ; (৪) সমালোচনা : (ক) সার্ফদের অসন্তুষ্টি, (খ) বিচার-ব্যবস্থা—উপযুক্ত জুরি ও বিচারকের অভাবে আশানুরূপ ফলপ্রদ নহে, (গ) পোল বিদ্রোহ—প্রতিক্রিয়াশীলতার শুরু, (ঘ) নিহিলিস্ট্ আন্দোলন—জার আলেকজাণ্ডার সম্পূর্ণভাবে প্রতিক্রিয়াশীল স্বৈরাচারী শাসকে পরিণত ; (৫) সার্ফদের মুক্তির জন্য 'মুক্তিদাতা জার' নামে সম্মানিত। ৫১৬-৫২৫ পৃষ্ঠা]

3. Account for the Bolshevik success in the Revolution of 1917. (C. U. 3yr. Degree 1967)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : বিপ্লব শুরু করা অপেক্ষা উহাকে সাফল্য-মণ্ডিত করা স্বভাবতই কঠিনতর। নেতৃত্বের ক্ষমতা ও দক্ষতা, উপস্থিত পরিস্থিতি, জনসাধারণের মানসিক প্রস্তুতি, এবং অপরাপর নানা কারণে বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে ; (২) বিপ্লবের ক্ষেত্র হিসাবে রাশিয়া সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত ; (৩) নেতৃত্ব, ভাবধারা, আনুগত্য—লেনিন, কমিউনিজম্ ও জনসাধারণের আস্থা ; (৪) লেনিনের দূরদর্শিতা ; (৫) রুশ সেনা-বাহিনীর বিপ্লবে অংশ গ্রহণ ; (৬) বিদেশী হস্তক্ষেপের ফলে রুশ ঐক্য বৃদ্ধি। ৫৪১-৫৪৬ পৃষ্ঠা]

চতুর্বিংশ অধ্যায়

1. What were the main provisions of the Treaty of Berlin ? Did the treaty satisfy the political aspiration of the Balkan Nations ? (C. U. 1952, 1960 ; 3yr. Degree, 1962)

Describe the Austro-Russian rivalry in the Balkans in the last quarter of the 19th century. (C. U. 3yr. Degree, 1964)

Describe the importance of the Treaty of Berlin (1878) in the history of Europe. (C. U. 1968)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : স্যান স্টিফানোর সন্ধি দ্বারা রাশিয়া প্যারিসের সন্ধিতে (১৮৫৬) যে ক্ষতি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল তাহা পূরণ করিয়া লইয়াছিল। রাশিয়া এককভাবে প্যারিসের সন্ধির শর্তাদি নাকচ করিলে ইওরোপীয় শক্তিবর্গ রাশিয়ার শক্তিবৃদ্ধিতে শঙ্কিত হইয়া উঠে। ইংলণ্ডের নেতৃত্বে ইওরোপীয় শক্তিবর্গ রাশিয়াকে স্যান স্টিফানোর সন্ধিপত্রটি এক আন্তর্জাতিক বৈঠকের নিকট পুনর্বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করিতে চাপ দেয়। ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী ডিজ্‌রেলীর দৃঢ়তায়ই রাশিয়া অবশেষে বার্লিন বৈঠকে স্যান স্টিফানোর সন্ধি পুনর্বিবেচনার জন্য স্থাপন করিতে বাধ্য হয়। (২) বার্লিন চুক্তির শর্তাদি : (ক) বেসারাবিয়া, কার্স, বাটুম ও আর্মেনিয়ার একাংশের উপর রুশ অধিকার স্বীকৃত, (খ) সার্বিয়া, মন্টিনিগ্রো ও রুমানিয়ার স্বাধীনতা স্বীকৃত, (গ) বোস্‌নিয়া ও হার্জেগোভিনার শাসনভার অস্ট্রিয়ার

উপর ন্যস্ত, (ঘ) বৃহৎ বুলগেরিয়ার রাজ্যকে বিভক্ত করিয়া বুলগেরিয়া ও পূর্ব-রুমেলিয়া রাজ্য গঠন, বুলগেরিয়ার স্বায়ত্তশাসনাধিকার লাভ—রুমেলিয়াকে খ্রীষ্টান শাসকের অধীনে স্থাপনের এবং স্বায়ত্তশাসনমূলক শাসনব্যবস্থা দানের প্রতিশ্রুতি দান, (ঙ) ভিন্ন চুক্তি দ্বারা ইংলণ্ড কর্তৃক সাইপ্রাস দখল, (চ) বার্লিন কংগ্রেস কর্তৃক তুর্কী সুলতানের নিকট গ্রীসকে থেস্সালি নামক স্থানটি দানের সুপারিশ, (৩) সমালোচনা : (ক) ডিজ্‌রেলীর উক্তি—"Peace with Honour"; "There is again a Turkey in Europe", (খ) পূর্বাঞ্চলের সমস্যা সমাধানে অকৃতকার্যতা, (গ) বুলগেরিয়ার বিভক্তি—জাতীয়তার অবমাননা, (ঘ) সার্বিয়ার প্রতি অবিচার, (ঙ) মানবতা ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাব, (চ) অস্ট্রিয়ার উপর জার্মান প্রাধান্য বিস্তারের সুযোগ, (ছ) ইংলণ্ডের স্বার্থপরতা, (জ) ডিজ্‌রেলীর উক্তির অসত্যতা।

৫৫৫-৫৬০ পৃষ্ঠা]

2. Describe the course of events leading to the Treaty of San Stefano and the Congress of Berlin (1878). How do you explain that the Settlement of Berlin lasted only for a generation. (C. U. 1950)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : ক্রিমিয়ার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া রাশিয়া সাময়িকভাবে ইওরোপীয় রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণে বিরত ছিল। কিন্তু এই সুযোগে অধীন বিভিন্ন জাতির প্রজাবর্গকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দান করিয়া এবং তুর্কী শাসন-ব্যবস্থাকে উদারনৈতিক করিয়া সাম্রাজ্যকে দৃঢ় করিবার কোন চেষ্টাই তুর্কী সুলতান করিলেন না। ফলে, পূর্বাঞ্চলের সমস্যার পুনরুদ্ভব হইল। মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া ঐক্যবদ্ধভাবে রুমানিয়া রাজ্য গঠনে অগ্রসর হইল। বোস্‌নিয়া ও হার্জেগোভিনায় ব্যাপক স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হইল। ক্রমে এই আন্দোলন বুলগেরিয়ায় ছড়াইয়া পড়িলে তুর্কীসৈন্য সেখানে এক ব্যাপক হত্যাকাণ্ড শুরু করে এবং বহু সহস্র বুলগেরিয়াবাসীকে হত্যা করে। ইওরোপের খ্রীষ্টান দেশগুলিতে এবিষয় লইয়া দারুণ ঘৃণার সৃষ্টি হইলেও নিজ নিজ স্বার্থ বিবেচনা করিয়া কোন দেশই তুরস্কের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইল না। একমাত্র রাশিয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। এই যুদ্ধে তুরস্ক পরাজিত হইয়া স্যান ষ্টিফানোর সন্ধি

(১৮৭৮) স্বাক্ষরে বাধ্য হইল; (২) স্যান ষ্টিফানোর সন্ধির শর্তাদি: (এখানে ১নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেতের (৩) যোগ করিতে হইবে)। ৫৪৬-৫৫০, ৫৫৫-৫৬০ পৃষ্ঠা]

3. Analyse briefly the causes of the decline of the Turkish Empire between 1878—1919.

[উত্তর সংকেত: (১) সূচনা: বার্লিন চুক্তিতে পূর্বাঞ্চলের সমস্যার সমাধান হয় নাই। ইওরোপীয় শক্তিবর্গের পরস্পর-বিরোধী স্বার্থপর নীতি বল্‌কান অঞ্চলকে এক রাজনৈতিক ঝটিকাকেন্দ্রে পরিণত করিয়াছিল। বার্লিন কংগ্রেসের অকৃতকার্যতার ফলে নূতন নূতন সমস্যার উদ্ভব হইতে লাগিল এবং তুরস্ক সাম্রাজ্যের পতনে সেগুলির সমাধান হইল; (২) জটিলতার কারণ: (ক) বল্‌কান জাতীয়তার উপেক্ষা, (খ) বল্‌কান জাতির স্বাধীনতা-স্পৃহা, (গ) বোস্‌নিয়া ও হার্জেগোভিনার উপর অষ্ট্রিয়ার প্রাধান্য, (ঘ) তুর্কী-জার্মান মিত্রতা, (ঙ) বল্‌কান দেশগুলির পরস্পর স্বার্থ-দ্বন্দ্ব; (৩) এই সকল জটিলতা নিম্নলিখিত সমস্যার উদ্ভব করিয়াছিল: (ক) বুলগেরিয়ার ঐক্য আন্দোলন, (খ) আর্মেনিয়ান সমস্যা, (গ) গ্রীক-তুরস্কের যুদ্ধ, (ঘ) 'তরুণ তুর্কী' আন্দোলন, (ঙ) প্রথম ও দ্বিতীয় বল্‌কান যুদ্ধ, (চ) বলকান যুদ্ধের ফলাফল—ইওরোপে তুরস্ক সাম্রাজ্যের পতন, (৪) প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির মিত্র হিসাবে তুরস্ক সাম্রাজ্য মিত্রশক্তির নিকট পরাজিত হইলে এশিয়ায় অবস্থিত তুরস্ক সাম্রাজ্য সম্পূর্ণভাবে বিনাশপ্রাপ্ত হইল—মিশর, সুদান, সাইপ্রাস, ট্রিপোলিটানিয়া, মরক্কো ও টুনিসিয়ার উপর তুরস্ক অধিকার ত্যাগ করিল, ইহা ভিন্ন স্মার্ণা আরব, প্যালেস্টাইন, মেসোপটেমিয়া এবং সিরিয়ার উপরও অধিকার ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। ৫৬০-৫৬৮ পৃষ্ঠা]

4. Give some account of Balkan history from 1878 to 1914.

[উত্তর-সংকেত: ১-৩নং প্রশ্নসমূহের প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।]

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

Write notes on :
(a) Thiers ; (b) Dreyfus Case ; (c) Boulangist Movement.

[উত্তর-সংকেত: (ক) থিয়ার্স: ৫৭১-৫৭৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (খ) ড্রেফুস ঘটনা: ৫৭৬-৫৭৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (গ) বুলাঞ্জিস্ট্ আন্দোলন: ৫৭৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

What were the chief characteristics of the 'Age of Armed Peace'? (C. U. 1936, 1938)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : ১৮৭১ হইতে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ৪৩ বৎসরকাল 'শান্তির অন্তরালে সামরিক প্রস্তুতির যুগ' বলিয়া অভিহিত হয় ; (২) এই যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল : (ক) শিল্পোন্নতি, (খ) শ্রমিক আন্দোলন—ট্রেড ইউনিয়ন, শ্রমিক হিতৈষী আন্দোলন, সমাজতন্ত্রবাদ, (গ) সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদ, ৫৭৯-৮৫ পৃষ্ঠা]

সপ্তবিংশ অধ্যায়

1. What do you know about Socialism in the 19th century? (C. U. 1946)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : শিল্প-বিপ্লবের দোষ ত্রুটির মধ্যেই সমাজতন্ত্রবাদের উৎপত্তি খুঁজিতে হইবে , (২) সমাজতন্ত্রবাদ বলিতে প্রধানত উৎপাদনের উপাদান মাত্রেই রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণাধীন হইবে—এই কথা বুঝায় ; (৩) বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিকদল : মৌলিক ঐক্য—মূলধন ও মূলধনীর বিলোপ, শ্রমিকদের উন্নতি, উৎপাদনের উপাদানের উপর রাষ্ট্র কর্তৃত্ব ; উনবিংশ শতাব্দীর সমাজতন্ত্রবাদ : 'ইওটোপিয়ানগণ' ইংলণ্ডের আওয়েন, হজ্‌স্কিন, টম্প্‌সন, ফ্রান্সের ফোরিয়ার, সেণ্ট্‌ সাইমন ; (৪) লুই ব্ল্যাঙ্ক্‌—ইওটোপিয়ান ও মার্কসের সংযোগ ; (৫) কার্ল মার্কস্‌—আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদ ; তাঁহার মতবাদের মূলনীতি : (ক) ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা, (খ) মালিক শ্রেণী ও শ্রমিকদের স্বার্থ-বিরোধ, ধনতন্ত্রের ত্রুটি দূর করিবার একমাত্র পন্থা ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান, (গ) দ্রব্যের মূল্য মানুষের শ্রমের প্রত্যক্ষ ফল, (ঘ) আন্তর্জাতিক আবেদন ; (৬) উনবিংশ শতাব্দীতে সমাজতন্ত্রবাদের প্রসার—জার্মানি, ফ্রান্স ও ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ। ৫৮৫-৯৫ পৃষ্ঠা]

2. (a) Write a short essay on Marxian Communism. (C. U. 1947)

(b) Sketch the career of Karl Marx. Explain the importance of the *Communist Manifesto*. (C. U. 1957)

(c) Write a short note on Karl Marx. (C. U. 1960)

[(a) উত্তর সংকেত : (১) সূচনা : সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানসম্মত এবং আধুনিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন কার্ল মার্কস্। পূর্বেকার সমাজতান্ত্রিকগণের নীতি কার্যকরী করা অসম্ভব মনে করিয়া মার্কস্ তাঁহাদিগকে 'ইওটোপিয়ান' সমাজতান্ত্রিক নামে অভিহিত করিয়াছেন ; (২) মার্কসের জীবনী—(সংক্ষেপে) ; (৩) 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো' (Communist Manifesto) এবং 'ড্যাস্ ক্যাপিট্যাল' (Das Capital) মার্কস্বাদের মূলনীতির ব্যাখ্যা ; (৪) মার্কস্বাদের মূলনীতি : (ক) ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা, (খ) মালিক শ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ-বিরোধ, ধনতন্ত্রের ত্রুটি দূর করিবার একমাত্র পন্থা মালিক শ্রেণীর অবসান, (গ) মানুষের শ্রমই দ্রব্যমূল্যে রূপান্তরিত, (ঘ) আন্তর্জাতিক আবেদন ; (৫) মার্কস্বাদের সমালোচনা ; (৬) বর্তমান জগতে মার্কস্বাদের প্রয়োগ।

(b) [উত্তর সংকেত : (a)-এর উত্তর-সংকেতের অনুরূপ ; কার্ল মার্কসের জীবনী বিশদভাবে লিখিতে হইবে। ৫৯১-৯৭ পৃষ্ঠা]

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

1. What were the causes of the World War of 1914-'18 ? (C. U. 1953, 1954, 1956, 1957)

Analyse the fundamental and immediate causes of the World War I. (C. U. 1961)

Explain the fundamental causes of the First World War. (C. U. Hons. 1967)

Was Germany responsible for the First World War ? (C. U. 3yr. Degree, 1962)

Analyse the causes of the World War I. (C. U. 3yr. Degree, 1964)

What were the real causes which brought about the First World War ? (C. U 1968)

1. Was Germany mainly responsible for the World War I? (C. U. 3yr. Degree, 1965)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরোক্ষ কারণ ভিয়েনা সম্মেলন কর্তৃক জাতীয়তাবাদের উপেক্ষায় নিহিত ছিল। ফ্রান্স আলসেস্-লোরেন পুনরধিকার করিতে বদ্ধপরিকর ছিল, ফলে জার্মানি ও ফ্রান্সের মধ্যে প্রতিহিংসা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইহা ভিন্ন বল্কান অঞ্চলে জাতীয়তার উপেক্ষা এবং বার্লিন কংগ্রেস কর্তৃক বল্কান সমস্যা সমাধানে অকৃতকার্যতা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের background বা পটভূমিকা সৃষ্টি করিয়াছিল। এই সকল পরোক্ষ কারণের সহিত আরও নানাবিধ কারণের সংমিশ্রণে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সৃষ্টি হইয়াছিল। একমাত্র জার্মানি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য দায়ী ছিল একথা বলা যায় না। যদিও জার্মানিকে এজন্য প্রধানত দায়ী করা অনুচিত নহে। সার্বিয়া স্লাভ্-অধ্যুষিত বোস্নিয়া ও হার্জেগোভিনার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণ করিলে সার্বিয়া ও অষ্ট্রিয়ার মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইল। ট্রেনটিনো ও ট্রিয়েস্ট্ অধিকার লইয়া ইতালি ও অষ্ট্রিয়ার মধ্যে মনোমালিন্য দেখা দিল এইভাবে ইওরোপে এক পরস্পর বিদ্বেষভাব জাগিয়া উঠিল ; (২) উৎকট জাতীয়তাবোধ—যুদ্ধের মানসিক প্রস্তুতি ; (৩) সামরিক চুক্তি—ট্রিপল্ এলায়েন্স্ ও ট্রিপল্ আঁতাত ; (৪) ঔপনিবেশিক প্রতিযোগিতা ; (৫) শিল্পপতিগণের যুদ্ধ-স্পৃহা ; (৬) গোপন কূটনীতি—পরস্পর সন্দেহ—ইওরোপ বারুদ-স্তূপে পরিণত ; (৭) সার্বিয়া ও অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর বিরোধ ; (৮) প্রত্যক্ষ কারণ : সেরাজেভোর হত্যাকাণ্ড ; (৯) সার্বিয়ার নিকট অষ্ট্রিয়ার চরমপত্র—সার্বিয়ার উত্তরে অষ্ট্রিয়ার অসন্তুষ্টি ; (১০) বেলগ্রেড্ আক্রমণ ও যুদ্ধ শুরু ; (১১) ইওরোপে প্রতিক্রিয়া—রাশিয়া, জার্মানি ও ব্রিটেনের যুদ্ধে যোগদান। ৬১১-৬১৬ পৃষ্ঠা]

2. Discuss the policy and statesmanship of Kaizer William II. (C. U. 1968)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : জার্মানির সর্বাধিক গৌরবময় যুগে কাইজার উইলিয়ামের বাল্যকাল অতিবাহিত হইয়াছিল। বিসমার্ক ছিলেন সেই সময়ে জার্মানির চ্যান্সেলর। স্বভাবতই বিসমার্কের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা

ছিল অপরিসীম। কিন্তু সিংহাসন আরোহণের পর তাঁহার নীতি ও বিসমার্কের নীতির পারস্পরিক বিরুদ্ধবাদিতা উভয়ের মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি করিয়াছিল ; (২) পররাষ্ট্র-নীতির উদ্দেশ্য ; (৩) আভ্যন্তরীণক্ষেত্রে নিজেই চ্যান্সেলর হইবার ইচ্ছা ; (৪) বিসমার্কের নীতি পরিত্যক্ত ; (৫) ট্রিপ্‌ল এলায়েন্সের প্রত্যুত্তর হিসাবে ট্রিপ্‌ল্ আঁতাত গঠন। ৪৯৮-৫০৩ পৃষ্ঠা]

3. Trace briefly the formation of the Triple Entente between England, France and Russia.

(C. U. 3yr. Degree, 1963)

Trace the formation of the Triple Entente.

(C. U 3yr. Degree, 1967)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী মনোবৃত্তি ইওরোপের প্রায় সকল দেশেই পরিলক্ষিত হয়। সেই কারণে প্রত্যেক দেশেই সামরিক প্রস্তুতি চলিতেছিল ; (২) ফ্রান্স ও জার্মানির সামরিক প্রতিযোগিতা ; (৩) ইংলণ্ড ও জার্মানির নৌবল বৃদ্ধি ; (৪) ট্রিপ্‌ল্ এলায়েন্সের প্রত্যুত্তরে ট্রিপ্‌ল্ আঁতাত গঠন। ৫৮৩-৮৫ পৃষ্ঠা]

4. Sketch the Balkan Wars of 1912-13 and estimate their results.

(C. U. 3yr. Degree, 1963)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : অষ্ট্রিয়া কর্তৃক বোস্‌নিয়া ও হার্জেগোভিনা অধিকৃত হওয়ায় সার্বিয়া অত্যন্ত বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়াছিল, কারণ এই দুই স্থানের অধিবাসিগণ সার্বিয়ানদের ন্যায় স্লাভ জাতির লোক ছিল। ইহা ভিন্ন বলকান অঞ্চলে জার্মানির প্রাধান্য-বিস্তৃতি এবং বলকান অঞ্চলে অষ্ট্রিয়ার রাজ্যবিস্তারে রাশিয়ার অসন্তুষ্টি ক্রমেই বল্‌কান রাজনীতিক্ষেত্রে এক জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছিল। এই জটিলতার ফলেই ১৯১২, ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের বল্‌কান যুদ্ধ ও ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সৃষ্টি হইয়াছিল ; (২) প্রথম বল্‌কান যুদ্ধ—বল্‌কান লীগ ; (৩) তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ; (৪) লণ্ডন চুক্তি ; (৫) দ্বিতীয় বল্‌কান যুদ্ধ, ১৯৩১—বুকারেস্ট্-এর সন্ধি ; (৬) প্রথম ও দ্বিতীয় বল্‌কান যুদ্ধের গুরুত্ব। ৫৬৬-৬৮ পৃষ্ঠা]

5. Did the main responsibility for the First World War lie with Germany? (C. U. 3yr. Degree, 1967)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : ট্রিপল্ আঁতাত-এর অংশীদারগণ—ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য জার্মানিকেই পূর্ণমাত্রায় দায়ী করিয়াছিল ; (২) যুদ্ধের পরবর্তী কালে যুদ্ধের দায়িত্ব সম্পর্কে মতদ্বৈধতা ; (৩) কোন একটি দেশকে দায়ী করিবার অযৌক্তিকতা ; (৪) কোন পক্ষই কূটনৈতিক পরাজয় স্বীকার করিতে নারাজ ; (৫) বিভ্রান্তিকর প্রস্তাব, পাল্টা প্রস্তাব, ঘোষণা—প্রতিঘোষণা ; (৬) যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিবার সঙ্গে সঙ্গেই শান্তির চেষ্টা পরিত্যক্ত—সামরিক সুযোগ-সুবিধা লাভের চেষ্টা ; (৭) আধুনিক ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক যুদ্ধের প্রধান পাঁচটি অংশীদারকেই দায়ীকরণ ; (৮) যুদ্ধের দায়-ভাগ। ৬১১-৬১৬ পৃষ্ঠা]

6 What were the principles underlying the Treaty of Versailles? (C. U. 1948, 1951)

*Discuss the provisions of the Versailles Treaty of 1919 and criticise them. (C. U. 1955, 1959)

Do you think that the Germans were very unjustly treated by the victors in 1919? (C. U. 1952)

Examine the chief defects of the Treaty of Versailles (C. U 1944)

"The moral defects of the Treaty of Versailles are no more glaring than the practical." Discuss. (C. U. 1941)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : ভিয়েনা কংগ্রেসে সমবেত রাজনীতিকদের ন্যায় প্যারিস সম্মেলনে সমবেত রাজনীতিকগণও মুখে বড় বড় কথা আওড়াইয়াছিলেন এবং ইওরোপে স্থায়ী শান্তি আনয়নে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে পরাজিত শত্রু জার্মানির বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ এবং জার্মানি যাহাতে ভবিষ্যতে পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করিয়া ইওরোপের শান্তি ভঙ্গ না করিতে পারে, সেই ব্যবস্থা অবলম্বনেই তাঁহারা ব্যস্ত ছিলেন ; (২)

*ভার্সাই-এর সন্ধির শর্তাবলীর জন্য ৬৩০-৩১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শর্তাদি; (৩) দূরদৃষ্টির অভাব; (৪) জার্মানিকে শাস্তিদান—ভবিষ্যতে জার্মানির শক্তিসঞ্চয়ের পথরোধ, (৫) মানসিক প্রতিক্রিয়া শান্তির প্রতিকূল; (৬) জার্মানির প্রতি অযথা অপমানজনক ব্যবহার—dictated peace; (৭) অর্থনৈতিক ও ঔপনিবেশিক শর্তাদি উইলসনের চৌদ্দ দফা শর্ত তথা লীগ অব ন্যাশনসের নীতিবিরোধী; (৮) সামরিক শক্তিহ্রাস নীতির অবমাননা; (৯) জাতীয়তাবাদের প্রয়োগে পক্ষপাতিত্ব; (১০) অভাবনীয় পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দাবি—অদূরদর্শিতা; (১১) প্রকৃতক্ষেত্রেও সন্ধির শর্তাদি ক্ষতিজনক; (ক) জার্মানির ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য হরণের ফল—জার্মানি কর্তৃক সন্ধিভঙ্গের সঙ্কল্প, (খ) জার্মানির অপমান—সন্ধি নাকচ করিবার মানসিক প্রস্তুতির সহায়তা, (গ) ক্ষতিপূরণের পরিমাণ—অদূরদর্শিতা, (ঘ) উপসংহার: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ নিহিত। ৬৩০-৬৩৮ পৃষ্ঠা]

7. Did the Treaty of Versailles satisfy Wilson's 'Fourteen Points'? (C. U. 3yr. Degree, 1962)

[উত্তর-সংকেত: ৬নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেতের অনুরূপ।)

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

1. "One of the principal features of the 19th century has been the Europeanisation of the world on a large scale." Discuss. (C. U. 1940, 1944, 1946)

How far is it true to say that the real history of Europe since 1878 has taken place in Africa and Asia? (C. U. 1953)

[উত্তর-সংকেত: (১) সূচনা: অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমেরিকা, ব্রাজিল প্রভৃতির স্বাধীনতা-লাভের পর ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপনের ব্যাপারে ইওরোপীয় দেশগুলির মধ্যে উত্তমহীনতা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু শিল্প-বিপ্লবের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলে মাল রপ্তানির জন্য নূতন বাজারের প্রয়োজন

উপলব্ধ হইল। এশিয়ার অনুন্নত ও সামরিক ক্ষেত্রে দুর্বল দেশগুলি সাম্রাজ্য বিস্তারের সুযোগ দান করিল। ইহা ভিন্ন স্পেক, লিভিংস্টোন, স্টেন্‌লি প্রভৃতি ভূগোলজ্ঞদের অনুসন্ধিৎসার ফলে আফ্রিকা সম্পর্কে ইওরোপীয় দেশগুলির মধ্যে যে সংবাদ প্রচারলাভ করিল, তাহাতে ইওরোপীয় দেশ-গুলির মধ্যে সাম্রাজ্য বিস্তারের এক তীব্র প্রতিযোগিতা শুরু হইল। সাম্রাজ্যের বিশালতার উপর দেশের মর্যাদা নির্ভরশীল এই ধারণা, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জীবিকা অর্জনের প্রযোজন ইত্যাদি রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে ইওরোপীয় দেশগুলি উপনিবেশ-বিস্তারে আগ্রহান্বিত হইল। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে ইওরোপীয় মহাদেশে বাহ্যিকভাবে শান্তি বজায় ছিল। সুতরাং সাম্রাজ্য বিস্তারের সুযোগ সেই কারণে স্বভাবতই বৃদ্ধি পাইয়াছিল; (২) সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রধান ক্ষেত্র: এশিয়া ও আফ্রিকা। এশিয়া: (ক) ইংলণ্ড: অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, ভারতবর্ষ, আফগানিস্তান, ব্রহ্মদেশ, বেলুচিস্তানে আধিপত্য বিস্তার, (খ) রাশিয়া: পারস্য ও আফগানি-স্তানের সীমা পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার, উত্তরে প্রশান্ত মহাসাগর, পূর্বে আমুর নদী পর্যন্ত দেশে সাম্রাজ্য বিস্তৃতি, ভ্লাডিভস্টক্‌ দখল; (গ) ফ্রান্স: কোচিন-চীন, আনাম, কম্বোজ, ক্যালিডোনিয়া দখল; (ঘ) জার্মানি, ইতালি, আমেরিকা: জার্মানি ও ইতালি কর্তৃক চীনদেশে বাণিজ্য-স্বার্থান্বেষণ, আমেরিকা কর্তৃক ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ দখল; আফ্রিকা মহাদেশ: (ক) বেলজিয়াম: বেলজিয়ান কঙ্গো, (খ) ফ্রান্স: সেনিগাল, টুনিস, মরক্কো, মাদাগাস্কার এবং কঙ্গোনদী ও আইভরি কোস্টের মধ্যবর্তী স্থান, (গ) ইংলণ্ড: কাইরো হইতে উত্তমাশা অন্তরীপ, গাম্বিয়া, সিয়েরালিয়োন, গোল্ডকোস্ট, নাইজেরিয়া, সোমালিল্যাণ্ডের একাংশ; (ঘ) পোর্তুগাল: এঙ্গোলা ও পোর্তুগীজ পূর্ব-আফ্রিকা; (ঙ) ইতালি: ট্রিপোলি, সাইরেনেইকা—১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে আবিসিনিয়া; (চ) জার্মানি: দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকা, ক্যামে-রুনস্‌ ও টোগোল্যাণ্ড; (ছ) স্পেন: উত্তর-পশ্চিম উপকূলে একটি প্রদেশ ও জিব্রাল্টারের বিপরীত দিকে আফ্রিকা উপকূলে একটি ক্ষুদ্র স্থান; (৩) উপসংহার: এইভাবে বিশাল সাম্রাজ্য গঠনের প্রতিযোগিতার মধ্যেই উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগের ইওরোপীয় ইতিহাস পাঠ করিতে হইবে। ৬৫৬-৬৬৭ পৃষ্ঠা]

2. Describe fully the history of the partition of Africa among the different European powers. (C. U. 1950, 1959)

[উত্তর-সংকেত (১) সূচনা : ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত আফ্রিকা 'অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ' (Dark Continent) নামে পরিচিত ছিল। স্পেক্, লিভিংস্টোন ও স্টেন্‌লির চেষ্টায় আফ্রিকার অভ্যন্তরদেশের তথ্যাদি ইওরোপীয় দেশগুলির নিকট পৌছিলে আফ্রিকা মহাদেশে সাম্রাজ্য স্থাপনের এক দারুণ প্রতিযোগিতা শুরু হয় ; (২) বেলজিয়াম অগ্রণী—দ্বিতীয় লিওপোল্ডের আন্তর্জাতিক ভূগোলজ্ঞদের প্রতিষ্ঠান স্থাপন, অল্পকালের মধ্যেই আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা পরিত্যক্ত—নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির প্রয়াস ; (৩) ১নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেতের ২নং এখানে লিখিতে হইবে। ৬৬২-৬৬৭ পৃষ্ঠা]